

বৃহন্নারদীয়পুরাণম্

মহর্ষি-কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-প্রণীতম্ ।

ভট্টপল্লী-নিবাসি-পণ্ডিতবর-

শ্রীযুক্ত-পঞ্চানন-তর্করত্ন-সম্পাদিত-

বঙ্গানুবাদ-সহিতম্ ।



কলিকাতা,

৩৪ । ১ কলুটোলাস্ট্রীট, বঙ্গবাসী-শ্রীমমেন্সিন প্রেসে

শ্রীকেবলরাম চট্টোপাধ্যায় দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত ।

সম ১৩০১ ।

বিজ্ঞাপন ।

—০ঃ০—

বৃহন্নারদীয় পুরাণ, শুমবুর-হরিকথামৃতে আদ্যন্ত পরিপূর্ণ ।

এ পুরাণ পাঠ করিলে অতি বড় পাষাণের অন্তরে বিমুক্তির সন্ধান
হইয়া থাকে । ধার্মিক এ পুরাণ পাঠে অসীম আনন্দ লাভ করিবেন । মূলের
শ্লোক দেখুন আর আমাদের অনুবাদে দৃষ্টিপাত করুন, পণ্ডিত অপণ্ডিত
সকলেরই অর্থ-বোধ হইবে, এইরূপ আশা করি ; আশা-সাফল্যের বিষাণ
ভগবান্ ।

এই পুরাণের অনুবাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাণামুখ বিদ্যার্ণব, শ্রীযুক্ত জগন্নাথ
বিদ্যার্ণব, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র স্মৃতিভীষ, আমার ছাত্র শ্রীযুক্ত দ্বারকেশ কাব্য-
ভীষ ও আমি ।

শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন ।

ভাটপাড়া ।

বহ্নারদীয়পুরাণম্ ।

প্রথমোহধ্যায়ঃ ।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় ।



নারায়ণং নমস্কৃত্য নরপৈব নরোত্তমম্ । দেবীং সরস্বতীপৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ
বন্দে বৃন্দাবনাগীনমিন্দ্রানন্দমন্দিরম্ । উপেন্দ্রঃ সাল্লিকাঙ্কণঃ পরানন্দঃ বিভূঃ পরম্ ॥ ১
ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশাদ্যা যশাংশা লোকনাথকাঃ । তমাদিদেবং চিহ্নপং বিহঙ্কং পরমং ভজে ॥ ২
সূত উবাচ ।

শৌনকাদ্যা মহাত্মান ঋষয়ো বক্ষস্বাদিনঃ । নৈমিষাথো মহারণো তপস্তুপুর্মুক্ষবঃ ॥ ৩
জিতেন্দ্রিয়া জিতাভাঃ শত্রুঃ সত্যপরায়ণাঃ । ব্রহ্মভূঃ পরমা ভক্ত্যা বিষ্ণুমানস জগদ্বক্ষস্ব ॥ ৪
অনীলাঃ সর্ষপশৃঙ্গাঃ লোকানুগ্রহতপরাঃ । নিম্বমা নিরহঙ্কারাঃ পরেশরতমানসাঃ ॥ ৫
ধন্যকামাদির্জিহ্বাঃ সত্বাদিগুণসংযুতাঃ । কৃষ্ণাজিনোত্তরীয়াস্তে জটীলা ব্রহ্মচারিণঃ ॥ ৬
গুণভূঃ পরমং ব্রহ্ম জগদ্বৈতং জগদ্বক্ষস্ব । সপশাদ্বার্থতত্ত্বজ্ঞাস্তস্মিন নৈমিসকাননে ॥ ৭
যজ্ঞৈর্যজ্ঞপতিং কেচিজ্জ্ঞানৈর্জ্ঞানাত্মকং পরে । কেচিচ্চ পরমা ভক্ত্যা নারায়ণমপূজয়ন্ত ॥ ৮
একদা তে মহাত্মানঃ সমাজঃ স্তব্ধকৃতমাঃ । বশ্যার্থকামমোক্ষাণামুপায়ং জাতুমিচ্ছতঃ ॥ ৯
ষট্‌বিংশতিসহস্রাণি মুনীনামুদ্বৈততনাম্ । তেষাং শিষ্যপ্রশিষ্যাণাং সংখ্যা বক্তুং ন শকাতে ॥
মুনয়ো ভাবিতাত্মানো মিলিতাস্তে ময়োজসঃ । লোকানুগ্রহকর্তারো বাঁতরাগা দিমংসরাঃ ॥ ১১
কানি ক্ষেত্রাণি পুণ্যানি কানি তীর্থানি ভূতলে । কথং বা লভাতে মুক্তির্নৃণাং তাপার্হচেতনাম্
কথং হরৌ মনুষ্যাণাং ভক্তির্বাভিচারিণী । কেন সিধোত চ কলং কথংল্লিবিদাহুনঃ ॥ ১৩
ইতোবং প্রষ্টুমাগ্নানমুদাতান্ প্রেক্ষা শৌনকঃ । প্রাজলির্দীপ্যমাতেদং বিনয়াবনতঃ সূদীপঃ ॥ ১৪
শৌনক উবাচ ।

আস্তু সিদ্ধাশ্রমে পুণ্যে সূতঃ পৌরাণিকোহমঃ । বক্তুং মথেন্দ্রবিদৈর্দিশংসং জনাদিনম্ ॥ ১৫
ন এতদগিলং বেতি ব্যানশিক্ষো যতোমুনিঃ । পরানন্দং তিতাবক্তা শান্তো বৈ লৌমহর্ষিণা ॥ ১৬

যুগে যুগেহলকান্ বর্ষান্ নিরীক্ষ্য মধুসূদনঃ । বেদব্যাসমুদ্রপেণ বেদভাগং করোতি বৈ ॥ ১৭
 বেদবা ॥ ১৮ ॥ যুনিঃ সাক্ষান্নারায়ণ ইতি দ্বিজাঃ । অশ্রমঃ সর্লগায়েষ্য হৃত্ত্ব বাগশাসিতঃ ॥ ১৮
 তেন সংগাগিতঃ সূতো দেবব্যাসেন বীমতা । পুরাণানি স বেত্তোব নাটো লোকে ততঃ পরঃ
 সঃ পুরাণার্থবিশ্লোকৈ স মনোজ্ঞঃ সুবুদ্ধিমান । স শাস্তো মোক্ষদায়কঃ কর্তব্যক্লিকলাপবিৎ ॥ ১৯
 বেদবেদাঙ্গশাস্ত্রানি সারভূতঃ মুনীশ্বরঃ । অগরিষ্ঠাংশং তস্যসং পুরাণেনমন্তুবান্ মুনিঃ ॥ ২০
 বা বৈ সূতস্তু সর্লভার্থকোবিদ । তস্যসং তমেন পৃচ্ছাম ইভাচে শৌনকো মুনীন্
 শৌনকঃ সপ্তো মুনয়ো বাসিন্দাঃ ববম । সমাগ্লিষা ত্ববত্ত্বং সাধু সাক্ষিতি চাক্রবন্ ॥
 মুনয়ো জগৎ পণ্ডিতাঃ সিদ্ধাশ্রমঃ ববম । যুগব্রজসমাকীর্ণঃ মুনিভিঃ পরিশোভিতম্ ॥ ২৪
 চুৰ্জহত্য ফলপুষ্পবিভূষিতম্ । অচ্ছোদমরমার বৃন্দমতিথাতিথামমূলম্ ॥ ২৫
 ঈশং দেবমনন্তমপরাজিতম্ । সজ্জমগ্নিষ্টোমেন দদৃশুর্লোমহমণিম্ ॥ ২৬
 ঈতান্তেন সূতেন প্রথিতৌজনঃ । ঈচ্ছন্তুদবভূৎ তত্র তদুমখালয়ে ॥ ২৭ ॥
 ভূধস্বাক্ষঃ মুনি পৌরাণিকোত্তমম । পপ্রচ্ছন্তু স্থপানীন নৈমিষাদ্রণ্যবাসিনঃ ॥ ২৮

মুনয় উচুঃ ।

ধর্মঃ প্রাপ্তা প্রতিধেয়োহসি সূত্রত । জ্ঞানভক্তোপচারেণ পুত্রস্বাস্থ্যান্ যথাবিধি ॥ ২৯
 মোহি জীবন্তি পীড়া চক্লকলামৃতম্ । জ্ঞানামৃতম্ অক্লান্ত মুনে হৃদ্যধনিঃসৃতম্ ॥ ৩০
 যেনৈব জাতঃ সদাধারঃ সদাভ্রকম্ । যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ তাত যস্মিন্ বা লগ্নমেবাতি ॥ ৩১
 কেন বিষ্ণুঃ প্রসন্নঃ স্যাস স কথং পূজাতে নরৈঃ । কথং বর্লশ্রমাচারশ্রুতিধেঃ পূজনং কথম্ ৩২
 সফলং সাদৃশ্যা কর্ম মোক্ষোপায়ঃ কথং নৃণাম্ । ভক্ত্যা কিংপ্রাপতেপুংভিলুখাভক্তিচকীদৃশী
 বদ সূত যনিশ্রেষ্ঠ সর্লমেতদসংশয়ম্ । কস্ম নো জায়তে ভূটিঃ শ্রোতুঃ স্বচনামৃতম্ ॥ ৩৪

সূত উবাচ ।

শৃণুধ্বমসরঃ সর্ল যদিষ্টে বো বদামাহম্ । গীতং গনংকুমারায় নারদেন মহাত্মনা ॥ ৩৫
 পুরাণং নারদীয়াখ্যং বৃহদেদার্থসম্মিতম্ । সর্লপাপপ্রশমনং দৃষ্টগ্রহনিবারণম্ ॥ ৩৬
 দুঃস্বপ্ননাশনং ধন্যং ভক্তিযুক্তিফলপ্রদম্ । নারায়ণকথোক্তং সর্লকলাপনিব্বিদম্ ॥ ৩৭
 বর্লার্থকামমোক্ষাণাং হেতুভূতং মহাফলম্ । অপূর্লপুণ্যফলদং শৃণুধ্বম্ সুসমাধিতাঃ ॥ ৩৮
 মহাপাতকযুক্তো যো যুক্তো বা সর্লপাতকৈঃ । প্রতৈতদীযং দিব্যং হি পুরাণং যুক্তিমাধুর্য়াং
 যদত্রাণায়পঠন্যাজপেয়ফলং লভেৎ । অধ্যায়ধ্বপাঠেন অগ্নিহোমফলং দ্বিজাঃ ॥ ৪০
 জৈষ্ঠমাসে পৌর্ণমায়াঃ মূলক্ষে প্ররতো নরঃ । স্যাত্য চ মুনীয়াঞ্চ মথুরায়ামুপোষিতঃ ॥ ৪১
 অডার্ঢ্যা বিবিধরিক্তং যৎ ফলং লভতে দ্বিজাঃ । তৎ প্রবক্ষ্যামি বঃ সমাক্ শুনন্তঃ সদতো যম ॥
 জন্মায়ুতাজ্জিতৈঃ পাপৈর্মুক্তৈঃ কোটিকলাশিতৈঃ । ভক্ত্যঃ পদমাসাদ্য তত্রৈব পরিমুচাতে ॥ ৪৩
 ক্রত্ব তত্র দশাধারান্ তদবাশ্রোতি ভক্তিভঃ । নন্দহো নাত্র কর্তব্যোহচ্যুতো বৈস্তুহতে যতঃ
 শ্রাব্যনাং পদম্ শ্রাব্যং পবিত্রাণামতুতমম্ । দুঃস্বপ্ননাশনং পুণ্যং শ্রোতবাং বভূতস্ততঃ ॥ ৪৫
 নরোহত্র অক্লান্ত যুক্তঃ শ্লোকঃ শ্লোকান্ধমেব বা । পঠিত্বা মুচাতে সদাশোপপাতককোটিভিঃ ৪৬
 গতামেব প্রবেত্তবাং তদাদ্যুতমঃ যতঃ । বাচস্পিকুভবনে পুণ্যক্ষেত্রে চ নংসদি ॥ ৪৭
 নক্ষত্রেধরতান্যং দতাচারদ্রতাস্থনাম্ । লোকযাজকহুতীনঃ ন ক্রদ্বাদ্বিজসত্তমাঃ ॥ ৪৮

ভাক্তকামাদিদোষানাং বিমুক্তিরভাবনাম্ । ভক্তভক্তিরভাবনাং বক্তব্যং মোক্ষসাধনম্ ॥ ৪১
 সঙ্গদেবময়ো বিষ্ণুঃ স্রষ্টা মাতির্নাশনঃ । স ভক্তবৎসলো দেবো ভক্তা তুষাতি নাশ্রুত্বা ॥ ৪২
 অবশেনাপি যত্রাপি কীর্তিতে বা স্ততেহপি চ । বিমুক্তপাতকঃ সোহপি পরমঃ পদমগ্নতে ॥ ৪৩
 সংসারঘোরকান্তার-দাবাধিমধুহৃদনঃ । স্মৃতানাং সঙ্গপাপানি নাশয়তাশু মত্তমাঃ ॥ ৪৪
 তদর্পকমিদং পুণ্যং পুরাণং শ্রাব্যমুত্তমম্ । শ্রবণাৎ পঠনাদ্যপিসঙ্গপাপবিনাশকং ॥ ৪৫
 যস্তাত্ৰ অবগে বুদ্ধির্বর্ততে ভক্তির্ন যুতা । ন এব কৃতকৃত্য শ্চ সঙ্কশাস্ত্রার্থকোবিদঃ ॥ ৪৬
 তদর্জিভ্যঃ তপঃপুণ্যং তৎ সদাঃ সফলং দ্বিজাঃ । যদত্র অবগে বুদ্ধিরশ্রুত্যা ন হি বর্ততে ॥ ৪৭
 সংকথাম্ প্রবর্তন্তে সজ্জনা যো হৃদগন্ধিতাঃ । নিম্নার্যঃ কলহে বাপি হৃদন্তঃ পাপতৎপর্য্য ॥ ৪৮
 পুরাণে বর্ষবাদন্তং যে বুদ্ধন্তি নরাধমাঃ । তৈরর্জিভ্যানি পুণ্যানি তদ্বদেব ভবন্তি বৈ ॥ ৪৯
 সমস্তকর্মনির্মূলমাধনানি নরাধমঃ । পুরাণাশ্রয়বাদেন শ্রুত্যা নরকমগ্নতে ॥ ৫০
 যাবদ্ব্রহ্মা স্বজতোভজ্জগৎ স্বাবরজস্বমম্ । তাবৎ স পচাতে পাপী নরকান্নিম্নমন্ততম্ ॥ ৫১

অহো হি বাক্যো চতুরক্ষরে ধ্যে পুণ্যশ্চ পাপশ্চ নিদানভূতে ।

উচ্চারণাদেব নৃণাং মুনীন্দ্ৰা নারায়ণশ্চেতি তথার্থবাদঃ ॥ ৬০

পুরাণেষু দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ সঙ্গদর্শ্যপ্রবক্তৃষু । প্রবদন্ত্যর্থবাদন্তং যে তে নরকভাজনা ॥ ৬১
 অনার্যাসেন বঃ পুণ্যানীচ্ছতীহ দ্বিজোত্তমাঃ । শ্রাব্যানি ভক্ত্যা তেনৈব পুরাণানি ন নঃশয়ঃ ॥ ৬২
 তদর্জিভ্যানি পাপানি নাশমায়াস্তি বশ্য বৈ । পুরাণপ্রবগে বুদ্ধিস্তেহৈব ভবতি ভবনম্ ॥ ৬৩
 পুরাণে বর্তমানেনপি পাপপাশেন বদ্ধিতঃ । অনাদৃতা বৃথাগাথাসক্তবুদ্ধিঃ প্রবর্ততে ॥ ৬৪

অংসঙ্গদেবার্চনসংকথাম্ পরোপদেশে চ রতো মনুষ্যাঃ ।

স য়াতি বিকোঃ পরমং পদং তদৃ দেহাবসানেহচ্যুততুল্যতেজস্বী ॥ ৬৫

তস্মাদব্রহ্মারাদনামধেষঃ পরং পুরাণং শ্রুত দ্বিজেন্দ্রাঃ ।

যস্মিনু ক্রতে জন্মজরাদিনাশো ভবতাদৌষশ্চ নরোহচ্যুতঃ স্যাদিত্যুতম্ ॥ ৬৬

বরং বরেণ্যং বরদং পুরাণং নিজপ্রভাতানিতসংলোকম্ ।

সংল্লিতার্থং পরমাদিদেবং শ্রুত্যা ব্রতেষোক্ষপদং মনুষ্যাঃ ॥ ৬৭

সংল্লিতার্থং পরমাদিদেবং শ্রুত্যা ব্রতেষোক্ষপদং মনুষ্যাঃ ॥ ৬৮

ভক্তাদিদেবং পরমং পরেশমাধায় চেতস্মাপযাতি কৃত্তিম্ ॥ ৬৯

যো নামজাত্যানিবিকল্পীনঃ পরঃ পুরাণাং প মঃ পরমাত্মনাম্ ।

বেদান্তবেদাঃ স্বরূচা প্রকাশঃ স ইজ্যতে সঙ্গপুরাণবেদৈঃ ॥ ৭০

তস্মাৎ তমীশং ভক্তভ্যং বিমুক্তরূপাননার্যলমিদং মুরাণৈঃ ।

পরং রহস্তং পুরুষার্থহেতুং শ্রুত্যা নরো য়াতি পরাংরেশম্ ॥ ৭১

বক্তব্যং ধার্মিকায়ৈতচ্ছুদ্ধদানায় পতিভ্যঃ । মুমুক্শবে চ যতয়ে বীতরাগায় ধীমতে ॥ ৭২

বক্তব্যং পুণ্যদেশে চ সভায়ৈ দেবভাগৃহে । পুণ্যক্ষেত্রে পুণ্যতীর্থে ন সঙ্কায় বিচক্ষণাঃ ॥ ৭৩

উচ্ছিষ্টদেশে বক্তারঃ সংবাদমিমমুত্তমম্ । পচান্তে নরকে ঘোরে যাবদাচন্দ্রভারকম্ ॥ ৭৪

মুখা শৃণোতি যো যুতো নস্তাঙাভবিবর্তিতঃ । সোহপি ভস্মিন্ মহানোরে নরকে পচাতে ক্ষয়ে ॥ ৭৫

নরো যঃ সংকথামপ্যে অজ্ঞবর্তাতি পাতিকা । স য়াতি নরকে ঘোরে যাবদাচন্দ্রভারকম্ ॥ ৭৬

তস্মাচ্ছ্রোতা চ বক্তা চ সমাহিতমনা ভবেৎ । অনসাহিতচিত্তস্ত ন জানাতীহ কিঞ্চন ॥ ৭৬
 নাশ্চচিত্তো নরো ভূহা পিবেদ্ধরিকথামৃতম্ । কথং সন্তোষচিত্তস্ত সাদাভেদঃ প্রজায়তে ॥ ৭৭
 কিং সুখং প্রাপ্যতে লোকে সদা সন্তোষচেতসা । তৎ একমনা ভূহা পিবেদ্ধরিকথামৃতম্ ॥ ৭৮
 নৃণাং সন্তোষচিত্তানাং সুখং বৈষয়িকং যথা । ন জায়তে বৃদ্ধশ্রেষ্ঠা যোগসিদ্ধিঃ কথং ভবেৎ ॥ ৭৯
 তস্মাৎ সৰ্বাঃ পরিভাজা কামঃ হংসস্ত সাদনম্ । সমাহিতমনা ভূহা কুর্যাদচ্যুতচিত্তনম্ ॥ ৮০
 যেন কেনাপ্রাণাগ্নেন স্মৃতো নারায়ণৌহবায়ঃ । অপি পাতকযুক্তস্ত প্রমত্তঃ স্মার সংশয়ঃ ॥ ৮১
 যস্ত দেবে পরা ভক্তির্বিধৌ নারায়ণেহবায়ৈ । তস্ত স্মাৎ সফলং জগ্ন মুক্তিশ্চৈব করে স্থিতা ॥
 ধর্মার্থকামমোক্ষাখ্যাঃ পুরুষার্থা দ্বিজোত্তমাঃ । হরিভক্তিপরাণাং বৈ সম্পদ্যন্তে ন সংশয়ঃ ॥ ৮৩

ইতি শ্রীবৃহন্নারদীয়ে পুরাণে প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥ ।

দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ

ঋষয় উচুঃ ।

কথং সনৎকুমারায় দেবর্ষিনারদৌমুনিঃ । প্রোক্তবান্ স কলান্ ধর্ম্মান্ কথং ভৌ মিলিতাবুভে
 কশ্চিন্ ক্ষেত্রে স্থিতৌ তাত তাবুভৌ ব্রহ্মবাদিনৌ । বহুত্বং নারদেনাত্মৈ তরো ক্রহি দর্শাবি ॥২
 সূত উবাচ ।

সনকাদ্যা মহাত্মানো ব্রহ্মণস্তুতরাঃ সূতাঃ । নিশ্চমা নিরহঙ্কারাঃ সর্বৌ ত উদ্ধবেত্তমঃ ॥ ৩
 তেষাং নামানি বক্ষ্যামি সনকশ্চ সনন্দনঃ । সনৎকুমারশ্চ বিভূঃ সনাতন ইতি সূতাঃ ॥ ৪
 বিষ্ণুভক্তা মহাত্মানো ব্রহ্মধ্যানপরায়ণাঃ । সহস্রসূর্যাসন্ধাশাঃ সত্যসন্ধা মুমুক্শবঃ ॥ ৫
 একদা ব্রহ্মণঃ পুত্রাঃ সনকাদ্যা মহৌজসঃ । মেকশশ্চ সমাজগমূরীক্ষিত্ব ব্রহ্মণঃ সত্যম্ ॥ ৬
 তত্র গঙ্গাং মহাপুণ্যাম্ বিষ্ণুপাদোদ্ভবা নদীম্ । নিরীক্ষাস্নাতুমুদ্বজ্ঞাঃ সীতাখ্যাঃ প্রবিতৌজসঃ ॥ ৭
 এতস্মিন্নন্তরে বিপ্রা দেবর্ষিনারদৌ মুনিঃ । আজগামোচ্চরন্ নাম হরে নারায়ণাদিকম্ ॥ ৮
 নারায়ণাচ্যুতানন্ত বাসুদেব জনার্দিন । যজ্ঞেশ যজ্ঞপুরুষ কৃষ্ণ বিষ্ণো নমোহস্ত তে ॥ ৯
 পদ্মান্ধ কমলাকান্ত গঙ্গাজনক কেশব । ক্ষীরোদশায়িন্ দেবেশ নারায়ণ নমোহস্ত তে ॥ ১০
 শ্রীকৃষ্ণ বিষ্ণো নৃহরে মুরারে প্রহ্লাদ সঙ্কর্ষণ বাসুদেব ।

অজানিরুদ্ধাচ্যুত বিশ্বরূপ ত্বং পাহি নঃ সর্বভয়াদঙ্কসম্ ॥ ১১

ঐত্যাচ্চরন্ হরেনাম পাবনরখিলং জগৎ । আজগাম স্তবন্ গঙ্গা মুনির্লৌকৈকপাবনীম্ ॥ ১২
 অথারান্তঃ সমুীক্ষ্য সনকাদ্যা মহৌজসঃ । যথার্মমর্জনা চক্রবন্ধে মোহপি তান্ মুনীন্ ॥ ১৩
 কৃতকৃত্যোমু মুনিমু গঙ্গাতীরে মনোরমে । আনীনেনু চ সর্বৌ প্রান্তৌষীন্নারদৌ হরিম্ ॥ ১৪
 অথ তত্র সত্যমবো নারায়ণপরায়ণম্ । সনৎকুমারঃ প্রোবাচ নারদ মুনিপুঙ্গবম্ ॥ ১৫

সনৎকুমার উবাচ ।

সর্বৈজ্ঞোহসি মহাপ্রাজ্ঞ মুনিমানদ নারদ । হরিভক্তিপরো যস্মাৎ হতো নাস্ত্যপরোহধিকঃ ॥ ১৬
 যেনেদমখিলং জাতং জগৎ স্বাবরজঙ্গমম্ । গঙ্গা যথোদ্ভবা যেন কথং স জায়তে হরিঃ ॥ ১৭

দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।

৫

কথং ত্রিবিধং কৰ্ম সফলং জায়তে মূনে । জ্ঞানং যথা ভবেৎ পূজাং তপসাং লক্ষণং যথা ॥ ১৮
যথাতিথেঃ পূজনং যেন বিষ্ণুঃ প্রসীদতি । এবমাদৌনি তুহানি হরিভক্তিকরাণি চ ।

অনুগ্রাহোহস্মি যদি তে ভক্তো বক্রমহি ॥ ১৯

নারদ উবাচ ।

নমঃ পরায় দেবায় পরায় পরতরায় চ । পরায়পরনিবাণায় সত্ত্বগায়াক্ষণায় চ ॥ ২০
জ্ঞানাজ্ঞানস্বরূপায় ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মস্বরূপিণে । বিদ্যাংবিদ্যাস্বরূপায় স্বস্বরূপায় তে নমঃ ॥ ২১
অমায়ান্নাগংজায় মায়িনে যোগরূপিণে । যোগেশ্বরায় যোগায় যোগগমায় তে নমঃ ॥ ২২
জ্ঞানায় জ্ঞানগমায় সৰ্ব্বজ্ঞানৈকহেতবে । জ্ঞানেশ্বরায় দিব্যায় জ্ঞানগমায় তে নমঃ ॥ ২৩
ধ্যানায় ধ্যানগমায় ধ্যানায় পাপহরায় চ । ধ্যানেশ্বরায় সুধিয়ে তস্মৈ শুদ্ধাত্মনে নমঃ ॥ ২৪

আদিভূ-মেলায়ি-বিধাতৃ-দেবাঃ সিন্ধাশ্চ যক্ষাসুর-নাগসজ্জাঃ ।

যচ্ছন্তি কার্যাস্তমজঃ পুরাণং স্তোত্রাং স্তুতীশাং গততং নতৌহস্মি ॥ ২৫

যন্মামস কীর্তনপুণাশীলাঃ স্বপ্নেহপি পশ্যন্তি ন যঃ মুনীজ্জাঃ ।

জানন্তি নাদাপি বিরিক্টিমুখ্যাস্তমীশমাদাং নততং নতৌহস্মি ॥ ২৬

যৌ ব্রহ্মরূপৌ জগতাং বিধাতা তদেব পাতা তরিকৃপভাগ্ যঃ ।

কল্পান্তরদ্বাখাতমুশ্চ বিশ্বং স গৃহ্য শেতে তমজং ভজামি ॥ ২৭

যন্মামস কীর্তনতো গজেন্দ্রো গ্রাহোঽবক্কাণ্মুচে স এব ।

পরত্র বিক্ষোঃ পরমং পদং যঃ পশ্যন্তি সত্ত্বস্তমজঃ প্রপদ্যে ॥ ২৮

শিবস্বরূপৌ শিবভাবিতানাং হরিস্বরূপৌ হরিভাবিতানাং ।

সংস্কল্পপুঙ্গবকমূর্তিহেতুং বরং বরেণ্যং শরণং প্রপদ্যে ॥ ২৯

যঃ কেশিহস্তা নুরকান্তকশ্চ ভূজাগ্রমাগ্রেণ দধার পৌত্রম্ ।

ভূভারবিচ্ছেদবিনোদকামং নমামি দেবং বসুদেবসুখম্ ॥ ৩০

হসগ্রাবাসুরং জিত্বা বেদাশুক্রতবান্ পুনঃ । মৎস্বরূপেণ যৌ দেবস্তুমস্মি শরণং গতঃ ॥ ৩১

দধার মন্দরং পৃষ্ঠে ক্ষীরোদেহমৃতমহনে । দেবতানাং জিতাশ্চায় তং কৰ্ম প্রণমাম্যহম্ ॥ ৩২

দংষ্ট্রাস্কুশেন যোহনন্তঃ সমুদ্রত্যাগবাক্তরাম্ । তদ্রাবেবং জগৎ কৃত্বা তং বরং নমাম্যহম্ ॥ ৩৩

প্রজ্ঞাদং ব্রাহ্মত্বং দৈত্যঃ শিলাগ্রকঠিনোরসম্ । বিদ্যায়া হ তবান্ দৈত্যঃ তং নৃসিংহং নমাম্যহম্ ॥ ৩৪

লক্ষ্মী বৈরোচনাত্মিন্ পদ্মায় দ্বাতামভীত্য যঃ । আব্রহ্ম ভুবনং কান্তং বামনং তং নমাম্যহম্ ॥ ৩৫

হৈহরস্মাপরাধেন চৈকদিশতিসংখ্যয়া । ক্ষত্রিয়ানাজঘাতৈব জামদগ্ন্যাং নতৌহস্ম্যহম্ ॥ ৩৬

আবির্ভূতশ্চতুর্দ্বী যঃ কপিভিঃ পরিবারিতঃ । হতবান্ ব্রাহ্মলানীকং রামং দাশরথিং ভজে ॥ ৩৭

মূর্তিধরং নমাত্ৰিত্য ভূভারমপহৃত্য যঃ । মুষলেন হলাগ্রেণ তং রামং সততং ভজে ॥ ৩৮

ভূমাদিলোকত্রিতয়ং সংস্রজ্যাত্মনমাত্মনাম্ । পশ্যন্তি যোগিনঃ সৰ্ব্বে তমীশানং ভজাম্যহম্ ॥ ৩৯

যুগান্তে পাপিনোহস্তকান্জিত্বা তীক্ষ্ণানিধারয়া । হাপন্নামাগ যৌ ধৰ্ম্মং কৃতাদৌ তং নমাম্যহম্ ॥ ৪০

এবমাদৌনেকানি রূপাণ্যস্ম মহাত্মনঃ । যেথাং নামানি সংখ্যাতুং শক্যন্তে নান্দকোটিভিঃ ॥ ৪১

মহিমানন্ত যন্মায়ঃ পারং গন্তমনীষর্যুঃ । মুনয়োহপি মুনীজ্জাশ্চ কথং তং কুপ্তকো ভজে ॥ ৪২

যন্মামশ্রবণেনাপি মহাপাতকিনোহপি যে । পাবনতং প্রপদ্যন্তে কথং স্তোষ্যামি শৃঙ্গধীঃ ॥ ৪৩

সূরাপরোহপি যন্মাম কীর্তয়িত্বা হৃজামিলঃ । প্রপেদে পরমং স্থানং কথং স্তোষ্যামি মন্দধীঃ ॥ ৪৪
 যথাকথং দিব্যরাসিকীর্তিতে বা ক্রতেহপি বা । পাপিনোহপি বিভক্তাঃ স্যাম্যেককথাপি হৃবাশ্র যুঃ
 আত্মজ্ঞানমাধার যোগিনো গতকল্পায়াঃ । পশুন্তি যং জ্ঞানরূপং তমস্মি শরণং গতঃ ॥ ৪৬
 সাত্বিকঃ সর্গাত্ম পশুন্তি পরিপূর্ণানকং চক্ষুঃ । তমাদিদেবমজরং জ্ঞানরূপং নতোহস্মাহম্ ॥ ৪৭
 অজ্ঞা বজ্রতি বিশেষঃ পাশাদিবিমুক্তিদা । সর্গাত্ম নঃস্থিতং দেবং তং বন্দে পুরুষোত্তমম্ ॥ ৪৮
 কৰ্ম্মাণি যন্ত রূপাণি তপাংসি চ মহাত্মনঃ । জ্ঞানরূপঃ সদা কামান্তুমীশং গততং ভজে ॥ ৪৯
 সৰ্ব্বভুতময়ং শান্তং সৰ্ব্বপ্রদৌরমীশ্বরম্ । সহস্রশিরসং দেবং তং বন্দে ভাবনাময়ম্ ॥ ৫০
 যদুতং যচ্চ বৈ ভাব্যং জগৎ স্বাবরজঙ্গমম্ । দশানুলাং যোহত্যাতিল্লং তমীশমজরং ভজে ॥ ৫১
 অগৌরবীয়াংসমজ মহতঃ মহত্তরম্ । শুদ্ধাঙ্গুষ্ঠময়ং দেবং প্রণমামি হৃদঃপূৰ্ণং ॥ ৫২
 ধ্যায়েৎ স্মৃত্যু পূজিতো বা স্তুতো বা নমিতোহনি বা । স্বপদং যোদদাতীশস্তং বন্দে পুরুষোত্তমম্
 সূত উবাচ ।

ইতি শ্রবত্তং পরমং পরেশং হৃদাস্তনং ককবিলোচনাভ্যে ।

মুনীশ্বরো নারদনামধেয়ঃ সৰ্ব্বভূতঃ প্রাজ্ঞলয়ো মহাত্মম্ ॥ ৫৪

ইদং বৈ নারদস্তোত্রং প্রাতঃকথায় যঃ পঠেৎ । নরপাপবিবিন্ধুজ্ঞো বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥ ৫৫
 ইতি দত্তা বরং তস্মৈ নারদায় মুনীশ্বরাঃ । বাহরন্তো হরেন্নাম ভূধুবনীরদঃ মুনিম্ ॥ ৫৬

ইতি বৃহন্নারদীয়ে পুরাণে তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ ।

নারায়ণোহক্ষরোহনন্তঃ সৰ্ব্বব্যাপী নিরঞ্জনঃ । তেনেদমখিলং ব্যাপ্তং জগৎ স্বাবরজঙ্গমম্ ॥ ১
 আদিসর্গে মহাবিকুঃ স্বপ্রকাশো জগন্ময়ঃ । শুণভেদমখিলায় মূর্তিত্রয়মবাপ্তবান্ ॥ ২
 সৃষ্টার্থমহজদেবো দক্ষিণাত্মা প্রজাপতিম্ । মধো রুদ্রাখ্যমীশানং জগদন্তককারণম্ ॥ ৩
 পালনায়ৈব জগতো বামাত্মা দ্বিকুম্বারম্ । আদিসর্গে মহাবিকুরেবং ত্রিহুমবাপ্তবান্ ॥ ৪
 তমাদিদেবমজরং কেচিদ্ধ্রুং বদন্তি বৈ । কেচিচ্চ বিষ্ণুমপরে ধাতারং ব্রহ্ম চাপরে ॥ ৫
 তস্মৈ শক্তিঃ পরা বিকোৰ্জগৎকার্যপরিভ্রয়া । ভাবাভাবস্বরূপা সা বিদ্যাং বিদ্যোতি গীয়তে ॥ ৬
 যদা বিশ্বং মহাবিকোৰ্ভিন্নভেন প্রতীয়তে । তদা হবিদ্যা সংসিদ্ধা তদা দুঃখস্য সাধনী ॥ ৭
 তদাত্তজ্ঞেয়াহাপাধিস্তু যদা নশ্চতি নতমাঃ । সর্গৈকভাবনা বুদ্ধিঃ সা বিদ্যোত্যাতীতীয়তে ॥ ৮
 এবং মায়া মহাবিকোৰ্ভিন্না সংসারদায়িনী । অভেদবুদ্ধ্যা দৃষ্টী চেৎ সংসারক্ষয়কারিণী ॥ ৯
 বিষ্ণুশক্তিসমুদ্ভূতমেতৎ সৰ্ব্বং চরাচরম্ । যদ্যতিভিন্নমিদং সৰ্ব্বং যচ্চৈদং যচ্চ নৈঙ্গতে ॥ ১০
 উপাধিভির্বিধাকাশো ভিন্নভেন প্রতীয়তে । অবিদ্যোপাধিভেদেন তথৈদমখিলং জগৎ ॥ ১১
 যথা হরির্জগদ্ব্যাপী তস্মৈ শক্তিস্তথা মূনে । দাহশক্তির্বিধাকারে স্বাভ্রয়ং ব্যাপ্য তিষ্ঠতি ॥ ১২

উমেতি কেচিদাহস্তাং শক্তিং লক্ষ্যতি চাপরে । ভারতীতাপরে চৈনাং গিরিজেশ্বরিকোত চ
 দুর্গেতি ভদ্রকালীতি চতী মাহেশ্বরীতি চ । কোমারী বৈষ্ণবী চেতি বারাহেশ্বরীতি চাপরে ॥১৪
 বাক্ষীতি বিদ্যাহবিদ্যোতি মারোতি চ তথাপরে । প্রকৃতিশ্চ পরী চেতি বদন্তি পরমর্ষয়ঃ ॥ ১৫
 মেয়ং শক্তিঃ পরা বিষ্ণোর্জগৎসর্গাদিকারিণী । ব্যক্তিব্যক্তব্যক্ত্যেণ জগদ্বাপা নানস্থিতা ॥১৬
 প্রকৃতিশ্চ পুমান্শৈব কালশ্চেতি ত্রিধা ভিত্তঃ । অষ্টিত্তিত্তিবিদ্যামানামেকঃ কারণভ্যং গতঃ ॥ ১৭
 যেনেদমখিলং জাতং বক্ষ্যত্বপথেনৈব । তস্মাৎ পরাত্মনো দেবো নিত্য ইত্যভিধীয়তে ॥ ১৮
 বক্ষ্যঃ কথোতি গো দেবো জগদ্ব্যং পরমঃ পুমান্ । তস্মাৎ পরাত্মনঃ সতদবাস্যং পরমং পদম্ ॥১৯
 অক্ষরো নির্ভবঃ শুদ্ধঃ পরিপূর্ণঃ সনাতনঃ । বঃ পঃ কামদ্বাখ্যো যোগিবোধ্যঃ পরাৎপরঃ ॥২০
 পরমাত্মা পরানন্দঃ সর্বোপাধিবিবর্জিতঃ । জ্ঞানৈক্যেন্দ্রিয়ঃ পরমঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ ॥ ২১
 যোহনো লোকোহপি পীরমস্তুত্বাৎ সত্যতঃ । দেহেতি প্রোচাতেমুচ্যেত্বাহোহজ্ঞানং হি ভেদনম্
 পরং বক্ষ্যতিধানন্ত যস্মিন্ নির্মলভেদমি । প্রোচাতে ছাপচারেণ বাচ্য মানসগোচরে ॥ ২২
 য দেবঃ পরমঃ শুদ্ধঃ সদ্ধাদিগুণভেদতঃ । অষ্টিত্তিত্তিবিদ্যামানামেকঃ কারণভ্যং গতঃ ॥ ২৩
 যস্মাত্তাত্তোংশাংশা বক্ষ্যাদ্যাদিদিনৌকনঃ । ভেনেন্দ্রিয়ঃ সাত্ত্বঃ জগদেতচ্চাপদম্ ॥ ২৪
 যোহনো বক্ষ্য জগৎকর্তা যথাত্তিকমলোদ্রবঃ । স এবানন্দ-স্বাভা তস্মাৎপ্রাণঃ পরাত্মনান্ ॥২৫
 যত্বর্ষমী জগদ্রূপে সর্বসাক্ষী নিরঞ্জনঃ । ত্রিভাতিভিন্নস্বরূপেণ ভিত্তো বৈ পরমেস্বরঃ ॥ ২৬
 যস্মাৎ শক্তির্মহামায়া জগদ্বিশ্বকারিণী । (বিশ্বোৎপত্তির্নানান্যং প্রকৃতিঃ প্রোচাতে বৃধিঃ ॥ ২৭
 যাদিসর্গে মহাবিকূর্নোকান্ কর্তুঃ সমুদাতঃ । প্রকৃতিঃ প্রকৃতিশ্চেতি কালশ্চেতি ত্রিধাভবৎ ॥
 যস্মাত্তি ভাবিত্বজ্ঞানঃ পরং বক্ষ্যতিসংজ্ঞিতম্ । বক্ষ্যঃ তঃ পরমং ধাম তদ্বিকোঃ পরমং পদম্ ॥
 পরং বক্ষ্যতিধানন্ত যস্মিন্ নির্মলবস্তুনি । প্রোচাতে ছাপচারেণ য বিকূর্নানগোচরঃ ॥ ৩১
 এব লোকোহক্ষরোহনন্তঃ কালকূটো মহেশ্বরঃ । গুণবশে গুণাবারো জগতামাদিকৃদ্বিভূঃ ॥ ৩২
 প্রকৃত্যাক্রোভমাপরে পুরুষাখ্যো জগদ্ব্যংগো । মহানপ্রাজ্ঞঃ সততঃ স্তম্ভিতঃ ॥ ৩৩
 মহাকীরাত্মা যোগি ভস্মাত্রীণী স্তম্ভিতা চ । তস্মানেভো তি ভূতানি জাতানি জগতঃ কৃতে ॥৩৪
 যাকশবান যিচ্ছল-ভূময়োঃ স্তম্ভিতা যক্ষ । বলাকমঃ কাশ্যাকামৈককশ্যোপযান্তি বৈ ॥ ৩৫
 ততো বক্ষ্য জগদ্রূপে যদ্বান্ পাণ্ডাদিকান্ । তমোমহঃ স বিস্তেরো যঃ সর্গো বৃদ্ধিপূর্বকঃ ॥
 যসাধকমিতি জাহ্নতা বক্ষ্য যদ্বান্ বিভূঃ । ত্রির্ভূগুণোনিগতান্ জন্তুন্ পাণ্ডপশ্চিমুগাদিকান্
 তমপানাবকং মহা দেবসর্গং সমাপ্তমেনাৎ । ততো বৈ মানুযঃ সর্গং কল্পয়ামাস পাতকঃ ॥ ৩৮
 ততো দক্ষাদিকান্নপুত্রাশ্বানানুশিমাধিকান্ । অশ্বকশৈবিদং ব্যাধুং নদেবায়ুর্মানুষ্যম্ ॥৩৯
 ভূর্ভুবশ্চ তথা স্বশ্চ মহেশ্বর জনমুখাঃ । তদশ্চ সাত্ত্বমিত্যেতৎ লোকাঃ সপ্তোপবিভক্তাঃ ॥ ৪০
 তস্মাৎ বিত্তলৈশ্চৈব স্তম্ভিতঃ সনাতনম্ । সনাতনঃ বিত্তলঃ ততোহক্ষরঃ সনাতনম্ ॥ ৪১
 তাত্তলশ্চেতি নপ্তেতি পাত্তলানি জনাননঃ । এতৎ সর্গকালং লোকনামাশ্চ সর্গকালম্ ॥
 তাত্তলান্ নদীশ্চানো তত্র লোকনিবাসিনাম । বহনাদীনি সর্গাণি যথায়োগামকারয়ঃ ॥ ৪৩
 তাত্তলে মধ্যমে মেরুঃ সর্বদেবনামাশ্রয়ঃ । লোকালোকশ্চ ভূমাত্তে তস্মাৎ সপ্ত সাগরাঃ ॥ ৪৪
 তীপাশ্চ নপ্ত বিপ্রেক্ষা বীপে বীপে কলাচলাঃ । নদাশ্চ নদবন্ত্র জনাশ্চামরনন্নিভাঃ ॥ ৪৫
 জম্ববক্ষ্যতিধানো চ শাকলশ্চ কুশলুপা । কোণঃ শাকঃ শুক্লশ্চ তে সর্গে দেবভূময়ঃ ॥ ৪৬

এতে দ্বীপাঃ সমুদ্রেষু সপ্ত সপ্তভিরাহতাঃ । লবণেশ্বরাগপির্দধিহৃদ্ধজলৈঃ সহ ॥ ৪৭
 এতে দ্বীপাঃ সমুদ্রাশ্চ পূর্বাশ্চৈব পরম্পরম্ । জেয়া দ্বিগুণবিস্তারা আ লোকালোকপর্কতাঃ ॥
 ক্ষারোদধেকৃতরং যদ্বিমাদৈশ্চৈব দক্ষিণম্ । জেয়া তদ্বারতং বর্ষং সর্গকর্মফলপ্রদম্ ॥ ৪৮
 অত্র কর্মণি কুত্রিতি ত্রিবিধাশ্চকনন্দন । 'তৎকল' ভূজাতে ব্রহ্মন ভোগভূমিদত্বকমাং ॥ ৪৯
 ভারতে তু কৃতং কর্ম ৭৩ং বাহুভূতমেব বা । আফলক্ষরণং কর্ম ভূজাতেহগ্নত জজ্ঞভিঃ ॥ ৫০
 অদ্যাপি দেবা ইচ্ছন্তি কস্য ভারতভূতলে । সঙ্কিতং সূমহৎ পুণ্যমক্ষয়ামমলং শুভম্ ॥ ৫১
 কদা বরং হি লপ্সামো জস্য ভারতভূতলে । কদা পুণ্যেন মহতা প্রাপ্স্যামঃ পরমং পদম্ ॥
 দানৈর্বা বিবিধৈর্যজ্ঞৈশ্চপোভির্নাক্ষায়িনম্ । পুরুষিতা কদা যামো বদৈ পশ্যন্তি সুরয়ঃ ॥ ৫২
 ভক্ত্যা বা কর্মভির্নাপি জ্ঞানেনাপাথবা চরিম্ । জগদীশং কদা যামো নিত্যানন্দময়ং বিভূম্
 যো ভারতভূতং প্রাপা বিষ্ণুপূজাপরো ভবেৎ । ন তস্মৈ সদৃশশাস্তি বীথা বৈ রবিতেজসঃ ॥ ৫৩
 হরিকীর্তনশীলো বা তদ্বক্তানাম্ প্রিয়োহপি বা । শুক্লযুর্নাপি মহতাং স বন্দ্যোহস্মাভিকৃতম্
 হরিপূজারতো বাপি হরিপূজাযতোহপি বা । হরিধানপরো বাপি স বন্দ্যোহস্মাভিকৃতম্ ॥
 নারায়ণেতি কুফেতি বাসুদেবেতি বা কুবন্ । অহিংসাদিপরঃ শান্তঃ স বন্দ্যোহস্মাভিকৃতম্
 শিবেতি নীলকণ্ঠেতি শঙ্করেতি চ যো কবন্ । সর্গভূতহিতো নিত্যং স বন্দ্যোহস্মাভিকৃতম্
 গুরুভক্তঃ শিবধানী আশ্রমচারতৎপরঃ । অনসূয়ঃ সদা শান্তঃ স বন্দ্যোহস্মাভিকৃতম্ ॥ ৬
 ব্রাহ্মণানাং হিতকরঃ গজাবাং সর্গকর্মসু । বেদবাদরতো নিত্যং স বন্দ্যোহস্মাভিকৃতম্ ॥ ৬
 অভেদদর্শী দেবেশে নারায়ণশিবাশ্রকে । স বন্দ্যো ব্রাহ্মণো নিত্যমস্মাভিঃ কিমু সত্তমঃ ॥ ৬
 গোযু ক্ষান্তো ব্রহ্মচারী পরনিদাবিবর্জিতঃ । অপরিগ্রহশীলশ্চ স বন্দ্যোহস্মাভিকৃতম্ ॥ ৬৪
 স্ত্রেয়াদিদৌষরহিতঃ কৃতজ্ঞঃ সত্যবাক্ শচিঃ । পরোপকারনিরতঃ স বন্দ্যোহস্মাভিকৃতম্ ॥
 তড়াগোদানকান্তাঃ নিরতো যো নিরন্তরম্ । বেদার্থগ্রহণে বুদ্ধিঃ পুরাণশ্রবণে তথা ।

সংসঙ্গেশপি চ বস্তু স্মাং স বন্দ্যোহস্মাভিকৃতম্ ॥ ৬৬

এবমাদীশ্তনেকানি ধর্ম্মাণি শ্রদ্ধয়াশ্রিতঃ । করোতি ভারতে বর্ষে স বন্দ্যোহস্মাভিকৃতম্ ॥
 এতেহগ্নভূতমেনাপি নাত্মানং ভাবয়েন্নরঃ । ন এব হৃকৃতিমুচুঃ কোহগ্নাস্ত্রাদচেতনঃ ॥ ৬৮
 সম্ভাপা ভারতে কস্য সূকর্মসু পরাশ্রয়ঃ । পীযুষকলমঃ তাক্ষা বিযভাঙং স মার্গতি ॥ ৬৯
 ঋতিনোদিতবর্ষেণ নাত্মানং ভাবয়েন্নরঃ । স এবমাত্মযাতী স্মাং পাতকিনামমৃতম্ ॥ ৭০
 কর্মভূমিঃ সমাসাদা ন ধর্ম্মং কুরুতে নরঃ । ন এব সর্গথা দুঃখী কোহগ্নাস্ত্রাদচেতনঃ ॥ ৭১
 স্বকর্মফলদে তিহা দুঃখাণি কুপোতি বঃ । কামদেহমতিক্রমা তর্কক্ষীরং ন মার্গতি ॥ ৭২
 এবং ভারতভূভাগং প্রশংসন্তি দিবৌকসঃ । সনৎকুমার ব্রহ্মাদাঃ অভোগক্ষয়ভীরবঃ ॥ ৭৩
 তস্মাৎ পুণ্যভূতমো স্তেষঃ সর্গকর্মফলপ্রদঃ । ভারতাত্মো মহা-গং দেবানামপি দুর্জভঃ ॥ ৭৪
 অস্মিন্ বৈ পুণ্যভূভাগে যন্ত সৎকর্মসুদাতঃ । ন তস্য সদৃশঃ কচ্চিৎ ত্রিষু লোকেযু বিদ্যতে ॥
 অস্মিন্ জাতো নরো যন্ত স্বকর্মক্ষরণোদাতঃ । নররূপপরিচ্ছিন্নো হরিরেব ন সংশয়ঃ ॥ ৭৫
 পরলোকফলং প্রেম্যুঃ কুর্যাৎ কর্মণাত্মদিতঃ । ইতি নির্বেদয়েৎ ভানি তৎকলত্মক্ষয়ং ভবেৎ
 বিরাগী চেৎ কর্মফলেহপি কিঞ্চিন্ন কারয়েৎ । অপ্যেৎ সৎকৃতং কর্ম তে ততামিতি মে হরিঃ ॥ ৭৬
 আ ব্রহ্মভূবনালোকাঃ পুনঃকংসদ্বিদ্ভাংকাঃ । তদ্ব্যপূর্নং পরং লাম নিদামং প্রাপাদে পুনঃ ॥

বেদোদিতানি কৰ্ম্মানি কুৰ্যাদীশ্বরতুষ্টয়ে । যথাশ্রমঃ তাকুকামঃ প্রাপ্নোতি পরমং পদম্ ॥ ৮০
নিকামী বা সকামী বা কুৰ্য্যাস কৰ্ম্ম যথাবিধি । আশ্রমাচারহীনস্ত পতিতঃ প্রোচ্যতে বৃথৈঃ ৮১
সদাচারপরো বিপ্রো বর্জ্যে ব্রহ্মতেজসা । তস্মৈ বিষ্ণু তুষ্টেঃ শ্রাস্তং স ইহামৃত পূণ্যভাক্ ॥ ৮২
বাসুদেবপরো ধর্ম্মো বাসুদেবপরঃ তনুঃ । বাসুদেবপরঃ জ্ঞানঃ তদাদিত্যম বিদ্যাতে ॥ ৮৩
বাসুদেবাভ্যকং সর্কং জগৎ স্বাবরজস্বমম্ । আত্মস্বপ্নমযান্তরং তদাদিত্যম বিদ্যাতে ॥ ৮৪

ন এব ধাতা ত্রিপুরাস্তকশ্চ স এব দেবাস্থাঃ সঙ্গমিকাঃ ।

ন এব ব্রহ্মাণ্ডমিদং ততোহন্তরং কিমিদান্তি স্থিতিরিত্যুপমম্ ॥ ৮৫

সম্যং পরং নান্যদমস্তু কিমিদং প্রাদীপ্যন্ত তথা মহীমান্ ।

ব্যাপ্তং হি তেনেনমিদং বিচিত্রং তং দেবমীশং প্রণমেৎ সুখার্থী ॥ ৮৬

ইতি শ্রীমহাভারতীয়ে পুরাণে ভাতীমোহন্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

চতুর্থোহধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ ।

অন্ধাপূর্বাঃ সর্কধর্ম্মা মনোরথফলপ্রদাঃ । অন্ধয়া সাধ্যতে সর্ক অন্ধয়া তুষাতে হরিঃ ॥ ১
ভক্তিভৈল্যেব কংবা তথা কৰ্ম্মানি ভক্তিতঃ । কৰ্ম্মানি অন্ধাধীনানি ন সিধ্যন্তি তিজোত্তমাঃ ॥ ২
যথালোকো হি জন্তুনাং চেষ্টাকারণতাঃ গতঃ । তথৈব সর্কসিদ্ধীনাম্ ভক্তিঃ পরমকারণম্ ॥ ৩
যথা সমস্তলোকান্তঃ জীবনং নলিলং স্মৃতম্ । তথা সমস্তসিদ্ধীনাম্ জীবনং ভক্তিরিমাতে ॥ ৪
যথা ভূমিং সমাপ্রিত্যঙ্গলৈঃ জীবন্তি জন্তবঃ । তথা ভক্তিং সমাপ্রিত্য সর্ককৰ্ম্মানি সাধয়েৎ ॥ ৫
অন্ধাবল্লভতে ধর্ম্মান্ অন্ধাবানর্থমাশ্রয়াৎ । অন্ধয়া সাধ্যতে কামঃ অন্ধাবান্ মোক্ষমাশ্রয়াৎ ॥ ৬
ন দানৈর্ন তপোভিবা নৈকুর্বা বহুদক্ষিণৈঃ । ভক্তিধীনৈশ্চনিশ্চেষ্টং তুষাতে ভগবান্ হরিঃ ॥ ৭
মেকমাত্রসুবর্ণানাম্ কোটিঃ কোটিমহম্মশঃ । দত্তা চাপ্যর্থনামায় যতো ভক্তিবিবর্জিতা ॥ ৮
অভক্তা বৎ তপসুস্তং কেবলং কায়শোষণম্ । অভক্তা বদ্ধুতং হবা ভগ্ননি ক্রুদহবাবৎ ॥ ৯
বৎকিম্বিৎ কুরুতে কথং অন্ধরাপানুমা একম্ । তন্নাম জীহতে পুংসাঃ শাখত্যাতিদায়কম্ ॥ ১০
অবমেধসহস্রং বা কৰ্ম্ম বেদোদিভ্যঃ কৃতম্ । তৎসমস্তং নিফলং ব্রহ্মণ্য বতো ভক্তিবিবর্জিতম্ ॥ ১১
হরিভক্তিঃ পরা নৃণাম্ কামদেয়মা স্মৃতা । তস্মৈ সত্যায় পিতৃভাজায় নমোঃ সারগরলং ধ্বংসী ॥ ১২
অসারভূতে সৎসারে সারমেতদজ্ঞাতম্ । ভগবন্তু সৎসরং হরিভক্তিপুতিশ্রুতা ॥ ১৩
অপ্যুপেতমনসাম্ ভক্তিদানাদি কৰ্ম্ম বৎ । অবৈতি নিফলং ব্রহ্ম স্তুষ্টং দূরতরো হরিঃ ॥ ১৪
পরশ্রিয়াভিতপ্তানাম্ দত্তাচাররত্নাশ্রয়াম্ । মৃগা তু দূরতরং কৰ্ম্ম তেষাং দূরতরো হরিঃ ॥ ১৫
পৃচ্ছতাম্ মহাধর্ম্মান্ বদতাং বৈ নৃণাং তান্ । ধর্ম্মেহভক্তিমননাং তেষাং দূরতরো হরিঃ ॥ ১৬
বেদপ্রণিহিতো ধর্ম্মো বেদো নারায়ণঃ পরঃ । তজ্জ্ঞাপ্রদাপরী যে তু তেবা দূরতরো হরিঃ ॥ ১৭
যস্মৈ ধর্ম্মবিহীনানি দিনাত্মায়াস্তি বাস্তি চ । স লোহকারভস্মেব যস্মাপি ন জীবতি ॥ ১৮
ধর্ম্মার্থকাষ্মোকাধ্যাঃ পুরুষার্থাঃ সনাতনাঃ । অন্ধাবতাং হি সিধ্যন্তি নাত্থবা ব্রহ্মনন্দন ॥ ১৯

गमस्तुनात्र उंशान् ।

কিংলক্ষণা ভগবতাস্তে চ স্তি কস্মদুর্কতে । ত্রেতাংলোকো ভবেৎকীদৃক্ ভংগকী ক্রতিভয়তঃ
 তং হি ভক্তো বাহুশস্ত্র দেবদেবস্তা তজ্জিহ্বিত । এবং নিগদিতুং শক্তজ্ঞানো নাস্ত্যধিকোহপরঃ ॥৪০

ਬਾਇਬਲ ਭੇਜਾ।

শুভ্রাক্ষণ পদং তুহ্যং মার্কণ্ডেয়শ্চ বীণাতা : । যজুর্বাচ জগদ্রাহো যোগানিত্যাবিমাচিত : ॥ ৪১
 যোহনো বিষ্ণুঃ পদং জ্যোতির্দেবদেব, সনাতন : । জগাক্ষণা জগৎকর্তা শিবব্রহ্মস্বরূপবান ॥ ৪২
 যুগান্তে পৌরুষপেণ ব্রহ্মাণ্ডগ্রাসদ্বিহিত : । জগতোকার্ণবীভূতে নষ্টে হাবরজস্রমে ।

ভগବାନସ୍ତ୍ରୟେରାତ୍ରା শେଷେ ବଟମ୍ବଳେ ২৩: ॥ ১৩

অসংখ্যাতাঞ্জজমাদৌরাভূষিততনুধরঃ । পাদাঙ্গুষ্ঠাএনিবীতগঙ্গাশেখানুপাবনঃ ॥ ৪৪
 সূক্ষ্মাং সূক্ষ্মভরৌ দেবৌ ব্রহ্মাণ্ডপ্রাণহৃদিতঃ । বটচ্ছদে শয়ানৌভূঃ সর্পশক্তিগমপ্রিতঃ ॥ ৪৫
 তস্মিন্ স্থানে মহাভাগৌ নারায়ণপরায়ণঃ । নারীভেদঃ স্থিতস্তা লীলাঃ পশুন্ মহেশিতুঃ ॥ ৪৬

वयं हि ।

তন্মিন্ কালে মহাধোরে নষ্টে জীবজন্মমে । হরিত্রকঃ তিষ্ঠ ইতি মন পূর্কঃ হি তৎকাল ॥ ৪৭ ॥
 জগতোকাগ্নীভূতে নষ্টে জীবজন্মমে । মর্ক্সপ্রস্থে ন ভ্রিণী কিমর্থঃ গোবিশেষিতঃ ॥ ৪৮ ॥
 পরং কোড়হলঃ যত্র বর্ষভেদভৌব মৃত নঃ । হরিত্রীতিমুখাপানে ককালস্তঃ প্রচারতে ॥ ৪৯ ॥

সুত উবাচ ।

মানীক্যনির্মাভাগো মুকুটমিতি বিকৃতঃ । শালগ্রামে মহাতীর্থে মোহতপাত মহঃ তপঃ ॥ ৫০ ॥
গুণানামযুতঃ ব্রহ্মণ গুণন ব্রহ্ম সনাতনম্ । নিরাকারঃ ক্ষমাকৃতঃ সত্যসত্যো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৫১ ॥
আত্মবৎ সর্বভূতানি পশুন্তি বিদগ্ধনিঃস্বয়ঃ । সর্বভূতহিতো দাতৃকৃত্যপ সূর্যবৎ তপঃ ॥ ৫২ ॥
তপঃপতিভ্যঃ সর্বৈ দেবা ইন্দ্রাদিভ্যশ্চ । পরমেশ্বরগণঃ কণ্ঠ্যুর্নারায়ণনামসম ॥ ৫৩ ॥
ক্ষীরাকৈরুত্তরঃ তীরঃ সমুদ্রাণাং জিনিষৌকমঃ । তুষ্টিবর্ধনদেবেশঃ গঙ্গানাতরং জগদুত্তম ॥ ৫৪ ॥

দেবা উচুঃ ।

নারায়ণাক্ষরানন্ত শরণাগতপালক । মুকুটতপস্যাং ব্রহ্মানু পাহি নঃ শরণাগতান্ ॥ ৫৫ ॥
জয় দেবাবিদেবেশ জয় শঙ্করদামর । জয় লোকেশ্বরপাত জয় ব্রহ্মাঙ্ককারক ॥ ৫৬ ॥
নমস্তু দেবদেবেশ নমস্তু লোকপালিন । নমস্তু লোকনাথায় নমস্তু লোকসাক্ষিনে ॥ ৫৭ ॥
নমস্তু ধ্যানপ্রমায় নমস্তু ধ্যানচেতসে । নমস্তু ধ্যানকপায় নমস্তু ধ্যানসাক্ষিনে ॥ ৫৮ ॥
কেশিজ্যে নমস্তভ্যঃ মধুজ্যে নমস্তভ্যঃ । নমো ভূমাদিরূপায় নমস্তৈত্তরুপিনে ॥ ৫৯ ॥
নমো জ্যোতায় জ্যোতায় নিষ্কায় জ্যোতায় । নমো জ্যোতায় জ্যোতায় বহুকপায় তে নমঃ ॥ ৬০ ॥
নমো ব্রহ্মাদেবায় গোবিন্দবাসিনে । নমো ব্রহ্মাদেবায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥ ৬১ ॥
নমো হিরণ্যগভায় নমো ব্রহ্মসাক্ষিনে । নমো স্বরূপায় নমো ব্রহ্মসাক্ষিনে নমঃ ॥ ৬২ ॥
নমো নিত্যায় বক্ষ্যায় সদানন্দকরিনে । নমো সূর্য্যভির্নাথায় ভূয়ো ভূয়ো নমো নমঃ ॥ ৬৩ ॥
এবং দেবস্বামীঃ ক্রহা ভগবান্ কমলাবাসিনঃ । প্রত্যক্ষতামগাং তেভ্যঃ শঙ্করকগদাধরঃ ॥ ৬৪ ॥
বিকচামুজপত্রাক্ষঃ সূর্য্যকোটিন প্রভৃৎ । সর্গকারণমুজঃ শ্রীকৃষ্ণসাক্ষিতবক্ষসম ॥ ৬৫ ॥
পীতাম্বরধরঃ সৌম্যঃ হেমবস্ত্রোপধাতিনম্ । সূর্য্যমুজমণ্ডিতাক্ষঃ সূর্যমানঃ সুনীলবৈঃ ।

দৃষ্ট্বাপ্রত্যো দেবকন্যাং ববন্দে চতুর্যোঃ ॥ ৬৬ ॥

মেগধপীরনিবদপারিতু গাক্ষিনিধনঃ । উবাচ ভাবগভীরঃ দরোদরান্ সুরেশ্বরান্ ॥ ৬৭ ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

জানে যো মানসঃ দুঃখঃ মুকুটতপসোঃ বম্ । যুযান্ ন বাধতে নুনং মুকুটঃ সজ্জনো যতঃ ॥ ৬৮ ॥
সম্পত্তিঃ সংযুতা বাপি বিপত্তির্বাপি সজ্জন্যঃ । সর্বপাশাং ন বাধতে স্বপ্নেহপি ক্ষয়িত্তনমঃ ৬৯ ॥
সত্যতঃ বাধ্যমানো যো বিষয়াধোহসতি ভঃ । অবিধায়াগ্নিনো রক্ষামস্তুং দেষ্টি হি মুচ্যতে ॥ ৭০ ॥
তাপত্রযাভিধানেন বাধ্যমানোহরিণা নরঃ । অশঙ্ক পীতুঃ শক্তঃ কথং ভবতি সত্যমঃ ॥ ৭১ ॥
কর্মণা মনসা বাচ্য বাধয়েদ্ব্যঃ সদানন্দান্ । স শঙ্কতে জ্ঞাননোহপি বধং সেনাপি নির্জিতৈঃ ॥ ৭২ ॥
লোভাভিভূতমনসামতাল্লধনম্পদান্ । সাক্ষসঃ নিমত্তং তেভ্যঃ মহামায়াবিমোহিনাম্ ॥ ৭৩ ॥
সশঙ্কঃ সর্বদা দুঃখী নিঃশঙ্কঃ সর্বদা সুখী । সর্বভূতহিতো দাত্তো নিঃশঙ্কঃ সর্বদেব । ৭৪ ॥
যো লোকচিত্তকুশলো গতাশ্রয়ো বিমলনরঃ । নিঃশঙ্কঃ প্রোচাতে সন্তিরিত্যন্ত চ সন্তোষমঃ ৭৫ ॥
গচ্ছন্তমমরাঃ সর্বৈ যুযান্ নো বাধতে মুনিঃ । করোম্যহং সদা ব্রহ্মাং বিরমক্ষ্যঃ সখামুখম্ ৭৬ ॥
ইতি দত্তা বরং ভেষামতনৌকসুমপ্রভঃ । পশুতামেব দেবানাং পুরতোহস্তদ্বয়ে হরিঃ ॥ ৭৭ ॥
তুষ্টিহানঃ সুরগণাঃ বয়ুর্নাকং সনাগতাঃ । মুকুটোরপি তুষ্টিহা হরিঃ প্রত্যক্ষতামগাং ॥ ৭৮ ॥
সকলপঃ পরমঃ ব্রহ্ম সপ্রকাশঃ নিরঞ্জনম্ । মুকুটদৃষ্টবান্ পূর্কঃ পরমেশ সখাধিনা ॥ ৭৯ ॥

অভসীপুষ্পমক্কাশং পীতবাসঃসমব্রিতম্ । দিব্যাস্বরধরং দৃষ্ট্বা মুকুর্ভুর্বিম্বিতোহভবৎ ॥ ৮০
পশ্চাদ্ধ্বীলা নয়নে অপশ্চক্করিমাগতম্ । প্রসন্নবদনং শাস্ত্রং সর্কষাতারমচ্যুতম্ ॥ ৮১
রোমাঞ্চবিগ্রহো বিজ্ঞঃ সানন্দাক্রবিলোচনঃ । ননাম দণ্ডবভূমৌ দেবদেবস্ত চক্রিণঃ ॥ ৮২
ক্ষাণয়ংশরণৌ তস্ত মুকুর্ভুর্হব্যবিরিভিঃ । শিরস্শঙ্কলিমাধায় স্তোতুং সমুপচক্রমে ॥ ৮৩

মুকুর্ভুর্ভবাচ ।

নমঃ পরেশায় পরম্বরূপিণে পরাং পরস্তাং পরমাং পরায় ।
অপারপারায় পরাত্মকজ্ঞে নমঃ পরেভ্যাঃ পরপাবনায় ॥ ৮৪
যো নামজাত্যাদিকল্পহীনঃ শব্দাদিদোষব্যতিরেকরূপঃ ।
বহুস্বরূপোহপি নিরঞ্জনস্ত তমীশমাদ্যং পরমং ভজামি ॥ ৮৫
বেদান্তবেদাং পুরুষং পুরাণং হিরণ্যগর্ভাদিজগৎস্বরূপম্ ।
স্বরূপসংভূতকলত্রনঙ্গং ভজামি সর্কষরমীশমাদ্যম্ ॥ ৮৬
পশ্চত্তি বং বীতসমস্তদোষা ধ্যানৈকনিষ্ঠা বিগতস্পৃহাশ্চ ।
নিবৃত্তভয়াঃ পরমং পবিত্রাঃ নতোহস্মি সংসারবিনাশহেতুম্ ॥ ৮৭
স্মৃতাভিনাশনং বিষ্ণুঃ শরণাগতপালকম্ । সর্কষেবারং জগদ্ধাম পরেশং করুণাময়ম্ ॥ ৮৮
নমোহঙ্গনস্তায় সহস্রমূর্তয়ে সহস্রপাদাক্ষিশিরোরুবাহবে ।

সহস্রনাম্নে পুরুষায় শাশ্বতে সহস্রকোটিযুগধারিণে নমঃ ॥ ৮৯

শ্রুত্বা স্ততিং মহাবিশুরিতি তস্ত মহাত্মনঃ । অযাপ পরমারং তুষ্টিং শঙ্কচক্রগদাধরঃ ॥ ৯০
অখালিস্রা মুনিং দেবস্তুর্ভির্দীর্ঘবাহুভিঃ । উবাচ পরয়া ত্রীত্যা বরয়েতি বরং মুদা ॥ ৯১

শ্রীভগবানুবাচ ।

ত্রীতোহস্মি তপসা বিপ্র স্তোত্রৈর্গানেন চানঘ । মনসা যদভিপ্রেতং বরং বরয় শ্রবত ॥ ৯২

মুকুর্ভুর্ভবাচ ।

দেব দেব জগন্নাথ কৃত্তার্থোহস্মি ন সংশয়ঃ । তদ্বর্ণনমপূর্ণানারং সতোহপূর্ণিতরং শ্রুতম্ ॥ ৯৩
ব্রহ্মাদ্যা যং ন পশ্যন্তি তং ন পশ্যন্তি চ জ্ঞাতীঃ । তং পশ্যেয়ম্পরং ব্রহ্ম কিমস্মাদবিকং পরম্ ॥ ৯৪
যন্ন পশ্যন্তি সত্ত্বজাস্তথৈব সমদর্শিনঃ । তং পশ্যেয়ং পরং বস্তু বক্ষ্যামি কিমতঃ পরম্ ॥ ৯৫
বশিনো বন্ন পশ্যন্তি বীতরাগা বিমৎসরাঃ । চিত্রপং পরমং বস্তু পশ্যেয়ং কিমতঃ পরম্ ॥ ৯৬
সুরয়ো যন্ন পশ্যন্তি যন্ন পশ্যন্তি যোগিনঃ । তং পশ্যেয়ং পরং ধাম কিমস্মাদবিকং পরম্ ॥ ৯৭
পরোপকারনিরাতা যন্ন পশ্যন্তানিষ্ঠুরাঃ । তং পশ্যেয়ং পরং ধাম কিমস্মাদবিকং পরম্ ॥ ৯৮
এতেনৈব কৃত্তার্থোহস্মি জনাধিন জগদ্ভুরো । তদ্বর্ণনমপূর্ণানারং স্নেহপি হি ন লভ্যতে ॥ ৯৯
তদ্বর্ণনমস্মিমাভ্রেন মহাপাতকিনোহপি মে । যৎপদং পরমং যন্তি দৃষ্টানারং কিমুতাচ্যত ॥ ১০০

শ্রীভগবানুবাচ ।

সত্যমুক্তং তয়া ব্রহ্মন্ত্রীতোহস্মাদ্যাপি পণ্ডিত । মদ্বর্ণনংহি বিকলংন তদাচিত্তবিষ্যতি ॥ ১০১
বিষ্ণুভক্তঃ কুটুম্বীতি বদন্তি বিদ্বাঃ সদা । তদেব পালদ্বিষ্যামি সজ্জনো নানুভং বদেৎ ॥ ১০২
তস্মাচ্ছৃণু বিপ্রেন্দ্র যাস্ত্যামি তব পুত্রতাম্ । সমস্তজগৎসংযুক্তো দীর্ঘজীবী শ্রুতপবান্ ॥ ১০৩
মগ ক্রম কুলে যস্ত তৎকুলং যোক্ষ্যামি বৈ । স্মি তুষ্টি মুনিশ্রেষ্ঠ কিমসাধ্যং বদস্ব তে ॥ ১০৪

মরি ভক্তিপরো যন্ত মদ্যাজী মৎপরায়ণঃ । মক্কানী স্বকুলং সৰ্বং নরতাচ্যুতরূপতাম্ ॥ ১০৫
মদর্থং কথ্য কৰ্ম্মাণো মৎপ্রণামপরো নরঃ । মম্বনাঃ স্বকুলং সৰ্বং নরতাচ্যুতরূপতাম্ ॥ ১০৬
তস্মাৎপ্রীতোহস্মি তে বিপ্র স্তোত্রেণ তপসা তথা । শান্ধাৎ পুত্ৰভাবেন গমিষ্যামি ন সংশয়ঃ
ইতুক্ত্বা স্বকরং গচ্ছ মুকুটোর্মুখকোপরি । সৃষ্টোহস্মি চ সন্ধ্যাং তত্রৈবাতুর্দধে হরিঃ ॥ ১০৭
মুকুটঃ পরমপ্রীত আত্মানং পুণ্যরূপিণম্ । যজ্ঞমানো হরিঃ নদা স্বাশ্রমং পুনরায়ণো ॥ ১০৮

ইতি শ্রীবৃন্দারদীয়পুরাণে চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

মুনির্লক্ণবরো বিকোঃ পরিচর্য্যানরঃ সদা । মার্কণ্ডেয়ং নাম সূতমবাণ হরিসম্মিতম্ ॥ ১
মার্কণ্ডেয়ো নহাভাগো দয়াবান্ বর্ষদংসলঃ । আত্মবান্ সত্যসন্ধ মার্জিতদৃশপ্রভঃ ॥ ২
বনী শাস্তো মহাজানী সৰ্ব্বতত্ত্বার্থকোবিদঃ । তপশ্চচার পরমমচ্যুতপ্রীতিকারণম্ ॥ ৩
আরাধিতো জগন্নাথো মার্কণ্ডেয়েন ধীমতী । পুরাণসংহিতাং কল্পং দত্তবান্ বরমচ্যুতঃ ॥ ৪
মার্কণ্ডেয়ো মুনিষ্ঠশ্রাব্যারায়ণ ইতি স্মৃতঃ । চিরজীবী মহাভক্তো দেবদেবশ্চ চক্রিণঃ ॥ ৫
জগত্যেকাংশবীভূতে স্বপ্রভাবং জনার্দনঃ । তস্মৈ দর্শয়িতুং বিপ্রান্তং ন সংশুভবান্ হরিঃ ॥ ৬
মুকুটুতনরো ধীমান্ বিফুলভক্তিসমবিতঃ । তস্মিন্ জলে মহামোহে স্থিতবান্ শীর্ণপত্রবৎ ॥ ৭
মার্কণ্ডেয়ঃ স্থিতস্তাবদ্যাবচ্ছেদে হরিঃ সয়ম্ । তস্মৈ প্রমাণং বক্ষ্যামি কালশ্চ বদতঃ শৃণু ॥ ৮
দশভিঃ পশুভিষ্ঠৈব নিমেষৈঃ পরিকীৰ্ত্তিতা । কাষ্ঠা তত্রিংশতা ক্ষেত্রী কলা পদাঙ্কনন্দন ॥ ৯
তত্রিংশতা ক্ষণো ক্ষেত্রস্তৈঃ বহুভির্ঘটিকা স্মৃতা । তদ্বয়েন চতুর্ভুজাঃ তত্রিংশতা ভবেৎ ॥ ১০
ত্রিংশদিনৈর্ভবেমাসঃ পঞ্চবিংশতঃ স্মৃতঃ । ঋতুসময়ৈন স্তাৎ তত্রিংশতায়নং স্মৃতম্ ॥ ১১
তদ্বয়েন ভবেদ্বকঃ ন দেবানাং দিনং ভবেৎ । উত্তরং বিদগং প্রাপ্ত রাত্রির্দৈ দক্ষিণায়নম্ ॥ ১২
মানুষ্যেণৈব মামেন পিতৃণাং দিনমুচ্যতে । তস্মাৎসূর্য্যোদয়ঃ সোমো জাতবান্ কলামুত্তমম্ ॥ ১৩
দৈবৈর্বর্ষমহর্ষৈর্দশভির্দৈবতং যুগম্ । দৈবে যুগমুদয়ে বে ব্রাহ্মকল্পো তু তৌ নৃণাম্ ॥ ১৪
একসপ্ততিসংখ্যাতৈর্দৈবার্ঘ্যমুত্তরং যুগৈঃ । চতুর্দশভির্দৈবতৈশ্চ ব্রহ্মণো দিবসং মূনে ॥ ১৫
যাবৎপ্রমাণং দিবসং তাবদ্রাত্রিঃ প্রকীৰ্ত্তিতা । নাশমার্য্যভি বিপ্রৈশ্চ তস্মিন্ কালে জগজ্জয়ম্ ॥ ১৬
মানুষ্যেণ মহেশ্বরেণ বৎপ্রমাণং ভবেচ্ছৃণু । চতুর্যুগমহস্যানি ব্রহ্মণো দিবসং মূনে ॥ ১৭
তদ্ব্যাসো বৎসরশ্চ ক্ষেত্রস্তস্মৈ বেদমঃ । পরাঙ্গদ্রকালস্ত তদ্ব্যতেন ভবেদ্বিজাঃ ॥ ১৮
বিকোরহস্ত বিজ্ঞেয়ং তাবদ্রাত্রিঃ প্রকীৰ্ত্তিতা । মুকুটুতনরস্তাবৎ স্থিতঃ নঃ শীর্ণপত্রবৎ ॥ ১৯
তস্মিন্ বোরে জলময়ে বিফুলকূপস্থিতঃ । আত্মানং পরমং ধায়নুস্থিতবান্ হরিসম্মিতো ॥ ২০
অথ কালে সমারাতে যোগনিদ্রাদিমোচিতঃ । সৃষ্টবান্ ব্রহ্মরূপেণ জগদেতচ্চরাচরম্ ॥ ২১
সংসৃজত্ব জলং বীক্ষ্য সৃষ্টে বিশ্বং মুকুটুজঃ । বিস্মিতঃ পরমপ্রীতো ববলে চরণো হরৈঃ ॥ ২২
শিরশ্চক্ষলিমাণাম মার্কণ্ডেয়ো মহামনিঃ । তুগ্ধো বাগ্ভিরিষ্টোক্তিঃ সদানৈশ্বকবিপ্রহম্ ॥ ২৩

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

মহেশ্বরিশিরঃ দেবঃ নারায়ণমনাময়ম্ । বাসুদেবমনাধার প্রণতোহস্মি জনার্দনম্ ॥ ২৪
 অমেয়মজরা নিতা সদানন্দকবিরূপম্ । অপ্রতর্ক্যমনির্দেয়ম্ প্রণতোহস্মি জনার্দনম্ ॥ ২৫
 অক্ষয়ং পদম নিতা বিশ্বাক্ষঃ বিশ্বময়মম্ । মর্কটভ্রমরঃ শান্তঃ প্রণতোহস্মি জনার্দনম্ ॥ ২৬
 পুরাণং পুরুষঃ নিকরঃ মর্কটক নৈকভাজনম্ । পরাংপরতরং রূপং প্রণতোহস্মি জনার্দনম্ ॥ ২৭
 পরংভোজীতিঃ পরাধাম পবিত্রং পরমং পদম্ । মর্কটকরূপং পরমং প্রণতোহস্মি জনার্দনম্ ২৮
 তং সদানন্দচিহ্নাতঃ পরাণাং পরমং পরম্ । মর্কটঃ মনাতনঃ শ্রেষ্ঠঃ প্রণতোহস্মি জনার্দনম্ ২৯
 মণ্ডণং নিষ্ঠুর্ণং শান্তং মায়াভীতং সূমাস্বিনম্ । অরূপং বহুরূপং তং প্রণতোহস্মি জনার্দনম্ ।
 যত্র ভক্তধবানু বিশ্বং সজ্জাতাবতি হস্তি চ । তস্মাদিদেবমীশানং প্রণতোহস্মি জনার্দনম্ ॥ ৩১
 পরেশ পরমানন্দ শরণাগতবৎসল । ত্রাহি মাং করুণামিকৌ মনোহরীত নমোহস্তু তে ॥ ৩২
 এবং স্তবস্তং বিশ্রেষ্ঠং মার্কণ্ডেয়ং জগদ্বিক্রম । উবাচ পরমং লীলা শব্দচক্ৰগদাধরঃ ॥ ৩৩

শ্রীভগবানুবাচ ।

লোকে ভাগবতা যে চ ভগবত্তত্ত্বমানসাত । তেষাং তুষ্টিং ন সন্দেহো রক্ষণমোভাং ন সন্দেহা ৩৪
 অহমেব বিজ্ঞশ্রেষ্ঠ নিতা প্রচ্ছন্নবিগ্রহঃ । ভগবত্তত্ত্বরূপেণ লোকানু রক্ষামি মর্কটম্ ॥ ৩৫

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

কিংলক্ষণা ভাগবতা জায়ন্তে কেন করুণা । এতশিক্ষামাত্র শ্রোত্ব কোতুলপদো যতঃ ॥ ৩৬

শ্রীভগবানুবাচ ।

লক্ষণং ভাগবতানি শৃণু মুনিসত্তম । বক্রং তেষাং প্রভাবঃ ত্ৰিশকাতে নাককোটিভিঃ ॥ ৩৭
 যে হিতাঃ মর্কটকৃত্যঃ গতাশ্চা দিমংনরাঃ । বশিনো নিঃস্রহাঃ শান্তাস্তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ
 করুণা মনসা বাচা পরশীড়াং ন কুর্সতে । অগতিরগ্রহীলাশ্চ তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ ॥ ৩৯
 মংকণাশ্রবণে যেষাং বর্ততে সাদ্বিকী মতিঃ । তত্তত্ত্ববিস্তৃতশাশ্বত তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ ৪০
 মাতাপিত্রোশ্চ মশ্রুয়া কুর্সতে যে নরোত্তমাঃ । গঙ্গাবিশেষঃ দিবা তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ ৪১
 যে তু দেবার্জুনরতা যে তু তৎসামধকাঃ স্মৃতাঃ । পূজা দৃষ্টানুমোদন্তে তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ
 প্রতিপাদ্য যতীনাং পরিচর্যাপরাশ্চ যে । বিবৃক্তপরিমিতাশ্চ তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ ॥ ৪৩
 মর্কটবাহিতবাক্যানি যে বদন্তি নরোত্তমাঃ । যে গুণগ্রাহিণো লোকে তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ স্মৃতাঃ ।
 আশ্রবৎসর্কভূতানি যে পশ্যন্তি নরোত্তমাঃ । তুলাঃ শকুণমিত্রেযু তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ ॥ ৪৫
 ধর্মশাস্ত্রপ্রবক্তারঃ সত্যবাক্যরতাশ্চ যে । সত্যং সত্যধর্মো যো চ তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ ॥ ৪৬
 ব্যাকর্ষতে পুরাণানি তানি শৃণুস্তি যে তথা । ভবতুরি চ ভক্তা যে তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ ৪৭
 যে গোব্রাহ্মণশূদ্রাঃ কুর্সতে সত্যতঃ নরাঃ । তীর্থযাত্রাপরা যে চ তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ ॥ ৪৮
 অশ্রোতামুদয়ঃ দৃষ্টা বৈভবিনন্দন্তি মানবাঃ । হরিনামপরা যে চ তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ ৪৯
 সারামারোপণরতাস্তুড়াপপরিদ্রক্ষকাঃ । কাগারূপকর্তারস্তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ ৫০
 যে বৈ ভাগবতকীর্ত্তো দেবসন্মানি কুর্সতে । গায়ত্রীনিরতা যে চ তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ ৫১
 যেহতিমন্দন্তি নামানি হরঃ শ্রদ্ধাতিহ্বিতাঃ । রোমাঞ্চিতশরীরাস্চ তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ ৫২
 তুলসীকামসং দৃষ্টা যে নমস্কুর্সতে নরাঃ । তৎকাষ্ঠাতিতকর্গা যে তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ ৫৩

তুলসীগন্ধায়ায় সন্তোষঃ কুর্কিতে তু য়ে । তুল্যমুস্তিকা য়ে চ তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ ॥ ৫৪
 আশ্রমাচারনিবতাস্থৈবাতিথিপূজকাঃ । য়ে চ বেদার্থবক্তারস্তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ ॥ ৫৫
 শিবপ্রিয়াঃ শিবানুজ্ঞাঃ শিবপাদার্চনে রতাঃ । ত্রিপুণ্ড্রধারিণো য়ে চ তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ ॥ ৫৬
 ব্যাহরন্তি চ নামানি হরেঃ শতোমহাশ্রয়ঃ । ব্রহ্মাঙ্কালঙ্কতা য়ে চ তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ ॥ ৫৭
 য়ে যজন্তি মহাদেবং জতুভিবহুদক্ষিণৈঃ । হরিং বা পরম্য ভক্ত্যা তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ ॥ ৫৮
 বিদিতানি চ শাস্ত্রাণি পরার্থং প্রবদন্তি য়ে । সৰ্বত্র গুণভাজো য়ে তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ ॥ ৫৯
 শিবো চ পরমেশানে বিষ্ণো চ পরমাত্মনি । সম্যক্কা প্রবর্তন্তে তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ ॥ ৬০
 শিবান্থিকার্যানিরতাঃ পঞ্চাক্ষরজপে রতাঃ । শিবদ্যানরতা য়ে চ তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ ॥ ৬১
 পানীয়দাননিরতা য়েহরদানরতাস্থবা । একাদনীত্ররতাস্থে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ ॥ ৬২
 গোদাননিরতা য়ে চ কন্যাদানরতাস্থ বৈ । মদার্থঃ কৰ্ম্মকর্ত্তারস্তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ ॥ ৬৩
 মন্থানগাশ্চ মন্তুজা মন্তুজজননৌলুপাঃ । মন্থামশ্রবণাসক্তাস্থে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ ॥ ৬৪
 এতে ভাগবতা বিপ্র কেচিদত্র প্রকীৰ্ত্তিতাঃ । মন্থাপি গদিতু শক্যা নাককোটিশতৈরপি ॥ ৬৫
 তস্মাৎ ইমপি বিপ্রৈল্ল স্মরীলো ভব সৰ্বদা । সৰ্বভূতাশ্রয়ো দাত্তো মৈত্রো বর্ষ্যপরায়ণঃ ॥ ৬৬
 পুনঃ সর্গান্তপর্যন্তঃ বর্ষ্যঃ সৰ্ব্বঃ সমাচরন্ । মন্থাভিধাননিরতঃ পরঃ নিকীর্ণমাশ্রহি ॥ ৬৭
 এবং মুকুটপুত্রস্ত ভক্তস্ত কৰ্ম্মণানিধিঃ । ইতি দত্তা বরং দেবস্তত্ৰৈবাস্তরবীয়ত ॥ ৬৮
 মার্কণ্ডেয়ো মহাভাগো হরিভক্তিরতঃ সদা । চচার পরমানু বর্ষ্যানিয়াজ বিধিবদ্যতানু ॥ ৬৯
 শালগ্রামে মহাক্ষত্রে স ভূতাপ পরমং উপঃ । তদ্বানন্যমিত্যুস্তু পরঃ নিকীর্ণমাস্তবানু ॥ ৭০
 তস্মাক্ষত্বে সন্দেহু হিতকৃদ্ধিরপূজকঃ । প্রাপ্তিভঃ মনসা যৎ তু তদুদারোভাসং শয়ম্ ॥ ৭১
 নারদ উবাচ ।

মনস্কুমার যৎ প্রকৃতিং তৎসকলং গদিতং মতা । তদ্বৎ তু তিমাহাশ্রয়ঃ কিমকৃত্বোহুমিচ্ছসি ॥ ৭২
 ইতি শ্রীহরনারদয়োঃ পুরাণে ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ।

নৃত উবাচ ।

ভাগবতজমাহাশ্রয়ঃ প্রকৃতিং তীর্থো মুনীশ্বরঃ । মনস্কুমারঃ পপ্রচ্ছ । ১
 মনস্কুমার উবাচ ।
 ক্ষেত্রাণামুত্তমং ক্ষেত্রং তীর্থানামুত্তমোত্তমম্ । পরম্য দরম্য তথ্যং কৃতি দেববিমলম ॥ ২
 নারদ উবাচ ।

শূন্যং ব্রহ্মণ পুনঃ গুহ্যং সৰ্ব্বসম্প্রদায়ং কৃতম্ । হৃৎপ্রদর্শন পূণ্যং সৰ্ব্বপাপহরং শুভম্ ॥ ৩
 আবারু মুনিভিনির্ভা হৃৎপ্রদর্শনবারণম্ । সৰ্ব্বরোগপ্রশমনমাবুদক্কনকারণম্ ॥ ৪
 ক্ষেত্রাণামুত্তমং ক্ষেত্রং তীর্থানামুত্তমোত্তমম্ । গঙ্গাদিযূনরোর্বোণঃ বদন্তি পরমবয়ঃ ॥ ৫
 সিংহাসিতোদকং তীর্থং ব্রহ্মাদ্যাঃ সৰ্ব্বদেবতাঃ । যূনরো মনবশৈব মেবন্তে পূণ্যকাক্ষিকণঃ ॥ ৬

গঙ্গা পুণ্যানদী জেয়া যতো বিষ্ণুপদোদ্ভবা । রবিজ্ঞা বমুনা ব্রহ্মন তয়োর্ব্যোগমমৃতমম্ ॥ ৭
 শ্রুতার্হিণাশিনী গঙ্গা নদীনাং প্রবরা শুভা । সৰ্বপাপক্ষয়করী সৰ্বোপদ্রবনাশিনী ॥ ৮
 যানি ক্ষেত্রানি পুণ্যানি সমুদ্রান্তে মহীতলে । তেষাং পুণ্যতমং জেয়ং প্রয়াগাখ্যং মহামুনে ॥ ৯
 ইরাক্ত বেদা যজ্ঞেন অপিতামহমচ্যুতম্ । তথা চ মুনয়ঃ সৰ্বৈ চতুষ্ক বিবিধানু যথান্ ॥ ১০
 সৰ্বভীৰ্হাভিষেকানি যানি পুণ্যানি তানি বৈ । গঙ্গাবিন্দ্ভিষেকস্ত কলাং নাইতি যোড়নীম্ ॥ ১১
 গঙ্গা গঙ্গোতি যো ক্রাদ্যোজনাগুহুদূরগঃ । বিমুচ্যতে মোহপি পাতৈঃ কিমু গঙ্গাসমীপগঃ ॥ ১২
 বিষ্ণুপাদোদ্ভবা দেবী বিধেয়রসমীপগা । সন্মেনবা মুনিভির্নিবোঃ কা স্মাদন্তোত্তমা নদী ॥ ১৩
 যৎনৈকতং ললাটে তু ব্রিরতে যেন সন্তমাঃ । তত্রৈব নেত্রং শিরসি বিধোবর্দ্ধকং ধারয়েৎ ॥ ১৪
 যন্মঙ্গলং মহাপুণ্যং দুর্গভং হৃদতায়নাম্ । সঙ্কীর্ণাদায়কং বিকোঃ কিমস্ম্যংকথ্যতে পরম্ ॥ ১৫
 যত্র স্নাতাঃ পাপিনোহপি সৰ্বপাপবিবর্জিতাঃ । মহদ্বিমানমাক্রুতাঃ প্রয়াত্তি হরিমন্দিরম্ ॥ ১৬
 যত্র স্নাতা মহাত্মানঃ পিতৃমাতৃকুলানি তু । নরস্তানি সমুক্রুতা বিষ্ণুলোকে মহীষতে ॥ ১৭
 স স্নাতঃ সৰ্বভীৰ্হেষ্ণু গঙ্গাং স্মরতি যঃ সদা । পুণ্যক্ষেত্রেণ সৰ্বৈষু স্থিতবানু নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৮
 যত্র স্নাতং নরং দৃষ্ট্বা পাপোহপি স্বর্গভূমিতাক্ । যদস্পর্শমাভেৎ দেবানামবিপো ভবেৎ ॥ ১৯
 যন্মদং মস্তকে ধৃত্বা জটাজুটধরো ভবেৎ । দেহে তু লেপনং কৃত্বা শিবনান্ধিমাশ্রিত্বা ॥ ২০
 দৃষ্ট্বাপি পাপিনো যান্তি মন্মদাক্রিতমস্তকম্ । যৎপশ্যন্তি মহাত্মামস্তদ্বিকোঃ পরমং পদম্ ॥ ২১
 তুলসীমূলমভূতা হরিভক্তপদোদ্ভবা । গঙ্গোদ্ভবা চ মূলেনা নরতাত্চাতরূপতাম্ ॥ ২২
 গঙ্গা চ তুলসী চৈব হরিভক্তিরচঞ্চলা । অত্যন্তদুর্গতা নৃণাং ভক্তিধর্ম্যপ্রবক্তরি ॥ ২৩

সকলগুরুঃ পদমন্তবা মৃদুগঙ্গোদ্ভবা চৈব তথা তুলস্যাঃ ।

মূলোদ্ভবা চৈব তথা চ ভক্তিরেষা নরতাত্চ হরেঃ পদং যৎ ॥ ২৪

কদা বাস্তুমাহং গঙ্গাং কদা পশ্যামি তামহম্ । অমৃতাপীতি যো নিত্যং স বিষ্ণুপদমমুতে ॥ ২৫
 গঙ্গায়ৈ মহিমা ব্রহ্মন বকুং বর্ষণতৈরপি । ন শক্যতে বিষ্ণুনাপি কিমৈশ্বর্বহভাবিতৈঃ ॥ ২৬
 অহো মায়া জগৎসৰ্বং মোহয়ত্যাশু সন্তমাঃ । যতস্তত্ত্বকং যান্তি গঙ্গানাম্মি স্থিতে সতি ॥ ২৭
 সংসারপাশবিচ্ছেদি গঙ্গানাম প্রকীর্তিতম্ । তথা তুলস্যাং ভক্তিঞ্চ হরিকীর্ত্তিপ্রবক্তরি ॥ ২৮
 স কৃচ্ছতে যন্ত গঙ্গা গঙ্গোতি মানবঃ । স সৰ্বপাপনির্মুক্তো বিষ্ণুলোকং সমমুতে ॥ ২৯
 যোজনমিত্রিতরং যন্ত গঙ্গাং যামীতি গচ্ছতি । স সৰ্বপাপনির্মুক্তঃ সৰ্বলোকাবিপো ভবেৎ ॥ ৩০
 মেয়ং গঙ্গা মহাপুণ্যা নদীনাং প্রবরা শুভা । মেবাদিনু চ মনেনু পাবয়ত্যখিলং জগৎ ॥ ৩১
 গোদাবরী ভীমরথী কৃষ্ণা রেবা সরস্বতী । তুঙ্গভদ্রা চ কাবেরী কালিন্দী বাহদা তথা ॥ ৩২
 বেত্রবতী তানপর্গী শতদ্রুস্ত দ্বিজোত্তমাঃ । এতাদিনু সর্বাণু নদীণু সত্ততং স্থিতা ॥ ৩৩
 যা পুণ্যতিথয়ঃ প্রোক্তাঃ শাস্ত্রেণ মুনিভির্বিজ্ঞাঃ । তাসু সৰ্বজলহা সা পাবয়ত্যখিলং জগৎ ॥ ৩৪
 যথা সঙ্গমতো বিষ্ণুর্যথা বিষ্ণুপদং দ্বিজাঃ । তথেষং ব্যাপিনী গঙ্গা সঙ্গপাপপ্রণাশিনী ॥ ৩৫
 অহো গঙ্গা জগদ্ধাত্রী স্নানপানাদিভির্জগৎ । পুন্যতি পাবয়তোষা ন কথং মেবাতে নৃভিঃ ॥ ৩৬
 ভীৰ্হানামুত্তমং ভীৰ্হং ক্ষেত্রাণাঞ্চ তথোত্তমম্ । বারাগমীতি বিখ্যাতং সৰ্বদেবনিষেবিতম্ ॥ ৩৭
 গঙ্গাবমুনয়োর্ব্যোগো জেয়স্তস্য হনুত্তমঃ । নম্র দর্শনমাভেৎ নরো যান্তি পরাং গতিম্ ॥ ৩৮
 মকরহে রবো গঙ্গা জলমাভবাবহিতা । পুন্যতি স্নানপানাদৌর্নরভীক্ষপদং জগৎ ॥ ৩৯

যো গঙ্গাং ভজতে নিত্যং শকরো লোকশকরঃ । লিঙ্গরূপী কথং তন্তু মহিমা পরিকীৰ্ত্তাতে
 হরিরূপধরং লিঙ্গং লিঙ্গরূপধরো হরিঃ । ঈষদপাস্তরং নাস্তি ভেদকং পাপমশুভে ॥ ৪১
 অনাদিনিধনে দেবে হরিশকরসংজ্ঞিতে । অজ্ঞানমাগরে মগ্না ভেদং কুরুস্তি পাপিনঃ ॥ ৪২
 যো দেবো জগতামীশঃ কারণানক কারণম্ । যুগান্তে জগদন্তোতদ্রূপধরোঃবারঃ ॥ ৪৩
 ক্রমো বৈ বিষ্ণুরূপেণ পালয়ত্যখিলং জগৎ । ব্রহ্মরূপেণ সৃজতি তদন্তোতদ্রূপধরঃ হরিঃ ॥ ৪৪
 হরিশকররোমধো ব্রহ্মণশ্চাপি যো নরঃ । ভেদকুরুরকং ভূভুজো যাবদাচন্দ্রভারকম্ ॥ ৪৫
 হরং হরিং বিধাতারং যঃ পশ্যেদেকরূপিণম্ । স যাতি পরমানন্দং শাস্ত্রাণামেষ নিৰ্ণয়ঃ ॥ ৪৬
 যোহসামানাদিঃ সৰ্ব্বজ্ঞো জগতামাদিকৃষ্ণিভূঃ । নিত্যং সন্নিহিতস্তত্র লিঙ্গরূপী জনার্দনঃ ॥ ৪৭
 কানীবিষেধরং লিঙ্গং জ্যোতির্মিঙ্গং তদুচ্যতে । তং দৃষ্ট্বা পরমং জ্যোতিরান্নোতিমমুজোত্তমঃ
 বাতুমদাক্রপাণলেখ্যজা মুক্তিৰুত্তমা । শিবস্তাপাচ্যুতস্তাপি তত্র সন্নিহিতো হরিঃ ॥ ৪৮
 তুলসীকাননং যত্র যত্র পদ্মবনানি চ । পুরাণপঠনং যত্র তত্র সন্নিহিতো হরিঃ ॥ ৪৯
 যো বদেৎ সততং ভক্ত্যা পুরাণানি দ্বিজোত্তমাঃ । আত্মার্থং বা পরার্থং বা স হরির্নাত্মসংশয়ঃ
 কৰ্ম্মণা মনসা বাচা যো বিষ্ণুং ভজতে সদা । শিবং বা পূজয়েন্নিত্যং তত্র সন্নিহিতো হরিঃ ॥ ৫০
 পুরাণসংহিতাবক্তা হরিরিত্যভিধীয়তে । তত্ত্বজ্ঞিঃ কৰ্ম্মজ্ঞাতাং নৃণাং গঙ্গান্নানং দিনে দিনে ॥ ৫১
 পুরাণপ্রবণে ভক্তির্গঙ্গান্নানোপমা স্মৃতা । তত্ত্বজ্ঞরি চ য়া ভক্তিঃ সা প্রয়াগোপমা স্মৃতা ॥ ৫২
 পুরাণৈর্ধর্ম্যকথৈর্ধর্ম্যঃ সমুদ্ররতে জনম্ । সংসারমাগরে মগ্নং স হরির্নাত্ম সংশয়ঃ ॥ ৫৩
 নাস্তি গঙ্গাসমং তীর্থং নাস্তি মাতৃসমো গুরুঃ । নাস্তি বিষ্ণুসমো দেবো নাস্তি তত্ত্বজ্ঞরোঃপরম্
 যথা বেদঃ পরো মন্ত্রো যথা স্বাত্মাধিদেবতা । যথা পরং ধনং বিদ্যা তথা গঙ্গা পরা স্মৃতা ॥ ৫৪
 বর্ণানং ব্রহ্মণাং শ্রেষ্ঠাস্তারানং গ্লৌৰ্যধোত্তমঃ । যথা পরোষিঃ সিন্ধুনং তথা গঙ্গা পরা স্মৃতা
 নাস্তি শাস্ত্রেঃপরো বন্ধুর্নাস্তি মত্যাংপরস্তপঃ । নাস্তিমোক্ষাংপরো লাভো নাস্তিগঙ্গাসমানদী
 গঙ্গারিঃ পরমং নাম পাপহারণ্যদবানলঃ । ভবব্যাধিহরা গঙ্গা তস্মাৎ সেব্যা ঐশ্বর্যততঃ ॥ ৫৫
 গায়ত্রী জাহ্নবী চোভে সৰ্ব্বপাপহরে স্মৃতে । এতয়োভক্তিহীনো যন্তুং বিদ্যাং পতিতং বিজাঃ
 গায়ত্রী চন্দমাং মাতা লোকশাস্ত্র চ জাহ্নবী । উভে তে সৰ্ব্বপাপাণাং নাশকারণতাং গতে ॥
 যন্তু প্রসন্নো গায়ত্রী তন্তু গঙ্গা প্রসীদতি । বিষ্ণুভক্তিযুক্তে তে তু সৰ্ব্বকামার্থসিদ্ধিদে ॥ ৫৬
 ধর্ম্যার্থকামমোক্ষাণাং কলরূপে নিরঞ্জনং । সৰ্ব্বলোকানুগ্রহার্থং অবর্তেতে মহোত্তমে ॥ ৫৭
 অতীবহর্লতা নৃণাং গায়ত্রী জাহ্নবী তথা । তথৈব তুলসীভক্তিহরিভক্তিঞ্চ সাধ্বিকী ॥ ৫৮
 অহো গঙ্গা মহাভাগা স্মৃতা পাপপ্রণাশিনী । হরিলোকপ্রদা দৃষ্টো পীতা সাক্ষিপাদারিনী ॥ ৫৯
 যত্র স্মৃতা নরা যান্তি বিকোঃ পদমমুত্তমম্ । স্মৃতা পী তা চ পরমা বদ্রমোক্ষপ্রদারিনী ॥ ৬০
 নারায়ণো জগদ্ধাতা বাসুদেবঃ সনাতনঃ । গঙ্গানামপরাণাক্ত বাহিতার্থকলপ্রদঃ ॥ ৬১
 গঙ্গাজলকণেনাপি যঃ সিক্তো মমুজোত্তমঃ । সৰ্ব্বপাপবিনির্মুক্তঃ প্রয়াতি পরমং পদম্ ॥ ৬২
 যদ্বিন্দুমেবনাদেব সগরাধরসমুদ্রাঃ । বিষ্ণুজা ব্রাহ্মসং ভাবং প্রযান্তি পরমং পদম্ ॥ ৬৩

ইতি ঈদৃহরারদীয়ে পুরাণে যষ্ঠোঃধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

ਸਤੁਸ੍ਵਾਯੋਹਿ ॥

नायक उद्गः ।

১০০
 ১০১
 ১০২
 ১০৩
 ১০৪
 ১০৫
 ১০৬
 ১০৭
 ১০৮
 ১০৯
 ১১০
 ১১১
 ১১২
 ১১৩
 ১১৪
 ১১৫
 ১১৬
 ১১৭
 ১১৮
 ১১৯
 ১২০
 ১২১
 ১২২
 ১২৩
 ১২৪
 ১২৫
 ১২৬
 ১২৭
 ১২৮
 ১২৯
 ১৩০
 ১৩১
 ১৩২
 ১৩৩
 ১৩৪
 ১৩৫
 ১৩৬
 ১৩৭
 ১৩৮
 ১৩৯
 ১৪০
 ১৪১
 ১৪২
 ১৪৩
 ১৪৪
 ১৪৫
 ১৪৬
 ১৪৭
 ১৪৮
 ১৪৯
 ১৫০
 ১৫১
 ১৫২
 ১৫৩
 ১৫৪
 ১৫৫
 ১৫৬
 ১৫৭
 ১৫৮
 ১৫৯
 ১৬০
 ১৬১
 ১৬২
 ১৬৩
 ১৬৪
 ১৬৫
 ১৬৬
 ১৬৭
 ১৬৮
 ১৬৯
 ১৭০
 ১৭১
 ১৭২
 ১৭৩
 ১৭৪
 ১৭৫
 ১৭৬
 ১৭৭
 ১৭৮
 ১৭৯
 ১৮০
 ১৮১
 ১৮২
 ১৮৩
 ১৮৪
 ১৮৫
 ১৮৬
 ১৮৭
 ১৮৮
 ১৮৯
 ১৯০
 ১৯১
 ১৯২
 ১৯৩
 ১৯৪
 ১৯৫
 ১৯৬
 ১৯৭
 ১৯৮
 ১৯৯
 ২০০

ਸ੍ਰੁਤ ਟੰਕਾਹ ।

॥ १ ॥ शीतलपुष्पः मन्त्रे नारदः प्रभाषितम् । गम्भीरं मनस्कमारारं गङ्गासाहाय्यमुत्तमम् ॥ ३
 मन्त्रे युगं यज्ञादीनां कृतार्थी नारदः शयः । यज्ञः प्रभावः गङ्गायां तद्विदुः श्रोत्रमुदाताः ॥ ४
 यज्ञाद्विदुः यज्ञां गङ्गायाः सत्तत्त्वानाम् । दुर्गभ्यः प्रहिरतातः भून्मो वृक्षवादिनः ॥ ५
 शुद्धपुष्पमन्त्रिणः मन्त्रावगम्युत्तमम् । गङ्गाकलाविद्वेदकेण पदः विष्णुपदः यथा ॥ ६
 आसीत् विकले मन्त्रे बाल्मीकि इकाग्रः । वृद्धे पृथिवीं मर्त्यां वृक्षतो वृक्षतः परः ॥ ७
 वृक्षतः वृक्षतः वृक्षतः शृङ्गाच्छास्त्रे च ज्ञातवः । पालिताः वृक्षतः वृक्षतः वृक्षतः वृक्षतः ॥ ८
 वृक्षतः वृक्षतः वृक्षतः वृक्षतः वृक्षतः वृक्षतः । अतर्पयन् वृक्षान् मर्त्यां गेहे मालादिभिर्विजाः ॥ ९
 वृक्षतः वृक्षतः वृक्षतः वृक्षतः वृक्षतः वृक्षतः । येन वृक्षतः वृक्षतः वृक्षतः वृक्षतः ॥ १०
 वृक्षतः वृक्षतः वृक्षतः वृक्षतः वृक्षतः वृक्षतः । वृक्षतः वृक्षतः वृक्षतः वृक्षतः ॥ ११
 वृक्षतः वृक्षतः वृक्षतः वृक्षतः वृक्षतः वृक्षतः । वृक्षतः वृक्षतः वृक्षतः वृक्षतः ॥ १२
 वृक्षतः वृक्षतः वृक्षतः वृक्षतः वृक्षतः वृक्षतः । वृक्षतः वृक्षतः वृक्षतः वृक्षतः ॥ १३
 वृक्षतः वृक्षतः वृक्षतः वृक्षतः वृक्षतः वृक्षतः । वृक्षतः वृक्षतः वृक्षतः वृक्षतः ॥ १४
 वृक्षतः वृक्षतः वृक्षतः वृक्षतः वृक्षतः वृक्षतः । वृक्षतः वृक्षतः वृक्षतः वृक्षतः ॥ १५
 वृक्षतः वृक्षतः वृक्षतः वृक्षतः वृक्षतः वृक्षतः । वृक्षतः वृक्षतः वृक्षतः वृक्षतः ॥ १६
 वृक्षतः वृक्षतः वृक्षतः वृक्षतः वृक्षतः वृक्षतः । वृक्षतः वृक्षतः वृक्षतः वृक्षतः ॥ १७
 वृक्षतः वृक्षतः वृक्षतः वृक्षतः वृक्षतः वृक्षतः । वृक्षतः वृक्षतः वृक्षतः वृक्षतः ॥ १८
 वृक्षतः वृक्षतः वृक्षतः वृक्षतः वृक्षतः वृक्षतः । वृक्षतः वृक्षतः वृक्षतः वृक्षतः ॥ १९
 वृक्षतः वृक्षतः वृक्षतः वृक्षतः वृक्षतः वृक्षतः । वृक्षतः वृक्षतः वृक्षतः वृक्षतः ॥ २०

ਸਦੇਸ਼ਾ ਭਾਗਿਨੀਭਰਿਯੋ ਮਤੁ: । ਕਾਸ਼ਟਕਾਮਿਕਿਕੋ ਬਿਭੁ: ॥ ੧੬

১৯ তম মণ্ডপমধ্যস্থিতাং বিমোহকঃ । নাশিতো মমস্তানার ম্পাদামভবমুনে ॥ ১৯
 ২০ মমস্তানারঃ স্তিতো মমস্তানারঃ কামাদয়োঃ কামম্ । যেষু স্তিতো মমস্তানারঃ বিনশতি ন সংশয়ঃ ॥ ২০
 ২১ যৌবনঃ ধনম্পত্তিঃ প্রভুতমবিবেকতা । একৈকমপানর্থায় কিমু যত্র চতুষ্টয়ম্ ॥ ২১
 ২২ তস্মাৎ স্মৃতা স্মৃতা জাতা লোকবিরোধিনী । স্বদেহনাশিনী পাপা মর্কসম্পদিনাশিনী ॥ ২২
 ২৩ বিবেকহীনে পুণ্যে যদি সম্পৎ প্রবর্ততে । যতীব চক্ৰা জেয়া উচিনী শারদীব সা ॥ ২৩
 ২৪ মমস্তানারঃ যদি সম্পৎ প্রবর্ততে । তুয়া পিতৃব্যুগঃ দোগমিব জানীষ্মুতুয়াঃ ॥ ২৪
 ২৫ মমস্তানারঃ যদি সম্পৎ প্রবর্ততে । পুরুষোত্তিরতানাক স্বধঃ নেহ পরত্র চ ॥ ২৫
 ২৬ মমস্তানারঃ যদি সম্পৎ প্রবর্ততে । প্রিয়া বা তনয়া বাপি বাক্তবা বাপারাতরঃ ॥ ২৬
 ২৭ যৌবনম্ কুন্ততে নিভাঃ সমীক্ষা চ পরপ্রিয়ম্ । মর্কসম্পদজ্জেন্দ্রিয় কীরো নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৭

যঃ শ্রেয়োবিলাসায় কুর্বাৎস্যত্বং নরো যদি । সর্জেষাং শ্রেয়সাং দক্ষাৎ স কুর্বাৎস্যত্বং সদা
 মিভাপভাগৃহক্ষেত্র-ধনধাতৃগণঃসু চ । হানিমিচ্ছন নরঃ কুর্বাৎস্যত্বাং সত্যতঃ দ্বিজাঃ ॥ ২৯
 অথ তস্মা স্থিতিপং স্তাদস্মরাবিষ্টেচেতনঃ । হৈহরৈস্তালজজ্ঞাশ্চ স্তিতনোহ পাতয়োহভয়ং ॥ ৩০
 বস্ত্রানুকূলঃ পশ্বেশঃ সৌভাগ্যং তস্মা বর্জতে । স এব বিমুগ্ধো বস্ত্র সৌভাগ্যং তস্মা হীয়তে ॥ ৩১
 ভাবং পুত্রাশ্চ পৌত্রাশ্চ ধনধাতৃগৃহাদয়ঃ । যাবদীক্ষেত লক্ষীণঃ কৃপাপাশেন সাত্বতঃ ॥ ৩২
 অপি মূর্খানুবিরজ্জাশূরাবিবেকিনঃ । গ্রাঘ্যা ভবন্তি বিপ্রেক্ষাঃ প্রেক্ষিতা আধবেন যৈ ॥ ৩৩
 সৌভাগ্যং বস্ত্র হীরেত তস্মাস্মাদিহুর্জনাঃ । ভবন্তি শত্রু নন্দেনো জতবেদোহবিশেষতঃ ॥ ৩৪
 যস্মা কস্মাপি যো দেবঃ কুরুতে মত্বীর্নরঃ । তস্মা নন্দানি নস্তাতি শ্রেয়াংসি মুনিসত্তমাঃ ॥ ৩৫
 অস্মরা বর্জতে মস্মিঃস্মরা বিষ্ণুঃ পরাঙ্গুথঃ । তস্মা শ্রেয়াংসি সর্জানি বিনস্তান্তি ভক্তো ভবমু ॥ ৩৬
 বিবেকং হস্তাহকারো হবিবেকোহুজ্জীৱিনঃ । আনদঃ সত্যবত্ৰাব মহানার ভাজে নতঃ ॥ ৩৭
 অহকারো ভবেদৃষস্ত তস্মা নাশোহতিবেগতঃ । অস্মাদাং অহকারমস্মদুদ্বাহতি যৈ দ্বিজাঃ ॥ ৩৮
 অস্মরাবিষ্টমনসস্তস্মা রাজঃ পরৈঃ নহ । আরোহনঃ যোগমাবীয়াসেনকং নিঃস্রবমু ॥ ৩৯
 হৈহরৈস্তালজজ্ঞাশ্চ রিপুভিঃ স পরাজিতঃ । সত্যারো বিনিমঃ তেজে সত্যম্ অদৈবিতৈঃ ॥ ৪০
 তৈরেব রিপুভিস্তস্মা ভার্যাসাং বিদূপোত্তমাঃ । দত্তো নরো মহাযোগো গভীৱমাস ভীকৃতিয়ায় ॥ ৪১
 স বাহুঃ সতিতো হুঃখী অন্তর্কৃত্য চ ভার্যয়া । বনাধনান্তরং গজরৌপীঅমশদঃ যদৌ ॥ ৪২
 নিদাগতাপিত্তো বাহুঃ পাদচাৰ্য্যতিহুঃখিতঃ । অকর্মা বিলপাস্তত্র ক্ষুৎকান্ডবিহোহ ॥ ৪৩
 ক্ষুৎকাময়া তয়া যুক্তো গভীৱা ভার্যয়া নহ । অবাস পরমাং কথিঃ তত্র দৃষ্টো মহৎ সত্যং যতঃ ॥ ৪৪
 অস্ম্যোপেতমনসস্তস্মা ভাবং নিরীক্ষ্য চ । সত্যোত্তমো বিজ্ঞানস্তু লীলাশ্চিত্তমিদং ॥ ৪৫
 অহো কষ্টমনো নুনং পাপকথাং সমাগতঃ । বিশরদগুজা বানবিত্তু কুপে বিহবমাঃ ॥ ৪৬
 অস্ম্যোপেতমনসঃ তং দৃষ্টো চুক্রুতঃ গগাঃ । অহো অস্মরাঃ কষ্টেভ্যঃ বিদগ্ধাঃ কষ্টেভ্যঃ কষ্টেভ্যঃ ॥ ৪৭
 সৌহবগাথ সতো ভূপঃ স্তাদা পীয়া যনঃ কৃতঃ । বৃক্ষমলং সমাশ্রিত্য সত্যং যতঃ প্রকটো ভাসমতঃ ॥ ৪৮
 তস্মিন্ বাচো বনং যাতে ভেদৈব পরিমাস্ততাঃ । তুর্জবান্ না গণনায়া বিদুঃ সত্যবদনুভবঃ ॥ ৪৯
 যো বা কো বা ত্বগৌ মর্ত্যঃ নর্যশ্চাভ্যতরো বিদাঃ । সর্গদম্পদসমাস্তে সত্যং কলীনিদতে বদৈঃ ॥ ৫০
 অহোহকীর্তিসমো মৃত্যুশ্চিষু লোকে নো নৃণাম্ । তথা কীর্তিনমাসাতা ত্রিষু লোকে নৃণাম্ ॥ ৫১
 যদা বাহুবনং যাতস্তদা তদ্রাষ্ট্রগা জনাঃ । সত্যোহং পামঃ যাতঃ যতি তো ন-ভেত যদা ॥ ৫২
 নিমিত্তো বহশো বাহুগতবৎ কাননে স্থিতঃ । ন হন্তি কমলমশো লোকে অদৃশনকন্য ॥ ৫৩
 নাস্তাকীর্তিসমো মৃত্যুর্নাস্তি কোধসমো রিপুঃ । নাস্তি নিন্দাসমঃ পাপঃ নাস্তি মোহসমঃ ভয়ম্ ॥ ৫৪
 নাস্তাস্মরাসমাহকীর্তিনাস্তি কামসমোহননঃ । নাস্তি হাসনমঃ পাতনো নাস্তিমদনমঃ নিঃস্রবঃ ॥ ৫৫
 এবং বিলপা বহবা বাহুগতাত্তহুঃখিতঃ । কীর্তিশো ননসস্তাপান্দ্রকৃত্যবিদুঃপাণ ॥ ৫৬
 গতে বহুশিগে কালে তুর্কীঅমসমীপনঃ । ন বাহুদাবিনঃ যুক্তো সমাঃ মুনিসত্তমাঃ নহ ॥ ৫৭
 তস্মা ভার্য্যাতিহুঃখাত্তা গভীৱী বিজনে বনৈ । বিলপা বহবা তত্র সত্যং যতঃ মনো যতঃ ॥ ৫৮
 অনীগ্র সা ততস্তেবান্ চিত্তাং দ্রবানিহুঃখিতা । যাদোপা পশিনারোহুঃ অহঃ বনুপত্ন কমে ॥ ৫৯
 এতস্মিন্নন্তরে ধীমানৌর্জস্তুজোনিবিস্তমিঃ । এতদ্বিজ্ঞাত্বান সর্জং পরমেন নমাদিনা ॥ ৬০
 ভূতং বর্জমানক ভাবি চাপি মনৌবরাঃ । সত্যাস্মরা মহাত্মানঃ পশ্যন্তি স্তানচক্ষুসা ॥ ৬১

তপোবিশেষজনাং রাশিরৌর্ধ্বঃ পুণ্যতমো মূনিঃ । প্রাপ্তবাংস্তুরমা সাক্ষী যত্র বাহুপ্রিয়া স্থিতা
চিভামারোহুদ্মুদ্যুজাং তাং দৃষ্ট্বা মুনিসত্তমঃ । প্রোবাচ বর্ষমলানি বাক্যানি বিবৃধক্ৰতাঃ ॥ ৬৩
অধিক্রবাচ ।

রাজবর্ষাপ্রিয়ে সাক্ষি মা কুরুবাতিমাহমম্ । ভবোদরে চক্রবর্তী শকহস্তা হি তিষ্ঠতি ॥ ৬৪
বাল্যপত্যাস্ত গর্ভিণীয়া যদৃষ্টেতত্তবস্তথা । ব্রজস্থলা রাজসূতে নারোহন্তি চিতাং শুভে ॥ ৬৫
ব্রহ্মহত্যাদিপাপানং প্রোক্তা নিকৃতিকৃতমৈঃ । দম্ভস্য নিন্দকস্তাপি জগৎস্ম ন নিকৃতিঃ ॥ ৬৬
নাস্তিকস্য কৃতরস্ত ধর্মোপেক্ষারতস্ত চ । বিশ্বাসঘাতকস্তাপি নিকৃতির্নাস্তি সূত্রে ॥ ৬৭
তস্মাদেতদমহাপাপং কর্তুং নাইসি ভাবিনি । তদেতদ্দুঃখমুৎপন্নং তৎসর্গং শাস্ত্রিমেষাতি ॥ ৬৮
ইতুক্তা মুমিনা সাক্ষী নিশমা তনমুগ্রহম্ । বিললাপাতিদুঃখার্থা নিগৃহ্য চরণৌ মুনৈঃ ॥ ৬৯
ওক্ষোহপি তাং পুনঃ প্রাহ সর্গশাস্ত্রার্থকোষিদঃ । মা রোদী রাজতনয়ে শ্রমমগ্নাং গমিষ্যামি
মা মুক্শ্যস্ব মহাবুদ্ধে শ্রেষ্ঠং দহতি তত্ত্বতঃ । তস্মাচ্ছোকং পরিভাজ্য কুরু তালোচিতাঃ ক্রিয়াম্
পণ্ডিতে বাতিমূর্খে বা দরিদ্রে বা শ্রিয়াধিতে । দুর্লভে বা দত্তৌবাপিমৃত্যোঃ সর্গতুলনাতা ॥
নগরে বা বনে বাপি সপ্তদ্রে পর্শতেহপি বা । বৎকৃতং জন্তুন! যেন তচ্ছোকবারং ন সংশয়ঃ ॥ ৭০
অপ্রার্থিতানি দুঃখানি যথৈবায়ান্তি দেহিনাম্ । সুখাশ্রপি তথা যন্তে দৈবমত্রাতিরিচ্যতে ॥ ৭১
যদমং পুরাতনং কর্ত্ব্য তত্তদেবেহ ভূজাতে । কারণং দৈবমেবাত্ম নাহোহন্ত্যোপাশিকোজনঃ ॥ ৭২
গর্ভে বা বাল্যভাবে বা যৌবনে বাপি বার্ষিকৈ । মৃত্যোর্বশং প্রয়াতব্যং জহতিঃ কমলাননে ॥
চন্তি পাতি চ গোবিন্দো জন্তুন্ কর্ণবশস্তিতান্ । প্রবাদং গোপসন্তাজ্ঞা হেতুমাভ্যেযু জহত ॥ ৭৩
তস্মাদেতদমহদুঃখং পরিভাজ্য সুখীভব । কুরু পত্ন্যাস্ত কর্ণানি বিবেকেযু স্থিরা ভব ॥ ৭৪
এতচ্ছরীরং দুঃখানং বাধীনামমূর্তেধুভম্ । দুঃখভোগমহৎক্লেশাকর্ষপাশেন যন্তিতম্ ॥ ৭৫
ইত্যামস্ত মহাবুদ্ধিস্থথা কর্ণাণ্যাকারয়ৎ । তাস্তশোকা চ মা তথী ববন্ধে চারবীন্মনিম্ ॥ ৮০
কিমত্র চিত্রং যৎ সন্তঃ পরার্থফলকাক্ষিণং । নহি জমাঃ স্বভোগার্থং ফলন্তি পৃথিবীতলে ॥ ৮১
গোহস্তদুঃখানি বিজ্ঞায় সাধুবাকৈঃ প্রবোধয়েৎ । স এব বিষ্ণুঃ সর্বশো মতঃ সর্গহিতে রতঃ ॥ ৮২
অস্তদুঃখেন যো দুঃখী যোগহর্ষণে হমিতঃ । স এব জগতামীশো নররূপধরো हरिঃ ॥ ৮৩
সন্তিঃ কৃতানি শাস্ত্রানি সুখদুঃখবিমুক্তয়ে । সর্গেষাং দুঃখনাশায় যদি সন্তো বদন্তি হি ॥ ৮৪
যত্র সন্তঃ প্রবর্তন্তে তত্র দুঃখং ন বাধতে । বর্ততে যত্র মার্তিঃ কথং তত্র তমো ভবেৎ ॥ ৮৫
ইত্যোদংবাদিনী মা তু স্বপত্ন্যাশোক্তরাঃ ক্রিয়াঃ । চকারতৎসরিজীয়ে মূনিচৌদিতমার্গতঃ ॥ ৮৬
তস্মিন্মুনৌ শবং দৃষ্টে স রাজা দেবদ্রাডিব । জগদ্বিমানকোটিশঃ প্রপেদে পরমং পদম্ ॥ ৮৭
কলেবরং বা তদস্য তদ্বক্ষ্যামি সত্তমাঃ । যদি পশ্যতি পুণ্যাত্মা স বাতি পরমং পদম্ ॥ ৮৮
মহাপাতকযুক্তো বা যুক্তো বা সর্গশাতকৈঃ । পরং পদং প্রয়াভ্যেব মহত্তিরবলোকিতঃ ॥ ৮৯
পত্ন্যঃ কৃতক্রিয়া মা তু গহাশ্রমপদং মুনৈঃ । চকারানুদিনং তত্র শুশ্রুখামাদরাং পরাম্ ॥ ৯০

ইতি ব্রহন্নারদীয়ে পুরাণে সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

অষ্টমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রুত উবাচ ।

স্মা তস্মাশুদিনং চক্রে শুক্লাবাং ভক্তিমংযুতাম্ । ভূলেপনাদিভিঃ সমাক্ সাক্ষী সঙ্ঘাবসংযুতাঃ
গতে বহুতিথে কালে গরেন মহিতং স্মৃতম্ । লেভে পুণ্যতমে কালে শুক্লাবাংগতকল্যাণা ॥ ২
অহো সংসঙ্গতির্লোকে কিং বিষং ন নিবারয়েৎ । ন দদাতি শুভং কিংবানরাণাং মুনিসত্তমাঃ
জ্ঞানাজ্ঞানকৃতং পাপং যচ্চাপি কারিতং পটেঃ । তৎসর্গং নাশয়ত্যাত্ত পরিচর্যা মহাত্মনাম্ ॥
জড়োহপি যাতি পুঙ্খাহং সংসঙ্গাজ্জগতীভলে । কলামাত্রোহপি যচ্চক্ষুঃ শব্দানা স্বীকৃতোবধা
সংসঙ্গতিঃ পরামৃদ্ধিং দদাতি হি নৃণাং সদা । ইহামুত্র চ বিশ্রেষ্ঠাঃ সন্তঃ পূজ্যতমাসুতঃ ॥ ৬
অহো মহদুত্তমান বকুং কঃ সমর্থো মুনীশ্বরাঃ । গর্ভস্থিতো গরো নদ্রেঃ গন্তেষুপি সমাশ্রয়ঃ ॥ ৭
গরেন মহিতং পুত্রং দৃষ্ট্ৱ তেজোনিধির্মুনিঃ । ভাতকর্ষ চকারাগৌ নাম্মা চ মগরং তথা ॥ ৮
পুপোষ মগরং দালং মধুকীরাদিভির্মুনিঃ । তপঃপ্রভাবসম্পন্নৈর্দৌর্লভ্যং তেজগাং নিধিঃ ॥ ৯
কুড়া চোড়াদিকর্ষ্যাণি মগরস্য মুনীশ্বরাঃ । শাস্ত্রাণাধ্যাপয়ামাস রাজবোধ্যানি মন্ত্রবিৎ ॥ ১০
সমর্গং মগরং দৃষ্ট্ৱ কিঞ্চিদ্ভিন্নগৈশবম্ । মন্ত্রবৎ সর্গশাস্ত্রাণি দত্তদান্ মুনিসত্তমঃ ॥ ১১
মগরঃ শিক্ষিতস্তুেন সমাপৌর্ষেণ সত্তমাঃ । বভূব বলবান্ ধর্মী কৃতজ্ঞো গুণবাক্ষুচিঃ ॥ ১২
ধর্মজ্ঞঃ সোহপি মগরো মূনেরমিতবিক্রমঃ । গমিৎকুশাদিকং সোহথ কলার কলামুপানয়ৎ ॥ ১৩
স কদাচিদুত্তরনিধিঃ প্রণিপত্য সমাতরম্ । উবাচ প্রাঞ্জলির্ভূত মগরো দিনসান্বিতঃ ॥ ১৪

মগর উবাচ ।

মাতঃ ক যাতো মতাতঃ কৃতাস্তে নাম তস্ম্য কিম্ । সোহপি কঃ সর্গমোভয়ে যথাবদকুমারিণি ॥
পিত্রা বিহীনা যে লোকে জীবন্তোহপিযুতোপমাঃ । তিদ্দোহপি পিত্রাশ্রয়্যাস্তে স পনদোপমঃ
যস্য মাতা পিতা নাস্তি স্তথ তস্য ন বিদ্যতে । ধর্মহীনো যথা মর্গঃ পরজানুত্র সত্তমে ॥ ১৭
মাতঃ পিতৃবিহীনস্তাপাঙ্গস্তাপাবিবেকিনঃ । অপুত্রস্য বৃথা কস্য কণত্রয়স্য চৈব চি ॥ ১৮
চক্ৰহীনা যথা রাত্রিঃ পদ্মহীনং যথা মরুঃ । পতিহীনা যথা নারী তথা পিতৃবিয়োজিতঃ ॥ ১৯
ধর্মহীনো যথা জন্তুর্ধনহীনো যথা গৃহী । শিক্তহীনং যথা বেগু তথা পিতৃবিয়োজিতঃ ॥ ২০
হরিভক্তিবিহীনস্ত যথা ধর্মো মুনীশ্বরাঃ । ন কলেত মনুষ্যাণাং তথাহপিতৃকজীবনম্ ॥ ২১
অস্বাধারো যথা বিশ্রোহনাতিথেরো যথা গৃহী । দানগুহ্যং যথা দ্রব্যং তথা পিতৃবিয়োজিতঃ
সত্তাহীনং যথা বাক্যং সন্ধির্হীনা যথা মতা । তপো যথা দর্যাহীনং তথা পিতৃবিয়োজিতঃ ॥ ২৩
গুণহীনা যথা নারী জলহীনা যথা নদী । অশান্তিদা যথা বিদ্যা তথাহপিতৃকজীবনম্ ॥ ২৪
যথা লঘুতরো লোকে মাতর্যাক্রাপরো নরঃ । তথা পিতৃবিহীনস্ত লবুর্হঃবশতাবিতঃ ॥ ২৫

শ্রুত উবাচ ।

ইতীরিতং শ্রুতেনৈবা ঋত্বা নিবশ্য হুঃখিতা । আদিভস্ত যথাহুতং সর্গং তেষা শ্রবৈদয়ৎ ॥ ২৬
তচ্ছ্রুত্বা মগরং ভূকঃ কোপসংরক্তলোচনঃ । হনিষ্যানি ত্রিপূন্ সদাঃ প্রতিজ্ঞামকরোত্তমা ॥ ২৭
প্রদক্ষিণীকৃত্য পুনর্জননৌৎ প্রণম্য সঃ । প্রস্থাপিতঃ প্রতপে চ তেনৈব মুনির্ন তদা ॥ ২৮

माधु माधु मगंता न मतायाश्च न नः शमः । तथानि मदः कदा पत्नीं शान्तिं लभस्य ॥ ५३ ॥
 नयेतां निगताः पुनरुद्वासात्तज्जातिरोदिनः । इतानां इमेन कीर्तिः का नम्युपायस्यते तव
 प्रशूष जलदः ममे कर्षणाशेन नजिताः । तथानि पापैर्निहिताः किमर्थं तान् हनिषामि ॥
 देहस्य पापजनितः पुंस्येवैनमा ततः । आज्ञा हतेदाः पूर्वदाच्छाजानामेय निर्गमः ॥ ५४ ॥
 अकर्मफललोकानां हेतुमाज्ञा हि जलदः । तस्यापि दैवमूलानि दैवाधीनमिदं जगत् ॥ ५५ ॥
 तस्यापि क्व हि माधुनां वशिता दुष्टेनिश्चिता । ततो नैवैवस्यतल्लैः किं कार्यां साधाते वद
 शरीरं पापसंघातं पापैर्नैव प्रवर्द्धते । पापमूलमिदं ज्ञात्वा कथं हहं मनुमातः ॥ ५६ ॥

আত্মা শুক্লোহপি দেহহো দেহীতি ধ্রোতাতে বৃথৈঃ । তস্মাদিদং বপুর্ভূপা পাপমূলং ন সংশয়ঃ
পাপমূলং বপুর্ভূতঃ কা কীৰ্ত্তিষ্ঠব বাহুভ । অবিষাভীতি নিশ্চিন্তা তান্ নাহংস উতঃ পরম ॥ ৬১

শ্রুত উবাচ ।

ইতি শ্রুত্বা তুর্যোবাঁকাঃ বিরবাম স কোপিতঃ । স্পৃশন্ করোণ সগরঃ নমন্য চ মুনিমুদা ॥ ৬২
অখাণসনিবিস্তৃত্য নগরশ্চ মহাশ্রবঃ । রাজ্যান্তিযেহং কৃতদানু মুনিমঃ নর শ্রুতৈঃ ॥ ৬৩
ভার্য্যাস্বরূপ তস্মানীং কেশিনী মুমতিস্বখা । কৌশিকশ্চ বিদতিষ্ঠ অনয়ে মুনিমুদমাঃ ॥ ৬৪
রাজো প্রতিষ্ঠিৎ প্রভা মুনিমৌষধিপোনিমিঃ । বনান্যাতা রাজানং সভাষা স্বাশ্রমং যবৌ ॥
কদাচিদগ্ন ভূগত্ভা ভার্য্যাতাং প্রার্থিতো মুনিঃ । বহু হৃদাৎসাতার্থমৌষে ভানয়মববিস ॥ ৬৫
ওঁসঃ স প্রার্থিতস্তাভাঃ পরমেণ সমাধিনা । কেশিনীং মুমতিমৈঃ প্রোক্তদানু হবসন্ মুনিঃ ॥

মুনিরুবাচ ।

একা বংশধরঃ পুত্রমগ্না যত্মতানি চ । অজ্ঞানং মনস্তিমন্তং শুভাশু বিষতামিতি ॥ ৬৬
কেশিকেকমুতঃ পরে বংশধরঃ বিচক্ষণা । অজ্ঞানি যত্ম পুত্রানার যত্মে যামুতানি চ ॥ ৬৭
কেশিকেকমুতঃ নেত্রে সমমণ্ডনম জ্ঞকন্ । অমাত্যঃ যতিঃ পুত্রানার মহত্যাভবন্ মুমে ॥ ৭০
অসমজ্ঞননাথী তু বানহেনাপি নহমাত্যঃ । অসমজ্ঞনকৰ্ম্মণি চকারৌষধিপতিতঃ ॥ ৭১
অতঃ দৃষ্ট্বা সাগরাঃ সর্পে হানন্ হৃদং চেতনঃ । তবালভাবকদেতি মেঘে বাতশ্রুতো মূপঃ ॥ ৭২
অগৌ কষ্টতরা লোকে হুর্জনাং হি সমুদ্রিঃ । কাঙ্ক্ষিকস্তাভাতে বক্তিরঃস যৌগমাত্রতঃ ॥ ৭৩
অংশমান্ নাম তনরো ক্ষেত্রে বৈ হৃদমণ্ডনঃ । অংশমগ্না তদবান ধর্ম্মা পিতামহতিতে রতঃ ॥ ৭৪
হুর্জিতঃ সাগরাঃ সর্পে লোকোপদ্রবকারিণঃ । অংশমবতারঃ সত্যমন্তরায়া ভবতি তে ॥ ৭৫
হুতানি জ্ঞানি যজ্ঞেষু চবীষি বিদিতবিত্তৈঃ । অংশমুদ্র নিগল্যাপি নিরাশ্রয়দোকমঃ ॥ ৭৬
স্বর্গীকাজতা মততা রতাদাস্যসংস্রিয়ঃ । পিতৃমাতাঃ সাগরঃ চৈতন্যো কা কল্যণকঃ ॥ ৭৭
পারিজাতাদিহৃক্ষানার পুশ্পান্যাদান তে বলাঃ । অংশমীরাণ্যপকলন্ নদাপা নদরাসিণাঃ ॥ ৭৮
আজহুঃ নাদুবিষ্টানি সঙ্গদস্থাননাশয়ন্ । নিজেব হৃদমণ্ডকা বাননৌষতাত্তপানিনঃ ॥ ৭৯
এতদ্দৃষ্ট্বাতিহুঃখার্থী দেবা ঈজাদনয়না । শিবারং সারসং চক্ররেতেষা নাবতেভবে ॥ ৮০
নিশ্চিন্তা বিন্ধ্যাঃ সর্পে পাভাজাতুরকৌচরম্ । কপিলঃ বিষ্ণুনদুশং যতঃ জ্যৈষ্ঠমুপিবন্ ॥ ৮১
ধায়ন্তঃ নির্য়নঃ বিষ্ণুং পরানন্দকল্পপিণম্ । প্রণীত দণ্ডবঃ মোহুর্ভূদ্বিদশাস্তুদা ॥ ৮২

দেবা উচুঃ ।

নমস্তপোনিধে তুভ্যং তাত্ত্বাগাদিশালিনে । নররূপপরিচ্ছন্নবিষবে ত্রিকবে নমঃ ॥ ৮৩
নমঃ পবেশভক্তার লোকান্ত্রগ্রহেভবে । সংসারগোদাবাদি-জ্ঞানসম্পন্ন তে নমঃ ॥ ৮৪
মহতে বীতকামাঃ তুভ্যং ভূয়ো নমো নমঃ । সাগরেভুঃ বিজ্ঞানজা দাতব্য শরণাদতান্ ॥ ৮৫
ইতি শ্রুতঃ কপিলমিঃ নঙ্গশাস্ত্রবিশারদঃ । উবাচ হবসন্ দেবানং শাবৎসপরিপুঞ্জিতান্ ॥ ৮৬

কপিল উবাচ ।

যে নাশং জরমা নান্তি সম্পদাযুর্দশোবলৈঃ । ত এব লোকান্ বাধতে নাজিহবার শ্রমোত্তমাঃ
যন্ত বাধিতুম্হাতো জনান্ নিরপরাদিনঃ । তং বিন্যাস সর্পলোকেষু পাপভোগরতঃ দুশাঃ ॥ ৮৭
কণ্ঠনা মনসা বাচা যদ্রুতান্ বাধতে মদা । তং হৃদিত্তি দৈবদেবাত্ত নাত্র কাহা বিচারনা ॥ ৮৮

আয়ুঃসন্তানভোজোভিষঃ শীঘ্রং নাশমেবাতি । স বাধতে জনং সর্ক্ষমিতি সন্তো বদন্তি হি ॥১০
 অহোভিরলৈরেষাশু ভেষাঃ নাশো ভবিষ্যতি । তন্মাদুঃখং পরিভাজ্য মচ্ছক্ষ্যং নাকমুত্তমাঃ ॥
 ইত্যাশ্রম্য মূনির্না ভেন কপিলেন মহাশ্রম্য । ঐশ্বর্য্য তং যথাস্থায়ং গতা নাকং দিবৌকমঃ ॥ ১২
 অজ্ঞাস্তরে তু সগরো বশিষ্ঠাদৈর্দ্যমহমিতিঃ । আরেতে হরমেধাখ্যং বজ্রং কর্ত্তুমমুত্তমম্ ॥ ১৩
 তং বজ্রবোজিতং সপ্তিমপদ্মত্যা সুরেশ্বরঃ । পাতালে স্থাপয়ামাস কপিলো গত্র তিষ্ঠতি ॥১৪
 গৃঢ়বিগ্রহশক্রেণ কৃতমবল্ল সাগরাঃ । অজ্ঞাতা বলধূর্লোকান ভূরাদীন্ সপ্ত বিস্মিতাঃ ॥ ১৫
 অদৃষ্টগন্তরস্তত্র পাতালে গচ্ছমুদ্যতাঃ । চতুর্মুখীভলং সর্ক্সে ত্রৈলোক্যয়োজনং পৃথক্ ॥ ১৬
 মৃত্তিকাং পলিতাং কাঞ্চিদক্লিষীরে সমাক্ষিণ্ । ঐকৈকবোজনোদ্ভূতাঃ প্রত্যেকস্তে হৃতক্ষরন্
 উদ্ধারেণ গতাঃ সর্ক্সে পাতালং সগরাঅজাঃ । বিচেষ্টেন্তো চরং তত্র যদুঃ শীঘ্রং ব্রমাতলম্ ॥১৮
 ভজাপশুন্ মহাশ্রম্য কোটিসূর্য্যামমম্ভম্ । কপিকং দ্যাননিরতং সপ্তিষ্টৈব তদভিক্ ॥ ১৯
 ঐশ্বর্য্যঃ পাপনিরতাঃ সাগরা অবিবেকিনঃ । সর্ক্সে তে মহমা হে ত্য মূনিং বন্ধুঃ সমুদ্যতাঃ ॥
 হস্ততাং হস্ততামেব বধ্যতাং বধ্যতামিতি । গৃহতাং গৃহতামাশু ইত্যাচুস্তে পরস্পরম্ ॥ ১০১
 হস্তাখং গাবুবদমৌ বকথ্যানপরায়ণঃ । আড়ম্বমহৌ লোকৈ কুর্ক্ষন্তি সততং খলাঃ ।

ইত্যাশ্রবন্তো জহসুঃ কপিলং তে মুনীশ্বরম্ ॥ ১০২

সমস্তেন্দ্রিয়সম্মোহং নিরম্যাত্মানমাত্মনি । পশুন্ মুনিবরস্তেষাং তৎকর্ম্মজ্ঞোহভবন্নহি ॥ ১০৩
 আসন্নমৃত্যবস্তুত্বং বিনষ্টমভ্রমৌ মূনিম্ । পতিঃ সন্তোড়ম্যাসুর্বাছক জগৃহঃ পরে ॥ ১০৪
 পরিভাজ্যসমাবিস্ত তান্ দৃষ্টৌ বিস্মিতৌ মূনিঃ । উবাচ ভাবগন্তোরং লোকোপদ্রবকারিণঃ ॥ ১০৫
 ঐশ্বর্য্যমদমস্তানাং ক্ষুধিতানাঞ্চ কামিনাম্ । অহংকাররতানাঞ্চ বিবেকো নহি জায়তে ॥ ১০৬
 নিধেরাধারমাত্রেণ মহী জ্বলতি সর্ক্ষদা । তমেব মানসো ভূহা জ্বলতীতি কিমভুতম্ ॥ ১০৭
 কিমত্র চিত্রং সৃজনান্ বাধস্তে যদি দুর্জনাঃ । মহীকহারস্তটকহান্ পাতয়ন্তি নদীরয়াঃ ॥ ১০৮
 যত্র শ্রীর্ষৌবনং বাপি পরদারোহপি তিষ্ঠতি । তত্র সর্ক্ষাক্রতা নিত্যমোটক্কাপি প্রজায়তে ॥
 অহৌ কনকমাহাত্ম্যং ব্যাখ্যাতুং কেন শক্যতে । নামনামাদহৌ চিত্রং বৃন্তুরোহপি মদপ্রদঃ
 ভবেদ্যদি ধলস্ত্রীঃ সৈব লোকবিনাশিনী । যথা সথাগ্রেঃ পবন উরগস্ত্র পরো যথা ॥ ১১১
 অহৌ ধনমদাক্ষস্ত পশুরপি ন পশুতি । যদি পশুভ্যাঅহিতং স পশুতি ন সংশয়ঃ ॥ ১১২
 ইত্যাশ্রম্য কপিলঃ ক্রুদ্ধো নেত্রাদ্যিঃ বিস্ফটবান্ । ন বহিঃ সাগরান্ সর্ক্ষান্ ভ্রম্যনাদকরোত্তদা
 তন্নৈত্রজানলং দৃষ্টৌ পাতালভলবাসিনঃ । অকালপ্রলয়ং যত্র চুক্রুতঃ সকলা জনাঃ ॥ ১১৪
 তদমিতাপিতাঃ সর্ক্সে দন্দশূকাক্ষ রাক্ষসাঃ । সাগরং বিবিশুঃ সর্ক্সে সতাং কোপো হি হুঃসহঃ
 অথ তস্ত মহীপশু সমাগম্যাক্ষরং তদা । নারদঃ সগরায়ৈতদ্যথাবৃত্তং ব্রবেদয়ৎ ॥ ১১৬
 এতং সর্ক্সং সমাকর্ষ্য সাগরঃ সর্ক্সবিৎ প্রভুঃ । দৈবেন শিক্ষিতা দৃষ্টৌ ইত্যাচাতিহবিতঃ ॥ ১১৭
 মাতা বা জনকো বাপি ভাতরস্তনরোহপি বা । অর্থং কুরুতে নিত্যং স এব রিপুরুচ্যতে ॥
 যঃ স্বধর্ম্মেবনিরতঃ সর্ক্সলোকবিরোধকৃৎ । তং রিপুং পরমং বিদ্যা চ্ছাত্রাণামেব নির্ণয়ঃ ॥ ১১৯
 সাগরঃ পুত্রনাশেহপি ন কদাচিচ্ছুশোচ হ । হুর্ক্ষস্তমিধনং যস্মাং সতামুৎসাহকারণম্ ॥ ১২০
 যজ্ঞেধনবিকারহাদপুত্রাণাং মহাপতিঃ । অসমঞ্জসপুত্রং তং পৌত্রং জগ্ৰাহ পুত্রবৎ ॥ ১২১
 অংকুমস্তং মহাবীর্ষ্যং সুবিরং বাধিদাং বরম্ । যুযোজ সারবিভূপো যথানয়নকর্ম্মণি ॥ ১২২

স গতা ভবিলস্বারা দৃষ্টী তং মুনিপুত্রবম্ । কপিলং ভেজমাং রাশিং সংপূজ্য চ ননাম চ ॥১২০
কৃতাজ্জলিপুটৌ ভূতা বিনয়াং পার্শ্বসংস্থিতঃ । অর্থাদিপূজিতং শান্তং মুনিমেতদ্ভাচ মঃ ॥১২৪
অংতুমানুবাচ ।

দৌঃশীলাং সৎ কৃতং ব্রহ্মন্ মস্তাভৈলুৎক্ষমস্ব মে । পরোপদেশনিরতাঃ ক্ষমামাত্রা হি সাধবঃ ॥
দুর্জনেহপি সৎসু দয়াং কুর্ন্ততি সাধবঃ । ন হি সংহরতে জোঃপ্রাং চক্ষুশ্চাতালবেশ্মনি ॥১২৬
বাধ্যমানোহপি সূজমঃ সর্কেষাং হিতকৃৎষেৎ । দদাতি পরমাং তৃষ্টিং ভুজ্যমানোহমরৈঃ শনী
দারিত্র্যেহিতি বাস্ত্যামোদেনৈব তু চন্দনঃ । সৌরভং কুরুতে সর্কং তপৈব সূজনো জনঃ ॥
স্বশাস্ত্যা তপসাচারৈঃ সদৃগুণস্থা মুনীশ্বরাঃ । সঞ্জাতাঃ শাসিতুং লোকাংস্তানুবিহুঃ পুরুষোত্তমান্
নমো ব্রহ্মন্ যুনে ভূতাং নমস্তে ব্রহ্মমূর্তিরে । নমো ব্রহ্মণীলায় ব্রহ্মবানপরায় তে ॥ ১৩০
ইতি স্তবো মুনিম্বেন প্রসন্নবদনস্তদা । বরয়েতি বরং প্রাহ প্রমত্তোহস্মীতি সাদরম্ ॥ ১৩১
এবমুক্তে মুনৌ তস্মিন্নংগুমান্ প্রবিপতা তম্ । আপ্রাশ্মৎ পিতৃন্ ব্রহ্মলোকমিত্যভ্যভাষত ॥
ততস্তস্মোক্তিমন্তুঠৌ মুনিম্বং প্রাহ সাদরম্ ॥ ১৩৩

কপিল উবাচ ।

গঙ্গামানীয়ে পৌত্রস্তে বয়িষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ১৩৪
তৎপৌত্রেন সমানীতা গঙ্গা পূণ্যজলা নদী । কৃতে তান্ অতপাপান্ বৈ ময়িষ্যাত পরং পদম্
প্রাপয়েমং হরং পুত্র পিতামহমথোচিতম্ । ভব বর্ষপরো নিত্যমতঃ প্রোয়ো ভবিষ্যতি ॥ ১৩৬
ইত্যুক্তঃ স প্রণম্যাতু চরমাদায় সত্বরঃ । সগরঃ তং পুনঃ প্রাপ্য যথারূতং স্তবেদয়ৎ ॥ ১৩৭
জজ্ঞে হংসুমতস্তস্মাদ্বিলীপ ইতি বিকৃতঃ । তস্মাদ্ভগীরথো জাতো গঙ্গামাক্রান্তবান্ হি যঃ ॥
ভগীরথায়ৈ জাতঃ সূদানাথো মহাবলী । তস্ত পুত্রো মিত্রসহঃ সঙ্গলোকেসু বিকৃতঃ ॥১৩৯
বশিষ্ঠশাপতঃ প্রাপ্তঃসৌদামনো ব্রাহ্মণী তনুম্ । গঙ্গাবিন্ধুভিবেকেণ বিন্ধুজিৎ প্রাপ্তবান্ পুনঃ
ইতি ব্রীহদ্রারদৌরে পুরাণেঃষ্টমোঃধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

নবমোঃধ্যায়ঃ ।

অথ উঃ ।

শপ্তঃ কথং বশিষ্ঠেন সৌদামনো বৃনিস্তম্ । গঙ্গাবিন্ধুভিবেকেণ কথং ভূয়ো বিমোচিতঃ ॥ ১
সর্কমেতদশেষেণ সূত নো বকুর্মহি । গুপ্ততাং বদতাংকৈব গঙ্গা পানপ্রণাশিনী ॥ ২
সূত উবাচ ।

সৌদামঃ সর্কধর্মজঃ সর্কজো গুণবাঙুচিঃ । বৃভূজে পৃথিবীমেতাং ধর্মকটননিষ্ঠিতঃ ॥ ৩
সগরেন যথা পূর্কং মহীষং সপ্তসাগরা । ব্রহ্মতা তেন বিবিদং তথা ধর্মাবিরোদিনী ॥ ৪
পুত্রপৌত্রসমায়ুক্তঃ সর্কেশ্বাসমস্থিতঃ । ত্রিশদধমহস্যানি বৃভূজে পৃথিবীং পুরা ॥ ৫
সৌদাম একদা রাজা মুগ্ধাভিরতির্দনম্ । বিদেশঃ সবলঃ সমাক্ শোভিতো স্যাতু মদ্রিতিঃ ॥ ৬
ননৈ স বিচরন্ রাজা নিসৃদন্ মুগমগয়ান্ । আজগাম নদীং রেবাং যথাক্ষেহতিপিপামিতঃ ॥ ৭

সুদানভনয়ন্তত্র কুহা কর্ণাণাতল্লিতঃ । ভূক্কা চ মজ্জিভিঃ সার্কিঃ নিশাঃ তত্র নিমায় সঃ ॥ ৮
 ততঃ প্রাভঃ সমুদায় কলাঃ কর্ণ সমাপা চ । বজ্রাম মজ্জিভিঃ সার্কিঃ যুগ্মগাভিরতিবনে ॥ ৯
 বনাপনান্দরঃ গগনৈক এব মণীপতিঃ । আকর্ষীকৃৎসনঃ সন্ কৃষ্ণসারঃ সমুদায়ন ॥ ১০
 একদাঃ দৃষ্টেনৈনোঃ সার্বভূগচ্ছন্ যুগ্ম কর্ণম্ । দ্বাঃ দ্বয়ঃ শুভাসঃ দৃষ্টেবান্ সুরতে রতম্ ॥ ১১
 গগমায়ঃ সার্কিঃ প্রাঃ বর্ণায়োঃ সমুদায়নোঃ । পাতিয়ামাঃ ভৌকঃ শরৈঃ শরমদ্বিবিঃ ॥ ১২
 পাতিমানোঃ ভবদ্যাজো যোজননি শদায়তঃ । সমাভমেঘনিমোষো রাক্ষসো ঘোরবিগ্রহঃ ॥ ১৩
 পতিতঃ রাক্ষসঃ বীক্ষ্য বায়োহিহো বেসমঃ বজ্রঃ । প্রতিক্রিয়াঃ করিষামীত্বা ত্বা চাতুর্দধেভুতঃ
 রাজাপি ভয়নানয়ো দৃষ্টঃ নৈনেন ভদ্রেন । কথয়ন্ মজ্জিণাঃ সর্পঃ স্যঃ পুরীঃ ন শুভর্তত ॥ ১৫
 সমরাজা স্বপুঃ প্রাপ্য স মালিকারম যুতঃ । ধৃতঃ পৃথিবীমেতাঃ শশাম হৃদি শঙ্কিতঃ ॥ ১৬
 গতে বহতিবে কালে স্বধনদম্বঃ নৃপঃ । অরোহে পরমধীতো বশিষ্ঠাদৌমুণীপরৈঃ ॥ ১৭
 তত্র বজ্রানিদেবানঃ হৃদির্দ্বা বথাবিধিঃ সমাপ্য যজ্ঞঃ নিষ্কাতো বশিষ্ঠঃ স্নানকারণাঃ ॥ ১৮
 অত্রানুরেঃ বজ্রোঃ সৌ নুতনোদেন বাসিতঃ । কর্ণঃ প্রতিক্রিয়ামৈঃ স্থায়াতঃ ক্রোধমুর্জিতঃ
 সুরতে কিরমানে হুংসরীঃ হুতবান্ কৃপাঃ । তেনৈব হুঃখিতো দৈত্যঃ সমাগ্রাতোহতিকোপনঃ
 সমাগ্রসমুদায়ঃ প্রবর্তে বশিষ্ঠেবেশতঃ তথৈব কুহা ।

সুদনু নমানাদয় ভোজনার্থং মাংসং সমেযামাশামত্বাচ ॥ ২১

ভূয়ঃ নমানায় স সুরেশ্বরঃ তাক্ষে দদৌ মানুযমা নমান্ত ।

বিত্তস্ত মাংসমপি ভিক্ষাপাণ্ডে দৃষ্ট্য তুরোরাগমনঃ প্রভীক্ষ্য ॥ ২২

ভুয়ঃ সঃ সৌদামনো বিনয়াদিতঃ । সমাগ্রায় শুভেব দদৌ তস্মৈ স সাদয়ম্ ॥ ২৩
 ভূক্ৰেঃ চিত্তয়ানায় ভিক্ষেভদ্রিতি বিম্বিতঃ । অপশ্যমানুষঃ মাংসঃ পরমেণ সমাদিনা ॥ ২৪
 অহোঃ সঃ দ্রাক্ষো দৌঃশীলমভোজ্যং দত্তবান্ বর্মম । ইতি বিম্বয়মাগ্নঃ প্রমহুরভবমুনিঃ ॥ ২৫
 বশিষ্ঠ উবাচ ।

অভোজ্যঃ বহির্জানক্য দত্তঃ সখ্যঃ ক্ষিতীধর । তস্যঃ ভবাপি ভদ্রঃ এতদেব হি ভোজনম্ ॥ ২৬
 নমানঃ ব্রহ্মসামেব ভোজ্যঃ দত্তঃ কুহা মম । তদুবাচি রাক্ষসঃ ত্বং তদাহারোচিতং পরম্
 ইতি শাপ্য দদতামিনুগোদানো ভয়বিস্মলঃ । আজ্ঞতো ভবতিযেতি সঙ্কল্পোহস্ম্য বাজিতপাং
 ভয়ন্ত চিত্তয়ামান বশিষ্ঠেনৈব ভোজিতঃ । বক্ষণং বজ্জিতঃ ভূয়ঃ বদাতবান্ জ্ঞানচক্ষুষা ॥ ২৯
 রাজানি ভগ্নানাদয় বশিষ্ঠঃ শব্দুন্নাভঃ । যথৈবেকী দ্বাঃ শাপমুৎসর্গে ময়ীতি সঃ ॥ ৩০
 তক্ষঃ শব্দঃ সমুদায়ঃ রাজানঃ ক্রোধমার্জিতম্ । মদন্তভীতি বিথলতা প্রিয়া তস্মৈ ত্বাচ তম্
 মদন্তভীতি ॥

ভো ভোঃ ক্ষমিতব্যায়ি ভোজ্যং ন হৃদয়ম্হি । ত্বাং দত্তকং ভোজ্যং তৎপ্রাপ্তং নাকুতম্ ॥ ৩২
 ত্বাং দত্তকং দত্তকং বদন্তদুঃখীনাঃ । অত্যাচারে নিহনে দেশে ভবতি ব্রহ্মরাক্ষসঃ ॥ ৩৩
 ক্রিষ্টেদ্বিহাঃ সৌমিত্যে ব্রহ্মরাক্ষসঃ ॥ প্রয়াতি ব্রহ্মরাক্ষসমিতি শাপ্তেব নিশ্চিতম্ ॥ ৩৪
 ততোভো ভূপতিঃ কোপঃ তাত্বা ভাব্যঃ ননক চ । ত্বং কুত্র ক্ষিপামীতি চিত্তয়ামাসচ'অনা
 তজ্জলং বত্র নানিভঃ ভোক্তব্যং নিশ্চিতম্ । ইতি বদ্য ত্বং তত্ত্ব স্বপাদবভাগেচরৎ ॥ ৩৬
 তজ্জলম্পর্শমাত্রেণ পাদৌ কলহতাং গতো । তদাপ্রভৃতি লোকেহস্মিৎ স কল্যাবহীতিশ্রুতঃ ৩৭

কল্যাণপাদো মতিমান্ প্রিয়য়া শমিতস্তদা । মনসা ভীতিমাপনৌ বদন্তে চনরো গুরোঃ ॥ ৩৮
উবাচ ঐঞ্জনির্ভূতা বিনয়ান্নয়কোবিদঃ । ক্ষমস্ব ভগবন্ সর্গাঃ নাপরাধঃ কৃত্তো ময়া ॥ ৩৯
পুনশ্চোবাচ ভূপালঃ মুনির্নিবৃত্ত্য হুঃখিতঃ । আজ্ঞানং গর্হয়ানাম অববেকপরাশ্রয়ম্ ॥ ৪০
অববেকো হি সর্গাসাং পরমং পদমাপদাম্ । বিবেকহিতো নোকে নহুয়েব ন নঃশয়ঃ ॥ ৪১
রাজস্তু জ্ঞানশূন্যাদেতৎকথোচিতং কৃতম্ । বিবেকহিতোহহং বৈ মহাপাতকঃ সনাচরনঃ ॥ ৪২
বিবেকনিঃতো বাতি নোবা কোবাপি নিকৃতিম্ । বিবেকহিতেভ্যো বাতি নোবা কোবাপি নরতিম্
ঐতু্যবাচ মুনির্ভূপমিত্ত্বা জ্ঞানমাত্মনা ॥ ৪৩

বশিষ্ঠ উবাচ ।

মাতান্ত্রিকমেতদিত্তি দাদশাদঃ ভবিষ্যতি ॥ ৪৪

নপ্ৰাবিন্দ্যভিযুক্তস্ত তাত্ত্বা বৈ ব্রাহ্মসীং ভূম্ । ১২ পুনাক্রপমাননৌ ভোক্ষ্যানে পৃথিবীমিমাম্
তদ্বিন্দুমেকমভূতজ্ঞানেন ততকল্যঃ । হরিমেবাপনৌ ভূমি পত্যাং শান্তিঃ পানয়ামি ॥ ৪৫
ইতু্যক্কা ধর্মসম্পন্নো বশিষ্ঠঃ স্বাশ্রমং যগৌ । রাজাপি হুঃখসম্পন্নো ব্রাহ্মসীং ভূম্যশ্রিতঃ ॥ ৪৬
ক্ষুৎপিপাসাবিশেষার্থৌ নিত্যং জোষণপরায়ণঃ । কৃত্তপাদহুতিভীমো বজ্রনি বিজনে বনে ১৩
মৃগাংশ্চ বিবিধাংশ্চ ত্র মাছুষাংশ্চ সর্গীকপান্ । বিজ্ঞাংশ্চ প্রজ্ঞাংশ্চ প্রমত্তস্তানভক্ষয়ঃ ॥ ৪৭
অগ্নিভির্বহুভির্বিপ্রাঃ পীতব্রজকলবরৈঃ । বজ্রপ্রোতকোটেশ্চ তেনাসীদুভয়ভরা ॥ ৪৮
কতুত্রয়ে স পৃথিবীং শতযোজনবিস্তৃতাম্ । কুহা বিদূষিতাং শষ্ঠাদনাত্ত্রমগাং পুনঃ ১৪
তত্রাপি কৃত্তবানিথং নরমাংসাশনঃ সদা । জগাম নর্মদাতীরং মুনিগিহানিযোযতম্ ॥ ৪৯
বিচরন্ নর্মদাতীরে সর্সলোকভয়ঙ্করঃ । অপশুৎ কথান মুনিং ব্রহ্মভূং প্রিয়য়া সহ ॥ ৫০
ক্ষুধানলেন সন্তপ্তস্তঃ মুনিং সমুপাস্রবৎ । জগ্রাহচাতিবেগেন ব্যাঘ্রো মৃগশিষ্ঠং যথা ॥ ৫১
ব্রাহ্মণী স্বপতিং বোক্ষ্য নিশাচরকরহিতম্ । শিরশ্চক্লিষাবাস প্রোবাচ ভয়বিহ্বলা ॥ ৫২

ব্রাহ্মণ্যবাচ ।

ভো ভোঃ ক্ষত্রিয়দায়াদ জাহি মাং ভয়বিহ্বলাম্ । প্রিয়াপ্রাণপ্রদানেন অসম্পূর্ণমনোবান্ ॥
মাম্মা মিত্রসহস্রং হি রবিবংশসমুদ্ভবঃ । ন ব্রাহ্মসন্ততোহনাথ্যঃ পাহি মাং বিজনে বনে ১৫
যা নারী ভর্তৃরহিতা জীবন্তাপি মৃতোপমা । তথাপি বালনৈবধবার কিং বক্ষ্যামারিসর্দন ॥ ৫৬
ন মাতাপিতরৌ জ্ঞানে নাপি বন্ধুঃ কথকন । পতিরেব পঠৌ বন্ধুঃ পরমং জীবনং মম ॥ ৫৭
ভবান্বেত্যাখিলান্ ধর্ম্যানু যোষিতাং বর্তনং তথা । ত্রায়স্ব বন্ধুরহিতা বাল্যাপত্যাঃ জনেশ্বর ॥
কথং জীবামি পতিনা হীনাশ্বিন্ বিজনে বনে । হুহিতৃদং তব গতা পাহি মাং পতিদানতঃ ॥ ৫৮
প্রাণদানাং পরং দানং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি । বদন্তীতি মহাপ্রাজ্ঞাঃ প্রাণদানং কুরুধ মে ॥ ৫৯
ইতু্যক্কা ব্রাহ্মসন্তাস্ত স্যাপপাত পদদ্বয়ে । পতিদানেন মাং পতি হুঃখতাশ্বিন ন নঃশয়ঃ ॥ ৬০
ইতি সম্প্রার্থ্যমানোহপি ব্রাহ্মসৌ ব্রাহ্মণস্ত তম্ । অভক্ষয়ৎকুরুসারিশিষ্ঠং ব্যাঘ্রো যথা বলীং ॥
ততো বিলপ্য বহুধা তস্ম পতী পতিব্রতা । পূর্ক্শাপহতং দৃষ্টমশপৎকোবিত্তা পুনঃ ১৬
মৎপতিং সুরতামক্ষং বক্ষ্যাক্লিষিতবান্ বলীং । তস্মাদ্ বদা ব্রতিং বাসি তদা নাশমুপৈষামি
শষ্ট্রেবং ব্রাহ্মণী ক্রুকা পুনঃশপিান্তরং দধৌ । ব্রাহ্মসন্তং ধ্বংসং তেহস্তু মৎপতিং হতবান্ যতঃ ॥
সৌহপি শাপবরং কুহা তয়া দত্তং নিশাচরঃ । প্রমথ্যঃ গ্রাহ বিহজন্ মুখাদস্মারসকরম্ ॥ ৬১

সৌদাম উবাচ ।

দৃষ্টে কথং প্রদত্তামি হৃদা শাপব্রহ্মমম । একশ্চৈবাপরাধস্ত শাপস্ত্বেকস্তথোচিতঃ ॥ ৬৯
 বস্মাচ্ছৃণামি দৃষ্টোহে ময়ি শাপান্তরং ততঃ । পিশাচনোনিমদৈব বাহি পুত্রসমখিতা ॥ ৭০
 ইতি শপ্তা ব্রাহ্মণী সা পিশাচতঃ গতা তদা । ক্ষুধার্তা সুস্বরং ভীতা ক্ররোদাপতাসংযুতা ॥ ৭১
 ব্রাহ্মসন্ত পিশাচী চ ক্রোশন্তো বিজনে বনে । জগতুর্নর্যদাতীরে বটং ব্রাহ্মসমেবিতম্ ॥ ৭২
 উদাসীনঃ গুরোঃ কৃদা ব্রাহ্মসী তনুমাশ্রিতঃ । তদ্রাস্তে হঃগবহলঃ কচ্ছিলোকবিরোধকৃৎ ॥ ৭৩
 ব্রাহ্মসং পিশাচং দৃষ্টা স্ববটমাগতো । উবাচ ক্রোধবহলো বটেশো ব্রহ্মব্রাহ্মসঃ ॥ ৭৪

বটেশব্রহ্মব্রাহ্মস উবাচ ।

কিমর্থমাগতো ভীমো যুবাঃ মজ্জপথারিণো । ঈদৃশো কেন পাপেন জাতো তৎসম্যগ্ভ্যতাম্ ॥ ৭৫
 সৌদামস্তবচঃ শ্রুত্বা তস্মা তেন চ যঃ কৃতম্ । তৎ সৰ্ব্বং কথয়িত্বাশ্চ পশ্যাদেতদ্বাচ হ ॥ ৭৬

সৌদাম উবাচ ।

কল্পং ভব মহাভাগ তস্মা বৈ কিং কৃতং পুরা । সখ্যাম্মাতিশ্চেহেন তৎ সৰ্ব্বং বক্ষুমহঁসি ॥ ৭৭
 করোতি বধনং মিত্রে যো বা কো বা নরাধমঃ । স হি পাপফলং ভুঙ্ক্তে যুগানাকোটিকোটিকৃ
 নরাণাং সৰ্ব্বহুংখানি হীরন্তে মিত্রদর্শনাঃ । তস্মাশ্চিত্রেয়ুঃ স্তমতির্ন কুর্য্যাদধনং সদা ॥ ৭৯
 বাধিতস্ত দরিদ্রস্ত বঞ্চিতস্তাতিহুংখিনঃ । মিত্রস্ত দর্শনাদেব সৰ্ব্বং হুংখং বিনশ্চতি ॥ ৮০
 কল্যাণপাদেনেত্যাক্তো বটেশো ব্রহ্মব্রাহ্মসঃ । উবাচ ক্রীতিমাপন্নো ধর্ম্যবাক্যানি সন্তুমাঃ ॥ ৮১

বটেশব্রহ্মব্রাহ্মস উবাচ ।

অহমাসং পুরা বিপ্রো মাগধো বেদপারগঃ । সোমদত্ত উতি খাতো নান্না ধর্ম্যপরায়ণঃ ॥ ৮২
 প্রমত্তোহহং মহাভাগ বিদ্যায়া বরসা ধনৈঃ । উদাসীনঃ গুরোঃ কৃদা প্রাপ্তবানীদৃশীং দর্শাম্ ॥ ৮৩
 ন লভামি সুখং কিঞ্চিন্নিরাহারোহতিহুংখিতঃ । তথাপি ভক্ষিতা বিপ্রাঃ শতশোহহং সহস্রশঃ
 ক্ষুৎপিপাসাতুরো নিত্যং মনস্তাপেন পীড়িতঃ । জগজ্জামকরো নিত্যং মাংসাশনপরায়ণঃ ॥ ৮৫
 ভ্রাতৃবক্তা মনুষ্যাণাং ব্রাহ্মসহপ্রদায়িনী । মরৈব দৃষ্টা সা বাচং ততো ধীমান্ ন কারয়েৎ ॥ ৮৬

সৌদাম উবাচ ।

গুরুস্ত কীদৃশঃ প্রোক্তঃ কল্পয়া শাখিতঃ পুরা । নথৈ বদন্ত তৎসৰ্ব্বং পরং কোতুহলং হি মে ॥ ৮৭

সোমদত্ত উবাচ ।

উঃবঃ সন্তি বহবঃ পূজা বন্দ্যাক্ত সাধনম্ । তানহং কথয়িষ্যামি শৃণু নাশ্রমনাঃ সখৈ ॥ ৮৮
 সন্তোভারন্ত বেদান্তে বেদার্থানাক্ত লোককাঃ । যে চ শাস্ত্রার্থবক্তারো বক্তা ধর্ম্যাক্ত বঃ সদা ॥ ৮৯
 নীতিশাস্ত্রার্থবক্তারো মন্তব্যার্থাক্তভক্ত যৈ । মজ্জানাক্ত বেদবাক্যানাক্ত সন্দেহচ্ছেদিনস্তথা ॥ ৯০
 ব্রতানি বদতে যন্ত ভয়ত্রাতা তথৈব চ । অহমাতোপনেতা চ যন্তকর্ম নিবারণেৎ ॥ ৯১
 স্বশুরো মাতুলশ্চৈব জ্যেষ্ঠভ্রাতা তথা পিতা । নিষেকাদীনি কর্মাণি কৃতবাক্ত মহীপতে ॥ ৯২
 এতে বৈ গুরবঃ প্রোক্তাঃ কেচিদুক্তা ময়া তব । এতে বন্দ্যাক্ত পূজ্যাক্ত নাক্ত কার্য্যা বিচারণা

সৌদাম উবাচ ।

বহবো গুরবঃ প্রোক্তা এতেষাং কতমো বরঃ । তত্র সৰ্ব্বৈ চ ভূল্যা বা যথাবদ্বক্ষুমহঁসি ॥ ৯৪

সোমদত্ত উবাচ ।

সাদু সাদু মহাপ্রাজ্ঞ যঃ পঠে তদ্বদামাহম্ । অস্মাকমপি বেগেন মহচ্ছ্রয়ো ভবিষ্যতি ॥ ৯৫
 বসন্ত রাক্ষসভাবস্থাঃ ক্ষুৎপিপাসাতুরা অপি । গুরুমাহাত্ম্যানিরতান্ততঃ শ্রয়ো ভবিষ্যতি ॥ ৯৬
 এতে সন্মানপূজার্তাঃ সৰ্বদা নাজ্ঞ নঃ শয়ঃ । তথাপি শৃণু বক্ষ্যামি শাস্ত্রাণাং সারমুত্তমম্ ॥ ৯৭
 অধ্যাপকস্ত বেদানাং মন্ত্রব্যাক্যানকং তথা । পিতা চ ধৰ্ম্মযজ্ঞা চ বিশেষগুরুবঃ স্মৃতাঃ ॥ ৯৮
 এতেষামপি ভূপাল শৃণু পরমং গুরুম্ । সৰ্বশাস্ত্রার্থতত্ত্বজৈর্ভাবিতঃ প্রবদামি তে ॥ ৯৯
 যঃ পুরাণানি বদতি ধৰ্ম্মযুক্তানি পণ্ডিতঃ । সংসারপাপবিচ্ছেদকারণানি স উত্তমঃ ॥ ১০০
 বেদ পূজার্কৰ্ম্মাদি দেবতাপূজনে ফলম্ । ধৰ্ম্মোপায়কং বদতি স গুরুঃ পরমঃ স্মৃতঃ ॥ ১০১
 সৰ্ববেদার্থসারানি পুরাণানীতি দেবতাঃ । বদন্তি মুনয়শ্চৈব তদ্বক্তা পরমো গুরুঃ ॥ ১০২
 যঃ সংসারার্ণবং তর্জয়দ্যোগং কুরুতে নরঃ । শৃণুয়াচ্চ পুরাণানি ইতি শাস্ত্রেণ নিশ্চিতম্ ॥ ১০৩
 সৰ্বধৰ্ম্মানি বক্ষ্যন্তি পুরাণানি বিজ্ঞোত্তমাঃ । তস্মাদ্বিচক্ষণৈর্জ্ঞৈরন্তুত্বজ্ঞা পরমো গুরুঃ ॥ ১০৪
 বেদব্যাসস্ত ধৰ্ম্মাত্মা বেদশাস্ত্রবিভাগকৃৎ । প্রোক্তবান্ সৰ্বধৰ্ম্মানি পুরাণেনু মহীপতে ॥ ১০৫
 তর্কশ্চ বাদহেতুঃ স্ত্রীতীতিত্বেহিকসাধনম্ । পুরাণানি মহাবুদ্ধে ইহামৃত সুখায় বৈ ॥ ১০৬
 যঃ শৃণোতি পুরাণানি সততং ভক্তিমনুতঃ । তস্য স্ত্রীবিমলা বুদ্ধির্ভূপ ধৰ্ম্মপরায়ণা ॥ ১০৭
 যঃ শৃণোতি পুরাণানি ভক্তিমান্ প্রণতঃ সদা । হরিভক্তির্ভবেৎ কস্য সমস্তগুণদায়িনী ॥ ১০৮
 পুরাণশ্রবণানুগাং বুদ্ধিধৰ্ম্মে প্রবর্ততে । ধৰ্ম্মাং পাপানি নশুন্তি জ্ঞানং গুরুক জায়তে ॥ ১০৯
 ধৰ্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং যে ফলাশুভিলিষ্ণবঃ । শৃণুযুস্তে মহাত্মানঃ পুরাণানি ন গংশয়ঃ ॥ ১১০
 অহন্ত গৌতমাখ্যোন মুনিরা ব্রহ্মবাদিনা । শ্রুতবান্ সৰ্বধৰ্ম্মাংশ্চ গঙ্গাতীরে মনোরমে ॥ ১১১
 পুরাণশাস্ত্রকথনৈস্তেন সন্মোহিতো হুম্ । শ্রুতবান্ সৰ্বধৰ্ম্মাংশ্চ তেনোক্তামখিলানহম্ ॥ ১১২
 কদাচিত্ পরমেশশ্চ পূজাং কুর্স্বহং সখে । উপস্থিতায়াপি তস্মৈ প্রণামং স হকারিবম্ ॥ ১১৩
 ন তু শান্তো মহাবুদ্ধির্গৌতমস্তেজসাং নিধিঃ । মরোদিভ্যানি কৰ্ম্মানি করোতীতি মুদং যযৌ
 স দর্শিতো মহাদেবঃ শিবঃ সৰ্বজগদ্গুরুঃ । গুর্স্বজ্ঞাকৃতং পাপং ব্রাহ্মসহে নিযুক্তবান্ ॥ ১১৫
জ্ঞানতোহজ্ঞানতো বাপি অবজ্ঞাং কুরুতে তু যঃ । মহৎসু তস্য নশুন্তি শ্রোত্রোহপত্যগনক্রিয়াঃ
তুষ্কবাং কুরুতে যন্ত মহতাং সাদিরং নরঃ । তস্য সম্পদ্ববেৎ সাক্ষী ইতি প্রাহবিপশ্চিতঃ ॥ ১১৭
ভেন পিপৈন দহামি অন্তশ্চৈব কুৰ্ব্বামিহা । মোক্ষং কদাহং যাশ্চামি ন জানে নৃপসত্তম ॥ ১১৮
 তদং বদতি বিপ্রেষ্টা বটহেহস্মিন্ নিশাচরে । ধৰ্ম্মশাস্ত্রপ্রসঙ্গে ন তরোঃ পাপং ক্ষয়ং গভম্ ॥ ১১৯
 এতস্মিন্নন্তরে প্রাপ্তঃ কশ্চিৎপ্রিপ্রোহতিধার্ম্মিকঃ । কলিঙ্গদেশসত্ত্বতো নারায়ণং ইতি শ্রুতঃ ॥ ১২০
 বহনং গঙ্গাজলং স্নেহে স্তবনং বিশেষরং প্রভূম্ । গায়নং নামানি তস্মৈব সমায়াতোহতিদর্শিতঃ ॥
 তনুগতং মূনিং দৃষ্টী পিশাচী ব্রাহ্মসৌ চ তৌ । প্রাপ্তা মঃ পার্শ্বেন্তা দ্বা ভূমুদ্যম্য তং ধনুঃ
 তেন কীৰ্ত্তিতনামানি শ্রুত্বা দূরে বাবহিতাঃ । অশক্তাস্তং দ্বিভং গভমিদমুচ্চ ব্রাহ্মসো ॥ ১২০

ব্রাহ্মসো উচুঃ ।

অঃ ১ ভদ্র মহাভাগ নমস্তভ্যং মহাত্মনে । নামস্মদগমাহাত্ম্যাব্রাহ্মসো অপি দূরগাঃ ॥ ১২৪
 অস্মাভির্ভক্তিভাঃ পূর্কং বিপ্রাঃ কোটিমহত্মনঃ । নামপ্রাবরণং বিপ্র ব্রহ্মতি দ্বাং মহাভগাঃ ॥ ১২৫
 নামপ্রবণমাত্রেণ ব্রাহ্মসো অপি গোচরাঃ । পরাং শাস্তিঃ সমাপন্যামহিমাহোহুতস্ত কঃ ॥ ১২৬

সৰ্ব্বথা হং মহাভাগ রাগাদিচিহ্নৈঃ দ্বিজঃ । গঙ্গাজলাভিনেৰ্কেণ পাহুস্মাৎ পাতকোত্তমাং ১২৭
 তঃসেবাং পরো ভূত্বা যশ্চাত্মনস্তু ভাৱয়েৎ । স তাত্তরেজ্জগৎ সৰ্ব্বমিতি শাস্তি সুরয়ঃ ॥ ১২৮
 অমাপহঃ কৱের্ণাম ঘোরমংসারভেদকম্ । আত্মনো লভতে মুক্তিং তেনোপায়েন পণ্ডিতঃ ১২৯
 লৌকোত্তমেন প্রহরন্ নিমজ্জভূদকে যথা । তদৈবাকৃতপুণ্যাস্তু ভাৱয়ন্তি কথং পরান্ ॥ ১৩০
 অগৌ চিত্তঃ মহতা সৰ্বলোকস্থাবহম্ । যথাচি সৰ্বজগতাং জ্ঞাদকো বৈ কলানিধিঃ ॥ ১৩১
 পুণিব্যাস যানি তীর্থানি পবিত্রানি দ্বিজোত্তম । তানি সৰ্বানি গঙ্গায়াঃ কণস্থাপ্যামমানি বৈ ॥
১৩২ লম্বীদলমঃ মিশ্রমল্লঃ সৰ্বশুভাত্মকম্ । গঙ্গাজলং পুনাতোষ কুলানামেকবিংশতিম্ ॥ ১৩৩
 তস্মাদ্ভক্তম্ মহাভাগ সৰ্ব্বশান্তিকোবিদ । গঙ্গাজলপ্রদানেন পাহুস্মান্ পাপিকল্পনঃ ॥ ১৩৪
 ইত্যথোক্তাঃ রাক্ষসৈস্তুর্গঙ্গামাহাশ্রমুত্তমন্ । নিশমঃ বিশ্বাবিষ্টৌ বভূবুঃ দ্বিজমুত্তমঃ ॥ ১৩৫
 এবামপীদশী ভক্তপ্ৰিয়া লোকমাতরি । কিমু ভাৱয়ন্ত্যভাবাণাং মহতাং পুণ্যশালিনাম্ ॥ ১৩৬
 যথাসৌ মনসা ধৰ্মা নিশ্চিতা রাক্ষণোত্তমঃ । সৰ্বভূতহিতে যুক্তঃ প্রাপ্নোতি পরমং পদম্ ॥
 ততো বিপ্রা কৃণাবিষ্টৌ গঙ্গাজলমুত্তমন্ । ১৩৭ লম্বীদলমঃ মিশ্রঃ তেযু রক্ষস্বমেচরৎ ॥ ১৩৮
 রাক্ষসানেন গিতান্তে সবপোপমবিন্দুনা । বিহঙ্কঃ রাক্ষসঃ ভাবমভবন্ দেবতাপমাঃ ১৩৯
 ব্রাহ্মণী পত্নীকৃতা না সৌমদন্তুস্তথৈব চ । কোটিস্থাপ্রতীকাশমাপন্নৌ বিবৃষমভাঃ ॥ ১৪০
 শঙ্কচক্ৰগদাধারৌ হরিনাক্ষপ্যমাত্তৌ । স্তবন্তৌ রাক্ষস সমাগ্জগদুর্হরিমন্ধিরন্ ॥ ১৪১
 স তু কল্যাণাদিস্ত নিচক্ৰপঃ সমাগতঃ । ততোহপি মনসা চিত্তাং মহতীমাপ্তবাং শুদা ॥ ১৪২
 তস্মিন্ রাজনি হৃৎপাণ্ডে গুঢ়কপাঃ সস্বতী । ধনমূল মহাবাকা বভাষে বিপ্রমুত্তমাঃ ॥ ১৪৩
 তৌ ভৌ রাজন্ মহাভাগ ন হৃৎ গন্তুমহি । তথাপি রাজ্যভোগান্তে মহচ্ছ্রয়ো ভবিতি ॥
 সৎকর্মযুতপাপা যে হরিভক্তিপরায়ণাঃ । প্রযান্তি নাত্ৰ সন্দেহস্তদ্বিফোঃ পরমং পদম্ ॥ ১৪৪
 সৰ্বভূতদঃ যুক্তাঃ কৃতিমার্গপ্রবর্তিনঃ । প্রযান্তি পরমং স্থানং তুরুপূজাপরায়ণাঃ ॥ ১৪৫
 ইতীরতঃ সমাকৰ্য্য সৌদামনৌ নৃপমুত্তমঃ । মনসা নিক্ৰুতিং প্রাপ্য সম্মার চ ত্তরোর্বচঃ ॥ ১৪৬
 স্তবন্ গঙ্গাক্ষ তং বিপ্রং বিবেশক্ৰান্তিহৰ্ষিতঃ । পূৰ্ব্ববৃন্তস্ত বিপ্রায় সৰ্বং তস্মৈ স্তবৈদয়ৎ ॥ ১৪৭
 ততো নৃপস্তং কালিন্দ্রং প্রণমা বিবিবদ্ভিজাঃ । নামানি বাহরন্বিফোঃসদ্যো ব্যাৱণসীংষযো
 আগত্য গঙ্গাং যথামান্ দৃষ্টৌ বিবেশ্বরং বিভূম্ । পরাং নিক্ৰুতিমাপন্নঃ স্বকং রাজ্যমবাপ্তবান্
 অভিষিক্তৌ বশিষ্ঠেনভূত্বা ভোগান্ মনোরমান্ । সৰ্বাংমহীকুমংরক্ষ্য ততো নিক্ৰুতিমাপ্তবান্
 সূত উবাচ ।

তস্মাদ্ভূতঃ বিবেশ্জা গঙ্গায়া মহিমোত্তমম্ । ব্রহ্মবিমূশিতৈর্বাপি পারং গন্তং ন শক্যতে ॥
 যন্নামশ্রংগানেব মহাপাতককোটিভিঃ । বিমুক্তো ব্রহ্মসদনং নরো যাতি ন সংশয়ঃ ॥ ১৫৩
 গঙ্গা গঙ্গোতি যন্নাম স্কৃদুচ্চার্য্যতে যদা । তদৈব পাপনিমুক্তো ব্রহ্মলোকে মহীরতে ॥ ১৫৪
 যে পঠন্তীমমব্যাসঃ ভক্ত্যা শৃণুন্তি যে নরাঃ । গঙ্গাস্নানফলং পুণ্যং ভূয়াৎপেবাং ন সংশয়ঃ ॥ ১৫৫

দশমোহধ্যায়ঃ ।

অথ য উচুঃ ।

বিষ্ণুপাদাখ্যায়নং তৎ গজেন্তি গীয়েতে । মনিতিস্তম্ভাভাগ স্ত নো বক্ষ্যমহি ॥ ১

সূত উবাচ ।

শৃংখলমুখরঃ সর্কে বিষ্ণুখ্যানপরাশরাঃ । গীতং মনঃকুমায়া নারদেন মহানুভা ॥ ২
উপাখ্যানং মহাপুণ্যং বদতাং শৃণ্বতাং তথা । নরানাপপ্রশমনমপবর্গকলপ্রদম ॥ ৩
আসৌদিষ্টাদিদেবানাং জনকঃ কশ্যপো দ্বিজঃ । দক্ষাত্মজে তস্য ভাষো দ্বিতিত্যাদিত্যৈব চ ॥ ৪
অদ্বিতীর্দেবমাতা গা দৈত্যানাং জননী দ্বিতিঃ । তেহপি দেবাসুরাঃ সর্কে পাপস্পর্শায়ৈবিনঃ ।
প্রজ্ঞাদাত্তজপুত্রস্ত্রীমান্ দৈরোচনো বলী । বলিনাম নাশকেনৈলো বভূভে পৃথিবীমিমান ॥
বলেন মহতা যুক্তো বলিবৈরোচনোহমরঃ । বিজিতা বসুধামেতাং স্বর্গং জেতুং মনো নবৈ ॥ ৫

গজাশ্ব যন্তাযুতকোটিলক্ষানাবত এবাশ্বরাধা মুনীশাঃ ।

গজে গজে পঞ্চশতী পদাতিঃ কিং বর্গাতে তস্য বলেঃ প্রশস্তিঃ ॥ ৬

অমাত্যকোটীশ্বরব্রাহ্মণাতো কুস্তাশ্বনাযাপাথ কপকর্কঃ ।

পিত্রা সমঃ শাস্ত্রপরাক্রমাভাঃ বাণো বলেঃ পুত্রশতাগ্রজোহভূৎ ॥ ৭

বলিঃ সুরান্ জেমনাঃ প্রমত্তঃ সৈন্তেন যুক্তো মহতা প্রভয়ে ।

ধ্বজাতপত্রৈর্গগনামুবাশেষু রথ বিদ্বাংস্বতপঃ প্রকল্পন্ ॥ ১০

অবাণ্য বৃত্তারিশ্বরং সুরারী করোৎ দৈতৈঃ সূর্য্যমাজগাঢ়ৈঃ ।

সূর্য্যশ্ব যুদ্ধায় পুরাং তদৈব বিনির্দবুর্ভক্তকরাদয়শ্চ ॥ ১১

ততঃপ্রবৃতে যুদ্ধং ধোরং গৌর্য্যবরক্ষসাম্ । কজাভ্রমেঘনির্ঘোষডিঙমস্তানবিক্রমম্ ॥ ১২

যুমুচুঃ শরচালানি রাক্ষসী দেবতাগনে । দেবাশ্চ রাক্ষসানীকে ন গ্রীষ্মমহাতাস্তদাক্রমে ॥ ১৩

জহি জহমুঃ তিকি ভিকি দারয় দারয় । বদাতামিতি বিপ্রেক্ষা মরান্ ঘোষঃ সমুল্লাভঃ ॥ ১৪

সুরভূক্তিনাদৈশ্চ সিংহনাদৈশ্চ বক্ষসাম্ । কৌৎকুদৈশ্চ রথানান্ বাণবিকারিনশ্চনৈঃ ॥ ১৫

অথানাং হ্রেষিতৈশ্চৈব গজানাং বৃহতিভৈশ্চবা । টাঙাভৈশ্চ সূর্য্যমাজগাঢ়ৈঃ লোকঃ শব্দমব্রোহভবঃ ॥

সূর্য্যমুদ্রবিশিষ্ট জবাগনিপ্লেষজানলম্ । অকালপ্রলয়ঃ মেঘেন নিরীক্ষা মকলঃ ভয়ং ॥ ১৭

বভৌ সা রাক্ষসী নেনা ক্ষুব্ধক্ৰোধবাগিনী । চলদ্বিছান্নিধা ত্রাজিচ্ছাদিতা চন্দ্রৈরিব ॥ ১৮

তস্মিন্ যুদ্ধে নারোহরে গিরীন্ ক্ষিপ্তান্ সুর্য্যভিঃ । নারোহশ্চূর্ণমানান মন্থমান মেঘদানবান্ ॥

কেচিৎ সস্তাড়য়ামাসূর্নগৈর্নামান্ ঐধন্থধান । অগ্নৈঃ স্তম্ভাশ্চ কেচিচ্ছদস্তান দৈতৈশ্চ । কচন ॥

পরিদৈশ্চাদিতাঃ কেচিৎ পেতুঃ শোণিতকর্দমে । সমু ক্রান্তানবঃ কেচিঃ সিম্যানানি নমাশ্রিতাশ্চ ॥

রাক্ষসী নিহতা দৈবৈর্ঘে ত এব তদৈব চি । দেবভাবঃ সমুপল্লা স্বসুতান সমুলাদয়ন্ ॥ ২২

অথ তে রাক্ষসাঃ সর্কে ভাড্যমানাঃ সুরৈর্ভূতম্ । সর্কে এব সমাজয়ঃ শরৈঃ স্তম্ভৈর্বিদেঃ স্তম্ভান্ ॥

ক্রবনৈর্ভিন্দিপাতৈশ্চ ধ্বজৈঃ পুরাভ্যভ্যমরেঃ । পরিদৈশ্চ বিস্মৃতিশ্চ দৈবৈশ্চৈশ্চ শমুভিঃ ॥ ২৪

যুধৈলব্রহ্মশৈলৈব লাক্ষণৈঃ পটিতৈশ্চবা । শত্ৰুপলশভীতিঃ প্রানায়োদণুশ্চিতিঃ ॥ ২৫

শূন্যৈঃ কুঠারৈঃ পাশৈশ্চ ক্ষুদ্রযষ্টিবৃহচ্ছরৈঃ । অমৌমুশৈশ্চ তুণ্ডৈশ্চ চক্রদণ্ডৈর্ভরকৈঃ ॥ ২৬
 ক্ষুদ্রপট্টিশনারাটৈঃ ক্ষেপণীয়াস্ত্রসঙ্কুলৈঃ । বর্থাশনাগপাদান্তসঙ্কুলো বহুধে বরণঃ ॥ ২৭
 দেবশ্চ বিবিধান্ধানি ব্রাহ্মসেন্যৈঃ সমাক্ষিপন্ । এবমকমহস্রাণি যুদ্ধমাসীৎ সুদারুণম্ ॥ ২৮
 অথো বক্ষোবলে বৃক্ষে পরাভূতা দিবৌকসঃ । সুরলোকং পরিত্যজ্য ভীতাঃ সর্কে প্রহৃদবুঃ ॥
 দেবাঃ স্বর্গং পরিত্যজ্য বক্ষোভিঃ পরিশঙ্কিতাঃ । নররূপপরিচ্ছিন্না বিচেক্ষরবনীতলে ॥ ৩০
 বৈরোচনিস্তিভুবনং নারায়ণপরায়ণঃ । বৃভূজৈহব্যাহতৈশ্বৰ্য্যং প্রহৃদশ্রীমহাবলঃ ॥ ৩১
 ইরাজ যজ্ঞৈর্দৈত্যোজ্ঞো বিষ্ণুশ্রীণনতংপরঃ । ইশ্রুত্বাহুরোরোলোকে দিকপালহং তথৈব চ ॥ ৩২
 দেবানাং শ্রীণনার্গায় যে ক্রিয়ন্তে বিজৈর্মখাঃ । তেষু যজ্ঞেসু সর্কেষু হৃদিভূতৈঃ স চাক্ষসঃ ॥ ৩৩
 অদিতিঃ স্বাত্তজান্ বীক্ষ্য দেবমাতাতিদুঃখিতা । বৃথাপুত্রাহমস্মীতি জগাম চিম্বদ্বিগ্নরিম্ ॥ ৩৪
 শক্রৈশ্চরণ্যমিচ্ছন্তী দৈত্যানাঞ্চ পরাজয়ম্ । হরিদ্যামপরা ভূতাপস্তুপেহতিদুঃশরম্ ॥ ৩৫
 কক্ষিং কালং সমাগীনা ভিষ্ঠন্তী চ ততঃ পরম্ । পাদেনৈকেন ভিষ্ঠন্তী ততঃ পাদাগ্রমাত্রতঃ ॥
 কক্ষিং কালং ফলাহারা ততঃ শীর্ণদলাশনা । ততোনকমরুদ্রুতির্নিরাহারা জমাদিতি ॥ ৩৭
 সচ্চিদানন্দসন্দোহং ধ্যায়ন্তাত্মানমাত্মনা । দিব্যাকানাং মহত্সং সা তপস্তুপেহতিদুঃশরম্ ॥ ৩৮
 উদন্তমেতং শ্রুত্বা তু ব্রাহ্মণ্য মারিনোহদিতিম্ । দেবতারূপমাস্থায় সংপ্রোচূর্বলিনোদিতাঃ ॥
 কিমর্থং তপাতে মাতঃ শরীরমতিশোণিতম্ । যদি জানন্তি বক্ষাংসি মহদুঃখং তদ্বিঘাতি ॥ ৪০
 তাজ্জৈদং দুঃখবহলং কারশোষণকারণম্ । প্ররাসসাধাং সূকৃতং ন প্রশংসন্তি পণ্ডিতাঃ ॥ ৪১
 শরীরং যততো বক্ষাং ধর্মসাধনতংপঠৈঃ । যে শরীরমুপেক্ষন্তে তে স্মারাবিঘাতিনঃ ॥ ৪২
 তদ্রূপং ভিষ্ঠতু শুভে পুত্রানস্মান্ ন খেদয় । মাত্রা হীনা জনা মাতৃমৃত্যুতা এব ন সংশয়ঃ ॥ ৪৩
 যশ্চ মাতা গৃহে নাস্তি ভার্য্যা চাপ্রিয়বাদিনী । অরুণাং তেম গন্তব্যং যথা বৃণাং তথা গৃহম্ ॥ ৪৪
 ধনা বা পশবো বাপি পল্লবা বা মহীকুহাঃ । ন লভন্তে সুখং কিঞ্চিন্নাত্রা হীনা মৃত্যুতাপমতঃ ॥
 দরিদ্রো বাপি রোগী বা দেশান্তরগতোহপি বা । মাতুর্দর্শনমাত্রেণ লভন্তে পরমং সুখম্ ॥ ৪৬
 অন্নং বা সলিলং বাপি বনাচ্চ বা প্রিয়ম্ চ । কদাচিষ্মুখো বাপি জনো মাতরি কোহপিম
 বস্ত্রমাতা গৃহে নাস্তি পুত্রা ধর্মপরায়ণাঃ । মাতরী চ স্ত্রী পতিপ্রাণা যাতব্যং তেন বৈ বনম্ ॥

ধর্মশ্চ নারায়ণভক্তিহীনা বনং সন্তোষদিবর্জিতকং ।

গৃহং ভার্য্যাতনয়ৈর্বিহীনং যথা তথা মাতৃবিহীনমর্ত্যঃ ॥ ৪৯

তস্মাদেবি পরিত্রাহি দুখার্তানাক্ষজাংস্তব । ইত্মাক্ষাপাদিতৈর্দৈত্যৈর্ন চচাল সমাধিতঃ ॥ ৫০
 এবমুক্রাস্থরাঃ সর্কে পরধানপহারণাম্ । নিরীক্ষ্য ক্রোধিতাস্তে তু হস্তং চক্রুর্গনোরণম্ ॥ ৫১
 কল্লাস্তমেঘনির্বোধাঃ ক্রোধসংরক্তলোচনাঃ । দংষ্ট্রাঐগ্রহস্বক্ৰবৃহিং দক্ষুং তংকাননং ক্ষণাৎ ॥
 অদহংকামনং মোহগ্রিঃ শতযোজনমায়তম্ । তেনৈব ব্রাহ্মণ্য দক্ষা সা ন জানাতি কিংমন ॥ ৫৩

সৈকাবশিষ্টো জননৌ সুরাণাং তেনানলেনাচ্ছাতসজ্জিতা ।

সংরক্ষিতা বিষ্ণুসুদর্শনেন নারায়ণদ্যানপরায়ণা সা ॥ ৫৪

ইতি বৃহন্নারদীয়ে পুরাণে দশমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

একাদশোধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ ।

এহো চিত্তমিদং প্রোক্তমস্মাকং সূত যৎ ত্বয়া । স বহিরদিতিং ত্যক্তা কথং তানদহংকরাং ॥ ১
বদাদিতৈর্মহাসত্ত্বং ত্বমদ্যাশ্চর্যকারণম্ । পরোদেশনিবৃত্তাঃ সজ্জনা হি মুনীশ্বরঃ ॥ ২

সূত উবাচ ।

বিধাঃ শৃণুস্বঃ সাহস্রাং হরিভক্তিপরাভ্যনাম্ । হরিণামনপরাণাঞ্চ কঃ সমর্থঃ প্রবাবিতুম্ ॥ ৩
হরিভক্তিপরো যত্র তত্র ব্রহ্মা হরিঃ শিবঃ । তত্র দেবাশ্চ সিদ্ধাশ্চ নিতাঃ তিষ্ঠন্তি সত্তমাঃ ॥ ৪
হরিরাস্তে মহাভাগা হৃদয়ে শান্তচেতসাম্ । হরিনামরতানাঞ্চ কিমু ধ্যানরতানাভ্যনাম্ ॥ ৫
শিবপূজাপরো বাপি হরিপূজাপরোহপি বা । যত্র তিষ্ঠতি তত্রৈব লক্ষ্মীঃ সৰ্ব্বাশ্চ দেবতাঃ ॥ ৬
যত্র পূজাপরো বিদ্যোন্তুত্র বিদ্যো ন বাধতে । রাজাপি তদ্বদ্যো বাপি বাধরশ্চ ন সন্তি হি ॥ ৭
প্রেতাঃ পিশাচাঃ কুম্ভাভা এতা বাসগ্রহাস্তথা । ডাকিণ্ডো ব্রাহ্মসাত্তৈব ন বাধন্তেহুচ্যুতাক্ষকম্ ॥
পরসীড়ারতা য়ে চ ভূতবেতালকাদয়ঃ । নশ্চন্তি যত্র সন্ততো হরিলিঙ্গার্চনে রতঃ ॥ ৮
জিতেন্দ্রিয়ঃ সৰ্ব্বহিতো মুহূৰ্দ্ধিগ্ধে রতঃ । যত্র তিষ্ঠতি তত্রৈব সত্যার্থাশ্চৈব দেবতাঃ ॥ ১০
নিমিষং নিমিষাৰ্দ্ধং বা যত্র তিষ্ঠন্তি যোগিনঃ । তত্রৈব সৰ্ব্বতীর্থানি ভূতীর্থং তদুপোবনম্ ॥ ১১
যত্রামোচ্চারণাদেব সৰ্ব্বৈ নশ্চত্বাপদ্রবাঃ । স্তোত্রৈর্বা অর্হণাটোর্ব্য কিমু ধ্যানেন কথ্যতে ॥ ১২
তস্মান্ন বাধতে চাগ্নিদৈত্যাস্চাত্তে চ সত্তমাঃ । নশ্চন্তি সৰ্ব্বদুঃখানি হরিস্মরণমাত্রতঃ ॥ ১৩
ততঃ প্রসন্নমনঃ পদ্মপত্রায়তেক্ষণঃ । আদ্রাগীংসনমীপেহস্তাঃ শঙ্খচক্রাদিভূতকিরিঃ ॥ ১৪
ঈষদ্ধামসুন্দরভূতপ্রভাতামিতদিজ্জুগং । স্পৃশন্ কল্পে পুণ্যেন প্রাহ কস্তপবলভাম ॥ ১৫
শ্রীভগবানুবাচ ।

দেবমাতঃ প্রসন্নোহস্মি তপসারাবিতম্বর্য । চিরং শ্রান্তাসি ভদ্র তে ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ১৬
বরং বরয় দাস্তামি যৎ তে মনসি বর্ততে । মা ভৈভদ্রে মহাভাগে ধ্রুবাং প্রয়ো ভবিষ্যতি ॥ ১৭
ইতু্যক্তা দেবমাতা মা দেবদেবেন চক্রিণা । তুষ্টাব প্রনিপত্যোহং সৰ্বলোকসুখাদহম্ ॥ ১৮
অদিতিকুবাট ।

নমস্তে দেবদেবেষু সৰ্ব্বব্যাপিনু জনার্দন । সত্বাদিগুণভেদেন লোকব্যাপারকারণ ॥ ১৯
নমস্তে বহুরূপায় নীরূপায় মহাত্মনে । সৰ্ব্বেকরূপরূপায় নিভূর্ণায় গুণাত্মনে ॥ ২০
নমস্তে লোকনাথায় পরমজ্ঞানরূপিণে । সন্তুজ্ঞনবাসমলাশীলিনে মঙ্গলাত্মনে ॥ ২১
যস্তাবতাররূপাণি অর্জয়ন্তি মুনীশ্বরঃ । তমাদিদেবং পুরুষং নমামীষ্টার্থনিক্ষয়ে ॥ ২২
যং ন জানন্তি মুনরো যং ন জানন্তি সুররঃ । তং নমামি জগদ্ধেতুং মাস্তিনং তমমাস্তিনম্ ॥ ২৩
যস্তাবলোকনং চিত্রং মায়োপদ্রবকারণম্ । জগদ্ধপং জগদ্ধেতুং তং বন্দে সৰ্ব্ববন্দিতম্ ॥ ২৪
যৎপাদানুজকিঞ্জকসেবারঞ্জিতমস্তকাঃ । অবাণুঃ পরমাং সিদ্ধি তং বন্দে পদ্মজাপতিম্ ॥ ২৫
ঋতরোহপি ন জানন্তি মহিমানন্ত ধনুতঃ । অত্যাশ্রয় ভক্তানাং তং বন্দে শক্তিগম্বিনম্ ॥ ২৬
দেবো যন্ত্যত্মসদ্বানঃ শান্তানাং করুণারবঃ । করোন্তি হ্যাত্মনঃ সন্তঃ তং বন্দে গঙ্গবর্জিতম্ ॥

যজ্ঞেশ্বরঃ যজ্ঞভূজঃ যজ্ঞকৰ্ম্মসু নিষ্ঠিতম্ । নমামি যজ্ঞকলনঃ যজ্ঞকৰ্ম্মপ্রবোধকম্ ॥ ২৮
 অজামিলোহপি পাপাত্মা যন্নামোচ্চারণোদ্ধতঃ । ঐতিবান্ পরমং ধাম তং বন্দে লোকসাক্ষিণম্
 হরিরূপী মহাদেবঃ শিবরূপী জনার্দনঃ । ইতি লোকস্ম তেনাথ নতাস্মি জগতাং শুক্লম্ ॥ ৩০
 বক্ষ্যাদা অপি যে দেবা যন্মাপাশযজ্ঞিতাঃ । ন জানন্তি পরং ভাবং তং বন্দে সৰ্ব্বমায়কম্ ॥
 ক্রমপদা নলয়োহজ্ঞানাদ্ভুতং ইব ভাতি যঃ । প্রমাণাতীতমদ্ভাবং তং বন্দে জ্ঞানসাক্ষিণম্ ॥ ৩২
 যগ্নাদ্ভোগোজাতো বাহুভ্যাং ক্ষত্রিয়োহজনি । তথৈব চোক্তো বৈশ্বঃ পশুভ্যাং শূদ্রো বাজায়ত
 মনমন্ত্রম্ । জাতো জাতঃ সূর্য্যশ্চ চক্ষুষঃ । যুগানগ্নিরথেন্দ্রশ্চ শ্রোত্রাবায়ুরজায়ত ॥ ৩৪
 স্নাগ্নজুঃসামরূপায় সপ্তস্বরগতায়নে । বড়ঙ্গপর্ণিণে তুভ্যাং ভূয়ো ভূয়ো নমো নমঃ ॥ ৩৫
 তমিষ্টঃ পরমঃ সোমত্বমীশানন্তমন্তকঃ । তমগ্নির্বকর্ণশ্চৈব নিবর্তিত্ত্বং দিবাকরঃ ॥ ৩৬
 দেবশ্চ স্থাবরাশ্চৈব পিশাচাশ্চৈব ব্রাহ্মণাঃ । গিরয়ঃ গিদ্ধগন্ধৰ্ব্বাসুখা ভূমিষ্ঠা সংগদাঃ ॥ ৩৭
 তমেব জগত্তামীণো বস্মান্নাস্তি পরাংপরঃ । ব্রহ্মপমথিলং দেব তস্মান্নিত্যং নমোহস্ত তে ॥ ৩৮
 অনাথনাথ সৰ্ব্বজ্ঞ ভূতাদির্বেদবিগ্রহঃ । ব্রহ্মোত্তির্বাধিতান্ পূজান্ নম ত্রাহি জনার্দন ॥ ৩৯
 ইতি স্তব্ধা দেবধাতী দেবং নহা পুনঃপুনঃ । উবাচ প্রাজ্ঞলির্ভূত্বা চনাশ্রুক্ষাদিতস্তনৌ ॥ ৪০

অদিতিকুবাচ ।

অনুগ্রহোহস্তু দেবেশ যদি সৰ্ব্বাদিকারণ । অকটকং ত্রিগুং দেহি মৎসুতানাং দিবৌকনাম্ ॥
 অন্তর্ধামিন্ জগদ্রূপ সৰ্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর । অজাতং কিং ত্বয়া দেব কিং মাং মোহয়সি প্রভো ॥ ৪২
 তথাপি তব বক্ষ্যামি যস্মৈ মনসি রোচতে । বৃথাপূজাস্মি দেবেশ ব্রহ্মোত্তিঃ পরিশীড়িতা ॥ ৪৩
 তান্ ন হিংসিতুমিচ্ছামি মৎসুতা দিতিজা যতঃ । তানচত্বা ত্রিগুং দেহি মৎসুতাস্মৈতি চাত্রবীং
 ইত্যাভ্যো দেবদেবেশঃ পুনঃ প্রীতিমুপাগতঃ । উবাচ হর্ষয়ন্ সাধবীং সমালিন্দ্য মহোৎসবাং ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

প্রীতোহস্মি দেবি ভদ্রন্তে ভবিষ্যামি সূতস্তব । যতঃ সপত্নীপুত্রেষু অপি বাৎসল্যশালিনী ॥ ৪৬
 ত্বয়া তু যৎ কৃতং স্তোত্রং পঠন্তি ভূবি মে নরাঃ । তেষাং পুত্রা ধনং সম্পন্নং হীমন্তে কদাচন ॥
 আকুজে বাহুপুত্রে বা যঃ সমহেন বর্ততে । ন তস্মৈ পুত্রশোকঃ স্মাদিত্যাহ ভগবান্ হরিঃ ॥ ৪৮

অদিতিকুবাচ ।

নাহং বোচং ক্ষমা দেব হ্যামাদ্যং পুরুষোত্তমম্ । ব্রহ্মাণ্ডকোটিনাং স্রোতসি স্রোতসি তবাবাস
 বস্ত্র ভাবং ন জানন্তি কৃতয়ঃ সৰ্ব্বদেবতাঃ । তমহং দেবদেবেশঃ ধারয়ামি কথং প্রভো ॥ ৫০
 অণোরণৌয়াঃ সমজং পরাংপরভরং বিভূম । ধারয়ামি কথং দেব হ্যামহং পুরুষোত্তমম্ ॥ ৫১
 মহাপাতকযুক্তোহপি যন্নামমুতিমাত্রতঃ । প্রয়াতি মুক্তিং দেবেশ তং কথং ধারয়ামাহম্ ॥ ৫২

সূত উবাচ ।

তয়োক্তং বচনং শ্রুত্বা দেবদেবো জনার্দনঃ । দত্তাভয়ং দেবমাতুরিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৫৩
 সত্যমুক্তং মহাভাগে ত্বয়া নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ । তথাপি শৃণু বক্ষ্যামি শুভাদ্ভুতভরং শুভে ॥ ৫৪
 রাগদ্বेषবিহীনঃ যে মন্তুস্তা মৎপরায়ণাঃ । বহন্তি সততং তে মাং গতাশ্চরা অদাস্তিকাঃ ॥ ৫৫
 পরোপভাপবিমুখাঃ শিবার্চনপরায়ণাঃ । মৎকথাশ্রবণাসক্তা বহন্তি সততং হি মাম্ ॥ ৫৬
 পতিবতাঃ পতিপ্রাণাঃ পতিভক্তিপরায়ণাঃ । বহন্তি সততং বালে ত্রিযৌহপি ত্যক্তমৎসদাঃ ॥ ৫৭

মাতাপিত্রোশ্চ শুক্লবর্ণকৃত্তোহতিবিপ্রিয়ঃ । হিতকৃদ্ব্রাহ্মণানাম্ যঃ স মাং বহতি নন্দদা ॥ ৫৮
 সৎকথাশ্রবণে সন্তো যতিশুশ্রূষুরেব চ । স্বাশ্রমাচারনিরতঃ স মাং বহতি নন্দদা ॥ ৫৯
 স্ত্রীভীর্হরিতা নিত্যং নন্দসঙ্গনিরতাঃ সদা । লোকানুগ্রহশীলশ্চ বহতি সততং হি মাম্ ॥ ৬০
 পরোপকারনিরতাঃ পরদ্ব্যপরাঙ্গুখাঃ । নপুংসকাঃ পরস্ত্রীষু বহন্তি সততং হি মাম্ ॥ ৬১
 গুণস্বাপাসনরতাঃ সদা নামপরাষণাঃ । গৌরাক্ষণপরা য়ে চ বহন্তি সততং হি মাম্ ॥ ৬২
 প্রতিগ্রহবিহীনা য়ে পরান্নবিমুখাসুখা । অন্নোদকপ্রদাতারো বহন্তি সততং হি মাম্ ॥ ৬৩
 হি দেবি পতিপ্রাণা মাধবী ভূতহিতে রতা । সন্তাপ্য পুত্রভাবং তে নাশয়ামাসিসম্মূলম্ ॥ ৬৪
 ইত্যুক্তা দেবদেবেশো অদিতিং দেবমাতরম্ । দস্তা কণ্ঠগতাং মালামভয়ঞ্চ তিরোদধে ॥ ৬৫
 নাপি তং তুষ্টমনসা দেবমৃদক্ষন্দিনী । প্রণম্য কমলাকান্তং পুনঃ স্বহানমধগাং ॥ ৬৬
 ততোহদিতির্দক্ষমুতা প্রথিতা লোকবন্দিতা । অমৃত সময়ে পুত্রং সর্কালোকপ্রিয়োজ্জলম্ ॥ ৬৭
 শশ্বচ্চকুধরং শান্তিঃ চক্ষুঃশূলমধ্যগম্ । সুধাকলনদধানকরং বামনসংজ্ঞিতম্ ॥ ৬৮
 মহশ্রাদিত্যমদ্যশাং ব্যাকোষকমলোজ্জগম্ । সর্কালভরণনংযুক্তং শীতান্বরধরং করিন্ ॥

স্তব্যং মুনিগণৈর্দুস্তং সর্কালোকৈকনায়কম্ ॥ ৬৯

তাবিভূতং হরিং জ্যোতী কশ্যপো হৃদনম্ভুমঃ । প্রণম্য প্রাজলিভূত্বা স্তোত্বা নমুনাচ্চক্রে ॥ ৭০

কশ্যপ উবাচ ।

নমো নমস্তেহখিলকারণায় নমো নমস্তেহখিলপালকায় ।

নমো নমস্তেহখিলনাশকায় নমো নমো দৈত্যবিনাশনায় ॥ ৭১

নমো নমো ভক্তজনপ্রিয়ায় নমো নমঃ সজ্জনরঞ্জিতায় ।

নমো নমো দুর্জনাশনায় নমোহস্ত তস্মৈ জগদীশ্বরায় ॥ ৭২

নমো নমঃ কারণবাননায় নারায়ণায়ামিতবিজ্ঞমায় ।

শ্রীশর্কচক্রানিগদাধরায় নমোহস্ত তস্মৈ পুরুষোত্তমায় ॥ ৭৩

নমঃ পরোরাগিনিবাননায় নমোহস্ত তে হৃৎকমলাগনায় ।

নমোহস্ত সূর্য্যাস্তনিভপ্রভায় নমো নমঃ পুণ্যকথাগতায় ॥ ৭৪

নমো নমোহর্কেন্দুবিলোচনায় নমোহস্ত তে নন্দোদকপ্রদায় ।

নমোহস্ত যৎসঙ্গদিত্যঞ্জিতায় নমোহস্ত তে সজ্জনবদ্যায় ॥ ৭৫

নমো নমঃ কারণকারণায় নমোহস্ত সত্যাদিবিবর্জিতায় ।

নমোহস্ত তে নিবাসুখপ্রদায় নমো নমো ভক্তমনোহরায় ॥ ৭৬

নমোহস্ত তস্মৈ ভমনাশনায় নমোহস্ত তে মন্দধারণায় ।

নমোহস্ত তে যজ্ঞবরাহনাম্নে নমো হিরণ্যাক্ষবিদারণায় ॥ ৭৭

নমোহস্ত তে বামনরূপভাজে নমোহস্ত তে ক্ষত্রকুলান্তিকায় ।

নমোহস্ত তে রাবণমর্দিকায় নমোহস্ত তে নন্দমুতাগ্রজায় ॥ ৭৮

নমস্তে কমলাকান্ত নমস্তে সুখদারিনে । স্মৃতার্চিনাশিনে তুভ্য ভূয়ো ভূয়ো নমো নমঃ ॥ ৭৯

মারুত উবাচ ।

স ইদং বামনস্তোত্রং ত্রিসংখ্যং পঠতে নরঃ । প্রিনারোগ্যর্থিনস্তা নমস্তু নিত্যো নমো ভবেৎ ॥

ইতি সূতঃ স দেবেশো বামনো লোকপাবনঃ । উবাচ প্রহসন্তৃষ্টিং বর্জয়ন্ কশ্যপস্ত মঃ ॥ ৮১

শ্রীভগবানুবাচ ।

তাত তুষ্টোহস্মি ভদ্রং তে ভবিষ্যতি স্মর্য্যক্ৰিত । অচিরান্নাশয়িষ্যামি অথিগং ত্বম্ননোরথম্ ৮২
অহং জন্মদ্বয়েহপোবঃ যুবয়োঃ পুত্রতাং গতাঃ । ভাবিজন্মকপি তথা সাধয়াযুক্তমং সূখম্ ॥ ৮৩

সূত উবাচ ।

অত্রান্তরে বলিদৈভ্যো দীর্ঘমত্রং মহামথম্ । আরেভে গুরুণা যুক্তঃ কাব্যোন চ মুনীষরৈঃ ॥ ৮৪
তস্মিন্ মথে সমাহুতো বিষ্ণুর্দ্ব্যম্মসমখিতঃ । তদ্বিষ্ণুকরণার্থায় কপিভির্দ্ব্যম্মবাদিভিঃ ॥ ৮৫
প্রবুদ্ধৈর্দৈত্যৈস্তাশ্চ বর্তমানৈঃ মহাক্রতো । বামনকণ্ঠো মতাং বিষ্ণুজগাম বলৈর্মথম্ ॥ ৮৬
স্মিতেন মোহয়'ল্লোকং বামনো ভক্তবৎসলঃ । বলৈঃ প্রত্যক্ষতাং গতা হরির্ভৌকুমুপায়যৌ ॥ ৮৭
হৃক্, ক্তোবাসু, ক্তো বা জড়ো বা পণ্ডিতোহপি বা । ভক্তিয়ুক্তো ভবেত্তস্মৈ সদা স্মরিহিতোহরিঃ
আয়ান্তঃ বামনঃ দৃষ্টী ঋষয়ো জ্ঞানচক্ষুষঃ । জ্ঞানী নারায়ণঃ দেবমুদয়গূর্বক্ষবাদিনঃ ॥ ৮৯
এতজ্জ্ঞানী দৈত্যগুরুরেকান্তে বলিমববীং । স্বস্মারমবিচার্য্যেব খলাঃ কার্য্যাণি কুর্ন্ততে ॥ ৯০

ভার্গব উবাচ ।

ভো ভো দৈত্যপতে সৌম্য অপচতুর্ভুং তব শ্রিয়ম্ । বিষ্ণুর্দ্ব্যম্মনরূপেণ অদিতৈঃ পুত্রতাং গতঃ ৯১
তবান্বয়ং সমায়াতি ত্রয়া ত্রয়াং সুরেশ্বরঃ । ন কিঞ্চিদপি দাতব্যং মমতং শত্ৰুপণ্ডিত ॥ ৯২
আত্মবুদ্ধিঃ ভক্তকরী গুরুবুদ্ধির্বিশেষতঃ । পরবুদ্ধির্বিনাশায় শ্রীবুদ্ধিঃ প্রলয়করী ॥ ৯২
শক্রাণাং হিতকুদ্বন্দ্ব স হস্তব্যো বিশেষতঃ । সহায়ৈ নানামাত্রাতে কিং কার্য্যং সাধ্যতে বদ ॥ ৯৪

বলিরুবাচ ।

এবং গুরো ন বক্তব্যং ধর্ম্মমার্গবিরোধকম্ । যদ্যাদত্তে স্বয়ং বিষ্ণুঃ কিমস্মাদনিকং পরম্ ॥ ৯৫
কুর্ন্ততি বিদুষো যজ্ঞান বিষ্ণুপ্রীণনকাঃগম্ । স চেৎসাক্ষাদ্বিষ্ণুজ্ঞাদতঃ কোহপ্যধিকো ভুবি ॥ ৯৬
দরিত্রেনাপি যৎকিঞ্চিদ্বিক্বেদে দীয়তে গুরো । তদেব গুরো দানং দত্তং ভবতি চাক্ষরম্ ॥ ৯৭
স্মৃতোহপি পরয়া ভক্ত্যা পুনাতি পুরুষোত্তমঃ । যেন কেনাপ্যর্জিতজ্ঞ দদাতি পরমাং গতিম্ ॥ ৯৮
হরির্হরতি পাপানি হৃষ্টচিহ্নৈরপি স্মৃতঃ । অনিচ্ছয়াপি সংসৃষ্টো দহত্যেব হি পাবকঃ ॥ ৯৯
জিহ্মাণ্যে বর্ততে যশ্চ হরিরিতাক্ষরম্বয়ম্ । বিষ্ণুলোকমবাপ্নোতি পুনরাবৃতিবর্জিতঃ ॥ ১০০
গোবিন্দেতি সদা ধ্যানেদৃষন্তু বাগাদিবর্জিতঃ । স যাতি বিষ্ণুভবনমিতি প্রাহমনীষিণঃ ॥ ১০১
অদ্বৈতী বা ব্রাহ্মণে বাপি ছয়তে যদ্বিধিগুরো । হরিবুদ্ধ্যা মহাভাগ তেন বিষ্ণুঃ প্রসীদতি ॥ ১০২
অহন্ত হরিতুষ্টার্থং করোম্যধ্বরযুক্তমম্ । স্বস্মার্য্যতি চেদ্বিষ্ণুঃ কৃতপৌহস্মি ন সংশয়ঃ ॥ ১০৩

সূত উবাচ ।

এবং বদতি দৈভ্যোজ্ঞে বিষ্ণুর্দ্ব্যম্মনরূপকৃ । প্রবিবেশাধ্বরগৃহং হৃতবক্রিম্ননোরমম্ ॥ ১০৪
বিকোবেহস্মৈ জগদ্ধামে দণ্ডার্থাং যিদিবলিঃ । সোম্যাক্রিতভবুর্ভূত্যা এমাক্রনয়নোহববীং ॥ ১০৫

বলিরুবাচ ।

ঐদ্য মে সফলং জন্ম অদ্য মে নফলো মথঃ । জীবনং সফলং মেহদ্য কৃতার্থোহস্মি ন সংশয়ঃ
অসোযামুভূতিমে'নমায়াভাতিহ্রলভা । ভগ্নগমনমাত্রেণ অনায়াসো মহোৎসবঃ ॥ ১০৭

এতে চ কথয়ঃ সৰ্ব্বৈ কৃতার্থী নাত্ৰ সংশয়ঃ । যৈঃ পূৰ্ণং যৎ তপস্তপ্তং তদদা সফলং প্রভো ॥১০৮
কৃতার্থোহস্মি কৃতার্থোহস্মিকৃতার্থোহস্মি ন সংশয়ঃ । তস্মাত্তুভানমস্তুভানমস্তুভানমো নমঃ
তদাজ্ঞয়া হবিরোগং সাধয়ামৌতি মে মনঃ । ইত্যান্মাহসমাযুক্তঃ সমাজাপয় মা বিভো ॥১১০
ইত্যাংক্তে দীক্ষিতে তস্মিন্ প্রহসন্বামনোহববীঃ । দেহি মে তপসি হাত্ত ভূমি ত্রিপদসম্মিতাম্
এতচ্ছৃণু বলিঃ প্রাহ রাজা ব্যাতিতবান্নহি । গ্রাম বা নগরঃ বাপি ধন বা কি কৃতং তয়া ১১২
তন্নিশম্য বলিঃ প্রাহ বিষ্ণুঃ কপটবেশধ্বক্ । আসন্নব্রষ্টরাজ্যস্মৈ বৈরাগ্যঃ জনয়ন্নিব ॥ ১১৩

শ্রীভগবানুবাচ ।

শৃণু দৈত্যোল্ল বক্ষ্যামি ত্ব্যাদৃষ্টতরং পরম্ । সৰ্বসম্মতিহীনানাং কিমর্থৈঃ সাধাতে বদ ১১৪
অহম্ভ সৰ্বভূতানামভ্যর্থামীতি ভাবয় । ময়ি সৰ্বমিদং দৈত্য কিমর্থৈঃ সাধাতে ধনৈঃ ॥ ১১৫
সাগদেববিহীনানাং শান্তিনাং ত্যক্তমায়িনাম্ । নিত্যানন্দস্বরূপাণাং কিমর্থৈঃ সাধাতে ধনৈঃ ॥
সাত্ত্ববৎসৰ্বভূতানি পশুতা শান্তচেতনাম্ । অভিন্নমাক্ষনঃ সত্য কো দাতা দীয়েতে চ কিম্ ॥
পৃথ্বীয়াঃ ক্ষত্রিয়বশা ইতি শাস্ত্রেয়ু নিক্তিতম্ । তদাজ্ঞয়া হিতাঃ সন্তে লভতে পরমং সুখম্ ॥
নাতবো মুনিভিষ্ঠাপি বর্ষ্ঠাঃশো ভূভূজে বলে । মহীয়াং ব্রাহ্মণানাঙ্ক দাতব্যো সৰ্বসম্মতঃ ॥১১৯
জ্ঞানিনস্মৈ মাহাত্ম্যং শৃণু তৎ গদতো মম । ন কোহপি পদিতঃ শক্তো লোকেহস্মিন্দৈতানস্তুম
ভূমিদানাংপরং দানং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি । পর নিষ্কামমাপ্নোতি ভূমিদানেন ন সংশয়ঃ ॥১২১
স্বপ্নামপি মহীঃ দত্তা প্রোক্তিগায়াহিতায়সে । ব্রহ্মলোকমবাপ্নোতি পুনরাব্রুতিহলভম্ ॥ ১২২
ভূমিদঃ সৰ্বদঃ প্রোক্তো ভূমিদো মোক্ষভাগুভবেৎ । ভূমিদানন্ত তজ্জৈয়ঃ সৰ্বপাপপ্রণাশনম্
মহাপাতকযুক্তো বা যুক্তো বা সৰ্বপাতকৈঃ । দশহস্তাঃ মহীঃ দত্তা সৰ্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ১২৪
নংপাত্রে ভূমিদাতা যঃ সৰ্বদানফলং লভেৎ । ভূমিদস্ত সন্মো নাশ্তদ্বিষু লোকেষু বিদ্যাতে ১২৫
দ্বিজস্য বৃদ্ধিহীনস্য যঃ প্রদদ্যাক্ষহীঃ বলে । তস্য পুণ্যফলং বক্ষুঃ নালং বর্ষশতৈরপি ॥ ১২৬
ইক্ষ্বাকৌধুমতুলনীপূগগবৃক্ষাদিসংযুতা । পৃথ্বী প্রদীয়েতে যেন স বিকূর্নাত্ত সংশয়ঃ ॥ ১২৭
মত্তস্য দেবপূজাস্থ বৃদ্ধিহীনস্য ভূমিপ । স্বপ্নামপি মহীঃ দদ্যাৎ স বিকূর্নাত্ত সংশয়ঃ ॥ ১২৮
বৃদ্ধিহীনস্য বিপ্রস্য দরিদ্রস্য কুটুম্বিনঃ । অস্নামপি মহীঃ দত্তা বিকোঃ সাধুজ্যামাপ্নয়াৎ ॥ ১২৯
মত্তস্য দেবপূজাস্থ বিপ্রস্তাটকিকারং মহীম্ । দত্তা ভবতি গঙ্গার্যাং ত্রিরাজ্যসামজং ফলম্ ১৩০
বিপ্রস্য বৃদ্ধিহীনস্য সদাচারব্রতস্য চ । দ্রোণিকারং পৃথিবীঃ দত্তা যৎ ফলং লভতে শৃণু ॥ ১৩১
গঙ্গাতীরেহবমেধানাং শতানি বিধিবন্নরঃ । কৃত্বা যৎফলমাপ্নোতি তদাপ্নোতি মহৎফলম্ ॥১৩২
দদাতি খাদিকারং ভূমিং দরিদ্রায় দ্বিজাতয়ে । তস্য পুণ্যং প্রবক্ষ্যামি বদতস্তন্নিশামস্ব ॥ ১৩৩
অবমেধমহত্যাণি বাজপেয়শতানি চ । বিধায় জাহ্নবীতীরে যৎ ফলং লভতে ধ্রুবম্ ॥ ১৩৪
ভূমিদানং মহাদানমতিদানং প্রকীৰ্ত্তিতম্ । সৰ্বপাপপ্রণাশনমপবর্গফলপ্রদম্ ॥ ১৩৫
ইতিহাসমিমং বক্ষ্যে শৃণু দৈত্যাকুলেশ্বর । যচ্ছৃণু প্রকৃত্বা যুক্তো ভূমিদানফলং লভেৎ ॥ ১৩৬
সামীং পুরা দ্বিজবরো ব্রহ্মকল্পো মহামুনিঃ । দরিদ্রো বৃদ্ধিহীনশ্চ নাস্তা ভদ্রমতির্বলে ॥ ১৩৭
ঋতানি সৰ্বশাস্ত্রাণি তেন বেদবিদা বলে । ঋতানি চ পুরাণানি ধর্মশাস্ত্রাণি সৰ্বশঃ ॥ ১৩৮
যত্তবংস্তু বহু পত্নাঃ কৃত্বা নিম্মূৰ্ধশোবতী । কামিনী মানিনী চৈব শোভা চৈব প্রকীৰ্ত্তিতা ॥
তাস্থ পত্নীষু তস্তাসং কৃত্বারিং শচ্ছতবরম্ । পুরাণানস্মরপ্রোক্ত সৰ্বৈ নিত্যং বুদ্ধিক্রিতাঃ ॥ ১৪০

অকিঞ্চনো ভদ্রমতিঃ ক্ষুধাৰ্ত্তান্নজান্ শিয়ান্ । পশুন্ স্বয়ং ক্ষুধাৰ্ত্তকং বিলম্বাপাকুলেশ্চিরঃ ॥ ১৪১
 বিগ্জ্জগ ভাগ্যরহিতং বিগ্জ্জন্ম ধনবর্জিতম্ । বিগ্জ্জন্ম যত্ননিরতং বিগ্জ্জন্ম সুখবর্জিতম্ ॥ ১৪২
 বিগ্জ্জন্ম ধর্ম্যরহিতং বিগ্জ্জন্মাতিথ্যবর্জিতম্ । বিগ্জ্জন্মাচাররহিতং বিগ্জ্জন্ম যাক্ৰুরা রতম্ ॥ ১৪৩
 বিগ্জ্জন্ম বন্ধুরহিতং বিগ্জ্জন্ম খ্যাতিবর্জিতম্ । নরস্ত বহুপতাস্ত বিগ্জ্জন্মৈর্ধর্ম্যাবর্জিতম্ ॥ ১৪৪
 অহো গুণাঃ সৌম্যতা চ বিবৃতা জন্ম সংকুলে । দারিদ্র্যানুশ্লিষ্মগ্নস্ত সঙ্গমেতন্ন শোভতে ॥ ১৪৫
 প্রিয়াঃ পুত্রাশ্চ পৌত্রাশ্চ বান্ধবা ভাতরসুখা । শিষ্যাশ্চ সর্কৈ মনুজাস্ত্যজৈস্ত্যগ্ধর্ম্যাবর্জিতম্ ॥ ১৪৬
 চাণ্ডালো বা বিজো বাপি ভাগ্যবানেব পূজ্যতে । দরিদ্রঃ পুরুষো লোকে সর্কৈস্ত্রৈব হি নিন্দ্যতে
 অহো সম্পৎসমাযুক্তো নিষ্ঠুরো বাপ্যনিষ্ঠুরঃ । গুণহীনোহপি গুণবান্ মুখ্যো বাপি স পণ্ডিতঃ
 নিষ্ঠুরো বা গুণী বাপি ধর্ম্যহীনোহপি বা বরঃ । ঐশ্বর্যাগুণযুক্তশ্চৈব পূজ্য এব ন সংশয়ঃ ॥ ১৪৯
 অহো দরিদ্রতা দুঃখং তত্রাপ্যাশাতিদুঃখদা । আশাতিভূতাঃ পুরুষা দুঃখমশ্রুবতে স্বয়ম্ ॥ ১৫০
 আশায়া দামবদাসাঃ সর্কৈলোকস্ত চৈব হি । মানং হি মহতাং লোকে ধর্মমক্ষয়মুচ্যতে ॥ ১৫১
 তদেবাশাখারিপুণা প্রনষ্টাহো দরিদ্রতা । বর্কশাস্ত্রার্থবেদ্যাপি দরিদ্রো ভাতি মূর্খবৎ ॥ ১৫২
 অকিঞ্চনমহারোগগ্রস্তানাং কো বিমোচকঃ । অহো দুঃখমহো দুঃখমহো দুঃখং দরিদ্রতা ॥

তত্রাপি পুত্রদারাগাং বাহুল্যমতিদুঃখদম্ ॥ ১৫৩

এবমুক্তা ভদ্রমতিঃ সর্কশাস্ত্রার্থপারগঃ । অল্লৈশ্বর্যাপদং ধর্ম্যাং মনসাচিন্তয়ৎ তদা ॥ ১৫৪
 ভূমিদানং বিনিশ্চিত্য সর্কদানোত্তমোত্তমম্ । পাবকং পরমং ধর্ম্যাং সর্ককামফলপ্রদম্ ॥ ১৫৫
 দানানামুত্তমং দানং ভূদানং পরিকীর্তিতম্ । যদন্তা সমবাপ্নোতি যদ্যদিষ্টমং নরঃ ॥ ১৫৬
 ইতি নিশ্চিত্য মতিমান্ ধীরো ভদ্রমতির্বলে । কৌশাখীং নাম নগরীং কলত্রসহিতো যযৌ ॥
 সুযোষ নাম বিশ্লেদ্য সর্কৈশ্বর্যাসমব্রিতম্ । গহা বাচিতবান্ ভূমিং পঞ্চহস্তায়তাং বলে ॥ ১৫৮
 সুযোষো ধর্ম্যনিরতস্তঃ নিরীক্ষ্য কুটুমিনম্ । মনসা প্রীতিমাপন্নঃ সমভ্যর্চ্যৈনমব্রবীৎ ॥ ১৫৯
 কৃতার্থোহস্মি ভদ্রমতে সফলং মম জন্ম চ । মংকুলং চানবং জাতমশ্রুগ্রাহোহস্মি তে যতঃ ॥ ১৬০
 ইত্যা ক্তা তং সমভ্যর্চ্য সুযোষো ধর্ম্যতৎপরঃ । পঞ্চহস্তপ্রমাণকু দদৌ তস্মৈ মহামতিঃ ॥ ১৬১
 পৃথিবী বৈষ্ণবী পুণ্যা পৃথিবী বিষ্ণুপালিতা । পৃথিব্যাস্ত প্রদানেন ঐয়তাং মে জনার্দনঃ ॥ ১৬২
 মন্ত্রণেনৈব দৈত্যোক্ত সুযোষস্তং দ্বিজেশ্বরম্ । বিষ্ণুবৃদ্ধ্যা সমভ্যর্চ্য তাবতীং পৃথিবীং দদৌ ॥
 মোহপি ভদ্রমতির্বিশ্ণো ধীমাংস্তা যাচিতাং ভুবম্ । দত্তবান্ হরিভক্তায় প্রোত্রিয়ারকুটুম্বিনে ॥
 সুযোষো ভূমিদানেন কোটিবংশসমব্রিতঃ । প্রপেদে বিষ্ণুভবনং বজ্র গহা ন শোচতি ॥ ১৬৫
 বলে ভদ্রমতিশ্বেদকৃত্য প্রাপিতবান্ শিরম্ । স্থিতবান্ বিষ্ণুভবনে সকুটুম্বো যুগায়ুতম্ ॥ ১৬৬
 ততস্ত ব্রহ্মনদনে স্থিতা যুগশতাযুতম্ । ঐক্সং পদং সমাপ্রিত্য স্থিতবান্ কল্পপঞ্চকম্ ॥ ১৬৭
 ততো ভুবং সমাসাদ্য সর্কৈশ্বর্যাসমব্রিতঃ । জাতিশ্রবো মহাভাগো বৃভূজে ভোগযুক্তমম্ ॥ ১৬৮
 ততো ভদ্রমতির্দৈতা নিকামী বিষ্ণুতৎপরঃ । পৃথিবীং বৃষ্টিহীনানাং ব্রাহ্মণানাং প্রদত্তবান্ ॥
 তস্ত বিষ্ণুঃ প্রসন্নাত্মা দৈতৈশ্বর্যাসমুত্তমম্ । কোটিবংশসমেতস্ত দদৌ মোক্ষমশ্রুতমম্ ॥ ১৭০
 তস্মাকৈত্যপতে বহুং সর্কৈশ্বর্যপরাধনং । তপস্করিষ্যো মোক্ষায় দেহি মে ত্রিপদাং মহীম্ ॥ ১৭১

সূত উবাচ ।

বিরোচনশূভো দৃষ্টঃ কলসং জলপূরিতম্ । আদদে পৃথিবীং দাক্ষঃ বন্ধিতো ভার্গবস্ত সঃ ॥ ১৭২

বিকৃঃ সৰ্ব্বগতো জাহ্না জনধারবিরোচিনম্ । কাব্যং হস্তস্ত দৰ্ভাণ্ডং তদ্বারে সন্মাবেশয়ৎ ॥ ১৭৩
 দৰ্ভাণ্ডোহুত্মহাশস্ত্রং রবিকোটিসমপ্রভম্ । অমোঘং ব্রাহ্মমত্যাণ্ডং কাব্যাক্ষিণীসলৌপম্ ॥
 শশাপ ভার্গবঃ শূরানসূরানেকচক্ষুবা । পশ্চোতি ব্যাদিদৈশৈব দৰ্ভাণ্ডং শস্ত্রসম্ভিতম্ ॥ ১৭৫
 বলিদদৌ মহাবিকোমহীঃ ত্রিপদসম্মিতাম্ । বহুধে সোহপি বিখ্যায়া আব্রহ্মভবনং তদা ॥ ১৭৬
 অমিমীত মহীঃ স্বাভ্যাং পদ্ভ্যাং বিশ্বতনুর্হরিঃ । আব্রহ্মাণ্ডকটাহান্তঃ পদাশ্চেনামিতপ্রভঃ ॥ ১৭৭
 পাদাস্ত্রুষ্ঠাণিনিৰ্ভিন্নো ব্রহ্মাণ্ডো বিভিদ্বে দ্বিধা । তদ্বারা বাহুসলিলং বহুধারং সমাগতম্ ॥ ১৭৮
 ধৌতবিকৃপদং ভোয়ং নিৰ্ম্মলং লোকপাবনম্ । অজাওবাহুসলিলং ধারারূপমবর্তত ॥ ১৭৯
 তজ্জলং পাবনং শ্রেষ্ঠং ব্রহ্মাদীন্ পাবয়ন্ সূরান্ । সংসেবিতং সপ্তর্ষিভিঃ পতিতং মেরুমূৰ্দ্ধনি ॥
 ইতি দৃষ্টাদ্ভুতং কৰ্ম ব্রহ্মাদ্যা দেবতাগণাঃ । ঋবরো মনবশ্চৈব অশ্ববন্ হর্ষসংযুতাঃ ॥ ১৮১

ব্রহ্মাদ্যা উচুঃ ।

নমঃ পরেশায় পরাত্মরূপিণে পরাংপরায়াপররূপধারিণে ।

ব্রহ্মাত্মনে ব্রহ্মরত্নাত্মবুদ্ধয়ে নমোহস্ত তেহব্যাহতকৰ্ম্মশালিনে ॥ ১৮২

পরেশ পরমানন্দ পরমাত্মন পরাংপর । সনাতন জগন্নাথ প্রমাণাতীত তে নমঃ ॥ ১৮৩
 বিশ্বতশ্চক্ষুধে তুভ্যাং বিশ্বভোবাহবে নমঃ । বিশ্বতঃশিরসে তুভ্যাং বিশ্বভোগতয়ে নমঃ ॥ ১৮৪
 এবং স্ততো মহাবিকৃব্রহ্মাদীনাং দিবৌকসাম্ । দস্তা স্বপদভ্রেষ্টাঃ প্রহননভয়ং দদৌ ॥ ১৮৫
 বিরোচনাত্মজং দৈত্যং বন্ধয়ামাস মাধবঃ । দদৌ রসাতলং তস্মৈ নিবাসং ভোগসংযুতম্ ॥ ১৮৬

ঋবর উচুঃ ।

রসাতলে মহাবিকৃবিরোচনসুতস্ত বৈ । কিং ভোজ্যং কল্পয়ামাস বোরে গৰ্ভভয়াকূলে ॥ ১৮৭
 সূত উবাচ ।

অমস্মিতং হবিষতু হুয়তে জাতবেদগি । অপাত্রে দীরতে যচ্চ ভুংগক্সং ভোগসাধনম্ ॥ ১৮৮
 হুতং দত্তপাণ্ডুচিনা অশ্বহা কৰ্ম্ম যৎকৃতম্ । ভুংগক্সং তত্র ভোগার্থমধঃপাতফলপ্রদম্ ॥ ১৮৯
 এবং রসাতলং বিকূৰ্বলুয়ে বৈ প্রদত্তবান্ । ব্রাহ্মগানাক সৰ্ব্বৈবাং সূরাণাং নাকমুত্তমম্ ॥ ১৯০
 অর্চ্যমানোহমরগণৈঃ স্তূরমানো মহর্ষিভিঃ । গন্ধর্কৈর্গৌরমানচ্চ পুনর্দামনতাং গতঃ ॥ ১৯১
 এতদ্বষ্টা মহৎ কৰ্ম্ম যুনয়ো ব্রহ্মবাদিনঃ । পরম্পরং শ্রিতযুথাঃ প্রণেয়ুঃ পুরুষোত্তমম্ ॥ ১৯২
 সৰ্ব্বভূতাত্মকো বিকূৰ্বীমনহ্মুপাগতঃ । মোহরন্থখিলং লোকং প্রপেদে তপসে বনম্ ॥ ১৯৩
 এবং প্রভাবা সা দেবী গন্ধা বিকূপদোদ্ধবা । বন্ধাঃ স্রবণমাত্রেণ মুচ্যাতে সৰ্ব্বপাতকৈঃ ॥ ১৯৪
 গন্ধা গঙ্গোতি যো ক্রয়াদ্ভোজনানাং শতৈরপি । সৰ্ব্বপাপবিনিৰ্ম্মুক্তো বিকূলোকে মহীয়তে ॥
 যঃ পঠেদিমমধ্যায়ং শৃণুয়াৎ সমাহিতঃ । দেবালয়ে বালয়ে বা মোচয়মেধনহস্তকঃ ॥ ১৯৬
 সমাহিতমনা যে তু ব্যাখ্যানং কুৰ্ব্বতে নরাঃ । ন তেবাং পুনরাবৃষ্টির্গন্ধাবিকৃপ্রসাদতঃ ॥ ১৯৭

ইতি শ্রীবৃহন্নারদীয়ে পুরাণে একাদশোধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ ।

দানানি কশ্চ দেয়ানি দানকালশ্চ কীদৃশাঃ । কশ্চ বা প্রতিগৃহীয়াৎ সূত নো বকুমহ্মি ॥ ১
সূত উবাচ ।

মর্কষামেব বর্গীনাং ব্রাহ্মণাঃ পরমো গুণঃ । তস্য দানানি দেয়ানি স ভারয়তি পণ্ডিতঃ ॥ ২
ব্রাহ্মণাঃ প্রতিগৃহীয়াৎ মর্কষাত্তাভিঃ সঞ্জিতঃ । ন কদাচিৎ ক্রতুবিধৌ প্রতিগ্রহপরৌ শৃণৌ ॥ ৩
শক্যস্ত পুত্রহীনস্ত দত্তাচার্যতস্য চ । বেদবিদেষিণশ্চৈব দত্তং ভবতি নিফলম্ ॥ ৪
দেববিদেষিণশ্চৈব দ্বিজবিদেষিণশ্চৈব । স্বকর্ম্মভ্যাগিনশ্চাপি দত্তং ভবতি নিফলম্ ॥ ৫
পরদারয়তাপি পাতকদারয়তস্য চ । নক্ষত্রপাঠকশ্চাপি দত্তং ভবতি নিফলম্ ॥ ৬
অস্ম্যবিদেষনম-কৃত্যস্ত চ মারিষ্যঃ । অযাজ্যযাজকশ্চাপি দত্তং ভবতি নিফলম্ ॥ ৭
নিত্যং যাজ্ঞাপরশ্চাপি হিংসকশ্চ শঠশ্চ চ । নামবিক্রয়িণশ্চাপি বেদবিক্রয়িণশ্চৈব ॥ ৮
শ্রুতিবিক্রয়িণশ্চাপি দর্শ্যবিক্রয়িণশ্চৈব । পরোপতাপনীলশ্চ দত্তং ভবতি নিফলম্ ॥ ৯
যে কেচিৎ গাণানিরতা নিন্দিতাঃ সূত্রনৈঃ সদা । ন তেভাঃ প্রতিগৃহীয়াৎ দেয়ং বাপি কিঞ্চন ॥ ১০
সংকর্ম্মনিরতশ্চৈব গোবিশ্বাস্যাত্তিগম্যয়ে । হৃতিহীনায় বৈ দেয়ং দরিদ্রায় কটুশ্বিনে ॥ ১১
দেবপূজাসু সত্যস্ত সংকথাকথনে তথা । দেয়ং প্রযতুতো বিপ্রা দরিদ্রস্ত বিশেষতঃ ॥ ১২

ইতি শ্রীমহাভারতীয়ে পুরাণে দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ ।

কথং বিজ্ঞাতবান্ সূত মহাভাগো ভগীরথঃ । গম্যারঃ শুভমাহাজাং কথমানীতবান্ পুরা ॥ ১
সূত উবাচ ।

সমাদ্ধাবনিতা বুদ্ধিগুণ্য কং বিজমন্তমাঃ । যক্ষাদামহিমাসক্তাঃ প্রযান্তি পরমাং গতিম্ ॥ ২
শৃংখলমুগমঃ মর্কষ নাঃ দেন মহাকুনা । ননংকুমারমুনহে গীতং স্বং পূর্ব্বানুধনম্ ॥ ৩
যজ্ঞগা পুণ্যমাধানঃ মর্কষাপপ্রনাশনম্ । ব্রহ্মহা কৃষ্ণমাতোতি উজ্জাহ ভগবান্ মুনিঃ ॥ ৪
কথমানীতবান্ গম্যারঃ গাগরেয়ো ভগীরথঃ । কেন প্রচোদিতোহপ্যাসীদুঃ মর্কষঃ কথয়ামি বঃ ॥ ৫
ভগীরথো মহারাজঃ সগরায়রমজ্জবঃ । শশান পৃথিবীমেনাং নলদ্বীপাং সনাপরাম্ ॥ ৬
মর্কষশ্চরতো নিত্যং সৎপক্ষঃ মর্কষশ্চবিৎ । নত্বারতো মহাভাগো বায়জ্জকো বিচক্ষণঃ ॥ ৭
কন্দর্পসদৃশো রূপে মোমবৎ প্রিয়দর্শনঃ । প্রালেয়াজিগমো বৈদ্যো ধর্ম্মে বর্জ্জমমো নৃপঃ ॥ ৮
মর্কষলক্ষণসম্পন্নঃ মর্কষশাস্ত্রার্থপারগঃ । মর্কষনম্পংসমাযুক্তঃ মর্কষানন্দরতো নৃপঃ ॥ ৯

অতিথিপ্রাণকো নিত্যঃ বাসুদেবার্চনে রতঃ । পরাজমী জগনিবিতৈমজঃ প্রাণিহিতৈ রতঃ ॥ ১০

এবং বহুগুণনিধিঃ রাজানঃ তঃ ভগীরথম্ । বর্ষাভ্যো মহাপ্রাজঃ কদাচিদ্রুমাগতঃ ॥ ১১

সমাগতঃ ধর্মরাজমর্হণাভিভগীরথঃ । বনোচিতাভিক্রদনা ননাম স্মিতমণ্ডলে ॥ ১২

কৃতাতীথ্যক্রিয়ঃ কালঃ কৃতাসনপরিগ্রহম্ । উবাচ প্রাজলির্ভূহা বিনয়েন ভগীরথঃ ॥ ১৩

রাজোবাচ ।

কৃতার্থোহগ্নি মহাভাগ সন্ততস্থাপকোবিদ । উগকর্ভুঃ সমর্থোহগ্নি কবঃ দেবস্ত মানুস্বঃ ॥ ১৪

ইতু্যক্তঃ সাগরঃ দীর্ঘঃ প্রহসন্ স্বাদশাঙ্গকঃ । কৃপয়া পরয়াবিষ্টো বাক্যমেতদুবাচ হ ॥ ১৫

কাল উবাচ ।

রাজন্ ধর্মবিদাঃ প্রেষ্ঠাঃ সিন্ধোহনি জগজ্জয়ে । বিষ্ণুনা অরুমায়াত বর্ষজঃ তাঃ কৃপোত্তমম্

সমর্পণনিরতঃ মর্ত্যঃ সর্গভূতহিতৈ রতম্ । স্তুমিত্যুত্তিঃ বিবৃণো উগকর্ভুগণেশ্বরগাচ হ ॥ ১৬

কৌর্ভির্নাতিশ্চ সম্পত্তিবর্ততে যত্র ভূগতে । বানঃ বর্ষান্তি তজ্জৈব সন্তঃ সন্তাশ্চ দেবতাঃ ॥ ১৭

অহো রাজন্ মহাভাগ শোভনঃ চরিতঃ তব । সর্গভূতহিতৈষিঃ মাদৃশামসি হ্রলভম্ ॥ ১৮

স্বঃ উবাচ ।

ইতু্যক্তবস্তুঃ বর্ষেশঃ প্রাণপতা যথাবিধি । প্রোবাচ বিনয়াবিষ্টো অরুতঃ বদতাঃ বরঃ ॥ ২০

রাজোবাচ ।

ভগবন্ সর্গধর্মাজ্ঞ নমদর্শিন্ সুরেশ্বর । কৃপয়া পরয়াবিষ্টো বদ্রুণোমি বদস্ব মে ॥ ২১

ধর্ম্যাকৌর্ভুগ্নিবাঃ প্রোক্তাঃ কেলোকানন্দকীলিনাঃ । কিস্ততোম্যো নমসপ্রোক্তাঃ কেলোক্তাঃ পরিকীর্তিতাঃ

দ্রয়া নন্দাননৌয়া যো শানিনীয়াস্তথা চ যো । এতৎ সন্তঃ মহাভাগ বিশ্বরূপকুম নিব ॥ ২২

কাল উবাচ ।

সাধু সাধু মহাভাগ মতিশ্রে দিমলোচ্ছল । ধর্ম্যবর্গান্ প্রবক্ষ্যামি তদ্বৎ গুণ ভূগতে ॥ ২৪

ধর্ম্যো বহুবিধাঃ প্রোক্তাঃ পুণ্যলোকপ্রদায়কাঃ । তথৈব যাতনা যোরা অন যাতাঃ প্রকীর্তিতাঃ

বিস্তরাকাদিতুঃ নাস্তমসি বর্ষশতৈরপি । তস্মাৎ সমাসতো বক্ষ্যে শৃণু নাগ্মনঃ প্রভো ॥ ২৬

প্রতিদানঃ বিজাতীনা মহাপুণাঃ প্রকীর্তিতম্ । তজ্জৈবদ্যাক্রিষ্টয়ে দত্তা ভবতি চাম্বকম্ ॥ ২৭

কলত্রিণং বা শাস্ত্রজং প্রোত্রিয়ং বা জপাধিতম্ । যো দংষ্ট্রা ত্যগ্রেদ্রুজি তস্য পুণ্যকল শৃণু ।

মাতৃতঃ পিতৃতশ্চৈব ত্রিকোটিকলং যুতঃ । নিকিষ্টা বিক্ৰমা কল্পঃ তজ্জৈব পরিমুচ্যতে ॥ ২৯

গণ্যন্তে পাশবো ভূমের্গণ্যন্তে রুষ্টিবিন্দবঃ । ন গণ্যন্তে বিদাত্রাসি প্রক্ষয়ঃ তাননঃ কলম্ ॥ ৩০

নমস্তদেবতারূপো প্রাক্ষণঃ পরিকীর্তিতঃ । জীবনং দদত্তশুভ্রং কঃ পুণ্যং গদিতুঃ কুমঃ ॥ ৩১

যো বিপ্রহিতকুশিত্যঃ স সপানু কৃতবান্ মথান্ । স স্নাতঃ সর্গভৌর্থেনু ততঃ ভেনাবিরঃ তপঃ

যো দদদেষুতিবিপ্রাণাং জীবনং প্রোচ্যতে নরঃ । মোহনি তৎফলমাদ্রোতিকিমজ্জৈবভাবিতঃ ॥

তদাগং কারয়েদ্যন্ত স্বয়মেব করোতি বা । বকুং তৎপুণ্যগণনাং নালং বর্ষশতায়ুতম্ ॥ ৩৪

তদাগকুর্যো রাজন্ পঞ্চকোটিকুলাধিতঃ । নিকিষ্টা বিক্ৰমা কল্পঃ তজ্জৈব পরিমুচ্যতে ॥ ৩৫

যঃ কচ্চিদক্সপো রাজ স্তুগুভাগজলং পিবেৎ । তৎকর্ভুঃ সর্গপাপানি নশ্রুভ্যো বন নঃশরঃ ॥ ৩৬

একাহমপি যঃ কুর্ধ্যাভূমিতমুদকং নরঃ । ন যুক্তঃ সপ্তপাপেভ্যঃ শতবনং চরেদ্ভিবি ॥ ৩৭

কর্ভুং তদাগং যো মর্ত্যঃ সাধকঃ শক্তিতো ভবেৎ । মোহপি তৎফলমাদ্রোতি তদুপায়প্রদস্ত যঃ

মুদা তিলার্কিমাাত্রাং বা উড়াগাদ্যঃ সমাচরেৎ । বসেৎ স দিবি পক্ষাশদিমুক্তঃ পাপকোটিভিঃ ।
 দেবতারতনং যন্ত কুরুতে কারয়তাপি । শিবস্ত বা হরের্বাপি তস্য পুণ্যফলং শৃণু ॥ ৪০
 মাতৃভঃ পিতৃ ষষ্ঠৈঃ লক্ষকোটিকুলাধিতঃ । কল্পত্রয়ং বিষ্ণুপদে হি হা তত্রৈব মুচ্যতে ॥ ৪১
 দাক্ষিণ্যঃ কারয়েদ্যন্ত তত্রৈব দিগুণং ফলম্ । ইষ্টেকাভিষ্ঠ ত্রিগুণং শিলাভিষ্ঠ চতুর্গুণম্ ॥ ৪২
 ক্ষটিকাশিলাভৈর্দৈজেরং দশগুণোত্তরম্ । তাতৈঃ শতগুণং জেরং হেমা কোটিগুণং ভবেৎ
 দেবালয়ং উড়াগং বা গ্রামং বাপালয়েতু যঃ । তেষাং শতগুণং জেরং কর্তৃত্বোহপি মহীপতে
 যে চ পুণ্যবো রাজন্ ধর্ম্মেবেতেষু ক্রান্তবঃ । তে সর্ক্সেহুবেতে নিভাঃ তদ্বিকোঃ পরমং পদম্
 উপাধিরহিতা যে তু বলাদ্বা কারিতাস্ত যে । শতকোটিকুলৈর্গুণৈঃ মোদন্তে বিষ্ণুনা মহ ॥ ৪৬
 উড়াগার্কিফলং রাজন্ কামারে পরিকীর্ত্তিতম্ । কূপে পাদফলং জেরং কুল্যায়ঃ উচ্ছতোত্তরম্
 ধনাঢ্যঃ কুরুতে গ্রামং দদাতি গায়িকঞ্চনং । অপি হস্তপ্রমাণাং বা সমং পুণ্যং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ৪৮
 দশভিঃ কারয়েদ্যন্ত ধনাঢ্যো দেবতাগৃহম্ । মুদা দরিদ্রঃ কুরুতে সমং পুণ্যং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ৪৯
 ধনাঢ্যঃ কুরুতে যন্ত উড়াগং ফলসাধনম্ । দরিদ্রঃ কুরুতে কূপং সমং পুণ্যং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ৫০
 আরামং কারয়েদ্যন্ত বহুজন্তু প্রকারকম্ । স যাতি ব্রহ্মসদনং পুনরাবুত্তির্জনভম্ ॥ ৫১
 স্থাপয়েদ্রক্ষমেকং বা দরিদ্রো লোকসাধকম্ । স যাতি ব্রহ্মসদনং কুলত্রিতয়সংযুতঃ ॥ ৫২
 গাধো বা ব্রাহ্মণো বাপি যো বা কো বাপি ভূতলে । ক্ষণার্কিমপি তচ্ছারং তিষ্ঠন্নাকং নরভামম
 আরামদা মহাভাগা দেবতাগৃহকারিণঃ । উড়াগগ্রামকর্ত্তারঃ পূজ্যন্তে হরিণা সদা ॥ ৫৪
 সর্ক্সলোকোপভোগার্থং পুষ্পারামং জনেশ্বর । কুরুতে দেবতার্থং বা তেষাং পুণ্যফলং শৃণু ॥ ৫৫
 তত্র যাবন্তি পত্রানি কুম্মানি ভবন্তি চ । তাবৎকালং বসেৎ স্বর্গে শতকোটিকুলাধিতঃ ॥ ৫৬
 প্রাকারকারিণস্তস্ত কটকাবরণপ্রদাঃ । তে যুগত্রিতয়ঃ রাজন্ বসন্তি ব্রহ্মণঃ পদে ॥ ৫৭
 আরামাণাঞ্চ প্রাকারং কটকাবরণং তথা । বসন্তি তে যুগশতং যথাযোগ্যং দিবি প্রভো ॥ ৫৮
 তুলসীরোপণং যে তু কুরুতে মনুজেশ্বর । তেষাং পুণ্যফলং বর্ক্স্য পদতন্তুশ্রিণাময় ॥ ৫৯
 শতকোটিকুলৈর্গুণৈঃ মাতৃভঃ পিতৃভস্তথা । বসেৎ কল্পশতং সার্ক্সং নারায়ণসমীপভঃ ॥ ৬০
 উর্দ্ধপুণ্ড্রকরো যন্ত তুলসীমূলমুত্তিকাম্ । তত্রৈব নেত্রং তন্ত্রাসীমূর্ধ্বান্দোবিভূষ্য কলাম্ ॥ ৬১
 তূণানি তুলসীমলাদ্যাবজ্রাপহৃতানি বৈ । তাবন্তি ব্রহ্মহত্যানি চ্ছিনতোব ন সংশয়ঃ ॥ ৬২
 তুলসীং দিকরেদ্যন্ত চুলুকোদকমাত্রকম্ । ক্ষীরোদশাসিনা সার্ক্সং বসত্যচন্দ্রতারকম্ ॥ ৬৩
 দদাতি ব্রাহ্মণানাং তুলসীকোমলং দলম্ । স যাতি বিষ্ণুভবনং কুলত্রিতয়সংযুতঃ ॥ ৬৪
 কর্ণেন ধারয়েদ্যন্ত তুলসীং সততং নরঃ । তৎকাষ্ঠং ধারয়েদ্যন্ত তস্য নাস্ত্যাপপাতকম্ ॥ ৬৫
 কটকাবরণং বাপি প্রাকারং বাপি কারয়েৎ । তুলস্যাঃ শৃণু রাজেন্দ্র তস্য পুণ্যফলং মহৎ ॥ ৬৬
 যাবদিনানি সংতিষ্ঠেৎ কটকাবরণং প্রভো । কুলত্রয়যুতঃ সোহপি তিষ্ঠেদ্রক্ষপদে স্বয়ম্ ॥ ৬৭
 প্রাকারকল্পকো যঃ স্তাৎ তুলস্যা মনুজেশ্বর । কুলত্রয়েণ সহিতো বিকোঃ সারূপ্যাতাং ব্রজেৎ ৬৮
 যোহর্ক্সৈকরিপাদাজং তুলস্যাঃ কোমলৈর্দলৈঃ । ন তস্য পুনরাবুত্তির্ব্রহ্মলোকাং কদাচন ॥ ৬৯
 বানস্তাং পৌর্ণবাস্তাঞ্চ ক্ষীরস্রপনতো হরেঃ । কুলায়ুতযুতঃ সোহপি বিকোঃ সায়ুজ্যামাধুর্য্য
 প্রহপ্রমাণপরমা যঃ স্রাপয়তি কেশবম্ । কুলায়ুতযুতঃ সোহপি বিকোঃ সারূপ্যামাধুর্য্য ৭১
 যুতপ্রহেন যো বিষ্ণুং বানস্তাং স্রাপয়েন্নরঃ । কুলকোটিকুলো রাজন্ সায়ুজ্যং লভতে হরেঃ ৭২

পদ্মযুতেন আপরেনেকাদশাং জনর্দিনম্ । কুলকোটসমাযুক্তো বিষ্ণোঃ শাযুজ্যামাশ্রয়াৎ ॥ ৭৩
 একাদশাং পৌর্ণমাস্যাং দ্বাদশাং বা নৃপোত্তম । নারিকেলোদকৈর্বিষ্ণুং আপয়েৎ তৎফলং শৃণু ॥ ৭৪
 শতব্রহ্মার্জিতৈঃ পাতৈর্বিষ্ণুস্তো মনুজো নৃপ । শতব্রহ্মলৈলুস্তো বিষ্ণুনা সহ মোদতে ॥ ৭৫
 ইক্ষুক্ষীরেণ দেবেশ নঃ আপয়তি কেশবম্ । কুলাযুতযুতো ভূতী বিষ্ণুনা সহ মোদতে ॥ ৭৬
 পুষ্পাদকেন গোবিন্দং তথা গন্ধোদকেন চ । আপয়িত্বা নরো ভক্ত্যা যুগং স্বর্গাধিপো ভবেৎ ৭৭
 জলেন বস্ত্রপুতেন নঃ আপয়তি কেশবম্ । সর্গপাপবিনিমুক্তঃ শতাব্দং দিব্যি মোদতে ॥ ৭৮
 ক্ষীরেণ আপয়েদ্বিষ্ণুং রবিসংক্রমণেষু চ । স বমেদ্বিকৃতবনে দ্বিসপ্তপুরুষাধিতঃ ॥ ৭৯
 কুরুপক্ষে চ তুর্দশাং মেষ্টম্যাং পূর্ণিমাদিনে । একাদশাং ভাদ্রবারে দ্বাদশাং পদমীদিনে ॥ ৮০
 সোমস্বর্ষোপরাগে চ মনাদিযু যুগাদিযু । বাতীপাতে বৈদ্রতো চ গজচ্ছায়ামগ্নে তথা ॥ ৮১
 অর্কোদয়ে চ পুষ্যার্কে হস্তার্কে রোহিণীবুধে । তথৈব শনিরোহিণী ভৌমাশ্বিনী তথৈব চ ॥ ৮২
 শক্রাশ্বিনী বৃধাশ্বিনী ভূতপাতেহর্কবৈদ্রতো । তথা বৃধাশ্বিনীয়াং অশ্বিনীর্কে তথৈব চ ॥ ৮৩
 তথাপি সোমশ্রবণে হস্তস্থে চ বৃহস্পতে । বৃধাষ্টম্যাং বৃধাষাঢ়ে ভূতরেবতিসংযুতে ॥ ৮৪
 আপয়নু পরমা বিষ্ণুং শিবং বা বাগ্‌যতঃ সৃষ্টিঃ । যুতেন মধুনা আপ্যি দত্তা বা তৎফলং শৃণু ৮৫
 সর্গসংক্রমণে প্রাপ্য সর্গপাপবিনোচিতঃ । বমেদ্বিকৃতপদে কল্পং ত্রিসপ্তপুরুষাধিতঃ ॥ ৮৬
 ভজ বৈ জ্ঞানমাসাদ্য যোগিনামপি দুর্লভম্ । তত্রৈব মোক্ষমাপ্নোতি পুনরাবৃতিদুর্লভন ॥ ৮৭
 কুরুপক্ষে চ তুর্দশাং সোমবারে চ ভূপতে । শিবং সংপ্রাপ্য দুহ্মেন শিবসামুজ্যামাশ্রয়াৎ ॥ ৮৮
 নারিকেলোদকেনাপি শিবং সংপ্রাপ্য ভক্তিতঃ । অষ্টম্যাং মিন্দুবারে চ শিবসামুজ্যামাশ্রয়াৎ ॥ ৮৯
 কুরুপক্ষে চ তুর্দশাং ভূধাষ্টম্যাং ভূপতে । যুতেন মধুনা আপ্য শিবসামুজ্যামাশ্রয়াৎ ॥ ৯০
 শিবং সংপ্রাপ্য যুতেন পুষ্পাদকফলোদকৈঃ । সোমবারে মহাভাগ বমেৎ কল্পশতং দিব্যি ॥ ৯১
 তিলতৈলেন সংপ্রাপ্য বিষ্ণুং বা শিবমেব বা । স যাতি তত্তৎসাক্ষ্যপাং কুলজিতয়সংযুতঃ ॥ ৯২
 শিবমিক্ষুরসেনাপি নঃ আপয়তি ভক্তিতঃ । শিবলোকে বমেৎ কল্পং শতকোটিকুলাধিতঃ ॥ ৯৩
 যুতেন আপয়েদ্বিষ্ণুং যুথানে দ্বাদশীদিনে । ক্ষীরেণ বা মহাভাগ তৎফলং বদন্তঃ শৃণু ॥ ৯৪
 জন্মায়ুতার্জিতৈঃ পাতৈর্বিষ্ণুস্তো মনুজোত্তমঃ । কুলকোটসমাযুক্তঃ শিবসামুজ্যামাশ্রয়াৎ ॥ ৯৫
 নঃ আপয়তি পরমা উথানদ্বাদশীদিনে । কেশবং পরমা ভক্ত্যা তৎফলং বদন্তঃ শৃণু ॥ ৯৬
 জন্মায়ুতার্জিতৈঃ পাতৈর্বিষ্ণুস্তো পরমং পদম্ । কুলকোটসমাযুক্তঃ স প্রাপ্নোতি ন সংশয়ঃ ॥ ৯৭
 মধুপ্রস্থেন গোবিন্দং কান্তিক্যাং পূর্ণিমাদিনে । সংপ্রাপ্য হরিমায়তি শতকোটিকুলাধিতঃ ৯৮
 মনোহরৈশ্চ প্রকৈশ্চ পুষ্পৈশ্চাপি মনোহরৈঃ । অভ্যর্চ্য বিষ্ণুমীশং বা তত্তৎসাক্ষ্যপামাশ্রয়াৎ ॥ ৯৯
 পদ্মপুষ্পেণ যো বিষ্ণুং শিবং বার্চতি মানবঃ । স যাতি বিষ্ণুভবনং কুলজিতয়সংযুতঃ ॥ ১০০
 চন্দ্রিকা কেতকীপুষ্পৈঃ শিবং ধূস্তুরৈর্জনিশি । সর্গপাপবিনিমুক্তো বমেদ্বিকৃতপদে যুগম্ ॥ ১০১
 হরিং চন্দ্রকপুষ্পৈশ্চ অর্কপুষ্পৈশ্চ শঙ্করম্ । সমভ্যর্চ্য মহাভাগ তত্তৎসাক্ষ্যপামাশ্রয়াৎ ॥ ১০২
 জাতিপুষ্পৈঃ শিবং পূজ্য বক্ক ককুম্‌মৈর্হরিম্ । সর্গপাপবিনিমুক্তো মেরুমুদ্রি যুগং বমেৎ ॥ ১০৩
 কাকোলকুম্‌মৈর্বিষ্ণুং কুন্তপুষ্পৈর্মনোহরম্ । অভ্যর্চ্য দেবদেবেশং সাক্ষ্যপাং যাতি মানবাঃ ॥ ১০৪
 শিবং বিষ্ণুং সংপূজ্য প্রস্থপুষ্পৈর্মনোহরৈঃ । শমীপুষ্পৈশ্চ ব্রাহ্মৈশ্চ সর্গানু কামানবাপ্নুয়াৎ ১০৫
 স্বপাশার্ঘ্যদৈর্গন্ধ পুঙ্গবৈশ্চিবিজ্ঞাপতিম্ । স যাতি শিবসামুজ্যং চ তুর্দশাং বিশেষতঃ ॥ ১০৬

শংকরস্মরণ্যং বিকোবৃত্তযুক্তং গুণগুণম্ । দত্তা নৃপা নরো ভক্তাঃ সৰ্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ১১০ ॥
 তিলতৈলাগ্নিতঃ দীপঃ বিকোদী শংকরস্য বা । দত্তা নরঃ সৰ্বকামান্ সংপ্রাপ্নোতি নৃপোত্তমঃ
 যুজেন দীপঃ নো দদাচ্ছঙ্করায়াং বিকোদে । স যুক্তঃ সৰ্বপাপেভ্যো গঙ্গাস্নানকলং লভেৎ ॥ ১১১ ॥
 ত্র্যামোণ যাপি তৈলেন গাচ্ছঙ্করেন বা পুনঃ । দীপঃ দত্তা মহাবিকোঃ শিবস্মাপি কলং শৃণু
 সৰ্বপাপবিনিমুক্তঃ সৰ্বকামান্ মম্বিতঃ । তত্ত্বসালোক্যাপ্নোতি ত্রিঃসপ্তপুরুষাঘিতঃ ॥ ১১২ ॥
 যদ্যদিষ্টতমং লোকে তত্ত্বদাশায় বিকোদে । দত্তা তু তৎপদং যতি চহাবিশংস্কলাঘিতঃ ॥ ১১৩ ॥
 যদ্যদিষ্টতমং বস্ত তত্ত্বদ্বিপ্রায় দাপয়েৎ । স যতি ব্রহ্মভবনং পুনরাবৃতিহর্ষভম্ ॥ ১১৪ ॥
 শবহাপানদানেন শুক্লো ভবতি ভূপতে । অন্নতোয়সমং দানং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি ॥ ১১৫ ॥
 অন্নদঃ প্রাণদঃ প্রোক্তঃ প্রাণদস্তাপি সৰ্বদঃ । সৰ্বদানকলং তস্মাদন্নদস্য নৃপোত্তম ॥ ১১৬ ॥
 অন্নদো ব্রহ্মসদনং যতি বংশায়ুতায়িতঃ । ন তস্য পুনরাবৃতিরিতি শাস্ত্রেণ নিশ্চিতম্ ॥ ১১৭ ॥
 অন্নদানসমং দানং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি । সদাস্তৃষ্টিকরং জ্ঞেয়ং জলদানং ততোহধিকম্ ॥ ১১৮ ॥
 মহাপাতকযুক্তো বা যুক্তো বা সৰ্বপাতকৈঃ । শৃণু ত্রিঃ ভূপাল শুভাত্তারজলপ্রদাঃ ॥ ১১৯ ॥
 নদীঃ স্রবজঃ প্রাতঃ প্রাণমন্নং প্রচক্ষতে । তস্মাদন্নপ্রদো জ্ঞেয়ঃ প্রাণদঃ পৃথিবীপতে ॥ ১২০ ॥
 সদাস্তৃষ্টিকরং দানং সৰ্বস্যামকলপ্রদম্ । তস্মাদন্নসমং দানং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি ॥ ১২১ ॥
 অন্নদস্য কুলে জাতা আ সহস্রকুলান্নৃপ । নরকং তে ন পশ্যান্ত তস্মাদন্নপ্রদো বরঃ ॥ ১২২ ॥
 যোহতিথিঃ ভক্তিভো রাজন্ সমভার্জা কণাবিধি । অন্নদো মোক্ষমাপ্নোতি তস্মাদন্নপ্রদো ভ
 পাদাভাস্ত্ৰং ভক্তিভো বা যোহতিথিঃ কুরুতে নরঃ । স শ্রাতঃ সৰ্বতীর্থেষু গঙ্গাস্নানপুরঃসরম্
 তৈলাভাস্ত্ৰং মহারাজ ব্রাহ্মণানং কুরুতি যঃ । স শ্রাতোহক্ষতং সাগ্রং গঙ্গারায় নাত্র সংশ
 রোগিতান্ ব্রাহ্মণান্ যস্য ব্রহ্মতি ক্ষিতিকুরুক । স কোটিকুলসংযুক্তো বসেদব্রহ্মপুরে যুগ্ম ১২৩
 যো ব্রহ্মে পৃথিবীপাল একঃ বা যোগিবঃ নরম্ । তস্য বিষ্ণুঃ প্রসন্নোহসীন্কামান্ প্রযচ্ছা
 কৰ্মণা মনসা বাচ্যো দো ব্রহ্মতা ১২৪ জনম্ । সন্তান্ কামানবাপ্নোতি সৰ্বপাপবিনর্জিতঃ ১২৫
 যো দদাতি মহীপাল নিবাস ব্রাহ্মণায় তু । তস্য প্রসন্নো দেবেশঃ প্রসন্নো সৰ্বদেবতাঃ ১২৬
 ব্রাহ্মণায় বেদবিদে যো দদাদাক্ষাং পরশ্বিনীম্ । স যতি বিষ্ণুভবনং পুনরাবৃতিবর্জিতঃ ১২৭
 অন্নোত্তমঃ প্রতিগৃহ্যপি নোদদাদাক্ষাং মহীপতে । তস্য পুণ্যফলং বকুং নহি শতোহস্মিপণ্ডিত
 কপিলায় বেদবিদুহে যো দদাতি পরশ্বিনীম্ । ন এব কুরু ভূয়চ্ছ সৰ্বপাপবিনর্জিতঃ ১২৮
 বিপ্রায়াধাতুবিহুযে দদাদুভয়তোমুখীম্ । তস্য পুণ্যফলং সংখ্যাতুং ন ক্ষমোহক্ষতৈরপি ১২৯
 যো দদাদাক্ষাভং নৃপা ভূপা বিহ্বলচেতনাম্ । তস্য পুণ্যফলং বকুং কঃ সমর্থোহস্তি পণ্ডিতঃ
 একতঃ ক্রতবঃ সৰ্বকৈ সমগ্রবরদক্ষিণাঃ । একতো ভয়ভীতস্য প্রাণিনঃ প্রাণরক্ষণম্ ১৩০
 সংরক্ষতি মহীপাল যো বিপ্রা ভয়বিহ্বলম্ । স শ্রাতোহক্ষতং সাগ্রং গঙ্গারায় নাত্র সংশ
 যো দদাদভয়ং রাজন্ স বিষ্ণুর্নাত্র সংশয়ঃ । সৰ্বকামান্ ধৰ্ম্মাণামুত্তমং তং প্রচক্ষতে ১৩১
 ব্রহ্মদো ব্রহ্মভবনং কন্যাদো ব্রহ্মণঃ পদম্ । হেমদো বিষ্ণুভবনং প্রাপ্নোতি কুলসংযুতঃ ১৩২
 বিষ্ণু কন্যামলকৃত্য দদাদধাতুবেদিনে । শতবংশসমাযুক্তো ব্রহ্মণঃ পদমশ্রুতে ১৩৩
 কাটিকায় পৌর্ণমাস্যায় বা আশাঢ়ায় বাপি ভূপতে । যুষভং শিবুষ্টিধর্মুৎসবক্রেতুং কলং শৃণু
 সপ্তজমার্জিতৈঃ পাপৈর্বিমুক্তো ব্রহ্মরূপধক । কুলসপ্ততিসংযুক্তো ব্রহ্মেণ সহ যোদতে ১৩৪

শিবলিঙ্গাঙ্কিতং কৃত্বা মহিবং যঃ সমুৎসজেৎ । ন তস্য গাওনাগোকদর্শনং ভবতি প্রভো ॥ ১৪১
 তাস্তুলদানং যঃ কুর্যাস্তক্তিভো নৃপসত্তম । তস্য বিষ্ণুঃ প্রসন্নাত্মা দদাতি ত্রীমূর্তং পদম্ ॥ ১৪২
 ক্ষীরদো বৃত্তদশৈব মধুদো দদিতস্তথা । দিবা দ্বয়ং পর্যাভুং স্বর্গলোকে বসেৎ সুখী ॥ ১৪৩
 প্রযাতি চন্দ্রভবনমিচ্ছদানাননুপোত্তম । গন্ধদঃ পুষ্পকলদঃ প্রযাতি ব্রহ্মণঃ পদম্ ॥ ১৪৪
 জুড়েকুরমদশৈব প্রযাতি ক্ষীরমাগধম্ । মাদো জলদো বাতি সূর্যালোকমমৃতমম্ ॥ ১৪৫
 বিদ্যাদানেন সাযুজ্যানতিদানং যতঃ শ্রুতম্ । বিদ্যাদানং মহীদানং মোদানমুত্তমোত্তমম্ ॥ ১৪৬
 ত্রীণ্যাহরতিদানানি শিবঃ পৃথ্বী সরস্বতী । নরকাহরত্যন্তোত্তে বিদ্যাদানং ততোহধিকম্ ॥ ১৪৭
 জ্ঞানদানেন সাযুজ্যং সত্যদানং পরত্তম । অক্লোদধাক্ষরীশৈব মোক্ষদং পরিকীর্তিতম্ ॥ ১৪৮
 বাহুদঃ প্রিয়মাপ্নোতি ব্রহ্মলোকে পরত্তম । ভরসি বাহুদানেন যুচ্যন্তে ভূপপাভৈকঃ ॥ ১৪৯
 ব্রহ্মাণ্ডকোটাদানেন যৎ ফলং লভতে নরঃ । তৎ ফলং সমবাপ্নোতি শিবলিঙ্গপ্রদানতঃ ॥ ১৫০
 শালগ্রামশিলাদানং ততোহপি দ্বিগুণং ফলম্ । শালগ্রামশিলারূপী বিহরেব ন নরশরঃ ॥ ১৫১
 যো দদাতি নরো দীপং বৃত্তযুক্তং পরং প্রভোঃ । গঙ্গাস্নানফলং তস্য সম্পূর্ণং ভবতি প্রভো ॥
 রত্নাখিতসুবর্ণম্ প্রদানেন নৃপোত্তম । পরমং মোক্ষমাপ্নোতি মহীদানং যতঃ শ্রুতম্ ॥ ১৫৩
 ভূতো মণিকাদানেন পরং মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ । দিবলোকমবাপ্নোতি বাদানেন ভূনতে ॥ ১৫৩
 স্বর্গং বিক্রমদানেন মোক্তিকৈঃ সোমসগ্রিবিম্ । বৈদূর্যাদো রুদ্রলোকঃ পদ্মরাগপ্রদস্তথা ॥ ১৫৫
 মণিকম্ প্রদানেন ব্রহ্মলোকমবাপ্নুয়াৎ । অলঙ্কারপ্রদানেন সর্কজ সুখমগুতে ॥ ১৫৬
 অধিনঃ লোকমাপ্নোতি অশ্বদানেন পণ্ডিতঃ । গজদানেন মহতঃ সঙ্গীনাং কামানু সমগুতে ॥ ১৫৭
 প্রযাতি যানদানেন বিমানারোহতা নরঃ । গদাং ভূগপ্রদানেন রুদ্রলোকমমৃতমম্ ॥ ১৫৮

• বাক্রণং লোকমাপ্নোতি মহীশ লবণপ্রদঃ ॥ ১৫৯

আশ্রমাচারনিরতাঃ স্বকর্ষসু মহোদাতাঃ । যদাভিলাষ গতাস্থাঃ প্রযাতি ব্রহ্মণঃ পদম্ ॥ ১৬০
 পরোপদেশনিরতা বীতশ্রাণা বিমৎসরাঃ । চরিপাদার্চনরতাঃ প্রযাতি ব্রহ্মণঃ পদম্ ॥ ১৬১
 সংসঙ্গাশ্লাদনিরতাঃ সর্কভূতহিতে রতাঃ । পরোপবাদবিমুখা ন পশ্যন্তি বমালয়ম্ ॥ ১৬২
 নিতাং ভক্তিপরা যে চ ব্রাহ্মণেষু চ গোষু চ । পরোপবাদবিমুখা ন পশ্যন্তি বমালয়ম্ ॥ ১৬৩
 জিতেজিয়া জিতাহারা গোষু ক্ষাতাঃ শূণ্যলিনঃ । ব্রাহ্মণানার হিতকরাঃ প্রযাতি পরমং পদম্
 অগ্নিশুক্রবশৈব গুরুশুক্রবস্তুথা । ষতিশুক্রবশৈব ন যান্তি বমবাতনাম্ ॥ ১৬৫
 সদা দেবার্চনরতাঃ সদা নামপরায়ণাঃ । প্রতিগ্রহানরতা যে প্রযাতি পরমং পদম্ ॥ ১৬৬
 অনাথং বিপ্রকুণপং যো দহেৎ স নরনরোত্তমঃ । অশ্বমেধমহত্মাণাং ফলং প্রাপ্নোত্যমৃতমম্ ॥ ১৬৭
 পট্টৈঃ পুষ্পৈঃ ফলৈর্বাপি জলৈর্বা মনুচেৎশর । পূজয়া রহিতং লিঙ্গমর্চয়েৎ তৎ ফলং শূন্য ॥ ১৬৮
 চুল্লকোদকমাত্রেন শূন্যলিঙ্গং জনাবিপ । স্নাপ্যাম্রমেধলক্ষাণাং ফলং প্রাপ্নোত্যমৃতমম্ ॥ ১৬৯
 বঃ পট্টৈঃ কুমুদৈর্বাপি শূন্যলিঙ্গপ্রপূজকঃ । হরমেধায়ুক্তফলং মহত্মাণিভিঃ লভেৎ ॥ ১৭০
 ভক্ষ্যার্ভোভোজ্যৈঃ ফলৈর্বাপি শূন্যলিঙ্গপ্রপূজকঃ । শিবসাযুজ্যানাপ্নোতি পুনরাবৃতির্জন্মম্ ॥ ১৭১
 পূজয়া রহিতং বিষ্ণুং মোহর্চ্চয়েদর্কবংশর । তস্য পূণ্যফলং বহুলা বসত্যশিশায়ক ॥ ১৭২
 জলেম স্নাপয়েদ্ব্যগ্ন্য পূজ্যরহিতমচ্যুতম্ । স যান্তি বিষ্ণুনাগলোকঃ কুলসমুদ্ভিদম্ ॥ ১৭৩
 পট্টৈঃ পুষ্পৈঃ ফলৈর্বাপি পূজ্যরহিতমচ্যুতম্ । প্রযাতি হরিলাক্ষণাং শতবরকুলাবিভঃ ॥ ১৭৪

দক্ষাণো ন্যাদিভির্ভূপ পুঙ্গবা শ্রামহাতম । সমভার্জা লভেদ্রোক্ষ কুলাশ্রয়মমৃতঃ ॥ ১৭৫
 শীর্ষাঃ স্তিতমক্ষানঃ যঃ করোতি নরোত্তমঃ । শিবভায়তনে বাপি বিফোদী শূন্য তৎফলম্ ॥ ১৭৬
 শাক্তক্যার্জিতৈঃ পাটৈশ্চুজৈঃ বংশভয়ানিভৈঃ । তিষ্ঠা বিষ্ণুপুরে বজ্রং তৌত্রব পরিমুচ্যতে ॥ ১৭৭
 দেবভায়তনে রাজন্ দস্তা সম্ভার্জিনঃ নরঃ । যৎ ফলং সমভার্জোতি তন্মে নিগদতঃ শৃণু ॥ ১৭৮
 যাদভ্যঃ শাশ্বতকনিকা যন্ত সম্ভার্জিতা নৃপা । ভাবঃ কল্পমহস্যানি বিষ্ণুলোকে মহীষতে ॥ ১৭৯
 বাসদেবভায়তনে বাপি রাজন্ গৌচর্গমাতকম । জ্ঞেয়ং মেচনঃ কুর্য্যৎ তৎফলং বদতঃ শৃণু ॥ ১৮০
 যাদভ্যঃ পাশকনিকা দ্বীভূতা জনৈশ্চরঃ । ভাবজ্জ্যার্জিতৈঃ পাটৈঃ সদা এব প্রমুচ্যতে ॥
 গন্ধোদকেন যো মর্ত্যো দেবভায়তনে নৃপ । স্তুতিতঃ মেচনঃ কুর্য্যৎ তস্য পুণ্যফলং শৃণু ॥ ১৮১
 দ্বীভূতানি যাদভ্যঃ ব্রহ্মাংসি মনুজৈশ্চরঃ । ভাবঃ কল্পমহস্যানি হরিনারায়ণায় শ্রুতে ॥ ১৮২
 মূদা যাতুবিচারেণ দেবভায়তনং নরঃ । কুলাশ্রয়মমৃতং বিষ্ণুলোকে মহীষতে ॥ ১৮৩
 শিবভায়তনে যো মর্ত্যো দেবভায়তনে নৃপ । করোতি স্তুতিকাদীনি তেষাং পুণ্যং নিশাময় ॥
 যাদভ্যঃ কনিকা ত্রয়ো দ্বিগুণা এবিকলোত্তরঃ । ভাবদ্বুগমহস্যানি হরিনারায়ণায় শ্রুতে ॥ ১৮৪
 যঃ কুর্য্যাদ্ দীপরচনাং শালিপিঠাদিভির্ভূপ । ন তস্য পুণ্যমাগাভুতং ন হৈব দশতৈরপি ॥ ১৮৫
 অগস্ত্যং দীপং যঃ কুর্য্যাদ্ বিফোদী শঙ্করো চ । দিনে দিনে যমেবং ফলং প্রাপ্নোতানুত্তমম্ ॥
 অর্জিতঃ শঙ্করঃ দৃষ্টা বিষ্ণুঃ বাপি নমেৎ তু যঃ । স বিষ্ণুভবনং প্রাপ্য বনেদদশতং নৃপ ॥ ১৮৬
 প্রদক্ষিণত্রয়ং কুর্য্যাদ্ যো বিফোম'নুজৈশ্চরঃ । সর্কপাপবিনিমুক্তো দেবেজ্জগৎ সমশ্রুতে ॥ ১৮৭
 যত্রৈ প্রদক্ষিণা কুর্য্যাদ্ যন্ত বিফোঃ পরাজুনঃ । একেনৈবায়মেব স সম্পূর্ণং ফলমশ্রুতে ॥

দ্বিতীয়েনাধিরাজত্বং তৃতীয়েনৈন্দ্রগম্পদম্ ॥ ১৮৮

শিবঃ প্রদক্ষিণঃ কুর্য্যাদ্ সবাগবাধিধানতঃ । যৎ ফলং সমভার্জোতি তন্মে নিগদতঃ শৃণু ॥ ১৮৯
 রাজন্ প্রদক্ষিণৈকেন মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যায়া । দ্বিতীয়েনাধিরাজত্বং তৃতীয়েনৈন্দ্রগম্পদম্ ॥ ১৯০
 শিবপ্রদক্ষিণে মর্ত্যোঃ গোমহুত্রং ন লভ্যস্বয়ং । লভ্যস্বিতৈকমেব স্যাৎ লজ্জাদবুতত্রয়ম্ ॥ ১৯১
 শুভা শুভৈত্রজগন্নাথঃ নারায়ণমনাময়ম্ । সর্কান্ কামানবাগ্নোতি মনসা বদদিচ্ছতি ॥ ১৯২
 দেবভায়তনে যন্ত ভক্তিযুক্তঃ প্রমুচ্যতে । গীতানি গায় তামবা তৎফলং শৃণু ভূপতে ॥ ১৯৩
 গন্ধপরিমিতাঃ গানৈশ্চৈতৈঃ ব্রহ্মগণেশতাম্ । প্রারোতাত্তকুলেবুত আকল্পং মোক্ষভাণ্ডনরঃ ॥
 মুখবাদাকুতো যে তু দেবভায়তনে নরঃ । বিমানশতসংযুক্তাঃ কল্পং স্বর্গাদিবাসিনঃ ॥ ১৯৪
 করশঙ্কং প্রকুর্ভুতি দেবভায়তনে তু যে । তে সর্কৈঃ পাপনির্মুক্তাঃ বিমানশ্রীশা বৃন্দয়ম্ ॥ ১৯৫
 দেবভায়তনে যে তু ঘটানাদং প্রকুর্ভুতে । তেষাং পুণ্যং নিবদিতুং কঃ শক্তোহস্তীহ পণ্ডিতঃ ॥
 মূদা যাতুবিচারেণ বর্ণকৈর্পোময়েন বা । উপলোপনকৃৎসনং নরো বৈমানিকো ভবেৎ ॥ ২০০
 ভেরীমুদঙ্গপটহবিধাণাদৈশ্চ ভিত্তিমৈঃ । সত্তর্পা দেবদেবেশং লভতে যৎ ফলং শৃণু ॥ ২০১
 দেবভায়তনসংযুক্তাঃ সর্ককর্মসমযিতাঃ । সর্কলোকমশ্রুপ্রাপ্য মোদতে কল্পপঞ্চকম্ ॥ ২০২
 দেবভায়তনে রাজন্ কুর্সন্ শঙ্করবঃ নরঃ । সর্কপাপবিনিমুক্তো ব্রহ্মণা সহ মোদতে ॥ ২০৩
 কাহলাদিরবঃ কুর্সন্ দেবভায়তনে নরঃ । সর্কপাপবিনিমুক্তঃ স্বর্গলোকাধিপো ভবেৎ ॥ ২০৪
 তালাদিকাংস্তনিনদং কুর্সন্ বিষ্ণুগৃহে নরঃ । যৎ ফলং লভতে প্রাক্তঃ শৃণু গদতো যম ॥ ২০৫
 সর্কপাপবিনিমুক্তো বিমানশতসংযুক্তঃ । গীরমানশ্চ সর্ককৈর্বিষ্ণুনা সহ মোদতে ॥ ২০৬

এবমাদ্যা মহাধর্ম্যঃ শতশোহং ২০৮শঃ । কুণ্ডাঃ ক্রিয়ন্তো ব্রাজেন্দ্র কস্তান্ বর্ণয়িতুং ক্ষমঃ ২০৮
যো দেবঃ সর্বভূমিকৃৎ কামরূপী নিরঞ্জনঃ । সর্বধর্মফলং ব্রাজেন্দ্র সম্পূর্ণং প্রদদাতি চ ॥ ২০৯
সকলানি ভবন্তো ব সর্বকর্মাণি ভূপতে ॥ ২১০
পরশাক্ষাক্ষরোহনন্তঃ পূণ্যধর্মফলপ্রদঃ । সংকর্মকর্তৃভিনির্ভাতা স্মৃতঃ সর্বার্থার্থিনাশনঃ ॥ ২১১

ধর্ম্যশ্চ বিষ্ণুঃ সকলানি বিষ্ণুঃ কর্মাণি বিষ্ণুশ্চ স এব ভোক্তা ।

কার্যক বিষ্ণুঃ করণানি বিষ্ণুশ্চান্ন কিসিদ্ধ্যাতিরিক্তমস্মি ॥ ২১২

ইতি শ্রীহরনারদীয়ে পুরাণে ত্রয়োদশোধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

চতুর্দশোধ্যায়ঃ ।

কাল উবাচ ।

পাপভেদানু প্রবক্ষ্যামি তথা স্থলশ্চ বাতনাঃ । শৃণু ধৈর্য্যমাশ্রয় রৌদ্রা তি নরকা যতঃ ॥ ১
পাপানো যে ছত্রাছানো নরকাগ্নিয সমুত্তম । পচান্তে তেহ তান্ বক্ষো ভয়ঙ্ক ফলপ্রদান ॥ ২
তপনো বায়ুকাকুতো মলারোরব-রোরবো । দুগ্ধীপাকো নিকৃষ্টাগঃ কালপুত্রঃ প্রমদনঃ ॥ ৩
অগ্নিপত্রবনং ঘোরং লালভক্ষো তিমোৎকটঃ । মুদাবজা বসাকুপসুনা বৈত পানদী ॥ ৪
শতক্ষো নুত্রপানক পুণ্ড্রবহন এব চ । তপ্তশূল তপ্তশিলা শাবলীক্রমমেব চ ॥ ৫
তথা শোণিতকুপশ্চ ঘোরং শোণিতভোজনম্ । স্নানসভোজননৈব বহিঃলাগ্ন্যদেশনম্ ॥ ৬
শিলারুষ্টিঃ শরঃপুষ্টিবিকিরাটস্যুদৈব চ । ক্ষারোদকক্ষোভোজঃ তপ্তায় পিত্তভক্ষণম্ ॥ ৭
অধঃশিরোগেমিগণং নরপ্রভজনং তথা । তথা পান্যুপান্যানি ক্রিনিভোজনমেব চ ॥ ৮
ক্ষারাদুপাননমগং তথা ক্রকচ্ছদারগম । পুণ্ড্রকলেপনাক্ষব পুণ্ড্রদগ্ধ চ ভোজনম্ ॥ ৯
রৌদ্রপানং মহাঘোরং সর্বসন্ধিযু নাশনম্ । অক্ষারলয়নৈকৈব তথা মুষলমর্জিনম্ ॥ ১০
বহ্নি কাকদন্তানি কয়নং ছেদনং তথা । পতনোৎপতনৈকৈব গদাদগ্ধাদিপীড়নম্ ॥ ১১
গজদন্তৈঃ প্রভঞ্জনং নানাসর্পৈশ্চ দংশনম্ । ধূমপানং পাশবন্ধং নানাপুলাস্তরোরগম্ ॥ ১২
ক্ষারাদুনেচনৈকৈব নাগায়ান্নমগং তথা । ঘোরং ক্ষারাদুপানক তথা লবনভক্ষণম্ ॥ ১৩
স্নানুচ্ছেদং স্নানুস্কমহিচ্ছেদং তথৈব চ । ক্ষারাদুকর্ণরক্তাণিঃ প্রবেশং মাসভোজনম্ ॥ ১৪
পিত্তপানং মহাঘোরং তথৈব শ্বেতভোজনম্ । ব্রক্ষাণ্ডাঃ পতনৈকৈব কলশ্চর্মভক্ষনং তথা ॥ ১৫
পাষণধারণৈকৈব শয়নং কটিকোপরি । পিপীলিকাভির্দংশনং বৃষ্টিকৈশ্চাপি পীড়নম্ ॥ ১৬
ব্যালপীড়া শিবাপীড়া তথা মহিষপীড়নম্ । কর্দমে শয়ননৈকৈব দুর্গন্ধপরিপূরিতে ॥ ১৭
গজাদুগ্ধলয়নৈকৈব মহাভীকনিষেবণম্ । অত্মকটিলপানক মহং করুনিষেবণম্ ॥ ১৮
কথারোদকপানক তপ্তপাণাভক্ষণম্ । অত্মকমিকতান্নানং তথা দশনশীর্ণনম্ ॥ ১৯
তপ্তারশয়ননৈকৈব তপ্তনীতাসুগেচনম্ । সূচীপ্রক্ষেপণনৈকৈব নেত্ররোমুখমন্ধিম্ ॥ ২০

শিখে চ বৃষগে চৈব অরোভারক বন্ধনম্ ॥ ২১

এবমাদ্যা মহাভাগ যাডনাঃ কোটিকোটিনঃ । অপি বধসহস্রৈব নাহং নিগদিতুং ক্ষমঃ ॥ ২২

এতেষু যশ্চ যঃপাপং পাপিনঃ ক্রিতিরক্ষক । তৎ সৰ্বং সংপ্রবক্ষ্যামি তন্মে নিগদতঃ শৃণু ॥২৩
 ব্রহ্মহা চ সুরাপী চ স্তেষী চ গুরুতল্লগঃ । নাপাতকিনস্তেতে তৎসংযোগী চ পঞ্চমঃ ॥ ২৪
 পণ্ডিতৈভদী বৃথাপাকী ব্রাহ্মণানাঞ্চ নিন্দকঃ । আদৈনৌ বেদবিক্রেতা পঠেতে ব্রহ্মঘাতকঃ ॥২৫
 ব্রাহ্মণান্ঃ যঃ সমাহুয় দাস্যামীতি বনাদিকম্ । পশ্চাত্তাস্তীতি তং ক্রয়াং তমাহর্ষক্ৰঘাতকম্ ॥২৬
 যস্যাক্ষয়ং পরিজায় তমেব বেষ্টি ঘোহধমঃ । করোতি চাপাদাগীনং তমাহর্ষক্ৰঘাতকম্ ॥ ২৭
 গবাং তৃকাভিভূতানাং পামার্থমভিযায়িনাম । অন্তরায়ীভবেদ্বস্ত তমাহর্ষক্ৰঘাতকম্ ॥ ২৮
 স্রামার্থং ভোজনার্থং বা গচ্ছতো ব্রাহ্মণশ্চ যঃ । সমায়াত্যন্তরায়তং তমাহর্ষক্ৰঘাতকম্ ॥ ২৯
 অনদীত্য চ শাস্ত্রানি শাস্ত্রার্থং বক্তি ঘোহধমঃ । মহাক্ষারবতো বশ্চ তমাহর্ষক্ৰঘাতকম্ ॥ ৩০
 প্রায়শ্চিত্তং চিকিৎসাকং ক্রোড়িত্বং বর্ষনির্ঘয়ম্ । বিনা শাস্ত্রেণ যো কতে তমাহর্ষক্ৰঘাতকম্ ॥
 যশ্চৈবধ্যাভিমানেন বিদ্যাধনমদেন বা । দ্বিজানাঞ্চিপতে সৰ্ব্বাংস্তমাহর্ষক্ৰঘাতকম্ ॥ ৩২
 পরনিদ্রাসু নিরতঃ স্রাত্তোঃকর্ষপরশ্চ যঃ । অসত্যানিরতশ্চৈব ব্রহ্মহা পরিকীৰ্ত্তিতঃ ॥ ৩৩
 অশ্লোকেগকরশ্চৈব তথা চাশ্লশ্চ সূচকঃ । দস্তাচারপরশ্চৈব ব্রহ্মহেত্যাভিধীয়তে ॥ ৩৪
 নিত্যাং প্রতিগ্রহরতস্তথা প্রাণিবধে রতঃ । অধর্ষশ্চাস্তুমস্তা চ ব্রহ্মহেত্যাভিধীয়তে ॥ ৩৫
 ব্রহ্মহত্যাসমং পাপম্ভবং বহুবিধং নৃপ । সুরাপানসমং পাপং প্রবক্ষ্যামি সমাগতঃ ॥ ৩৬
 গণান্নভোজননৈকৈব গাণিকান্ননিবেষণম্ । পতিভান্নাদননৈকৈব সুরাপানসমং স্মৃতম্ ॥ ৩৭
 উপাসনপরিভাগো দেবলান্নভোজনম্ । সুরাপয়োবিৎসংযোগং সুরাপানসমং স্মৃতম্ ॥
 যঃ শূদ্রেণ সমাহতো ভোজনং কুরুতে দ্বিজঃ । সুরাপী স হি বিজ্ঞেয়ঃ সৰ্ব্বধর্মবহিকৃতঃ ॥ ৩৯
 যঃ শূদ্রেণাভাসুজাতঃ কুর্ধ্যাদা ভোজনং দ্বিজঃ । সুরাপী স হি বিজ্ঞেয়ঃ সৰ্ব্বকর্মবহিকৃতঃ ॥৪০
 এবং বহুবিধং পাপং সুরাপানসমং নৃপ । হেমস্তেয়সমং পাপং প্রবক্ষ্যামি সমাগতঃ ॥ ৪১
 কন্দমূলফলানাঞ্চ কস্তুরীপটুবাসসাম্ । তথা স্নেহং রক্তানাং স্বর্ণস্তেয়সমং স্মৃতম্ ॥ ৪২
 ক্রমুকশ্যাপহরণং পদ্মনশ্চন্দনশ্চ চ । কপূরশ্যাপি হরণং স্বর্ণস্তেয়সমং স্মৃতম্ ॥ ৪৩
 ভান্নায়জ্ঞশুকান্নানামাজ্যশ্চ মধুনস্তথা । স্তেয়ং সূর্যকিটবাণাং হেমস্তেয়সমং স্মৃতম্ ॥ ৪৪
 রসজ্বাপহরণং বাজান্নাং হরণং তথা । কুদ্রাক্ষহরণনৈকৈব স্বর্ণস্তেয়সমং স্মৃতম্ ॥ ৪৫
 গুর্লঙ্গনাসমং পাপং প্রবক্ষ্যামি নমাসতঃ । ভগিনীগমননৈকৈব পুত্রস্ত্রীগমনং তথা ॥
 রজস্বজাতিগমনং গুরুতল্লসমং স্মৃতম্ ॥ ৪৬
 জাতৃস্ত্রীগমননৈকৈব বয়স্যস্ত্রীনিবেষণম্ । বিশ্বস্ত্রীগমননৈকৈব গুরুতল্লসমং স্মৃতম্ ॥ ৪৭
 অকালকণ্ঠকরণং পুত্রীগমনমেব চ । হীনজাত্যাতিগমনং মদ্যপস্ত্রীনিবেষণম্ ॥
 পরস্ত্রীগমননৈকৈব গুরুতল্লসমং স্মৃতম্ ॥ ৪৮
 বেদশ্রদ্ধাবিহীনত্বং গুরুতল্লসমং স্মৃতম্ ॥ ৪৯
 পিতৃষজ্ঞপরিভাগী ধর্মকার্যাবিলোপকঃ । যতিনিদ্রাপরশ্চৈব বিজ্ঞেয়ো গুরুতল্লগঃ ॥ ৫০
 ইতোবমানয়ো রাজন্ মহাপাতকসংজিতাঃ । এতেষাশ্চ তমে বাপি সঙ্গকৃৎ তসমো ভবেৎ ॥ ৫১
 যথাকথঞ্চিৎ পাপানান্ঃ মহত্তিঃ পরমমিতিঃ । শাস্ত্রেণ নিকৃতিদৃষ্টী প্রায়শ্চিত্তাদিকল্পনৈঃ ॥ ৫২
 প্রায়শ্চিত্তবিহীনানি পাপানি শৃণু ভূপতে । সমস্তপাপতুল্যানি মহানরকদানি বৈ ॥ ৫৩
 যঃ শূদ্রেণাক্রিতঃ লিঙ্গং বিহুং বা প্রণমেন্নরঃ । ন তস্মৈ নিকৃতির্লাভি প্রায়শ্চিত্তাদ্যুত্তরপি ॥ ৫৪

নমেদ্যঃ শূদ্রসংস্পৃষ্টঃ লিঙ্গঃ বা হরিমেব বা । ন সর্কষাতনাতৌগী যাবদাচক্ষতাকম্ ॥ ৫৫
পাষণ্ডপূজিতঃ লিঙ্গঃ নহা পাষণ্ডতাং ব্রজেৎ । রাজন্ বেদবিদো বাপি সর্কষাত্তার্থবিদ্যদি ॥ ৫৬

শ্রাভীরপূজিতঃ লিঙ্গঃ নহা নরকমগ্নতে ॥ ৫৭

যোষিত্তিঃ পূজিতঃ লিঙ্গঃ বিষ্ণুঃ বাপি নমেদ্যঃ । স কোটিকল্পসংযুক্ত আকল্প রৌরবে বসেৎ ॥
যদা প্রতিষ্ঠিতঃ লিঙ্গঃ মন্ত্রবিভির্ষথাবিধি । তদাপ্রভৃতি শূদ্রশ্চ যোষিত্তৌ বাপি ন স্পৃশেৎ ৫৯
দ্রোণামনুপনীতানাং শূদ্রাণাঞ্চ জনেশ্বর । স্পর্শনে নাবিকারোহন্তি বিকোর্বা শঙ্করশ্চ বা ॥ ৬০
বিষ্ণুঃ বা শঙ্করঃ বাপি আশ্রমাচারবর্জিতৈঃ । অর্চিতং রাজশাঙ্গীনাং স্প্রেতুপি চ ন পূজয়েৎ ৬১
সঃ শূদ্রসংস্কৃতঃ লিঙ্গঃ বিষ্ণুঃ বাপি নমেদ্যঃ । ইহৈবাতাত্ত্বঃখানি পশুভ্যামানুষ্যেভ্যঃ কিমু ৬২
শ্রাভীরপূজিতঃ লিঙ্গঃ বিষ্ণুঃ বাপি জনেশ্বর । নমস্তুং নাশয়তোব কিমগ্নৌর্নজলাঘিতৈঃ ॥ ৬৩
এভৌ বানুপনীতৌ বা স্থিরৌ বা পতিতোহপি বা । কেশবঃ বা শিবঃ বাপি স্পৃষ্টৌ নরকমগ্নতে
ব্রহ্মহত্যাদিপাপানাং কদাচিন্মুক্তির্ভবেৎ । ব্রাহ্মণঃ হেহি যস্যুশ্চ নিকৃতির্নাস্তি কৃত্যচিৎ ॥ ৬৫
বিশ্বাসঘাতকানাঞ্চ কৃত্যানাং জনেশ্বর । শূদ্রস্ত্রীমঙ্গিনীকৈব নিকৃতির্নাস্তি কৃত্যচিৎ ॥ ৬৬
শূদ্রানপুষ্টদেহানাং বেদনিন্দারত্যাগনাম । শুক্লনিন্দাপরাণাঞ্চ নিকৃতির্নৈব বিদ্যতে ॥ ৬৭
শিবনিন্দাপরাণাঞ্চ বিষ্ণুনিন্দারত্যাগনাম । সংকপানিন্দকানাঞ্চ নেহামৃত্যু চ নিকৃতিঃ ॥ ৬৮
বৌদ্ধালয়ং বিশেষদ্বন্দ্ব মহাপদ্যপি বৈ বিজঃ । তস্মৈ বৈ নিকৃতির্নাস্তি প্রায়শ্চিত্তশতৈঃ পি ॥ ৬৯
বৌদ্ধাঃ পান্ডিত্যিনঃ প্রোক্তা যতো বৈ বেদনিন্দকাঃ । তস্মাদ্বিকল্প্যমৈকৈক্যং যদি বেদেষুভক্তিমান্
জ্ঞানতোহজ্ঞানতো বাপি বিজো বৌদ্ধালয়ং বিশেষঃ । জ্ঞানবৈবনিকৃতির্নাস্তিশাস্ত্রাণামেষনির্ণয়ঃ
এতেষাং পাপবাহুজ্যায়রকং কল্পকোটিযু । এতে পান্ডিত্যিনঃ প্রোক্তাসুতাদেহাঃ ন নিকৃতিঃ ॥ ৭২
প্রায়শ্চিত্তনিহীনানি প্রোক্তান্তেতানি তে প্রভো । অদানি তেষাং নরকান্ গদতো মে নিশাময়
কল্পকোটিমহাস্রাণি কল্পকোটিশতানি চ । পচাত্তে নরকেবেদ্যং বৎসাপুতনমঘিতঃ ॥ ৭৪
ততঃ কৰ্ম্মাবসানেন স্থাবরঃ প্রভবন্তি তে । কল্পপ্রিতমপৰ্য্যন্তং ততঃ কিমরো পি তে ॥ ৭৫
যষ্টিং বর্মসহস্রাণি বষ্টিং বর্মশতানি চ । বিষ্ঠাভুজো ভবন্তেতে প্রৌঢ়ক্রিময়সুখা ॥ ৭৬
২৩ স্বাশীবিষাঃ কল্পং তদন্তে পশবো হি তে । তদৈব যুগ্মভাষাঃ তদন্তে স্বেচ্ছজাতয়ঃ ॥ ৭৭
কমেণ কৰ্ম্মশেষেণ গোলকাঃ প্রভবন্তি তে । কুণ্ডলক্ কৰ্ম্মজ্যৈকস্মিন স্ততো বিপ্রৌ হৃকিঃ ৭৮
দারিদ্র্যাদীড়িতো নিত্যং প্রতিগ্রহপরাধনঃ । পাপাঃ প্রতিগ্রহাদ্ভ্যাসিত পাপায়রকমগ্নতে ॥ ৭৯
তব রাজন্ মহাভাগ যাতনা যাঃ প্রকীর্তিতাঃ । মহাপাতকিনস্তাসু প্রত্যেকং যুগবাসিনঃ ॥ ৮০
তদন্তে পৃথিবীমেতা সপ্তজন্মসু গর্দভাঃ । ততঃ খানো বিদুঃ রাহী ভবেয়ুর্দশজন্মসু ॥ ৮১
আশতাদং বিটক্রিময়স্ততস্তে মুখিকা নৃপ । তাৎকালং ভবেয়ুশ্চ সর্পা দ্বাদশজন্মসু ॥ ৮২
ততঃ সহস্রজন্মানি যুগাদ্যাঃ পশবো নৃপ । শতাদং স্থাবরা রাজস্তুদন্তে গোশরীদিগঃ ॥ ৮৩
ততস্ত সপ্ত জন্মানি চাণালাঃ পরিকীর্তিতাঃ । ততঃ ষোড়শ জন্মানি শূদ্রাদাং তীনজাতয়ঃ ॥ ৮৪
ততস্ত জন্মবিভয়ে বৈশ্বঃ ক্ষত্রিয় এব চ । তত্রাপ্যতিবলৈর্নিতাং বাধ্যমানো হি জীবতি ॥ ৮৫
ততশ্চ বিপ্রতাং প্রাপ্য দরিদ্রো ব্যাধিপীড়িতঃ । প্রতিগ্রহপদো নিত্যং ততো নরকমগ্নতে ॥ ৮৬
অসুয়াবিষ্টমনসাং রৌরবঃ নরকং স্মৃতম্ । তত্র কল্পত্রয়ং দ্বিতী চাণালাঃ কোটিজন্মসু ॥ ৮৭
বা দদবেতি যো ব্রহ্মদেবায়ো ব্রাহ্মণেব চ । স বদোমিশতং গতা চাণালেষু নিপাত্যতে ॥ ৮৮

ଉଦନ୍ତେ ଭୁବମାମାନ୍ୟା ତବନ୍ତି ସ୍ନେହଞ୍ଜାତରଃ ॥ ୧୧୮

অশ্রোদেগকরা যে তু যাতি বৈতরণীং নদীম । তাত্তপকমহাযজ্ঞা লালাতক্ষা ভবন্তি হি ॥ ১১৯
 ঔপাসনপরিভ্যাগী দোরবঃ নরকঃ ব্রজেৎ । অনূষ্ঠানবিহীনাশ কৃমিভক্ষঃ প্রযান্তি হি ॥ ১২০
 নৃপৈতেষাং চতুর্থাৎ হুঃখঃ পঞ্চমুগাধবি । উদন্তে ভুখমানাদ্য ভবন্তি পঃশেনবকাঃ ॥ ১২১

বিপ্রগ্রামকরাদানঃ কৰ্ত্তব্যঃ শূন্য ভূমিতে । যাতনাস্বাস্থ্য পচাত্তে যাবদাচল্যতাকরম্ ॥ ১২২
 বিপ্রগ্রামেষু ভূপাল যঃ কুর্যাদধিকং করম্ । সমহসকুলো ভূমিতে নরকান্ কল্পকোটিম্ ॥ ১২৩
 বিপ্রগ্রামে করাদানে মোহনুমম্ভতি পাতকী । স এব কৃতবান্ রাজন্ ব্রহ্মহত্যায়ুতম্ ॥ ১২৪
 ঋষিষ্ঠাভোমিনো নিত্যং নরা আতিথ্যবর্জিতাঃ । কালমৃত্রে মহাঘোরে বসন্তি হি চতুর্য়ম্ ॥
 অথো নো চ বিনো নো চ পশুবোমো চ যো নরঃ । গিঞ্জারেভোমহাপাগীভোভোজনমাত্রস্য
 বসাকৃপং ততঃ প্রাপ্য শিবা দিব্যাদনমুত্তমম্ । রেতোভোগী ভবেদ্যত্নাঃ সর্সলোকেমনিমিত্তঃ
 উপবাসদিনে রাজন্ দন্তধাদনকুন্নরঃ । স যোত্রং নরকং যতি ব্যাঘ্রভক্ষ্যং চতুর্য়ম্ ॥ ১২৬
 শ্বদত্তং পরদত্তং বা যো হরৌষধমুক্করাম্ । তস্মৈ পাপকলং বক্ষ্যে গদতো মে নিশাময় ॥ ১২৭
 স কোটিকুলমংযুক্তঃ প্রভুজন্ পুতিমুত্তিকাম্ । যাতনাস্বাস্থ্য পচাত্তে প্রত্যেকং কল্পকোটিম্ ॥

যষ্টিবর্ষমহস্যাণি জায়ন্তে বিড়্ভুজশ্চ তে ॥ ১২৮

গনয়েদনন্ত পৃথিবীঃ সূয়া ভন্নরকং শূন্য । স কোটিকুলমংযুক্তো নিমজ্জতাককর্দমে ॥ ১৩১
 ততো বিষ্ঠাহুদে মথস্তিষ্ঠেদ্যুগমহস্কম । তদন্তে যাতনাস্বাস্থ্য যাবদিস্ত্যশ্চতুর্দশ ॥ ১৩২
 তদন্ত পৃথিবীমেতা সর্সলোকেমনিমিত্তঃ । ত্রণী কৃষ্ঠাভিভূতশ্চ ভবেদ্যুগশতং নরঃ ॥ ১৩৩
 যঃ স্বকর্মেণ তিষ্ঠাগী পায়তীভূতাত্তে বৃধেঃ । তৎসমুদ্রকৃতং সমস্ত ভাবুভাবতিপাপিনো ॥ ১৩৪
 কল্পকোটিমহস্যাণি কল্পকোটিশতানি চ । মহস্রবংশমংযুক্তো নরকে বানমগ্নতে ॥ ১৩৫
 বস্ত্র সমুদ্রশস্যাদিলিঙ্গচিত্ততনূন্নরঃ । স সর্সয়াতনাভোগী তাণ্ডালো জয়কোটিম্ ॥ ১৩৬
 তঃ দ্বিজঃ তপ্তশস্যাদিলিঙ্গান্নিততনূন্নরঃ । সমুদ্রায়া দৌরবং যতি যাবদিস্ত্যশ্চতুর্দশ ॥ ১৩৭
 চক্রাঙ্কিততনূর্বত্র তত্র কোহপি ন সংবসেৎ । যদি তিষ্ঠেদ্যত্নাপাগী মহস্রব্রহ্মহী ভবেৎ ॥ ১৩৮
 গঙ্গাস্রানরতো বাপি অশ্বমেধরতোহপি বা । চক্রাঙ্কিততনূন্নরঃ দৃষ্টী পশ্যেৎস্বর্ঘ্যং জপন্ নরঃ ॥

জপেত পৌরুষঃ সূক্তমগ্নথা নরকং ব্রজেৎ ॥ ১৩৯

লিঙ্গাঙ্কিততনূন্নরঃ দৃষ্টী পশ্যেৎস্বর্ঘ্যং জপন্ নরঃ । জপেচ্চ শতকদ্রীরনগ্নথা দৌরবং ব্রজেৎ ॥ ১৪০
 ব্রাহ্মাশ্চ তনূর্কেয়া সর্সদেবমম্মাশ্রিতা । সা চেৎসমুদ্রাপিতা রাজন্ কিং বক্ষ্যামি মহৈনমঃ ॥
 চক্রাঙ্কিততনূর্বাপি রাজলিঙ্গাঙ্কিতোহপি বা । নানিকারী পরিভ্রেষঃ শ্রীতশ্রীতৈষু কথ্যম্ ॥
 ভূতকাষ্যাপকাশ্চৈব ভূতকাষ্যামিনস্তথা । আকল্পং যাতনা ভূমিতে তদন্তে ব্রহ্মহত্যায়ুতমঃ ১৪১
 শ্রীশূদ্রাণাং সমীপে তু বেদাবাঘনকুন্নরঃ । কল্পকোটিমহস্রেমু প্রাপ্নোতি নরকান্ ক্রমাৎ ॥ ১৪২
 দেবদ্রব্যাপহর্ত্তারো গুরুদ্রব্যাপহর্ত্তকাঃ । ব্রহ্মহত্যায়ুতসমং হৃদন্তং ভুঞ্জতে নরাঃ ॥ ১৪৩
 অনাপবনহর্ত্তারোহনাথং মে বিদ্বিসন্তি চ । তেষাং পাপকলং বক্ষ্যে শূন্যং সূমমাহিতঃ ॥ ১৪৪
 অশঃশিরোদ্ধগাদাশ্চ কৌলিতাস্তদ্বকদয়ে । ধূমপানরতা নিত্যং তিষ্ঠন্ত্যাব্রজবাসদম্ ॥ ১৪৫
 অত্রাণে পুষ্পহর্ত্তারো দেবপূজার্থকলিতে । তে যন্তি নরকং দৌরং বহির্জালাপ্রবেশনম্ ॥ ১৪৬
 জলে দেবালয়ে বাপি যঃ স্রজেদেহজং মনম্ । ক্রণহত্যায়মং পাপং স প্রাপ্নোত্যতিদারুণম্
 দত্তাশ্বিকেশনগ্নরান্ যঃ স্রজেদেবতালয়ে । জলে বা ভুক্তশেষং তস্মৈ পাপকলং শৃণু ॥ ১৪৭
 প্রামপ্রতোদনৈর্ভিনা আর্ত্তরাবদিরাবিগঃ । অত্মাকটিলপানক কুড়ীপাকং ততঃ ক্রমাৎ ॥ ১৪৮
 ব্রহ্মস্বং হরতে যন্ত ভূষং বা কণ্ঠমেব বা । স যতি নরকং দৌরং যাবদাচল্যতাকরম্ ॥ ১৪৯
 নক্ষত্রদ্বারাং বারুণিহায়ুত চ হুঃখদম্ । ইহ সম্প্রদিশাণাম পরজ নরকান চ ॥ ১৫০

m

কৃটগাফার বদেদবস্ত্র জ্ঞান পাপকলং শম্ । স যাতি যাতনাঃ সর্গা যাবদিত্যশ্চতুর্দশ ॥ ১৫৪
 তুহ পুলাশ্চ পৌলাশ্চ বিনষ্টি পথজ চ । যৌবনং নারকং যাতি যঃ সাক্ষামনুভবং বদেৎ ॥ ১৫৫
 যে চাত্তিকানিনো মর্ত্যা যে চ মিত্যাদি বাদিনঃ । তেষাং মুখেজলোকাশ্চপূর্বাভ্যেপন্নগোপমাঃ
 এবং বহ্নিসমাঃ ত্রিগা ভূতঃ ক্ষারাদুমেচনম্ । অমাসানান্নান্নিত্য বিশস্তি ক্ষারকর্দমম্ ॥ ১৫৬
 ভতো গর্ভৈর্নিপাতান্তে মরপ্রাচীনঃ তথা । তদন্তে ভুবনাসাদ্য হীনান্নাঃ প্রভবন্তি চ ॥ ১৫৭
 ঋতৌ নাভিগমেদ্যন্ত অস্ত্রিয়ং মনুজেপথ । স যাতি যৌবনং যৌবনং ব্রহ্মহত্যাকং বিন্ধতি ॥ ১৫৮
 অনাচারবতান্ দৃষ্টা যঃ শতো ন নিগারয়েৎ । তৎপাপাঙ্গিমবাপ্নোতি যতোপেক্ষাপরায়ণঃ ॥ ১৫৯
 পাপিনাং পাপগণনাং যঃ কণোতি নরোধমঃ । অস্তিহে ভূলাপাণী স্তান্মিথ্যাহে দ্বিগুণস্তৎ ১৬০
 অপাপে পাতকং যন্ত সমারোপতি নিন্দতি । স যাতি নরকান্ যৌবনং যাবদাচল্লতারকম্ ॥ ১৬১
 পাপিনাং পাতকং যন্ত বদেৎ তৎসদৃশো ভবেৎ । পাপিনাং নিভাপাপানাং পাপাঙ্গিনশ্চতি ক্ষণাৎ
 কল্যাণামী নরো যন্ত ভক্ষ্যমাণঃ যতিঃ সঙ্গা । স যাতি ধূমপানকং যুযাযুযাং ততঃ ক্রমাৎ ১৬২
 যন্ত ব্রতানি নংগুহ্য অনমাপ্য পবিত্রাজেৎ । মোহমিপত্রবনং প্রাপ্য হীনান্নো জায়তে ভুবি ॥
 অষ্টৈঃ নংগুহ্যমাণান্য ব্রতানি বিকুরং । ত্রিগুণতুলসংযুক্তঃ স যাতি শ্লেষভোজনম্ ॥ ১৬৩
 জায়ে চ বর্ষশিক্ষায়াং পক্ষপাতং কণোতি যঃ । নৈতস্ম নিকৃতির্ভূপ ঐহিকিত্তশতৈরপি ॥ ১৬৪
 অতোজাতোজী মল্যাপা পিতৃপানং সমায়তম্ । চণ্ডালবংশমজ্ঞাতো গোমাংসানীভবেৎসঙ্গা
 অবমস্ত নিজান্ বাগ্ম্ভির্ভ্রাজহত্যাকং বিন্ধতি । সর্গাশ্চ যাতনা ভুজ্য চাতালো দশজন্মম্ ॥ ১৬৫
 বিপ্রায় দীৰ্যমানে তু যৌ বিপ্রং কুরুতে নরঃ । স যাতি ব্রহ্মহত্যানং সহস্রাণাং শতায়ুতম্ ॥
 অপহৃতং পরস্মার্থং যঃ পরেভ্যঃ প্রযচ্ছতি । স দাতা নরকং যাতি যস্মার্থস্তস্ম তৎফলম্ ॥ ১৬৬
 অগ্নায়মাদিত্যং এবাং বশ্যায়ৈ প্রযচ্ছতি । স যাতি নরকং যৌবনং যস্মার্থস্তস্ম তৎফলম্ ॥ ১৬৭
 প্রতিশ্রুতাপ্রদানেন লালভক্ষং ব্রহ্মেরঃ । যতিনিদাপনো রাজজিলাষস্তং ব্রহ্মেরঃ ॥ ১৬৮
 আরামভেদিনো যাতি গুণানামেকবিংশতিম্ । যতোজনং ভতো যাতি ক্রমাৎসর্গাশ্চযাতনাঃ
 দেবভাগুং ভেদ্যারস্তাগানাকং ভেদিনঃ । পুষ্পারামভিদৈশ্চ বারং গতিং প্রাপ্নুযুঃ শৃণু ॥ ১৬৯
 কোটিকোটিকুণ্ডলৈর্ভূজাঃ কল্লকোটায়ুতানি । গতা যাতনাম্ চ সর্গাম্ পচান্তে বৈ পৃথক্ পৃথক্ ॥
 ততশ্চ বিষ্টাক্রময়ঃ কল্লকোটীন্ ভূপতে । তদন্তে বিড়্ভুজস্তে বৈ কল্লানামেকবিংশতিম্ ॥ ১৭০
 তথৈব তে কুমিভুজো যুগানামেকবিংশতিম্ । ততশ্চ ভুবনাসাদ্য চাতালাঃ কোটিজন্মম্ ॥ ১৭১
 গ্রামনাশকরাণাং পাপকং স্মরংস্তরম্ । ন সমর্থোহস্মি গদিতুং জন্মকোটিশতৈরপি ॥ ১৭২
 দেবপুর্দাহকা যো তু তথৈব গ্রামদাহকাঃ । যাবদব্রহ্মা স্বজভোতং তাবন্নরকমাপ্নুযুঃ ॥ ১৭৩
 যন্ত কস্ত চ পাপকং মোহম্ভ্রাতা ভবেন্নরঃ । স যাতি তত্র পাপাঙ্গিনং নরকান্চ যথোচিতান্ ॥
 কুণানী গোলকানী চ তথৈব গ্রামবাজকাঃ । অযাজ্যবাজকৈশ্চ মহাপাতকিনঃ স্রুতাঃ ॥ ১৭৪
 আত্মারকা দেবলকা গ্রামনক্ষত্রবাজকাঃ । ত এতে ব্রহ্মচাতালা মহাপাতকপঙ্কমাঃ ॥ ১৭৫
 এতেষাং যাতনাঃ সর্গা যুগানামেকবিংশতিম্ । তদন্তে ভুবনাসাদ্য চাতালাঃ সপ্তজন্মম্ ॥ ১৭৬
 উচ্ছিন্নৈর্দোজিনো যে চ বিব্রজোহরতাস্ত যো । তেষাং যাতনাঃ সর্গা যাবদাচল্লতারকম্ ॥ ১৭৭
 উৎসরপিভূদেবেভ্যো বেদমার্গবহিকৃত্যঃ । পাপিতা ইতি বিখ্যাতা যাতনাবহবঃ শৃতাঃ ॥ ১৭৮
 এবং বহুবিধাঃ প্রোক্তাঃ পাতকান্ধোপপপাতকাঃ । তেষাং সৎসংখ্যাবাহুল্যাকিরন্তনৈঃ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ

পাপানাম্ যাতনানাম্ ধর্ম্যার্থৈব ভূপতে । সংসারং নিগদিতুং লোকে কঃ শক্যো বিমূনা ঋতে
 এতেষাং সর্গপাপানাম্ ধর্ম্যশাস্ত্রবিধানতঃ । প্রায়শ্চিত্তেন চৌর্ণ্যে পাপপরাগিঃ প্রবশতি ॥ ১৮৯
 প্রায়শ্চিত্তানি কার্যানি নমোণে কমলাপতেঃ । নুনাভিরিঞ্জতা ন জ্ঞানং সফলানি ভবন্তি হি ॥
 গঙ্গা চ তুলসী চৈব সংসংগো হরিকীর্তনম্ । অনসূয়া ভক্তির্নাম চ সর্গপাপপ্রণাশিনঃ ॥ ১৯১
 বিম্পর্পিতানি কৰ্ম্মানি সফলানি ভবন্তি হি । অনম্পর্পিতানি কৰ্ম্মানি ভগ্নানি স্তম্ভহাববৎ ॥ ১৯২
 নিত্যং নৈমিত্তিকং কামাং বচ্যাত্ত্যোক্ষমাধনম্ । বিদ্যোঃ সমর্পিতং সর্গং সাত্ত্বিকং সফলং ভবেৎ ॥
 বিদ্যোভক্তিঃ পরা নৃণাং সর্গপাপপ্রণাশিনী । ভক্তিমহিঃ কৃতং কৰ্ম্ম সফলং জ্ঞানমধীপতে ॥ ১৯৪
 ভক্তির্দশগুণা নৃণাং পাপপারগাদবানলঃ । তাম্রেন রাজসৈন্যেন সাত্ত্বিকৈশ্চ নৃপোত্তম ॥ ১৯৫
 যচ্চাত্ত্ব্য বিনাশার্থং ভজতে শ্রদ্ধয়া হরিম্ ॥ শৃগুং পৃথিবীপাল মা ভক্তিস্তামনাং ধমা ॥ ১৯৬
 যোহর্চয়েৎ কৈতবধিরা শৈবরিনী স্বপতিং যথা । নারায়ণং জগন্নাথং মা বৈ তামনমধামা ॥ ১৯৭
 দেবপূজাপরাং দৃষ্ট্বা সংসরী যোহর্চয়েদ্ধরিম্ । শৃগুং পৃথিবীপাল মা ভক্তিস্তামনোত্তমা ॥ ১৯৮
 ধনদাতাদিকং যন্ত প্রার্থয়ন্নর্চয়েদ্ধরিম্ । শ্রদ্ধয়া পরমাবিধেঃ মা ভক্তী রাজসামধমা ॥ ১৯৯
 যঃ সর্গলোকবিখ্যাতাং কীর্তিমুদ্ভিগ্ন মাধবম্ । অর্চয়েৎ পরমা ভক্তা মা বৈ রাজসমধামা ॥
 সালোকাদিপং যন্ত প্রার্থয়ন্নর্চয়েদ্ধরিম্ । বিদ্যোঃ পৃথিবীপাল মা ভক্তী রাজসোত্তমা ॥ ২০১
 যন্ত স্বকৃতপাপানাম্ ক্ষমার্থং পূজয়েদ্ধরিম্ । শ্রদ্ধয়া পরমা রাজম্ মা ভক্তিঃ সাত্ত্বিকামধমা ॥ ২০২
 হরিরিদং প্রিয়মিতি কৃপা মনসি যো নরঃ । কৰ্ম্মানি ককটে ভূপ ভক্তিঃ সাত্ত্বিকামধমা ॥ ২০৩
 বিবিবুদ্ধার্চয়েদ্বন্ত দাসবচক্রপাণিনম্ । ভক্তোনাং প্রবীণ জ্ঞেয়া মা ভক্তিঃ সাত্ত্বিকোত্তমা ॥
 নারায়ণস্ত মহিমাং কাকিচ্ছুতাহপি যো নরঃ । জগদ্রহেন সন্তপ্তেঃ মা ভক্তিঃ সাত্ত্বিকোত্তমা ॥
 অহমেন পরো বিমূর্ষসি সর্গমিদং জগৎ । উচিৎ যঃ নতস্তং পরেশং তং বিদ্যাভ্যুত্তমোত্তমম্ ॥ ২০৬
 এবং দশবিধা ভক্তিঃ সংসারচ্ছেদকাকিঞ্চন । ইদানি সাত্ত্বিকী ভক্তিঃ সর্গকামফলপ্রদা ॥ ২০৭
 তস্মাচ্ছৃণু ভূপাল সংসারচ্ছেদমিচ্ছতাং । সাত্ত্বিকান্যবিদ্যাধেন ভক্তিঃ কাংক্ষা জনাদিনে ॥
 যঃ কৰ্ম্মানি পরিভাজ্য ভক্তিমায়েণ কীর্ততি । ন তস্য ভূপতে বিদ্যাচার্য্যঃ পূজাতে দ্যভঃ ॥
 সর্গাগমাণ্যাম্ভাচারঃ প্রথমঃ পরিকল্পতে । সাত্ত্বিকপ্রভবে সর্বো ধর্ম্মস্ত প্রভুত্বভূতঃ ॥ ২১০
 তস্মাৎ কার্য্য হরৌ ভক্তিঃ স্বধর্ম্মস্তাবিরোদিনী । সদাচারবিহীনানাম্ ধর্ম্মার্থো ন সুপ্রদদৌ ॥
 হুয়া মহীশ যং পৃষ্টং তং সর্গং গদিতং যথা । উন্মাদকপশো ভূহা স্তমী ভব দৃঢ়বত ॥ ২১২
 পূজয়ন্ত প্রবর্ত্তেন নারায়ণমনাময়ম্ । তস্মিন্ সঃ পূজ্যমানে হু সন্তানু কামানিহাস্যানি ॥ ২১৩
 পূজয়ন্ত হরং বিমূষেকবুদ্ধা মধীপতে । ভেষজং বক্ষ্যন্তানামমৃতামৃতদ্রুতম্ ॥ ২১৪
 শিব এব হরিঃ সাক্ষাৎকরিরেব শিবঃ স্বয়ম্ । ভেষজং বক্ষ্যন্তানামমৃতামৃতদ্রুতম্ ॥ ২১৫
 আক্ৰমাতনপাপানো রাজেন্দ্রব পিতামহাঃ । বনন্তি নরকে তে চ দক্ষাঃ কপিলকোপতঃ ॥ ২১৬
 তানুত্তর মহাভাগ গঙ্গাঙ্কলনিষেচনৈঃ । গঙ্গা সর্গানি পাপানি নাশয়তোন পতিত ॥ ২১৭
 কেশমন্তি নবং দন্তং ভস্ম বাপি জনৈশ্চর । গঙ্গায়াঃ স্পর্শমাত্রেণ তানু নরভাজুত পদম্ ॥ ২১৮
 যস্মাৎপি ভস্ম বা রাজম্ গঙ্গায়াঃ স্পর্শপাতে নরৈঃ । মহাপাতকমুক্তোহপি স যতি পরমং পদম্
 তস্য শৃগুং রাজেন্দ্র গঙ্গা পাপপ্রণাশিনী । বিনিক্ষেপেচনাদেব প্রস্তুতি পরমং পদম্ ॥ ২২০
 যামি কামি চ পাপানি প্রৌড়াযি ভব পতিত । তানি পাপানি বস্ত্রসি গঙ্গাবিন্দিতৈবকৃতঃ ॥

নারদ উবাচ ।

ইত্যা ক্রা পৃথিবীপালং ধর্মরাজো মুনীশ্বরাঃ । অন্তর্দধে স রাজাপি তপস্তপ্তং মনোদধে ॥১২০
নিষ্কৃপা পৃথিবীং সর্গাং সচিবেষু মহীপতিঃ । তপস্তপ্তং মুনিশ্রেষ্ঠা স্তুহিনাদ্রিঃ জগাম সঃ ॥
ইতি ব্রহ্মনারদীয়ে পুরাণে কালসংবাদো নাম চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ।

গাবয় উচুঃ ।

হিমবদ্বিরিমানাদা কিং চকার মহীপতিঃ । কথং বাহুতবান্ গঙ্গাং সূত তদ্বকুর্মহমি ॥ ১
সূত উবাচ ।

ভগীরথো মহারাজো জটাজীৱধরো বনে । গচ্ছন্ হিমাঙ্গি তপসে যযৌ গোনাবরীতটম্ ॥ ২
তত্রাপশ্যমহারণ্যং ভূগোরাশ্রমমত্তমম্ । কুমারসমাকীর্ণং মাতঙ্গচরসেবিতম্ ॥ ৩
লম্বদ্বন্দ্বমরসংযুক্তং কচ্ছদ্রিঃ সঙ্গুলম্ । ব্রজস্বরাহনিকরং চমরীবাণবীজিতম্ ॥ ৪
নৃত্যশ্লগনিকরং সারঙ্গগণসেবিতম্ । প্রবর্দ্ধিতমহারক্ষং মুনিষ্ঠাভিহাদরাং ॥ ৫
শালভালতমালাঢ্যং দৃহন্ধিষ্ঠালমণ্ডিতম্ । রক্ষসজ্ঞান্ধকুদাল-শমীকচকশোভিতম্ ॥ ৬
মালতীমুখিকাকুন্দ-চম্পকাঙ্কভূষিতম্ । উৎকলকুমুদোপেতমুখিসজ্জনিবেষিতম্ ॥

বেদশাস্ত্রসমুদ্যোগং ভূগোঃ প্রাশিশদ্যগ্রমম্ ॥ ৭

গুণস্তং পরমং ব্রহ্ম সূতং শিষ্যবরৈর্মুনিম্ । ভেজসা সূর্যাসম্প্রাশং ভৃঙং তত্র দদর্শ সঃ ॥ ৮
ননাম বিধিবদ্ভূপস্তম্ মুনিবরায় সঃ । আতিথ্যং ভৃগুরপাশ্চ চক্রে সম্মানপূর্ব্বকম্ ॥ ৯
কৃতাতিথ্যজিহ্মো রাজা ভৃগুণা পরমর্ষিণা । উবাচ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা বিনয়ান্ননিপুঙ্গবম্ ॥ ১০

রাজোবাচ ।

ভগবন্ সত্যধর্মজ্ঞ সর্কশাস্ত্রবিশারদ । ভগবাং স্তুষাতে যেন সংসারার্ণবতারকঃ ॥ ১১
পূজাতে কর্মণা যেন ভগবান্ ভূতভাবনঃ । অনুগ্রাহোহস্মি তে ব্রহ্মন্ সর্কমাখ্যাতুর্মহমি ॥১২
ভৃগুরুবাচ ।

রাজংস্তবেপিতং জাতং হং হি পুণ্যবতাং বরঃ । অশ্রুথা স্বকুলং সর্কং কথমুক্তুর্মহমি ॥ ১৩
যো বা কো বাপি ভূগাল গঙ্গাগেকাদিভিঃ স্ককান্ । উদ্ধত্বেকামস্তং বিদ্যাবররূপধরং হরিম্ ॥ ১৪
কর্মণা যেন দেবেশো নৃণামিষ্টকলপ্রদঃ । তংপ্রবক্ষ্যামি রাজেন্দ্র শৃণু স্মসমাহিতঃ ॥ ১৫
ভব সত্যপরো রাজরহিংমানিরভকুথা । সর্কভূতহিতো নিত্যং ন বদেচ্চানতং কচিৎ ॥ ১৬
তাজং দুর্জয়নসংসর্গং ভজ সাধুসমাগমম্ । কুরু পুণ্যমহোরাত্রং স্মর বিষ্ণুং সনাতনম্ ॥ ১৭
কুরু পূজাং মহাবিকোষাহি শান্তিমন্তুমাম্ । অষ্টাঙ্গং মহনস্তং জপ্ত্বা শ্রেয়ো গমিষ্যসি ॥ ১৮
রাজোবাচ ।

সত্যং কীদৃশং প্রোক্তমহিংসা বাপি কীদৃশী । সর্কভূতহিতত্বক প্রোক্তং কীদৃশিৎ মুনে ॥ ১৯
অমুক্তং কীদৃশং প্রোক্তং দুর্জনাশ্চৈব কীদৃশাঃ । সাধবঃ কীদৃশাঃ প্রোক্তাস্থথা পুণ্যং কীদৃশম্

অৰ্জুন কথং বিষ্ণুস্ত পূজা চ কীদৃশী । শান্তিনাম চ কা প্রোক্তা কিমষ্টোক্ষরমৰ্জকম্ ॥ ২১
মৰ্কশান্তার্থভক্ত নুনে ভক্তার্থকোবিদ । এতন্মে পূজবাংসলাং মৰ্কমাখ্যাতুমহ্মি ॥ ২২
ভৃগুউবাচ ।

মাধু মাধু মহাপ্রাজ্ঞ তব বুদ্ধিরমৃতমা । যঃ পৃষ্টোহহং ত্বয়া রাজঃস্তমৰ্কং প্রবদামি তে ॥ ২৩
যথার্থকথনং রাজন্ সত্যমিত্যভিধীয়তে । ধৰ্ম্মাবিরোধতো বাচাং তন্ধি ধৰ্ম্মপরায়ণৈঃ ॥ ২৪
দেশকালাদিবিজ্ঞানাং স্বধৰ্ম্মস্তাবিরোধতঃ । যথচঃ প্রোচাতে সন্তিস্তং সত্যমভিধীয়তে ॥ ২৫
মৰ্কেষামেব জন্ম নামক্লেণজননং হি যঃ । রাজস্বহিংসা বিজ্ঞেয়া মৰ্ককামার্থদায়িনী ॥ ২৬
ধৰ্ম্মকার্যাসহারতমকার্যাপরিপন্থিতা । মৰ্কলোকহিতং বৈ প্রোচাতে ধৰ্ম্মকোবিদৈঃ ॥ ২৭
ইচ্ছানুরুদ্ধিকথনং ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মাবিবেকতঃ । অনৃতং তন্ধি বিজ্ঞেয়ং মৰ্কশ্রেয়োবিরোধিতম্ ॥ ২৮
যে লোকবিত্তিষো মূৰ্খাঃ কুমার্গরতবুদ্ধয়ঃ । তে রাজন্ দুৰ্জনাঃ প্রোক্তাঃ মৰ্ককৰ্ম্মবহিন্ততাঃ ॥ ২৯
ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মবিবেকেন বেদমার্গানুসারিণঃ । মৰ্কলোকহিতে মজাঃ সাধবঃ পরিকীর্তিতাঃ ॥ ৩০
চরিত্রীতিকরং যচ্চ সন্তিস্ত পরিরঞ্জিতম্ । আত্মনঃ শ্রীতিজনকং তং পুণ্যং পরিকীর্তিতম্ ॥ ৩১
মৰ্কং জগদিদং বিষ্ণুবিষ্ণুঃ মৰ্কস্য কারণম্ । অহং বিষ্ণুরিতি যঃ তবিকোঃ স্মরণং বিদুঃ ॥ ৩২
মৰ্কদেবময়ো বিষ্ণুবিধিনৈতস্ত পূজনম্ । ইতি যা মনসঃ শ্রীতিঃ সা ভক্তিঃ পরিকীর্তিতা ॥ ৩৩
মৰ্কভূতময়ো বিষ্ণুঃ পরিপূর্ণঃ সনাতনঃ । ইত্যেতদপরা ভক্তিঃ সা পূজা পরিকীর্তিতা ॥ ৩৪
সমতা শকমিত্রেবু বশিত্বং তথা নৃপ । যদুচ্ছালাভমকৃষ্টিঃ শান্তিনীনা প্রকীর্তিতা ॥ ৩৫
এতে মৰ্কসে সমাখ্যাতাস্তপঃসিদ্ধিপ্রদায়কাঃ । সমস্তপাপরাশীনান্ তরমা নাশহেতবঃ ॥ ৩৬
অষ্টোক্ষরমহামন্ত্রং মৰ্কপাপপ্রণাশনম্ । বক্ষ্যামি তব রাজেন্দ্র পুরুষার্থকসাধনম্ ॥ ৩৭
বিষ্ণুপ্রিয়করং মন্ত্রং মৰ্কসিদ্ধিপ্রদায়কম্ । নমো নারায়ণায়ৈতি তপেঃ প্রণবপূজকম্ ॥ ৩৮
শঙ্খচক্রধরং শান্তং নারায়ণমনাময়ম্ । লক্ষ্মীমংস্থিতবামাঙ্গং তথাভয়করং প্রভুম্ ॥ ৩৯
কিরীটকুণ্ডলধরং নানামণ্ডনভূষিতম্ । লাজংকৌন্তভমালোচাং শ্রীংসান্বিতবক্ষসম্ ॥ ৪০
শীতান্বরধরং দেবং সুরাসুরনমস্কৃতম্ । ধারয়েদনাদিনিধনং মৰ্ককামফলপ্রদম্ ॥ ৪১
এবমুতং মহাবিষ্ণুঃ পশ্চোদাঙ্গানমাক্রুনি । স যাতি মৰ্কশ্রেয়াংসি বিপ্রামঃ কুরু ভূপতে ॥ ৪২
বাটো নারায়ণঃ প্রোক্তো মন্ত্রস্তদ্রাচকঃ স্মৃতঃ । বাচাবাচকমম্বকো নিতা এব মহাজ্ঞানঃ ॥ ৪৩
যথাহনাদিধ্বকোহহং যোঃ সংসারসাগরঃ । তথাহনাদির্মহাবিষ্ণুঃ স সারান্মোচকঃ স্মৃতঃ ॥ ৪৪
স এব বাতা জগতাং মৰ্ককামফলপ্রদঃ । অনুর্যামী জ্ঞানরূপী পরিপূর্ণঃ সনাতনঃ ॥ ৪৫
ইত্যেতং মৰ্কমাখ্যাতং ধৰ্ম্মাং তং পরিপূজসি । স্তুতি তেহস্ত তপঃসিদ্ধিং লভ গচ্ছ যথাস্থতম্ ॥ ৪৬
সুত উবাচ ।

এবমুতো মহাপাশো ভৃগুনা পরমর্ষিণী । পরমাং শ্রীতিমাপন্নঃ প্রপেদে তপসে বনম্ ॥ ৪৭
হিমবলিগিরিমাদা গঙ্গাভীরে মনোরমে । নাদেধরে মহাক্ষেত্রে তপস্তপেহতিদৃশ্যম্ ॥ ৪৮
রাজা ত্রিবর্ণশ্রী কন্দম্বকশাশনঃ । কৃতাতিথার্হণশ্চাপি নিতাং হোমপারায়ণঃ ॥ ৪৯
মৰ্কভূতহিতঃ শান্তো নারায়ণপারায়ণঃ । পত্নৈঃ পুত্ৰৈঃ কলৈস্তৌষ্ঠিকালং চরিপূজকঃ ॥ ৫০
এবং বহুবিধং কালং নীহা হতাত্ত্বৈর্ষ্যবান্ । ধারয়ন্ নারায়ণং দেবং শীর্ণপর্ণাশনোহভবৎ ॥ ৫১
জানারামপরো ভূতা রাজা পরমধার্ম্মিকঃ । মিত্রচ্ছানপরো ভূতা তপস্তপ্তং প্রচক্ষমে ॥ ৫২

ব্যায়ম্ নারায়ণং দেবমনন্তং পরমবায়ম্ । বষ্টিং বর্যমহত্যাণি নিরুচ্ছাসপরোহভবং ॥ ৫৩
 তস্মৈ বামাপুটোদ্ভাজো ধূমো জজ্ঞে ভয়ঙ্করঃ । তং দৃষ্ট্বা দেবতানাথ্য ত্রাসেনা জজ্ঞে মহামুনে ॥ ৫৪
 অধিকারক্ষয়ন্তরাং দেবাঃ সন্ধ্যামপীড়িতাঃ । অভিজগ্মূর্নহাবিকূৰ্য্যত্রাস্তে জগতাং পতিঃ ॥ ৫৫
 ক্ষীরোদস্তোমসুরং তীরং সন্তাপা ত্রিদিবেশ্বরঃ । অস্তবন্ দেবদেবেশং পশুপাশবিমোচকম্ ॥ ৫৬
 দেবা উচুঃ ।

নতাঃ স্য বিষ্ণুং জগদেকনাথং সুর্যসমস্তাতিহরং পরেশম্ ।
 স্বভাবভঙ্কঃ পরিপূর্ণভাবং বদন্তি তং জ্ঞানগতঞ্চ তত্ত্বজ্ঞাঃ ॥ ৫৭
 গোসঃ সদা স্মরিত্বৈনৈঃ পরাক্রাৎ সৈচ্ছাশরীরৈঃ কৃতদেবকার্ষ্যঃ ।
 জগৎস্বরূপো জগদেকনাথস্তস্মৈ নমস্তে পুরুষোত্তমায় ॥ ৫৮
 বন্যামগন্ধীর্জনতো মুরারেঃ সনস্তপাপাঃ প্রশমং প্রয়াতি ।
 তমীশমাদ্যং পুরুষং পুণ্যং নতাঃ স্য বিষ্ণুং পুরুষার্থসিদ্ধৌ ॥ ৫৯
 যতোজগা ভাতি দিবাকরাদা নাতিক্রমন্তাক্লিনদীনদাদ্যাঃ ।
 কালাক্রকং তং ত্রিংশাদিদেবং নতাঃ স্য রূপং পুরুষার্থরূপম্ ॥ ৬০
 জগৎ করোতাক্রভবজ্জগৎ পুণতি লোকান্ শ্রুতয়ন্ত বিপ্রাঃ ।
 তমাদিদেবং গুণসরিধানং বদন্ত্যসী তং প্রণতাঃ স্য বিষ্ণুম্ ॥ ৬১
 সতং বদেত্যং মধুকৈটভারিং সুরাসুরাদার্চিতপাদপদম্ ।
 সন্ততসংস্কৃতমিচ্ছিতকৃতং জ্ঞানৈকবেদং প্রণতাঃ স্য বিষ্ণুম্ ॥ ৬২
 নারায়ণং দেবমনন্তমীশং পীতাম্বরং পদ্মভবাদিসেবাম্ ।
 যজ্ঞপ্রিয়ং যজ্ঞভূজং বিজ্ঞানং নতাঃ স্য সর্বোত্তমমিষ্টদন্তম্ ॥ ৬৩
 সচ্চিদানন্দকৃতস্বরূপমভেদামজ্ঞানভিরোহিতানাম্ ।
 অনাদিমধ্যান্তমজং পবেশং রূপাদিহীনং প্রণতাঃ স্য দেবম্ ॥ ৬৪

ইতি স্তুতো মহাবিষ্ণুর্দেবৈরিত্তাদিভিস্তদা । চরিতং তস্মৈ রাজর্ষের্দেবানাং নান্যবেদয়ৎ ॥ ৬৫
 হরিঃ সুরান্ সমাশাস্ত তেষাং দত্তাভয়ং দিজাঃ । তপশ্চরতি রাজর্ষির্ষত্র তং দেশমায়বো ॥ ৬৬
 শশ্চক্রধরো দেবঃ সচ্চিদানন্দবিপ্রভঃ । প্রত্যক্ষতামগাং তস্মৈ রাজঃ সর্বজগদুত্তরঃ ॥ ৬৭
 দদর্শারাক্ষরিং রাজা ভাভামিভদিগন্তরম্ । অতসীপুঙ্গবসঙ্কশং সুরংকুলমণ্ডিতম্ ॥ ৬৮
 বিকমংপদপত্রাক্ষং বিভাজনুটোজ্জলম্ । শ্রীংসকৌন্তভধরং পীতাম্বরধরং প্রভুম্ ॥ ৬৯
 দীর্ঘবাহুদারাক্ষং সুরার্চিতপদাবুজম্ । পশুন্ মনাম ভূপালো দত্তবং ক্ষিতিমণ্ডলে ॥ ৭০
 অনন্তহৃষম্পূর্ণঃ সরোমাধঃ সগন্ধাদঃ । কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেত্যাহ পুনঃপুনঃ ॥ ৭১
 তস্মৈ বিষ্ণুঃ প্রসম্মান্য হস্তযামী জনাধিনঃ । উবাচ কৃষ্ণমাবিষ্টো ভগবান্ ভূতভাষনঃ ॥ ৭২
 শ্রীভগবানুবাচ ।

ভগীরথ মহাভাগ তবাতীষ্টং ভবিষ্যতি । আগমিষ্যন্তি মল্লোকং তব পূর্বপিতামহাঃ ॥ ৭৩
 মম মূর্ত্যভয়ং শঙ্কু যজ স্তুতৈঃ স্বশক্তিতঃ । স তে সমস্তশ্রেষ্ঠাংনি বিধাশ্রুতি ন সংশয়ঃ ॥ ৭৪
 অহমপ্যহিজনাত্মং যজামি প্রত্যহং নৃপ । তস্মাদারাদয়েশানং স্তুতৈঃ স্তুত্যাং সুখপ্রদম্ ॥ ৭৫
 অনাদিনিধনো দেবঃ সর্বকামকলপ্রদঃ । যত্রা নংপূজিতো রাজংস্তুব শ্রেয়ো বিধাশ্রুতি ॥ ৭৬

ইত্যাশ্রিত্য দেবদেবেশো জগতাং পতিরুচ্যতঃ । অন্তর্দধে স বিশ্বাত্মা উত্তমো মোহপি ভূপতিঃ
 কিমিদং স্বপ্নআহোনিংসত্যাকৃতিবিক্রোতমাঃ । চিত্তাকুলোভূতাজেজ্বলঃ কিংকরোমীতিবিশ্মিতঃ
 অখান্তরীক্ষে বাঙচৈঃ প্রাহ সস্ত্রান্তচেতসম্ । সত্যমেতৎ যদি তব্যং ন চিত্তাং কর্তুমর্হসি ॥ ৭৯
 তদোন্মদাঃ ক্ষিতিপতিরীশানং লোককারণম্ । সমস্তদেবতাক্রপমন্তোষীভুক্তিতৎপরঃ ॥ ৮০
 প্রণমামি জগন্নাথং প্রণতার্তিপ্রণাশনম্ । প্রমাণাগোচরং দেবমীশানং প্রণবাক্যকম্ ॥ ৮১
 জগৎক্রপমযোনিং তং সর্গহিতাত্তকারণম্ । উর্দ্ধরেতং বিক্রপাক্ষং বিশ্বরূপং নতোহস্মি ভূম্ ॥ ৮২
 আদিমধ্যান্তরহিতমনস্তমজমব্যয়ম্ । যমামনন্তি যোগীন্দ্রাণ্যং বন্দে তুষ্টিবর্জনম্ ॥ ৮৩
 নমো লোকাধিনাথায় রঞ্জতে পরিরঞ্জতে । নমোহস্ত নীলকণ্ঠায় পশুনাং পতয়ে নমঃ ॥ ৮৪
 নমস্তেত্তত্তরূপায় পুষ্টানাং পতয়ে নমঃ । নমঃ কল্মষনাশায় নমো মীচুপ্তেয়ায় তে ॥ ৮৫
 নমো ক্রদায় দেবায় কপর্দায় প্রচেতসে । নমঃ পিনাকহস্তায় শূলহস্তায় তে নমঃ ॥ ৮৬
 নমস্তে সর্গভূতায় ষষ্ঠীহস্তায় তে নমঃ । নমঃ গণেশহস্তায় ক্ষেত্রিণাং পতয়ে নমঃ ॥ ৮৭
 নমঃ কপালহস্তায় পার্শ্বমুদারপাণিনে । নমঃ সমস্তপাপানাম্ মুক্ততাং পতয়ে নমঃ ॥ ৮৮
 নমো গণাধিদেবায় ক্ষেত্রিণাং পতয়ে নমঃ । নমো হিরণ্যগভায় ত্রিগুণ্যপতয়ে নমঃ ॥ ৮৯
 হিরণ্যরেতসে ভূভাং বিশ্বরূপা । বৈ নমঃ । নমো ধ্যানস্বরূপায় নমস্তে ধ্যানসাম্প্রদে ।

নমস্তে ধ্যানসংস্থায় অহিরণ্যায় তে নমঃ ॥ ৯০

যেনেদং বিশ্বমখিলং চরাচরবিরাজিতম্ । প্রধানং পুরুষকৈষ অক্সাদ্ বৃষ্টিরিবাজনি ॥ ৯১
 স্বপ্রকাশং মহাত্মানং পরংজ্যোতিঃ সনাতনম্ । যমামনন্তি তং বন্দে নবিতারং নৃচক্ষুষঃ ॥ ৯২
 উমাকান্ত বিক্রপাক্ষ নীলকণ্ঠ সদাশিব । মৃত্যুঞ্জয় মহাভাগ যন্তদ্রং তং ভূমাবহ ॥ ৯৩
 কপর্দিনে নমস্তভ্যং নীলগৌবায় তে নমঃ । কৃশানুরেতসে ভূভাং শিবো নঃ সূমনা ভব ॥ ৯৪

• যতঃ সমুদ্রাঃ সরিতোহদ্রয়শ্চ গন্ধকযক্ষাঃ সুরসিক্রমন্তাঃ ।

যতশ্চ চেষ্টাঃ কুরুতে হি জন্তুঃ স নোহস্ত দেবশ্চ শুভপ্রদশ্চ ॥ ৯৫

ধ্যায়ন্তি যং যোগিজনা বিশ্বক্সং নরীকুন্ডলাক্সালয়রূপনয়ম্ ।

• স্বতন্ত্রমেকং গুণব্রিধানং নমামি ভূয়ঃ প্রণমামি ভূয়ঃ ॥ ৯৬

তদিদং শঙ্করস্তোত্রং সাগরেণ প্রভাবিতম্ । সন্তানু কামানবান্দোতি ত্রিনক্সাং যঃ পৌরুষতঃ ॥

ইতি স্তুতো মহাদেবঃ শঙ্করো লোকেশ্বরঃ । আদিবভূব ভূপশ্চ সত্ত্বগুণসমুদা ॥ ৯৭

পঞ্চবক্তং দশভূজং চন্দ্রাঙ্গীকৃতশেখরম্ । ত্রিলোচনমুদারাদ্রং নাগবজ্রোপবীতিনম্ ।

বিশালবক্ষগং দেবমষ্টবাহুং মতো জনম্ ॥ ৯৮

গজচর্ম্মান্বরধরং সুরার্চিতপদাবুজম্ । দৃষ্টী মগ্নকাদৌ রাজা দশবং ক্ষিত্তিমণ্ডলে ।

• ননামোচ্চৈর্মহাদেবঃ মহাদেবেতি কীর্তয়ন্ ॥ ৯৯

বিজ্ঞায় ভক্তিং ভূপশ্চ শঙ্করঃ শশিশেখরঃ । রাজানং প্রাহ তুষ্টিহস্মি বরয়েতি বরং মদা ॥ ১০০

পূজিতোহস্মি ত্বয়া সখ্যাক্ স্তোত্রেণ তপসানঘ । ভূক্রেহ ভোগানভূলা স্তুতো মোক্ষমবাপ্সামি

ইত্যাশ্রিত্য দেবদেবেন রাজা সন্তুষ্টমানসঃ । উবাচ প্রাজলির্জ্বলা জগতামীষদেহাম্ ॥ ১০১

রাজোবাচ ।

অনুগ্রাহোহস্মি যদি তে বরদেন মহেশ্বর । ত্রিমার্গপ্ৰমাদেন উদ্ধরাস্বপিতামহাব্ ॥ ১০২

দেবদেব উবাচ ।

রাজনু দত্তা যয়া গঙ্গা তেযাকৈব পরা গতিঃ । তব মোক্ষপদং দত্তমিত্যুক্তাহস্তর্দধৌ শিবঃ ॥ ১০২
কপর্দিমুকুটাগ্রহা গঙ্গা লোকৈকপাবনী । পাবয়ন্তী জগৎ সর্কসমগচ্ছত্গীরথম্ ॥ ১০৬
ততঃপ্রভৃতি সা দেবী নিম্বলা মলহারিণী । ভাগীরথীতি বিখ্যাতা সর্কলোকেষু পতিত ॥ ১০৭
সগংস্ত্রাজাঃ পূর্নং যত্র দন্ধা যুনীষরাঃ । তং দেশং প্লাবয়ামাস গঙ্গা সর্কসরিষরা ॥ ১০৮
যদা সংপ্লাবিতং তন্ম সাগরাণাম্ গঙ্গয়া । তদৈব নরকে যগ্নাঃ সাগরান্তে গতেনসঃ ॥ ১০৯
পুরাণনু সূদ্যমানেন যমেন পরিশিক্ষিতাঃ । ত এব পূজিতাস্তেন গঙ্গোদকপরিপ্লুতাঃ ॥ ১১০
গন্তপাপানু পরিজায় যমঃ সগরমন্তবানু । প্রণম্যাতার্ক্য বিধিবদিত্যাহ বিনয়ান্বিতঃ ॥ ১১১

যম উবাচ ।

ভো ভো রাজসুতা যুয়ং নরকানু ভূশদাক্ষণানু । এতাবন্তুত সময়ং ভূক্তবন্তুঃ ককর্ষভিঃ ॥ ১১২
যশস্তদযয়ে জাতো ভগীরথ ইতি শ্রুতঃ । ততোহস্মাৎ তারিতাঃ যুয়ং নরকাদ্ভূশদাক্ষণাৎ ॥ ১১৩
আকৃষ্টান্তু বিমানানি সর্ককামাশ্রিতানি চ । গচ্ছধ্বং বিকৃতবনং সর্কলোকোত্তমোত্তমম্ ॥ ১১৪
ইত্যুক্তাস্তে মহাত্মানো যমেন গতকল্যাণাঃ । শতকোটিকুলৈরুক্তা বিক্ললোকং প্রপেদিরে ॥ ১১৫
এবম্প্রভাবা সা গঙ্গা হরিপাদাগ্রনন্তবা । সর্কলোকেষু বিখ্যাতা মহাপাতকনাশিনী ॥ ১১৬
ইদং সুপুণ্যমাবুধ্যাং মহাপাতকনাশনম্ । নঃ পঠেচ্ছূয়াস্বাপি গঙ্গাশ্রানফলং লভেৎ ॥ ১১৭
যশ্চৈতৎ পুণ্যমাখ্যানং প্রপঠেদেবতালয়ে । স যাতি বিক্ললোকাং যাবদিল্লাশ্চতুর্দশ ॥ ১১৮

ইতি শ্রীবৃহন্নারদীয়ে পুরাণে ভগীরথসংবাদে পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

ষোড়শোহধ্যায়ঃ ।

সুত উবাচ ।

ব্রতানি সংপ্রবক্ষ্যামি শৃণুধ্বম্বিসমুদ্যমঃ । প্রসীদতি হরির্দৈবশ্চ পশুপাশবিমোচকঃ ॥ ১
অনায়াগেম সর্কেষাং প্রসীদতি জনার্দনঃ । ইহামুত্র সুধেয়াপি তপোবৃদ্ধিশ্চ জায়তে ॥ ২
যেন কেনাপাপায়েন হরিপূজাপরায়ণাঃ । প্ররান্তি পরমং স্থানমিতি প্রাহর্মণীদিগঃ ॥ ৩
মার্গনীর্থে সিতে পট্কে স্বাদশাং জলশায়িনম্ । উপোষিতোহর্জয়েৎ সম্যক্তনরঃ প্রকাসমস্থিতঃ
শ্রীভঃ শুক্লাস্বরধরো দত্তধাবনপূর্ককম্ । গন্ধপুষ্পাক্রুতৈঃ সমাগর্জয়েৎস্বাগৃযতো হরিম্ ॥ ৫
কেশবায় নমস্তভামিতি বিষ্ণুঃ প্রপূজয়েৎ । জুহুয়াদগ্নৌ যত্নেন অনেনৈব তিলাহুতীঃ ॥ ৬
ব্রাত্রৌ জাগরণং কুর্যাচ্ছালগ্রামসমীপতঃ । শ্রাপয়েৎ প্রস্থপয়মা নারায়ণমনাময়ম্ ॥ ৭
গীতৈর্বাদৈশ্চ নৈবেদৈর্ভট্টৈষ্কাভৌজ্যশ্চ কেশবম্ । ত্রিকালং পূজয়েদেবং মহালক্ষ্ম্যা সমস্থিতম্
পুনঃ কলাং সমুখায় কৃত্বা কর্ষ যথোচিতম্ । পূর্কবৎ পূজয়েদেবং স্বাগৃযতো নিম্নতঃ শুচিঃ ॥ ৯
পায়সং দ্বতসংযুক্তং নারিকেলজলান্বিতম্ । মন্ত্রেণানেন বিপ্রায়ু দদ্যাদুক্তা সদক্ষিণম্ ॥ ১০
কেশবঃ কেশিণী দেবঃ সর্কসম্প্রদায়কঃ । পরমায়প্রদানেন যম স্মাদিষ্টেমাংকঃ ॥ ১১

ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েত্তুয়া শক্তিভো বন্ধুতিঃ সহ । নারায়ণপরো ভূত্বা স্বয়ং ভূজীত বাগ্ধ্যতঃ ॥
ইতি যঃ কুরুতে ভক্ত্যা কেশবার্চনমুত্তমম্ । স বাতি পৌণ্ডরীকশ্চ কলমষ্টেত্ত্বং দ্বিজাঃ ॥ ১৩
পোষে মাসি মিতে পক্ষে দ্বাদশাং সমুপোষিতঃ । নমো নারায়ণায়ৈতি পূজয়েৎপ্রযতো হরিশ্চ
পরমা পূর্ষমানেন নারায়ণমনাময়ম্ । সংস্রাপা জাগরং কুর্যাৎ ত্রিকালার্চনতঃপরঃ ॥ ১৫
বৃন্দাণৈঃ সনৈবেদৈর্গন্ধৈঃ পুষ্পৈর্নোহরৈঃ । নৃত্যগীতৈঃপ্রবানৈশ্চস্তোত্রৈশ্চাপি যজেক্ষরিম্
কুশরান্নকং বিপ্রায় দদ্যাৎ সম্বৃতদক্ষিণম্ । ততঃ প্রাতঃ সমুখায় পূর্ষবৎ পূজয়েদ্ধরিম্ ॥ ১৭
সর্ষায়া সর্ষলোকেশঃ সর্ষবাঈ সনাতনঃ । নারায়ণঃ প্রমত্তঃ স্ত্যাকুশরান্নপ্রদানতঃ ॥ ১৮
মল্লেনানেন বিপ্রায় দত্ত্বা চাপান্নমুত্তমম্ । দ্বিজাশ্চ ভোজয়েত্তুয়া স্বয়মদ্যাং সবাঙ্কবঃ ॥ ১৯
য এবং পূজয়েত্তুয়া দেবং নারায়ণং প্রভূম্ । অগ্নিষ্টোমাত্ৰিকফলং সম্পূর্ণং সমবাপ্নয়াৎ ॥ ২০
মাধবশ্চ শুক্লদ্বাদশাং পূর্ষবৎ সমুপোষিতঃ । ও নমো মাধবায়ৈতি হৃদা চাষ্টৌ বৃত্তাহতীঃ ॥

পূর্ষমানেন পরমা আপ্নয়েদ্যাবৎ তথা ॥ ২১

গন্ধপুষ্পাদিভিঃ সমাগর্ভয়েৎ প্রযতো নরঃ । ব্রাত্রৌ জাগরণং কুর্যাৎ পূর্ষবত্ত্বিত্তো নরঃ ॥ ২২
কলাকর্ম্য চ নিরুত্তা মাধবং পুনরর্চয়েৎ । প্রহরং তিলান্নং বিপ্রায় দদ্যাৎ মন্ত্রপূর্ষকম্ ।

সদক্ষিণং সবস্ত্রণং সর্ষপাপবিবর্জিতয়ে ॥ ২৩

মাধবঃ সর্ষভূতাত্মা সর্ষকর্ম্যফলপ্রদঃ । তিলদানেন মহতা সর্ষান্ কামান্ প্রযচ্ছতু ॥ ২৪
মল্লেনানেন বিপ্রায় দত্ত্বা তত্ত্বিসমমিতঃ । ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েত্তুয়া সংস্রবন্ মাধবং প্রভূম্ ॥ ২৫
এবং যঃ কুরুতে ভক্ত্যা তিলদানব্রতং দ্বিজাঃ । স সম্পূর্ণমবাপ্নোতি বাজপেয়কলং দ্বিজাঃ ॥ ২৬
কাক্ষুদ্রশ্চ মিতে পক্ষে দ্বাদশাং সমুপোষিতঃ । গোবিন্দায় নমস্তুভ্যমিতি সংপূজয়েদ্ ব্রতী ॥
অষ্টোত্তরশতং হৃদা বৃত্তমশ্রিতং তিলম্ । পূর্ষমানেন পরমা গোবিন্দং আপ্নয়েচ্ছৃচিঃ ॥ ২৮

ব্রাত্রৌ জাগরণং কুর্যাৎ ত্রিকালং পূজয়েদ্ধরিম্ ॥ ২৯

সমাপা কলাকর্ম্যাণি গোবিন্দং পূজয়েন্মুনে । ত্রীদাঢ়ককং বিপ্রায় দদ্যাৎ সাদক্ষিণম্ ॥ ৩০
নমো গোবিন্দ সর্ষেশ গোপিকাজনবল্লভ । অনেন দাতৃদানেন প্রীতো ভব জগদুত্তরো ॥ ৩১
এবং কৃত্বা ব্রতং সমাক্ সর্ষপাপবিবর্জিতঃ । গোমেধমথজং পুণ্য সম্পূর্ণং প্রাপ্নয়াব্রতঃ ॥ ৩২
চৈত্রে মাসি মিতে পক্ষে দ্বাদশাং সমুপোষিতঃ । নমোহস্ত বিকবে তুভ্যমিতি পূর্ষবদর্চয়েৎ
ক্ষীরেণ আপ্নয়েদ্বিষ্ণুং পূর্ষমানেন ভক্তিভঃ । তবৈব আপ্নয়েদ্বিপ্রা বৃত্তপ্রদেহে সাদরম্ ॥ ৩৪
কৃত্বা জাগরণং ব্রাত্রাবর্চয়েৎ পূর্ষবদ্ব্রতী । ততঃ কলাং বখা কর্ম্য সমাপ্য হরিমর্চয়েৎ ॥ ৩৫
অষ্টোত্তরশতং হৃদা মধুমিশ্রিতলাহতীঃ । সদক্ষিণকং বিপ্রায় দদ্যাৎ দাঢ়কতুলম্ ॥ ৩৬
প্রাণক্লমী মহাবিষ্ণুঃ প্রাণদঃ প্রাণবল্লভঃ । তুলন্ত প্রদানেন প্রীতাতং মে জনার্দ্রম ॥ ৩৭
এবং কৃত্বা ব্রতং ভক্ত্যা সর্ষপাপবিবর্জিতঃ । অস্তাগ্নিষ্টোমযজ্ঞশ্চ কলমষ্টেত্ত্বং লভেৎ ॥ ৩৮
বৈশাখশুক্লদ্বাদশামুপোষ্য মধুসূদনম্ । দ্রোণক্ষীরেণ দেবেশং আপ্নয়েত্ত্বিসংযুতঃ ॥ ৩৯
জাগরন্তু কঠব্যত্রিকালার্চনসংযুতঃ । নমস্তে মধুহস্তে চ ভূহর্যাস্ত্বিত্তো বৃত্তম্ ॥ ৪০
ততঃ প্রাতঃ সমভার্চ্য বিধিবদধুসূদনম্ । দদ্যাৎ দ্যাং অবিহবে বৃত্তপ্রদং সদক্ষিণম্ ॥ ৪১
নমস্তে দেবদেবেশ সর্ষলৌকিকভাবন । বৃত্তদানেন মহতা সর্ষান্ কামান্ দদম্ব মে ॥ ৪২
এবং দত্ত্বা বৃত্তং ভক্ত্যা সম্পূর্ণ্য মধুসূদনম্ । সর্ষপাপবিবিন্মুতোহথমেবাষ্টকফলং লভেৎ ॥ ৪৩

ভোজ্যে মাংসি মিথে পক্ষে দ্বাদশ্যামুপবাসকঃ । ক্ষীরেণাঢ়কমানেন শ্রীপয়েচ্ছ ত্রিবিধমম ॥ ৪৪
 মমস্রিনিজমায়েতি পুত্রয়েচ্ছক্তিঃ । জুহুয়াং পায়সেনৈব অষ্টৌত্তরশতাং ॥ ৪৫
 কৃতা জাগরণঃ সমাক্ পুনঃ পূজাং প্রকল্প্য চ । অপূপবিশিতিং দদ্যাদব্রাহ্মণায় সদক্ষিণম্ ॥ ৪৬
 দেবদেব জগন্নাথ প্রণীত পরমেশ্বর । ভূনাথনক নংনুহ ভবাভীষ্টকলপ্রদঃ ॥ ৪৭
 ভোজয়েদ্ভোজ্যান্ ভক্ত্যা স্বরং ভূজীত বাগ্ধৃতঃ । মনসাপাবিনিম্মুক্তো ব্রহ্মমেধকলং লভেৎ ॥
 অথাত্তরশতাদশ্যামুপবাসী জিতেন্দ্রিয়ঃ । বাসন পূজ্যমানেন শ্রীপয়েৎ পরমা ব্রতী ॥ ৪৯
 নমস্তু বামনায়ৈতি দক্ষাঃ সৌম্য শক্তিভঃ । কুর্যাজাগরণঃ মাগ্ধামনস্কাক্ষয়েৎ পুনঃ ॥ ৫০
 সদক্ষিণক দ্বাবনঃ নারিকেলানমসিতম । দদ্যাদব্রাহ্মণে ভক্ত্যা বামনার্চনশালিনে ॥ ৫১
 বামনো বুদ্ধিদো দাতা দদ্যাদে বামনঃ স্বরম্ । বামনস্কারকো ভূবাবমনায় নমো নমঃ ॥ ৫২
 অনেন দত্তা দদ্যাদঃ শক্তিভো ভোজয়েচ্ছক্তিভঃ । মন্ত্রাঃ প্রোক্তাঃ দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ স গোত্রাসশতত্রয়ম্
 ভাবনস্ম মিথে পক্ষে দ্বাদশ্যামুপবাসকঃ । ক্ষীরেণ মধুমিশ্রেন ত্রিধরং শক্তিভো যজেৎ ॥ ৫৪
 নমোহস্ত্রীকায়ৈতি গঙ্গাদৈব পুত্রয়েৎ ক্রমাৎ । জুহুয়াং পুষদাজোন যথশক্তি দ্বিজোত্তমাঃ
 জাগরণক কৰ্ত্তব্যং পুনঃ পূজাং ভবৈব চ । দাতব্যদৈব বিপ্রায় আঢ়কক্ষীরমুত্তমম্ ॥ ৫৬
 বসন্তক দক্ষিণা তৈব দাতব্যে হেমকুণ্ডলে । মজ্জেনেনৈব বিপ্রৈস্ত্র্যঃ সৰ্বকামার্থসিদ্ধয়ে ॥ ৫৭
 ক্ষীরাদিশায়িনু দেবেশ পশুপাশবিনোদক । ক্ষীরদানেন স্মৃতীভো ভব সৰ্বসুখপ্রদঃ ॥ ৫৮
 অনেন দত্তা বিপ্রাংশ্চ ভোজয়েচ্ছক্তিভো ব্রতী । অথমেধমহস্যম্ সম্পূর্ণ ফলমশ্নুতে ॥ ৫৯
 মাংসি ভাসপদে শুক্রে দ্বাদশ্যং মনসোপাখিতঃ । শ্রীপয়েদ্ভোগপরমা হৃষীকেশ জগদুত্তম ॥
 অথাকেশ নমস্ততামিতি সম্পূজ্য যত্নতঃ । চরণা মধুযুক্তেন জুহুয়াচ্ছক্তিভো ব্রতী ॥ ৬১
 জাগরণানি নিকীৰ্ত্তা দদ্যাদব্রাহ্মণে ভক্তঃ । আঢ়কক্ষীরং গোধূমং দক্ষিণাক স্বশক্তিভঃ ॥ ৬২
 অথাকেশ নমস্তভাং সৰ্বলোককহেতবে । মম সৰ্বসুখং দেহি গোধূমস্ম প্রদানতঃ ॥ ৬৩
 ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েচ্ছক্তিভ্য স্বরং ভূজীত বাগ্ধৃতঃ । মনসাপাবিনিম্মুক্তো ব্রহ্মমেধকলং লভেৎ
 মাংসি চামসজে শুক্রে দ্বাদশ্যং মনসোপাখিতঃ । পদ্মনাভায় পরমা শ্রীপয়েৎ পূৰ্ব্ববচ্ছুচিঃ ॥ ৬৫
 নমস্তু পদ্মনাভায় ইতি হোমঃ স্বশক্তিভঃ । তিলব্রীহিযবৈশ্চৈব পূজাক বিধিবৎ ততঃ ॥ ৬৬
 জাগরণক নিকীৰ্ত্তা পুনঃ পূজাং প্রকল্প্য চ । দদ্যাদ্বিপ্রায় কুড়বং মধু বিপ্রাঃ সদক্ষিণম্ ॥ ৬৭
 পদ্মনাভ নমস্তভাং সৰ্বলোকপিতামহ । মধুদানেন স্মৃতীভো ভব সৰ্বসুখপ্রদঃ ॥ ৬৮
 দেব মা কুরুতে ভক্ত্যা পদ্মনাভস্ম পূজনম্ । ব্রহ্মমেধমহস্যম্ কলমাপ্নোত্যমুত্তমম্ ॥ ৬৯
 কার্ত্তিকে মাংসি দ্বাদশ্যামুপবাসী জিতেন্দ্রিয়ঃ । ক্ষীরেণাঢ়কমানেন দত্তা চাজোন ভাবতা ॥ ৭০
 নমো দাক্ষিণ্যদায়ৈতি শ্রীপয়েচ্ছক্তিঃ ॥ অষ্টৌত্তরশতং তদ্বা মধুমিশ্রতিলাহতীঃ ॥ ৭১
 জাগরণ নিয়তঃ কুর্যাজিকালার্চনতঃ পরঃ । প্রাতঃ সম্পূজ্য দেবেশং পদ্মপুষ্পৈর্মহোদরৈঃ ॥ ৭২
 পুনঃ স্টৌত্রশতং জুহুয়াং মধুতৈলিলৈঃ । পরভক্ষ্যযুতদ্বারং দদ্যাদ্বিপ্রায় ভক্তিভঃ ॥ ৭৩
 দাক্ষিণ্যদায় জগন্নাথ সৰ্বকারণকারণ । তাহি মাং কৃপয়া দেব শরণাগতবৎসল ॥ ৭৪
 যতনেনোপায়নং দদ্যাদ্ভোত্রিপ্রায় তপস্বিনে । দক্ষিণাং যথশক্ত্যা ব্রাহ্মণাঃ সৈব ভোজয়েৎ ॥
 এতং কৃতা বতঃ নমাগমীয়াদকুতিঃ সহ । অথমেধনহস্যমাংস দ্বিগুণং কলমশ্নুতে ॥ ৭৬
 এবং কুর্যাদব্রতী যত্ন দাদনীৰতমুত্তমম্ । সংকটমহং মুনিশ্রেষ্ঠাঃ স যাতি পরমং পদম্ ॥ ৭৭

গুহ্যমাসে দ্বিমাসে বা ষঃ কুৰ্যাদ্ভিত্তংপরঃ । তৎফলং নমবাপ্নোতি ন যাতি পরমং পদম্ ॥৭৬
 এবং সংবৎসরং কুৰ্ব্বা কুৰ্যাদ্ভূষণনং ব্রতী । মার্গশীর্ষে মিত্রে নাক্ষে নক্ষত্রাং নুনীষরাঃ ॥৭৭
 দ্বাদশী প্রাতর্যথাচারং দত্তধানপূর্নকম্ । শুকুমালান্বরধরঃ শুক্লগন্ধানুলেপনঃ ॥৮০
 দণ্ডলং কারয়েদ্বিবাং চতুরলং যুগোভনম্ । যতীতানরসংযুক্তং কিঞ্চিদীদব্রশোভিতম্ ॥৮১
 দলক্লতং গন্ধমাল্যৈর্বিধানধ্বজরাজিতম্ । ছাদিতং শুক্লপুষ্পেণ নীপমাল্যাবিভূষিতম্ ॥৮২
 তদ্বদো মর্কতৌভদ্রং কুৰ্য্যাৎ মর্কটমলক্লতম্ । তলোপরি যবেৎ কথান্ দ্বাদশাঙ্গুপ্রপরিধান্ ॥৮৩
 একেন শুক্লবস্ত্রেণ কেশাদৈঃ শোভিতেন চ । কথানাচ্ছাদয়েদ্বিত্রাঃ পঞ্চরত্নৈঃ সমবিতান্ ॥৮৪
 নক্ষীনারায়ণং দেবং কারয়েত্তত্ত্বমান্ ব্রতী । তেত্রী বা ব্রাত্তেত্রোপি তথা জাম্বব বা দ্বিজাঃ
 আপসেৎ প্রতিমাং তাকু কণ্ঠোপরি যুগ যমৌ । তদলং বা দ্বিজশ্রেণাঃ কাকমং বাপি শক্তিতঃ
 মর্কটবতেষু মতিমান্ বিগুণাষ্ঠাং পরিভাজেৎ । যদি কুৰ্য্যাৎ ক্ষয়ং যাত্তি তচ্ছানুর্বনমম্পাদেৎ ॥৮৭
 যনন্তশারিনঃ দেবং নারায়ণমনাময়ম্ । পদ্মানুভেন পরমং আপসেৎ স্তম্ভসংযুতঃ ॥৮৮
 বামভিঃ কেশবাষ্টোশ্চ উপচারান্ প্রকল্পয়েৎ । ব্রাত্রৌ জাগরনং কুৰ্য্যাৎ পুরানঅবগাদিভিঃ ॥৮৯
 ত্রিতনিত্রৌ ভবেৎ সমাশ্রুপবাগী জিতেন্দ্রিঃ । ত্রিকালমর্জয়েদেবং যথাবিভববিস্তুরম্ ॥৯০
 ততঃ প্রাতঃ সমুথায় কলাকর্ম সমাপ্য চ । তিলদ্রোমং বাহুত্রিভির্ব্রতী কুৰ্য্যাৎ মহাসকম্ ॥৯১
 পুনঃ সম্পূজয়েদেবং গন্ধপুষ্পাদিভিঃ ক্রমাৎ । দেবশ্চ পরতঃ কুৰ্য্যাৎ পুরানপঠনং দ্বিজাঃ ॥৯২
 দ্যাদদ্বাদশবিপ্রাণাং দধান্নং পায়নং বৃধাঃ । অশ্বপৈর্দগ্ধস্তিভিঃ সমুৎক মদক্ষিণম্ ॥৯৩
 দেবদেব জগদ্ধপ ভক্তানুগ্রহবিগ্রহ । গৃহাগোপায়নঃ কুশ মর্কাতীষ্টপ্রদো ভব ॥৯৪
 অনেনোপায়নং দদ্যাৎ প্রার্থয়েৎ প্রাজলিস্ততঃ । আধায় ভূমিঃ জানুভ্যঃ বিনম্রাবনতো ব্রতী ॥৯৫

নমো নমস্তে সুরদেবরাজ নমোহস্ত তে দেব জগপ্রিয়াম ।

শুক্লং সম্পূর্ণফলং নমাদা নমোহস্ত তুভ্যং পুত্রমোক্তমায় ॥ ৯৬

ইতি সংপ্রার্থয়েদ্বিত্রা দেবক পুত্রযোক্তমম্ । দদাদদ্যাক দেবায় জাম্ববানন্দনৌ গাত ॥ ৯৭
 লক্ষীপতে নমস্তভ্যং পায়োনিবিনিবাসিনে । অর্ঘ্যং গৃহায় দেবেশ ত্রিযা চ সর্গিতৌ দিভ্যঃ ॥ ৯৮
 যশ্চ স্মৃতা চ নামোক্তা তপোযজ্ঞকিরাদিষু । নানং সম্পূর্ণভাং যাত্তি মদৌ বন্দে তমচ্ছাতম্ ॥৯৯
 ইতি বিজ্ঞাপ্য দেবশ্চ তৎসর্কং সংযমৌ ব্রতী । প্রতিমাং বদ্ধম বক্তামাশয্যায় নিবেদয়েৎ ১০০
 ব্রাহ্মণান্ ভোক্তয়েত্তজ্যা শক্ত্যা দদ্যাচ্চ দক্ষিণাম্ । ভুক্তৌচ বাসযতঃ পশ্চাৎস্বয়ং বযুজনৈঃসহ
 আসায়ং শৃগুরান্বিত্যং বিদ্বজ্জনৈস্তথা ॥ ১০২

ইত্যেবং কুরুতে যত্র পাবনং স্বাদনীব্রতম্ । সর্কান্ কামানবাপ্নোতি পরজানুগ্রহ চোক্তমান্ ॥
 ত্রিঃসন্তকুলসংযুক্তঃ সর্কপাপবিনর্জিতঃ । প্রয়াতি দ্বিত্রা ভবনং যত্র গৃহা ন শোভতি ॥ ১০৪
 য ইদং শৃগুরান্বিত্যং স্বাদনীব্রতমুদয়ম্ । বাচয়েৎবাপি বিশেষদ্বা বাজপেয়ফলং কথং ॥ ১০৫

ইতি শ্রীমহাভারতীয়ে পুরাণে সংবৎসরেকাদনীব্রতকণন নাম ষোড়শোধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশোহ্বায়ঃ

সূত উবাচ ।

অগ্নদ্বয়ং প্রক্ষ্যামি গৃধ্রং সূর্যমাহিতাঃ । নক্ষত্রপাণ্ডরং পুণ্যং নক্ষত্রঃখনিবর্হণম্ ॥ ১ ॥
 ব্রাহ্মণক্ষত্রবিদ্যাং গৃহ্মণ্যৈব দোষিতামন । সমস্তকামফলদং নক্ষত্রভক্ষ্যদনম্ ॥ ২ ॥
 হৃৎকণ্ঠনাশনং যজ্ঞং হৃৎকণ্ঠনিবর্হণম্ । নক্ষত্রলোকেযু বিখ্যাতং পূর্ণিমাষতমুত্তমম্ ॥ ৩ ॥
 বিধানং তস্মৈ বক্ষ্যামি গৃধ্রং গদতো মম । যেন চার্চেন পাপানাম্ কোটিঃ কোটিঃ প্রশম্যতি
 মার্গলীষে সিতে পক্ষে পৌৰ্ণমাস্যং যতঃ শুচিঃ । স্মারং কুর্যাদুদখাচারং দত্তবাবনপূৰ্ণকম্ ॥ ৪ ॥
 শুক্রাশ্রয়ঃ শুক্রো গৃহ্মণ্যভ্য বাগ্ধৃতঃ । প্রক্ষাল্য পাদাবাচম্য স্মরন্ নারায়ণং প্রভুম্ ॥ ৫ ॥
 নিতরং দেবার্চনং কৃতা পশ্চাৎ নক্ষত্রপূৰ্ণকম্ । লক্ষ্মীনারায়ণং দেবমর্চয়েত্তুষ্টিভাবতঃ ॥ ৬ ॥
 আবাহনাসনাদৈশ্চ গন্ধপুষ্পাদিভিঃ । নমো নারায়ণায়ৈতি পূজয়েত্তুষ্টিতৎপারঃ ॥ ৭ ॥
 গীতবাদৈশ্চ নৃত্যৈশ্চ পুরানপঠনাদিভিঃ । স্তোত্রৈরারাবয়েদেবং ব্রতকৃৎস্বয়ং শুচিঃ ॥ ৮ ॥
 দেবস্তু পুরতঃ কুর্য্যৎ স্থতিলং চতুরশ্রকম্ । অরতিমাত্রং তত্রাধিঃ স্থাপয়েদৃগৃহ্মণ্যভ্যঃ ॥ ৯ ॥
 আজ্যভাগান্তপৰ্য্যন্তং কৃতা পুরুষস্তুতঃ । চক্ৰণা চ ত্রিলেখ্যাপি যুতেন জুহুয়াৎ তথা ॥ ১০ ॥
 একবারং দ্বিবারং বা ত্রিবারং বাপি শক্তিভঃ । হোমং কুর্য্যৎ প্রযত্নেন নক্ষত্রপানিহৃতয়ে ॥ ১১ ॥
 প্রারম্ভিতাদিকং নক্ষত্রং স্বগৃহ্যোক্তবিধানতঃ । সমাপ্য হোমং বিধিবচ্ছান্তিস্থতং জপেদৃগৃহ্মণ্যভ্যঃ ১২
 পশ্চাদেবং সমাগত্য পুনঃ পূজাং প্রকল্পয়েৎ । তত্রোপবাগং দেবায় অর্পয়েত্তুষ্টিসংযুতঃ ॥ ১৩ ॥
 পৌৰ্ণমাস্যঃ নিরাহারঃ স্থিতা দেব তবাজয়া । ভোক্ষ্যামি পুত্ররীক্ষাং পরেহহি শরণং তব ১৪
 ইতি বিজ্ঞাপ্য দেবায় অর্ঘ্যং দদ্যাৎ তথেন্দবে । জানুভ্যামবনীং গৃহ্মণ্যপুষ্পাঙ্কতাং যুতম্ ॥ ১৫ ॥
 ক্ষীরোদার্নবমভূত অত্রিনেত্রমমুত্তম । গৃহ্মণ্যভ্যং ময়া দত্তং রোহিণ্যা সহিতঃ প্রতো ॥ ১৬ ॥
 এবমর্ঘ্যং প্রদায়েন্দোঃ প্রার্থয়েৎ প্রাঞ্জলিস্থতঃ । তিষ্ঠন পূৰ্ণমুখো ভূত্বা গম্বুর্নিম্বকং গমুমাঃ ১৭
 নমঃ শুভ্রাংশবে তুভ্যং দ্বিজরাজায় তে নমঃ । রোহিণীপতয়ে তুভ্যং লক্ষ্মীজাত্রে নমো নমঃ ১৮
 ততশ্চ জাগরং কুর্য্যৎ পুরাণপ্রবণাদিভিঃ । জিতেন্দ্রিয়ো বনী ১৯ পাণ্ডুভালাগবজ্জিতঃ ২০
 ততঃ প্রাতঃ প্রকুর্সীত আচারঞ্চ যথাবিধি । পুনঃ সম্পূজয়েদেবং যথাবিভবদিস্তমম্ ২১
 ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ পশ্চাচ্ছান্তিতঃ প্রযতো নরঃ । বন্ধুভৃত্যাদিভিঃ সাক্ষিঃ স্মরং ভূজীত বাগ্ধৃতঃ
 এবং পুষ্পাদিমামেযু পৌৰ্ণমাস্যামুপোষিতঃ । অর্চয়েত্তুষ্টিসংযুতো নারায়ণমনাময়ম্ ২২
 এবং সংবৎসরং কৃতা কাৰ্ত্তিক্যা পূর্ণিমাদিনে । উদ্ভাসনং প্রকুর্সীত তদ্বিধানং বদামি যঃ ২৩
 যতপং কারয়েদ্বিবারং চতুরশ্রং সুশোভনম্ । শোভিতং পুষ্পমালাভিবিভানলভরাজিতম্ ২৪
 বহুদীপসমাকীর্ণং কিঙ্কিনীবরশোভিতম্ । দর্পণৈশ্চানরৈশ্চৈব কলমৈশ্চ সমাবৃতম্ ২৫
 তদ্ব্যধো নক্ষত্রোভয়ং পঞ্চবর্ণবিরাজিতম্ । কৃতা জলাঘিতং কুন্তং স্তম্বেতস্তোপরি দ্বিজাঃ ২৬
 পিধায় কুন্তং বস্ত্রেণ শোভিতেনাভিশোভিনা । হেমা বা রাজতেনাপি তথা তাম্রেণ বা দ্বিজাঃ
 লক্ষ্মীনারায়ণং দেবং কৃতা তস্তোপরি স্তম্বেৎ ২৮

পঞ্চাযুতেন সংস্রপ্য গন্ধপুষ্পাদিভিঃ ক্রমাৎ । ভক্ষ্যভোজ্যাদিনৈবেদ্যৈঃ পূজয়েৎ সন্মতেজ্জিহ্বা
 জাগরৎ তথা কুর্য্যৎ সম্যক্ প্রক্ষাসমযিতঃ । ততঃ প্রাতশ্চ বিধিবৎ পূৰ্ণবদ্বিকুমর্চয়েৎ ৩০

আচার্য্যায় প্রদাতব্য্য প্রতিমা দক্ষিণাধিতা । ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েচ্ছত্যা বিভবে সত্যাবাহিতম্
ভিলদামঃ প্রকুর্সীত যথাশক্তিসমবিতঃ । কুর্যাদগ্নৌ চ বিধিবৎ ভিলহোমঞ্চ পূর্ক্ববৎ ॥ ৩২
এবং কুহা নরঃ সমাগ্নস্বীনারায়ণং ব্রতম্ । ইহ ভুক্ত্য মহাভোগান্ পুত্রপৌত্রসমবিতঃ ॥ ৩৩
সক্সপাপবিনিমুক্তঃ কলাযুতসমবিতঃ । প্রয়াতি বিষ্ণুভবনং যোগিনাংপি হুলভন ॥ ৩৪

ইতি শ্রীকৃষ্ণারদীয়ে পুরাণে পৌর্নমানীরতকথনং নাম সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ

সূত উবাচ ।

অশ্বদ্বতঃ প্রক্ষ্যামি ধ্বজারোপণসংজিতম্ । সর্কপাপহরং পুণ্যং বিষ্ণুভীণনকারণম্ ॥ ১
ব্রাহ্মণক্সিয়বিশাং লীলুদ্রাণাঞ্চ সত্তমাঃ । সর্কহুংথপ্রশমনং সংসারচ্ছেদকারকম্ ॥ ২
যঃ কুর্যাদ্বিষ্ণুভবনে ধ্বজারোপণমুত্তমম্ । স পূজাতে বিরিক্ষাদৈঃ কিমনৈর্দহভাষিতৈঃ ॥ ৩
হেমভাগসহস্রং যো দদাতি কুটুবিনে । তৎফলং সমানং স্ত্রীধ্বজারোপণকর্মণঃ ॥ ৪
ধ্বজারোপণতুলাং স্ত্রীদানান্নানমুত্তমম্ । অথবা তুলসীমেবা শূক্ললিঙ্গপ্রপূজনম্ ॥ ৫
অহোহপূর্ক্বমহোহপূর্ক্বমহোহপূর্ক্বমিদং বিজ্ঞাঃ । সর্কপাপহরং পুণ্যং ধ্বজারোপণসংজিতম্ ॥
ততঃ প্রাতঃ সমুখায় স্নাত্বাচম্য যথাবিধি । যানি কৰ্ম্মাণি কার্য্যাণি ধ্বজারোপণকর্ম্মণি ।

ভানি সর্কপাপি বক্ষ্যামি শৃণুধ্বং গদতো মম ॥ ৬

কার্ত্তিকশ্রু সিতে পক্ষে দ্বাদশাং প্রয়তো নরঃ । স্নানং কুর্য্যাৎ প্রযত্নেন দস্তধাবনপুংকম্ ॥ ৮
একাদশাং ব্রহ্মচারী জপেন্নারায়ণং অরন্থ । ধৌতান্বরধরঃ শুদ্ধঃ স্বপেন্নারায়ণাশ্রিতঃ ॥ ৯
ততঃ প্রাতঃ সমুখায় স্নাত্বাচম্য যথাবিধি । নিত্যকর্ম্মাণি নিরুজী পশ্চাদ্বিষ্ণুং সমর্চয়েৎ ॥ ১০
চতুর্ভির্দাক্ষিণৈঃ সার্কিং কুহা চ শস্তিবাচনম্ । নান্দীশ্রীকং প্রকুর্সীত ধ্বজারোপণকর্ম্মণি ॥ ১১
ধ্বজস্তম্ভো চ গায়ত্র্যা প্রোক্ষয়েৎসংযুতো । সূর্য্যং বৈনতেয়ক হিমাংসুঃ তৎপটেৎসংযুতঃ ॥
ধাতারকং বিধাতারং পূজয়েৎ স্তম্ভকবরে । হরিদ্রাক্ষতগন্ধাদৈঃ শুদ্ধপুষ্পৈর্বিশেষতঃ ॥ ১৩
ততো গোচর্ম্মাত্রস্ত হৃদিলকোপলিপ্যা তু । আধারান্নিঃস্বগৃহোক্ত্যা আজ্যভাগাদিকং ক্রমাৎ
জুহুয়াং পারমেনৈব বৃত্তমষ্টোত্তরং শতম্ ॥ ১৪

প্রথমং পৌর্ক্বকং সূক্তং বিকবে সমিদাহতীঃ । ততশ্চ বৈনতেয়ার স্বাচেতাষ্টোত্তরীন্দ্রণা ॥ ১৫
নামীদেবুন্মাদা পঞ্চ জুহুয়াং প্রয়তো বিজ্ঞাঃ । সৌরং মন্দ্রং জপেত্তত্র শান্তিসূক্তাশ্চ পতিতঃ ॥
ব্রাতো ভোগাণ্যং কুর্য্যাৎপকষ্ঠং হরৈঃ শুচিঃ । ততঃ প্রাতঃ সমুখায় নিত্যং কৰ্ম্ম সমাপ্য চ ।

গন্ধপুষ্পাদির্দেবমর্চয়েৎ পূর্ক্ববৎ ক্রমাৎ ॥ ১৬

ততো মঙ্গলবাদ্যৈশ্চ সূক্তপাঠৈশ্চ শোভনৈঃ । নৃত্যৈশ্চ স্তোত্রপঠনৈর্নরৈর্দ্বিকালয়ে ধ্বজম্ ॥ ১৮
দেবস্ব দ্বারদেশে বা শিখরে বা সুদাহিতঃ । সুস্থিরঃ দ্বাপরেষিপ্রা ধ্বজঃ সূচুস্তমঃসুতম্ ॥ ১৯
গন্ধপুষ্পাক্ষতৈর্দেবং ধূপদীপৈর্ম্মনোরমেঃ । ভক্ষ্যভোজ্যাদিনাংযুক্তৈর্নবোদ্যাক চরিং নমস্ ॥

এবং দেবানামৈব স্থাপ্য শোভনং ধ্বজমুত্তমম্ । প্রদক্ষিণনমুত্তম্য স্তোত্রমেতদ্বদীৰয়েৎ ॥ ২১
 নমস্তে পুণ্ডরীকাক্ষ নমস্তে বিশ্বভাবন । নমস্তেহস্ত রুধীকেশ মহাপুরুষ পূৰ্ণজ ॥ ২২
 যেনৈদমখিলং জাতং যত্র গর্ভঃ প্রতিষ্ঠিতম্ । লয়মেয্যতি বত্রেতৎ তং অপরোহস্মি মাধবম্ ॥
 ন জানন্তি পরং ভাবং যত্র ব্রহ্মাদয়ঃ সূরাঃ । নোগিনো যং প্রপশ্যন্তি তং বন্দে জ্ঞানরূপিণম্ ॥
 অন্তরীক্ষঞ্চ যত্রাভির্দোর্মূর্ধ্বা যত্র চৈব হি । পাদৌ হি যত্র স্তাৎ পৃথী তং বন্দে বিশ্বরূপিণম্ ॥
 যত্র শ্রোত্রে দিশাঃ সত্যা যত্র কুর্দ্দিনকৃচ্ছনী । স্বর্গ্যামবজুর্নো যেন তং বন্দে ব্রহ্মরূপিণম্ ॥ ২৩
 যত্রাধাদ্রাক্ষণী কাটা যত্রাধোরভবম্পদাঃ । বৈষ্ণা যত্রোক্ততোজাতাঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রোহপ্যজায়ত
 মনমশ্চক্রমা জাতো দিনকৃচ্ছনমুত্তমা । প্রাণেভাঃ পবনো জাতো মুখাদগ্নিব্রজায়ত ॥ ২৪
 মায়াগজময়াদ্রোণ বদন্তি পুরুষস্ত বম্ । স্বভাববিমলং শুদ্ধং নিরিকারং নিরঞ্জনম্ ॥ ২৫
 ক্ষীরাঙ্কিশাশ্বিনং দেব-মহিমপরাজিতম্ । স স্তম্ভবৎকলং নিম্নং ভক্তিগম্যং নম্যমানম্ ॥ ৩০
 পৃথিব্যানানি ভূতানি জলানীল্লিঙ্গানি চ । সূক্ষ্মাঃ সূক্ষ্মানি যেনাসংসৃতং বন্দে নরাতোভুতম্ ॥
 যদু ব্রহ্ম পরমং ধাম সর্বলোকোত্তমোত্তমম্ । নাতুর্গং পরমং সূক্ষ্মং প্রবতোহস্মি পুনঃপুনঃ
 অবিকারমতং শুদ্ধং নরাতোপাত্মমম্ । যমামনন্তি যোগীন্দ্ৰাঃ সর্গকারবকারণম্ ॥ ৩৩
 একো বিষ্ণুর্হৃদুতঃ পূর্ণগুণাক্ষনৈকগুণঃ । জীম্বোক্তান্ বাপা ভূতানি ভুঙ্তে বিশ্বভূগবায়ঃ
 যো দেবঃ সর্বভূতানানামুত্তমাত্মা জগদ্বশঃ । নিতুর্গং পরমানন্দঃ স মে বিষ্ণুঃ প্রসীদতু ॥ ৩৫
 জদয়স্হোহপি দূরহো মাষরা মোহিতাক্ষনান । জ্ঞানিনাং সর্বগো যন্ত স মে বিষ্ণুঃ প্রসীদতু ॥
 চতুর্ভিঃ চতুর্ভিঃ স্বাভাং পকতিরেব চ । হৃদয়ে চ পুনর্দীভাং স মে বিষ্ণুঃ প্রসীদতু ॥ ৩৬
 জ্ঞানিনাং কক্ষিণাংৈব তথা শক্তিমতাং নৃণাম্ । স্তম্ভদাতা বিশ্বভূগুণঃ স মে বিষ্ণুঃ প্রসীদতু ॥
 জগদ্বিতর্কঃ যে দেহা বিয়তে লীলয়া হরেঃ । তামর্জরন্তি বিব্ধাঃ স মে বিষ্ণুঃ প্রসীদতু ॥ ৩৯
 যমামনন্তি নৈ সত্ত্বঃ নচ্ছিদানন্দবিগ্রহম্ । নিতুর্গং গুণাধারং স মে বিষ্ণুঃ প্রসীদতু ॥ ৪০
 পরেশঃ পরমানন্দঃ পরাৎপবতঃ প্রভুঃ । চিত্তপশ্চিমপরিজ্ঞেয়ঃ স মে বিষ্ণুঃ প্রসীদতু ॥ ৪১
 য ইদং কীর্তয়ৈবিতাং স্তোত্রাণামুত্তমোত্তমম্ । সর্বপাপবিষমুত্তো নিক্ষুলোকে মহীয়তে ॥
 ইতি স্তোত্রা নমোবিষ্ণুং ব্রাহ্মণাংশ্চ প্রপূজয়েৎ । স্বাচার্য্যং পূজয়েৎপশ্চাদক্ষিপাচ্ছানাদিভিঃ ॥
 ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎপূজ্য শক্তিতো ভক্তিভাবতঃ । পুত্রমিত্রকলত্রাদৌবদ্যুতঃ সহ বাগ্ধতঃ ।

কর্তব্যং পাদিণাং বিপ্রা নারায়ণপারায়ণঃ ॥ ৪৪

যদ্বৈতংকর্ম্ম কুর্দীত ব্রাহ্মারোগণমজিতম্ । তস্মৈ পূণ্যফলং বন্দো শৃংখলং সূমনাচিতাং ॥ ৪৫
 পটৌ ধ্বজাং বিশ্রেষ্ঠা বাবচ্ছন্তি বাবুনা । তাবন্তি পাপজালানি নশ্যন্তোব ন নশ্যতঃ ॥ ৪৬
 মহাপাতক-ভোক্তা বা যুজো বা সর্বপাতকৈঃ । ধ্বজং বিষ্ণুগৃহে কৃত্বা সর্বপাটৈঃ প্রমুখায়ত ॥ ৪৭
 বাবদ্বিনানি বনন্তি ধ্বজো বিষ্ণুগৃহে দ্বিজাঃ । তাবদ্যুগমহাস্রাণি হরিণাপুজামমুভে ॥ ৪৮
 আরোপিতং ধ্বজং দৃষ্ট্বাবেহা তিনন্দনিস্বর্গদ্বারঃ । তেষাপিনদোবিমুচ্যন্তে মহাপাতকদেহিভিঃ
 আরোপিতো ধ্বজো বিংগেহে পুণ্যং স্বকং পটম্ । বভূঃ সর্গাণিপাণানিধুনোতি নি নশ্যতঃ
 সূত উবাচ ।

শৃংখলমুত্তমং পূর্ণানিতিহাসং পুরাতনম্ । সর্বপাপপ্রশমনং নারদেন প্রভাবিতম্ ॥ ৫১
 স্বাসৌপুত্রা কৃত্যুগে স্মৃতির্নাম ভূগতিঃ । সোমবংশোত্তমঃ শ্রীমান্ সপ্তদ্বীপকরাট স্বরম্ ৫১

ধর্মবান্ মতামক্লঃ শুচির্বৈবাতিবিপ্রিয়ঃ । সর্কলক্ষণসম্পন্নঃ সর্কসম্পদিত্বণঃ ॥ ৫৩
 মদা হরিকথাসেবী হরিপূজাপরায়ণঃ । হরিভক্তিপরাণাঞ্চ শুভ্রব্রহ্মহৃদঃ ॥ ৫৪
 পূজোষু পূজানিরতঃ সমদর্শী কৃণারিতঃ । সর্কভূতহিতঃ শাস্ত্রঃ কৃতজঃ কীর্তিমাম্ নৃপঃ ॥ ৫৫
 তস্ম ভাষ্যাহ মহাভাগা সর্কলক্ষণসংযুতা । পতিব্রতা পতিপ্রাণা নান্ধা মতামতিঃ স্মৃতা ॥ ৫৬
 ভাবুভো দম্পতী মিতাং হরিপূজাপরায়ণো । জাতিস্বরো মহাভাগো মংপট্কো মংপরায়ণো ॥
 অন্নদানবর্তো নিতাং জলদানপরায়ণো । তদাগারায়বপ্রাদীনসংখ্যাতান্ বিতেনতঃ ॥ ৫৮
 সী তু মতামতির্নিতাং শুচিবিহুগৃহে মতী । নৃত্যাত্যাত্যমক্লষ্টে মনোজ্ঞা মঞ্জুবাদিনী ॥ ৫৯
 সৌহৃদি রাজা মহাভাগো দাদনীদাদনীদিনে । ধ্বজারোপয়ামান মনোজ্ঞং বহুবিস্তরম্ ॥ ৬০
 এবং হরিপরং নিতাং রাজামং ধর্মকোবিদম্ । তস্ম প্রিয়াং মতামতিং দেবা অপি মদাস্তবন্
 ত্রিলোকবিশ্রুতো তৌ চ দম্পতাতাত্যধাশ্বিকৌ । আযযৌ বহুভিঃ শিঠৈবর্জষ্টকামৌ বিভাণ্ডকঃ
 বিভাণ্ডকং যুনিং প্রভা সমারাত্তং জনেশ্বরঃ । প্রভাদৃষ্যৌ গপতীকঃ পূজাভিবিবীধৈঃ স্তবৈঃ ॥
 কৃতাতিথ্যক্রিয়ং শাস্ত্রং কৃতাসনপরিগ্রহম্ । মৌচাসনগতো ভূপঃ প্রাণলির্গনিমব্রবীৎ ॥ ৬৪

রাজোবাচ ।

ভগবন্ কৃতকৃতোহস্মি ত্বদভাগমনে প্রভো । মতামাগমনং সন্তঃ প্রশংসন্তি সুখাবহম্ ॥ ৬৫
 যত্র শ্রামহতাং প্রেম তত্র স্যাঃ সর্কসম্পদঃ । তেজঃ কীর্তিধনং পূজা ইতি প্রাহবিপশ্চিতঃ ॥ ৬৬
 যত্র বুদ্ধিঃ গমিষ্যন্তি প্রেয়াঃশ্রুতদিনং যুনে । তত্র সন্তঃ প্রকীর্ন্তি মহতীং করুণাং প্রভো ॥ ৬৭
 যৌ যুগ্মি ধারয়েদ্বন্ধনং মহংপাদতলোদকম্ । স স্নাতঃ সর্কভীর্থেষু পূণ্যবান্ নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৬৮
 যম পূজাশ্চ দারাশ্চ সম্পং ত্বয়ি সমর্পিতা । মাযাজ্ঞাপয় শাস্ত্রা মে বন্ধনং কিং করবানি তে ॥ ৬৯
 বিনয়াবনতং ভূপং তং নিরীক্ষ্য যুগীশ্বরঃ । স্পৃশন্ কুরেণ রাজানং প্রভ্যবাচাতিহর্ষিতঃ ॥ ৭০

ঋষিরুবাচ ।

রাজন্ বহুজং ভবতা তৎসর্কং তৎকুলোচিতম্ । বিনয়াবনতাঃ সর্কো পবং প্রেমোলভন্তি হি ॥ ৭১
 ধর্মকর্তার্ক কাম্যশ্চ বৌদ্ধশ্চ নৃপসন্তম । বিনয়াল্লভতে সর্কং বিনয়াৎ কিং ন মাধাতে ॥ ৭২
 ঐতোহস্মি তব ভূপাল মমার্গাঃ পরিপশ্বিনঃ । সন্তি তেহস্ত মহাভাগ যৎপৃচ্ছামি তদুচ্যতাম্
 অর্হণা বহবঃ সন্তি হরিনন্দটিকারিকাঃ । ত্বমখাভাদ্রুতো নিতাং ধ্বজারোপণকর্মণি ॥ ৭৪
 তব ভাষ্যাপি সাধ্বীরং নিতাং নৃত্যপরায়ণা । কিমর্থমেতদ্বৃতাশ্চ ত্বমখাভকুর্মহমি ॥ ৭৫

রাজোবাচ ।

শৃণু ভগবন্ সর্কং যৎ পৃচ্ছামি বদামি তৎ । আশ্রয়ভূতং ভূতানামাবরোচনিতং যুনে ॥ ৭৬
 অহমাসং পুরা শ্রুতৌ যাতনির্নাম সন্তম । কুমার্গনিরতো নিতাং সর্কলোকাহিতে ব্রতঃ ॥ ৭৭
 পিতুনো ধর্মবিবেচী দেবদ্রব্যাপহারকঃ । মহাপাতকসংসর্গো বিপ্রদ্রব্যাপহারকঃ ।

নিত্যং নিষ্ঠুরবক্তা চ পানী বেস্তাপরায়ণঃ ॥ ৭৮

এবং হিতঃ ককিৎকালমনাদৃত্য মহবচঃ । সর্কবন্ধুপরিভ্যক্তো হৃদী বনযুগাপগমম্ ॥ ৭৯
 যুগমাংসাশনো নিতাং তথা মার্গবিরোধকৃৎ । একাকী হৃৎবহনো অদনং নির্জনে বনে ॥ ৮০
 একদা স্তূপরিপ্রান্তো নিদাঘাত্ত পিপাসিতঃ । জীর্ণং দেবালয়ং বিকোরপশ্যৎ নির্জনে বনে
 হংসকারত্বাকীর্ণং সমীপেহস্ত মঠং ময়ং । পর্যন্তবনপুষ্পলিচ্ছাদিতং তন্নবীশ্বর ॥ ৮২

অপিবঃ তত্র পানীয়ং তত্তটে বিগতশ্রমঃ । উন্মলা বিসমুলানি তুটী কুচ্চ বিনিবারিতা ॥ ৮৩
 তস্মিন্ জীর্ণালয়ে বিকোনিবাসং কুত্বানহম্ । জীর্ণস্মৃতিতমস্কানঃ তথা চাহমকারিবম্ ॥ ৮৪
 পৰিষ্কৃতৈশ্চ কাঠৈশ্চ গৃহং সমাক্ প্রকলিতম্ । ভূমী মন্ডাপাবাহন্যা হৃপলিপ্তা মুনীশ্বর ॥ ৮৫
 তদা দ্বাধবৃদ্ধিতো হতা বহুবিধান্ মৃগান্ । আজীবং বর্তনং কৃত্বা বৎসরাণাঞ্চ বিংশতিম্ ॥
 অশেষমাগতা সাধবো বিজ্ঞাদেশসমুদ্ভবা । নিষাদকুলসমুদ্ভবা নাম্না কোকিলিনী স্মৃতা ॥ ৮৬
 বন্ধুর্গণগরিষ্ঠাত্তা হৃদি তা জীর্ণনিগ্রহা । ব্রহ্মন্ কৃত্তিপরিশ্রান্তা শোচন্তী স্বকৃত্য ক্রিয়াম্ ॥ ৮৭
 দৈবযোগাঃ সমায়াতা লমন্তৌ বিজনে বনে । যামেষা গীত্ব তাপার্চা অভ্যস্তাপপ্রদীড়িতা ॥ ৮৮
 ইমাঃ হৃপবতীঃ দৃষ্টা জাতা মে বিপুল্য যুগা । ময়া দত্তং জলং শৈল্য মাংসং বস্ত্রকলং তথা
 গতশ্রমা তথা ব্রহ্মন্ ময়া পৃষ্টা যথায়থম্ । শ্রবেদয়ঃ স্বকর্ম্মাণ তানি শৃণু মহামুমে ॥ ৯১
 ইমাঃ কোকিলিনী নাম্না নিষাদকুলসমুদ্ভবা । দান্তিকশ্চ সূতা বিদ্বন্ শ্রবণশ্রদ্ধাপার্কতে ॥ ৮২
 পরম্ভাগিনী নিত্যং সদা পৈশুশ্রবাদিনী । বন্ধুবর্গৈঃ পরিভাঙ্ক্য যতো হতবতী পতিম্ ॥ ৯৩
 কান্তারে বিজনে ব্রহ্মন্ মৎসমীপমুপাগতা । ইতোষং স্বকৃত্য কর্ম্ম সর্ক্যং ময়ং শ্রবেদয়ঃ ॥ ৯৪
 তস্মিন্ দেবালয়ে বিকোত্রহকেশ্বরং বৈ মূনে । দম্পতীভাবমাশ্রিত্য স্থিতৌ মাংসাশনৌ ত
 একদা মদ্যপানেন মদ্যাবাধা নিভরৌ । তত্র দেবালয়ে যাতৌ মুদিভৌ মাংসভোজনাং ॥
 ব্রহ্মা বস্ত্রক দত্তাশ্চৈ প্রমত্তৌ মদ্যাসেবয়া । অতাস্তহংসম্পন্নাবাবাং সমাগনুভাতাম্ ॥ ৯৫
 তৎকাল এব পঞ্চদশাবয়োরভবশূনে । আগতা যমদূতাস্চ পাশবহস্তা ভয়ঙ্করাঃ ॥ ৯৬
 কর্ম্মণা তেন তুষ্টাত্তা ভগবান্ মধুসূদনঃ । স্বদূতান্ প্রেষয়ামাস মদাহরণকারণাং ॥ ৯৭
 সংবাদস্ত মহানাসীদুতানাং তত্র সত্তম । ময়া কৃতকং তৎ সর্ক্যং শৃণু ধর্ম্মবিদাং বর ॥ ১০০
 দূতান্তে দেবদেবশ্চ শঙ্খচক্রগদাধরাঃ । সহস্রসূর্যাসঙ্কশাঃ শান্তাঃ কোমলভাষিনঃ ॥ ১০১
 ভয়ঙ্করান্ পাশহস্তান্ দংশিণৌ যমকিঙ্করান্ । তানুর্দেবদূতান্তে হরিনামপরায়ণাঃ ॥ ১০২
 দেবদূতা উচুঃ ।

ভো ভোঃ কুরা হৃদাচার্য্য বিবেকপরিবর্জিতাঃ । মুক্ধমেভৌ নিপ্পাপৌ দম্পতী হরিবল্লভে
 বিবেকত্রিষু লোকেষু সম্পদামাদিকারণম্ । তথা বিবেকশূন্যদমাপদামাদিকারণম্ ।

অপাপে পাপধীর্ষস্ত তং বিদ্যাং পুরুষাধমম্ ॥ ১০৪

যমদূতা উচুঃ ।

যুগ্মাভিঃ সত্যমেবোক্তমেভৌ পাতকিসত্তমৌ । জেয়া হি পাপিনোদণ্ডান্তরেযামোবয়দ্বি
 ক্রতিপ্রনিহিতৌ ধর্ম্মৌ হৃদয়স্তদ্বিপর্কায়ঃ । এতাবধর্ম্মচরিতৌ তন্মেষামৌ যমাস্তিকম্ ॥ ১০৬
 এতচ্ছ্রদ্ধাভিকুপিতা দেবদূতা মহৌজসঃ । প্রত্যাচুতান্ যমভটান্ ভাভাসিতদিগন্তরাঃ ॥ ১০৭
 দেবদূতা উচুঃ ।

অহো কষ্টং ধর্ম্মদুশামধর্ম্মঃ স্পৃশতে মহান্ । সমাগ্রিবেকশূন্যদমাপদাং হি পদং বহৎ ॥ ১০৮
 প্রাপ্তেনাধবিশেষেণ নরকাধাক্রতাং গতাঃ । যুগং কিমর্থমদ্যপি কর্তুং পাপানি সোদামাঃ ॥ ১০৯
 স্বকর্ম্মক্ষয়ং যাতুং মহাপাতকিনোহপি চ । তিষ্ঠন্তি নরকে যুগং যাবদাচক্ষ্যতারকম্ ॥ ১১০
 পূর্ব্বগন্ধিতপাপানং ন দৃষ্টা নিকৃতিঃ কচিৎ । কিমর্থং পাপকর্ম্মাণি করিষ্যথ পুনঃপুনঃ ॥ ১১১
 ক্রতিপ্রনিহিতা ধর্ম্মাঃ সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ । কিম্ভাভ্যাংচরিতাকর্ম্মান্ প্রবক্ষ্যামৌ যথাতথ

একোনিবিংশোহধ্যায়ঃ ।

৬৭

এতো পাপবিনিমুক্তো হরিশুশ্রবণে রতো । হরিণা পুষ্যমাণো চ মুগ্ধধ্বং মা বিলম্বাতাম্ ॥ ১১৩
এবা বৈ নর্তনং চক্রে তথা চৈব ধ্বজং ভট্টাঃ । অন্তকালে বিষ্ণুগৃহে ভেন পাপবিমোচিতো ॥
উৎক্রান্তিকালে বরাম শ্রুতবন্তোহপি বৈ গক্ৰং । লভন্তে পরমং স্থানং কিমু শুশ্রবণে রতাঃ ॥
মহাপাতকযুক্তো বা যুক্তো বা সৰ্বপাতকৈঃ । ঐক্ষিতা ভগবন্তুতৈর্লভন্তে পরমং পদম্ ॥ ১১৬
যতীনাং বিষ্ণুভক্তানাং পরিচর্যাপরায়ণৈঃ । ঐক্ষিতাশ্চাপি গচ্ছন্তি পাপিনোহপি পরাং গতিম্
মুহূৰ্ত্তং বা মুহূৰ্ত্তাক্ষং যন্তিষ্ঠেদ্রিমন্দিরে । স যাতি পরমং স্থানং কিমু শুশ্রবণে রতাঃ ॥ ১১৮
উপলপনকর্তারো সমার্জজনপরায়ণো । এতো হরিগৃহে নিত্যং নীৰ্জনস্নানকারিণো ॥ ১১৯
জলসেচনকর্তারো দীপদো হরিমন্দিরে । কথমেতো মহাভাগো প্রণেযাথ যমক্ষম ॥ ১২০
ইত্যুক্তা দেবদূতাস্তে চিত্তা পাশং তদৈব হি । আদোপাযাং বিমানেন তু যযুর্দিকোঃপরম্পদম্
আবাং সমীপমাগন্তো দেবদেবশ্চ চক্রিণঃ । ভুক্তবন্তো মহাভোগান্ যাবৎ কালং শৃণুয মে ২২
যুগকোটিমহত্ৰাণি যুগকোটিশতানি চ । উষিতা বিষ্ণুভবনে ব্রহ্মলোকং সমাগতো ॥ ১২৩
তাৰং কালঞ্চ ভজাপি হিহৈল্লপদমাগতো । তত্রাপি ভাবকং ভোগং ভুক্তা দিব্যমমৃতমম্ ১২৪
ততঃ পৃথীশতাং প্রাপ্য ক্রমেণ মুনিসত্তম । তত্রাপি সম্পদতুলা হরিপূজাঙ্গসাদতঃ ॥ ১২৫
অনিচ্ছয়া কৃতেনাপি প্রাপ্তমেবংবিধং মূনে । সমাগরাধা বিশেষং ভক্তিভাবেন সাধবম্ ।

প্রাপ্যামীতি পরং শ্রেয় ইতি মে নিশ্চিতা মতিঃ ॥ ১২৬

অবশেনাপি যৎ কর্ম কৃত্ত্ব স্মহৎ ফলম্ । দদাতি হি নৃণাং বিশ্বে কিং পুনঃ সমাগর্জনাং ॥ ১২৭
সূত উবাচ ।

এতং সৰ্বং নিশম্যাসৌ বিভাওকো মুনীশ্বরঃ । অভিনন্দ্য মহীপালং প্রযদে' স্মৃতপোবনম্
তস্মাচ্ছৃণুধ্বং বিশেষজ্ঞা দেবদেবশ্চ চক্রিণঃ । পরিচর্য্য চ সৰ্বেষাং কামধেনুপদ্মা স্মৃতা ॥ ১২৮
হরিপূজাপরাণাঞ্চ হরিরেব সনাতনঃ । দদাতি পরমং শ্রেয়ঃ সৰ্বকামফলপ্রদঃ ॥ ১২৯
য ইদং পুণ্যমাখ্যানং সৰ্বপাপপ্রণাশনম্ । বাচয়েচ্ছৃণ্বাশ্চাপি ধ্বজারোপণপুণ্যভাক্ ॥ ১৩১

ইতি শ্রীহর্যরিদীয়ে পুরাণে ধ্বজারোপণং নামাষ্টোদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

একোনিবিংশোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

অশ্রুদ্রবতঃ প্রবক্ষ্যামি শৃণুধ্বং সুসমাহিতাঃ । হরিপঞ্চকবিধাতঃ সৰ্বলোকেষু দুর্লভম্ ॥ ১
নারীণাঞ্চ নরাণাঞ্চ সৰ্বদুঃখনিবহনম্ । ধর্মার্থকামমোক্ষাথাপুরুষার্থৈকসাধনম্ ॥ ২
সৰ্বাভীষ্টপ্রদকৈব সৰ্বব্রতফলপ্রদম্ । সৰ্বব্রতোত্তমং শ্রেষ্ঠং সৰ্বকামফলপ্রদম্ ॥ ৩
মার্পনীষে সিতে পক্ষে দশম্যং নিরতেক্রিয়ঃ । কুর্ধ্যাং শ্রানাদিধ্বং কর্ম দম্বদাদনপূর্বকম্ ॥ ৪
কৃত্বা দেবার্চনং সমাক্ তথা পঞ্চ মহাধরান্ । এবং ব্রতী ভবেৎ তস্মিন্দিনে নিগৃণীতেক্রিয়ঃ ॥
ততঃ প্রাতঃ সমুখায় একাদশ্যং মুনীশ্বরঃ । শ্রানং কৃত্বা যথাচারং তবিতৈর্দেবার্চয়েদগৃহে ॥ ৫
সাপরেদেবদেবেশং পঞ্চামৃতবিধানতঃ । অর্চয়েৎ পরমী ভক্ত্যা গন্ধপুষ্পাদিভিঃ ক্রমাৎ ॥ ৬

নৈবৈদ্যৈশ্চ নৈবৈদ্যৈস্তাধীশ্চ প্রদক্ষিণেঃ । সম্পূজ্য দেবদেবেশমিষং মম্বদীপয়েৎ ॥ ৮
 নমস্তু জ্ঞানরূপায় জ্ঞানদায় নমোহস্তু তে । নমস্তু মর্করূপায় মর্কসিদ্ধিপ্রদায় চ ॥ ৯
 এবং প্রণম্য দেবেশং দেবদেবং জনার্দনম্ । বক্ষ্যমাণেন মত্রেণ উপবাসং সমর্পয়েৎ ॥ ১০
 পঞ্চরাত্রং নিরাকারো হৃদাঙ্কুতি কেশব । হৃদাঙ্কুরা জগৎসামিন্ মমাভীষ্টপ্রদো ভব ॥ ১১
 এবং সমাপ্য দেবম্ উপবাসং জিতেন্দ্রিয়ঃ । ত্রাত্রো জাগরণং কুর্যাদেকাদশ্যং ত্রতী বিজাঃ
 দ্বাদশ্যং ত্রয়োদশ্যং চতুর্দশ্যং জিতেন্দ্রিয়ঃ । পৌর্নমাস্যং কর্তব্যমেব বিকূর্টনং বিজাঃ ॥ ১২
 একাদশ্যং পৌর্নমাস্যং কর্তব্যং জাগরণং বিজাঃ । পঞ্চামৃতেন পূজ্য তু সামাগ্রদিনপঞ্চমু ॥ ১৩
 ক্ষৌদ্রেণ আপ্যয়েদ্বিহুং পৌর্নমাস্যাত্ম শক্তিভঃ । তিলচৌমশ্চ কর্তব্যস্তিলদানঞ্চ মন্ত্রমাঃ ॥ ১৪
 ততঃ যত্নে দিনে প্রাপ্তে নিরীতা যাত্ৰামকিরাম । সংযাশ্চ পঞ্চগব্যম্ অর্চয়েৎ পূর্ববদ্ধরিম্ ॥ ১৫
 ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ পঞ্চাদিভবে মতাচারিতম্ । ততঃ স্ববকুভিঃ সার্কিঃ স্নয়ং ভূজীত বাগ্ধতঃ
 নবং পুষাদিমাসেষু কার্তিকান্তেহু মন্ত্রমাঃ । শুক্লপক্ষে ততঃ কুর্যাদ্ পূর্বমুক্তবিধানতঃ ॥ ১৬
 এবং সংবৎসরং কুর্যাদ্ ততঃ পাপবিনাশনম্ । পুনর্গামে মার্গনীর্ষে কুর্যাদ্ দ্যাপনং ত্রতী ॥ ১৭
 একাদশ্যং নিরাকারো ভবেৎ পূর্ববদ্ধৃতমাঃ । দ্বাদশ্যং পঞ্চগব্যম্ প্রাণয়েৎ সূমমাহিতঃ ॥ ২০
 পঞ্চপুষ্পাদিভিঃ সমাদেবদেবঃ জনার্দনম্ । অভ্যাজ্যোপায়নং দদাদ্ ব্রহ্মণায় জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ২১
 পায়সং মধুসং মিথ্রং সূতপাকং কলাযিতম্ । সূগন্ধিকলমং যুক্তং পূর্বকুসুমং সদক্ষিণম্ ॥ ২২
 বস্ত্রোচ্ছাদিতং ততঃ পঞ্চরত্নমধিতম্ । দদাদ্ দধাস্ববিহুবে ব্রাহ্মণায় মুনীশ্বরঃ ॥ ২৩
 মর্কীয়ম্ সত্যভূতেশ মর্কবাপিন্ মনাতন । পরমাত্রপ্রদানেন সূত্রীভো ভব মাধব ॥ ২৪
 নারায়ণ নমস্তুভ্যং জগজ্জাণপদায়ণ । কুন্তোদকপ্রদানেন শ্রীভো ভব জনার্দন ॥ ২৫
 অনেনোপায়নং দত্ত্বা ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ ততঃ । শক্তিভো বকুভিঃ সার্কিঃ স্নয়ং ভূজীত বাগ্ধতঃ
 ততমেতৎ তু যঃ কুর্যাদ্ধরিপঞ্চকমংজিতম্ । ন তস্য পুনরাবৃতির্লোকোহকদাচন ॥ ২৬
 ততমেতৎ তু কর্তব্যমিচ্ছতির্মৌক্ষমুত্তমম্ । সমস্তপাপকাতারে দাবানলমমং বিজাঃ ॥ ২৭
 গব্যং কোটিমহত্ৰাণি দত্ত্বা যঃ ফলমবুভেৎ । তৎ ফলং নমবাপ্নোতি একমাদ্ উপবাসতঃ ॥ ২৮
 যশ্চৈতচ্ছ্ণুমাভুক্ত্য নারায়ণপরায়ণঃ । ন মুচ্যতে মহাঘোরৈরুপপাতককোটিভিঃ ॥ ৩০

ইতি শ্রীবৃহন্নারদীয়ে পুরাণে ব্রহ্মবাক্যকব্রতং নামৈকোনবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

বিংশোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

অনুদ্রুতং প্রবক্ষ্যামি শৃণুস্ব সূমমাহিতাঃ । মর্কপাপহরং পুণ্যং মর্কলোকোপকারকম্ ॥
 আযাচে গ্রামেণ বাপি তথা ভাঙ্গপদেহথবা । তথা চান্দ্রজে বাপি কুর্যাদেতদ্রুতং বিজাঃ ॥
 এতেষকৃতমে মাসি শুক্লপক্ষে জিতেন্দ্রিয়ঃ । প্রাতর্দশমায় স্মরীত দস্তধাবনপূর্বকম্ ॥ ৩
 মিভ্যং দেবার্কিমং কুর্যাদ্ যত্রতো নিরতেন্দ্রিয়ঃ । একাদশ্যং ব্রহ্মচারী অবশ্যায়ী জিতেন্দ্রিয়

প্রাশয়েৎ পক্ষগব্যং স্বপ্নেদ্বিসমীপতঃ । ততঃ প্রাতঃ সমুখায় নিত্যং কৰ্ম সমাধা চ ।

অনুয়া পূজয়েদ্বিঃ বশী ক্রোধবিবৰ্জিতঃ ৫

দ্বিঃ সতিভো বিকুম্ভস্থিহা যথোচিতম্ । সঙ্কল্পতথা কুর্য্যাৎ স্বপ্নিচানপক্ষকম্ ॥ ৬

নান্যেকং নিরাহারো হৃদা প্রভৃতি কেশব । মামান্তে পারণং কুর্য্যাৎ দেবদৈব হৃদা জরা ॥ ৭

তপোন্নপং নমস্তুভ্যং তপসাঃ কলদায়িনে । সমাভীষ্টকলং দেহি সৰ্ববিঘ্নানু নিবারয় ॥ ৮

এবং সমর্পা দেবস্ত বিকোর্মাগবতঃ কৃতম্ । ততঃ প্রভৃতি মামান্তঃ নিবসেক্রিয়ম্বিরে ॥ ৯

প্রত্যহং স্নানয়েদেবং পক্ষাঘাতবিধানতঃ । দীপং নিরন্তরং কুর্য্যাৎ তস্মিন্ মাংসে চরেদু ১০

প্রত্যহং দত্তকাষ্টকং অপামার্গস্ত শাখয়া । কৃতা স্নানীত বিধিবদ্রাশ্রয়ণপরাশ্রয়ঃ ॥ ১১

তর্পণং বিকবে কুর্য্যাৎ কেশবান্দৈশ্চ নায়তিঃ । দ্বাদশভির্বিপূজ্যামেতি যৈব ম সংশয়ঃ ॥ ১২

এবং মামোপবাসং কুর্য্যাৎ বিপরাশ্রয়ণং । তদন্তে প্ররতঃ স্নানাদ্বিঃ পূর্ববদর্জয়েৎ ॥ ১৩

ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েচ্ছত্যা ভুক্তিযুক্তঃ সদক্ষিণম্ । স্বয়ং বন্ধুভিঃ সান্নিঃ স্ত্রীত প্ররতে স্মিরঃ ॥ ১৪

বস্তং মামোপবাসাখ্যমেবং কুর্য্যাৎ প্ররোদশ । তদন্তে বেদবিদুষে গাং দদ্যাক সদক্ষিণম্ ॥ ১৫

ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েচ্ছত্যা দ্বাদশ প্ররতে স্মিরঃ । শত্যা চ দক্ষিণাং দদ্যাদ্রাশ্রয়ণভরণানি চ ॥ ১৬

মামোপবাসেনৈকেন বাজপেয়কলং লভেৎ । যদি দ্বয়ং কৃতং তস্মা পৌত্তরীককলং লভেৎ ॥ ১৭

মামোপবাসস্ত্রিতয়ং যঃ কুর্য্যাৎ সংবতে স্মিরঃ । অমো মোক্ষস্ত বজ্রস্ত দ্বিগুণং কলমুত্তমম্ ॥ ১৮

চতুঃকৃতঃ কৃতং সেন পরাকং মুনিমন্তমাঃ । স লভেৎ পরমং পুণ্যমগ্নিষ্টোমাষ্টমন্তম ॥ ১৯

পক্ষকৃতো ব্রতমিদং কৃতং যেন ব্রতানুমা । অত্যাগ্নিষ্টোমস্ত পুণ্যং প্রাপ্নোত্যাশ্রয়ণমংশয়ঃ ॥ ২০

মামোপবাসং বটকৃতঃ কুর্য্যাৎ যন্ত সমাহিতঃ । জ্যোতিষ্টোমস্ত বজ্রস্ত কলমষ্টগুণং লভেৎ ॥ ২১

নিরাহারেণ গো মাসং সপ্তকৃতস্তথা নরঃ । অথমেঘস্ত বজ্রস্ত কলমষ্টগুণং লভেৎ ॥ ২২

মামোপবাসং যঃ কুর্য্যাৎ দষ্টকৃতো মুনিবরাঃ । নরমেঘাখ্যস্ত বজ্রস্ত কলমষ্টগুণং লভেৎ ॥ ২৩

যন্ত মামোপবাসাং নবকৃতঃ সমাচরেৎ । গোমেঘবজ্রস্ত পুণ্যং লভতে বিগুণং বরঃ ॥ ২৪

দশকৃতস্ত যঃ কুর্য্যাৎ পরাকং মুনিমন্তমাঃ । স বাতি ব্রহ্মমেঘস্ত ত্রিগুণং কলমুত্তমম্ ॥ ২৫

একাদশ পরাকাংস্ত যঃ কুর্য্যাৎ সংবতে স্মিরঃ । সৰ্বগজকলং প্রাপা হৃদিসালোকাবগুতে ॥ ২৬

মামোপবাসান্ যঃ কুর্য্যাৎ দ্বাদশ প্ররতে স্মিরঃ । স বাতি চরিতাকরণং সৰ্বভোগসমবিতম্ ॥ ২৭

ত্রয়োদশ পরাকাংস্ত যঃ কুর্য্যাৎ প্ররতো নরঃ । স বাতি পরমামলং বত্র গতা ম শোচতি ॥ ২৮

মামোপবাসনিরতা গন্ধাশ্রয়ণপরাশ্রয়ঃ । বর্ষমার্গপ্রবক্তারো মুক্তা এব ন সংশয়ঃ ॥ ২৯

যতীনাং ব্রহ্মচারীগামবীরাণাম্ সন্তমাঃ । মামোপবাসঃ কৰ্ত্তব্যো বমহানিঃ বিশেষতঃ ॥ ৩০

নারী বা পুরুষো বাপি ব্রতমেতচ্চ দুর্লভম্ । কৃতা মোক্ষমবাগ্নোতি নোপিনামপি দুঃকৃতম্ ॥ ৩১

গৃহস্থো বানপ্রস্থো বা বর্ণী বা ভিক্ষুরেব চ । অবিভজ্যানশূন্যোহপি মোক্ষমশ্রিতভেষজঃ ॥ ৩২

য ইদং ব্রতমাজ্ঞাত্যঃ মারায়ণপরাশ্রয়ঃ । শৃণুয়াচ্চরেৎ বাপি সন্তপাটপঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৩৩

ইতি শ্রীহরিশ্রীদেয়ে পুরাণে মামোপবাসব্রতকথনং নাম বিশেষাধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

একবিঃ শোধ য়ঃ ।

ਮੁਕਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ।

इदमग्नः प्रकामं व्रतं त्रैलोक्याविकृतम् । सर्वपापप्रशमनं सर्वकामफलप्रदम् ॥ १
 नाक्षत्रफलविशारं शुद्धाणां च यो विदितवान् । मोक्षदं कर्त्तव्यं तज्ज्ञाविषयोः प्रियतरं द्विजा
 एकादशीव्रतं नाम सर्वकामफलप्रदम् । कर्त्तव्यं सर्वथा विद्या विदुषीर्जनकारणम् ॥ ३
 एकादशीं न भुञ्जीत पक्षयोरुत्तरयोरपि । यदि भुङ्क्ते न पापी श्यां परत्र नरकं व्रजेत् ॥
 उपवासफलं प्रेम्णा ज्ञेयांस्तु चतुष्टयम् । पक्षापरदिने रात्रावहोरात्रं च मध्याह्ने ॥ ५
 एकादशीदिने वस्तु भोक्तुमिच्छति मनुष्या । स भोक्तुं सर्वपापाणि स्पृश्यान् न संशयः ॥ ६
 भवेदश्वत्थामेकानीं द्वादशानि च मनीषराः । एकादशीं निराहारो यदि भुङ्क्ति मनीष्यति ॥ ७
 यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यानि कानि च । अस्माद्विज्ञाति तैस्तैस्तु मन्त्रास्तु हरिवासरे ॥ ८
 ब्रह्महत्यादिपापानां कथं विप्रमुक्तिर्भवेत् । एकादशीं यो भुङ्क्ते निश्चिन्तयति कदाचित् ॥ ९
 महापातकयुक्तो वा युक्तो वा सर्वपातकैः । एकादशीं निराहारो विद्या वाति परं पदम् ॥ १०
 एकादशीं महापुण्यां विष्णुप्रियकरां तिथिः । संसेवां सर्वथा विप्रैः संसारोद्धरणिभ्यः ॥ ११
 दशमां प्रातःकथां मन्त्रवाचनपूर्वकम् । आहो च विधिवद्विष्णुं पूजयेत् प्रयत्नो नरः ॥ १२
 एकादशीं चरेत् तस्मिन् दिने निगृहीतेन्द्रियः । विप्रैः समीपे शरीतं नारायणपरायणः ॥ १३
 एकादशीं तथा आहो मन्त्रं च जनाजितम् । गङ्गपुष्पादिभिः सम्यक् ततश्चैव मुदीरयेत् ॥ १४
 एकादशीं निराहारो हिंसाहिनो परे शुभम् । भोक्तव्यं पुण्यरीक्षां शयनं ये भवार्द्रा ॥ १५
 ईशः सः समुच्चार्य देवदेवस्य चक्रिणः । तत्किं भावेन दुष्टाया उपवासः सम्पूर्णयेत् ॥ १६
 देवस्य पूजितः कुर्याच्छांकरं नियतो व्रती । गौतमैर्वा दैवाश्च नृत्तैश्च पूजायैवणादिभिः ॥ १७
 ततः प्रातः समुत्थाय द्वादशीदिवसे व्रती । आहो च विधिवद्विष्णुं पूजयेत् संवतेन्द्रियः ॥ १८
 पक्षावृत्तेन मन्त्रापा एकादशीं जनार्दनम् । द्वादशीं परमां श्यां हरिसारूपामभूते ॥ १९
 अज्ञानतिमिराकृष्टं व्रतेनानेन केशव । प्रसीद सुमुखो नाथ ज्ञानदृष्टिप्रदो भव ॥ २०
 एवः विज्ञेयां विप्रैश्चा देवदेवस्य चक्रिणः । ब्राह्मणान् भोजयेत् पश्चाच्छुद्धादद्यात् दक्षिणम् ॥ २१
 ततः स्वभक्तिः मार्कं नारायणपरायणः । कृतपक्वमहावज्रः स्रग् भुञ्जीत वाग्यतः ॥ २२
 एवः सः प्रयतः कुर्यात् पूजां चैकादशीव्रतम् । स याति विष्णुभवनं पुनरावृत्तिदुर्लभम् ॥ २३
 उपवासव्रतपरो धन्यकारी च मनुष्याः । चण्डालान् पतितकान्पि बाह्यं द्रव्यापि नार्कयेत् ॥ २४
 नास्तिकान् भिन्नमयादान् निम्नकान् पिशुनांस्तथा । उपवासव्रतपरो नालपेत् सर्वथा वृषः ॥ २५
 वृषलीप्तिपेष्टारं वृषलीपतिमेव च । अयाज्यायाजककैव नालपेत् सर्वथा व्रती ॥ २६
 कुशाशिनः गायकश्च तथा देवलकानिनम् । तैव जाकार्याकर्तारं देवविजयिरोधिनम् ॥ २७
 पद्मानलोनूपैश्च परस्त्रीनिरतः तथा । न तोपवासनिरतो वाग्नात्रेणापि नार्कयेत् ॥ २८
 ईतोषमादिभिः शुक्रो वनी नर्कं नैवेद्यतः । उपवासपरो भुङ्क्ते परां मिद्विं समिधति ॥ २९
 नास्ति गङ्गामयं तीर्थं नास्ति मातृसमो दुष्टः । नास्ति विष्णुसमो देवस्तपो नानाशनां परम्

নাস্তি বেদসমং শাস্ত্রং নাস্তি শাস্ত্রিসমং সূত্রম্ । নাস্তি চক্ষুঃসমং জ্যোতিষ্তপো নানশনাং পরম্ ।
নাস্তি ক্রমাসম্য ব্যাভিনাস্তি কীর্ত্তিসমং ধনম্ । নাস্তি জ্ঞানসমো লাভস্তপো নানশনাং পরম্ ॥
অত্রৈবোদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্ । সংবাদং ভদ্রশীলস্ত তং পিতৃগীলবস্ত চ ॥ ৩৩
পুরা হি গালবো নাম মুনিঃ সত্যপরায়ণঃ । উবাস নর্যদাতীয়ে শান্তো দান্তস্তপোনিবিঃ ॥ ৩৪
বহুবৃক্ষসম্যাকীর্ণে নামামৃগনিষেবিতে । সিদ্ধচারণসম্বর্ষকবিদ্যাদিধারিতৈঃ ॥ ৩৫
কন্দমূলকলেঃ পূর্ণা মুনিবৃন্দনিষেবিতে । গালবো নাম বিধেস্তো নিবাসমকরোচ্চিরম্ ॥ ৩৬
ভদ্রাভবভদ্রশীল ইতি খ্যাতঃ সূতো বশী । জাতিশ্রয়ো মহাতাগো নারায়ণপরায়ণঃ ॥ ৩৭
বালক্লীড়নকালেহপি ভদ্রশীলো মহামতিঃ । মুদা চ বিকোঃ প্রতিমাং কুত্বা পূজাপরোত্তমঃ
বিপ্রান্ বোধয়তে নিত্যং বিষ্ণুঃ পূজ্যো নরৈরিতি । একাদশীব্রতকৌষ কৰ্ত্তব্যমতিপাণ্ডিতৈঃ ॥ ৩৯
এতেন বোধিতান্তাপি শিশবোহপি মুনীশ্বরাঃ । চরেগৃহং বিমিশ্রায় সদা পূজাপরাভবন্ ॥ ৪০
নমস্কর্ষন্ ভদ্রশীলো বিকবে সর্কজিকবে । সর্কেষাং জগতাং স্বস্তি ভূয়াদিত্যবীঃ সদা ॥ ৪১
ক্লীড়াকালে মুহূর্ত্তং বা মুহূর্ত্তাদিমথাপি বা । একাদশীতি সঙ্কল্য বিকবে প্রথমতামো ॥ ৪২
এবং সূচরিতং দৃষ্ট্বা ভবয়ং গালবো মুনিঃ । অপূচ্ছবিশ্রয়াবিষ্টেঃ সমাগ্নিষ্য তপোনিবিম্ ॥ ৪৩
গালব উবাচ ।

ভদ্রশীল মহাতাগ ভদ্রশীলোহসি সূত্রত । চরিতং মঙ্গলং যন্তে যোগিনামপি হর্লভম্ ॥ ৪৪
হরিপূজাপরো নিত্যং সর্কভূতহিতে রতঃ । একাদশীব্রতপরো লোকাত্মহতং পরঃ ॥ ৪৫
মিষং নো নিশ্বাসঃ শান্তো হরিধানপরায়ণঃ । জাতেশ্বরং পরমা বুদ্ধিঃ কথং বকুং মমাইসি ॥ ৪৬
ভদ্রশীলঃ পিতৃবাক্যং শ্রুত্বা প্রহনিতাননঃ । স্বানুভূতং যথারূপং সর্কং পিত্রে শ্রবেদমং ॥ ৪৭
ভদ্রশীল উবাচ ।

শৃণু ভাত মহাতাগ অনুভূতং ময়া পুরা । জাতিশ্রয়ং জ্ঞানামি যমেন পরিভাষিতম্ ॥ ৪৮
এতচ্ছুত্বা মুনিশ্রেষ্ঠো গালবো বিশ্বয়াদিতঃ । উবাচ ত্রিতিষাপরো ভদ্রশীলং মহামতিম্ ॥ ৪৯
গালব উবাচ ।

কস্তং পূর্কং মহাতাগ কিমুক্তং যমেন তে । কস্ত বা কেন হেতোশ্চ তং সর্কং বকুমইসি ॥ ৫০
ভদ্রশীল উবাচ ।

অহমাসং পুরা তাত রাজা সোমকুলোদ্ভবঃ । ধর্মকীর্ত্তিরিতি খ্যাতে দত্তাজ্ঞেয়েণ শাসিতঃ ৫১
নববর্ষসহস্রানি মহীং কুংস্রামপালয়ম্ । অধর্ম্যাক্ত তথা ধর্ম্য ময়া তু বহবঃ কৃতাঃ ॥ ৫২
ভতঃ শ্রিয়া প্রমত্তোহহং বহুবর্ষাণ্যকারিষম্ । পাবগুহনসংসর্গাং পাবগুচরিতোত্তমম্ ॥ ৫৩
পুরাঙ্কিতানি পুণ্যানি ময়া তু সুবহুস্তপি । পায়তালানমাভেণ প্রমষ্টানি তপোবন ॥ ৫৪
পাবগৈর্বাধিতোহহং বেদমার্গং সমত্যজম্ । যথাক্ত সর্কে বিপ্রস্তাঃ কুটুম্বিকবিদা ময়া ॥ ৫৫
অধর্ম্যনিরতং যাতু দৃষ্ট্বা মদেষজাঃ প্রজাঃ । সনৈব হৃদ্যতং চক্ষুঃ বষ্ঠাংশস্তত্র মেহভবৎ ॥ ৫৬
এবং পাপসমাচারো বাসনাভিরতস্তথা । মৃগয়াভিরতো ভূত্বা হেতদা প্রাশিশং বনম্ ॥ ৫৭
সনৈস্তোহহং বনে তত্র হত্বা বহুবিধান্ মৃগান্ । স্তূতপরিগতঃ শ্রান্তো রেবাতীরমুপাগমম্ ॥ ৫৮
প্রহৃত্তাপবিক্রান্তো রেবারাং স্থানমাচরম্ । অদৃষ্টেস্মৈ একাকী নীতামানঃ স্তূত্বা ভূত্বা ॥ ৫৯
সমুত্তান্তত্র মে কেচিৎ তাত তীর্থনিবাসিনঃ । একাদশীব্রতপরো ময়া দৃষ্টো নিশানুগে ॥ ৬০

নিরাধারক ভবাহমেকাকৌ বন্ধুবর্জিতঃ । জাগরং কৃতবাস্তাত সেনয়া বহিতো নিশি ॥ ৬১
অথবানপরিষীতঃ ক্ষুণ্ণিপাশাধনীড়িতঃ । ভবৈব জাগরান্তেহহং তাত পঞ্চম্যাগতঃ ॥ ৬২
ভতো ববভট্টেবহো মহাদষ্টোভয়করৈঃ । অনেককেশসম্পন্নানু মার্গানু প্রাপ্তো বমাস্তিকম্ ।
বংষ্ট্রাকরালবদনমগচ্চঃ সমবর্জিতম্ ॥ ৬৩

অথ কালচ্চিত্তস্তম্যাহুরেদমভাবত । অত্র শিক্ষাভিধানকং বধা তবদ পণ্ডিত ॥ ৬৪
এবমুক্তচ্চিত্তস্তম্যাহুরেদমভাবত । চিরং বিচারয়ামাস পুৰ্বেদমভাবত ॥ ৬৫
অনৌ নাপরতঃ সত্যঃ তথাপি শূন্য ধর্মপ । একাদশাং নিরাহারাং সর্কশাটপর্মোচিতঃ ॥ ৬৬
একাদশীদিনে হেব রেবাভীরে মনোরমে । জাগরকোপবাসকং কৃত্বা পাটপর্মোচিতঃ ॥ ৬৭
যানি কানি চ পাণানি কৃত্বানি সুবহুমি চ । তানি সর্কানি নষ্টানি উপবাসপ্রভাবতঃ ॥ ৬৮
এবমুক্তো ধর্মগ্রান্ধিত্তস্তম্যাহুরেদমভাবত । ননাম দণ্ডবভূমৌ বম তাতাত্তিকম্পিতঃ ॥ ৬৯
পুঞ্জয়ামাস বাঃ তাত ভক্তিতাবেম ধর্মগ্রাট । ভক্তন্ত স্তবটোম সর্কশাটপর্মোচিতমভাবত ॥ ৭০
কম উবাচ ।

শূন্যঃ ববচো দূতা হিতঃ বক্ষ্যামাস্তমম্ । ধর্মেষু মিত্তায় বর্ত্তানু মামরকং বমাস্তিকম্ ৭১
যে বিকৃত্তিমিত্তায়ঃ প্রয়তাঃ কৃতজ্ঞা একাদশীব্রতপরা বিকৃত্তিমিত্তায়ঃ ।
মারায়ণাচ্যুত হরে শরণং ভাবতি সন্তো বদন্তি সন্ততঃ ভরমা ভাজকম্ ॥ ৭২
নারায়ণাচ্যুত অমার্কন কক বিকো পশ্বেণ পশ্চজমিতঃ শিব শতরেতি ।
যাং বদন্ত্যবিললোকহিতাঃ প্রশান্তা দূরাষ্টটোস্তাজত তত্র ন মেহন্তি শিক্ষা ॥ ৭৩
নারায়ণাশ্রিতক্রিয়ানু হরিভক্তভক্তানাচারমার্কনিরতানু গুরুসেবকাংক ।
সংপাত্তদাননিরতানু হরিভক্তিমূলানু দূতাস্তাজকমনিশং হরিমামশক্তানু ॥ ৭৪
পাবতসঙ্গরহিতানু বিকৃত্তিমিত্তানু মংসঙ্গলোপপরাংক ভবাতিথেয়ানু ।
শস্তেহইরেক সমবুদ্ধিমতস্তথৈব দূতাস্তাজকমপকারপরানু জনানাম্ ॥ ৭৫
যে বীক্ষিতা হরিকথামৃতসেকৈকশ নারায়ণস্ততিনরায়ণমানসৈক ।
বিপ্রেষ্পাদজলমেবনসংপ্রহৃষ্টেষ্টানু পাপিনোহপি চ ভটাঃ সন্ততঃ ভাজকম্ ॥ ৭৬
যে মাতৃভাতপরিভ্রংমনশীলিনক লোকবিধৌ বিকৃত্তিমিত্তকর্ম্মিণশ্চ ।
দেবশ্রীলাভনিরতানু জননাশংহুংস্তান্নানয়কমপরাধরতানু দূতাঃ ॥ ৭৭
একাদশীব্রতপরাজু ধর্মুপ্রনীলং লোকাপবাদনিরতং পরনিকুকক ।
গ্রামস্ত নাশকরমুত্তমনিকুকক দূতাঃ সমানরত বিপ্রধনেষু পুঙ্কম্ ॥ ৭৮
যে বিকৃত্তিমিত্তবিমূখা ন নমন্তি যে চ নারায়ণায় শরণাগতপালকায় ।

বিকৃত্তিমিত্ত নহি শ্রীতি নরোহতিমুখস্তানানরক্ষমতিপাপভরানু প্রশান্তানু ॥ ৭৯
এবং সংপ্রভবানু পূর্কং যমেন পরিভাবিতম্ । দহেহমমুতাপেন শূদ্রা ভংকর্ম্ম তত্র বৈ ॥ ৮০
পিতর্মমামুতাপেন ভক্তর্ম্মপ্রবণেন চ । ভদৈব সর্কশাপাণি নিঃশেবং বিগতানি চ ॥ ৮১
পাপশেষবিনির্মুক্তং হরিনাক্ষপাতাং গচ্চম্ । মহত্মসূর্য্যমকালং মাং ননাম যমসুদা ॥ ৮২
এতদ্দৃষ্টো বিপ্রিতান্তে বমদূতা ভরোংকটাঃ । বিধানং পরমং চতুর্ঘমোক্তে সর্ক এব তে ॥ ৮৩
ভক্ত সম্পূজ্য মাং কালো বিমানশতমঙ্গলম্ । সদাঃ সন্তোষয়ামাস ভবিকোঃ পরমং পদম্ ॥ ৮৪

বিধানকোটিতিঃ সর্গঃ সর্গভোগসমধিতঃ । কৰ্মণা তেন জনক বিহুলোকে মরোবিভম্ ॥ ৮৫
কল্পকোটিসহস্রানি কল্পকোটিশতানি চ । হিহা বিহুপদে পশাদিল্ললোকঃ সমাগতঃ ॥ ৮৬
তত্রাপি সর্গভোগাঢ্যঃ সর্গদেবমমৃততঃ । তাবৎকালং দিবি হিহা ততো ভূমিঃ সমাগতঃ ॥ ৮৭
অত্রাপি বিপ্রপ্রবর কুলে মহতি সন্তবঃ । জাতিশ্রবতাজ্জানামি সর্গমেতনুলীষয় ॥ ৮৮
তস্মাদ্ বিকৃচ্ছনোদ্যোগং তাভাহং প্রকরোমি বৈ । একাদশীব্রতমিদমিতি ন জ্ঞাতবানু পূৰ্বা ॥
জাতিশ্রুতিপ্রভাবেণ তচ্ছ জ্ঞাতং মান্ত্রতং ময়া । অবশেনাপি যৎকৰ্ম কৃতং তস্ম কলঙ্ঘিদম্ ॥
একাদশীব্রতং ভক্ত্যা কুৰ্ব্বতাং কিমুত প্রভো । তস্মাচ্চহিষো জনক শুভমেকাদশীব্রতম্ ॥

বিহুপূজাধারহঃ পরমস্থানকাক্ষরা ॥ ১১

একাদশীব্রতং যে তু কুৰ্ব্বন্তি শ্রদ্ধয়া নরাঃ । তে যান্তি বিহুভবনং পরমানন্দদায়কম্ ॥ ১২
যশৈদত্তচ্ছূয়াশ্রিতং পঠেৎ শক্তিভাবতঃ । সৰ্বপাপবিমিশ্রুক্তো বিহুলোকে মরীয়তে ॥ ১৩
সূত উবাচ ।

এবং পূজ্যবচঃ শ্রুত্বা সন্তুষ্টো গালবো মুনিঃ । অবাণ পরমাং তু : মনসাপাতিহৰিতঃ ॥ ১৪
মজ্জম সফলং জাতং মধঃপঃ পাবনীকৃতঃ । যতোহসৌ মংগলে জাতো বিহুভক্তিপরায়ণঃ ॥ ১৫
ইতি সন্তুষ্টচেতাস্ত স্তম্ভ পুত্রস্ত বীমতঃ । হরিপূজাবিধানক যথাবৎ সমবোধয়ৎ ॥ ১৬
ইত্যেতদ্বো মুনিগণা যথাবৎ কথিতং ময়া । সঙ্কোচবিস্তৃতাতাক কিমন্তং কথয়ামি যঃ ॥ ১৭

ইতি শ্রীমহানারদীয়ে পুরাণে একাদশীব্রতকথনং নারায়ণবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২১ ॥

দ্বাবিংশোহধ্যায়ঃ ।

কথয় উচুঃ ।

কথিতং ভবতা সর্গঃ সূত তদ্বার্ককোবিদ । ভাগীরথ্যাঃ সুমহিমা বর্ণ্যাবর্ণ্যাক্ত সত্তম ॥ ১
হরিপূজাবিধানক ব্রতপূজা সবিস্তরম্ । একাদশীক মহিমা দয়া প্রোক্তো বিশেষতঃ ॥ ২
ইনানীং প্রোতুমিচ্ছামো বর্ণ্যশ্রমবিধিং মুনে । তথৈব চাশ্রমাচারং প্রায়শ্চিত্তবিধিং মুনে ॥ ৩
এতৎ সর্গঃ মহাভাগ সূত তদ্বার্ককোবিদ । কনয়া পরমাবিষ্টো যথাবদকু মইমি ॥ ৪

সূত উবাচ ।

শ্রীশ্রীমুখ্যঃ সর্গে বহুকো ব্রহ্মসুনা । সনৎকুমারমুনয়ে বর্ণ্যশ্রমবিনির্গয়ঃ ॥ ৫
বর্ণ্যশ্রমাচারবতা পূজাতে হরিরবায়ঃ । স্তম্ভাশ্রম্যামি বিশেষতঃ বধাদৈশ্যোদিতক যৎ ॥ ৬
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চদ্বার এব তে । বর্ণা ইতি সমাখ্যাতা এতেষাং ব্রাহ্মণোবৈশিকঃ
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যো বিজ্ঞাঃ প্রোক্তাভিজাতয়ঃ । মাতৃভক্ত্যপনয়নাদীকারা স্মর্যৈবকমাং
এতৈর্বর্ণৈঃ নস্বৰ্ণাঃ কার্যা বর্ণ্যশ্রমতঃ । স্ববর্ণবর্ণভ্যাগেন পাবিতঃ প্রোচ্যতে বৃধেঃ ॥ ৭
স্বগৃহ্যচৌদিতং কৰ্ম বিজ্ঞঃ কুৰ্ব্বতু কৃতী তবৈৎ । অন্তৰ্ধা পতিতঃ বিদ্যাং সর্গবর্ণ্যবহিকৃতম্ ॥ ৮
শ্রীশ্রীমুখ্যঃ পরিগ্রহা বর্ণৈরৈতৈর্বর্ণৈচিত্তম্ । প্রামাচারস্তথা প্রোক্তঃ শ্রুতিমার্গাবিরোধতঃ ॥ ৯
কৰ্মণা মনসা বাচা বহুকৰ্মান্ সমাচরেৎ । অশ্রুগা লোকবিধিষ্টে বর্ণ্যামপ্যচরেৎ তু ॥ ১০

इष्टानां शान्तः कुर्याच्छिष्टांश्च परिपालयेत् ॥ २४

मर्के च युक्तिमात्रादि वाच्यमोचितकर्षणं ॥ २९

इति श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रीभृशमहाप्रह्लादोदये श्रीप्राणवर्णनविशेषोक्तम् । नमः सावित्र्योद्धारकः ॥ २२ ॥

अयोविंशोऽध्यायः ।

সূত্র টোকা ।

-दर्नाश्रमाचारविधिः प्रवक्ष्यामि विशेषतः । शृणुष्वयं वरः सर्वे नूनमाहितचेतसः ॥ १
 यः स्वकर्म परिताप्य परकर्म निवेदते । पावणः स हि विस्त्रयः सर्वधर्मबहिष्कृतः ॥ २
 गन्धानादिसंस्काराः कार्या बलविधानतः । स्त्रीधाममज्जतः कार्या मथाकालं यथाविधि ॥ ३
 सोमस्तः प्रथमे गर्भे चतुर्थे मासि कारयेत् । षष्ठे वा सप्तमे वापि अष्टमे वापि कारयेत् ।
 जाते पुत्रे पिता भ्राता सचेलः जातकर्मम् । कुर्यान्नानीमुषः प्राक् सृष्टिवाचनपूर्वकम् ॥ ४

हेमा वा चाक्रुधाश्चैर्वा जातश्राद्धः एकस्येव । अत्रेन कारयेद्यस्तु न च तालममो भवेत् ॥ ६
 कृशाब्जद्वयिकं श्राद्धं पिता पुत्रश्च बाग्यतः । कर्त्तव्यं नामनिर्देशः श्रुतकाष्ठे यथाविधि ॥ ७
 अम्पैर्मर्षहीनका अतिशुद्धैश्चैव । नाददानीम विप्रैश्चास्तथा च विप्रमाश्रितम् ॥ ८
 कृत्यमेव संसरे चोदः पञ्चमे गृहमेवपि वा । षष्ठे चैवाष्टमे वापि कुर्याद्गृहोक्त्यर्थतः
 देवयोगादतिक्रान्ते मर्त्तानादिकर्त्तवि । कर्त्तव्यः कृच्छ्रपादो वै चोदः साक्षः एकस्येव ॥
 मर्त्ताष्टमेष्टमे वादे ब्राह्मणश्चोपनायनम् । आधोऽङ्गान्धपथास्तु कालमाह्वयः ॥ ११
 गर्भिकादशमेष्टमे तु राजाश्चोपनायनम् । आधोऽङ्गान्धपथास्तु कालमाह्वयः ॥ १२
 विप्रोपनयनं प्रोक्तं गर्भिकादशमेव च । चतुर्विंशतिपथास्तु कालमाह्वयः ॥ १३
 एतत्कालावधिर्विप्रः द्विजश्चातिक्रमो भवेत् । नाविप्रोऽतिक्रमः विद्वान्नालपेत् ॥ १४
 विप्रोपनयने विप्रः मूढाकालवातिक्रमे । दादशापः चरेत् कृच्छ्रः पञ्चाष्टाङ्गारणं चरेत् ॥ १५
 मातृपुनश्चैव कृत्वा कर्त्तव्यं समाचरेत् । अथवा पठितः विद्वान् कर्त्तापि एकदा भवेत् ॥ १६
 मोक्षी विप्रश्च विज्ञेयः धनुर्जाः क्षत्रियश्च । आर्षी वैश्वश्च विज्ञेयः शुक्लामजिनः तथा ॥
 विप्रश्च प्रोक्तमेवैव चोदः क्षत्रियश्च । आर्षी वैश्वश्च विज्ञेयः दधान्वस्त्रो यथाक्रमः
 पालाशः ब्राह्मणश्चाङ्गः नृपश्चोदः तथा । वैश्वः वैश्वश्च विज्ञेयः प्रमाणः शुक्ल द्विजाः
 विप्रश्च शेषमात्रः श्रुदाजलाटः नृपश्च तु । नागाग्रमाश्रितः पठः वैश्वश्चाह्वयः ॥ २०
 तथा वामा नि वक्ष्यामि विप्रोदीना यथाक्रमः । काशायैव माजिष्ठः दारिद्र्यः एकैर्द्विभुम् ॥
 उपनीतो विप्रो विप्रः परिचर्यापरो हरेः । वेदग्रहणपथास्तु निवेगेदृष्टकवेद्यानि ॥ २२
 श्रातःश्रायी जवेद्वर्गा समिन्धकलादिकान् । शुक्लैर्महारेत्रिताः कलाः कलाः मूनीश्वराः ॥ २३
 यज्ञोपवीतमजिनं दध्वा द्विजसमुदाः । नष्टे त्रष्टे नवः मन्त्रादुप्रायः त्रष्टे जले क्षिपेत् ॥ २४
 वर्गिनो वर्तनः श्राद्धार्थिनामेव केवलम् । भिक्षायाः श्राद्धागारादाहरेत् ॥ २५
 भवत्पूर्वः ब्राह्मणश्च भवत्पुत्रः नृपश्च च । भवद्वयः विप्रः प्रोक्तः भिक्षुग्राह्य एव च ॥ २६
 मास्यः श्राद्धार्थिकायां यथाकालः जितेन्द्रियः । कुर्यात् श्राद्धदिनं वर्षी ब्रह्मयज्ञकं तर्पणम् ॥ २७
 मास्यं मास्यं परित्रातः पठितः प्रोचते नृपैः । ब्रह्मयज्ञविहीनश्च ब्रह्महा परिकीर्तितः ॥ २८
 देवताभार्जनैश्चैव उक्त्वा च परः हरेः । भिक्षायाः भोजयेन्निताः नैकान्नी कदाचन ॥ २९
 आनीय निताः विप्रानां गृहाद्विप्रः जितेन्द्रियः । निवेद्या हरवेत् श्रीराधागृहस्तु दत्तुः ॥
 मन्त्रीमांसलवणतामूलं दत्तुं वाचनम् । उद्भिष्टेभोजनैश्चैव दिवावापकां वर्जयेत् ॥ ३१
 छत्रपादुकपङ्काश्च तथा मालानूलेपने । जलकेलिदातृगीतवाद्याः परिवर्जयेत् ॥ ३२
 पाणीवादं रोषतोषं विप्रलापं तथाजनम् । पाषण्डजनसंयोगं शूद्रमन्त्रं वर्जयेत् ॥ ३३
 अतिवादननीलः श्राद्धद्वन्द्वे च यथाक्रमम् । ज्ञानवृद्धास्तपोवृद्धा ब्रह्मवृद्धा इति त्रयः ॥ ३४
 यावत्त्रिकानि दुःस्थानि निवारयति यो हरेः । वेदशास्त्रोपदेशेन तं पूर्वमतिवादयेत् ॥ ३५
 अनावहमिति क्रमाद्विप्रो वै अतिवादेन । नातिवादाश्च विप्रैश्च कत्रिणाद्याः कदाचन ॥ ३६
 नास्तिकः तिर्यग्वादः कृत्यः श्रावनाजकम् । स्तेयकं कितवैव कदाचिन्नातिवादयेत् ॥ ३७
 पाषण्डः पठितः श्रावताः तथा नक्षत्रपाठकम् । तथा पाठकिनैश्च कदाचिन्नातिवादयेत् ॥ ३८
 अथवा श्राद्धार्थं वाचनम् ॥ ३९

তথা শ্রানং প্রকৃত্ত্বং সমিৎপূজ্যকরং তথা । উদপাত্ত্বং বৈব ভূজ্যমঃ নাতিবাদয়েৎ ॥ ৪০
 বিবাদীলিনং চতং ব্রহ্মতং জলমধ্যগম্ । ভিক্ষারবারিণকৈব শরানং নাতিবাদয়েৎ ॥ ৪১
 তর্কীঃ পুন্ড্রীঃ স্রায়াঃ সূতিকারঃ গর্ভপাতিনীম্ । কৃত্ত্বীঃ তথা চতং কদাচিন্নাতিবাদয়েৎ
 সত্যায়ঃ যজ্ঞশালারায়ঃ দেবভারতনেবপি । প্রত্যেকতঃ নমস্কারো হস্তি পুণ্যং পুরাকৃতম্ ॥ ৪৩
 পুণ্যকিঙ্ক্রে পুণ্ডীর্থে স্বাধ্যায়নমসে তথা । প্রত্যেকতঃ নমস্কারো হস্তি পুণ্যং পুরাকৃতম্ ॥ ৪৪
 প্রাঙ্কঃ ব্রতং তথা দামং দেবভার্জনাং তথা । যজ্ঞকঃ তর্পণকৈব কৃত্ত্বং নাতিবাদয়েৎ ॥ ৪৫
 কুতেহতিবাদনে বস্ত্রং ন কুর্বাৎ প্রতিবাদনম্ । নাতিবাদাঃ স বিজ্ঞেয়ো যথা শূদ্রস্তথৈব সঃ ॥ ৪৬
 প্রকাল্য পাদাবাচম্য তদোরতিবুধঃ সত্বা । তন্তু পাদৌ চ সংযুজ্য অবীয়াত বিচক্ষণাঃ ॥ ৪৭
 অষ্টকায় চতুর্দশাং প্রতিপৎপর্জণোন্তথা । মগাজরণাং বিপ্রেক্ষাঃ অবগদানীদিনে ॥ ৪৮
 ভাদ্রপদাপরপক্ষে বিত্তীয়ায়াং তথৈব চ । শরমোখানবাদস্তাং শ্রোত্রিয়ে দ্বিগুণং গতে ॥ ৪৯
 আষাঢ়ী কার্ত্তিকী চৈব কাঙ্কনী চ বিজোতমাঃ । বিত্তীয়া শুক্লপক্ষস্য গ্রামদাহে তথৈব চ ॥ ৫০
 মাঘস্য সপ্তমী শুক্লা নবম্যাং যুগ্মে তথা । পরিবেশাধিকে সূর্যো শ্রোত্রিয়ে গৃহাগতে ॥ ৫১
 বসন্তে ব্রাহ্মণে চৈব প্রহুং কলহে তথা । মক্কায়াং গর্জিত্তে মেঘে হুংকালগর্জিত্তে তথা ৫২
 উকাশমিপ্রপাতে চ তথা বিপ্রেষবমানিতে । যথা দিযু চ বিপ্রেক্ষা যুগাদৌ চ চতুষ্টয়ে ।

মাধীয়াত বিজঃ কশিঃ সর্ষকশ্রফলোঃসূকঃ ॥ ৫৩

শুক্লতৃতীয়া বৈশাখে প্রেতপক্ষে ত্রয়োদশী । কার্ত্তিকে নবমী শুক্লা মাঘমাগে চ পূর্ণিমা ॥

এতে যুগাদয়ঃ প্রোক্তা দত্তশ্রাক্ষরকারকাঃ ॥ ৫৪

মহানীঃশ্চ প্রবক্ষ্যামি শৃণুধ্বং শ্রুগমাহিতাঃ ॥ ৫৫

অশ্বযুক্তকুনবমী কার্ত্তিকবাদনী মিতা । তৃতীয়া চৈত্রমাসস্য তথা ভাদ্রপদস্য চ ॥ ৫৬
 আষাঢ়শুক্লদশমী মিতা মাঘস্য সপ্তমী । আষাঢ়শ্রোত্রমী কৃষ্ণা তথাষাঢ়ী চ পূর্ণিমা ॥ ৫৭
 কাঙ্কনশ্রোত্রম্যামাষাঢ়ী পৌষশ্রোত্রবাদনী মিতা । কার্ত্তিকী কাঙ্কনী চৈত্রী জ্যৈষ্ঠী পশুদনী মিতা ॥
 যথাধরঃ সমাখ্যাতা দত্তশ্রাক্ষরকারকাঃ । বিজঃ প্রাক্ত্ব কর্ত্তব্যং যথা দিযু যুগাদিযু ॥ ৫৯
 প্রাক্ত্ব নিমজ্জিত্তে চৈব গ্রহণে চক্ষুর্দৃশ্যোঃ । অন্নমদিত্তে চৈব মাধীয়াত বিজোতমাঃ ॥ ৬০
 শবাসুগমনে চৈব আশ্রয়াকমণীত্য চ । সূত্বং বিতরে চৈব অনধ্যায়ঃ প্রশস্ততে ॥ ৬১
 সর্পাদিদর্শনে চৈব তথা ভূকল্পনেহপি চ । এবমাদিযু সর্ষেযু অনধ্যায়ঃ প্রশস্ততে ॥ ৬২
 অনধ্যায়ৈধবীতানং প্রজাঃ প্রজ্ঞা যশঃ প্রিয়ম্ । আয়ুয্যং বলমাতোপাং নিকৃষ্টতি যমঃ স্বয়ম্ ॥
 অনধ্যায়েষু ধোহবীতে তং বিদ্যাদ্ ব্রহ্মঘাতিনম্ । ন তং সত্যায়ৈদিপ্রী ন তেন সহ সন্দমেন
 কুতগোলকয়োঃ কেচিচ্ছড়াদীনাঞ্চ সত্তমাঃ । বদন্তি চোপনয়নং তংপুত্রেষু চ কেচন ॥ ৬৫
 অনবীত্যা তু যো বেদাহাংরাণি পঠতে নরঃ । শূদ্রত্বলাঃ স বিজ্ঞেয়ো নরকারোপপদাতে ।

নাচারকলমাপ্রোতি যথা শূদ্রস্তথৈব সঃ ॥ ৬৬

নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং যজ্ঞাশ্রুৎ কৰ্ম্ম নৈদিকম্ । অনদীমানবিপ্রশ্চ সর্ষং ভবতি নিফলম্ ॥
 শবো ব্রহ্মমরো বিকূর্বেদঃ সাক্ষাঙ্করিঃ সূজ্যঃ । বেদাধ্যায়ী ততো বিপ্রাঃ সর্ষানু কামানবাপ্নোতি

ইতি ব্রহ্মারদীয়ে পুরাণে বর্ণাপ্রমবিকথনং নাম ত্রয়োবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

চতুর্বিংশোধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

বেদগ্রহণপর্যন্তঃ শুক্রবানিরতো ভুরোঃ । অনূজাতস্তত্ত্বেনে কুর্যাদগ্নিপরিগ্রহম্ ॥ ১
বেদাঙ্গানি চ বেদান্ত বর্ষশাস্ত্রাণি চ বিজাঃ । অধীতা ভূবে দত্তা দক্ষিণা স ভবেদগৃহী ॥ ২
রূপলক্ষণম্পরাং সত্ত্বাঃ স্কুলোক্তবাম্ । বিজঃ সমুদ্রহেঃ কস্তার সুনীলাঃ বর্ষচারিণীম্ ॥ ৩
মাতৃভঃ পঞ্চমাক্ষীনাং পিতৃভঃ সপ্তমাঃ তথা । বিজঃ সমুদ্রহেঃ কস্তামন্থবা শুক্লভঙ্গমঃ ॥ ৪
গোমিণীকৈব বৃশাকীঃ সরোগকুলমন্তবাম্ । অতিকেশামকেশাঃ বাচালাঃ নোদহেদু বৃষঃ ॥ ৫
কোপনাঃ বামনাঃৈব দীর্ঘদেহাঃ বিরূপিণীম্ । নৃমাধিকাদীমুদ্রতাং পিতৃনাং নোদহেদু বৃষঃ ॥ ৬
মূলশূলফাঃ দীর্ঘব্রজাঃ তথৈব পুরুষাকৃতিম্ । শ্মশ্রুবাণনমঃযুক্তাঃ বিকারাঃ নোদহেদু বৃষঃ ॥ ৭
বৃধাহাস্তমুখীকৈব মদাংগৃহবাগিনীম্ । বিবাদনীলাঃ ভ্রমিতাঃ নির্ধূরাঃ নোদহেদু বৃষঃ ॥ ৮
বহুশনৌঃ স্কুলদভাঃ স্কুলোক্ষীঃ বর্ষরসরাঃ । অতিকৃফাঃ ব্রজবনীঃ যুধীঃ নৈবোদেদু বৃষঃ ॥ ৯
মদা রোদননীলাঃ পাণ্ডুর্ণাঃ কংমিতাম্ । বাসকাসাদিগঃযুক্তাঃ নিদ্রানীলাঃ নোদহেদু ॥ ১০
অনর্থভাষিণীকৈব লোকদেবপরাস্রবাম্ । পরাপবাদনিরতাঃ তদ্বরাঃ নোদহেদু বৃষঃ ॥ ১১
দীর্ঘনাসাঃ কিতবাঃ তনুরুহবিভূষিতাম্ । খর্জিকাঃ বকরুতিঃ সর্ষথা নোদহেদু বৃষঃ ॥ ১২
বালভাবাদবিজ্ঞাতস্বভাবানুদহেদু যদি । অগন্তামগুণাঃ ভায়া সর্ষথা ভাঃ পরিভাজেৎ ॥ ১৩
ভর্গুপুত্রেষু যা নারী নির্ধূরা সর্ষথা ভবেৎ । পরানুকুলিনী চৈব সর্ষথা ভাঃ পরিভাজেৎ ॥ ১৪
বিবাহাস্তত্রাষ্টবিধা ব্রাহ্মদণ্ডমুনিমন্তনাঃ । পূর্ষাঃ পূর্ষৌ বরৌ ভ্রমঃ পূর্ষা ভাবে শরঃ পরঃ ॥ ১৫
ব্রাহ্মো দৈবস্তুবেদবাঃ ব্রাজাপত্যাস্থথাস্থরঃ । গাক্ষসৌ রাক্ষসশ্চৈব পৈশাচৌ ঋতমঃ স্রাজঃ ॥ ১৬
ব্রাহ্মণৈব বিবাহেন বিবহেতৈ বিজোস্রমঃ । দৈবেনাকথবা কুর্যাস্তকৈচিনাথ ঋতক্ষতে ॥ ১৭
ব্রাজাপত্যাদয়ো বিপ্রা বিবাহাঃ পঞ্চ গতিতঃ । অভাবেষু চ পূর্ষেষু কথাদেনা পরান্ বৃষঃ ॥ ১৮

যজ্ঞোপবীতমিতয়ং সোণদ্রীক্ষক দ্বারয়েৎ ॥ ১৯

সুবর্ণকুণ্ডলে চৈব ধৌতবস্ত্রদ্বয়ং তথা । অনুলেপনলিপ্তাঙ্গঃ কুন্তকেশনয়ঃ স্রাজঃ ॥ ২০

ধারয়েদৈবকং দণ্ডং সৌদককং কমণ্ডলুম্ ॥ ২১

উকীষমমলং ছত্রং পাঙ্কে চাপুপানহৌ । ধারয়েৎপুষ্পমালো চ স্কন্ধে প্রিয়দর্শনঃ ॥ ২২

নিভামধারনীলকং যথাচারং সমাচরেৎ । পরান্ নৈব ভূষীত পরদারান্ত বর্জয়েৎ ॥

পাদেন নাক্রমেৎ পাদমুচ্ছিষ্টং নৈব লভয়েৎ ॥ ২৩

ন সংহতাভাঃ কহুয়েদ বাহভ্যামাক্রনঃ শিরঃ । পূজাদেবালয়কৈব নাপসব্যং ব্রজেদ্বিজাঃ ॥ ২৪

দেবার্চাচমনস্রানরতপ্রাক্ক্রিয়ামু চ । ন ভবেদগুণকেশন্ত নৈব বস্ত্রদ্রবস্তথা ॥ ২৫

নারোহেদুদ্রৈমানকং শুক্লবাদং বিবর্জয়েৎ । অশ্রুদ্বিষঃ ন গচ্ছেচ্চ পৈশাচ্য পরিবর্জয়েৎ ॥ ২৬

নাপসব্যং ব্রজেদ্বিপ্রানমথকং চতুষ্পথম্ । অমৃতাঃ মংসরূপকৈব দিব্যাস্থাপকং বর্জয়েৎ ॥ ২৭

ন বদেৎপরপাপাশি অপুণাং নৈব কীর্তয়েৎ । স্বকং নাম শ্রবক্ষত্রং নান্যৈবাপি গোপয়েৎ ॥ ২৮

ন দুর্জমৈঃ সহ বসেদ্রাশাস্ত্রং শৃণুয়াং তথা । অসারদাতগীতেষু দ্বিজস্ত ন রুতিং চরেৎ ॥ ২৯

যার্গস্থিতমথোচ্ছিষ্টং শূদ্রকং পতিতং তথা । শব্দং ভিষজং স্রাজী মচেলং স্রানমাচরেৎ ॥ ৩০

চিতিঞ্চ চিত্তিকাঠকং যপং চাণালমেব চ । স্পৃষ্টা দেবলকৈব সচেলং স্নানমাচরেৎ ॥ ৩১
 দীপথণীতমুচ্ছায়া কেশবস্ত্রং ঘটোদকম্ । আজমার্জারিরেণু হস্তি পুণা পুরাকৃতম্ ॥ ৩২
 স্পর্শবাতং প্রেতম্ তথা শূদ্রান্নভোজনম্ । সুবলীপতিসঙ্গং দূরতঃ পরিবর্জয়েৎ ॥ ৩৩
 অমল্লাভাভিগমনং খাদনং নথকেশরোঃ । তথৈব নগ্নশয়নং সর্কষণা পরিবর্জয়েৎ ॥ ৩৪
 গামবন্ধু সভাকৈব তথৈব চ চতুষ্পথম্ । দেবতায়তনকৈব নাপসবারং বজেদ্বিজাঃ ॥ ৩৫
 শিরোভাঙ্গাদবশিষ্টেন তৈলেনাস্তং ন লেপয়েৎ । ভাস্কুলমশুচির্নাদাং তথা সূতং ন বোধয়েৎ
 নাশুকোহগ্নিং পরিচরেৎ পূজাঞ্চ গুরুদেবরোঃ । ন বামহস্তেনৈকেন পিবেদ্বক্ত্রেণ বা জলম্ ॥ ৩৬
 ন চাক্ষুশদৃষ্টিরোক্তায়াং তদাজ্ঞানমুনীশ্বরঃ । ননিদ্বেদ্যোগিনোবিপ্রাব্রতিনোহপিয়তীঃ স্তথা
 পরস্পরস্ম নম্রানি কদাপি ন বদেদ্বিজাঃ ॥ ৩৮

দর্শে চ পৌর্নমাশ্চাক্ষ বাগং কুর্বাদ যথাবিধি ॥ ৩৯

ঔপাসনঞ্চ গোতবাং সায়ং প্রাতর্দ্বিজাতিভিঃ । ঔপাসনপরিভাগী সুরার্পীত্বাচাতে বৃধৈঃ ॥ ৪০
 অয়নে বিযুবে চৈব যুগাদিযু চতুর্দশি । দর্শে চ প্রেতপক্ষে চ আকং কুর্বাদ গৃহী দ্বিজাঃ ॥ ৪১
 মন্বাদিযু যুগাভ্যে যু অষ্টকাসু চ মনুযাঃ । নবদাক্ষে সমাশ্রাতে গৃহী আকং সমাচরেৎ ॥ ৪২
 প্রোত্রিয়ে গৃহমার্যতে গ্রহণে চল্লস্যারোঃ । পুণাক্ষেত্রেষু তীর্থেষু গৃহী আকং সমাচরেৎ ॥ ৪৩
 যজ্ঞো দানঃ তপো হোমঃ স্বাধায়ঃ পিতৃতর্পণম্ । যথা ভবতি বিশ্রেষ্ঠা উদ্ধিপৌণ্ড্রবিনাকৃতম্
 উদ্ধিপৌণ্ড্রক তুলসী আক্কে নেচ্ছতি কেচন । ব্রহ্মচারঃ পরিগ্রাহন্ত্যাক্ষেয়োহর্থিভির্নরৈঃ ॥
 ইত্যেবমাদরো বর্ষাঃ স্মৃতিমার্গেষু চোদিতাঃ । কার্যান দ্বিজাতিভিঃ সমাক্ সর্ককামফলপ্রদাঃ
 সদাচারপর্য যো তু তেষাং বিজ্ঞঃ প্রমীদতি । বিকৌ প্রসন্নতাং যাতে কিমসাধাং দ্বিজোত্তমাঃ

ইতি শ্রীবহ্নারদীয়ে পুরাণে বর্ণাশ্রমবিধির্বর্ণনং নাম চতুর্কিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

গৃহস্থস্য সদাচারং বক্ষ্যামি মুনিসত্তমাঃ । কুর্কতাং সর্কণাপাণি নশুভ্যোব ন সংশয়ঃ ॥ ১
 ব্রাহ্মে মুহূর্তে চোখায় পুরুষার্থবিরোচিনীম্ । বৃত্তিং সন্ধিত্বরেদ্বিপ্রাঃ কৃত্তকেশপ্রসাধনঃ ॥ ২
 দিবা সন্ধ্যাসু কর্ণঃ ব্রহ্মসূত্র উদগ্ধৃৎ । কুর্য়ান্নত্র পুরীষকং রাত্রে চ দাক্ষণামুখঃ ॥ ৩
 শিরঃ প্রোদ্রভ্য বস্ত্রেণ অন্তর্দ্বায় তৃণৈর্মহীম্ । বহুন্ কাষ্ঠং করেণৈকং ভাবন্যোনি ভবেদ্বিজাঃ ॥ ৪
 পশি গোষ্ঠে নদীতীরে তড়াগকূপসন্নিধৌ । তথৈব হৃক্ষচ্ছায়ায়াং কান্তারে বহ্নিসন্নিধৌ ॥ ৫
 দেবালয়ে তথোদানে কৃষ্টভূমৌ চতুষ্পথে । ব্রাহ্মণানাং সমীপে চ তথা গোহবৎখয়োষিতাম্
 ভূবান্ধারকপালেষু জলমধো তথৈব চ । এবমাদিষু দেশেষু মলমূত্রং ন কারয়েৎ ॥ ৬
 শৌচে যত্নঃ সদা কার্যঃ শৌচমূলো দ্বিজঃ স্মৃতঃ । শৌচাচারবিহীনস্য গমস্তং কৰ্ম নিফলম্ ॥
 শৌচং তদ্বিবিধং প্রোক্তং বাহ্মভাভ্যন্তরং তথা । 'মুচ্ছালাভাং বহিঃশুদ্ধিভাবশুদ্ধিস্থখাত্মনম্
 গমীতনিগ্গম্য শৌচাচারং স্মৃতিকং গচ্ছতঃ । গচ্ছলেনাক্ষয়করং শৌচং কুর্য়ান্ন প্রযত্নতঃ ॥ ১০

অঞ্জিষ্টেপ্রদেশে তু শৌচাং মৃত্তিকার গৃহেৎ । ন মুখিকাভিজনিতার ফালোৎকৃষ্টাং তথৈব চ
 বাপীকৃপতড়াগেষু নাহরেদ্বাহমৃত্তিকাম্ । শৌচং কুর্যাৎপ্রবৃত্তেন নাদায়াভূজলে মৃদম্ ॥ ১২
 লিঙ্গে মৃদেকা নাতব্যা তিস্রো বা মেচুরোষষম্ । অপানে পঞ্চ বামে তু দশ গন্তু তথোভয়ো
 তিস্তিস্তিস্রঃ প্রদাতব্যাঃ পাদয়োমৃ ত্তিকাঃ পৃথক্ । এবং শৌচং প্রকুর্য্যত গন্ধলেপাদনুত্তরে ॥ ১৪
 এতচ্ছৌচং গৃহস্থস্ত দ্বিগুণং ব্রহ্মচারিণাম্ । ত্রিগুণং বনহানার যতীনাঞ্চ চতুঃপদম্ ॥ ১৫
 স্বপ্রাণে পূর্ণমাচারং পথার্দ্ধং মুনিব্রতমাং । আতুরে নিয়মো নাস্তি মহাপাদি তথৈব চ ॥ ১৬
 গন্ধলেপক্ষরকরং শৌচং কুর্যাৎ প্রযত্নতঃ । স্রোণামনুপনীতানাং গন্ধলেপক্ষয়াবদি ॥ ১৭
 ব্রতহানাক সর্কেষাং যতিবচ্ছৌচমিষাতে । বিৎবানাক বিপ্রেক্ষা এবং শৌচং প্রকীৰ্ত্তিতম্ ॥
 এবং শৌচক নির্যস্তা পশ্চাদৈ মুননাহিতঃ । প্রাপ্তগোদগ্ধ্থো বাপি হ্যাপ্যমেৎপ্রযতেক্রিয়ঃ ॥
 তিস্ততুর্বাপি চেদাপো গন্ধফেনাদিবর্জিতাঃ । দ্বিমার্জয়েৎকপালকং ত্রয়েণৌষ্ঠৌ চ মণ্ডমাং ॥
 তর্জ্জগ্নমুষ্ঠযোগেন মাসারজ্জবয়ং স্পৃশেৎ । অমুষ্ঠানামিকাভ্যাক নেত্রপ্রোত্রে যথাক্রমম্ ॥ ২১
 কনিষ্ঠামুষ্ঠযোগেন নাভিদেশঃ স্পৃশেদ্ভুজঃ । তলেনোরঃস্থলংৈব অঙ্গুল্যগ্রৈঃ শিরঃ স্পৃশেৎ ॥ ২২
 তলেন বাঙ্গুল্যগ্রৈর্বা স্পৃশেদংগৌ বিচক্ষণঃ । এবমচম্য বিপ্রেক্ষাঃ শুদ্ধিমাত্রোত্যহুত্তমাম্ ।
 ততঃ স্নানং প্রকুর্য্যত মার্জ্জনং তিলতর্পণম্ । ততঃ সন্ধ্যানুপাসীত গায়ত্র্যাণাং রবেঃ ক্ষিপেৎ
 গায়ত্রীক জপেৎ প্রাতস্তিষ্ঠন সূর্য্যদর্শনাং । তথৈব সায়মাগোনো জপেদা সন্ধ্যদর্শনাং ॥ ২৫
 উপাশ্চ সন্ধ্যাং মধ্যাহ্নে ক্ষিপেদধ্যাক পুস্তকং । গায়ত্রীক জপেৎ সমাকু তিষ্ঠন্নাগীন এব বা ॥
 প্রাতর্মধ্যাহ্নিনে চৈব গৃহস্থঃ স্নানমাচরেৎ । ব্রহ্মযজ্ঞং প্রকুর্য্যত দর্ভপানিমুনীশ্বরঃ ॥ ২৭
 বেদোদিতানি কথ্যনি প্রমাদাদকৃতানি বৈ । সর্গয্যাঃ প্রথমে নামে তানি কুর্যাদ্যথাক্রমম্
 নোপাস্তে যো বিজঃ সন্ধ্যাং দূর্তৌ মর্ত্যৌ ধনানিদি । পায়তঃ ন হি বিজ্ঞয়ঃ সর্গকর্ম্মবিদিত্বাহঃ
 যন্ত সন্ধ্যাদিকর্ম্মানি কুর্টয়তিবিশারদঃ । পরিভাষ্যতি তং বিদ্যাশ্রমপাতকিনা বরম্ ॥ ৩০
 যে বিজ্ঞা অভিভাষতে তাত্ত্বসন্ধ্যাদিকর্ম্মণাম্ । তে যান্তি নরকান্ হোরান্ যাবদাশ্রিত্যশ্রমম্
 দেবার্জ্জনং তথা কুর্যাদ্ দৈবদেবঃ সর্গবিদি । সারাতমতিথিঃ সমাপ্ত গন্ধাদিশ্চ প্রপূজয়েৎ
 বজ্রব্যা মধুরা বাণী অতিথিদাগতেষু বৈ । জলান্নকন্দমলৈর্বা গৃহী যানেন দার্জয়েৎ ॥ ৩৩
 অতিথির্যশ্চ ভগ্নাশো গৃহাং প্রতিনিবর্ততে । ন তস্মৈ হৃত্ততং দত্তা পুণ্যমাদায় গচ্ছতি ॥ ৩৪
 অজ্ঞাতগোত্রনামানমন্ত্রগ্রামাদুপাগতম্ । বিপশিৎস্নেহাতথিং প্রাহুর্বিমুখঃ তং প্রপূজয়েৎ ॥ ৩৫
 স্বপ্রাণমবাসিনপ্রাক্কং শ্রোত্রিয়ং বিমুক্তংপরম্ । অনাথং প্রভাহং বিপ্রমুদিশ্চ স্মৃতিহীনং বজ্রেৎ
 পঞ্চযজপরিভাগী ব্রহ্মহেতুচ্ছাতে বৃষেঃ । কুর্যাদচরতপ্তম্যং পঞ্চ যজ্ঞানু প্রমত্ততঃ ॥ ৩৭
 দেবযজ্ঞো ভূতযজ্ঞঃ পিতৃব্রহ্মসুতথৈব চ । নৃযজ্ঞো ব্রহ্মযজ্ঞশ্চ পঞ্চ যজ্ঞাঃ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ ॥ ৩৮
 ভূতামিত্রাদিনংমৃতঃ অস্বং ভূগীত বাগ্ধৃতঃ । দ্বিজোনাভোজ্যমগ্নীয়াংপাক্যং নৈব পরিভাজেৎ
 সংগাপ্য চাসনে পাদৌ বস্ত্রার্দ্ধং পরিদায় বা । যুগেন বমিতং ভূক্য সূরাপীত্বাচ্ছাতে দধৈঃ ৪০
 থাদিতানি পুনঃ থাদেদ্যোদকানি ফলানি বৈ । প্রভাক্ষলবগৈশ্চ গোমানানী নিগদাতে ॥ ৪১
 আপোশনে চাসমনে পেষদ্রব্যোচ চ বিজঃ । শব্দং ন কারয়েদিত্রা কুর্য্যাকেনারকৌ ভবেৎ ৪২
 পথ্যমন্নং প্রভুগীত বাস্ততোহন্নং ন কংসয়েৎ । ততঃপ্রাচম্য বিপ্রেক্ষাঃ শাস্তিচ্ছাপরো ভবেৎ৪৩
 রাত্ৰাবপি যথামজ্ঞা গমনাসনভোজনৈঃ । কন্দমলফলৈর্বাপি সারাতমতিথিঃ বজ্রেৎ ॥ ৪৪

এবং গৃহীতমদাচারং কুর্যাদ্ভিঃ প্রতিদিনং দুধাঃ । বন্যাচারপরিভ্রাণী প্রায়শ্চিত্তীয়তে ধ্রুবম্ ॥ ৪৫
 দণ্ডিতাং স্বতনুং দৃষ্টী পলিতাদৈশ্চ মন্তয়তি । পুত্রেষু ভাৰ্য্যাং নিক্ষিপ্য বনং গচ্ছেৎসদৈব বা
 ভবেত্ত্রিষণ্ময়ী নথশ্রজটাবরঃ । তৃণশায়ী ব্রহ্মচারী পঞ্চমজপসায়ণঃ ॥ ৪৬
 ফলমূলাননো নিত্যং স্বাধ্যায়নিবৃত্তস্তথা । দয়াবান্ সৰ্বভূতেষু সারায়ণপরায়ণঃ ॥ ৪৭
 বর্জয়েদ্গ্রামজাতানি পুষ্পাণি চ ফলানি চ । অষ্টৌ গ্রামাংশ্চ ভুঞ্জীত ন কুর্যাদ্রাতিভোজনম্
 অভ্যঙ্গং বস্ত্রভৈলেন বান্ধেৎ সমাচরেৎ । বাবায় বর্জয়েচ্চৈব নিজ্রালম্ভঞ্চ বর্জয়েৎ ॥ ৫০
 মুখাবাদং পরীবাদং মিথ্যাবাদঞ্চ বর্জয়েৎ । শঙ্খচক্রগদাপাণিং নিভ্যং নারায়ণং স্মরনু ॥ ৫১
 বান্ধেৎ প্রকূর্ণীত তপশ্চাস্ত্রায়ণাদিকম্ । মহেত নীততাপাদি বহিঃ পরিচরেৎ সদা ॥ ৫২
 যদা মনসি বৈরাগ্যং জাতং সৰ্বেষু জন্তুযু । তদৈব সম্রাসেদ্বিদ্বানস্তথা পতিস্তো ভবেৎ ॥ ৫৩
 বেদান্তাভাসনিবৃত্তঃ শান্তো দান্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ । নিব্বন্দো নিব্বন্ধারো নিব্বমঃ সৰ্বদান্তবেৎ
 সমাদিত্তগনিবৃত্তঃ কামক্রোধবিবর্জিতঃ । নয়ো বা জীর্ণকোপীনো ভবেদুত্তী যন্তী দ্বিজঃ ॥

গমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ ॥ ৫৫

একরাত্রং বসেদ্গ্রামে ত্রিরাত্রং নগরে বসেৎ । ভৈক্ষ্যেণ বর্তয়েন্নিতামেকান্বানী ভবেদুদ্যতিঃ ॥
 অমিদ্ভিতদ্বিজপুত্রে বাস্মারে ভুক্তবর্জিতে । বিবাদরহিতে চৈব ভিক্ষার্থং পর্যাটেদুদ্যতিঃ ॥ ৫৭
 ভবেৎ ত্রিষণ্ময়ী নারায়ণপরায়ণঃ । জপেচ্চ প্রণবং নিত্যং যতান্না বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৫৮
 নৈকগ্নানী ভবেদুদ্যন্ত কদাচিল্প্যটৌ যতিঃ । তস্মৈ বৈ নিক্ষুতির্নাস্তি প্রায়শ্চিত্তশতৈরপি ॥ ৫৯
 বিপ্রা যদি ষতির্লিপ্সুঃ প্রদুগ্ধদধকো ভবেৎ । স চ ভালসমো জ্ঞেয়ো বর্ণাশ্রমবিগহিতঃ ॥ ৬০
 আত্মানং চিত্তয়েচ্চৈবং নারায়ণমনাময়ম্ । নিব্বন্দং নিব্বমং শান্তং বাযাতীতমমংসরম্ ॥ ৬১
 অবায়ং পরিপূর্ণং সদানন্দৈকবিপ্রহম্ । জ্ঞানস্বরূপমমলং পরং জ্যোতিঃ সনাতনম্ ॥ ৬২
 অবিকারমনাদাত্তং জগচ্চৈতন্যকারণম্ । নিষ্ঠুগং পরমং ধ্যায়েদাত্মানং পরমাংস পরম্ ॥ ৬৩
 পঠেৎপানিষদাকাং বেদার্থাশ্চৈব চিত্তয়েৎ । মহেশ্বরীং দেবেশং সদা ধ্যায়ৈজ্জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৬৪
 এবং বানপরো যন্ত যতির্বিগতমংসরঃ । স যতি পরমানন্দং পরংব্রহ্ম সনাতনম্ ॥ ৬৫
 ইতোবমাশ্রমাচারান্ যঃ করোতি দ্বিজঃ ক্রমাৎ । স যতি পরমং স্থানং যন্ত গতা ন শোচতি
 বর্ণাশ্রমাচারবতাঃ সৰ্বপাপবিমোচিতাঃ । সারায়ণপরা যান্তি তদ্বিফোঃ পরমং পদম্ ॥ ৬৭

ইতি ব্রীহন্নারদীয়ে পুরাণে সদাচারাবর্ণনঃ নাম পঞ্চবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৫ ॥

বড়বিশোধায়াঃ ।

মুঃ ৩ উবাচ ।

নগ্নকম্ববরঃ সৰ্বো প্রাকৃত্য বিবিধুস্তমম্ । যচ্ছ্রুতী সৰ্বপাপেভো মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১
 বিপ্রাঃ ক্ষত্রিয়ঃ পূর্বেহাঃ সাত্তা হেকাশনো ভবেৎ । অধঃশায়ী ব্রহ্মচারী নিশিবিপ্রান্ নিমজ্জয়েৎ
 দন্তধাবনভাস্কলং তৈলাভ্যঙ্গং তথৈব চ । স্বাধ্যায়ঞ্চ পরান্নানি আদ্বকর্তা বিবর্জয়েৎ ॥ ৩
 অঙ্গানং কলহং ক্রোধং বাবায়ঞ্চ বৃণস্তথা । আদ্বকর্তা চ ভোক্তা চ দিবান্বাপঞ্চ বর্জয়েৎ ॥ ৪
 ভ্রাক্তে নিমজ্জিতো যন্ত বাবায়ং কুরুতে যদি । ব্রহ্মহত্যামবাপ্নোতি নরকারোপপদাতে ॥ ৫

শ্রাদ্ধে নিয়োজয়েদ্বিধাঃ শ্রোত্রিয়ং বিষ্ণুতৎপরম্ । যথার্থাচারনিয়তং শ্রমস্বং সুকলৌভবম্ ॥ ৬
রাগধেববিহীনঞ্চ পুরাণার্থবিশাদরম্ । ত্রিমধুজিহ্মপর্ণজং সৰ্বভূতদম্বাপরম্ ॥ ৭
দেবপূজারতকৈব স্মৃতিতত্ত্ববিশাদরম্ । বেদার্থভূতসম্পন্নং সৰ্বলোকহিতৈ রতম্ ॥ ৮
কৃতজ্ঞং গুণনস্পন্নং গুণগুণশ্রবণে রতম্ । পরোপদেশনিরতং শাস্ত্রার্থকণনৈনস্তথা ।

এতে নিয়োজিতব্যা। বৈ শ্রাদ্ধে বিপ্রা যুনাধরাঃ ॥ ৯

শ্রাদ্ধে বর্জ্যান্ প্রযক্ষ্যামি শৃণুস্বঃ গদতো মম । নূনান্ প্রা অধিকান্ চ শ্রাদ্ধো রোগিণস্তথা ১০
কুঞ্জী চ কুনৰী চৈব লম্পটচ ক্ষতব্রতঃ । নক্ষত্রপাঠিত্রীচ তথা চ শবদাহকঃ ॥ ১১
কুবাণী পরিবেজা চ তথা দেবলকশ্চ যঃ । নিমকো মধণো বৃষ্ঠস্তথৈব গ্রামযাজকঃ ॥ ১২
অমচ্ছাত্রাভিনিরতঃ পরান্ননিরতস্তথা । ব্রহ্মলীমুতিপোষ্টী চ ব্রহ্মলীপতিরেব চ ॥ ১৩
কুণ্ডল গোলকশ্চৈব অযাজানান্ যাজকঃ । দণ্ডাতারো ব্রথামূলী অকলীধনতৎপরঃ ॥ ১৪
বিষ্ণুভক্তিবিহীনশ্চ শিবভক্তিপরাস্পৃহঃ । বেদবিক্রয়ণশ্চৈব স্মৃতিবিক্রয়ণস্তথা ॥ ১৫
ব্রতবিক্রয়ণশ্চৈব মদ্রবিক্রয়ণস্তথা । গায়ত্রীঃ সাদাকর্তারো ভিষকশ্চৈব পিতৃবিদঃ ॥ ১৬
বেদনিন্দাপরাশ্চৈব বিপ্রনিন্দাপরাস্তথা । নিত্যং ব্রাজোপমেবী চ কৃতজ্ঞঃ কিতবস্তথা ॥ ১৭
সদাযানপরশ্চৈব দ্যুতমেবাপরাশ্রয়ঃ । মিথ্যাভিষাদিনশ্চৈব গ্রামারণ্যপ্রদাহকঃ ॥ ১৮
তথাভিকাম্যকশ্চৈব তথৈব রসবিক্রয়ী । কুণ্ডলব্রতশ্চৈব শ্রাদ্ধে বর্জ্যঃ প্রযত্নতঃ ॥ ১৯
নিমন্ত্রণীত পূর্নোদ্যমস্তিন্নৈব দিনেহস্তথা । নিমন্ত্রিতো ভবেদ্বিপ্রো লক্ষ্যচারী জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ২০
শ্রাদ্ধে ক্ষণন্ত কৰ্ত্তব্যঃ প্রশস্তশ্চেতি সত্তমাঃ । নিমন্ত্রেয়েদ্বিজং ব্রাহ্মণং দৰ্ভপাণিজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ২১
ভাতঃ প্রাতঃ সমুখায় কলাং কৰ্ম্ম সমাপ্য চ । শ্রাদ্ধং সমাচরেদ্বিদ্বান্ কালে কৃতপনং জ্ঞকে ২২
দ্বিষসম্প্রাপ্তেইমে ভাগে যদা মন্দায়তে রবিঃ । স কালঃ কৃতপো নাম পিতৃণাং দত্তমক্ষয়ম্ ॥ ২৩
অপগ্রাহুঃ পিতৃণাঙ্ক দত্তঃ কালঃ স্বয়মুবা । তৎকালং এব দাতব্যং কবাং তস্মাদ্ দ্বিজোত্তমৈঃ ২৪
যৎকবাং দীয়তে বিপ্রৈরকালে মুনিনত্তমাঃ । ব্রাহ্মণঃ তচ্ছ বিষ্ণুরঃ পিতৃণাং নোপমপতি ২৫
কবাং দত্তং সারাদে ব্রাহ্মণঃ তদ্ববেক্ষণিঃ । দাতা নরকমাপ্নোতি ভোজ্য চ মদ্রকং ব্রজে ২৬
ক্ষয়াহ্ন্য তিথির্বিপ্রা যদি খণ্ডতিনির্ভবেৎ । বাস্ত্যপরাহ্নিকায়াক্ত শ্রাদ্ধং কার্যং বিজানতা ২৭
ক্ষয়াহ্ন্য তিথির্বিপ্রা তু অপরাহ্নয়সে যদি । পূজা ক্ষয়ে তু কৰ্ত্তব্যং বৃদ্ধো কার্য্যো তথোত্তরা ২৮
যুহুর্ভুজিতয়ং পূর্নদিনে স্মাদপরেহহনি । তিথিঃ সার্বাহ্ন্যগী তত্র পরা কবাহ্ন্য বিক্ষতা ২৯
কেচিৎপূর্নদিনং প্রাহ্নুহুর্ভুজিতয়ে সতি । নৈভমতঃ তি সর্কোবাং কবাদামে যুনাধরাঃ ৩০
নিমন্ত্রিতেষু বিপ্রেষু মিলিতেষু দ্বিজোত্তমাঃ । শ্রাবশ্চিৎপিতৃকাক্সা তেভোহুজ্ঞাং সমাচরেৎ
শ্রাদ্ধার্থং সমনুজ্ঞাতো বিপ্রান্ ভূয়ো নিমন্ত্রয়েৎ । উভৌ চ বিপেদেবার্গঃ পিতৃর্গং ত্রীন্মথাবিদি
দেবতর্গক পিতৃর্গবৈকৈকং বা নিমন্ত্রয়েৎ । শ্রাদ্ধার্থং সমনুজ্ঞাতো মণ্ডলং কারয়েদ্বদ্রম ৩৩
৩৪
৩৫
৩৬
৩৭
৩৮

অক্ষয়াদিনয়োঃ যস্মা দ্বিতীয়াবাহনে স্মৃতা । অন্নদানে চতুর্থী স্মাচ্ছেয়াঃ সমুদ্রয়ঃ স্মৃতাঃ ॥ ৩৯
আমাদ্য পাত্ৰাঃ দ্বিতয়ং দৰ্ভশাখাসমস্থিতম্ । ত্বংপাত্রে মেচয়েৎ তোরং শম্নোদেবীভূতা দ্বিতঃ
যবোহমীতি যবান্ক্ষিপ্ত্বা গন্ধপুষ্পৈঃ প্রপূজয়েৎ । আবাহয়েত্ততো দেবান্ধিখেদেবাস ইতৃচা ॥ ৪১

যা দিব্যা ইতি মন্ত্ৰেণ দদাদদ্ব্যং সমাহিতঃ ॥ ৪২

গন্ধৈশ্চ পত্রপুষ্পৈশ্চ ধূপদীপৈশ্চ সন্তুমাঃ । বাসোবিভূষণৈশ্চৈব যথাবিভবমর্চয়েৎ ॥ ৪৩
দেবৈশ্চ সমনুজাতো যজ্ঞেৎ পিতৃগণান্স্থধা । তিলসংযুক্তদর্ভৈশ্চ দদ্যাৎ তেষাং তথাসনম্ ॥ ৪৪
পাত্ৰাণ্যামাদয়েন্নীনি অব্যর্থং পূৰ্ণবদ্বিজঃ । শম্নোদেবীভূতা ক্ষিপ্ত্বা তিলোহমীতি তিলং ক্ষিপেৎ
উগম্ব ইতৃচাবাহ পিতৃন বিপ্রঃ সমাহিতঃ । যা দিব্যা ইতি মন্ত্ৰেণ দদাদদ্ব্যং পূৰ্ণবৎ ॥ ৪৬
গন্ধৈশ্চ পত্রপুষ্পৈশ্চ ধূপদীপৈশ্চ সন্তুমাঃ । বাসোবিভূষণৈশ্চৈব যথাবিভবমর্চয়েৎ ॥ ৪৭
ততোহন্নগ্রাসমাদায় স্তুতগুচ্চং বিচক্ষণঃ । অম্লোকরিষো ইতৃচা তেভ্যোহনুজাতং সমাহরেৎ
করৈব করবাণীতি বিশোক্ত্বা ব্রাহ্মণৈর্দ্বিজাঃ । কুরু ক্রিয়তাংহিতি কুরু চেতাদৃতং দ্বিজাঃ ॥ ৪৯
ওপাগনান্নিষাধায় স্বগৃহোক্তবিধানতঃ । সোমায় পিতৃমতে স্বাহা নম ইতি চ সন্তুমাঃ ॥ ৫০
অগ্নয়ে কবাবাহনায় স্বাহা নম এব চ । স্বধান্তেনাপি বা বিপ্রা জুহুয়াৎ পিতৃযজ্ঞবৎ ॥ ৫১
আভ্যামেবাহতিভ্যাম্ পিতরভৃষ্টিমাপ্নুযুঃ । অগ্ন্যভাবে তু বিপ্রস্ত পাণৌ হোমো বিধীয়তে
যথাচারং প্রকুর্লীত পানাবয়ৌ চ বা দ্বিজাঃ ॥ ৫৩

নষ্টাগ্নিদূরভাষাশ্চেৎ পার্শ্বণে সমুপস্থিতে । সন্ধারাগ্নিং ততঃ কার্য্যং কৃত্বা তং বিহজেৎ কৃতী
যদাগ্নিদূরগো বিপ্রাঃ পার্শ্বণে সমুপস্থিতে । অগ্নিগৃভিঃ কারয়েজ্জ্বাহ্বং সান্নিকৈর্বিধিবদ্বিজাঃ ॥
ক্ষরাহদিবমে প্রাপ্তে স্বস্তাগ্নিদূরগো যদি । তদৈব জাতরস্তুত্র লৌকিকাগ্নিরিতি স্থিতিঃ ॥ ৫৬
ওপাগনায়ৌ দূরেষু সমীপে জাতরি স্থিতে । যদায়ৌ জুহুয়াদ্যপি পাণৌ বা ন হি পাতকী ॥
ওপাগনায়ৌ দূরেষু কেচিদিচ্ছন্তি সন্তুমাঃ । পাণাবেব চ হোতবামিতি তন্ন সমঞ্জসম্ ॥ ৫৮
প্রাচীনাবীতিনা হোমঃকার্য্যোহগ্নৌদ্বিজসন্তুমাঃ । তচ্ছেবং বিশপাত্রেযু বিকিরেৎসংস্রমহরিম্
ভিক্ষার্ভোভিক্ষাশ্চ খাদৈশ্চ লেহৈর্বিপ্রান্ প্রপূজয়েৎ । অন্নভাগং ততঃ কুৰ্যাদ্ভয়ত্র সমাহিতঃ ॥
অগচ্ছত্ব মহাভাগা বিধেদেবা মহাবলাঃ । যে যত্র বিহিতাঃ ত্র্যম্বকে সাবধানা ভবন্ত তে ॥ ৬১
ইতি সংপ্রার্থয়েদেবান্ যে দেবাস ঋচানু বৈ । তথা সংপ্রার্থয়েদ্বিত্বান্ যে চেতি ঋচা পিতৃন
অমূর্তানং নমূর্তানং পিতৃণাং দীপ্ততেজসাম্ । নমস্ত্যামি সদা তেষাং ধ্যায়িনাং যোগচক্ষুযাম্
এবং পিতৃন নমস্কৃত্বা নারায়ণপরায়ণঃ । দত্তং হবিশ্চ তৎ কৰ্ম্ম বিষ্ণবে চ সমর্পয়েৎ ॥ ৬৪
ততস্তে ব্রাহ্মণাঃ গগ্নে ভূজীরন্ বাগৃযতা দ্বিজাঃ । হসতে রোদতে ঘোরং ব্রাহ্মণং তন্তবেদ্বিঃ
যথাচারং প্রদেয়ম্ অমুমাংসাদিকং তথা । পাকাদি ন গ্রহংগেরন্ বাগৃযতা স্তুতভাজনাঃ ॥ ৬৬
যদি পাত্ৰাঃ তাজ্যন্তে ব্রাহ্মণাঃ আক্ৰভোজিনঃ । ত্র্যম্বকে হস্তা স বিজ্ঞেয়ৌ নরকায়োপপদাতে
ভুজ্যানেযু চ বিশেষ্য চাক্ষোণ্যং সংস্পৃশেদৃষদি । তদন্নমতাজন্ ভূত্বা গায়ত্রাষ্টশতং জপেৎ ॥ ৬৮
ভুজ্যানেযু বিশেষ্য কৰ্ত্তা আত্মপরায়ণঃ । স্রবন্ নারায়ণং দেবমনন্তমপরাজিতম্ ॥ ৬৯
ব্রহ্মোক্তানু বৈষ্ণবান্শৈব পৈতৃকাংশ্চ বিশেষতঃ । জপেচ্চ পৌরুষং সূক্তং নাচিকৈতত্রয়ং তথা
ত্রিমুখিহৃদ্যং পাবমানীর্ঘজুঃষি চ । সান্নাক্ষপি তথোক্তানি বদেৎ পুণ্যকথাস্থধা ॥ ৭১
ইতিহানপুৰাণানি বর্ণনান্তানি চৈব হি । ভূজীরন্ ব্রাহ্মণা যাতঃ তাবদেব জপেৎ দ্বিজাঃ ॥ ৭২

বাক্যেণৈব চ ভূতেষু বিকিরেত্রিক্রিপেং তথা । শেষমন্নং বদেদৈব মধুসূক্তকং বৈ জপেং ॥ ৬৩
 স্বয়ং পাদৌ প্রক্ষালা সমাগচ্চমা পতিতাঃ । আচায়েষু চ বিশ্রেয়ু পিতৃ-নিক্রাপয়েং তথা ॥
 স্বস্তিবাচনকং কুর্যাদক্ষযোদকমেব চ । দত্তা সমাহিতঃ কুর্যাদ্ কৃত্য গোত্রাভিবাদনম্ ॥ ৬৪
 অচানমিহা পাত্ত্ব স্বস্তি কুর্সতি যে দ্বিজাঃ । স্বয়ং পিতৃভেদেষু ভবতুচ্ছিত্তোভোজিনঃ ॥ ৬৫
 দাতাভো নো বিবর্জিতামিত্যাদৈঃ অতিভাষিতঃ । অনীলাদোভবেভেভো নমস্কার পরেত্ততঃ
 দদ্যাচ্চ দক্ষিণাং শক্ত্যা তামূলং গন্ধমামৃতম্ । ত্যক্তপাত্রমধানীয় স্ববাসাঃ মুদীরয়েং ॥ ৬৬
 বাজেবাঞ্জে ইতি কচা পিতৃন্দেবানবিসর্জয়েং । ভোক্তা চ আকুক্ষ্মস্মাৎ কচা মৈথুন ভাজেং
 তথা স্বাধ্যায়মস্থানং প্রযত্নেন বিবর্জয়েং ॥ ৬৭

অক্ষগচ্ছাত্ত্বৈব বিহীনশ্চ বনৈস্তথা । আমপ্রাক্ষ্ম কুর্সতি হোমো বা দ্বিকমজমতি ॥ ৬৮
 জ্বাভাবে দ্বিজাভাবে অন্নমাত্রক পাচয়েং । পৈতৃকেণ তু যত্নেন হোম কুর্যাদ্বিচক্ষণঃ ॥ ৬৯
 অতাত্ত্বদবাণ্ডশ্চ শক্ত্যা দদ্যাৎ ত্বং গবাম্ । স্মারা চ বিধিবধিপাঃ কুর্যাদ্ ত্রিলতর্পণম্ ॥ ৭০
 অথবা বোদনং কুর্যাদ্ হৃদৈঃ বিজনে বনে । দরিদ্রোহহং মহাপাতি বদেদিত্তি বিচক্ষণঃ ॥ ৭১
 পরেহুঃ প্রাক্ষ্ম যতো যো ন তর্পয়তে পিতৃন । তামূলং নাশমাপ্নোতি বজ্রতাত্ত্ব বিদতি ।
 প্রাক্ষ্ম কুর্সতি যে মর্ত্যাঃ প্রক্কাবন্তো মুনীশ্বরাঃ । ন তস্মৈ সত্যভিভেদঃ সপ্রামোঃ বাপি কায়তে
 পিতৃন বজ্রতি যে প্রাক্ষ্ম তৈশ্চ বিষ্ণুঃ প্রপূজিতঃ ॥ ৭২

পিতরো দেবতানৈব গন্ধর্কস্পর্শমস্তথা । যক্ষাশ্চ সিদ্ধা মনুজাঃ সরিরেব সনাতন ॥ ৭৩
 যেনেদমখিলং জাতং জগৎ স্বাবরজসমম্ । তস্মাত্তোক্তা চ দাতা চ সপ্তং বিষ্ণুঃ সনাতন ॥ ৭৪
 বিপ্রা যদস্তি যত্রাস্তি দৃশ্যাদৃশ্যমেব চ । সর্কঃ বিকুমরং ক্ষেপঃ তস্মাদিহ বিদাতে ॥ ৭৫
 আবারভূতৌ বিধস্ত সর্কভূতাক্রকোহবারঃ । অনৌপম্যাত্ত্বাশ্চ ভগবান্ কামকবাক্তব ॥ ৭৬
 পরং ব্রহ্মাভিষেহো য এক এব জনার্দনঃ । কর্তা কারয়িতা চৈব স বৈ বিষ্ণুঃ সনাতনঃ ॥ ৭৭
 ইত্যেব বো মুনিশ্রেষ্ঠাঃ প্রাক্ষ্ম বিধিকৃতমঃ । কথিতঃ কুর্সতামেব পাশপাতিঃ কথ্যতি ॥ ৭৮
 য ইদং পঠতে নিত্যং প্রাক্ষ্মকালে মুনীশ্বরাঃ । পিতরানৈব ভূষাত্রি সত্যভিভেব বর্জতে ॥ ৭৯

ইতি শ্রীহরিশ্রীমদৌষে পুরাণে প্রাক্ষ্মবিধিকথনং নাম ষড়্বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

সপ্তবিংশোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

দ্বিধীনাং নির্ণয়ং বক্ষ্যে প্রাশস্তিত্ত্ববিধিং তথা । শৃণুস্ব সর্কধর্মণাং সিদ্ধির্থেন প্রজায়তে ॥ ১
 শ্রৌতশ্রাদ্ধবতঃ দানং যজ্ঞাশ্চ কথং বৈদিকম্ । অনির্বোভাসু তিথিষু ন কিঞ্চিৎ কলতি দ্বিজাঃ
 একাদশ্যৈমৌ বর্জ্য পৌর্নমাসৌ তুর্দশী । অমাবাস্যা দ্বিতীয়া চ উপবাস্যতাদিশ ॥ ২
 পরাবিকাঃ প্রশস্তাঃ সূর্য্য প্রাণাঃ পূষসামৃত্যঃ । আভিরথ্যাশ্চ ত্রিবহ্নোঃ প্রাণাঃ সূর্য্য পূর্নসংক্রান্তাঃ
 নাগবিক্রা চ বা বর্জ্য শিববিক্রা চ সন্তমৌ । দশম্যেকাদশীবিদ্ধা নোপোধ্যা স্তাৎ কলানন ॥ ৩
 চতুর্দশী পৌর্নমাসৌ সন্তমৌ পিতৃবান মন । পরাবিকাঃ একদাপো নং কারোপোপাদতে ॥ ৪

কৃৎপক্ষে পূর্ববিদ্ধামষ্টমীং তু দ্বিতীয়াং । প্রশস্তাং কেচিদাহস্ত তৃতীয়াং নবমীং তথা ॥ ৭
 ব্রতাদীনাং সর্বেষাং শুক্লপক্ষে বিশিষ্যতে । অপরাহুচ্চ পূর্বাহুং গ্রাহং ত্রৈলোক্যং বিহুঃ ॥ ৮
 অসম্ভবে ব্রতাদীনাং যদি পূর্বাহিকী তিথিঃ । মুহূর্তদ্বিতীয়ং গ্রাহং ভগবত্বাদিতে রবৌ ॥ ৯
 ঐন্দোষবাপিনী গ্রাহা তিথির্নক্ষত্রভেদে সদা । উপোষিতব্যং নক্ষত্রং যেনাস্তং যাতি ভাস্করঃ ॥
 তিথিনক্ষত্রসংযোগবিহিতব্রতকর্ম্মণি । ঐন্দোষবাপিনী গ্রাহা তন্ত্রথা বিফলং ভবেৎ ॥ ১১
 অক্ষরাদিবো যা তু নক্ষত্রবাপিনী তিথিঃ । সৈব গ্রাহা মুনিশ্রেষ্ঠা নক্ষত্রবিহিতব্রতে ॥ ১২
 যদাক্ষরাদিয়োবাষ্টং নক্ষত্রম্ দিনদ্বয়ে । তৎ পূর্ণাতিথিসংযুক্তং নক্ষত্রং গ্রাহযুচ্যতে ॥ ১৩
 অক্ষরাদিবয়ে স্মৃত্যং নক্ষত্রং তিথির্বিদ্যি । যজ্ঞে পূর্বা প্রশস্তা স্মাদৃশকৌ কার্য্যো তথোত্তরা ॥ ১৪
 হামরুচিবিশুণ্ণা দেদুগ্রাহা পূর্বা তথা পরা । জ্যেষ্ঠাংশমিশ্রিতা মূল্য রোহিণী বহিনঃসুতা ১৫
 মৈত্রেয়ঃ সঃ মিশ্রিতা জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রাদিবিনাশিনী । ততঃ স্মান্তিথয়ঃ পূণ্যাঃ কথ্যামুত্তরানতো দিবা ১৬
 রাত্রিভেদে ন সর্বেষু রাত্রিযোগো বিশিষ্যতে ॥ ১৭

তিথিনক্ষত্রসংযোগেণ যা পূণ্যা পটিকীর্ণিতা । তস্মান্ধ যদ্ব্রতং কার্য্যং সৈব কার্য্যো নিষ্ফলঃ ॥
 ঐন্দোষবাপিনী গ্রাহা অবগম্যনীরতে । সূর্য্যানুগ্রহণং যাবৎ তাবদুগ্রাহা জপাদিষু ॥ ১৯
 সংক্রান্তিযু চ সপ্তাহ পূণ্যকালং নিগদ্যতে । স্নানদানজপাদীনাং কুর্সত্যাক্ষরং ফলম্ ॥ ২০
 তত্র কৰ্কটকে জ্যেষ্ঠা দক্ষিণায়নসংক্রমঃ । পূর্ণভো ষটিকাংশঃ পূণ্যকালঃ বিহুবুধাঃ ॥ ২১
 ব্রহ্মভে রুচিকে চৈব মিংহে কুন্তে তথৈব চ । পূর্কমষ্টমুহূর্ত্তং গ্রাহং স্নানজপাদিষু ॥ ২২
 তুল্যগ্রাহৈব মেঘে চ পূর্ণতঃ পরতঃ স্থিতাঃ । জ্যেষ্ঠা দশৈব ষটিকা দত্তশ্রাক্ষরকারিকাঃ ২৩
 কন্যায়ঃ মিত্রেনৈ চৈব মৌনে ধনুর্বি চ বিজ্ঞাঃ । ষটিকা ষোড়শ জ্যেষ্ঠাঃ পরতঃ পূণ্যদাম্বিকাঃ ॥
 মাকরং সংক্রমং গ্রাহকুত্তরায়নসংক্রমম্ । পরাশ্চ ত্রিশদৃষটিকাস্তত্রিংশচ্চ পূর্ণতঃ ॥ ২৫
 আনিতার্থোতকিরণৌ গ্রন্থাবস্তং গর্তৌ যদি । দৃষ্টৌ ভুক্তৌ বিপ্রেক্ষাঃ পরেহাঃ শুদ্ধমণ্ডলম্ ২৬
 দৃষ্টেচ্ছা মিনীবালা নষ্টেচ্ছা কুহুঃ স্মৃতা । অমাবস্তা দিবা প্রোক্তা বিপ্রেক্ষকালিঙ্গা তিঃ ॥ ২৭
 মিনীবালা বিপ্রেক্ষগ্রাহা মাঘিকৈঃ আদ্বকর্ম্মণি । কুহুঃ শূদ্রৈস্তথা দ্বীতিরপি চানয়িকৈস্তথা ২৮
 অপরাহুদ্বয়বাপিনীমাবাস্তা তিথির্বিদ্যি । ক্ষয়ে পূর্বা তথা কার্য্যো বৃদ্ধৌ কার্য্যো তথা পরা ২৯
 অমাবাস্তা প্রভীতা চেমধ্যাহ্নাং পরতো যদি । ভূতবিদ্বেতি বিখ্যাতা মন্ডিঃ শাস্ত্রবিশারদৈঃ
 অত্যন্তক্ষয়পক্ষে তু পরেহানীপরাহুগা । তত্র গ্রাহা মিনীবালা সায়াহ্নবাপিনী তিথিঃ ॥ ৩১
 অমাতীনক্ষয়ে চৈব সায়াহ্নবাপিনী তথা । মিনীবালা পরা গ্রাহা সর্ষবা আদ্বকর্ম্মণি ৩২
 অত্যন্ততিথিরক্ষৌ তু ভূতবিদ্ধাং পরিভাজেৎ । গ্রাহা স্মাদপরাহুগা কুহুঃ পৈতৃককর্ম্মণি ৩৩
 তথাক্ষীচীনহুদ্বা তু সংভাজ্যা ভূতসংহিতা । পরেহাবিষুপ্রশ্রৈষ্ঠঃ কুহুগ্রাহাপরাহুগা ৩৪
 মধ্যাহ্নবিত্তয়ে প্রোক্তা অমাবাস্তা তিথির্বিদ্যি । তত্রোচ্ছরা চ সংগ্রাহা পূর্বা বাপ্যথবা পরা ৩৫
 অগ্ন্যাবানং অবক্ষ্যামি মতঃ সম্পূর্ণপর্কণি । প্রতিপদিত্বসে কুর্বাদুবাগং মুনিমন্তমাঃ ৩৬
 পর্কণৌ যন্ততুর্থাংশ আদ্যাঃ প্রতিপদিত্বয়ঃ । বাগকালঃ পরিচ্ছিন্নঃ প্রাতরুত্তো মনীষিতিঃ ৩৭
 মধ্যাহ্নবিত্তয়ে স্মৃত্যামমাবাস্তা চ পূর্ব্বিমা । পরেহ্যবৈব বিপ্রেক্ষাঃ সদাঃ কালো বিধীয়তে ৩৮
 পর্কণবয়ে পরেহাঃ স্মাং সঙ্গমাং পরতো যদি । নদাঃ কালঃ পরেহাঃ স্মাজ্জ্যেষ্ঠমৈব তিথিক্ষয়ে
 সর্ষবেকাদশী গ্রাহা দশমীপরিবর্জিতা । দশমীসংসূতা হন্তি পূণ্যং জন্মজন্মার্জিতম্ ৪০

একাদশী কলামাত্রা দাদশ্যাক্ত প্রতীয়তে । দাদশী চ ত্রয়োদশ্যামস্তি চেৎ সা পরা সূতা ॥ ৪১
 সম্পূর্ণেকাদশী শুদ্ধা দাদশ্যাক্ত প্রতীয়তে । ত্রয়োদশীক রাত্র্যাক্ত তত্র বক্ষ্যামি সূতাতঃ ॥ ৪২
 পূর্ণা গৃহস্থৈঃ কার্য্যা স্মাদ্গৃহস্থরা যতিভিঃ সূতা । গৃহস্থা বৃদ্ধিমিচ্ছন্তিষতো মোক্ষং যতীষরাঃ ॥ ৪৩
 দাদশ্যাক্ত কলামাত্রা মদ্যলভ্যাক্ত পারণম্ । তদানীং দশমীবিদ্ধাপ্যপোমৈকাদশী তিথিঃ ॥ ৪৪
 শুক্রে বা যদি বা কুকে ভবেদেকাদশী বরম্ । গৃহস্থানাং পুস্তোক্তা যতীনাং সূতা ॥ ৪৫
 দাদশ্যাক্ত বিদ্যাতে কিঞ্চিদশমী সংসূতা যদি । দিনক্রেয়ে দ্বিতীয়ৈব মর্কেষাং পরিকীর্তিতা ॥ ৪৬
 বিদ্ধাপ্যেকাদশী গ্রাহ্য পরতো দাদশী ন চেৎ । অবিক্রাপি নিষিক্রৈব পরতো দাদশী যদি ॥ ৪৭
 একাদশী দাদশী চ রাত্রিশেষে ত্রয়োদশী । তত্র ক্ষতশতং পুণ্যং ত্রয়োদশ্যাক্ত পারণম্ ॥ ৪৮
 একাদশী কলামাত্রা বিদ্যাতে দাদশী দিনে । দাদশী চ ত্রয়োদশ্যাক্ত নাস্তি বা বিদ্যাতেহনবা ॥ ৪৯
 বিদ্ধাপ্যেকাদশী তত্র পূর্ণা স্মাদ্গৃহিণ্যস্তরা । যতিভিশ্চোত্তরা গ্রাহ্য অবীরাতিস্তথৈব চ ॥ ৫০
 সম্পূর্ণেকাদশী শুদ্ধা দাদশ্যাক্ত নাস্তি কিম্বন । দাদশী চ ত্রয়োদশ্যাক্ত নাস্তি তত্র কথং ভবেৎ ॥ ৫১
 পূর্ণা গৃহস্থৈঃ কার্য্যা স্মাদ্গৃহস্থরা যতিভিশ্চিথিঃ । উপোষ্যাব দ্বিতীয়ানি কেচিদাহন্ত ভক্তিতঃ
 একাদশী যদা বিদ্ধা দাদশ্যাক্ত ন প্রতীয়তে । দাদশী চ ত্রয়োদশ্যামস্তি তত্র কথং ভবেৎ ॥ ৫২
 উপোষ্যা দাদশী শুদ্ধা মর্কেষৈব ন সংশয়ঃ । কেচিদাহন্ত পূর্ণা তু তদন্তঃ স্বমমজমম ॥ ৫৩
 সংক্রান্তো রবিবারে চ গ্রামে চ গ্রহয়োস্তরা । পারণকোপবাগম্য ন কুর্যাৎপূজবান্ গৃহী ॥ ৫৪
 অর্কেহি পর্করাত্রো চ চতুর্দশ্যষ্টমী দিবা । একাদশ্যামহোরাত্র ভূত্বা চান্দ্রায়ণং চরেৎ ॥ ৫৫
 আদিত্যগ্রচণে গ্রাণ্ডে পূর্ণমামচতুর্দশ্যে । ন কুর্যাভোজনং বিধানং কুর্যাচ্চৈব মভোজনম ॥ ৫৬
 চন্দ্রশ্চ গ্রহণে গ্রাণ্ডে পূর্ণমামত্রয়ে তথা । নাদ্যাবে যদি ভূজীত সুরাপানমম সূতম্ ॥ ৫৭
 আদিত্যর্কীতকিরণে গ্রাস্তাবশ্যং গতো যদি । দৃষ্টা গ্রাহ্য চ ভূজীত পরেহাঃ শুক্লমমমম ॥ ৫৮
 অগ্ন্যাবানেষ্টিমধ্যে তু গ্রহণে চন্দ্রসুধ্যয়োঃ । প্রায়শ্চিত্তং মনিষেষ্ঠাঃ কথং কুর্যন্তি যাজ্ঞিকাঃ ॥ ৫৯
 চন্দ্রোপরাণে জুহ্বাদশমী মোম ইত্যাচা । আপ্যায়ণং কচা চৈব মোমবাস্ত ইতি দ্বিজাঃ ॥ ৬০
 সুর্যোপরাণে জুহ্বাদাদিত্য জাতবৈদমম । আগাদ্য নোদ্রয়কৈব ত্রয়ো মজা উদাহৃত্যঃ ॥ ৬১
 এবং তিথিঃ বিনিশ্চিতা স্মৃতিমার্গেণ পণ্ডিতঃ । যঃ কুরোতি ব্রতাদীনি তস্মৈ স্মাদক্ষয়ঃ কলমুখ্য ॥ ৬২
 বেদপ্রবিত্তো বর্ষো বর্ষৈস্তুষাতি কেশবঃ । তস্মাক্ষয়পরা যান্তি তদ্রিকোঃ পরমঃ পদম্ ॥ ৬৩
 যে বর্ষান্ কর্তুমিচ্ছতি তে বৈ বিদুষকৃপিনঃ । তস্মাক্ষয়ঃ ভবত্যাধিঃ কদাচিৎকৈব বাৎসেভেৎ ॥ ৬৪

ইতি শ্রীহরনারদীয়ে পুরাণে তিবিনির্ভয়ো নাম সপ্তবিংশোধ্যায়ঃ ॥ ২৭ ॥

অষ্টাবিংশোহধ্যায়ঃ ।

সূ. ৩৮।

প্রায়শ্চিত্তবিধি বন্ধো শূদ্রস্ত সূমনাহিতাঃ । প্রায়শ্চিত্তবিধিদ্ধায়া মর্গকর্ষকল লভে ॥ ১
 প্রায়শ্চিত্তবিধীনৈস্ত বৎ কৰ্ম ক্রিয়তে দ্বিজাঃ । তৎসর্গ নিফল যতি ন লভতে ক্রিয়াফলম্ ॥ ২
 কামক্ৰোধবিধীনৈস্ত মর্গশাস্ত্রবিগারদৈঃ । বিপ্রস্ত বর্গঃ প্রত্যাঃ সর্গকর্ষকলিষ্ঠাভিঃ ॥ ৩
 প্রায়শ্চিত্তানি চৌর্ণানি নারায়ণপরাশুথৈঃ । ন নিপুণন্তি বিপ্রেষ্টাঃ সুরাভাণ্ডমিবাপগাঃ ॥ ৪
 ব্রহ্মহা চ সুরাপী চ স্তেয়ী চ গুরুতরগঃ । মহাপাতকিনস্তেতে তৎস যোগী চ পণ্ডমঃ ॥ ৫
 যন্তু সংবৎসর যাবচ্চরনাশনভোজনৈঃ । স বসেৎ সততং বিদ্যাং পঠিতু মর্গকর্ষসু ॥ ৬
 অজানাদ্রাক্ষণ হৃদা চৌর্ণানি জটী ভবেৎ । তৈশ্চ বহতবিপ্রস্ত কপালমভিধারয়েৎ ॥ ৭
 তদভাবে যুনিশ্রেষ্ঠাঃ কপালপাশমেব বা । তদুদবার ধ্বজদণ্ডে তু হৃদা বনচরো ভবেৎ ॥ ৮
 বস্ত্রাহারো ভবেন্নিত্যমেকাহারো মিডাশনঃ । সম্যক্ সন্ধ্যামুপাসীত ত্রিকালং স্নানমাত্রয়েৎ ।
 অধায়নাপানাদৌ বর্জয়েৎ সংস্রব্ধং হরিম্ । ব্রহ্মচারী ভবেন্নিত্যং গন্ধমালাদি বর্জয়েৎ ॥ ১০
 তীর্থাশ্রমবসেনৈচ্চৈব পুণ্যতীর্থাশ্রমাণি চ । যদি বৈশ্বর্ন জীবেত গ্রামে ভিক্ষাং সমাত্রয়েৎ ॥ ১১
 শরাবপাত্তধারী স্তাদ্ভারহো বিকৃতপদঃ । বদেচ্চ ব্রহ্মহাস্মীতি মন্তাগারানি পর্যাটোৎ ॥ ১২
 চাতুর্বর্ণ্যেযু বা ভিক্ষাং ত্রিবর্ণেষু বা চরেৎ । মিষ্টামিষ্টাবিবেকেন এককালন্ত ভোজয়েৎ ॥ ১৩
 দ্বাদশাদং ব্রতং কুর্যাদেবং হরিপরায়ণঃ । ব্রহ্মহা শুদ্ধিমাপ্নোতি কর্ষাইশ্চৈব জারতে ॥ ১৪
 ব্রতমথো মূর্খৈর্বাপি রোগৈর্বাপি নিসৃদিতঃ । গৌনিমিত্তং দ্বিজার্থক প্রাণায়াপি পরিতাজেৎ ॥
 যদা দদাদ্বিজেষ্টাণাং গধামযুতমুত্তমম্ । এতৎপ্রত্যুত্তমং কৃদা ব্রহ্মহা শুদ্ধিমাপ্নয়াৎ ॥ ১৬
 দীক্ষিতঃ ক্ষত্রিয়ঃ হৃদা চরেদ্ ব্রহ্মহণো ব্রতম্ । অগ্নিপ্রবেশনং বাপি অরুণপতনং তথা ।

দীক্ষিতঃ ব্রাহ্মণঃ হৃদা দ্বিগুণং ব্রতমাত্রয়েৎ ॥ ১৭

আচার্যাদিবধে চৈব ব্রতমুক্তং চতুর্গুণম্ । হৃদা তু বিপ্রমাত্রন্ত চরেৎ সংবৎসরং ব্রতম্ ॥ ১৮
 এবং বিপ্রস্ত কথিতঃ প্রায়শ্চিত্তবিধির্দ্বিজাঃ । দ্বিগুণং ক্ষত্রিয়স্তোত্রং ত্রিগুণন্ত বিশঃ স্মৃতম্ ॥ ১৯
 ব্রাহ্মণং হস্তি বঃ শূদ্রস্তঃ মূনলাং বিদ্ববুধাঃ । ব্রাহ্মণেব শিক্ষা কৰ্ত্তব্য ইতি শাস্ত্রেণ নিশ্চিতম্ ॥
 ব্রাহ্মণীনাং বধেৎপার্কঃ পাদস্ত কঙ্ককাবধে । হৃদা তনুপনীতা স্ত তথা পাদব্রতং চরেৎ ॥ ২১
 হৃদা তু ক্ষত্রিয় বিপ্রঃ ষড়ঙ্গং কচ্ছুমাত্রয়েৎ । সংবৎসরতয়ং বৈশ্যঃ হৃদা শূদ্রঃ সংবৎসরম্ ॥ ২২
 দীক্ষিতস্ত ত্রিয়ঃ হৃদা ব্রাহ্মণীকাষ্টং সংবৎসরম্ । ব্রহ্মহত্যাব্রতং কৃদা শুদ্ধো ভবতি নিশ্চিতম্ ॥ ২৩
 প্রায়শ্চিত্তবিধানন্ত মর্গস্ত যুনিমত্তমাঃ । ব্রহ্মাতুরস্বীবালানামর্গমুক্তং মনীষিভিঃ ॥ ২৪
 গোড়ী মাংসী চ বিজেষ্টা নৈশ্চী চ ত্রিবিধা সুরা । চাতুর্বর্ণ্যৈরপেয়া স্তাতুথা দ্বীভিষ্ঠ পণ্ডিতাঃ
 কৌরং ঘৃতং বা গোমূত্রমেতেদংপ্রত্যুত্তমং দ্বিজাঃ । স্নাত্বাদ্রাশী নিয়তো নারায়ণমমুস্রবন্ ॥ ২৬
 পদাগ্নিসন্নিভং কৃদা পিবেচ্চ কুড়পং শুভং । তৎ তু লৌহেন পাট্রেণ চাধসেনাথবা পিবেৎ ॥ ২৭
 তাদ্রৈণ বাথ পাট্রেণ তৎসীতা মরণং ব্রহ্মহণ্যঃ । সুরাপী শুদ্ধিমাপ্নোতি নান্তথা ২৮
 অজানজলবুদ্ধা তু সুরাং পীড়া বিজ্ঞস্তরেৎ । ব্রহ্মহত্যাব্রতং সম্যক্ তচ্চিহ্নপরিবর্জিতম্ ॥ ২৯
 দি রোগনিহত্যামৌষধাং সুরা পিবেৎ । ততোপনায়নং ভূরস্তুথা চান্ধায়ণধরম্ ॥ ৩০

সুরানঃ সৃষ্টমব্রতং সুরাভাণোদকং তথা । সুরাপানসমঃ প্রাপ্তস্তথা চান্দ্রশ্চ ভক্ষণম্ ॥ ৩১
 ভালকং পানসংযোয স্বাক্ষং বর্জ্যমসম্ভবম্ । মাধুকং শৈলমাষিষ্টং মৈত্রেয়ং নারিকেলজম্ ॥ ৩২
 গৌড়ী মাধ্বী সুরা মদামেবমেকাদশং শ্রুতম্ । এতেষশ্চতমঃ বিপ্রো ন পিবেষৈ কদাচন ॥ ৩৩
 এতেষশ্চতমঃ যন্ত পিবেদজ্ঞানতো দ্বিজঃ । তন্তোপনায়নং ভূয়স্তুত্বকৃচ্ছুঃ চরেৎ তথা ॥ ৩৪
 সমক্ষং বা পরোক্ষং বা বলাচ্ছৌর্ধ্বাণ বা তথা । পরশ্বানামুপাদানং স্তেয়মিভূচাভে বুধৈঃ ॥
 সূবর্ণশ্চ প্রমাণকং মদাদৈঃ পরিভাষিতম্ । বক্ষ্যে শৃণুস্বঃ বিপ্রেক্ষাঃ প্রারশ্চিত্তোক্তিসাধনম্ ॥ ৩৬
 গবাক্ষগভমার্জিতং-রশ্মিমধ্যে প্রদৃশ্যতে । ত্রসরেণুপ্রমাণকং বজ ইভূচাভে বুধৈঃ ॥ ৩৭
 ত্রসরেণুশ্চকং নিকন্তুভয়ং রাজসর্ষপঃ । গোমর্ষপং তল্লবকং তৎসট্টকং যব উচ্যতে ॥ ৩৮
 যবভয়ং কৃকলঃ স্ত্রীশ্বাষঃ স্ত্রীঃ তন্ত পদ্যকম্ । মাষযোড়শমানস্ত সূবর্ণমিতি কথ্যতে ॥ ৩৯
 কৃতা ব্রহ্মস্বমজ্ঞানাদাদশাদকং পূর্ববৎ । কপালকাজহীনস্ত ব্রহ্মহত্যারিত চরেৎ ॥ ৪০
 শুক্লাং বজ্রকর্তৃণাং বশিষ্ঠানার তথৈব চ । প্রোক্তির্যাণাং বিজানাত্ত কৃতা হেম কথং ভবেৎ ॥
 কৃতান্তুতাপো দেহকং সম্পূর্ণং লেপয়েদ্বৃষতে । কারীষচ্ছানিতো দক্ষঃ স্তেয়পাপাঘ্নিমুচ্যতে ॥ ৪২
 ব্রহ্মস্বং ক্ষত্রিয়ো কৃতা অধমেধেন শুধ্যতি । অগ্নিভূলাসূবর্ণা বা দহা বা গোশতত্রয়ম্ ॥ ৪৩
 ব্রহ্মস্বং যন্ত কৃতা চ পশ্চাত্তাপমবাশা চ । পুনর্দদাতি তদৈব প্রারশ্চিত্তবিধিঃ কথম্ ॥ ৪৪
 তত্র সাত্তপনং কৃতা ষাটশাহোপবাসতঃ । শুদ্ধিমাশ্নোতি বিপ্রেক্ষা অথবা পতিতো ভবেৎ ॥ ৪৫
 ব্রহ্মস্বমমুখ্যাত্মীভূমিলেখাদিকৈশ্চ চ । সূবর্ণসদৃশেবেব প্রারশ্চিত্তাদ্ধমুচ্যতে ॥ ৪৬
 ত্রসরেণুসমং হেম কৃতা কুর্য্যাসং সমাহিতঃ । প্রাণারামদ্বয়ং কুর্য্যাসং তেন শুধ্যতি সত্তমাত্মা ।

প্রাণারামত্রয়ং কৃতা কৃতা নিকপ্রমাণকম্ ॥ ৪৭

প্রাণারামাশ্চ চত্বারো রাজসর্ষপমাত্রকে । গোমর্ষপপ্রমাণকং কৃতা হেম বিচক্ষণাঃ ।

স্বাহা চ বিধিবৎ কুর্য্যাদ্ গরিলাষ্টমহাস্রকম্ ॥ ৪৮

যবমাত্রসূবর্ণশ্চ স্ত্রেয়ে তৈকৌ জপেদ্বিজাঃ । আশ্বাসঃ প্রাতঃসারভা গায়ত্রীঃ বেদমাতরম্ ॥ ৪৯

• হেমঃ কৃকলমানস্ত কৃতা সাত্তপনং চরেৎ ॥ ৫০

মাষপ্রমাণহেমস্ত প্রারশ্চিত্তকং কথ্যতে । গোমত্ৰপদ্যবভূগ্ দেবার্চনপরায়ণঃ ।

মানত্রেণ শুক্লঃ স্ত্রীনারায়ণপরায়ণঃ ॥ ৫১

কিঞ্চিৎসূবর্ণশ্চ স্ত্রেয়ে মুনিবরোত্তমাঃ । গোমুত্ৰপদ্যবভূগদেনৈকেন শুধ্যতি ॥ ৫২

সম্পূর্ণশ্চ সূবর্ণশ্চ স্ত্রেয়ঃ কৃতা মুনীশ্বরাঃ । ব্রহ্মহত্যারিত কুর্য্যাদ্ ষাটশাদান্ সমাহিতঃ ॥ ৫৩

সূবর্ণমানান্নানে তু বজ্রতস্তেয়কর্মণি । কুর্য্যাসং সাত্তপনং কুর্য্যাদগ্ন্যা পতিতো ভবেৎ ॥ ৫৪

দশনিকান্তপর্ষ্যাত্তমর্জিনিকচতুষ্টয়ান্ । কৃতা চেদ্রজতং বিদান্ কুর্য্যাদ্ভাষ্যায়ণঃ বিজাঃ ॥ ৫৫

দশাদিশতনিকান্তব্রজতস্তেয়কর্মণি । চাক্ষায়ণদ্বয়ং প্রোক্তং তৎপাপপরিশোধকম্ ॥ ৫৬

শতাদিকং মহাস্রজং প্রোক্তং চাক্ষায়ণত্রয়ম্ । মহাস্রাদিকস্ত্রেয়ে ব্রহ্মহত্যারিতং চরেৎ ॥ ৫৭

কাংস্তপিতুলমুখোযু অরক্ষাস্তে তথৈব চ । মহাস্রনিবন্ধমানে তু পারক্যং পরিকীৰ্ত্তিতম্ ॥ ৫৮

প্রারশ্চিত্তকং ব্রহ্মানা স্ত্রেয়ে ব্রজতবৎ শ্রুতম্ ॥ ৫৯

শুক্লভগ্নগতানাক প্রারশ্চিত্তং প্রবক্ষ্যতে । অজ্ঞানান্ মাতরঃ পত্নী ভাসপত্নীমদাপি বা ।

স্বয়মেব স্বমুকৃত্য জিহ্বাং পাপমুদাহরন ॥ ৬০

হস্তে গৃহীত্বা মুকুটং গচ্ছেদৈ নৈকাতীং দিশম্ । গচ্ছন্তঃ সার্বমংসজং কদাচিত্ত্ব নিবারয়েৎ ॥ ৬১
 অপশ্যন্ পৃষ্ঠতো গচ্ছেৎ স্রাবাতঃ যঃ স শুধ্যতি । মক্শপতনং বাপি কুর্যাৎপাপমুদাহরন্ ॥ ৬২
 সর্বগৌত্মসবর্ণীশ্রীগমনে হবিজ্ঞানতঃ । ব্রহ্মহত্যাব্রতং কুর্যাদ্ দ্বাদশাব্দং সমাহিতঃ ॥ ৬৩
 অমতাভ্যামতো গচ্ছেৎ সর্বগৌত্মমাক্ষ বা । কারীষবহিনী দক্ষঃ শুদ্ধিং ষাতি বিজোতুমাঃ ॥
 রেতঃসেকপূৰ্ণমেব নিবৃত্তো যদি মাতরি । ব্রহ্মহত্যাব্রতং কুর্যাদ্ রেতঃসেকেন্ন দ্বিদিহনম্ ॥ ৬৫
 সর্বগৌত্মসবর্ণীশ্রু নিবৃত্তো বীৰ্য্যমেচনাৎ । ব্রহ্মহত্যাব্রতং তত্র ষড়্ভুজং কৃচ্ছুমাচরেৎ ॥ ৬৬
 ক্ষত্রিয়াঃ পিতৃভার্য্যাক্ষ গহা বিপ্রঃ স কৃশ্মনে । ব্রহ্মহত্যাব্রতং কুর্যাদ্ বান্দাম্ বিকৃতং পরঃ ॥ ৬৭
 বৈশ্যাদিঃ পিতৃপত্ন্যাক্ষ ষড়্ভুজং কৃচ্ছুমাচরেৎ । গহা শূদ্রাঃ তুরোভার্য্যাক্ষ ত্রিভুজং ব্রতমাচরেৎ ॥

মাতৃস্বমারক পিতৃস্বনারমাচাধাভার্য্যামথ মাতুলানীষ ।

পুত্রীক গচ্ছেদৃষদি কামতো যঃ ব্রহ্মাং যদি ব্রাহ্মণঘাতকঃ সঃ ॥ ৬৯

দিনবরে ব্রহ্মহত্যাব্রতং কুর্যাদৃষথাবিধি । একশ্মিন্নেব সেকে তু বহুবারে ত্রিবর্ষকম্ ॥ ৭০
 একবারং গতং ব্রহ্মহত্যং কৃতা বিশুধ্যতি । দিনবরে গতে বহুদক্ষঃ শুধ্যত নাক্ষথা ॥ ৭১
 চালালী পুত্রনীপৈব স্রাবাতঃ ভগিনী তথা । মিত্রস্ত্রিয়ঃ শিষ্যপত্নী যন্তু বৈ কামতো ব্রজেৎ ৭১
 ব্রহ্মহত্যাব্রতং কুর্যাদ্ ষড়্ভুজং মুনিমত্তমাঃ । অকামতো ব্রজেদৃষন্ত ত্রিভুজং কৃচ্ছুমাচরেৎ ॥ ৭৩
 মচাপাতকিসংসর্গে প্রারম্ভিত্ত্ব কথ্যতে । প্রারম্ভিত্ত্বিগুণাক্ষা সর্ষকশ্মফলং ভজেৎ ॥ ৭৪
 যন্তু যেন ভবেৎ সন্তো ব্রহ্মহাদিচতুষ্পি । তত্তদব্রতং নিরুতী শুদ্ধিমাপ্নোত্যাসংশয়ম্ ॥ ৭৫
 অজ্ঞানাপদপ্রাপ্তস্ত মঙ্গমেতিঃ করোতি যঃ । কারব্রতং চরেৎ সমাদৃত্যথা পতিতো ভবেৎ ॥ ৭৬
 দ্বাদশব্রাত্মসংসর্গে মহাসান্তপনং শ্রুতম্ । মঙ্গং কুর্দাদ্ধীমাসে তু উপদামাশু দশাচরেৎ ॥ ৭৭
 পরাকং মামসংসর্গে চাক্ষুঃ মামত্রয়ে শ্রুতম্ । কৃতা যথাসমস্ত কুর্যাদ্ভ্রাতৃগণত্রয়ম্ ॥ ৭৮
 কিঞ্চিন্নানাদিসঙ্গে তু যথাসং ব্রতমাচরেৎ । অশ্রু বিজিগ্ধং প্রোক্তং জ্ঞানাসঙ্গে যথাক্রমম্ ৭৯
 মধুকং মকুলং কাকং বরাহং মুষিকং তথা । মার্জারাজাবিকং বানং হৃদা বৈ কুকুটং তথা ॥

কৃচ্ছাদ্ধীমাচরেদ্বিপ্রাশ্নিকৃচ্ছুমবহা চরেৎ ॥ ৮০

তদ্বকৃচ্ছুং ক্রিষথে পরাকং গোবথে শ্রুতম্ । কামতো গোবথে নৈব শুদ্ধির্দৃষ্টী মনোযিতিঃ ॥ ৮১
 যানশয্যামনাদ্যোষু পুষ্পমূলফলেষু চ । ভক্ষ্যভোজ্যাপহারেষু পঞ্চমধ্যং বিশোধনম্ ॥ ৮২
 শুককাষ্ঠতৃণানাক্ষ ক্রমাণাক্ষ শুভ্রশু চ । তদ্বত্ৰামিষাণাক্ষ ত্রিষাভ্রং স্তাদভোজনম্ ॥ ৮৩
 টিটিভং চক্রবাক্ষং হংসকারণং তথা । উল্লুকং সারঙ্গকৈব কপোভং জামপাদকম্ ॥ ৮৪
 কুকবাকুং বলাকক্ষ শিশুমারক কচ্ছপম্ । এভেষুতমং হৃদা দ্বাদশাহবভোজনম্ ॥ ৮৫
 প্রাজাপত্যাব্রতং কুর্যাদ্ভোতাবিশ্মৃত্তভোজনে । চাক্ষারগত্রয়ং প্রোক্তং শূদ্রোচ্ছিষ্টেভ্য ভোজনে ৮৬
 ব্রজশ্রলাক চতালং মহাপাতকিনং তথা । স্মৃতিকং পতিভকৈব উচ্ছিষ্টেবজকাদিকম্ ॥ ৮৭
 স্পৃষ্টা মচেলং স্রায়ীত যুতশ্রু প্রশনং তথা । গারজীক বিকৃতাক্ষা জপেদষ্টশতং তথা ॥ ৮৮
 এভেষুতমং স্পৃষ্টা অজ্ঞানাদৃষদি ভোজয়েৎ । ত্রিষাভ্রোপোষিতঃ শুদ্ধেৎপঞ্চমধ্যাস্ত প্রশনাৎ ৮৯
 দানশ্রানজপাদীনাং ভোজনাধরয়োস্তথা । মথো শৃণোতি যদ্যোষাং শব্দং কুর্যাদ্ধকথং বিজাঃ
 উষমেভুজমন্ত্রক্ স্রাহা চোপবসেৎ তথা । দ্বিতীয়েহহি যুতং প্রাক্ষ শুদ্ধিমাপ্নোতি পতিতাঃ ৯১
 ব্রতাদিমথো শূদ্রাদিষদ্যোষাং মুনিমত্তমাঃ । অষ্টোত্তরমহমন্ত জপেদৈ বেদমাতরম্ ৯২

পাপানামধিকং পাপং হি জদৈবতনিম্ননম্ । ন দৃষ্টো নিম্নতিস্তেষাং সৰ্গশাস্ত্রেণ সত্তমাঃ ॥ ১৩
 মহাপাতকভূজানি যানি প্রোক্তানি হ্রিভিঃ । প্রারক্ষিত্ত্ব সৰ্গেণামেবং কুৰ্বাদ্যথাবিধি ১৪
 প্রারক্ষিত্ত্বানি সঙ্ঘ্যারারারণপরারণঃ । তস্ম পাপানি নশ্চান্তি হৃগ্ধা পতিতো ভবেৎ ॥ ১৫
 যন্ত রাণাদিনির্মুক্তো যোহনৃতাপসমবিত্তঃ । সৰ্গভূতদয়াগুক্তো বিকুশ্লরণতৎপরঃ ॥ ১৬
 মহাপাতকগুক্তো বা যুক্তো বা সৰ্গপাতকৈঃ । সৰ্গৈঃ প্রমুচ্যাতে সদ্যো যতো বিকুঃ পরং তপা
 নারায়ণমনাদান্তঃ বিখ্যাকারমনাময়ম্ । যন্ত সংস্রতে নিতাং সৰ্গপাটৈঃ প্রমুচ্যাতে ॥ ১৮
 শ্রুতো বা পূজিতো বাপি ধাতো বা নমিতোহপি বা । নাশয়তোব পাপানি বিকুরেবগনাতনঃ
 সম্পর্কাদ্যদি বা যোহাদৃষন্ত পূজয়তে হরিম্ । সৰ্গপাপবিনির্মুক্তঃ প্রয়াতি পরমং পদম্ ॥ ১০০
 সঙ্কংসংসরণাবিকোর্বশ্চ ক্রেশমংগাঃ । স্বর্গাদিতোষপ্রাপ্তিস্ত তস্ম বিঘ্নোহনুমীষতে ॥ ১০১
 মানুবাঃ হ্রলভঃ তস্য প্রাপ্যতে যৈর্মুনীষরাঃ । তত্রাপি হ্রিততিস্ত হ্রলভা পরিকীৰ্তিতা ॥ ১০২
 তস্মাস্তড়িল্লভালোলং বানুবাং প্রাপ্য হ্রলভম্ । হরিং সংপূজয়েন্তুভ্যা পশুপাশবিমোচকম্ ১০৩
 সৰ্গান্তরায়া নশ্চান্তি মনঃশুদ্ধিঞ্চ জায়তে । পরং যোক্ষং লভেচ্চৈব পূজ্যমানে জনাৰ্দ্দিনে ॥ ১০৪
 স্বর্গার্ধকামমোক্ষাধাঃ পুরুষাৰ্থাঃ সনাতনাঃ । হরিপূজাপরাণাস্ত সিগান্তি নাজ সংশয়ঃ ॥ ১০৫
 সংসারেহশ্বিনুহহাষোরে যোহনিদ্রাসমাকুলে । যে হরিং শরণং যান্তি কৃতার্থাস্তে ন সংশয়ঃ ॥
 পূজয়ন্তুহক্ষেত্রে ধনধান্যবিমোহিনীম্ । লঙ্কে মাং মানুবাঃ বৃক্তিং রে রে দর্পন্ত মা কৃথাঃ ১০৭
 সন্তজা কামং ক্রোকশ্চ লোভং মোহং মদং ভবা । পরাপবাদং নিন্দাঞ্চ বজ্রধ্বং ভক্তিভোহরিম্
 ব্যাপারাব্ সকলাংস্তাক্রা পূজয়ন্তু জনাৰ্দ্দিনম্ । নিকটো এব দৃশ্যতে কৃতান্তিনসরাভ্রমাঃ ॥ ১০৯
 যাবন্নায়ান্তি শরণং যাবন্নায়ান্তি বৈ জরা । যাবল্লৈজিরবৈকল্যং তাবদেবার্জ্যৈরেকরিম্ ॥ ১১০
 ধীমান্ ন কুৰ্ব্যাধিধাসং শরীরেহশ্বিনুখাষতে । নিতাং নগ্রিহিতো মৃত্যুঃ সম্পন্নতান্তুচক্ৰলা ১১১
 আনন্দমরণো দেহস্তমাদর্পং নিবেশয় । সংযোগা বিপ্রযোগান্তাঃ সৰ্গেণ ক্ষণভঙ্গুরম্ ॥ ১১২
 এতজ্জাতা মহাভাগাঃ পূজয়ন্তু জনাৰ্দ্দিনম্ । আত্মনাম্ভবে তেনৈব মোক্ষমন্তান্তুহ্রলভম্ ॥ ১১৩
 ভক্ত্যা যজতি যো বিকুঃ মহাপাতকযানপি । প্রয়াতি পরমং স্থানং সৰ্গপাপবিমোচিতঃ ॥ ১১৪
 সৰ্গভীর্ধানি যজ্ঞাশ্চ সাক্ষবেদাশ্চ সত্তমাঃ । নারায়ণার্জনৈশ্চৈতে কলাং নার্ষিতি যোড়নীম্ ॥ ১১৫
 কিং বৈদৈঃ কিমুবাশাস্ত্রৈঃ কিং বাভীর্বাভিবেচনৈঃ । বিকৃতভিবিহীনানাং কিং তপোভিঃ কিমধরৈঃ
 শ্রুত উবাচ ।

এবমুক্তানি সংক্ষেপাঃ প্রারক্ষিত্ত্বানি ভো বিজাঃ । সনৎকুমারমুনয়ে নারদেন মহাত্মনা ॥ ১১৭

যজন্তি যে বিকুমলমুর্ক্তিং নিরীহমোক্ষারমভং বরেণ্যম্ ।

বেদান্তবেদাং ভবরোগবেদাং তে যান্তি সৰ্গে পদমচ্যুতম্ ॥ ১১৮

অনাধিমাআনমনস্তগক্তিমাধারভূতং জগতাং পরেশম্ ।

জ্যোতিঃস্বরূপং পরমচ্যুতাত্ম্যং সম্পূজিতা সান্তি পদং পবিত্রম্ ॥ ১১৯

ইতি শ্রীহরনারদীয়ে পুরাণে প্রারক্ষিত্ত্ববিধিকথনং নামাষ্ট্রবিংশোধ্যায়ঃ ॥ ২৮ ॥

একোনত্রিংশোধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ ।

কথিতো ভবতা সমাধর্গাশ্রমবিধিগুণে । ইদানীং শোভুমিচ্ছামো যমমার্গং সুদুর্গমম্ ॥ ১

তথা মংসারহুংথাগ্নিং তৎকেশক্ষরমাধনম্ । ঐহিকান্নরকান্তৈব যথাবদ্বকুমহসি ॥ ২

সুত উবাচ ।

বিপ্রাঃ শৃগুধ্বং বক্ষ্যামি যমমার্গং সুদুর্গমম্ । সুখদং পুণাশীলানার পাপিনাক্ত ভয়ঙ্করম্ ॥ ৩

যড়নীতিমহাস্রাণি যোজনানার মুনীশ্বরাঃ । যমমার্গস্য বিস্তারঃ পাপিনাং ভয়দায়কঃ ॥ ৪

যে নরা দানশীলাশ্চ তে যান্তি সুখিনো দ্বিজাঃ । ধর্মশৃণ্বা নরা যান্তি হুংথেন শৃণু যাভনাঃ ॥ ৫

প্রোক্তভূতা বিবস্ত্রাশ্চ শুককঠোষ্ঠতালুকাঃ । কন্দভঃ সুশ্বরং দীনাঃ পাপিনো যান্তি তৎপথে ॥ ৬

হস্তমানা যমভট্টেঃ প্রতোদাদৈদ্যস্তথায়ুধৈঃ । ইতস্ততঃ প্রধাবন্তো যান্তি হুংথেন তৎপথে ॥ ৭

বক্ষ্যে শৃগুধ্বং বিপ্রেক্ষ্য যমমার্গং ভয়ঙ্করম্ । তত্রৈব পাপিনো যান্তি শৃণু তামতিভীতিদম্ ॥ ৮

কচিংপক্ষঃ কচিৎকচ্চিঃ কচিং মস্তপ্তকর্দমঃ । মস্তপ্তমৈকতাশ্চৈব ভীক্ষুধারাঃ শিলাঃ কচিং ॥ ৯

কচিদঙ্গারবৃষ্টিশ্চ শিলাবৃষ্টিশ্চৈব চ । জলবৃষ্টিঃ শস্ত্রবৃষ্টিরুক্ষানুবর্ষণং তথা ॥ ১০

কচিদঙ্গারানিশ্চ মহামুখাকুলং কচিং । কচিদুহঃসহনীতঞ্চ কচিৎসায়ুবিশোষণম্ ॥ ১১

ক্ষারকর্দমবৃষ্টিশ্চ মহাতাপাশ্বিতো মরুৎ । উষ্ণকর্দমবৃষ্টিশ্চ মহানিঘ্নানি চ কচিং ॥ ১২

কচিংকটকবৃক্ষাশ্চ হুংথারোহাঃ শিলাস্তথা । গাঢ়াক্ষকারাশ্চ তথা কটকাবরণং মহৎ ॥ ১৩

বপ্রাগ্রারোহণাণ্যেব কন্দরস্য প্রবেশনম্ । শর্করাশ্চ তথা লোষ্ট্রাঃ সূচিভূলাশ্চ কটকাঃ ॥ ১৪

শৈবালঞ্চ কচিমার্গে কচিং কৌলকপত্ন্যস্তরঃ । কচিদৃগজাশ্চ গর্জন্তি ধারয়ন্তি কচিন্নরাঃ ॥ ১৫

এবং বহুবিধৈঃ ক্রেশৈঃ পাপিনো যান্তি সত্তমাঃ ॥ ১৬

ক্রোশন্তুশ্চ কদম্বশ্চ যাভয়ন্তুশ্চ পাপিনঃ । পাশেন যন্ত্রিতাঃ কেচিংক্রিশ্চমানাস্থথায়ুধৈঃ ॥ ১৭

শস্ত্রাশ্চৈব নীরমানাশ্চ পৃষ্ঠতঃ পাপিনস্তথা । নাসাগ্রপাশকৃষ্টাশ্চ কর্ণপাশৈস্তথাপরে ॥ ১৮

গলপাশৈঃ কুষমাণাঃ করে কৃষ্টাস্থথাপরে ॥ ১৯

পাদাগ্রপাশকৃষ্টাশ্চ কেচিক্রোশন্তুশ্চ বন্ধিতাঃ । বহন্তুশ্চায়সং ভারঃ শিখাগ্রাণ্যেব প্রযান্তি বৈ ॥ ২০

অয়োভারবরং কেচিন্নাসাগ্রাণ্যেব তথাপরে । কর্ণাভ্যাক্ত তথা কেচিৎসহন্তো যান্তি পাপিনঃ ॥ ২১

কেচিচ্চ স্থলিতা যান্তি তাডামানাস্থথাপরে । নিরুচ্ছ্বাসতয়া কেচিং কেচিচ্ছাদিতলোচনাঃ ॥

ছায়াজলবিহীনে তু পথি যান্তি সুদুঃখিতাঃ । শোচন্তুঃ স্থানি কর্ম্মাণি শুককঠোষ্ঠতালুকাঃ ॥ ২৩

মুনীশ্বরা য়ে তু বর্ষিষ্ঠা দানশীলাঃ সুদুঃখরঃ । অতীবসুখসম্পন্নাঃ প্রযান্তি যমমন্দিরম্ ॥ ২৪

অন্নদা বিবৃধপ্রোষ্ঠা ভুঞ্জন্তুঃ স্বাদু যান্তি বৈ । নীরদা যান্তি সুখিনঃ পিবন্তুঃ ক্ষীরমুত্তমম্ ॥ ২৫

তক্রদা দধিদাতৈব পিবন্তুঃ ক্ষীরমুত্তমম্ । বৃতদা মধুদাতৈব ক্ষীরদাশ্চ দ্বিজোত্তমাঃ ।

সুধাপানং প্রকৃষ্টম্ প্রযান্তি যমমন্দিরম্ ॥ ২৬

শাকদঃ পায়সং ভুঞ্জন্ দীপদো জলরন্ দিশঃ । বহুদো বিবৃধপ্রোষ্ঠা যান্তি দিব্যান্নরং দধৎ ॥ ২৭

পরিহারপ্রদো যাত পূজ্যমানোহমরৈঃ সদা । গোদানেন নরো যান্তি সর্ষকামসমবিতঃ ॥ ২৮

ভূমিদো গৃহদাতৈব বিমানেন সর্ষকসম্পদি । অঙ্গরোগণসন্ধীর্গে জীড়ন্ যান্তি যমালয়ম্ ॥ ২৯

চয়দো যানদশাপি বখদশ দ্বিজোক্তমাঃ । সমালয়ঃ বিমানেন য়াতি ভোগাশ্রিতেন বৈ ॥ ৩০

অনন্দা যুনিথেষ্টা যানাক্ষাঃ প্রয়াসি বৈ ॥ ৩১

ফলদাঃ পুষ্পনাশৈব য়াতি গন্তোবসংযুতাঃ । অঙ্গরোগণমক্ষীণাঃ সঙ্গকামসমযিতাঃ ॥ ৩২

তানুলদো নরো য়াতি তুষ্টিশ্চো যমমন্দিরম্ ॥ ৩৩

যাভাপিত্রোক্ত কৃষ্ণাঃ কৃতবান্ যো নরোক্তমঃ । স য়াতি পরিভূষ্টোয়া পূজামানোহমরৈবুতঃ

কৃষ্ণাঃ কৃততে যন্ত যতীনাঃ ব্রহ্মচারিণাম্ । দ্বিজাধিব্রাহ্মণানাঞ্চ স যাভাতিসুখাশ্রিতঃ ॥ ৩৪

সর্বভূতদয়াযুক্তঃ পূজামানোহমরৈবদ্বিজাঃ । সর্বভোগাশ্রিতেনামো বিমানেন প্রয়াতি বৈ ॥ ৩৫

বিদাদানবরতো য়াতি পূজামানোহমরৈবুতঃ । পুরাণপাঠকো য়াতি ভূয়মানো যুনীষরৈঃ ॥ ৩৬

এবং ধর্মপরা য়াতি সুখেন যমমন্দিরম্ । হুঃখেন পাপিনো য়াতি যমমার্গে সুহৃৎসমৈঃ ॥ ৩৭

যমস্তহুর্ভূজো ভূত শঙ্খচক্রগদাদিভুঃ । পুণ্যকর্মরতানাঞ্চ শ্রেষ্ঠাশ্রিতবদর্জয়েৎ ॥ ৩৮

ভো ভো বুদ্ধিমত্তাঃ শ্রেষ্ঠাঃ নরকক্লেশভীরবঃ । য়াতিঃ সাধিতঃ পুণ্যঃ পরতঃ সুখদায়কম্ ॥ ৩৯

মনুষ্যজন্ম সখ্যাপা য়ুতঃ ন করোতি যঃ । স এব পাপিনাঃ শ্রেষ্ঠাঃ আশ্রিতকর্মসংজিতঃ ॥ ৪০

অনিতার মানুষ্য প্রাপ্য নিতা যন্ত ন সাধয়েৎ । স য়াতি নরকঃ যোর কোহন্তঃ সাদ্যদচেতনঃ ॥

শরীর য়াতনাক্ষণ মলাদৈঃ পরিদূষিতম্ । তদ্বিন্ করোতি বিদ্যাগঃ তঃ বিদ্যানাশ্রয়াক্ষণম্

ভূতানাঃ প্রাণিনঃ শ্রেষ্ঠাঃ স্তুবাঃ বৈ বুদ্ধিজীবিনঃ । বুদ্ধিমত্তঃ নরাঃ শ্রেষ্ঠাঃ নরৈশ্চ ব্রাহ্মণাশ্রয়ী

ব্রাহ্মণৈশ্চ বিদ্যাশ্রমো বিদ্যাশ্রু কৃতব্রহ্মণঃ । কৃতবুদ্ধিঃ কৃতব্রহ্মণঃ কৃতব্রহ্মণাদিনঃ ॥ ৪১

ব্রহ্মবাদিষপি শ্রেষ্ঠাঃ নিয়মা ইতিচোচাচে । এতেভোহপি পরো প্রয়ো নিত্যদানপরায়ণঃ

তদ্ব্যসি সর্বপ্রবর্তন কৃতবো ধর্মসংগ্রহঃ । সঙ্গতঃ পূজাতে সনাতন্যবান্ নাত্য সংশয়ঃ ॥ ৪২

গচ্ছন্তঃ পুণ্যসংস্থান সর্বভোগসমযিতম্ । অস্তি চেদ্রতঃ কতিঃ পশ্চাত্তৈব ভোগ্যম্ ॥ ৪৩

এবং সমস্তানভ্যর্জ্য প্রাপ্যসি চ সকাতিম্ । আশ্রয় পাপিনঃ সর্বান্ কালদশেন তর্জয়েৎ ॥ ৪৪

প্রলয়াবুনিবোধঃ অজ্ঞানাদিসমপ্রভঃ । বিদ্যাঃ প্রভাযুধৈর্ভাষ্যো দ্রাবিশঙ্কজন যতঃ ॥ ৪৫

যোজনত্রয়বিস্তারো ব্রহ্মাক্ষো দীর্ঘনানিকঃ । দর্শ্যকরালবদনো দাপিঃ লাবিলোচনঃ ॥ ৪৬

মুত্ৰাজরাতিভির্ভুক্তিঃ প্রভৃষ্টো বিভীষণঃ । সর্বো দৃষ্টাঃ গচ্ছতি যমভূলাবিভীষণাঃ ॥ ৪৭

ভতো ব্রবীতি তান্ সর্বান্ কম্পমানাংশ পাপিনঃ । শোচতঃ স্মানি কর্ম্মাণি চিত্তস্তলোমমাজরা

ভো ভোঃ পাপা হ্রাচারা অহঙ্কারপ্রহমকাঃ । কিমুশ্মজ্জিতঃ পাপঃ য়াতিভ্রবিবৈকিভিঃ ॥

কামক্রোধাদিহৃষ্টেন সর্গক্লেণ তু চেতমা । যদ্যং পাপতর তন্তঃ কিমর্থঃ চরিতঃ জনাঃ ॥ ৪৮

কৃতবন্তঃ পুরা য়ঃ পাপাশ্রয়ান্তহনিতাঃ । তথৈব য়াতনা ভোজ্যাঃ কিং ব্রথা কৃতিহুঃখিতাঃ ॥ ৪৯

পুত্রমিত্রকলত্রার্থঃ হৃকৃতঃ চরিতঃ মতঃ । তে সুকর্ম্মবশাজ্জাতা য়মভ্রাতিহুঃখিতাঃ ॥ ৫০

য়ুযাতিঃ পোষিতা য়ে হু পুত্রাদ্যাশ্রয়তো গতাঃ । য়াকমেব তপাপঃ প্রাপ্যঃ কিং হুঃখকারণম্

যথা কৃতানি পাপানি য়াতিস্ত বহুনি বৈ । তানি প্রাপ্যনি হুঃখক কারণ নাশিত্তে জনাঃ ॥

ধর্মরাঃ পক্ষপাতস্ত ন করোতি হি চে জনাঃ । বিচারয়ন্তঃ য়ঃ তদুযাতিশ্রিতঃ পুরা ॥ ৫১

দরিদ্রেহপি চ মূর্খে চ পতিতে বা প্রিয়াশ্রিতে । আটো বাপি চ বীণে বা সমবর্তা যমঃ স্মৃতঃ ॥

চিত্তস্তপ্তস্ত তদাকারঃ প্রভা তে পাপিনস্তদা । শোচন্তঃ স্মানি কর্ম্মাণি ত্রফো তিষ্ঠতি নিশ্চিনাঃ ॥

যমাক্ষাকারিণঃ সর্বো চতাদা অতিবেগিতাঃ । নরকেন চ তান সন্ধান প্রাক্ষিপত্যতিবেগিতাঃ

উদ্ধার্মফলং তে তু ভুত্বাভ্যে পাপশেষতঃ । মহৌত্তমকং সন্তোষ্য ভবন্তি হাবরাদয়ঃ ॥ ৬৪

অথ উচুঃ ।

ভগবন্ সংশয়ো জ্ঞাতো মচ্চেতসি দয়ার্ণব । ত্বং সমর্থোহসি তং ছেদ্যং বতোবাগেনবোবিভঃ
পর্যাশ্চ বিবিধাঃ প্রোক্তাঃ পাপানি সুবহুনি বৈ । চিরকালফলং প্রোক্তং ভোগন্তেষাং দয়ার্ণব ।
দিনান্তে ব্রহ্মণঃ প্রোক্তো নাশো লোকব্রহ্মণ্য বৈ । পরাক্রান্তিহ্যন্তেহপি ব্রহ্মাণ্যাপি সত্তমঃ
গ্রামদানাদিপুণ্যানাং ইদৈব ব্যাসবল্লভ । কল্পকোটিমহতসেবু মহাভাগ উদাহৃতঃ ॥ ৬৮

তদন্ত এব লোকানাং বিনাশঃ প্রাক্ততে লয়ে । একঃ শিষ্যত এবোতি ত্বয়া প্রোক্তং জনার্দনঃ
এবং নঃ সংশয়ঃ তাত তৎসকং ছেদুমহসি । পাপাদীনাঞ্চ ভোগানাং সমাপ্তিনৈব জায়তে ॥

শ্রুত উবাচ ।

মাদ্ গাধু মহাভাগা ত্বাদ্ভ্যন্তমস্তুদম । পৃষ্টং তবো বনিষ্যামি শৃণুস্ত্বং নাশ্রমানমাঃ ॥ ৭১
নারায়ণোহক্ষয়োহনন্তঃপরঃ স্রোতিঃসনাতনঃ । বিশুদ্ধোনিষ্ঠগো নিত্যোমহামোহবিবর্জিতঃ
নিষ্ঠগোহপি পরানন্দো গুণবানিতি ভাতি যঃ । ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্ম্যেচ্চ ভেদবানিতি লক্ষ্যতে
জগোপাধিকভেদেষু ত্রিধেতেষু সনাতনঃ । সংযোজ্য মায়ামখিলং জগৎকার্যং করোতি যঃ
ব্রহ্মরূপেণ স্বজতি বিষ্ণুরূপেণ পাতি চ । অন্তে চ ব্রহ্মরূপেণ সর্বমন্তীতি নিশ্চিতম্ ॥ ৭৫

প্রজয়াতে সমুখায় ব্রহ্মরূপী জনার্দনঃ । চরাচরাশ্রকং বিশ্বং যথাপূর্বমকল্পয়ৎ ॥ ৭৬

হাববাদাশ্চ বিপ্রেক্ষ্য যত্র যত্র ব্যবস্থিতাঃ । ব্রহ্মা তত্র জগৎসর্বং যঃ পূর্বম্ করোতি বৈ ॥ ৭৭

ভস্মাৎ কৃতানাং পাপানাং পুণ্যানাঞ্চৈব সত্তমাঃ । অবশ্যমভুক্তবাং সর্বথা ব্রহ্মণ্যং ফলম্ ॥

মাভুক্তং ক্ষীয়তে কস্ম্য কল্পকোটিশতৈরপি । অবশ্যমেব ভোক্তবাং কৃতং কস্ম্য শুভাশুভম্ ॥ ৭৯

যো দেবঃ সর্বভূতানামস্তরাশ্চ জগন্ময়ঃ । সর্বকর্মফলং ভুঙক্তে পরিপূর্ণঃ সনাতনঃ ॥ ৮০

যোহনোবিশ্বোভবোদেবোগুণভেদব্যবহিতঃ । স্বজত্যাতিচপাতোতৎসর্বং ভুঙক্তেহবশোহবাঃ

ইতি শ্রীব্রহ্মারদীয়ে পুরাণে যমপুরীধর্মঃ নামৈকোনত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৯ ॥

ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

শ্রুত উবাচ ।

এবং কর্মশাশনিস্থিতা জন্তবঃ স্বর্গাদিপুণ্যস্থানেষু পুণ্যভোগমনুভূয় যাতনাসু
অতীবদুঃখতরঃ পাপফলমনুভূয় ক্ষীণকর্মাবসানে ইমং লোকমাগত্য সর্বভয়বিকলে
মৃত্যুবাধাসংযুতেষু হাবরাদিষু চ জায়তে ।

ব্রহ্মজ্ঞানভাবভ্রীগিরয়শ্চ ভূগানি চ । হাবরা ইতি দিখাতা মহামোহসমারূতাঃ ॥ ১

হাবরহেহপি পৃথিবীমুত্তবীজানি জলসেকানুপদং সূক্ষ্মস্বাদসামগ্রীবশাদভ্রকর্ম
প্রপাটিতান্ধাচ্ছন্দমানাদা ভতো মূলভাবঃ । তল্লাদিকুরোংপতিস্তম্মাদপি পর্ণকান্তলতা
দিকং, কাণেষু চ প্রসবাঃ প্রপদান্তে । তেষু প্রসবেষু পুষ্পসম্ভবঃ তানি পুষ্পানি কানিচি
সফলানি কানিচিদফলানি কানিচি ফলহেতুভূতানি, তেষু পুষ্পেষু বৃক্ষভাবেষু তন্মূলভ

স্বপ্নোৎপত্তির্জায়তে । তেষু ভূষেষু ভোক্তৃণাং প্রাণনাং ভোগসংস্কারসামগ্রীবশাদধিকারি-
 রবিবশিকিরণাসমুত্তয়া তদোষধিরসম্ভবতঃ প্রবিষ্টা কীর্ত্যবৎ সমেতা স্বকালে তদুলতা-
 মূপগমা ততুলে দৃঢ়তমানতে ঘোষণায়ো বিয়ন্তে । বনস্পত্যস্তু ওষধিবহুংপত্তিমাগতা
 রক্ষভাবমূপাগমা প্রাণিনাং ভোগসংস্কারবশাৎ সংবৎসরে কলিনঃ সূতাঃ । স্বাবরহেহপি
 বহুকালং বায়াদিভির্ভঞ্জনচ্ছেদনদায়াগ্রিহনশীতাতপাদিহুঃখমভূতম্ বিয়ন্তে । ততশ্চ
 ক্রমযো ভূতাদদা হুঃখবহুলাঃ ক্ষণাঙ্গিঃ জীবন্তঃ, ক্ষণাঙ্গিঃ ত্রিয়মাণাস্ত বলবৎপ্রাণিশীড়াঃ
 নিবারয়িতুমক্ষমাঃ শীতবাতাদিক্লেশভূরিষ্ঠা নিতাঃ ক্ষুধাদিত্য মলমত্বাদিষু চ সংসরন্তো
 হুঃখমভূতবন্তি । ততস্তু এব পশ্যোনিমাগতা বলবদ্বাধাবেক্ষিতা হৃদোদ্বৈগভূরিষ্ঠাঃ ক্ষত-
 তাতাদিনিভ্যামনাতারিণো মাতৃদপি বিবয়ানুরাগাদিক্লেশবহুলাঃ । কশ্মিৎক্ষিচ্ছ্যনি মাংস
 মেধাশনাঃ কশ্মিৎক্ষিচ্ছ্যনি কন্দমূলফলাশনা দুর্কলপ্রাণিশীড়ানিরতা হুঃখমভূতবন্তি ।
 ততোহনুজস্মরাপি বাত্যাশনা অমেধ্যাদাশনাশ্চ পরশীড়াপরাশনা নিতাঃ হুঃখবহুলাঃ গন্তো
 গ্রামাপশুগোনিমাগতা অপি সজ্জাতিবিরোগভারোদ্রহনপাশাদিবন্ধনভাঞ্জনদহনধাবনাদি-
 সর্গহুঃখাভূতবন্তি । এব বহুবোনিষু সঙ্গতাঃ ক্রমেণ মামুয়াং জন্ম প্রাপ্নবন্তি ।
 কচিং পুণ্যবিশেষাচ্চ ক্রমেণাপি মামুয়াং জন্ম প্রাপ্নবন্তি । মনুষ্যজন্মনি চর্যকারিত্বাৎ
 দ্বাদশরজককৃষ্ণকারলোহকারমুর্ধ্বকারতম্বাবয়বণিগু জটীশিখাঃ । ক্রমেণ দ্বাদশকলেক
 শাসনহারিতাদ্রিষ্টা হীমাঙ্ক্যবিকাসহাদহুঃখবহুলাঃ । অরতাপশীতবাতশ্লেষজন্মপাদক্ষি-
 শিরোরোগগর্ভপার্শ্ববেদনাদিহুঃখমভূতবন্তি । মনুষ্যহেহপি যদা স্ত্রীপুরুষয়োদাবায়াং গাতয়ো-
 স্তংসময়ে দেহো জরাযুঃ প্রবিশতি তদৈব কৰ্ম্মবশাচ্ছ্রুতঃ ক্ষেপেণ সহ জরাযুঃ প্রবিষ্ট
 তুক্রশোণিতকলনে অবর্ততে, তদৈব জীবঃ প্রবিশতি, জীবপ্রবেশাৎ পক্ষাভাৎ কলন
 ভবতি, অর্দ্ধমাগে কলনভাবমূপেতা মাগে প্রাদেশভাবমাপদাতে । ততঃপ্রভৃতি বায়ু-
 বশাচ্ছ্রুতজ্ঞভাবেহপি মাতৃকদরে হুঃনহতাপরেশতরৈকজ্ঞ হাতুমশকাগাদ্ভবতি । মানবরে
 পূর্নপুরুষাকারমাত্রতামূপগমা, মাগজিহয়ে পূর্ণে করোদ্রণাদাবয়বভাবমূপগমাতে । তত-
 স্তংসময়ে গন্তেযু সর্গাবয়বানাং সন্ধিতেদপরিচ্ছিন্নম্ । পক্ষ্মভীতেযু নখানামভিচ্ছিন্নম্,
 বট্শ্বভীতেযু নখসন্ধিপরিচ্ছিন্নম্, সপ্তমভীতেযু গোমালীনাং পরিচ্ছিন্নম্, যষ্টমে মাগে
 প্রারক্ষে ভচ্ছরীরে চৈতন্যকূটভামূপগমা নাভিসূত্রেণ পুষ্যমাণমমেধ্যমুত্রগিজ্ঞানং জরাযুণা
 বন্ধিতং রক্তাঙ্কিমিবসামজ্জস্মারুকেশাদিদ্বেষিতঃ কুংসিতঃ শরীরমিতি বদন অরমপোষঃ
 পরিদূষিতদেহো মাতুল্য কট্টুলবণাহাকরক্ষভক্ষণাতিশীড়িতঃ । এতৈর্দিশমানমাশ্রানং
 লুপ্তা দেহী পূর্নজন্মস্বরণানুভূতভাবানুভাবাৎ, পূর্নানুভূতহুঃখিতানি চ স্বহাতানুভূতহুঃখেন
 পরিদহমানাত্তঃকরণো মা ভূদেহো মাতৃর্দেহাসীনো বৃত্তাদিক্রক্ষেণ দহমান এব বনমি
 দিলপতি । অহো হাত্যানুপানোদহঃ পূর্নজন্মনি ভূতাপত্যমিত্রয়োবিদগৃহক্ষেত্ৰধম-
 ধাত্যাদিহত্যাতুরাগেণ কলত্রাদিনোষণার্থং পরধনক্ষেত্রাদিহ পশুতো ভরণাদ্রাপায়তো-
 হপশুতা কামাকৃতয়া পরস্ত্রীহরণাদিকমভূতম্ মহাপাপমাত্রম্ । তৈঃ পাপৈরহমেক এব
 বিবিধনরকমভূতম্ পুনঃ হাবরাতিষু যদাহুঃখাভূতম্ নস্ত্যতি জরাযুণা পরিবেষ্টিতাত্ত-
 হুঃখেন বচিস্তাপেন দহামি, মরী পোষিতা দারাদয়ঃ স্বকৰ্ম্মবশাদকৃতো গতাশ্চ ।

অহো দুঃখমহো দুঃখমহো দুঃখেতি দেহিনাম্ । দেহস্ত পাপাঃ সজাতিস্ত্রাণ্যাপাং ন কারয়েৎ
 ভূতামিত্রকলত্রাণমগ্ৰবাং জুতং ময়া । তেন পাপেন দখ্যামি জরাবৃণরিরেষ্টিতঃ ॥ ৩
 দৃষ্টো ভগ্নশ্রিয়ঃ পূর্ণঃ সন্তপ্তোহহমহুয়য়া । গর্ভাধিনা হি দখেহহমিদানীমতিপাপকঃ ॥ ৪
 কায়েন মনসা বাচা পরপীড়ামকারিম্ । তেন পাপেন দখ্যামি অহমেকোহতিদুঃখিতঃ ॥ ৫
 এতং বহুবিধং জন্মবিলাপা স্বয়মেব চ । আনানমাত্মনাশাত্মোপভুতঃ স্বয়মনন্তঃম্ ॥ ৬

সংসারেণ বিস্তৃতমনা ভূতী সংকর্ষাণি নিবর্ত্তাণি লজ্জদন্তুয়াশ্রয়ঃ সত্যজ্ঞানানন্দময়শ্চ
 শক্তিপ্রভাবানুষ্ঠিতাপবর্গশ্চ লক্ষ্যপতের্নাশায়শ্চ সকলসুঃখিগুণস্বর্গস্বর্গাক্ষণপঃগমুনি-
 কিন্নরসমূহার্জিতভোগসমলং স্তুজিতঃ সমভার্ত্তা দুঃখসংসারচ্ছেদনকারণভূতঃ বেদরহস্তোপ-
 নিষক্তিঃ পরিকৃষ্টিঃ সকললোকপরাধঃ অদি নিধায় দুঃখসংসারাপ্রায়মতিক্রমিষ্যামীতি
 মনসি ভাবয়তি । ততস্তু মাতুঃ প্রসূতিসময়ে সতি বর্ত্তমহো দেহী বাহু্যন বায়ুনা পরি-
 পীড়িতো মাতৃশ্চাপি দুঃখং কুত্বান্ কর্মপাশেন বন্ধো যোনিমার্গান্নিক্রামন্ সকলমাতন-
 ভোগমেককালমেবানুভবন্তিবেশেন যোনিয়ত্রপীড়িতো গর্ভান্নিক্রান্তো নিঃসংজ্ঞতাং যাকি,
 তত্র বায়ুবাযুঃ সমুজ্জীবয়তি । বায়ুবাযুঃস্পর্শনানন্তরমেন নষ্টশ্রুতিঃ পূর্ণানুভূতাগিল-
 দুঃখানি বর্ত্তমানশ্চাপি জ্ঞানাত্মভাবাদবিত্তায়াভ্যন্তুদুঃখমণ্ডভবতি । এতৎ বালকমাপদা
 জন্মভূতানি স্বমলমুত্রাদিলিপ্তদেহ আঘ্যাগিকাদিদুঃখেন পীড়্যমানোহপি কিঞ্চিদপি বকুং ন
 শক্তঃ । অংহুটপীড়িতোহহুদিনে সতি শিশোর্যাদিবেদনা বিদ্যত ইতি যত্র কনকাদা
 ভগ্নপ্রয়োগা কুস্মতে । গভাদ্যঙ্গবেদনাপীড়িতোহহুদিনে শুভাদিকং দেয়মিতি মননাস্তাঃ
 প্রসূতন্তে । এবমনেকভোগাদাবীনতয়া অনভুগমানা দংশাদীনপি নিবারয়িতুমশক্তা বাল-
 ভাবমাদাদা মাতাপিত্রোরূপাধায়শ্চ তাদনা, সদা পর্যটনগলত্রং, পাংস্তপঃভয়াদিদ
 কীর্ণং, সদা কলহনিরন্তরমন্তুতিহং বহুবাণাভাগকাদাবিনিরন্তরং সম্ভবে আঘ্যাগিক-
 দুঃখমেবম্ বহুবিধমনুভবন্তি । ততস্তু কণ্ঠভাবে বনার্জুনসার্জিতরক্ষণে তস্য নাশকরাদিযু
 অভ্যন্তদুঃখিতা মায়ামোহিতাঃ কামক্ৰোধাদিহৃষ্টমানসাঃ সদাসুখাপরাধাঃ পরস্বপরদ্বী-
 তরণোপায়পরাধাঃ পুত্রমিত্রকলত্রাদিভরণোপায়চিত্তাপরাধাঃ বৃথাহহঙ্কারদূষিতাঃ পুত্রা-
 দিবৃথাবিশীড়িতেষু সংসুঃ সর্গবাপ্তিং পরিভাজ্য রোগাদিভিঃ ক্লেশিতানাং সমীপে
 স্বয়মেবাঘাত্তিকাদিদুঃখেন পরিপ্লুতা বক্ষ্যমাণপ্রকারেণ চিত্তামুপাগ্রুবতে ।

গৃহক্ষেত্রাদিকং কর্ম কিঞ্চিন্নাপি বিচারিতম্ । সমৃদ্ধস্য কুটুম্বস্য কথং ভবতি বর্ত্তনম্ ॥ ৭
 মম মূলধনং নাস্তি বৃষ্টিশ্চাপি ন বর্ষতি । অথঃ পলারিতঃ কুত্র গাবঃ কিং মাগতা মম ॥ ৮
 বাল্যপতা চ মে ভাবী বাবিতোহহং নির্জনঃ । অনাচারাকুণ্ঠিন্ঠী পুত্রানিত্যং কদন্তি চ
 ভগ্নং ছিন্নকং মে সত্য বাক্তবা অপি দূরগাঃ । ন লভ্যতে বর্ত্তনং রাজবাণাতিদুঃসহী ॥ ১০
 রিপবো মাং বাধন্তে কথং ক্লেষামাহ্ রিপূন । ব্যবসারাক্ষমশাহ্ প্রাস্তান্তাতিথয়ে অমী ॥

এবমভ্যন্তুচিত্তাশ্রয়ঃ স্বদুঃখঃ নিবারয়িতুমক্ষমা বিক্ষিপীদৃষিৎ ভাগ্যহীনঃ মাং কিমর্থঃ
 বিদধাতীতি দৈবমাক্ষিপতি । তথা বৃক্করমাপন্নো হীয়মানো জরাপলিতাদিবাঙ্গদেহো
 বায়াদৈবাকাদিকমাপন্নোহতিকস্পমানাবস্রবঃ ধানকাসাদিপীড়িতোহতিশ্রেয়সাপকর্ষঃ
 পুত্রদারাদিভিঃ সন্মানঃ কদা মরণমপগামীতি চিন্তারলো মরি হুতে সতি মদস্ত্রিঃপুত্ৰ-

ক্ষেত্রাদিকং মংপুত্রাদয়ঃ কথং ব্রক্ষিস্যন্তি, কথং বা ভবিষ্যন্তি, মনুনে পঠৈরপকৃত্তে পুত্রাদীনা
কথং জীবনং ভবিষ্যতীতি মমতাঃঃপরিব্রুতো গাঢ় নিশ্চয় শেবে বসন্তি কৰ্ম্মাণি কৃতানি
পুনঃপুনঃ স্মরন্ ক্ষণে ক্ষণে বিস্মরতি চ । তত্র ত্রাসমরমে বাবিশীড়িতোহস্তস্তাপাঃঃ
ক্ষণ শযায়া ক্ষণ মতে ইত্যন্ততঃ পযাটন শূভটপরিপীড়িতঃ কিঞ্চিৎকালমুদক দেহীভাতি
কাপণাতরা মাচমানঃ, তত্রাপি অরাসিষ্টোনাযুদকং ন ত্রেয়স্বমিতি কবতা মনসাতি ।
কিন্তু মনচৈতন্তো ভবতি । ততঃ ইত্যপাদিকবণে ন ক্ষমঃ, কদজির্বকুভির্জানবৈষ্টিতো বকম-
ক্ষমঃ স্বার্জিত ধনাদিক কস্য ভবিষ্যতি ইতি চিন্তাপরো বাপবিলোচনঃ । কঠে যত-
পুরায়িতে সতি শরীরান্নিকাস্ত্রাণো মমদৈতর্জস্মানঃ পাশযতিতো নরকাদীনি
পূর্কদেবাগুতে ।

তস্মাৎস মারদাধিতাপার্থো দিভসন্তমাঃ । অভাগেঃপরম জ্ঞান জ্ঞানাত্তো ভবিষ্যতিঃ
জ্ঞানশ্রুতা নরা যে তু পশবঃ পরিকীৰ্ত্তিতাঃ । তস্মাৎস মারমোক্ষায় পর জ্ঞানঃ সমভাগেঃ
মানুষা জন্ম সন্তাপা সর্ককর্ষপ্রমাধকম্ । হরিত্ত ন ভক্তেদ্যন্ত কোহকাস্ত্রাদচেতনঃ ॥ ১৪
অহো চিত্তমহো চিত্তমহো চিত্ত মুনীশ্বরাঃ । স স্থিতে কামদে বিকৌ নরো যাতি হি যাতনাম
নারায়ণে জগন্নাথে সর্ককামকলপ্রদে । স্থিতেহপি জ্ঞানশ্রুতা বৈ পচান্তে নরকে অহো ॥ ১৫
অবশ্যত্বপুরীষে তু শরীরেহস্মিন্নশাযতে । শাযত ভাগ্যস্তুক্ষা মহামোহগমাত্রতাঃ ॥ ১৬
মূর্জিত বা মরতাদৈর্দেহঃ সন্তাপা যো নরঃ । স মারজ্জৈদক বিম্ব ন ভক্তেদ্যঃ স পাতকী
অহো কষ্টমহো কষ্টমহো কষ্টম্ব মূর্থতা । হরিধানপরো বিপ্রাশ্চলোহপি মহামুখী ॥ ১৭
স্বদেহান্নির্গত দুষ্টা মলয়জাদি কিল্লিষম্ । উবেগ মানবা মূর্খাঃ কিং নাস্যন্তি তি পাপিনঃ ॥
দুর্লভঃ জন্ম মানুষাং প্রার্থাতে ত্রিদশৈরপি । তন্নদ্য পরলোকার্থ যত্ন কুর্বাশ্চক্ষণঃ ॥ ২০
অব্যাক্তধানসম্পরা হরিপূজাপরায়ণাঃ । লভন্তে পরম জ্ঞান পুনরাবৃতিদুর্লভম্ ॥ ২২
যতো জাতমিদং বিশ্ব যতশ্চৈতন্মমগুতে । যস্মিংশ্চ বিলয় যাতি সংসারস্য বিমোচকঃ ॥ ২৩
নির্ভণোহপি পদানন্দো গুণবানিব ভাতি যঃ । তঃ সমভার্জ্য দেবেশং সংসারঃপরিযুচাতে ॥

ইতি ত্রিহরারদীয়ে পুরাণে সংসারবর্ণন নাম ত্রিংশোধ্যায়ঃ ॥ ৩০ ॥

একত্রিংশোধ্যায়ঃ ।

কবয় উচুঃ ।

ভগবন্ সর্কমাখাতঃ স্বপুষ্টঃ বিহ্বা হরা । স মারপাশবন্ধানা ত্রুণানি স্মবহ্নি চ ॥ ১
এতংস মারপাশস্ত চ্ছেদকঃ কতমঃ স্মৃতঃ । কেনোপায়েন মোক্ষঃ স্মাত্তরো কতি মহামুনে ২
প্রাণিভিঃ কৰ্ম্মজাতাদি ক্রিয়ন্তে প্রভাহর্নিশম্ । ভুজান্তে চ মুনিত্রেষ্ঠ তস্য নাশঃ কথং ভবেৎ ॥
কৰ্ম্মণা দেহমাপ্নোতি দেহী কামেন বর্জতে । কামালোভাভিভূতস্ত লোভাঃ ক্রোধপরায়ণঃ ৪
ক্রোধাচ্চ ধর্ম্মনাশঃ স্তাধর্ম্মনাশাশ্চিভ্রমঃ । প্রনষ্টবুদ্ধির্নরকঃ পুনঃ পাপ করোতি চ ॥ ৫
তস্মাদ্বেহঃ পাপমলঃ পাপকর্ম্মরন্তস্তথা । দেহজন্মবতা মিক্রিমোকোপাশ বদস্ব তৎ ॥ ৬

সূত উবাচ ।

সাধু সাধু মহাত্মনাঃ যতির্বো বিমলোচ্ছল । বস্মাং সঃ সারদুঃখানাং নাশোপায়মভীক্ষবঃ ॥ ৭
 যশ্চাজ্জরা জগৎসৰ্বং ব্রহ্মা যজতি নিতানঃ । হরিশ্চ পানকো রুদ্রো নাশকঃ স হি মোক্ষকঃ ॥ ৮
 মহাদ্যবিশেষাশ্চ জাতা যন্ত প্রভাবতঃ । তং বিদ্যামোক্ষদং বিষ্ণুং নারায়ণমনাময়ম্ ॥ ৯
 যশ্চাভিষ্মিদং সৰ্বং যচ্চৈশ্বৰ্যং বচ নৈব তে । তমীত্যমক্ষরং দেবং দাতা মোক্ষণ যুজাতে ১০
 যদিকারমজং শুদ্ধং যপ্রকাশ নিরঞ্জনম্ । জ্ঞানরূপং মহানন্দং প্রাপ্ত্ব মোক্ষসাধকম্ ॥ ১১
 যশ্চাবতাররূপাণি ব্রহ্মাদয় দেবভাগবতঃ । সমৰ্চ্চয়ন্তি তং বিদ্যাচ্ছাপতহানদং হরিম্ ॥ ১২
 জিতপ্রাণা জিতাহারাঃ সদা ধ্যানপরায়ণাঃ । যদি পশ্যন্তি যং নিতানং তন্নি জ্ঞেয়ং সুখাবহম্ ১৩
 নিষ্ঠুরোহপি নিরাহারো লোকান্ত্রহরপশুক্ । আকাশমধ্যগঃ পূৰ্ণঃ প্রাহমোক্ষদায়কম্ ॥ ১৪
 অশাক্ষঃ সৰ্ব্ববর্ষাণাং যোগিনাং জদয়ে স্থিতঃ । অনুপমোহখিলাধারস্তং দেবং শরণং তজ্জ্ঞেয়ং ১৫
 সৰ্বং সংগৃহ্য কল্যাণে শেতে যন্ত জলে স্বয়ম্ । তং প্রাহমোক্ষদং বিষ্ণুং মনুজান্তুদর্শিনঃ ॥ ১৬
 বেনার্ঘ্যবিভিঃ কৰ্ম্মজৈরিজাতে বহুভিমুখৈঃ । কৰ্ম্মণাং ফলদো বিষ্ণুর্মোক্ষদো ভক্তবৎসলঃ ॥ ১৭
 হবাকব্যাদিদামেষু পিতৃদেবাদিকল্পপশুক্ । ভুক্তং যং দীৰ্ঘরৌহিবাক্ষস্তং প্রাহমোক্ষদং হরিম্ ॥ ১৮
 ধাতো বা নমিতো বাপি পূজিতো বাপি ভক্তিতঃ । দদাতিশাশ্বতং স্থানং তদয়ালুং সমৰ্চ্চয়েৎ ॥
 আধারঃ সৰ্বভূতানামেকো যঃ পুরুষঃ পরঃ । জরামরণনিৰ্ম্মুক্তো মোক্ষদো হরিরদায়ঃ ॥ ২০
 সম্পূজ্য যন্ত পাদাঙ্কং দেহিনোহপি মুনীশ্বরঃ । অমর্ত্যতাং ব্রহ্মত্বাং তং বিদুঃ পুরুষোত্তমম্
 আনন্দমক্ষরং ব্রহ্ম পরং জ্যোতিঃ সনাতনম্ । পরাংপরতরং যদু ভবিকোঃ পরমং পদম্ ॥ ২২
 অক্ষরং নিষ্ঠুরং নিতানদ্বিতীয়মরূপকম্ । পরিপূৰ্ণং জ্ঞানময়ং বিষ্ণুর্মোক্ষপ্রদায়কম্ ॥ ২৩
 এবহুতঃ পরং বস্তু যোগমার্গবিধামতঃ । যঃ উপাস্তে সদা যোগী স বাতি পরমং পদম্ ॥ ২৪
 সঙ্গমস্পর্শপরিভাগী শমাদিগুণসংযুতঃ । কামাদৌৰ্ঘর্জিতো যোগী লভতে পরমং পদম্ ॥ ২৫

অথ উচুঃ ।

কৰ্ম্মণা কেন যোগন্ত নিক্তিৰ্ভবতি যোগিনাম্ । তদুপায়ং বখাতত্বং ক্রিহি নো বদতাং বর ॥ ২৬

সূত উবাচ ।

জ্ঞানলভ্যং পরং মোক্ষং প্রাহমুদ্বার্ধচিন্তকাঃ । তজ্জ্ঞানং ভক্তিমূলকং ভক্তিঃ সংকৰ্ম্মজা তথা
 দানানি যজ্ঞা বিবিধাস্তীৰ্থযাত্রাদয়ঃ কৃতাঃ । যেন জন্মমহত্রেষু তন্তু ভক্তিৰ্ভবেচ্ছরো ॥ ২৮
 অক্ষয়ঃ পরমো বর্ষো ভক্তিলেশেন জারতে । অক্ষরা পরয়া চৈব সৰ্বপাপং প্রণশ্যতি ॥ ২৯
 সৰ্বপাপেষু মণ্ডেষু বুদ্ধিৰ্ভবতি নিৰ্ম্মলা । সৈব বুদ্ধিঃ সমাখ্যাতা জ্ঞানশব্দেন স্মৃতিভিঃ ॥ ৩০
 জ্ঞানক মোক্ষদং প্রাহমুজ্জ্বলজ্ঞানং যোগিনাং ভবেৎ । যোগস্তবিবিধঃ প্রোক্তঃ কৰ্ম্মজ্ঞানপ্রভেদতঃ
 ক্রিয়াযোগং বিনা নৃণাং জ্ঞানযোগো ন সিধ্যতি । ক্রিয়াযোগব্রতস্তপস্ক্রিয়াদি হরিনর্চ্চয়েৎ ॥ ৩২
 প্রতিমাদ্বিজভূম্যাগ্নিস্থ্যচিত্রাদিযু দ্বিজাঃ । অৰ্চ্চয়েচ্ছুরিমেষু বিষ্ণুঃ সৰ্বগতো যতঃ ॥ ৩৩
 কৰ্ম্মণা মনসা বাচা পরশীড়াপরাজ্ঞ যঃ । পরিপূৰ্ণাঙ্ককং বিষ্ণুং পূজয়েদ্ভক্তিমনংযুতঃ ॥ ৩৪
 অহিংসা সত্যমক্রোধো ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহো । অনীৰ্ব্বা চ দয়া চৈব যোগয়োৰুভয়োঃ সমাঃ ॥ ৩৫
 চরাচরাশ্রকং বিধং বিষ্ণুর্বেব সনাতনঃ । ইতি নিশ্চিত্য মনসা যোগযিতরমভ্যাসেৎ ॥ ৩৬
 আশ্রয়ঃ সৰ্বভূতানি মন্যমানা যো মনীষিণঃ । তে জ্ঞানন্তি পরং ভাবং দেবদেবন্ত চক্ৰিণঃ ॥ ৩৭

যদি ক্রোধাদিহৃষ্টায়া পূজাধ্যানপরো ভবেৎ । ন তদা তুর্বাতে বিষ্ণুঃ প্রযতো ধর্মতঃ স্মৃতঃ ॥
 যদি কামাদিহৃষ্টায়া দেবপূজাপরো ভবেৎ । দম্যচাৰুস্ত বিজ্ঞেয়ঃ স নৈব পাতকিনাং বরঃ ॥ ৩৯
 তদা পূজাধ্যানরতো যক্ষসূর্যাপরো ভবেৎ । তদ্যতপঃ সা চ পূজা চ তদানন্ত নিবর্থকম্ ॥ ৪০
 তদ্যাত্ সর্গাত্মকং বিষ্ণু শমাদিগুণতঃপরঃ । মুক্তার্থমর্চয়েৎ সমাকৃষ্টিয়াযোগপরো নরঃ ॥ ৪১
 কর্ণণা মনসা বাচ্য সর্গলোকহিতৈ বরতঃ । সমর্চয়তি দেবেশং ক্রিয়াযোগঃ স উচ্যতে ॥ ৪২
 নারায়ণং জগদুদ্যানিং সর্গাত্মকামিণং হরিম্ । স্তোজাতৈঃ পূজয়েদুদ্যান ক্রিয়াযোগঃ স উচ্যতে
 উপবাসাদিভিঃশৈব পুরাণশ্রবণাদিভিঃ । পুষ্পাদৈঃ প্রাচীনং বিষ্ণোঃ ক্রিয়াযোগ ইতি স্মৃতঃ ॥
 এবং ভক্তিমতাং বিষ্ণো ক্রিয়াযোগরতাত্মনাম । নান্যপাপাণি নশ্রুস্তি পূর্জজ্ঞানার্জিতানি বৈ ॥
 পাপক্ষয়াক্ষয়মতিবীজতি জ্ঞানমুক্তমম্ । জ্ঞানং তি মোক্ষদং জ্ঞেয়ং তদুপায়ং বদামি তং ॥ ৪৬
 চরাচরাশ্রকং লোকে নিত্যজানিতামেব চ । সমাগ্রিধারয়েদ্বীমান্ সত্ত্বিঃ শাস্তার্থকোবিদৈঃ ॥ ৪৭
 অনিত্যাস্ত পদার্থী হি নিত্য একো তরিঃ স্মৃতঃ । অনিত্যানি পরিভাজা নিত্যমেব সমাগ্রয়েৎ ॥
 ইহামুত্র চ ভোগেষু বিমুক্তশ্চ তথা ভবেৎ । অবিরক্তো ভবেদ্ যন্ত সংসারে বর্ততে পুনঃ ॥ ৪৯
 অনিত্যেসু পদার্থেষু যন্ত রাগী চৈব নরঃ । তস্য সংসারব্যাধিহিত্তিঃ কদাচিত্তৈব জায়তে ॥ ৫০
 শমাদিগুণসম্পন্নো মুমুক্শুর্জানমভ্যাসেৎ । শমাদিগুণহীনস্য জ্ঞানং নৈব হি সিধ্যতি ॥ ৫১
 রাগদ্বेषবিহীনো যঃ শমাদিগুণসংযুতঃ । চরিত্যানপরো নিত্যং মুমুক্শুরভিধীয়তে ॥ ৫২
 সর্গভূতদয়াযুক্তঃ কামক্রোধবিবর্জিতঃ । চরিত্যানপরো নিত্যং মুমুক্শুরভিধীয়তে ॥ ৫৩
 চতুর্ভিঃ সাধনৈরেতিবিবিশুদ্ধমতিরচ্যতম্ । সর্গগং ভাবয়েদ্বিপ্রাঃ সর্গভূতদয়াপরম্ ॥ ৫৪
 পরাক্ষরাত্মকং বিষ্ণুং স্থিতং বাপা সনাতনম্ । বিষ্ণুজ্ঞানেনজানীয়াৎতজ্ জ্ঞানং যোগজং বিদুঃ
 যোগোপায়মতো বক্ষো সংসারপরিপহিনঃ । যোগধামে বিবুদ্ধস্যাত্ তজ্ জ্ঞানং মোক্ষদং বিদুঃ
 যাত্মানংবিবিধ-প্রাভঃ পরাপুরবিভেদতঃ । দে ব্রহ্মণী বেদিতবো ইতি চাখর্ষগৌ শ্রুতিঃ ॥ ৫৭
 পরস্ত নিগুণঃ প্রোক্তো অহঙ্কারদূতোহপরঃ । তয়োরেভেদবিজ্ঞানং যোগ ইত্যভিধীয়তে ॥ ৫৮
 এবমুতাত্মকে দেহে যঃ সাক্ষী রূপে স্থিতঃ । অপরা প্রোচ্যতে সত্ত্বিঃ পরমাত্মা পরঃ স্মৃতঃ ॥
 শরীরং ক্ষেত্রমিত্যাহস্তং ক্ষেত্রজ উচ্যতে । অব্যক্তং পরমং শুদ্ধং পরিপূর্ণ উদ্যতম্ ॥ ৬০
 যদা হভেদবিজ্ঞানং জীবাশ্রয়পরমাত্মনো । ভবেৎ তদা যুনিশ্রেষ্ঠাঃ পাশচ্ছেদো ভবিষ্যতি ॥ ৬১
 একঃ স্কন্ধোহক্ষরো নিত্যঃ পরমাত্মা জগদ্বয়ঃ । নৃণাং বিজ্ঞানভেদেন ভেদবানিব লক্ষ্যতে ॥ ৬২
 একমেবাবিভীকৃত পরব্রহ্ম সনাতনম্ । গীরমানক বেদাভিভূতস্মানাস্ত্যাপরো বিজ্ঞাঃ ॥ ৬৩
 ন তস্য কর্ণ কার্যং বা রূপং বর্ণমণি বা । কর্তৃহং বাপি ভোক্তৃহং নিগুণস্য পরাক্রমঃ ॥ ৬৪
 নিদানং সর্গহেতুনাং ভেজো যন্তেজসার পরম । অগ্নরাতি কিমস্মাদি জ্ঞেয়ং বৈ মুক্তিহেতবে
 শব্দং ব্রহ্মময়ং যন্তগহদাদ্যাদিক- বিজ্ঞাঃ । তদ্বিচারাত্তবেজ্ জ্ঞানং পরং মোক্ষস্য সাধনম ॥ ৬৬
 যন্ত জ্ঞানবিহীনৈস্ত দশতে বিবিধং জগৎ । পরমজ্ঞানিনামেতৎ ভাবদ্ ব্রহ্মাত্মকং বিজ্ঞাঃ ॥ ৬৭
 এক এব পরানন্দো নিগুণঃ পরমাৎ পরঃ । স তু বিজ্ঞানভেদেন বহুরূপহেতোরবার ॥ ৬৮
 মারিনো মারয়া ভেদং পশুস্তি পরমাত্মনি । তদ্যাত্মায়াং ভাজেদুদ্যোগান্দুস্কর্দপ্রমত্তমঃ ॥ ৬৯
 নাসরূপা ন সক্রূপা মায়ী বৈ নোত্তরাশ্রিকা । অনির্কাস্যপ্রিতী জ্ঞেয়া ভেদবুদ্ধিপ্রদায়িনী ॥ ৭০
 মায়ৈবাজ্ঞানশব্দেন শব্দ্যতে মুনিসত্তমাঃ । তদ্বাদজ্ঞানবিচ্ছেদো ভবেদ্বিজতমারিনাম ॥ ৭১

সনাতনং পরং ব্রহ্ম জ্ঞানশব্দেন কথ্যতে । জ্ঞানিনাং পরমাত্মা বৈ যদি ভাতি নিরন্তরম্ ॥ ৭২
অজ্ঞানঃ মাশয়েদ্যোগী যোগেন বৃথসত্তমাঃ । অষ্টোদ্বৈঃ সিধ্যতে যোগস্তানি বক্ষ্যামি তত্ত্বতঃ
যমাশ্চ নিয়মানৈশ্চ আসনানি চ সত্তমাঃ । প্রাণায়ামঃ প্রতাহারো ধারণা ধ্যানমেব চ ॥ ৭৪
সনাতনো মুনিশ্রেষ্ঠো যোগাস্তানি যথাক্রমম্ । এবঃ সংক্ষেপতো বক্ষ্যে বিধানানি মুনীশ্বরঃ ॥
মুচিৎসামা সত্যমন্তেষং ব্রহ্মচর্যাপরিগ্রহাঃ । অক্লোদশ্চানন্তর্য চ প্রোক্তাঃ সংক্ষেপতো যমঃ ॥ ৭৬
সন্তেষামেব ভক্তানাং ক্রোধজননং তি যং । অহিংসা কথিতা সত্ত্বিযোগমিচ্ছিদারিনী ॥ ৭৭
যথার্থকথনং যং তু বর্ণ্যবর্ণ্যবিনেতৃতঃ । সত্য প্রাহ্মুনিশ্রেষ্ঠা অন্তেষং শৃণুতামুনী ॥ ৭৮
চৌর্দোণ বা বজেনাপি পরম্বহরণং হি যং । স্ত্রিয়মিত্যাচাভে সত্ত্বিরন্তেষং তদ্বিপর্কায়ঃ ॥ ৭৯
সন্তত্র মৈধুনভানৌ ব্রহ্মচর্যাঃ একীকৃতিতম্ । ব্রহ্মচর্যাপরিভাগী জ্ঞানবানপি পাতকী ॥ ৮০
সর্গমঙ্গপরিভাগী মৈধুমে বস্ত্র বর্ততে । স চাশ্বালমমো জ্ঞেয়ঃ সর্গবর্ণবহিকৃতঃ ॥ ৮১
যন্ত যোগরতো বিপ্রো বিবয়েৎ স্পৃহাশিতঃ । তৎসংভাষণমাত্রেণ ব্রহ্মহত্যা ভবেৎ ন্যাম্ ৮২
সর্গমঙ্গপরিভাগী পুনঃসঙ্গী ভবেদৃষদি । ভৎসঙ্গমঙ্গিনাং সঙ্গান্নহাপাতকদোষভাক্ ॥ ৮৩
অনাদানং হি স্রবাণামাপদাপি মুনীশ্বরঃ । অপরিগ্রহ ইভাক্তো যোগগিক্টিপ্রদায়কঃ ॥ ৮৪
আগ্নয়নং নমস্ কর্ণ্যঃ কৃষ্ণং নির্ধূরভাষণম্ । যোগমাত্তর্ক্যবিদো অক্লোদস্তদ্বিবর্জনম্ ॥ ৮৫
কনাদিগরিধিকং দৃষ্টী ভূশং মনসি ভাপনম্ । অহুয়া কীর্তিভা সত্ত্বিসুদমোগোহনসুয়তা ॥ ৮৬
এবং সংক্ষেপতঃ প্রোক্তা যমাশ্চ বৃথসত্তমাঃ । নিয়মানথ বক্ষ্যামি শৃণুস্বঃ সূমমাহিতাঃ ॥ ৮৭
তপঃস্বাধায়গলোবাঃ শৌচকং হরিপূজনম্ । সঙ্কোপামনযুক্তাশ্চ নিয়মাঃ পরিকীর্তিতাঃ ॥ ৮৮
চাক্ষায়ণাদিভির্যং তু শরীরস্য বিশোধনম্ । তপস্ত্রুপদিতং সত্ত্বিযোগসাধনমুত্তমম্ ॥ ৮৯
প্রণবকোপনিষদং ষাটশাক্ষরপদং চ । অষ্টোক্ষরং মহাবাক্যমিত্যাদীনাক্ষ যো জপঃ ॥ ৯০
স্বাধায়ন্ত সমাধাতে যোগসাধনমুত্তমম্ । স্বাধায়ং যস্তাজ্জ্যেষ্ঠতস্তস্ত যোগো ন সিধ্যতি ॥
যোগং বিনাপি স্বাধায়ৈঃ পাপনাশো ভবেদৃকবম্ । স্বাধায়ৈঃ সুরমানান্ত সূত্রসীদস্তিদেব
জপস্ত্রিবিধঃ প্রোক্তো বাচিকোপাঃ শুমানমৈঃ । জপেযেভেষু বিপ্রৈস্ত্র্যঃ পূর্বাৎপূর্বাৎপরো
মন্ত্রস্তোচ্চারণং সমাক্ স্মৃটাক্ষরপদং যথা । জপস্ত্র বাচিকঃ প্রোক্তঃ সর্গযজ্ঞফলপ্রদঃ ॥ ৯৪
মন্ত্রস্তোচ্চারণং কিঞ্চিৎ পদাৎপদস্ত্রিবেচনম্ । জপস্ত্র কবিতোপাঃ পূর্বাৎপূর্বাৎপদাৎ
বিষা যদক্ষ্যপ্রণাং যৎসদর্থবিচারণম্ । মানসস্ত্র জপঃ প্রোক্তো যোগগিক্টিপ্রদায়কঃ ॥ ৯৬
জপেন দেবতা নিত্যং সুরমানা প্রসীদতি । তস্যাং স্বাধায়গম্পন্নো লভেৎ সর্গমনোরধান
যদৃচ্ছালাভসকৃষ্টিঃ সন্তোষ ইতি গীরতে । সন্তোষহীনঃ পুরুষো ন লভেৎ সর্গমসম্পদঃ ॥ ৯৮
ন জাহু কামঃ কামানীমূপভোগেন শামতি । ইত্যধিকং কদা লাভ ইতি কামঃ প্রবর্ততে ।
তস্যাং কামং পরিভাজ্য দেহসংশোধিকারণম্ । যদৃচ্ছালাভসন্তোষী ভবেৎ সর্গপরাধনঃ ॥ ১০০
বাহ্যভ্যন্তরভেদেন শৌচং তদ্বিবিধং স্মৃতম্ । মুচ্ছলাভাং বহিঃস্কৃতিভাবশ্চিহ্নরথান্তরম্ ॥ ১০১
অন্তঃস্কৃতিবিহীনস্ত্র যঃ ক্রিয়া বিবিধাঃ কৃত্বাঃ । ন ফলন্তি মুনিশ্রেষ্ঠা ভাস্মনি স্ত্রুতহব্যবৎ ॥ ১০২
ভাবশ্চিহ্নবিহীনানাং সযস্তং কর্ণ্য নিফলম্ । তস্যাৎ রাগাদিকং সর্গং পরিভাজ্য সূখী ভবে
মুদাঃ ভারসহনৈস্ত্র কোটিকুস্ত্রলৈস্ত্রবা । কৃতশৌচোহর্থাৎসক্কায়া স চাশ্বাল ইতি স্মৃতঃ ॥ ১০৪
যদ্যপ্যক্টিবিহীনস্ত্র দেবপূজাপরো যদি । তদৈবমেব তং হস্তি নরককং প্রপদ্যতে ॥ ১০৫

অন্তঃশুক্লবিহীনশ্চ বহিঃশুক্লিং করোতি যঃ । অলঙ্কৃতঃ সূর্য্যাত্মাণিবাভাতি বিজ্ঞোত্তমাঃ ॥ ১০৬
 মনঃশুক্লবিহীনা যে তীর্থযাত্রাং প্রকুর্ষতে । ন তান্ পুনস্তি বিপ্রেজ্ঞাঃ সূর্য্যাত্মাণিবাগাঃ ॥
 বাচা বর্ণ্যান্ প্রবদতি মনসা পাপমুচ্ছতি । জানীয়াৎ তং মুনিশ্রেষ্ঠা মহাপাতকিনাং বরম্ ॥ ১০৭
 বিশুদ্ধমানসা যে তু বর্ণ্যমাংসমুত্তমম্ । কুলন্তি তৎকলং বিদ্যাদক্ষ্যাসুখদায়কম্ ॥ ১০৮
 কুর্ষ্যাৎ মনসা বাচা স্তুতিস্বরূপপূজনৈঃ । হরিত্তজিহ্বায়া যন্ত হরিপূজ্যেতি গীয়তে ॥ ১১০
 এবং সমাশ্চ নিরমাঃ সংক্ষেপাঘঃ প্রচোদিতাঃ । এতিবিশুদ্ধমনসাং যোক্তং হস্তগতং বিদুঃ ॥
 যামেচ নিরমৈশ্চৈব স্থিরবুদ্ধিজিহ্বৈস্তিরঃ । অভ্যাসেন্দাসনং সমাগুযোগসাধনমুত্তমম্ ॥ ১১২
 পদ্মকং স্বস্তিকং দীপ্তং সৌরকৈব চ কোজরম্ । কোঙ্কং বজ্রাসনকৈব বারাহং মুগ্ধচৈবিকম্ ॥ ১১৩
 কোঙ্কং নালিককৈব মঙ্গলোত্তমমেব বা । বাবভং নাগমাংসুকা বৈশাখ্যকাক্ষিকম্ ॥ ১১৪
 নতং তাক্ষ্যাসনং শৈলং খড়্গং মুক্তারমেব বা । মাকরং ত্রৈলোক্যং কাঠং হ্রীং বৈ তাস্তিকবিকম্
 ভৌমং বীরাসনকৈব যোগসাধনকারণম্ । ত্রিংশৎসংখ্যাশ্চাসনানি মুনীজ্ঞাঃ কথিতানি যঃ ॥ ১১৬
 এতামেকতমং বজ্রা শুক্লভক্তিপরায়ণঃ । অভ্যাসেন জয়েৎ প্রাণান্ রাগাতাতো বিমৎসরঃ ॥ ১১৭
 প্রাণং ধোদগ্নুধো বাপিভবা প্রত্যঙ্গুধোহপি বা । অভ্যাসেন জয়েৎ প্রাণান্ নিঃশব্দে জনবর্জিত্তে
 প্রাণো বায়ুঃ শরীরস্থ আশ্রমস্তস্য নিগ্রহঃ । প্রাণায়াম ইতি শ্রোতো বিবিধঃ কথিতো হি সঃ
 অগর্ভশ্চ সগর্ভশ্চ দ্বিতীয়শ্চ ত্রয়োবরঃ । জপধ্যানং বিনাগর্ভঃ সগর্ভস্তৎসমম্বিতঃ ॥ ১২০
 রেচকঃ পুরকশ্চৈব কুস্তকঃ শূন্যকস্তথা । এবং চতুর্ধিধঃ শ্রোতঃ প্রাণায়ামো মনীষিতঃ ॥ ১২১
 জতুনং দক্ষিণা নাড়ী পিঙ্গলা পরিকীর্তিতা । সূর্য্যদৈবতকা চৈব পিড়যোনিরিত্যুতী ॥ ১২২
 দেবযোনিরিত্যুতী ইড়া নাড়ী বদক্ষিণা । তত্রাবিদৈবতং চক্ষুঃ শৃণুধ্বং গদতো মম ॥ ১২৩
 এতয়োক্তভয়োর্মধো সূর্য্যনাড়িকা শূতা । অতিসূক্ষ্মা শুভ্রতমা জেরা সা ব্রহ্মদেবতা ॥ ১২৪
 বামেব রেচরোমায়ুঃ রেচনাধেচকঃ শূতঃ । পুরয়েদক্ষিণেনৈব পূরণাৎ পুরকঃ শূতঃ ॥ ১২৫
 স্বদেহপুত্রিতং বায়ুঃ নিগূঢ় ন বিমূঢ়তি । সম্পূর্ণকুস্তবং তিষ্ঠেৎ কুস্তকঃ স হি বিজ্ঞাতঃ ॥ ১২৬
 ন গৃহ্নতি ন ভাজতি বায়ুমন্তর্কতিঃস্থিতম্ । জেরং শুক্লকং নাম প্রাণায়ামঃ সখাশ্রিতম্ ॥
 শনৈঃ শনৈর্বিজ্ঞেতব্যাঃ প্রাণা যন্তগজেষু বৎ । অশ্রুত্যা থলু জায়ন্তে মহারোগভয়করাঃ ॥ ১২৮
 ক্রমেণ যো জয়েদ্বায়ুঃ যোগী বিগতকলমঃ । সর্কপাপবিনির্মুক্তো ব্রহ্মণঃ পদমগুতে ॥ ১২৯
 বিষয়েষু প্রমত্তানি ইন্দ্রিয়ানি মুনীশ্বরাঃ । সমাস্রুতা নিগৃহ্নতি প্রত্যাহারস্য স শূতঃ ॥ ১৩০
 জিতেন্দ্রিয়া মহাত্মানো ধ্যানশূরা অপি বিজ্ঞাঃ । প্রয়াত্তি পরমং ধ্যানং পুনরাহুতিহীনতমম্ ॥
 অনির্জিতোন্দ্রিয়গ্রামঃ যন্ত ধ্যানপরো ভবেৎ । মুঢ়াত্মানকং তং বিদ্যাক্যানকাশ্চ ন মিহতি ॥
 যদ্যৎ পশ্যতি তৎ সর্কং পশ্যেদানুবদাত্মনি । প্রত্যাহৃতানীন্দ্রিয়ানি ধারয়েৎ না তু ধারণা ॥
 যোগী জিতেন্দ্রিয়গ্রামস্তানি ব্রহ্মা দূঢ়ং হৃদি । আশ্রমং পরমং ধ্যানেৎ সর্কবাতাভয়মূঢ়তমম্ ॥
 ধ্যানেষ্বিধাশ্রকং বিদুঃ সর্কলোকৈককারণম্ । বিকমং পদ্মপদ্মাক্ষং চাক্ষুঃশ্রুতভূষিতম্ ॥ ১৩৫
 জীবৎসবক্ষসং দেবং সূর্য্যসুরনমস্কৃতম্ । অষ্টারে ক্রুৎসরোজৈহস্তর্দাদশাঙ্গুলবিশ্রুতম্ ॥ ১৩৬
 দীর্ঘবাহুং সুন্দরাক্ষং সর্কালঙ্কারভূষিতম্ । পীতাস্বরধরং দেবং হেমঘজোপবীতিনম্ ॥ ১৩৭
 বিদ্বতং তুলীমালাং কোমলভেম বিরাজিতম্ । ধ্যানেদাত্মানমধ্যাক্ষং পরাংপরতরং বিদুঃ ॥
 ধ্যানং যজ্ঞিনির্গদিতং প্রযত্নৈশ্চ কৃতানতা ॥ ১৩৮

ধ্যানং কৃতা যুহুৰ্ত্তং বা পরং মোক্ষং লভেত্তরং । ধ্যানাৎ পাপানি নশ্চান্তি ধ্যানান্মোক্ষকবিশ্মতি

ধ্যানাৎ প্রসীদতি হরিধ্যানাৎ সৰ্বার্থসাধনম্ ॥ ১৩৯

যদযদ রূপং মহাবিশ্বোত্তমকৃত্যেণাহ্বনঃ । তেন ধ্যানেন তুষ্টোক্তা হরির্মোক্ষং দদাতি বৈ১৫

অচলং মনঃ কুর্যাদ্ভোয়বস্তুনি সত্তমাঃ । ধ্যানধোয়ধাতুভাবো যথা নশ্চান্তি নির্ভরম্ ॥ ১৪১

অতোহমৃতং ভবতি জ্ঞানামৃতমিষেবণাৎ । ভবেন্নিরন্তরং ধ্যানাদভেদপ্রতিপাদনম্ ॥ ১৪২

সুপ্তিবৎ পরানন্দযুক্তশোপরতেচ্ছিয়ঃ । নির্জাতদীপবৎ সংহঃ সমাবিরভিধীরতে ॥ ১৪৩

সৰ্বোপাধিবিনির্মুক্তঃ সদানন্দকবিগ্রহঃ । নিশ্চলঃ পরিপূর্ণশ্চ সমাবিরভিধীরতে ॥ ১৪৪

যোগী সমাধাবস্থারং ন শণোতি ন পশ্চতি । ন ম্রাতি নৈব স্পৃশতি ন কিঞ্চিৎকিঞ্চিৎ সত্তমাঃ১৪

আত্মা তু নির্মলঃ শুদ্ধঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ । সৰ্বোপাধিবিনির্মুক্তো যোগিনাং ভাত্যচকলঃ ॥

নিষ্ঠুপোহপি পরো দেবোহজ্ঞানাদৃগ্গণবানিব । বিভাত্যজ্ঞাননাশে তু যথাপূৰ্ণং ব্যবস্থিতঃ

পরজ্যোতিরমেষাত্মা মায়াবানিব মায়িনাম্ । ভগ্নাশে নির্মলঃ ব্রহ্ম প্রকাশয়তি পণ্ডিতাঃ ॥ ১৫

একমেবাদ্বিতীয়ং তৎ পরং জ্যোতির্নিরঞ্জনম্ । সৰ্বোপাধিমৈব তুতানামন্তর্যামিতয়া হিতম্ ॥ ১৪৬

অণোরণীরান্ মহতো মহীরান্ সনাতনাত্মাখিলবিধহেতুঃ ।

পশ্চান্তি যং জ্ঞানবিদাঃ বদ্বিষ্ঠাঃ পরাৎ পরমাৎ পরমং পবিত্রম্ ॥ ১৫০

অকারাদি-ক্ষকারান্ত-বর্ণভেদ-ব্যবস্থিতঃ । পুরাণপুরুষোহনাদিঃ শব্দব্রহ্মেতি গীয়তে ॥ ১৫১

পঞ্চভূতাত্মকে দেহে হস্তঃকরণসংযুতঃ । পুরাণপুরুষো দেবো অপরাভ্যেতি কীর্ত্যতে ॥ ১৫২

বিশুদ্ধমজরং নিত্যং পূর্ণমাকামমব্যয়ম্ । আনন্দং নির্মলং শান্তং পরং ব্রহ্মেতি গীয়তে ॥ ১৫৩

যতোবাচো নিবহন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ । পরং জ্যোতিঃ পরং ধাম পরং ব্রহ্মেতি গীয়তে ॥

হৃষ্টহিতান্তকরণে ব্রহ্মবিক্রমহেশ্বরঃ । সঙ্গায়ুতায়ুতাংশাংশান্তদূত্রহ্মেতাভিধীয়তে ॥ ১৫৫

যোগিনো যদি পশ্চান্তি পরাত্মানং সনাতনম্ । অবিকারমজরং শুদ্ধং পরব্রহ্মেতি গীয়তে ॥ ১৫৬

ধানমন্তঃ প্রবক্ষ্যামি শৃণুস্বমুখিসত্তমাঃ । সংসারতাপভগ্নানাং সুধার্ষ্টিসমং নৃণাম্ ॥ ১৫৭

নারায়ণঃ পরানন্দঃ অরেৎ প্রণবসংস্থিতম্ । নাদরূপমনোপমামর্কমাত্রাপরিহিতম্ ॥ ১৫৮

অকারং ব্রহ্মণো রূপমুকারং বিষ্ণুরূপবৎ । মকারং রুদ্ররূপং শ্রীদর্শনমাত্রা পরাত্মকম্ ॥ ১৫৯

মাত্রা তত্র সমাখ্যাতা ব্রহ্মবিকীরদৈবতা । তেষাং সমুচ্চয়ং বিপ্রাঃ পরং ব্রহ্মপ্রবোধকম্ ॥ ১৬০

বাচান্ত পরমং ব্রহ্ম বাচকঃ প্রণবঃ স্মৃতঃ । বাচ্যবাচকসম্বন্ধো হ্যপচারন্তর্যোদ্ভিজাঃ ॥ ১৬১

জপন্তঃ পরমং মিতাং মুচ্যন্তে সঙ্গপাতিকৈঃ । তদভ্যাসেন সংযুতাঃ পরং মোক্ষং লভন্তি চ ॥

জপন্তঃ পরমং নিত্যং ব্রহ্মবিকৃশিবাগ্নকম্ । কোটিসূর্যাসমং তেজো ধ্যানেদাত্মনি নির্মলম্ ১৬২

শালগ্রামশিলারূপং প্রতিমারূপমেব বা । যদ্যৎ পাপহরং বস্ত তত্তদা চিন্তয়েদ্ধৃদি ॥ ১৬৩

যদেবৈকবৎ জ্ঞানং কথিতং বো মুনীশ্বরঃ । এতদ্বিদিভা যোগীক্সো লভেদ্মোক্ষমমৃতম্ ॥ ১৬৪

ধৈর্যেতৎ পুণ্যমাখ্যাতং শৃণুয়াৎ সমাহিতঃ । সঙ্গপাপবিনির্মুক্তো হরিনারূপায়মগুতে ॥ ১৬৫

ইতি বৃহস্পতিদীপ্যে পুরাণে একত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩১ ॥

দ্বাত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

বসন্ত উচুঃ ।

সমাখ্যাতানি সর্গাণি যোগাঙ্গানি মহামুনে । ইদানীমপি সর্গজ্ঞ যঃ পৃচ্ছামহুচাতাম্ ॥ ১
যোগো ভক্তিযত্নমেব সিধ্যতীতি ত্রয়োদিতম্ । যথা তু বাতি সর্গেশো দেবদেবো জনার্দনঃ ॥

তন্নো বদস্ব ধর্মজ্ঞ সূত কারণাবারিধে ॥ ২

সূত উবাচ ।

পুরা সনৎকুমারেণ এবং পৃষ্টঃ স নারদঃ । যদুবাচ মুনিশ্রেষ্ঠাঃ শিবধরঃ তৎকথামুতম্ ॥ ৩
নারায়ণঃ পরঃ দেবঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহম্ । যজ্ঞধর্মবরঃ সর্গে বিমুক্তিং যদাভীশ্ববঃ ॥ ৪
রিপবন্তঃ ন বাধন্তে ন বাধন্তে গ্রহান্ত তম্ । রাক্ষসাশ্চ ন খাদন্তি নরঃ বিষ্ণুপরায়ণম্ ॥ ৫
ভক্তিদৃঢ়া ভবেদমস্ম দেবদেবে জনার্দনে । শ্রেয়সি তস্মৈ সিধ্যন্তি ভক্তিযত্নোঃ শিকাস্ততঃ ॥ ৬
তো পাদৌ সফলৌ পুংসাং কৃষ্ণারতমগানিনৌ । তো করৌ ভাগানিলয়ে হৃদিপূজাপরায়ণৌ ॥ ৭
তে চ নেত্রে মহাভাগে পশ্যেতে যে জনার্দনম্ । সা জিহ্বা প্রোচাতে সন্নিহ্নির্নামপরায়ণা ॥ ৮
মতাং মতাং পুনঃ মতামুচ্ছতা ভুজমুচাতে । বেদশাস্ত্রাণ্য পরং নাস্তি ন দেবঃ কেশবাং পরঃ ॥ ৯
মতাং বচ্মি হিতং বচ্মি মারং বচ্মি পুনঃপুনঃ । অমারে দক্ষসংসারে মারং নৃষিপূজনম্ ১০
সংসারপাশং সুদৃঢ়ঃ মহামোহপ্রদায়কম্ । হরিভক্তিকুঠারেণ চিহ্নিতাত্তমুখী ভবেৎ ॥ ১১
তন্ময়ঃ সংযুতঃ বিকো স্য বাণী তৎপরায়ণা । তে শ্রোত্রে তৎকথামারপূরিতে লোকবন্দিতৈঃ ১২
আনন্দমক্ষরং শুদ্ধং পূজ্যং ত্রিদশৈরপি । আকাশমধাগং দেবং যজ্ঞসমুদিসমুখাঃ ॥ ১৩
স্থানং বা শকাতে বকুঃ স্বরূপং বা কদাচন । নির্দেষ্টুং মুনিশাদ্বীল জ্ঞেয়ং বাপাকৃত্যভিঃ ॥ ১৪
সমস্তকরণৈর্যুক্তো ন চ তৈঃ করণৈস্তথা । অস্বরূপো যদাত্মা চ পূণাপূণাবিবর্জিতঃ ॥ ১৫
সর্গোপাবিবিনির্মুক্তো হৃদিনো নির্ভরণো বিভূঃ ॥ পরং ব্রহ্মময়ো দেবঃ সূক্ষ্মস্ত ইতি গীষতে ॥ ১৬
ভাবনামরমেতদৈ জগৎ হাবরজস্রমম্ । বিদ্যাদিলোলং বিশ্রেষ্ঠা যজ্ঞধরং তং জনার্দনম্ ॥ ১৭
অহিংসা মতামন্তেয়ব্রহ্মচর্যাপরিগ্রহাঃ । বর্জন্তে যস্মৈ তস্মৈব তু বাতে জগতাং পতিঃ ॥ ১৮
সর্গভূতদয়াযুক্তো বিষ্ণুপূজাপরায়ণঃ । মাতাপিত্রৌশ্চ শুশ্রুমুস্তস্মৈ তুষ্টৌ জনার্দনঃ ॥ ১৯
সংকথায়াক্ষরমতে সংকথাক্ষরোতি চ । মতাবান্ নিরহংকারস্তস্মৈ ত্রীত উমাপতিঃ ॥ ২০
নামসঙ্গীর্জনং বিকোঃ ক্ষুণ্ণটপ্রখলিতাদিমু । করোতি মততঃ বিশ্রান্তস্মৈ ত্রীতো ধর্মোক্ষতঃ ॥ ২১
যা তু নারী পতিপ্রাণা পতিপূজাপরায়ণা । তস্মৈ স্তম্ভো জগন্নাথো মধুকৈটভমর্দনঃ ॥ ২২
নিরস্ত্রাপরো যন্ত অহংকারবিবর্জিতঃ । দেবপূজাপরশ্চৈব তস্মৈ তু বাতি কেশবঃ ॥ ২৩
তস্মৈ চ পুংস্ববরো যজ্ঞধরঃ মততঃ হরিম্ । আবুধ্বমহংকারং বিদ্যালোলপ্রিয়া বৃতম্ ॥ ২৪
শরীরং মৃত্যুসংযুক্তং জীবিতকপি চঞ্চলম্ । রাজাদিভির্ধনং গ্রাহ্যং সম্পদঃ ক্ষণভঙ্গুরাঃ ॥ ২৫
হে জনাঃ কিং ন পশুধ্বমায়ুবোহর্জিত নিদ্রয়া । কৃতঞ্চ ভোজনাদ্যোশ্চ কিরদায়ুঃ সমাহৃতম্ ॥ ২৬
কিরদায়ুর্বাণভাবাদুৎকৃষ্টভাবাঃ কিরকৃতম্ । কিরদায়ুভোগৈশ্চ কদা ধর্মায়ু করিষ্যথ ॥ ২৭
যালপাবে চ বর্জকো ন যতৌড়াচুড়াক্ষমম্ । যদন্তেব চ ধর্মায়ু তৈঃ কৃতকামমহাকৃত্য ॥ ২৮

যা বিনাশয় সংসারগর্ভে যথা যথা জনাঃ । বপুর্বিনাশনিলয়মাপদাং পরমং পদম্ ॥ ২৯
 শরীরং রোগনিলয়ং মলাদ্যোঃ পরিদূষিতম্ । কিমর্থং শাশ্বতবিম্বা পাপং কুরুধ সর্ষদা ॥ ৩০
 অসারভূতে সংসারে নানাভুৎসমম্বিতে । বিখ্যাসো নাত্ত কৰ্ত্তব্যো নিশ্চিতং নাশমেযাতি ৩১
 শূন্যমুদয়ঃ সর্ষে সত্যমেতগরোচ্যতে । কায়ঃ সন্নিহিতাপায়ঃ পূজ্য এব জনাৰ্দ্দনঃ ॥ ৩২
 মানং ভ্যক্তত হস্তারং কামকোষাদিবর্জিতাঃ । যজ্ঞধ্বং মত্ততং কৃষ্ণং মানুস্যামতিদূর্লভম্ ॥ ৩৩
 কোটিজন্মসঙ্ক্লেষু হাবরাণ্যনু সত্তমাঃ । সত্ৰান্তস্ত তু মানুস্যং কথং পৰিলভ্যতে ॥ ৩৪
 তত্রাপি দেবতাবৃদ্ধিক্ৰীড়নবৃদ্ধিক সত্তমাঃ । ভোগবৃদ্ধিস্থখা নৃণাং জন্মান্তরতপঃফলম্ ॥ ৩৫
 মানুস্যং দূর্লভং প্রাপ্য যো তরিকং নার্চয়েৎ স কৃৎ । মূৰ্খঃ পরতরস্তস্মাকোহন্তস্তস্মাদচেতনঃ ॥
 দূর্লভং প্রাপ্য মানস্যং নার্চয়ন্তি চ মে হরিম্ । ভেষ্যমভীষ মূৰ্খাণাং বিবেকঃ কুত্র তিষ্ঠতি ॥ ৩৬
 আরাধিতো জগন্নাথো দদাতাভিমতং ফলম্ । কস্যং ন পূজয়েদ্বিপ্রাঃ সংসারাগ্নিপ্রদীপিতঃ ৩৭
 চাণ্ডালোহপি মূনিশ্ৰেষ্ঠো বিকৃতভো দ্বিজাবিকঃ । দিকৃতভক্তিবিহীনশ্চ দ্বিজোহপি স্থপচাবিকঃ
 রাগদেষপরিভ্যক্তচাণ্ডালোহপি দ্বিজাবিকঃ । তস্মাৎ কামাদিকং ভ্যক্তা যজ্ঞধ্বং হরিমব্যয়ম্ ॥

তস্মিন্ স্তম্বে জগৎ তুষ্টং যতঃ সর্ষগতো হারঃ ॥ ৪০

যথা হস্তিপদে সর্ষং পদমাত্মং বিলীয়তে । তথা চরাচরং বিশ্বং কৃক এব প্রলীয়তে ॥ ৪১
 আকাশেন যথা ব্যাপ্তং জগৎ হাবরজঙ্গমম্ । তথৈব তরিণা ব্যাপ্তং বিশ্বমেতচ্চরাচরম্ ॥ ৪২
 জন্মেন মরণং নৃণাং মরণং জন্মসাধনম্ । উভে ভে সঙ্কটে নৃণাং তত্রাশো হরিসেবয়া ॥ ৪৩
 ব্যাতঃ স্মৃতঃ স্ততো বাপি নমিতো বা জন্মান্দিনঃ । সংসারপাশবিচ্ছেদী কস্যং ন প্রতিপূজয়েৎ ॥
 যত্রামোক্ষারণাদেব মহাপাতকনাশনম্ । যং সমভ্যাজ্য বিপ্রেক্ষাঃ পরং মোক্ষং লভেদ্ব্যবম্ ॥
 অহো চিত্রমহো চিত্রমহো চিত্রমিদং দ্বিজাঃ । হরিমাস্মি স্থিতে লোকিঃ সংসারে বর্ত্ততে পুনঃ
 ভূয়ো ভূয়োহপি বক্ষ্যামি সত্যমেতৎ তপোধনাঃ । নীরমানো যমভট্টেরশক্তো ধর্ম্মগাধনে ॥ ৪৭
 যাবন্নেচ্ছিয়বৈকল্যং যাবদ্যাধির্ন বাধতে । তাবদেবাচ্চ'য়েদ্বিষ্ণুং যদি মুক্তিপরো নরঃ ॥ ৪৮
 মাভুর্গভাদিনিজ্ঞাতো যদা জন্তুস্তদেব হি । যতোর্বাকু গত্য বাচং উস্মাদির্ধরতো ভবেৎ ॥ ৪৯
 অহো কষ্টমহো কষ্টমহো কষ্টমিদং বপুঃ । বিনাশধর্ম্মং বিপ্রেক্ষ্য যজ্ঞধ্বং শাশ্বতং প্রভুম্ ॥ ৫০
 সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যমুচ্ছতা ভুজমুচ্ছতে । দত্তাচারং পরিত্যজ্য যজ্ঞধ্বং চক্রপাণিনম্ ॥ ৫১
 ভূয়ো ভূয়ো হিতং বচ'মি ভুজমুচ্ছতা পণ্ডিতাঃ । বিষ্ণুঃ সর্ষাত্মনা পূজ্যস্ত্যাজ্যানুয়া তথানুধতিঃ
 ক্রোধমূলো মনস্তাপঃ ক্রোধঃ সংসারসাধনম্ । ধর্ম্মক্ষয়করঃ ক্রোধস্তস্মাৎ তং পরিবর্জয়েৎ ॥ ৫৩
 কামমূলমিদং জন্ম কামঃ পাণশ্চ কারণম্ । যশঃক্ষয়করঃ কামস্তস্মাৎ তং পরিবর্জয়েৎ ॥ ৫৪
 সমস্তদুঃখজালামাং মাৎসর্য্যং কারণং স্মৃতম্ । নরকাণাং সাধনঞ্চ মাৎসর্য্যং তং পরিত্যজেৎ ॥
 মম এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ । তস্মাৎ তদেব সংযোজ্য পরাত্মনি সুখী ভবেৎ ॥
 অহো বৈধ্যমহো বৈধ্যমহো বৈধ্যমহো নৃণাম্ । বিকৌ স্থিতে জগন্নাথে ন ভজন্তে মদোদ্ধতাঃ
 অনায়াজ্য জগন্নাথং সর্ষধাতারমচ্ছাতম্ । সংসারগাগরে যথাঃ কথং পারং গমিষ্যথ ॥ ৫৮
 অচ্যুতানন্তগোবিন্দনামোক্ষারণভীষিতাঃ । নশ্তন্তি সকলারোগাঃ সত্যং সত্যং বদামাহম্ ॥ ৫৯
 মারায়ণ জগন্নাথ বামুদেব জনাৰ্দ্দন । ইতীরয়ন্তি যে নিত্যং তে বৈ সর্ষত্র বসিতাঃ ॥ ৬০
 সদ্যাপি চ মূনিশ্ৰেষ্ঠো বক্ষ্যাদায়া অপি দেবতাঃ । প্রভাবঃ ন বিজ্ঞানন্তি বিকৃতভক্তিভোগ্যানাং ॥ ৬১

মহো মৌৰ্ধ্যমহো মৌৰ্ধ্যমহো মৌৰ্ধ্যং দুৰাস্বনাম । জগৎপদসংস্থিতং বিষ্ণুং ন বিজানন্তিসৰ্বদা
 শৃংখলমুদয়ঃ সৰ্কে ভূয়ো ভূয়ো বদাম্যহম্ । হরিঃ শ্রদ্ধাবতারং তুহৌ ন ধনৈর্ন চ বান্ধবৈঃ ॥ ৬৩
 বন্ধুমন্তঃ ধনাঢ্যঃ পুত্রবত্বক সন্তুমাঃ । বিষ্ণুভক্তিমতাং নৃণাং ভবেদৈব জন্মজন্মনি ॥ ৬৪
 পাপমূলময়ঃ দেহঃ পাপকৰ্ম্মরতস্তথা । এতদ্বিদিহা সত্ততঃ পূজয়ধ্বং জনাৰ্দ্দনম্ ॥ ৬৫
 পুত্রমিত্রকলাত্রাদ্যা বহবঃ সখ্যাসম্পদঃ । হরিপূজারতানাক ভবন্ত্যেব ন সংশয়ঃ ॥ ৬৬
 ইহামৃত ফলং প্রেমঃ পূজয়েৎ সত্ততঃ হরিম্ । ইহামৃত সুখং প্রেমঃ পরনিমিত্তং পরিতাজেৎ ॥
 বিগ্ৰজন্ম ভক্তিহীনানাং দেবদেবে জনাৰ্দ্দনে । সংপাত্রদানশৃংখলা তদ্বনঃ বিক্ পুনঃপুনঃ ॥ ৬৮
 ন নমেদিকবে যন্ত শরীরং জন্মভেদিনে । পাপানামাকরং তদৈব জেয়ঃ বিবুধসন্তুমাঃ ॥ ৬৯
 সংপাত্রদানরহিতঃ যদুদ্বাং যেন রক্ষিতম্ । সৰ্পেণ রক্ষিতমিব ইতি লোকেয়ু নিশ্চিতম্ ॥ ৭০
 তড়িলোলপ্রিয়া মতা ক্ষণভক্ষুরশালিনঃ । নারায়ণস্তি বিশেষঃ পশুপাশবিমোচকম্ ॥ ৭১
 সৃষ্টিস্ত দ্বিবিধা জেয়া দেবাসুরবিভেদতঃ । হরিভক্তিযুতা দৈবী তদ্বীনা হাসুরী শ্রুতা ॥ ৭২
 তস্মাচ্ছৃণুত বিশেষজ্ঞা হরিভক্তিপরায়ণাঃ । শ্রেষ্ঠাঃ সৰ্ব্বত্র বিখ্যাতা যতো ভক্তিঃ সূদৃঢ়তা ॥ ৭৩
 অসুয়ারহিতা যে তু বিশ্রজ্ঞাপরায়ণাঃ । কামাদিরহিতা যে তু তেষাং তুষাতি কেশবঃ ॥ ৭৪
 সম্যার্জ্জুনাতিভির্ষে তু হরিশুশ্রবণে রতাঃ । সংপাত্রদাননিরতাঃ প্রয়াস্তি পদমুত্তমম্ ॥ ৭৫
 তস্মাৎ সংসারতপ্তানাং হরিরেব পরা গতিঃ । গন্যামশ্রবণাদেব প্রয়াস্তি পদমুত্তমম্ ॥ ৭৬

ইতি শ্রীবৃহন্নারদীয়ে পুরাণে হরিভক্তিকথনে ত্রয়স্তিংশোধ্যায়ঃ ॥ ৩২ ॥

ত্রয়স্তিংশোধ্যায়ঃ ।

মৃত উবাচ ।

পুনর্বক্ষ্যামি মাহাত্ম্যং দেবদেবস্ত চক্ৰিণঃ । পঠতাং শৃণ্বতাং সদাঃ পাপপ্রাণিঃ প্রণশ্চতি ॥ ১
 শান্তা জিতারিষড়্ বর্গা যোগেনাপানহঙ্কতাঃ । যজন্তি জ্ঞানরূপেণ জ্ঞানরূপিণমব্যয়ম্ ॥ ২
 তীর্থস্থানবিশুদ্ধা যে ব্রতদানতপোমথৈঃ । যজন্তি কৰ্ম্মযোগেণ সৰ্ব্বধাতারমুচ্ছাতম্ ॥ ৩
 লুকা বাসনিনোহজ্ঞাশ্চ ন যজন্তি জগৎপতিম্ । অজরামরবশ্যচাস্তিষ্ঠন্তি নরকীটকাঃ ॥ ৪
 তড়িলোলপ্রিয়া মতা ব্রাহ্মকারদূষিতাঃ । ন যজন্তি জগন্নাথঃ সৰ্ব্বপ্রয়োনিধায়কম্ ॥ ৫
 হরিধর্ম্মরতাঃ শান্তা হরিপাদাজসেবকাঃ । দৈবাঃ কেহপীহ জায়ন্তে লোকান্ত্রস্তঃপর্য্য ॥ ৬
 কৰ্ম্মণা মনসা বাচা যো যজেত্তু ভিত্তো হরিম্ । স যাতি পরমস্থানং সন্তলোকোত্তমোত্তমম্ ॥ ৭
 অত্রৈবোদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্ । পঠতাং শৃণ্বতাকৈব সৰ্ব্বপাপপ্রণাশনম্ ॥ ৮
 বিদ্যাঃ শৃংখলঃ চরিতঃ যজ্ঞমালিসুমালিনোঃ । যন্ত অরণমায়েণ বাজিমেঘফলং লভেৎ ॥ ৯
 কশ্চিদাসীৎ পুরা বিদ্যা ব্রাহ্মণো বৈবতেহন্তরে । দেবমালিরিতি খ্যাতো বেদবেদান্তপারগঃ ॥
 সৰ্ব্বভূতদয়াযুক্তো হরিপূজাপরায়ণঃ । পুত্রমিত্রকলাত্রার্গ ধনার্জ্জনপরোহভবৎ ॥ ১১
 অপণাবিক্রয়ং চক্রে তথা চ রসবিক্রয়ম্ । চাণ্ডালাদ্যেগ্রসি তথা প্রতিগ্রহপরোহভবৎ ॥ ১২

তপসা বিজয়ং চক্রে ব্রতানাং বিজয়ং তথা । পরার্থং ভীষণমনং কলত্রার্থমকারয়ৎ ॥ ১৩
 কালেন গচ্ছতা বিপ্রা জাতো তস্য সূতাবৃত্তো । যজ্ঞমালী শুমালিঃ চ সমানাবতিশোভিনো ॥
 ততঃ পিতা কুমারো ভাবতিস্নেহসমমিতঃ । যোজয়ামাস বাৎসল্যাদ্বহুভিঃ সাধনৈস্তথা ॥ ১৫
 দেবমালির্বহুপারৈর্ধনং সম্পাদা যত্নতঃ । স্বধনং গণয়ামাস কিয়ৎ শ্রাদিভি বেদিতুম্ ॥ ১৬
 নিককোটিসহস্রাণাং কোটিকোটিশুগাথিতম্ । বিগণয়া স্বয়ং হৃষ্টো বিস্মিতশ্চাপাচিত্তয়ৎ ॥ ১৭
 অসংপ্রতিগ্রহৈশ্চৈবমপণ্যানাঞ্চ বিক্রয়েঃ । মহাতপোবিক্রয়াদ্যোরেভৎ তু সমুপার্জিতম্ ॥ ১৮
 অদ্যাপি শান্তিঃ নাপন্নাম তৃষ্ণাতিহঃসহা । মেরুতুল্যসুবর্ণানি চাগংখ্যাতানি বাঙতি ॥ ১৯
 অহো মন্ত্রে মহাকষ্টং সমস্তক্লেশসাধনম্ । সর্সান্ কামানবাপ্যাত্ত পুন্সবন্তু কাকৃতি ॥ ২০
 জীর্ঘ্যন্তি জীর্ঘ্যতঃ কেশা দন্তা জীর্ঘ্যন্তি জীর্ঘ্যতঃ । চক্ষুঃশ্রোত্রে চ জীর্ঘ্যতে তৃক্ষকাতরুণায়তে
 মমেন্দ্রিযাণি সর্সানি মনভাবং ব্রজন্তি চ । বলং কৃতং জরমা গা তৃক্ষা তাক্রণং গতী ॥ ২২
 কষ্টে গা বর্ততে যস্য স বিদ্বানপাপভিতঃ । স শান্তোহপি প্রমত্তাঃ শ্রাদ্ধীমানপাতিমুচ্যতীঃ ॥ ২৩
 আশা ভক্ষকরী পুংসাষজেষ্যারতিসন্নিভা । তস্মাদাশাং ত্যজেৎ প্রাজো বদীচ্ছেচ্ছাষতঃ সুখম্
 বলং তেজো যশশ্চৈব বিদ্যাং শৌর্য্যঞ্চ বুদ্ধতাম্ । তথৈব মুকুলে জন্ম আশা হন্ত্যতিবেগতঃ ॥ ২৫
 নৃণামাশাভিভূতানাযাশ্চর্য্যামিদমুচ্যতে । কিঞ্চিদ্ব্যাপি চাণ্ডালস্তস্মাদধিকতাং গতঃ ॥ ২৬
 আশাভিভূতা যে মর্ত্যা মহামোহাঃ শুচোদ্ধতাঃ । অবমানাদিকং হৃৎখং ন জানন্তি যদপ্যাহো ॥
 তথাপোষং বহুক্লেশৈরেভদ্বনমুপার্জিতম্ । শরীরমপি জীর্ণঞ্চ জরমপহুতং বলম্ ॥ ২৮
 ইতঃপরং যতিষ্যামি পরলোকার্থবাদরাং । এবং নিশ্চিত্য বিপ্রেক্ষ্য ধর্ম্মমার্গরতোহভবৎ ॥ ২৯
 সদ্য এব ধনং সর্সং চতুর্দ্ধা ব্যভজৎ ততঃ । স্বয়ন্তু ভাগদ্বিতয়মর্জ্জকতাদপাহরৎ ॥ ৩০
 শেষন্তু ভাগদ্বিতয়ং পুত্রয়োঃকভয়োর্দিদৌ । স্নেহাৰ্জ্জিতানাং পাপানাং নাশং কর্তুন্নাস্তদা ॥ ৩১
 প্রপাতভাগারামাংস্ত তথা দেবগৃহান্ বহুন্ । অস্বাদীনাঞ্চ দানানি গন্ধাতীরে চকার সঃ ॥ ৩২
 এবং ধনবিশেষঞ্চ বিশ্রাণা হরিভক্তিমান্ । নরনারায়ণস্থানং জগাম তপসে বনম্ ॥ ৩৩
 তত্রাপশ্যমহারণো আশ্রমং মুনিসেবিতম্ । ফলিতৈঃ পুষ্পিতৈশ্চৈব শোভিতং বৃক্ষসঙ্কুলৈঃ ॥
 গৃনন্তিঃ পরমং ব্রহ্ম শাস্ত্রচিন্তাপরৈস্তথা । পরিচর্য্যাপরৈর্বৃদ্ধৈর্মুনিভিঃ পরিশোভিতম্ ॥ ৩৫
 গৃনন্তঃ পরমং ব্রহ্ম তেজোরশিঃ দদর্শ হ । শমাদিগুণসংযুক্তং রাগাদিরহিতং মুনিম্ ॥ ৩৬
 নীর্ণপর্ণাশনং দৃষ্টো দেবমালিন্ননাম তম্ । তস্য জানন্তিরাগন্তোঃ কলয়ামাস চাইণাম্ ॥ ৩৭
 কন্দমলফলাদ্যোস্ত নারায়ণবিদ্যা তদা । কৃতাতিথ্যকিয়ন্তেন দেবমালিঃ কৃতাঞ্জলিঃ ॥

বিনয়াবনতো ভূত্বা প্রোবাচ বদতাং বরম্ ॥ ৩৮

ভগবন্ কৃতকৃত্যোহস্মি বিগতং কলষং মম । মামুদ্ধর মহাভাগ জ্ঞানদানেন পণ্ডিত ॥ ৩৯

এবমুক্তস্ততস্তেন জ্ঞানন্তির্মুনিমতমঃ । উবাচ প্রহসন্ বালীঃ দেবমালিঃ শুণাথিতম্ ॥ ৪০

জ্ঞানন্তিক্রবাচ ।

পৃণুং বিপ্রশার্কীন্সংসারচ্ছেদকারণম্ । প্রবক্ষ্যামি সমামেন দুর্লভং দুর্কৃতাত্মনাম্ ॥ ৪১

ভক্ত বিকং পরং নিত্যং স্মর নারায়ণং প্রভূম্ । পরাপবাদং পৈতৃকং কদাচিদপি মা কৃথাঃ ৪১

পরোপকারনিবৃত্তঃ সদা ভব মহামতে । হরিপূজাপরশ্চৈব তাজ যুগ্মসমাগমম্ ॥ ৪৩

কামং ক্রোধঞ্চ লোভঞ্চ মোহঞ্চ মদমৎসরো । পরিভাজ্যাত্মবল্লোকং মহা শান্তিঃ গমিষ্যসি ॥ ৪৪

অহুয়াং পরনিম্বাঞ্চ কদাচিদপি মা কৃথাঃ । দস্তাচারমহাকারং নৈষ্ঠুর্যাকু পরিভাজ ॥ ৪৫
 দয়াং কুরুষ ভূতেষু শুশ্রূষাঞ্চ তথা সতাম্ । ত্বয়া কৃতান্শ্চ ধৰ্ম্মান্ নৈ যথার্থং বদ পৃচ্ছতাম্ ॥ ৪৬
 অমাচারপরান্ দৃষ্টৌ নোপেক্ষাং কুরু শক্তিভঃ । পূজয়স্বাতিথীন নিত্যং স্বমবেবাদিরোধতঃ ॥
 পত্নৈঃ পুত্ৰৈঃ কলৈর্বাপি দৃক্ষাভিঃ পল্লবৈস্তথা । পূজয়স্ব জগন্নাথং নারায়ণমকামতঃ ॥ ৪৮
 দেবানুবীন্ পিতৃশ্চৈব তর্পয়স্ব যথাবিধি । অগ্নেচ্চ বিধিবদ্বিধি পরিচর্যাপরৌ ভব ॥ ৪৯
 দেবতায়তনে নিত্যং সন্মার্জ্জনপরৌ ভব । তথোপলেপনকৈব কুরুষ স্মসমাহিতঃ ॥ ৫০
 নীর্ণক্ষুটিভস্কানং কুরু দেবগৃহে সদা । মার্গশোভাঞ্চ দীপক দিয়োগায়তনে কুরু ॥ ৫১
 কন্দমূলকলৈর্বাপি সদা পূজয় যাবদম্ । প্রদক্ষিণমমস্কারৈঃ স্তোত্রাণাং পঠনৈস্তথা ॥ ৫২
 পুরাণশ্রবণকৈব পুরাণপঠনং তথা । বেদান্তপঠনকৈব কুরুষ প্রভাহং দ্বিজ ॥ ৫৩
 এবং স্থিতে তব জ্ঞানং ভবিষ্যতু স্তমোত্তমম্ । জ্ঞানান্গমস্তপাপানাম্ মোক্ষমাহুনিপশ্চিতঃ ॥

সূত উবাচ ।

এবং প্রবোধিতস্তেন দেবমালির্মহামতিঃ । তদা জ্ঞানরভো নিত্যং জ্ঞানলেশমবাপ্তবান্ ॥ ৫৫
 দেবমালিঃ কদাচিত্তু জ্ঞানলেশপ্রচোদিতঃ । কোহহং মম ক্রিয়া কেতি স্বয়মেবাভিচারয়ঃ ॥ ৫৬
 মম জন্ম কথং জাতং রূপং কীদৃশিৎ মম । এবং বিচারয়ামাস অহমেকোহথবা বহু ॥ ৫৭
 অনিশ্চিতমতিঃ সদ্যো দেবমালির্বিজোত্তমঃ । পুনর্জানতিমাগত্য প্রণম্য সমুবাচ হ ॥ ৫৮

দেবমালিক্রবাচ ।

মম চিত্তমতিব্রাতুং তুরৌ ব্রহ্মবিদাং বর । কোহহং মম ক্রিয়া কা বা মম জন্ম কথং বদ ॥ ৫৯

জ্ঞানস্তিক্রবাচ ।

সত্যমাহ মহাভাগ চিত্তং ব্রাতুং সুনিশ্চিতম্ । অবিজ্ঞানিলয়ং চিত্তং কথং সস্তাবমেবাতি ॥ ৬০
 মমেতি গদিতং বহু তদপি ভাস্তিরিষ্যতে । অহকারো মনো ধর্ম্ম আত্মনো ন হি পশিত ॥ ৬১
 পুনশ্চৈকোহহিমিত্যুক্তং দেবমালে ত্বয়া যুনে । নামজাত্যাदिশূন্যস্ত কথং নাম করোমাহম্ ॥ ৬২
 অপরিচ্ছিন্নভাবস্ত নিষ্ঠুগস্ত পরাত্মনঃ । নীকপশ্চাৎপ্রমেয়স্ত কথং রূপাদি কথ্যতে ॥ ৬৩
 পরংজ্যোতিঃস্বরূপস্ত কথং নাম করোমাহম্ । অপরিচ্ছিন্নভাবস্ত কথ্যতে বা কথং ক্রিয়া ॥ ৬৪
 স্বপ্রকাশাত্মনো বিপ্র নিত্যস্ত পরমাত্মনঃ । অনন্তস্বাক্রিয়াধাত্ত কথং জন্ম চ কথ্যতে ॥ ৬৫
 জ্ঞানস্ত বেদামজরং পরংব্রহ্ম সনাতনম্ । পরিপূর্ণমদানন্দং তস্মাৎ তং যজ হে দ্বিজ ॥ ৬৬
 তত্ত্বমস্তাদিবার্থজ্ঞানং মোক্ষস্ত সাধনম্ । জ্ঞানে চানাহতে নিব্ধে সর্কসং ব্রহ্মময়স্তবে ॥ ৬৭
 এবংপ্রবোধিতস্তেন দেবমালির্মুণীশ্বরঃ । যমোচ পশুমান্নানমাত্মগোচ্যাতং প্রভূম্ ॥ ৬৮
 উপাধিবর্জিতং ব্রহ্ম স্বপ্রকাশং নিরঞ্জনম্ । অহমেবেতি নিশ্চিত্য পরাং শান্তিমবাপ্তবান্ ॥ ৬৯
 ততশ্চ বাবহারার্থং দেবমালির্মুণীশ্বরম্ । কুরু প্রণম্য জ্ঞানন্তিঃ সদা ধ্যানপরোহভবৎ ॥ ৭০
 গতে বহুতিথে কালে দেবমালির্মহামতিঃ । বারাগমীং পুরীং প্রাপ্য পরং মোক্ষমবাপ্তবাহ ॥
 য ইমং পঠতেহধ্যায়ং শৃণুয়াৎ সমাহিতঃ । স্বকর্ম্মপাশবিচ্ছেদং সম্প্রাপ্য সুখমবুভে ॥ ৭২

ইতি শ্রীবৃহন্নারদীয়ে পুরাণে বিষ্ণুমাহাশ্রাবর্ণনং নাম ত্রয়সিংশোধ্যায়ঃ ॥ ৩৩ ॥

চতুস্ত্রিংশোধ্যায়ঃ ।

শ্রুত উবাচ ।

দেবমাণেঃ শ্রুতো প্রোক্তো যানুভৌ মুনিসত্তমাঃ । যজ্ঞমালিঃ শ্রমালীতি তয়োঃ কৰ্ম্মাধুনোচ্যতে
 তয়োরাদ্যো যজ্ঞমালিবিভেদ পিতৃনদিতম্ । ধনং দিবা কনিষ্ঠশ্চ ভাগমেকং দদৌ তদা ॥ ২
 শ্রমালী তদ্ধনং সস্রং বাসনাভিরতস্তদা । অসজ্জনাতিষ্ঠৈব নাশয়ামাস ভৌ দ্বিজাঃ ॥ ৩
 গীতবাদ্যরতো নিত্যং মদ্যপানরতোহভবৎ । বেষ্ঠাবিভ্রমলুক্কোহসৌ পরদাররতোহভবৎ ॥ ৪
 তগ্নিন্ নাশে সমায়াতে হিরণ্যে পিতৃমদিতৈ । অপদ্রত্য পরদ্রব্যং বারদ্রীনিরতোহভবৎ ॥ ৫
 দৃষ্টী শ্রমালিনঃ শীলং যজ্ঞমালির্মহামতিঃ । বভূব হুঃখিতো গাঢ়মল্লজ্জবেদমব্রবীৎ ॥ ৬
 অগম্যত্যন্তকষ্টেন বৃদ্ধেনাশুক্র মংকুলে । ত্রমেক এব হৃষ্টোহস্মি মহাপাপরতোহভবৎ ॥ ৭
 এবং নিবারয়ন্ত্য বহুশো ভাতরং ততঃ । হনিষ্যামীতি নিশ্চিত্য খড়্গাহস্তঃ কচেহগ্রহীৎ ॥ ৮
 ততো হাহারবো জজ্ঞে নগরে মুনিসত্তমাঃ । ববন্ধুর্নাগরাশ্চৈনং কুপিতাশ্চৈ শ্রমালিনম্ ॥ ৯
 যজ্ঞমালিরমেয়াস্মা পৌরান্ সন্ত্যার্থ্য হুঃখিতঃ । বন্ধানাশ্মোচয়ামাস ভাতৃশ্চেহবিমোহিতঃ ॥ ১০
 যজ্ঞমালিঃ পুনশ্চাপি বিভেদে স্বধনং দিবা । আদদে স্বয়মর্দ্ধকং দদাবর্দ্ধকং কনীরগে ॥ ১১
 শ্রমালী হৃতিমুচ্যাস্মা তদ্ধনেনাপি সত্তমাঃ । পূর্ষৈঃ পাষণ্ডাণাংলৈবু ভুজে চ মদোকৃতঃ ॥ ১২
 অমত্যাশ্রয়ভোগায় হৃজ্জনানং বিভূতয়ঃ । পিতৃমর্দ্ধকং কলাচোহপি কাকৈরেবেহ ভুজাতে ॥ ১৩
 ভাণী দত্তং ধনং প্রাপ্য শ্রমালী মন্ততঃ গতঃ । শর্করাসহিতং হৃক্ষং পৌরুষেব পবনাশনঃ ॥ ১৪
 শ্রমালী হৃতিমুচ্যাস্মা চাণালহমুপাগতঃ । মদ্যপানশ্রমশ্চ গোমাংসাদীশ্চ তক্ষয়ৎ ॥ ১৫
 তাত্তৌ বন্ধুজনেঃ গর্হৈশ্চাণালশ্চীমমদিতঃ । রাজ্ঞাপি বাবিতশ্চাপি প্রপেদে নির্জিনং ধনম্
 যজ্ঞমালিঃ শ্রবীষিপ্রঃ সদা ধর্ম্মরতোহভবৎ । অব্যরিতং দদাবগ্রং সৎসঙ্গতকশ্রবঃ ॥ ১৬
 পিত্রা কৃতানি সর্সানি তড়াগাদীনি সত্তমাঃ । অপালয়দ্ যজ্ঞমালিঃ সত্যধর্ম্মপরাশ্রয়ঃ ॥ ১৭
 বিভ্রাণিতং ধনং সস্রং যজ্ঞমাণেমহাশ্রয়ঃ । সৎপাত্রদাননিষ্ঠশ্চ ধর্ম্মমার্গপ্রবর্তিনঃ ॥ ১৮
 অতো মদ্রপভোগায় যজ্ঞজনানং বিভূতয়ঃ । কল্পহৃক্ষফলং সর্সমমরৈরেব ভুজাতে ॥ ১৯
 ধনং বিশ্রাণ্য ধর্ম্মার্থং যজ্ঞমালির্মহামতিঃ । নিত্যং বিষ্ণুগৃহে সম্যক্ পরিচর্য্যাপরোহভবৎ ।
 কালেন গচ্ছতা তৌ তু বৃদ্ধভাবমুপাগতৌ । যজ্ঞমালিঃ শ্রমালী চ এককালমুতো দ্বিজাঃ ॥ ২০
 হরিপুজারতশ্চাস্মা যজ্ঞমাণেমহাশ্রয়ঃ । হরিঃ সন্তোষয়ামাস বিমানশতমুত্তমম্ ॥ ২১
 দিবারং বিমানমাক্রম্য যজ্ঞমালির্মহামতিঃ । পূজামানঃ সুরগণৈঃ স্তু যমানো মুনীষরৈঃ ॥ ২২
 গন্ধকৈর্গোয়মানশ্চ অঙ্গরোভিষ্ঠ সেবিতঃ । কামধেয়াকুস্যমাগচ্ছিত্তাভরণভূষিতঃ ॥ ২৩
 কোমলৈস্তলসীমালৈর্ভূষিতস্তেজসার নিধিঃ । গচ্ছন্ বিষ্ণুপুরং তুর্গমল্লজং পথি দৃষ্টেবান্ ॥ ২৪
 জাড্যমানং সমভট্টৈঃ ক্ষুত্ৰকাপরিপীড়িতম্ । প্রেতভূতং বিবস্ত্রঞ্চ দৃষ্টেবান্ পাশবেষ্টিতম্ ॥ ২৫
 ইতস্ততঃ প্রধাবন্তঃ বিলপন্তঃ স্বকর্ম্ম চ । ক্রোশন্ত্য ক্রদন্ত্য ব্রজন্তঃ পথি দৃষ্টেবান্ ॥ ২৬
 যজ্ঞমালির্দ্রম্যাশ্রুতো হরিদূতান্ সমাগতান্ । কোহস্মি ভট্টৈর্বাধ্যমান ইতাপৃচ্ছৎ কৃতাজ্জলিঃ ॥ ২৭
 অথ তে হরিদূতাস্তং যজ্ঞমালিঃ মহৌজসম্ । অসৌ শ্রমালী ভাতা তে পাপাত্মা ইত্যবোধয়ন্
 যজ্ঞমালিঃ সমাকৰ্ম্মা মাথাভং বিকুক্কিরৈঃ । মনসা হুঃখমাপন্নঃ পুমঃ পপ্রচ্ছ চাপি তাম্ ॥ ২৮

কথমস্তু ভবেমোক্ষো হর্জিতৈঃ পাপমক্টিতৈঃ । তদুপায়ং বদদ্যং মে শীঘ্রং যুয়ং হি বাক্ষসঃ ।
 সখ্যং সাপ্তপদীনং স্মাদিত্যাহব'ধ্বকোবিদাঃ । তস্মাৎসে বাক্ষস। যুয়মপ্রার্থিতসমাগতাঃ ॥ ৩৩
 যজ্ঞমালের্বচঃ শ্রুত্বা বিষ্ণুদূতো দয়াপরঃ । পুনঃ স্মিতমুখো ভূত্বা যজ্ঞমালিং হরিশ্রিয়ম্ ॥ ৩৪
 বিষ্ণুদূত উবাচ ।

যজ্ঞমালে মহাভাগ নারায়ণপরায়ণ । উপায়ং তব বক্ষ্যামি শৃণু বদতো মম ॥ ৩৫
 কৃতক্ স্মহং কৰ্ম্ম হরা প্রাক্তনজন্মনি । প্রবক্ষ্যামি সমাগেন শৃণু স্মগমাহিতঃ ॥ ৩৬
 পুরা হং বৈশ্বজাতীয়ো নাম্বা বিশ্বস্তরঃ স্মৃতঃ । তস্মাৎ কৃতানি পাপানি মহাভাগগণিতানি নৈ ।
 স্বকৰ্ম্মকামনাহীনো মাতাপিত্রোস্তথোজ্জ্বলকঃ । একদা বন্ধুভিত্ত্যক্তঃ শোকমন্তাপদীভিতঃ ।

• স্মৃধাঘিনাপি সন্তপ্তঃ প্রাপ্তবান্ হরিমক্টিরম্ ॥ ৩৮

তত্র বৃষ্টিমমুভূতং কর্দমং হাতুমিচ্ছতা । নিবারিতস্তস্মাৎ মোহপি উপলপনতাং গন্তঃ ॥ ৩৯
 উপোষিতস্ত তদ্রাত্রৌ তস্মিন্ দেবালয়ে দ্বিতাঃ । সর্পেণ দংশিতস্তত্র প্রাতঃ পণ্ডিতমাগতঃ ॥ ৪০
 তেন পুণ্যপ্রভাবেণ উপলপনজেন তে । বিপ্রজন্ম চ তত্রাপি হরিভক্তিচক্ৰলা ॥ ৪১
 কল্পকোটিশতং সাত্ৰং নির্কেষ্য হরিসম্মিধৌ । তত্রৈব জ্ঞানমাসাদ্য পরং মোক্ষং গমিষ্যামি ॥ ৪২
 অনুজং পাতকিশ্রেষ্ঠং যং তু মোক্ষুমিহেচ্ছামি । উপায়ং তত্র বক্ষ্যামি তচ্ছৃণু মহামতে ॥ ৪৩
 গোচর্যমাত্রভূমেস্তু উপলপনজং ফলম্ । দত্তোদ্ধর মহাভাগ তস্মাৎ শ্রেয়ো ভবিষ্যতি ॥ ৪৪
 এবমুত্তস্ততস্তেন যজ্ঞমালিম'হামতিঃ । দেবদূতোক্তমাত্রক্ৰদদৌ তস্মৈ ফলং তদা ॥ ৪৫
 বিনষ্টমভবৎ তস্মাৎ পাপজালং যুনীষরাঃ । সমাজাকারিণঃ সর্কৈ তং বিমুচ্য প্রহৃদবুঃ ॥ ৪৬
 বিমানমাগতঃ সদ্যঃ সর্কভোগসমম্বিতম্ । সমাক্রহ. স্মমালী চ যুযুদে দেববৎ তদা ॥ ৪৭
 তাবুভৌ ভাতরৌ বিপ্রা দেবদুন্দনমহুভৌ । অবাপদুর্ন'হাত্ৰীতিং সমালিঙ্গ্য পরস্পরম্ ॥ ৪৮
 যজ্ঞমালিঃ স্মমালী চ স্ত স্মমানৌ মহম্বিতঃ । স্মমানৌ চ গন্ধকৈর্বিষ্ণুলোকমুপাগতৌ ॥ ৪৯
 অবাপ হরিসাক্ষ্যপাং স্মমালী দ্বিজসত্তমাঃ । যজ্ঞমালিশ্চ বর্ষায়া হরিসাক্ষ্যপাতামগাং ॥ ৫০
 ভূক্তা ভোগাংশিরং তত্র যজ্ঞমালিম'হামতিঃ । তত্রৈব জ্ঞানসম্পন্নঃ পরং মোক্ষমুপাগতঃ ॥ ৫১
 স্মমালী চ মহাভাগো বিষ্ণুলোকে যুগায়তম্ । স্থিতা ভূমিঃ পুনঃ প্রাপ্য ভূয়োবিপ্রহমাগতঃ ॥ ৫২
 যজ্ঞানিরাজ তত্রৈব মোক্ষার্থং বিষ্ণুতৎপরঃ । সমস্তব্রতদানানি বর্ষাংশ্চ কৃতবারংস্থতা ॥ ৫৩
 হরিপূজাপরো নিত্যং হরিনামপরায়ণঃ । বাহরন্ হরিনামানি প্রপেদে জাহ্নবীতটম্ ॥ ৫৪
 তত্র স্নাতশ্চ গঙ্গারামিষ্টা বিশেষরং প্রভুম্ । অবাপ পরমং স্থানং যোগিনামপি দুর্লভম্ ॥ ৫৫
 অতিশুদ্ধকূলে জাতো গুণবান্ বেদপারগঃ । সর্কসম্প্রসঙ্গমাগতৌ হরিপূজাপরায়ণঃ ॥ ৫৬
 উপলপনমাহায়াং কথিতং বো যুনীষরাঃ । তস্মাৎ সর্কপ্রবর্তেন পূজয়দ্যং জনার্দনম্ ॥ ৫৭
 ন তেষাং নরকং বিপ্রা যে প্রপন্ন জনার্দনম্ । তস্মাৎ সর্কপ্রবর্তেন সম্পূজ্যো জগতাং পতিঃ
 অকামাদপি যে বিকোঃ সঙ্কং পূজাং প্রকুর্কষে । ন তেষাং ভববন্ধস্ত কদাচিদপি জায়তে ॥ ৫৯
 হরিপূজারতান্ যস্ত হরিদুস্তা প্রপূজয়েৎ । তং পূজয়ন্তি বিশেষজ্ঞা ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ ॥ ৬০
 হরিভক্তিপরাণাক্ত সঙ্গিনাং সঙ্গমস্রজতঃ । যুচ্যতে সর্কপাপেভ্যো মহাপাতকবানপি ॥ ৬১
 হরিপূজাপরাণাক্ত হরিনামব্রতাত্মনাম্ । শুশ্রূষানিরতা যান্তি পাপিনোরপি পরাং গতিম্ ॥ ৬২

ইতি শ্রীহরনারায়ণে পুরাণে হরিভক্তিমাহাত্ম্যে চতুস্ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৪ ॥

পঞ্চত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

ভূয়ঃ শৃণুত বিশেষজ্ঞা মহাত্ম্যং কমলাপতেঃ । কশ্চ নো জায়তে ত্রীতিঃ শ্রোতুং হরিকথামৃতম্
নরানাং বিষয়াক্তানাং মমতাকুলচেতসাম্ । একমেব হরের্নাম সৰ্ব্বপাপপ্রণাশনম্ ॥ ২
সকৃদা ন নমৈদৃশ্যস্ত বিক্রে কৰ্ম্মহারিণে । শবোপমং তং জানীয়াৎ কদাচিদপি নালপেৎ ॥ ৩
হরিপূজাবিহীনস্ত যস্ত বেদা বিজ্ঞোক্তমাঃ । শ্মশানমদৃশং বিদ্যান্ন কদাচিদ্বিশেষতঃ ॥ ৪
হরিপূজাবিহীনস্ত বেদবিষেযিণস্তথা । বিজগোষেযিণশ্চৈব রাক্ষসাঃ পরিকীর্তিতাঃ ॥ ৫
যো বা কো বাপি বিশেষজ্ঞাঃ বিশেষেপরাশ্রয়ঃ । যদাৰ্চয়তি গোবিন্দং সা পূজা বিফলাভবেৎ ॥
অন্তেষোয়োবিধাতার্থং যেহর্চয়ন্তি জনার্দনম্ । সা পূজা সুমহাভাগাঃ পূজকানাং হন্তি বৈ ৭
হরিপূজাপরো যস্ত যদি পাপং করোতি বৈ । তমেব বিষ্ণুদেষ্ঠারং প্রাহস্তদ্বার্থকোবিদাঃ ॥ ৮
যে বিষ্ণুনিরতাঃ শান্তা লোকানুগ্রহতঃপর্যঃ । সৰ্বভূতদয়াযুক্তা বিষ্ণুরূপা প্রকীর্তিতাঃ ॥ ৯
কোটিজন্মার্জিতৈঃ পুণ্যৈর্বিষ্ণুভক্তিঃ প্রজায়তে । দৃঢ়ভক্তিমতাং বিকো পাপবুদ্ধিঃ কথং ভবেৎ
জন্মকোট্যর্জিতং পাপং হরিপূজাতত্ত্বনাম্ । ক্ষীণং যাতি ক্ষণাদেবাতেষাং স্ম্যাপাপধীঃ কথম্
বিষ্ণুভক্তিবিনীনা যৈ চাণ্ডালাঃ পরিকীর্তিতাঃ । চাণ্ডালা অপি বৈ পূজা হরিভক্তিপরায়ণাঃ ১২
নরাণাং বিষয়াক্তানাং সৰ্বদুঃখবিনাশিনী । হরিয়েবেতি বিজ্ঞাতা ভক্তিযুক্তিপ্রদায়িনী ॥ ১৩
সম্ভ্রামোহাঃ তথা লোভাদজ্ঞানদাপি যো নরঃ । বিকো রূপামনং কুর্যাৎসোহঙ্করং স্বৰ্গমশ্নুতে
হরিপাদোদকং যস্ত কণমাত্রস্ত ধারয়েৎ । স স্নাতঃ সৰ্ব্বভীর্থেষু বিকোঃ প্রিয়তরো ভবেৎ ॥ ১৫
অকালমৃত্যুশমনং সৰ্ব্বব্যাধিবিনাশনম্ । সৰ্বদুঃখোপশনং হরিপাদোদকং শ্রুতম্ ॥ ১৬
নারায়ণপরং ধাম জ্যোতিষাং জ্যোতিকৃতমম্ । যে প্রপন্না মহাত্মানস্তেষাং মুক্তির্হি শাস্বতী ॥

সূত উবাচ ।

আসীং পুরা কৃতযুগে কণিকো নাম লুন্ধকঃ । পাদারপরম্বাপহরণে সততোদ্যতঃ ॥ ১৮
পরান্দাপরো নিভাং জন্তুগীড়ারতঃ সদা । হতবান্ ব্রাহ্মণান্ গাশ্চ শতশোহথ সহস্রশঃ ॥ ১৯
দেবসহরণে নিভাং পরম্বহরণে তথা । উদযুক্তো বর্ষরো বিপ্রাঃ কীনাশানামঘীষরঃ ॥ ২০
ভেন পাপাশ্রমেকানি কৃতানি সুমহান্তি চ । ন তেষাং শকাতে বকুং সংখ্যা বৎসরকোটিভিঃ
স কদাচিন্মহাপাপো জনানামভকোপমঃ । মোচীররাজ্যং নগরং সৰ্বৈষধ্যমমদিতম্ ॥ ২২
যোষিভির্ভূষতাভিষ্ঠ সরোভির্নির্ম্মলোদকৈঃ । অলঙ্কৃতং বিপণিভির্ঘর্মো দেবপুত্রোপমম্ ॥ ২৩
তশ্চোপবনমধ্যস্থং রম্যং কেশবমদিতম্ । ছাদিতং হেমকলসৈর্দৃষ্টী ব্যাধো যুদং বযো ॥ ২৪
হ্রাযাত্ত সুবর্ণানি বহুনি চ বিনিশ্চিতঃ । জগাম বিষ্ণুভবনং কীনাশচাৰ্থলোলূপঃ ॥ ২৫
তত্রাপস্তদ্বিজবরং শান্তং তদ্বার্থকোবিদম্ । পরিচর্য্যাপরং বিকোকৃতকং উপমাং নিধিম্ ॥ ২৬
একাকিনং দয়াযুক্তং নিঃস্পৃহং ধ্যানলোলূপম্ । দৃষ্টাসৌ লুন্ধকোমেনে তং চৌর্য্যাত্তুরারিক
দেবস্ত্র প্রবাজাতক্ সমাদাহুমনা নিশি । উতঙ্কং হস্তমারেভে বিধৃতামির্মদোদ্ধতঃ ॥ ২৮
পাদেনাক্রম্য তবক্ষো নিগৃহ্য পানিনা কচম্ । এবং কৃতমতিং তত্ত্ব উতঙ্কঃ প্রেক্ষ্য চারবীৎ ॥ ২৯

ভো ভোঃ সাধো বৃথা মাং হং হনিষ্যসি নিরাশসম্ । ময়া কিমপরাধং তে কৃতং তদ্বদ লুক্ক
কৃতাপরাধিনো লোকেশিকাং কুরুন্তি যত্নতঃ । ন হিংসন্তি বৃথা সৌম্য মজ্জনা অপি পাপিনম্
বিরোধিষ্যপি মূৰ্খেষু নিরীক্ষ্যাবহিতান্ শুণান্ । বিরোধং নাপি গচ্ছন্তি মজ্জনাঃ শাস্তচেতসঃ ॥
বহুধা বাধ্যমানোহপি ঘো নরঃ ক্ষময়াবিতঃ । তমুত্তমং মরং প্রাহুর্বিফোঃ প্রিয়ভরং তথা ॥৩৩
মুজ্জনো ন যাতি বৈরং পরহিতবুদ্ধির্নিশকালেহপি । ছেদেহপি চন্দনভরুদীমসতিমুখং কঠারক্ষা
অহো বিধির্দৈব বলবান্ বাধতে বহুধা জনান্ । সর্গসঙ্গবিহীনোহপি বাধাতে চ হুতাজনা ॥৩৫
অহো নিকারণং লোকে বাধন্তে পিতৃনা জনান্ । তত্রাপি সাধুন্ বাধন্তে ন সমানান্ কথং ন ॥
মৃগমীনমজ্জমানাং তৃণজলমন্তোষবিহিতবৃত্তীনাম্ । লুক্কধীবরপি শুনানিকারণবৈরিণোহুগতি
অহো বলবতী মায়ী মোহরতাখিলং জগৎ । পুত্রমিতকলতার্থং সর্গহুঃখে নিয়োজতি ॥ ৩৮
পরদ্রব্যাপহারেণ কলত্রং পেষিতক্ তৈঃ । অস্ত্রে তং সর্গমুৎসজ্জা এক এব প্রয়াতি বৈ ॥৩৯
মম মাতা মম পিতা মম ভাৰ্য্যা মমাত্মজঃ । মমেদমিতি জন্তুনাং মমতা বাধতে বৃথা ॥ ৪০
ধর্ম্যাধর্ম্যে নৈহেবাস্তামিহাযুক্ত ন চাপরং । যাবদর্জ্জয়তি দবং তাবদেব তি বাক্ষবাঃ ॥ ৪১
ধর্ম্যাধর্ম্যার্জ্জিতৈর্দৈবাঃ গোষিতা যেন মে নরাঃ । যতমগ্নিমুখে হুতী মৃতান্ ভুঞ্জতে চি তে ॥৪২
গচ্ছন্তং পরলোকঞ্চ নরং তং হনুতিষ্ঠতঃ । ধর্ম্যাধর্ম্যে ন চ ধনং ন পুত্রা ন চ বাক্ষবাঃ ॥ ৪৩
কামঃ সমুদ্রিষ্যাতি নরাণাং পাপকর্মণাম্ । বৃথায়াং বাধতে লোকো ধনাদীনামুপার্কিনে ॥

যন্তাবি তন্তবতোব নৈতজ্জানন্তাবুদ্ধয়ঃ ॥ ৪৪

পাদেদৈনকেন বক্ষ্যামি বহুতং গ্রন্থকোটিভিঃ । ভবিতবাং ভবতোবতচ্চ লোকো ন বৃধাতে ॥
বস্ত্রাবাং তন্তবতোব যদভাবাং ন তন্তবেৎ । ইতি নিশ্চিতবুদ্ধীনং ন চিত্তা বাধতে বচিৎ ৪৬
দৈবাধীনমিদং সর্গং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্ । তস্যাজ্জয় চ মৃত্যুং দৈবং জামাতি আপরং ॥ ৪৭
যত্র কত্র স্থিতস্তাপি যন্তাবাং তন্তবেদ্রবম্ । লোকস্ত তদবিজ্ঞায় বৃথায়াসসমাকুলঃ ॥ ৪৮
অহো হুঃখং মনুষ্যাণাং মমতাকুলচেতসাম্ । মহাপাপানি কুতাপি পরান্ পুষ্যন্তি যত্নতঃ ॥
অর্জ্জিতক্ ধনং সর্গং ভুঞ্জতে বাক্ষবাঃ সমম্ । স্মরমেকো নাম মৃতস্তং পাপকলমগ্নতে ॥ ৫০
ইতি ক্রবাণং তমুখিং বিমুচ্য ভয়বিস্রলঃ । কনিকঃ প্রাণলিঃ প্রাহ ক্ষমস্বেতি পুনঃপুনঃ ॥ ৫১
তং সর্গং সর্গপ্রভাবেণ হরিসম্নিবিষ্যাত্ততঃ । গন্তপাপো লুক্ককচ্চ অমৃতানীদমব্রবীৎ ॥ ৫২

কনিক উবাচ ।

ময়া কৃতানি পাপানি মহান্তি সুবহুনি চ । তানি সর্গাণি মঠানি বিদ্রোহ্য তব দর্শনাৎ ॥ ৫৩
অহোহহ পাপধীনিতা মহাপাপং সমাচরম্ । কথং মে নিকৃতির্ভূষাং ক' যামি শরণং বিতে
পূর্জয়ার্জ্জিতৈঃ পাপৈলুক্ককড়মবাপ্তবান্ । তত্রাপি পাপজালানি কুহা কাং গতিমাপ্নয়াম্ ॥৫৫

অহো মমায়ুঃ ক্ষমমেতি শীঘ্রং পাপান্তনেকানি সমর্জ্জিতানি ।

প্রতিক্রিয়া নৈব কৃতী ময়েবাং গতিশ্চ কা স্মাশ্রয় জন্ম কিং বা ॥ ৫৬

অহো বিধিঃ পাপশতাকুলং মা কিং যত্নবান্ ভারকরঞ্চ মহাঃ ।

কথং নু তং পাপকলানি ভোক্ষ্য কিমুৎসু জন্মস্বহমুগ্রকর্ম্মা ॥ ৫৭

এবং বিনিম্যা চাত্মানমাত্মনা লুক্ককন্তদা । অন্তস্তাপাভিসমুপ্তঃ সদাঃ পঞ্চদশাগতঃ ॥ ৫৮

উত্তমঃ পতিতঃ প্রেক্ষ্য লুক্ককং তং দয়াপরঃ । বিকুপাদোদকেনৈনমভ্যগিঞ্চামহামতিঃ ॥ ৫৯

হরিপাদোদকম্পর্ণীল ককো বীভকলাবঃ । দিবা বিমানমাক্রম্য মুনিমেনমথাব্রবীৎ ॥ ৬০

কনিক উবাচ ।

উতক মুনিশার্দূল গুরুশ্চ মম সূত্রত । বিমুক্তশ্চাগাদেন মহাপাতকবন্ধনাৎ ॥ ৬১
জাতশ্চুপদেশাথে মত্তাপো মুনিপুঙ্গব । তেন মে পাপজালানি বিনষ্টানি মহামতে ॥ ৬২
হরিপাদোদকং যস্যাম্মস্মি তং সিদ্ধবাননি । প্রাপিতোহস্মি তত্তস্তথা তদ্বিকোঃ পরংপদম্ ॥
তস্যাহং কৃতকৃতোহস্মি গুরুশ্চ মম সূত্রত । তস্মিন্নতোহস্মি তে বিদ্বন্ যৎ কৃতং তৎ ক্ষমস্ব মে
ইত্যা ক্রী দেবকুম্ভৈর্মুনিশ্রেষ্ঠমবাকিরৎ । অদক্ষিণত্রয়ং কৃত্বা নমস্কারং চকার সঃ ॥ ৬৫
ততো বিমানমাক্রম্য সপকায়সমযিতম্ । অঙ্গরোপণমক্ষীরং প্রপেদে হরিমন্দিরম্ ॥ ৬৬
এতদৃষ্ট্বা বিশিতোহমানুতকস্তপসাং নিধিঃ । শিরস্জলিনাধার অস্তৌষীঃ কমলাপতিম্ ॥ ৬৭
তেন স্ততো মহানিহুর্দিগবান্ বরমুক্তমম্ । বরং তেমোত্তকোহপি প্রপেদে পরমং পদম্ ॥ ৬৮

ইতি বৃহন্নারদীয়ে পুরাণে হরিমাহাত্ম্যাবর্ণনে পঞ্চত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৫ ॥

ষট্ ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ ।

কিং তৎকৃত্বা মহাত্মা কথং তুষ্টো জনার্দিনঃ । উতকঃ পুণ্যঃ পুরুষঃ কীদৃশঃ জন্মবান্ বরম্ ॥

সূত উবাচ ।

উতকো নাম বিশ্রেষ্ঠো হরিধানপরায়ণঃ । হরিপূজনসামর্থ্যং দৃষ্ট্বা তুষ্টো ব ভক্তিতঃ ॥২
নমামি নারায়ণমাদিদেবং জগন্নিবাসং জগদত্তহেতুম্ ।
চক্ৰাশির্শার্জাজ্জবরং মহাত্মং স্মৃতির্ভিবিচ্ছেদকরং প্রসন্নম্ ॥ ৩
যশাভিজাজ্জপ্রভবো বিধাতা যজ্ঞতামুং লোকসমুচ্চয়ঃ যঃ ।
যংলোভজো ক্রদ্ধ ইমং সনতি তমাদিনাথঃ প্রণতোহস্মি বিহুম্ ॥ ৪
পদ্মাপতিং পদ্মদলানতাকং বিচিহ্নবীৰ্য্যং নিখিলৈকহেতুম্ ।
বেদান্তবেদ্যং পুরুষং পুরাণং তেজোনিধিঃ বিষ্ণুপদং প্রপদ্যো ॥ ৫
আত্মা স্রুতঃ সর্গাতোহচ্যুতাত্মো জানাত্মকো জ্ঞানবিদাং বরিত্তঃ ।
নিভাঃ প্রপন্নার্তিহরঃ পরাত্মা দয়াবুধির্মে বরদঃ স্বরূপঃ ॥ ৬
যৎ স্কুলসূক্ষ্মাদি বিশেষভেদৈর্জগৎসু বিস্তারিতমেতদীশ ।
তমেব তৎসর্বমমন্তসার ততঃ পরং নাস্তি পরাপরাভ্যম্ ॥ ৭
অগোচরং যৎ তব সূক্ষ্মরূপং যাবাবিহীনং গুণজাতিহীনম্ ।
নিরঞ্জনং নির্মলমপ্রমেয়ং পশুন্তি গভঃ পরমাত্মসংজ্ঞম্ ॥ ৮
একেন হেগ্ৰৈব বিভূষণানি জাতানি ভিন্নতমুপাধিতেদাৎ ।
তথৈব সর্বৈব এক এব প্রদৃশ্যতে ভিন্ন ইবাখিলায়া ॥ ৯

যন্মায়স্মা যোহিতমানসা যো পশুন্তি যাত্নানমপি প্রপন্নম্ ।

ত এব মাস্রাবিশতাংস্তদৈব পশুন্তি সস্নাতকমাস্রকপম্ ॥ ১০

নির্ভুগং পরমানন্দমস্রমজরং ধ্রুবম্ । পরং জ্যোতিরমোপমার বিষ্ণুসংজ্ঞং নমামাহম্ ॥ ১১

সমস্তমেতদ্ভূতং বতো যত্র প্রতিষ্ঠিতম্ । বতশ্চৈতন্তমাস্রাতি যদ্রূপং তস্য বৈ নমঃ ॥ ১২

অশ্রমেস্মমনার্যমাধারং জগতামপি । পরমানন্দচিন্মাত্রং বাসুদেবং নমামাহম্ ॥ ১৩

হৃদুত্তহানিলরং দেবং যোগিভিঃ পরিবেষিতম্ । যোগানামাদিভূতং তং নমামি প্রণবস্থিতম্ ॥

নাদাত্মকং নাদবীজং প্রসূতং প্রণবাত্মকম্ । সম্ভবং সচ্চিদানন্দং বন্দ্যে তং তিস্রচক্ৰিণম্ ॥ ১৫

অক্ষরং জগতাং সাক্ষিমবায়ানসগোচরম্ । নিরঞ্জনমনস্তাখ্যং বিশ্বরূপং নতোহস্মিহম্ ॥ ১৬

ইন্দ্রিয়ানি মনো বুদ্ধিঃসত্ত্বং তেজো বলং ধৃতিঃ । বাসুদেবাত্মকাত্মাহঃ ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজমেবচ ১৭

বিদ্যাবিদ্যাাত্মকং আর্হর্যমীশং জগতাং পতিম্ । পরাংপরাত্মকং আর্হঃ পরাংপরতরং তথা ১৮

অনাদিনিধনং শান্তং সর্বধাতারমচ্যুতম্ । যে প্রপন্না মহাত্মানস্তেযাং মুক্তির্হি শাস্বতী ॥ ১৯

বরং বরেষ্যং বরদং পুরাণং সনাতনং সর্বগতং প্রণমম্ ।

নতোহস্মি ভূয়োহপি নতোহস্মি ভূয়ো নতোহস্মি ভূয়োহপি নতোহস্মি ভূয়ঃ

যৎপাদতোয়ং ভবরোগবৈদ্যং যৎপাদপাংস্ত্রিবিমলহৃদিস্কো ।

যন্মায় হৃকর্ম্মনিবারণীশং তমশ্রমেয়ং পুরুষং ভজামি ॥ ২১

সদ্রূপং তমসদ্রূপং নদসদ্রূপমব্যয়ম্ । তত্ত্বধিনক্ষণং শ্রেষ্ঠং শ্রেষ্ঠাচ্ছেষ্ঠতরং ভজে ॥ ২২

নিরঞ্জনং নিরাকারং পূর্ণমাকাসমধ্যগম্ । পরং বিদ্যাবিদ্যাভগ্নং হৃদযুজনিবাসিনম্ ॥ ২৩

অপ্রকাশমনির্দেশ্যং মহতা বা মদন্তরম্ । অণোরণীশাসমজং সর্বোপাধিবিবর্জিতম্ ॥ ২৪

যত্রিতাং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্ । বিষ্ণুসংজ্ঞং জগদ্ধাম তমাস্মৈ শরণং গতঃ ॥ ২৫

যং ভজন্তি ক্রিয়ানিষ্ঠা যং পশুন্তি চ যোগিনঃ । পূজাংপূজাতরং শান্তং নতোহস্মিহম্ প্রভূম্

যত্র পশুন্তি বিশ্বামো ব্রহ্ম তদ্রূপং প্রতিষ্ঠিতম্ । সস্নাতানবিকং নিত্যং নতোহস্মিহ বিভূষয়াম্ ॥

অন্তঃকরণযোগাদ্বি জীব ইত্যাচ্যতে চ যঃ । অবিদ্যা কালং হিতং পরমাত্মেতি শ্রীয়েতে ॥ ২৮

সর্সাত্মকং সর্সহেতুং সর্সকর্ম্মফলপ্রদম্ । বরং বরেষ্যমজরং প্রণতোহস্মি পরাংপরম্ ॥ ২৯

সর্সজাতং সর্সগতং মহান্তং বেদান্তগং বেদবিদ্যং বরিতম্ ।

তং বাস্বনোহচিত্তমেনস্তপস্তিঃ জ্ঞানৈকবেদ্যং পুরুষং ভজামি ॥ ৩০

ইক্ষাধিকালাস্থরপাশিবাযু-সোমেশমাত্তত্ত্বপুরুষদৈঃ ।

যঃ পাতি লোকান্ পরিপূর্ণভাবঃ তমশ্রমেয়ং শরণং প্রণয়ে ॥ ৩১

মহস্রণীর্ষকং মহস্রপাদং মহস্রবাহকং মহস্রনেত্রম্ ।

সমস্তবজ্রং পরিপূর্ণাদ্যং নতোহস্মাতীষ্টপ্রদমুপ্রবোধীম্ ॥ ৩২

কালাত্মকং কালবিভাগহেতুং গুণত্রয়াভীতমজরং গুণেশম্ ।

গুণত্রয়ং কামদমস্তসংজমতীজিয়ং বিশ্বভূজং বিতৃকম্ ॥ ৩৩

নিরীহমত্রাং মনসাপানম্যঃ মনোময়কাক্ষময়ং স্বরূপম্ ।

অবাস্তবং প্রাণময়ং ভজামি বিজ্ঞামভেদপ্রতিপন্নকল্পম্ ॥ ৩৪

ন বস্তু রূপং ন বলং প্রভাবো ন যন্ত কর্ম্মানি ন বৎপ্রমাণম্ ।

জানন্তি দেবাঃ কমলোত্তবাদ্যাঃ স্তোষামি নিত্যং কথমাত্মরূপম্ ॥ ৩৫

সংসারমিক্টো পতিতঃ জড়ঃ মাং মোহাকুলং কামশতেন বদ্ধম্ ।

বিজ্ঞানভেদভ্রমিতাত্মবুদ্ধিং ত্রায়স্ব বিক্ষেপে মততং নমন্তে ॥ ৩৬

লজ্জাবিহীনঃ দয়াবিহীনঃ তুচ্ছঃ পরদ্রব্যপরাধনঃ মাম্ ।

মমত্বপাশাস্তুরবহিতকং ত্রায়স্ব বিক্ষেপে মততং নমোহন্তে ॥ ৩৭

অকীর্ত্তিভাজং পিশুনং কৃতঘ্নং সদাশুচিঃ পাপরতং প্রমত্তাম্ ।

দয়াবূধে ত্রাহি ভয়াকুলং মাং পুনঃপুনস্ত্রাং শরণং প্রপদ্যে ॥ ৩৮

ইতি প্রসাদিতস্তেন দয়ালুঃ কমলাপতিঃ । প্রত্যক্ষতামগাং তস্মৈ ভগবাংস্তেজসাং নিধিঃ ॥ ৩৯

অতসীপুষ্পসদৃশং ক্লমপঙ্কজলোচনম্ । কিরীটিনং কুলিনং হারকেয়ুরভূষিতম্ ॥ ৪০

ঐবংমকৌলুভধরং চেমবজ্ঞোপবীতিনম্ । নাসাগ্রগুস্তুমুত্তাভাবক্ৰমানতশূচ্ছবিম্ ॥ ৪১

পীতাম্বরধরং দেবং বনমালাবিভূষিতম্ । তুলসীকোমলদলৈরর্চিত্তাজিহ্বং মহাদ্রাতিম্ ॥ ৪২

কিঞ্চিৎপুষ্পাদৈশ্চ শোভিতং গরুড়ধ্বজম্ । দৃষ্ট্বা ননাম বিপ্রেক্ষ্য দণ্ডবৎ ক্ষিতিমণ্ডলে ॥ ৪৩

ক্ষালয়ন্ চরণৌ বিক্ষোভিতকো হর্ষবারিতিঃ । মুরারে রক্ষ রক্ষেতি ব্যাহবন্ নাশ্রযীসুদা ॥ ৪৪

তমুখাপা মহাবিশুরালিলিপ্তে দয়াপরঃ । বরং বৃণীষ বৎসেতি প্রোবাচ মুনিপুংগবম্ ॥ ৪৫

অমাধা নাস্তি কিঞ্চিৎ তে প্রসরে অগ্নি মত্তম্ । বরং বরস্ব তস্মাৎ তমিতাহ ভগবান্ হরিঃ ॥ ৪৬

ইতৌরিতং সমাকর্ণা উতক্ষতক্রপাণিনা । পুনঃ প্রণম্য তং প্রাহ দেবদেবং জনার্দনম্ ॥ ৪৭

কিং মাং মোহয়সীশ ত্বং কিমৈঠৈর্দেব মে বরৈঃ । ত্বয়ি ভক্তির্দৃঢ়া মেবম্ভ জগজ্জন্মান্তরেষপি

কীটেষু পক্ষিষু মৃগেষু সরীসৃপেষু রক্ষঃপিশাচমন্ত্ৰৈষপি যত্র তত্র ।

জাতস্ম মে ভবতু কেশব তে প্রসাদাৎ ত্বয়োব ভক্তিরচলাব্যভিচারিণী চ ॥ ৪৯

এবমস্তিতি দেবেশঃ শঙ্খপ্রান্তেন তং স্পৃশন্ । দিব্যজ্ঞানং দদৌ তস্মৈ যোগিনামপি হর্লভম্ ৫০

পুনঃ স্তবত্বং বিপ্রেক্ষ্য দেবদেবো জনার্দনঃ । ইদমাহ শ্রুতমুখো হস্তঃ তচ্ছিরসি ক্ষিপন্ ॥ ৫১

শ্রীভগবানুবাচ ।

আরাধয় ক্রিয়াযোগৈর্মাং সদা বিশ্বমত্তমো । নরনারায়ণস্থানং ব্রজ মোক্ষো ভবিষ্যতি ॥ ৫২

ত্বয়া কৃতমিদং স্তোত্রং যঃ পঠেৎ মততং নরঃ । সর্বান কামানবাশ্নোতি ততোমোক্ষমবাশ্ন য়াং

ইত্যাশ্রমা মাধবো দেবস্তত্রৈবান্তরধীয়ত । 'নরনারায়ণস্থানমুত্কোহপি সমাযযৌ ॥ ৫৪

তস্মাভক্তিঃ সদা কার্যা দেবদেবে জনার্দনে । হবিভক্তিঃ পরা প্রোক্তা সর্বকামফলপ্রদা ॥ ৫৫

পূজয়ধ্বং মহাদেবং বিপ্রেক্ষ্য গরুড়ধ্বজম্ । পূজিতো নমিতো বাপি সংস্রুতো বাপি মোক্ষদঃ

তস্মান্নারায়ণং দেবমনস্তমপরাভিতম্ । ইহামুক্ত ফলপ্রাপ্তঃ পূজয়েভক্তিসংগুতঃ ॥ ৫৭

যঃ পঠেদিমমধ্যায়ং শৃণুয়াচ্চ সমাহিতঃ । সর্বপাপবিনিমুক্তঃ প্রয়াতি পরমং পদম্ ॥ ৫৮

ইতি বৃহন্নারদীয়ে পুরাণে হরিভক্তিমাহাত্ম্যো বহুত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৬ ॥

সপ্তত্রিংশোধ্যায়ঃ ।

শ্রুত উবাচ ।

ভূয়ঃ শৃণুত বিধেস্তা মহাত্মাঃ পরমৈষ্ঠিনঃ । সৰ্বপাপহরঃ পুণ্যং নারদেন প্রভাবিতম্ ॥ ১
অহো হরিকথা লোকে পাপঘ্নী পুণ্যদামিনী । শৃণুতাং ক্রবতাকৈব তদ্ভক্তানাং বিশেষতঃ ॥ ২
হরিভক্তিপর্যায়ো যো নরোত্তমঃ । নমস্করোমাহং তেষাং ভক্তসম্প্রী মুক্তিভাগ্যতঃ ॥ ৩
হরিভক্তিপরা যে তু হরিনামপরায়ণাঃ । দুর্লভা বা স্মৃতা বা তেষাং নিত্যং নমো নমঃ ॥ ৪
সংসারসাগরং তৰ্জুং য ইচ্ছেদানিপুঙ্গবাঃ । স ভজেৎ পরমাত্মনং তক্তাস্তে পাপহারিণঃ ॥ ৫
দৃষ্টঃ শ্রুতঃ পূজিতো বা খ্যাতো বা নমিতোহপি বা । সমুদ্ররতি গোবিন্দো হস্তরান্ধবসাগরাৎ
স্বপনং ভুঞ্জন্মুপাংস্তিষ্ঠন্ তিষ্ঠন্ চ চরন্মুখা । বদন্তি যে হরেনাম তেষাং নিত্যং নমো নমঃ ॥ ৭
অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং বিষ্ণুভক্তিরাশ্রয়নাম্ । যশ্চাশ্রুতিঃ করস্বৈব যোগিনামপি দুর্লভা ॥ ৮
আসীৎ পুরা মহীপালঃ সোমবংশমমুদ্ভবঃ । যজ্ঞধ্বজ ইতি খ্যাতো নারায়ণপরায়ণঃ ॥ ৯
বিষ্ণোর্দেবালয়ে নিত্যং সম্ভার্জনপরায়ণঃ । দীপদানরতশ্চৈব সৰ্বভূতদয়াপরঃ ॥ ১০
স কদাচিত্তমহীপালো রেবাভীরে মনোরমে । বিচিত্রং কুশলোপেতং কৃতবান্ হরিমন্দিরম্ ॥ ১১
সোহপি তজ্জাভবদ্রাজা মদা সম্ভার্জনে রতঃ । দীপদানে চ বিধেস্তা বিশেষেণ হরিপ্রিয়ঃ ॥ ১২
হরিনামপরো নিত্যং হরিসংসক্তমানসঃ । হরিপ্রণামনিরতো হরিভক্তজনপ্রিয়ঃ ॥ ১৩
বীতহোত্র ইতি খ্যাত আসীৎ তস্মৈ পুরোহিতঃ । যজ্ঞধ্বজশ্চ চরিতং দৃষ্ট্বা বিশ্বয়মাগতঃ ॥ ১৪
কদাচিৎপবিত্রং তং রাজানং বিষ্ণুতৎপরম্ । অপৃচ্ছবীতহোত্রস্তং বেদবেদাঙ্গপারগঃ ॥ ১৫

বীতহোত্র উবাচ ।

রাজন্ পরমধর্মযজ্ঞ হরিভক্তিপরায়ণ । বিষ্ণুভক্তিমতঃ পুংসাং শ্রেষ্ঠোহস্মি ভরতমভ ॥ ১৬
সম্ভার্জনপরো নিত্যং দীপদানরতশ্চত্বা । তস্মৈ বদ মহাভাগ ইয়া কিং বিদিতং কলম্ ॥ ১৭
সম্পাদনে তু বর্তীনাং তৈলসম্পাদনে তথা । উদ্ভূক্তোহস্মি মহাভাগ মদা সম্ভার্জনে রতঃ ॥
কশ্যাণাশ্রানি সন্তোষং বিষ্ণোঃ প্রিয়ভরাণি বৈ । তথাপি হং মহাভাগ এতরোঃ সত্যতোদ্যতঃ
সৰ্বাশ্রনা মহাপুণ্যং জনৈশ বিদিতং হুয়া । তদুক্রহি মে বদাশ্রুতং ত্রীতির্মসি তবাস্তি চেৎ ॥ ২০
পুরোধৈসৈবমুক্তস্ত প্রহসন্ রাজসত্তমঃ । বিনয়াবনতো ভূহা প্রোবাচেদং কৃতাজলিঃ ॥ ২১

যজ্ঞধ্বজ উবাচ ।

শৃণু বিধিশাঙ্গল মমৈব চরিতং পুরা । জাতিস্মরতাজ্জানামি প্রোতুণাং বিশ্বয়প্রদম্ ॥ ২২
আসীৎ পুরা কৃতপুণে ব্রহ্মন্ স্বারোচিষেহন্তরে । রৈবতো নাম বিধেস্তো বেদবেদাঙ্গপারগঃ ॥
অষাজাজকশ্চৈব সৈব গ্রামযাজকঃ । পিশুনো নির্ধূরশ্চৈব অপণানাক বিক্রয়ী ॥ ২৪
নিষিক্ককর্ম্যচরণঃ পরিভ্যক্তঃ স্ববন্ধুতিঃ । দরিদ্রো হুঃখিতশ্চৈব হুঃখীলো ব্যাধিতোহভবৎ ॥ ২৫
স কদাচিক্কনর্থক পৃথিব্যাং পর্যটন্ দ্বিজঃ । মমার নর্গদাতীরে কামখামপ্রণীড়িতঃ ॥ ২৬
তস্মিন্মৃতে তস্মৈ ভাৰ্য্যা নাম্না বন্ধুমতী তদা । কামাচাররতা নিত্যং পরিভ্যক্তা স্ববন্ধুতিঃ ॥ ২৭
তস্মাং জাতোহস্মি চাণালো দণ্ডকেতুরিতি শ্রুতঃ । মহাপাপরতো নিত্যং নিমকঃ পিশুনশ্চত্বা
পরদারপরদ্রব্যালোলুপো জহুহিংসকঃ । গাবশ্চ বিপ্রা বহবো নিষ্ঠতা যুগপক্ষিণঃ ॥ ২৯

মেক্ষুর্ন্যায়বর্গানি বহুপদ্যতানি চ । মদ্যপানরতো নিত্যং ব্রহ্মধেমরতস্তথা ॥ ৩০
এবং পাপরতো নিত্যং বহুশো মার্গরোধকঃ । পশুপক্ষিমৃগাদীনাং জন্তুনাযন্তকোপমঃ ॥ ৩১
স কদাচিৎ কামতন্তো ব্রহ্মকামঃ পরশ্রিয়ম্ । শূণ্ডাং পূজাদিভির্বিফোম'ন্দ্রিয়ং প্রাপ্তবান্ নিশি ॥
তত্রৈবাত্মোপভোগার্থং শয়িতুং তেন কামিনা । স্বপ্নপ্রাপ্ততো ব্রহ্মন্ কিয়দ্রেশঃ প্রমার্জিতঃ ॥
যাবন্তাঃ পারশুকণিকাস্তেন সম্মার্জিতস্তদা । তাবজ্জন্মকৃতং পাপং তদৈব ক্ষয়মাগতম্ ॥ ৩৪
ঋদীনাং হ্যপি তত্র ব্রহ্মণার্থং দ্বিজোত্তম । তেনাপি মম হৃদয়ং নিঃশেষং ক্ষয়মাগতম্ ॥ ৩৫
এবং দ্বিতে বিষ্ণুগৃহে আগতাঃ পুরপালকাঃ । চৌরোহরমিতি তত্রৈব জঘ্নুৱাবাং দ্বিজোত্তম ॥
দিবাং বিমানমাক্রিচ্ সর্কভোগসমখিতম্ । সদ্য এব তয়া সার্কিং বিহুলোকমুপাগতঃ ॥ ৩৭
তত্র দ্বিতী ব্রহ্মকল্পশতং সাত্ৰং দ্বিজোত্তম । ততশ্চ ব্রহ্মণা সার্কিং তাবৎকালং ব্যবহৃতঃ ॥ ৩৮
দিবাভোগসমাযুক্তস্তাবৎকালং দিবি হিতঃ । ততশ্চ ভূমিভাগেষু দেবযোগেষু বৈ ক্রমাৎ ॥ ৩৯
তেন পুণ্যপ্রভাবে যদূনাং বংশমস্তবঃ । তেনৈব ভূজাতে সম্পৎ তথা রাজ্যমকটকম্ ॥ ৪০
ব্রহ্মন্ কৃতানুগার্থমেবং শ্রেয়ঃ সমাপ্তবান্ । ভক্ত্যা কৃতবতাং পুংসাং কিং ভবেদিত্তিবেদ ন ॥
তয়াং সম্মার্জনে নিত্যং দীপ্যমানে তু সতম্ । যতিষ্যে পরমা ভক্ত্যা হুহং জাতিস্মরো যতঃ ॥
যঃ পূজয়েজ্জগন্নাথমেকাধী বিগতস্পৃহঃ । পক্ষপাপবিনিমুক্তঃ প্রযাতি পরমং পদম্ ॥ ৪৩
অবশেনাপি যৎকশ্ম কৃত্যেমাং শ্রিয়মাগতঃ । ভক্তিযুক্তিঃ প্রশান্তৈশ্চ কিং কলং সমাপর্জনাত্ ॥ ৪৪
ইতি ভূপবচঃ শ্রুত্বা বীতহোত্রো দ্বিজোত্তমঃ । অতাত্তুষ্টিমাপনো হরিপূজাপরোহভবৎ ॥ ৪৫
তত্রাত্ম গুণ বিশেষজ্ঞা দেবো নারায়ণোহব্যয়ঃ । জ্ঞানতোহজ্ঞানতো বাপি পূজকানাং বিমুক্তিদঃ
অনিত্যানি শরীরানি বিভবো নৈব শাশ্বতঃ । নিত্যং সন্নিহিতো মৃত্যুঃ কৰ্ত্তব্যো বর্ষসংগ্রহঃ ॥
অনিত্যা বাক্রবাঃ সন্তে সম্পদত্যাভুচকলা । শরীরানাং ধ্রুবো মৃত্যুস্তম্মাদৃষজত কেশবম্ ॥ ৪৮
হে জনা কিং বৃথা গর্হ্যং করিষ্যথ মদোকতাঃ । কায়ঃ সন্নিহিতাপায়ো ধর্মাধীনাং কিমুচ্যতে ॥
জগৎকোটিসহস্রেষু পুণ্যৈঃ যৈঃ সমুপার্জিতম্ । তেষাং ভক্তির্ভবেজ্জুহা দেবদেবে জনাধিনে ॥ ৫০
সুলভং জাহ্নবীস্নানং তথা চাতিথিপূজনম্ । সুলভাঃ সন্তসজ্ঞাশ্চ বিষ্ণুভক্তিঃ সুহৃৎভা ॥ ৫১
হৃৎভা তুলসীমেবা হৃৎভা সঙ্গতিঃ সতাম্ । হৃৎভা হরিভক্তিঞ্চ সংসারার্গবপাতিনাম্ ॥ ৫২
সন্ততুতদয়া বাপি হৃৎভা বশ্য কস্মচিৎ । মৎসঙ্গতুলসীমেবা হরিভক্তিঞ্চ হৃৎভা ॥ ৫৩
হৃৎভাং প্রাপ্য মানুযাং মা বৃথা নাশয়িষ্যথ । অর্চয়ধ্বং মহাত্মানঃ ভূয়ো ভূয়ো বদামি বঃ ॥ ৫৪
তত্ৰ যদীচ্ছথ জনা হৃৎস্বয়ং ভবমাগতম্ । হরিভক্তিবিধানক আশ্রয়ধ্বং সুহৃৎভম্ ॥ ৫৫
বজ্রমাস্ত গোবিন্দং বিলম্বং কিং করিষ্যথ । আসন্নমেব নগরং কৃতান্তস্ত হৃদৃশতে ॥ ৫৬
নারায়ণং জগদু্যোনিং সর্কারণকারণম্ । সমর্চয়ধ্বং বিশেষজ্ঞা যদি মুক্তিমভীক্ষত ॥ ৫৭
সর্কারণং সর্কদু্যোনিং সর্কান্তযামিণং প্রভুম্ । যে প্রপন্নী মহাত্মানঃ তে কৃতার্থা ন সংশয়ঃ ॥
তে বাক্রবাস্তে পূজ্যশ্চ নমস্কার্যা বিশেষতঃ । যেহর্চয়ন্তি মহাবিষ্ণুং প্রণতান্তিপ্রণাশনম্ ॥ ৫৯
দো বিষ্ণুভক্ত্যান্নিকামান্ ভোজয়েজ্জুহুৱাবিতঃ । ত্রিঃসপ্তকুলসংযুক্তঃ স যাতি হরিনন্দিরম্ ॥ ৬০
বিষ্ণুভক্তায় যো দদ্যান্নিকামায় মহাত্মনে । পানীয়ং বা কলং বাপি স এব ভগবান্ হরিঃ ॥ ৬১
বিষ্ণুপূজাপরাণাং শুদ্ধাং কুর্কতে তু মে । তে বাস্তি বিষ্ণুভবনং ত্রিসপ্তপুত্রবাগ্বিতাঃ ॥ ৬২
যে যজন্তি স্পৃহাশূণ্ডা হরিং বা হরমেব বা । ত এব ভূবনং সর্কং পুনন্তি বিবুধধতাঃ ॥ ৬৩

ਹੈਲਾ ਟੋਬਾਹ ।

द्रुम्भडित्वात् ।

॥ ५ ॥

সুধৰ্ম্ম উবাচ ।

ନେଦାମିଳାଂଶୁ ବନ୍ଧାମି ଶୂଳେ ବିନୁଷୟଃ ॥ ୬୨

সামা ইতি সমাখ্যাতা দেবাঃ সায়ন্তুবেহন্তরে । শচীপতিঃ সমাখ্যাতস্তেষামিস্তোমহামতিঃ ॥
 পারাবতাঃ সন্ততিতা দেবাঃ স্বারোচিষেহন্তরে । বিপশ্চিন্নাম তত্রৈক্ষঃ সর্ষসম্পৎসমধিতঃ ॥
 সুধামানস্তথা সত্যাঃ শিবাক্ষাথ প্রতর্দনাঃ । তেষামিস্তঃ সূশান্তিষ্ঠ তৃতীয়ে পরিকীৰ্ত্তিতঃ ॥১৫
 অপবাহবয়শ্চৈব সূপ্তাশ্চ সুধিস্তথা । তেষামিস্তঃ শিবঃ প্রোক্তশ্চ তুর্থে পরিকীৰ্ত্তিতঃ ॥ ১৬
 ঋতুনায়া দেবপতিঃ পঞ্চমঃ পরিকীৰ্ত্তিতঃ । অমিতাভাদয়ৌ দেবাঃ ষষ্ঠমিস্তক মে শৃণু ॥ ১৭
 আৰ্যাদায়া বিবুধাঃ প্রোক্তাস্তেষামিস্তোমনোজবঃ । আদিতাবসুরুদ্রাদায়া দেবা বৈবস্বতেহন্তরে ॥
 ইন্দ্রঃ পুন্সবঃ প্রোক্তঃ সর্ষকামসমধিতঃ । অষ্টমে চাপি বিবুধাঃ সূতপাদায়াঃ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ ॥১৯
 বিষ্ণুপূজাপ্রভাবেন তেষামিস্তো বনিঃ স্মৃতঃ । পারাবতাদায়া নবমে ইক্ষ্বাক্ষা দ্বিত উচ্যতে ॥ ১০০
 সমামনাদায়া দশমে বিবুধাঃ পরিকীৰ্ত্তিতাঃ । শান্তিনাম চ তত্রৈক্ষঃ সর্ষভোগুসমধিতঃ ।

বিহঙ্গমাদায়া দেবাশ্চ তেষামিস্তো বৃষঃ স্মৃতঃ ॥ ১০১

একাদশতমাঃ প্রোক্তাঃ শৃণু ষাদশমানুধা । ঋতুনায়া চ তত্রৈক্ষো হরিভাদ্যাস্থথা সুরাঃ ॥১০২
 সুরামাণাদয়ৌ দেবাস্ত্রয়োদশতমাঃ স্মৃতাঃ । দিবস্পজ্জির্মহাবীৰ্য্যাস্তেষামিস্তঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ ॥১০৩

চতুর্দশ চাক্ষুষাদায়া দেবা ইক্ষ্বঃ শচিঃ স্মৃতঃ ॥ ১০৪

এবং তে মনবঃ প্রোক্তা দেবা ইক্ষ্বাক্ষ তত্বতঃ । একস্মিন্ ব্রহ্মদিবসে স্বাধিকারান্ প্রভুঞ্জতে ॥
 লোকেশসর্ষসর্গেন্দ্র হৃষ্টিরেবংবিধা স্মৃতা । কর্তারো বহবঃ সন্তি তৎসংখ্যা বেত্তি কো দিবি ॥
 মস্মি স্থিতে বিষ্ণুলোকেব্রহ্মাণৌবহবোগতাঃ । তেষাং সংখ্যাং ন সংখ্যাতুং শক্তোহস্ম্যদিতিক্রৌঞ্চম
 অর্গলোকং মস্মি প্রাপ্তে যাবৎকালং শৃণু মে । চত্বারো মনবোহতীতা মম ক্রীড়াতিবিস্তরা ॥
 স্বাতিব্যাক্ষ ময়াক্রৌঞ্চ যুগকোটিসমং প্রভো । ততঃ পরং গমিষ্যামি কশ্মভূমিং শৃণু মে ॥ ১০৯
 ময়া কৃতঞ্চ সূকৃতং বদামি তব পতিত । বদন্তীং শৃণ্বতাক্ষেব সর্ষপাপপ্রণাশনম্ ॥ ১১০
 অহমাসং পুরা শক্ গৃধ্রঃ পাপাবশেষতঃ । স্থিতশ্চ ভূমিভাগে বৈ অহমধ্যামিষভোজনঃ ॥১১১
 একদাহং বিষ্ণুগৃহপ্রাকারে সংস্থিতঃ প্রভো । পতিতো ব্যাধশস্ত্রেন গচ্ছন বিকোণ্ঠহাসিতঃ ॥১১২
 মস্মি কঠগতপ্রাণে ভয়কো মাংসলোলুপঃ । জগ্রাহ মাং স্ববক্ত্রেণ ষ্ঠিতিরৌরভিদ্ৰতঃ ॥ ১১৩
 নয়মাং সমুথেনৈব ভীতোহশ্মৈর্ভবকৈকস্তুথা । গতঃ প্রদক্ষিণাকারং বিকোন্ত্যস্মিন্নিরং প্রভো ॥১১৪
 তেনৈব তুষ্টিমাপনৌ অন্তরাখ্য জগদ্রয়ঃ । মম চাপি পুনশ্চাপি দত্তবান্ পরমং পদম্ ॥ ১১৫
 প্রদক্ষিণাকারতয়া গতশ্চাপীদৃশং ফলম্ । সংপ্রাপ্তং বিবুধপ্রৈর্ষ কিং পুনঃ সমাগচ্ছনাং ॥ ১১৬
 ইতুাক্তো দেবরাজস্ত সুধর্ষেণ মহামনা । মনসা ক্রীতিমাপনৌ হরিপূজারতোহভবঃ ॥ ১১৭
 অদ্যাপি নির্জরাঃ সর্ষে ভারতে জন্মনিপ্সবঃ । সমর্চয়ন্তি বিবুধা নারায়ণমনাময়ম্ ॥ ১১৮
 যে বজন্তি সদা ভক্তা নারায়ণমনাময়ম্ । তানর্চয়ন্তি সততং ব্রহ্মাদায়া দেবতাগণাঃ ॥ ১১৯

নারায়ণানুস্মরণাদ্যতীনাং মহাত্মনাং তাক্ষপরিগ্রহণাম্ ॥

কথাঃ ভবতুপ্রভবস্ত বহুসুৎসম্বলুকা অপি মুক্তিভাজাঃ ॥ ১২০

যে মানবাঃ প্রতিদিনং পরিযুক্তসঙ্গা নারায়ণং গুরুভবাহনমর্চয়ন্তি ।

তে সর্ষপাপনিচয়ৈঃ পরিমোচিতাশ্চ বিশেষঃ পদং শুভভরং প্রতিযান্তি সৃষ্টাঃ ॥১২১

যে মানবা বিগতরাগপরাপরজ্ঞা নারায়ণং স্মরন্তকং সততং অরন্তি ।

ধ্যানেন তেষাং হতকিল্বিববেদনাস্তে মাতুঃ পয়োধররসং ন পুনঃ পিবন্তি ॥১২২

যে মানবা হরিকথাশ্রবণাস্তদোষান্তঃপাদপদ্মবিনিবেশিতমামসাক্ষ ।

তে বৈ পুনস্তি জগতাঃ স্রবণাচ্চ সঙ্গাঃ সন্তাষণাদপি ততো হরিরেব পূজাঃ ॥ ১২৩
হরিপূজাপরা যত্র মহাত্তমঃ শুদ্ধবুদ্ধয়ঃ । তত্রৈব সকলং ভদ্রং যথা নিম্নে জগৎ সিজাঃ ॥ ১২৪
হরিরেব পরো বন্ধুর্হরিরেব পরা গতিঃ । হরিরেব পরঃ পূজ্যো যতশ্চৈতন্যকারণম্ ॥ ১২৫
স্বর্গাপবর্গকলদং সদানন্দং নিরাময়ম্ । পূজয়ন্তঃ বিজ্ঞশ্রেষ্ঠাঃ পরং শ্রেয়ো ভবিষ্যতি ॥ ১২৬
পূজয়ন্তি হরিং যে তু নিকামাঃ শুদ্ধমানসাঃ । তেষাং বিষ্ণুঃ প্রসন্নাত্মা সর্কান্ কামান্ প্রদাক্ষতি
শৈশবতচ্ছায়াপি পঠেদ্য সুসমাहितঃ । সংপ্রাপ্নোত্যমেষশ্চ ফলং বিবুধসত্তমাঃ ॥ ১২৮
ইতোত্তমঃ সমাখ্যাতঃ হরিপূজাকলং সিজাঃ । সঙ্কোচবিস্তারাত্মকং কিমকং কথয়ামি বঃ ॥ ১২৯
ইতি শ্রীমহানারদীয়ে পুরাণে হরিভক্তিমাহাত্ম্যাবর্ণন নাম সপ্তত্রিংশোধ্যায়ঃ ॥ ৩৭ ॥

অষ্টত্রিংশোধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ ।

সংখ্যাতঃ ভবতা সর্কৈঃ সূত তত্বার্থকোবিদ । ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামো যুগান্নাং দ্বিতিলক্ষণম
সূত উবাচ ।

সানু সাধু মহাপ্রজ্ঞা যুগং লোকোপকারিণঃ । যুগধর্ম্মান্ প্রবক্ষ্যামি সর্কৈলোকোপকারকান্ ॥ ২
ধর্ম্মা বিবুদ্ধিমায়ান্তি কালে কস্মি শ্চিহ্নতমাঃ । তথা বিনাশমায়ান্তি ধর্ম্মা এব মণীতলে ॥ ৩
কৃত্য ত্রেতা স্বাপরশ্চ কলিশ্চৈতি চতুষ্টয়ম্ । দিব্যোদ্যাদিশক্তিভির্জেষ্টে মহামৈশ্বর্য্যমুদিতম্ ॥ ৪
সঙ্কাসঙ্ক্যাংশযুক্তানি যুগানি সদৃশানি বৈ । কালতো বেদিতব্যানি ইতোহস্তত্বদর্শিনঃ ॥ ৫
যাদ্যং কৃতযুগং প্রোহস্তত্বজ্ঞেতাভিধায়িনম্ । ততশ্চ স্বাপরং প্রোহঃ কলিমন্তা বিহুঃ কমাঃ ॥ ৬
দেবদানবগন্ধর্কসঙ্করাঙ্কমপন্নগাঃ । ইমে কৃতযুগে বিপ্রাঃ সর্কৈ দেবসমাঃ সূতাঃ ॥ ৭
সর্কৈ জগীশ্চ ধর্ম্মিষ্ঠা ন তত্র ক্রয়বিক্রয়ো । বেদান্যে বিভাগশ্চ ন যুগে কৃতযুগং জ্ঞে ॥ ৮
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাঃ স্বাচারতৎপর্য্যাপরাঃ । সদা নারায়ণপরাস্তপোবানপরায়ণাঃ ॥ ৯
কামাদিদোষনির্ম্মুক্তাঃ শমাদিশুণ্ডতৎপর্য্যাপরাঃ । আশ্রমাচারনিরতা গত্যুগা সদাভিকার্য্য ॥ ১০
সন্তাষাকারতাঃ সর্কৈ চতুরাশ্রমধর্ম্মিণঃ । বেদাধ্যয়নসম্পন্ন্যঃ সর্কৈশাস্ত্রবিচক্ষণাঃ ॥ ১১
চতুরাশ্রমযুক্তেন কর্ম্মণা কালনোনিবা । অকামকলমযোগাঃ প্রযান্তি পরম্য্য গতিম্ ॥ ১২
নারায়ণঃ কৃতযুগে শুক্লবর্ণঃ সুনির্ম্মলঃ । ত্রেতাধর্ম্মান্ প্রবক্ষ্যামি শুদ্ধদেব সুসমাধিতাঃ ॥ ১৩
ধর্ম্মঃ পাদোনতাঃ যতি ত্রেতায়াঃ বিবুধম্ভাঃ । হরিস্ত বক্তৃত্য্য যতি কিমিৎকেশাখিতা নরাঃ
ক্রিয়ায়োগরতাঃ সর্কৈ যজ্ঞকর্ম্মসু নিষ্ঠিতাঃ । সন্তাষতা ধ্যানপরা দানাদানপরায়ণাঃ ।

দ্বিপাদোনগতে ধর্ম্মে দাপরে চ যুগীপর্য্যাপরাঃ ॥ ১৫

পীতবর্ণ হরির্গতি বেদশ্যপি বিভূজাতে । অসত্যনিরতশ্যপি বঃ কচ্চিদপি বর্ত্ততে ॥ ১৬
ব্রাহ্মণাদ্যাশ্চ বর্ণাশ্চ কিমিভ্যাগাদিহুর্ভুগাঃ । কেচিৎস্বর্গোপভোগার্থং বিপ্রা যজ্ঞান্ প্রদর্ক্যতে ॥ ১৭
কেচিক্রনাদিকামাশ্চ কেচিৎ কল্যণচেতসঃ । ধর্ম্মাধর্ম্মৌ প্রবর্ত্তেতাং স্বাপরে বিপ্রসত্তমাঃ ॥ ১৮

অধৰ্ম্মাঃ প্রভাবেন কীর্ত্তেহত্ব প্রজাস্থা । অন্নায়ুসো ভবিষ্যন্তি কেচিচ্চাপি মুনীশ্বরাঃ ॥ ১৯
কেচিৎপুণ্যপরাবৃদ্ধী অশ্রুয়াং কুর্সতে সদা । কলেঃ দ্বিভিঃ প্রবক্ষ্যামি শৃণুধ্বং সূমম্ভিতাঃ ॥ ২০
ধৰ্ম্মঃ কলিযুগে প্রাপ্তে ত্রিপাদোনঃ প্রবর্ত্ততে । তামসং যুগমামাদা হরিঃ কৃষ্ণভাগতঃ ॥ ২১
যঃ কচ্ছিদপি ধৰ্ম্মায়া যজ্ঞঃ দানং করোতি চ । যঃ কচ্ছিদপি ধৰ্ম্মায়া ক্রিয়াযোগরতো ভবেৎ
নরঃ ধৰ্ম্মরতঃ দৃষ্টো মর্কসেহশ্রুয়াং প্রকুর্সতে । ব্রতচারীঃ প্রবৃদ্ধি দানযজ্ঞাদয়স্তথা ॥ ২৩
উপদয়া ভবিষ্যন্তি চাধৰ্ম্মাঃ প্রবর্ত্তনান্ । অশ্রুয়ানিরতাঃ মর্কসে দস্তাচারপরায়ণাঃ ।

প্রজাশ্চান্নায়ুসঃ মর্কসী ভবিষ্যন্তি কলৌ যুগে ॥ ২৪

অথ উচুঃ ।

যুগধৰ্ম্মাঃ সমাগাতাশ্চয়া মর্কসেপেতো যুগে । কলিঃ বিস্তরতো ক্রুহি হং 'হি মর্কসবিদাঃ বরঃ ॥
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চ মুনিসত্তম । কিমাতারাঃ কিমাতারা ভবিষ্যন্তি বদস্ব নঃ ॥ ২৬
সূত উবাচ ।

শৃণুধ্বং মুনয়ঃ মর্কসে মারদেন মহাত্মনা । মনঃকুমাঃমুনয়ে কথিতং বহুদামি তৎ ॥ ২৭
মর্কসে ধৰ্ম্মা বিনশ্যন্তি কৃষ্ণে কৃষ্ণভাগতে । তস্যাং কলিমর্হাঘোরঃ মর্কসপাশস্ত সাধকঃ ।

ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রা ধৰ্ম্মপরাজ্জনাঃ ॥ ২৮

যোরে কলিযুগে প্রাপ্তে দ্বিজা বেদপরাজ্জনাঃ । ব্যাধধৰ্ম্মরতাঃ মর্কসে দস্তাচারপরায়ণাঃ ॥ ২৯
লোলুপাশ্চ কৃতঘ্নাশ্চ তথা বৈ ভণ্ডকা নরাঃ । অতঃ শল্লায়ুসঃ মর্কসে ভবিষ্যন্তি কলৌ যুগে ॥ ৩০
অন্নায়ুঃশ্রুয়াণাং ন বেদগ্রহণং দ্বিজাঃ । বিদ্যাগ্রহণশূন্যহাদধৰ্ম্মো বর্ত্ততে পুনঃ ॥ ৩১
ব্রাহ্মণেন প্রজাঃ মর্কসী ম্রিয়ন্তে পাপভংগরাঃ । ব্রাহ্মণাদ্যাস্থা বর্গাঃ মর্কসীভ্যন্তে পরম্পরম্ ॥ ৩২
কামকোষপরা যচা রথাহকারনীড়িতাঃ । বন্ধবৈরা ভবিষ্যন্তি পরস্পর বনলিপ্সবঃ ॥ ৩৩
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ মর্কসে ধৰ্ম্মপরাজ্জনাঃ । অন্নায়ুশ্চ ভবিষ্যন্তি উপঃসত্যবিবর্জিতাঃ ॥ ৩৪
মর্কসে কনা দয়ালীনা দাক্ষিণ্যবিবর্জিতাঃ । উত্তমা নীচতাং বাস্তি নীচাশ্চোত্তমতাং তথা ॥
যাজ্ঞানশ্চান্ননিরতাস্থা লোভপরায়ণাঃ । ধৰ্ম্মকঙ্কসংবাতা ধৰ্ম্মবিক্ষংসকারিণঃ ॥ ৩৬

অগ্নিন্ কলিযুগে যোরে মর্কসাধৰ্ম্মমম্বিতে । যো যো রথাস্থনাগাঢ়াঃ স স রাজা ভবিষ্যতি ॥ ৩৭

কিঙ্করাশ্চ ভবিষ্যন্তি শূদ্রাণাঞ্চ দ্বিজাতয়ঃ । ধৰ্ম্মস্ত্রিয়ং ন গচ্ছন্তি পতয়ো জারলক্ষণাঃ ॥ ৩৮

দ্বিযন্তি পিতরং পুত্রা ভুংকং শিষ্যা বিবন্তি চ । পতিব বনিতা দ্বেষ্টি কৃষ্ণে কৃষ্ণভাগতে ॥ ৩৯

লোভাভিভূতমনসঃ মর্কসে হৃক্ণনীলিনঃ । পরান্নলোলুপা নিতরং ভবিষ্যন্তি দ্বিজাতয়ঃ ॥ ৪০

পরস্ত্রীনিরতাঃ মর্কসে পরদ্রব্যপরায়ণাঃ । মংস্ত্র্যামিষেণ জীবন্তি হৃষ্টা চাপ্যজাবিকাঃ ॥ ৪১

যোরে কলিযুগে প্রাপ্তে নরং ধৰ্ম্মপরায়ণম্ । অশ্রুয়ানিরতাঃ মর্কসে উপহাসং প্রকুর্সতে ॥ ৪২

মল্লিকীরে বন্ধহালৈর্বাপরিবাস্তি চৌষধীঃ । অন্নমল্লং কলং তামারং ভবিষ্যন্তি কলৌ যুগে ॥ ৪৩

বেষ্টালাবণাশীলেযু স্পৃহাং কুর্সন্তি যোষিতঃ । ধৰ্ম্মবিরা ভবিষ্যন্তি জিয়ঃ স্বপুরুষেষু চ ॥ ৪৪

প্রায়শঃ কুপনানাক বধূনাঃ তথা দ্বিজাঃ । নাধূনাং বিধবানাক বিত্তাশ্চপহন্তি চ ॥ ৪৫

ন ব্রতানি চরিত্যন্তি ব্রাহ্মণা বেদনিন্দকাঃ । ন যজ্ঞান্তি ন হোম্যন্তি হেতুবাদৈর্বিনাশিতাঃ ॥ ৪৬

দ্বিজাঃ কুর্সন্তি দস্তার্থং পিতৃযজ্ঞাদিকাঃ ক্রিয়াঃ । অপাত্রেষু চ দানানি কুর্সন্তি চ তথা নরাঃ ॥

ক্ষীরোপায়নিষিদ্ধেন গোষু প্রীতিকু কুর্সতে । ন কুর্সন্তি তথা বিধাঃ স্নানশৌচাদিকাঃ ক্রিয়াঃ

অকালবর্ষনিরতাঃ কূটযুক্তিবিশারদাঃ । দেবনিন্দাপরাক্ষৈব বিপ্রনিন্দারতাস্থথা ।

ন কস্মচিদভিমতো বিফুভক্তিপরাস্থথা ॥ ৪৯

দেবপূজাপরানুদৃষ্টা উপহাসং প্রকুর্কতে । বরন্তি চ দ্বিজানৈব ধনার্থং রাজকিন্ধরাঃ ।

ভাড়রন্তি চ বিপ্রেষ্টাঃ কৃক্ষে কৃকদ্যমাগতে ॥ ৫০

দানযজ্ঞরূপাদীনাং বিক্রীণন্তে ফলং দ্বিজাঃ । প্রতিগ্রহং প্রকুর্কন্তি চাতালাদেবাপি দ্বিজাঃ ॥ ৫১

কলেঃ প্রথমপাদেহপি বিনিদন্তি হরিং নরাঃ । গুণান্তেহপি হরেনাম নৈব কশ্চিৎপ্রিয়তি ॥

গৃহদ্বীপনিরতা বিবদামলোলুপাঃ । শূদ্রান্নতোগনিরতা ভবিষ্যন্তি কলৌ দ্বিজাঃ ॥ ৫৩

কুঠকৈরক্ষরৈস্তত্র হেতুবাদবিশারদৈঃ । পায়ত্তিনো ভবিষ্যন্তি চাতুর্যপ্রমানিন্দকাঃ ॥ ৫৩

ন চ দ্বিজাতিশুদ্ধাঃ ন স্ববর্ষপ্রবর্তনম্ । করিয়াতি তদা গৃহা প্রবজ্জালিঙ্গিনোহবমাঃ ॥ ৫৫

শূদ্রা বর্ষান্ প্রবক্ষ্যন্তি কূটযুক্তিবিশারদাঃ ॥ ৫৬

অশৌচযুক্তমভয়ঃ পরপকারভোজিনঃ । ভবিষ্যন্তি চাতুর্যানঃ শূদ্রাঃ প্রবজ্জিতাস্থথা ॥ ৫৭

উৎকোচজীবিনস্তত্র মহাপাপরতাস্থথা । ভবিষ্যন্ত্যেব পায়ত্তাঃ কাপালা ভিক্ষবস্তথা ॥ ৫৮

ধর্মবিধ্বংসনীলানাং দ্বিজানাং বিপ্রমত্তনাঃ ॥ ৫৯

এতে চাত্রে চ বহবঃ পায়ত্তা বিপ্রমত্তমাঃ । ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া ইব চ । ভবিষ্যন্তি কলৌ যুগে ॥ ৬০

গীতবাদ্যপরা বিপ্রা বেদদেবপরাঙ্গুথাঃ । ভবিষ্যন্তি কলৌ প্রাপ্তে শূদ্রমার্গপ্রবর্তিনঃ ॥ ৬১

অন্নদ্বাং বৃথালিঙ্গ্য বৃথাহঙ্কারদুযিতাঃ । হর্তারো ন চ দাতারো ভবিষ্যন্তি কলৌ যুগে ॥ ৬২

প্রতিগ্রহপরা নিতাঃ জগদ্বার্গগৌলিনঃ । আক্লান্তিপর্যঃ সর্গে পরনিন্দাপরাস্থথা ॥ ৬৩

বিধাসহীনাঃ পিশুনা বেদদেবদ্বিজাতিষু । খন্দংকৃতোক্তিবস্তানো বহুদেবরতাস্থথা ॥ ৬৪

পরমায়ুক্ত ভবিতা তদা বয়ানি যোড়শ । তত্রঃ প্রাণান্ প্রচাশ্যন্তি কৃক্ষে কৃকদ্যমাগতে ॥ ৬৫

পঞ্চমে বাথ যন্তে বা বনে কণ্ঠা প্রস্রতে । মলব্যাশ্চিহ্নদর্শাঃ প্রযাশ্চ্যন্তি নরাস্থথা ॥ ৬৬

স্বকর্মভ্যাগিনঃ সর্গে কৃতরা তির্যগুগঃ । যাচকাঃ পিশুনাশ্চৈব ভবিষ্যন্তি কলৌ যুগে ॥ ৬৭

পর্যাপমাননিরতা অক্লান্তিপরায়ণাঃ । পরস্বচরণোপায়চিন্তকাঃ সন্মদা জনাঃ ॥ ৬৮

অত্যাশ্লাদপরাস্তত্র ভুঞ্জতে পরবেশ্যনি । তথৈব নিন্দাপরতা বৃথাভিশাস্তিনো জনাঃ ॥ ৬৯

নিন্দাং কুর্কন্তি সততং পিতৃমাতৃহৃতেষু চ । বদন্তি বাচা ধর্ম্যাশ্চ চেতসা পাপলোলুপাঃ ॥ ৭০

ধনবিদ্যাবরোমতাঃ সর্গদুঃখপরায়ণাঃ । ব্যাধিতক্ষরদুর্ভিক্ষৈঃ পীড়িতা অতিমায়িনঃ ॥ ৭১

প্রদ্বিষন্তি তথৈবাশ্রমবিচার্য সুহৃদুতম্ । ছাদয়ন্তি প্রযত্নেহ স্বদোষং পাপকর্মণঃ ॥ ৭২

স্বমার্যং হৃদ্বতাঃ সমাগু বিবৃণন্তি নরাধমাঃ । ধর্মমার্গপ্রণেতাঃ তিরস্কুর্কন্তি পাপিনঃ ॥ ৭৩

ধর্মকাধারতথৈব বৃথা বিপ্রতিণো জনাঃ । ভবিষ্যন্তি কলৌপ্রাপ্তে রাজানো লোচ্ছজাতয়ঃ ॥ ৭৪

শূদ্রা ভৈক্ষ্যরতাক্ষৈব তেষাং শুশ্রূষবো দ্বিজাঃ । দ্বিজাশ্চ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ গৃহাশ্চাত্মাশ্চ জাতয়ঃ ॥ ৭৫

অত্যন্তকামিনঃ সর্গে সন্মদীযান্তে পরস্পরম্ ॥ ৭৫

ন শিষ্যো ন গুরুঃ কশ্চিন্ন পুত্রো ন পিতা তথা । ন ভাব্যা ন পতিশ্চৈব ভবিতা তত্র সন্ধরে ॥

কলৌ যুগে ভবিষ্যন্তি ধনাঢ্যা অপি যাচকাঃ । রসবিক্রয়িণশ্চৈব ভবিষ্যন্তি দ্বিজাতয়ঃ ॥ ৭৬

ধর্মকঙ্কসংবীতা যুনিবেশধরা দ্বিজাঃ । অপণাবিক্রয়রতা ভবিষ্যন্তি দ্বিজাতয়ঃ ॥ ৭৮

বেদনিন্দাপরাক্ষৈব ধর্মশাস্ত্রবিনিন্দকাঃ । শূদ্রদৃগ্যা চ জীবন্তি দ্বিজা মরকভাগিণঃ ॥ ৭৯

অনার্যুষ্টিভয়প্রাপ্তা গগনাসক্তদৃষ্টয়ঃ । ভবিষ্যন্তি তদা সর্কে জনাঃ ক্ষুদ্রকাতরাঃ ॥ ৮০
 কন্দর্পকলাহারান্তাপসী ইব মানবাঃ । আত্মানং যাতরিস্যন্তি অনার্যুষ্টিভয়ংখিতাঃ ॥ ৮১
 কামার্ভাঃ স্বদেহান্চ বহ্নরাশনভংগরাঃ । কলৌ সর্কে ভবিষ্যন্তি অন্নভাগ্যা বহ্নজাঃ ॥ ৮২
 শূদ্রস্বীপোষণপরা বেষ্টানাবণানীলিনঃ । ঋতিবাক্যমনাদৃতা সদা স্বগ্রহভংগরাঃ ॥ ৮৩
 দুঃশীনা দুষ্টনীলেষু করিস্যন্তি সদা স্পৃহাঃ । অসদৃশ্য ভবিষ্যন্তি পুরুষে কুলাঙ্গনাঃ ॥ ৮৪
 পুরুষানুভাষিণো দেহসংস্কারবর্জিতাঃ । বাচানাং ভবিষ্যন্তি কলৌ প্রাপ্তে চ ঘোষিতাঃ ॥ ৮৫
 নগরেষু চ গ্রামেষু প্রাকারেদধিকা জনাঃ । চৌরাদিভয়ভীতান্চ কাষ্ঠবস্ত্রাণি কুর্কতে ॥ ৮৬
 দুর্ভিক্ষকরনীড়াভিরভীতবোপদ্রুতা জনাঃ । গোধূমাঢ্যং যবান্নাঢ্যং দেশং যাস্যন্তি দুঃখিতাঃ ॥ ৮৭
 নিধায় জদি কর্ণাণি প্ৰরয়ন্তি বচঃ শুভম্ । স্বকার্য্যসিদ্ধিপরিষ্যন্তং বন্ধুভ্যং কুর্কতে জনাঃ ॥ ৮৮
 ভিক্ষবস্ত্রাপি মিত্রাদি স্নেহসম্বন্ধযজ্জিতাঃ । অনোপাধিমিমিত্তেন শিয়ান্ গৃহুন্তি ভিক্ষবঃ ॥ ৮৯
উভাভ্যামপি হস্তাভ্যাং শিরঃকণ্ঠয়নং স্থিয়ঃ । কুপভোয়া শুক্লভূতং গামাজ্জাং ভৎসন্ত্যানাদৃতাঃ
পাপজালেন নিরতাঃ পাষণ্ডজনগন্ধিনঃ । যদা দ্বিজা ভবিষ্যন্তি তদা বুদ্ধিং গতঃ কলিঃ ॥ ৯১
 যদা যদা ন যক্ষ্যন্তি ন হোষ্যন্তি দ্বিজাতয়ঃ । তদা তদা কলৌ ক্লিরনুমেষা বিচক্ষণৈঃ ॥ ৯২
 অধর্ম্মবুদ্ধির্ভবিতা বালমূহুরপি দ্বিজাঃ । সর্কধর্ম্মেষু নষ্টেষু যাতি নিঃশ্রীকতাং জগৎ ॥ ৯৩
 এবং কলৈঃ স্বরূপা কথিতাঃ দ্বিজমন্তমাঃ । হরিভক্তিপরাণাং ন কলির্বাধতে কচিৎ ॥ ৯৪
 তপাঃ পরং কৃত্যুগে জ্ঞেতাস্যং ধ্যামমেব হি । দ্বাপরে জ্ঞানমেবাহর্দানমেকং কলৌ যুগে ॥ ৯৫
 যৎকৃতে দশভির্বৈধেন্নেতাস্যং হায়নেহপি তৎ । দ্বাপরে তচ্চ মামেন চাহোরাত্রৈব তৎকলৌ ॥ ৯৬
 ধ্যায়নুকৃতে যজুশ্বজ্ঞেন্নেতাস্যং দ্বাপরেহর্চ্চয়ন । যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সঙ্কীর্ত্তাকেশব
 অহোরাত্রং হরেনাম কীর্ত্তয়ন্তি চ যে নরাঃ । কুর্কন্তি হরিপূজাং ন কলির্বাধতে হি তান্ ॥ ৯৮
 নমোনারায়ণায়ৈতি কীর্ত্তয়ন্তি চ যে নরাঃ । নিকামা বা সিকামা বা ন কলির্বাধতে হি তান্ ॥ ৯৯
 হরিনামপরা যে তু দোবে কলিযুগে দ্বিজাঃ । ত এব কৃতকৃত্যান্চ ন কলির্বাধতে হি তান্ ১০০
 শিবপূজাপরা যে তু শিবনামপরায়ণাঃ । ত এব শিবতুল্যান্চ যোরে কলিযুগে দ্বিজাঃ ॥ ১০১
 নমস্তজগদাধারং পরমাত্মস্বরূপিণম্ । যোরে কলিযুগে প্রাপ্তে বিষ্ণুং ধ্যায়ন ন সীদতি ॥ ১০২
 পরমার্থমশেষস্ত জগত্তামাদিকারণম্ । শরণ্যং শরণং যাভো গোবিন্দং নাববসীদতি ॥ ১০৩
 হরত্যশ্বমশেষং হরিঃ অঙ্কাবেতাং দ্বিজাঃ । তমাদিদেবমজরং নরো ধ্যায়ন ন সীদতি ॥ ১০৪
 অহোহতীব সভাগ্যান্তে সফ্রা কেশবার্জকাঃ । যোরে কলিযুগে প্রাপ্তে সর্কধর্ম্মবিবর্জিতে ॥ ১০৫
 নানাতিরিক্ততা সিদ্ধা কলৌ বেদোক্তকর্ম্মণাম্ । হরিস্মরণমেবাত্ম সম্পূর্ণকলদায়কম্ ॥ ১০৬
 হরে কেশব গোবিন্দ বাসুদেব জগন্ময় । ইতীরয়ন্তি যে নিত্যং ন তে কৃতার্থা ন সংশয়ঃ ॥ ১০৭
 শিব শঙ্কর রুদ্রেশ নীলকণ্ঠ ত্রিলোচন । ইতীরয়ন্তি যে নিত্যং ন হি তান্ বাধতে কলিঃ ॥ ১০৮
 মহাদেব বিরূপাক্ষ গঙ্গাধর মৃড়াব্যয় । ইতীরয়ন্তি যে নিত্যং তে কৃতার্থা ন সংশয়ঃ ॥ ১০৯
 জনার্দন জগন্নাথ শীতান্ববধরাচ্যুত । ইতীরয়ন্তি যে নিত্যং তে কৃতার্থা ন সংশয়ঃ ॥ ১১০
 সংসারে ভ্রমতাং লভ্যা পুত্রদারিণ দয়ঃ । যোরে কলিযুগে প্রাপ্তে হরিভক্তিঃ সুহৃৎ ॥ ১১১
 সমংকুশার উবাচ ।

মতামুজং মহাভাগ ত্বয়া কারুণ্যবারিধে । পুনঃ শৃণোমি বিশেষতঃ তথাপি বদতাং বর ॥ ১১২

ত এব মুনিশার্দ ল পাষণ্ড বেদনিন্দকাঃ । সম্যক্প্রজ্ঞাবিহীনাশ্চ ইতি পূৰ্ণঃ দ্বয়োদ্বিভূতঃ ১১৩
অধৰ্মনিরতানাঞ্চ যাতনাঃ পরিকীর্তিতাঃ । ঘোরে কলিযুগে প্রাপ্তে বেদমার্গবহিকৃতে ॥ ১১৪
পাষণ্ডঃ এমিহ বৈ সৰ্বেষাং পরিকীর্তিতম্ । ঘোরে কলিযুগে ব্রহ্ম জ্ঞানাতঃ পাপকৰ্মণাম্ ।

মনঃশুদ্ধিবিহীনানাং নিকৃতিশ্চ কথং ভবেৎ ॥ ১১৬

মনঃশুদ্ধিবিহীনহাদিপ্রাদীনাঞ্চ সত্তম । স্বকৰ্ম্মাণি ন সিধ্যন্তি তেষাং কা গতিরুত্তমা ॥ ১১৬

নারদ উবাচ ।

মাধু নাধু মহাপ্রাজ্ঞ লোকানুগ্রহতঃপর । উপাস্তব বক্ষ্যামি শৃণু স্মৃণুমাহিতঃ ॥ ১১৭
এবক্ষ্যামি সমাসেন সৰ্বশাস্ত্রমুনিশ্চিতম্ । শুদ্ধাদ্ভুততরৈশ্চ গৰ্ভলোকোপকারকম্ ॥ ১১৮
দৈবাধীনমিদং সৰ্বং জগৎ স্বাবরজস্বমম্ । যথৈব প্রেরিতং তেন তথৈব ঘটতে জগৎ ॥ ১১৯
শক্তিভঃ সৰ্বকৰ্ম্মাণি বেদোক্তানি সমাচরেৎ । তাস্তপয়েমহাবিশ্বো নারায়ণপরায়ণঃ ॥ ১২০
গমর্পিতানি কৰ্ম্মাণি মহাবিশ্বোঃ পরাত্মনঃ । সম্পূৰ্ণতাং প্রযাত্যেব হরিশ্রবণমাত্মতঃ ॥ ১২১
ঘোরে কলিযুগে প্রাপ্তে হরিরেব পরা গতিঃ । মহারিষ্টোপশান্তার্থং হরিভক্তিঃ কলৌ যুগে ১২২
হরিভক্তিরতানাঞ্চ পাপবন্ধো ন জায়তে । হরিশ্রবণনিষ্ঠানাং শিবমামরতাশ্রয়াম্ ॥

সত্যং সমস্তকৰ্ম্মাণি যাতি সম্পূৰ্ণতাং বিজ্ঞাঃ ॥ ১২৩

অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং হরিভক্তিরতাত্মনাম্ । ত্রিদশৈরপি পূজ্যন্তে কিমশৌৰ্বহভাষিতৈঃ ১২৪
তস্মাৎসমস্তলোকানাং হিতমেব ময়োচ্যতে । হরিনামপরামর্তানু ন কলির্বাধতে কচিৎ ॥ ১২৫
হরেন্নামৈব নামৈব নামৈব মম জীবনম্ । কলৌ নাম্যেব নাম্যেব নাম্যেব গতিরশ্রুতী ॥ ১২৬

সুত উবাচ ।

এবং সনৎকুমারস্ত নারদেন মহাত্মনা । সম্যক্প্রবোধিতঃ সত্যং পরাং নিক্সতিমাপ হ ॥ ১২৭
তস্মাচ্ছ্রুত বিপ্রেন্দ্রা হরিনিষ্ঠিতমানসাঃ । প্রযান্তি পরমং স্থানং পুনরাবৃতিহীনভম্ ॥ ১২৮
ঘোরে কলিযুগে প্রাপ্তে হরিনামপরায়ণাঃ । সমস্তপাপনির্মুক্তা যান্তি পুরমাং গতিম্ ॥ ১২৯
হরিপূজাপরাণাঞ্চ শিরপূজারতাত্মনাম্ । নানাতিরিক্ততা ন স্ত্যং সৰ্বকৰ্ম্মসু পতিতাঃ ॥ ১৩০
সকৃদ্ধ্কারয়ন্ত্যেব হরেন্নাম কলৌ যুগে । তে কৃতার্থা মহাত্মানস্তেষাং নিতাং মমো নমঃ ॥ ১৩১
ইতোতদ্বঃ সমাখ্যাতং নারদেন প্রত্যাহিতম্ । সনৎকুমারমুনয়ে ব্রহ্মনারদসংজিতম্ ॥ ১৩২
সৰ্বপাপহরং পুণ্যং সৰ্বদুঃখনিবারণম্ । সমস্তপুণ্যফলদং সৰ্ববল্লভকলপ্রদম্ ॥ ১৩৩
যে পঠন্ত্যত্র বিবুধাঃ শ্লোকং শ্লোকাক্ষমেব বা । ন তেষাং পাপবন্ধস্ত কদাচিদপি জায়তে ১৩৪
যে চাত্মব্যাপারপঠনং কুৰ্বন্তি সকৃদপ্যত । তে যাতি বিবুধশ্রেষ্ঠা জ্যোতিষ্টোমফলং বিজ্ঞাঃ ১৩৫
বিকর্পিতমিদং পুণ্যং পুরাণং সৰ্বকামদম্ । ভক্ত্যা বদন্তি শ্রুতি তেষাং পুণ্যফলং শৃণু ॥ ১৩৬
শতজন্মার্জিতৈঃ পাপৈঃ সদ্য এব বিমোচিতাঃ । সহস্রকলসংযুক্তাঃ প্রযান্তি পরমং পদম্ ॥ ১৩৭
কিং তীর্থৈর্বা এদানৈর্বা কিং ভূপোতিঃ কিমধ্বরৈঃ । অহঙ্কহনি গোবিন্দঃ তস্যহেন শৃণুতাম্ ॥
কিং পুত্রদারৈঃ কিং ভূত্যৈঃ কিং মিত্রক্লেত্রবান্ধবৈঃ । অহঙ্কহনি গোবিন্দঃ কীর্তয়ন্ত্যশ্রুতাম
এতৎপবিত্রমারোগাং বন্যং দুঃখপ্রণাশনম্ । যেষাং গৃহেষু লিখিতং বর্ততে তৎফলং শৃণু ॥ ১৪০
ন বাধন্তে এহান্তত্র ভূতবেতালকাদয়ঃ । তত্রৈব সৰ্বপ্রেরাংসি বর্জন্তে চ দিনে দিনে ॥

ন চাশ্রির্বাধতে তত্র ন চৌরাদিতয়ঃ তথা ॥ ১৪১

গবাঃ কোটিমহশ্বক যো দদাতি কুটুম্বিনে । তৎফলং সমবাপ্নোতি ষড্ভাষ্যায়ন্ত পাঠনাং ॥ ১৪২
 গঙ্গাস্নানশতং কৃতা জ্যোতিষ্ঠোমশতং তথা । যৎফলং সমবাপ্নোতি দশাধ্যায়ন্ত পাঠনাং ॥ ১৪৩
 ষড্ভা তৎপঠতে শাস্ত্রং শৃণুয়াদ্বিষ্ণুতৎপরঃ । তন্তু পূণ্যফলং বক্ষ্যে শৃণুধ্বং সুসমাহিতাঃ ॥ ১৪৪
 শতজগার্জিতৈঃ পাপৈঃ সদা এব বিমুচ্যতে । শতবংশমমেতন্ত দেহান্তে মোক্ষমাপ্নুয়াৎ ১৪৫
 যঃ পঠেৎপ্রাতঃকথায় যদত্র শ্লোকবিশতিম্ । জ্যোতিষ্ঠোমফলং সত্যং গঙ্গাস্নানং দিনেদিনে
 এতৎ পবিত্রমারোগ্যমবাচ্যং হৃদয়ভ্রাম্য । নীচামনগতঃ সর্কঃ শৃণুয়াদিদমুত্তমম্ ॥ ১৪৬
 এতৎপুরাণশ্রবণমিচ্ছাম্ অথশ্রদম্ । বদতাং শৃণুতাং সদাঃ সর্কপাপপ্রণাশমম্ ॥ ১৪৭
 দত্তাদা যদিবা মোহাদ্ যে শৃণুস্তীদমুত্তমম্ । তে সর্ক পাপনিমুক্তা যান্ত্যন্তি পরমাংগতিম্ ॥

ইতি শ্রীবৃহন্নারদীয়োপুরাণে হরিভক্তিমাহাত্ম্যে-

ত্রিশোঃধ্যায়ঃ ॥ ৩৮ ॥

সম্পূর্ণমিদং বৃহন্নারদীয়পুরাণম্

• ॥ শ্রীঃ ॥

বৃহন্নারদীয়পুরাণ

প্রথম অধ্যায় ।

নারায়ণ, নর, নরোত্তম, দেবী, সরস্বতী এবং বেদব্যাসকে নমস্কার করিয়া জয় * নামক ঐশ্ব পাঠ করিতে হয়। কমলার ত্রিভুজাঙ্গন পরম প্রভু প্রভূত-করণাম্পন্ন বৃন্দাবন-বিশারী পরমানন্দস্বরূপ ত্রীকূটকে বন্দনা করি। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর প্রভৃতি যদীয় অংশ, ত্রিভুবনের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্তা, সেই পরমবিশুদ্ধ চিৎস্বরূপ আদি দেবকে ভজনা করি। স্মৃত বলিলেন,—শৌনক প্রভৃতি ব্রহ্মবাদী মহাত্মা ঋষিগণ যুক্তি-অভিলাষী হইয়া নৈমিষা-রণ্যে তপস্যা করিতেন। তাঁহারা সকলেই জিতেন্দ্ৰিয়, জিতাভার, মাদু, মতাপরাধন এবং পরমভক্তিমহাকারে জগদাদি জগদুৎকৃষ্ট বিষ্ণুর অর্চনায় তপস্বী ছিলেন। ইষ্টা, মমতা, অহঙ্কার তাঁহাদের ছিল না; মর্কটবর্মে অভিজ্ঞ এবং লোকানুগ্রহ-পরাধন সেই ঋষিগণের চিত্ত পরমেশ্বরেই রত ছিল। কামনোদ্ভাদি-মলবিশর্জিত, মত্তাদি-ভুগযুক্ত, কৃষ্ণা-জিনোত্তরীয়, জটিল, বন্ধুচাৰী সেই মর্কটশাস্ত্রার্থদর্শী ঋষিগণ—জগৎকারণ জগদুৎকৃষ্ট পরমব্রহ্ম উচ্চারণ, কেহ কেহ বা যজ্ঞ দ্বারা যজ্ঞেশ্বরের অর্চনা, অথবা কেহ কেহ জ্ঞান দ্বারা জ্ঞানময়ের উপাসনা, কেহ কেহ বা পরম ভক্তিমহাকারে নারায়ণ-পূজা করিতেন। একদা সেই উত্তম মহাত্মা ঋষিগণ, ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষের (এক) উপায় জানিতে অভিলাষী হইয়া মত্তা করিলেন। ষড়্বিংশতি-মহত্স (২৬০০০) উদ্ধরোতা মুনি আর তাঁহাদিগের শিষ্য প্রশিষ্য যে কত, তাঁহার সংখ্যা করা যায় না; ভাবিতাত্মা মহাত্তজা মুনিগণ তথায় সমবেত হইলেন। রাগদ্বৈষ তাঁহাদের নাই, লোকানুগ্রহই তাঁহাদের প্রয়োজন। পৃথিবীতে পবিত্র ক্ষেত্র কি কি? কি কি তীর্থ আছে? তাপ-কাতরচিত্ত মানবগণ যুক্তি লাভ করিতে পারে কিরূপে? মানবগণের ঐকান্তিক হরিভক্তি কিরূপে হয় এবং শুভ, অশুভ ও

* অষ্টাদশ পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি কাতিপায় গ্রন্থের নাম 'জয়'। জয়-সংসার-বিজয়ের উপায়।

অতীত এই ত্রিবিধ কৰ্ম্মের ফলমিষ্পত্তি কিরূপে হইয়া থাকে ? মুনিগণ এই সব বিষয় নিজসমীপে জিজ্ঞাসা করিতে উদ্যত হইয়াছেন দেখিয়া, সুধী শৌনক, কৃতাজলিপুটে গবিনয়ে বলিলেন,—বহুবিধ যজ্ঞে বিধব্রূপ জনার্দনের অর্চনা-মিষত পৌরাণিকোত্তম সূত পণ্ডিত সিদ্ধাশ্রমে আছেন, তিনি এতৎ সমস্তই অবগত আছেন ; কেননা সেই সূত মুনি ব্যাসদেবের শিষ্য ও পুরাণ-সংহিতাবক্তা । লোমহর্ষণ-নন্দন সেই সূত মুনি, বিশেষতঃ শাস্ত্র । মধুসূদন যুগে যুগে ক্রমে ক্রমে ধর্ম্মের অল্লতা দর্শন করিয়া স্বাপরে বেদব্যাসরূপে বেদভাষ্য করিয়া থাকেন । হে ব্রিজগণ ! শুনিয়াছি, বেদব্যাস মুনি সাক্ষাৎ নারায়ণ । আর সূত ব্রহ্মসিদ্ধ । ধীমান্ বেদব্যাস হইতেই সূতের সমাকৃসিদ্ধি । তিনিই পুরাণ-বেত্তা, উদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পুরাণবিৎ আর কেহ নাই । পুরাণার্থ যাহার বিদিত, জগতে তিনি বুদ্ধিমান, তিনি শাস্ত্র, তিনি মোক্ষধর্ম্মবেত্তা, কৰ্ম্ম ও ভক্তি বিষয়ে সকল কথাই তিনি জানেন, (অধিক কি) তিনি সর্বজ্ঞ । হে মুনিষ্ঠেষ্ঠগণ ! বেদ-বেদাঙ্গ শাস্ত্রের যাহা সার, জগতের হিতের জন্ত পুরাণশাস্ত্রে বেদব্যাস তৎসমস্তই বলিয়াছেন । সূত জ্ঞানের সমুদ্র, সর্বতত্ত্বার্থে অভিজ্ঞ, অতএব সেই সূতকেই প্রষ্টব্য বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিব । শৌনক, মুনিগণকে এই কথা বলিলেন । অনন্তর সেই মুনিগণ, বাগ্মিভ্রষ্ট শৌনককে আলিঙ্গন প্রসঙ্গের সুব করত মাধু মাধু বলিতে লাগিলেন । তৎপরে, তাঁহারা সকলে, (অচ্ছাদ-সরোবর-ভীরহিত) মৃগযুথ-সমাকীর্ণ, মুনিগণ-পরিশোভিত, সূচাক্র-তরু লতা-ফল-পুষ্প-ভূষিত এবং অতিথিগণের আতিথ্যকর্ম্মে ব্যাপ্ত, সিদ্ধাশ্রম কাননে গমন করিলেন । সিদ্ধাশ্রম এতই সুস্বিক্ত ও স্বচ্ছ বোব হইল, যেন কত শত অচ্ছাদসরোবর একত্র মিলিত হইয়া কাননাকারে পরিণত হইয়াছে । মুনিগণ তথায় দেখিলেন, লোমহর্ষণ-তনয় সূত অনন্ত অপরাঞ্জিত নারায়ণ দেবকে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞে অর্চনা করিতেছেন । সূত তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য অর্চনা করিলে, সেই মহাতেজা ঋষিগণ সূতের যজ্ঞান্ত-জ্ঞান অপেক্ষা করত সেই যজ্ঞশালায় অবস্থান করিলেন । পৌরাণিক-প্রবর সূতমুনি যজ্ঞান্ত-জ্ঞান করিবার পর, সূত্রে উপবিষ্ট হইলে, নৈমিষারণ্যবাসী মুনিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সূত্রত ! আমরা আগিয়াছি অতিথি ; আপনিও আতিথি-সেবা-পরায়ণ ; অতএব জ্ঞানতত্ত্ব-উপচার দ্বারা যথাবিধি আমাদের পূজা করুন । দেবগণ, চন্দ্রকল্যামৃত পান করিয়া জীবন ধারণ করেন । হে মুনে ! আপনি নিজমুখনিঃসৃত জ্ঞানামৃত আমাদের পান করাইবেন । * এতৎ সমুদয় বিশ্ব যাহার সৃষ্ট, যাহাতে অবস্থিত, যাহার পালিত, যদাত্মক এবং যাহাতে লীন হইবে, হে ভাত ! সেই বিষ্ণু কি করিলে প্রসন্ন হন ? মনুষ্যগণের তাঁহাকে কিরূপে পূজা করা কর্তব্য ? বর্গীশ্রমাচার ও অতিথি-পূজা কিরূপ ? কৰ্ম্মসাক্ষ্য কিরূপে হয় ? মনুষ্যগণের মোক্ষোপায় কি ? ভক্তি করিলে মানুষে কি লাভ করে ? এবং ভক্তি কি প্রকার ? হে মুনিবর সূত ! এই সব তত্ত্ব নিঃসংশয়ে কীর্তন করুন । আপনার বচনামৃত

* মূলে, 'পিবসি' অন্তর্ভূত নিজগ, অর্থাৎ পানরসি, (বর্তমান-দামীপো) ফলিতার্থ, 'পানরসি' অম্বাদ. 'পান করাইবেন' ।

অবশ্যে কাহার সন্তোষ না জন্মে? সূত বলিলেন,—হে ঋষিগণ! সকলে অবগত করুন, আপনাদের অভিলষিত বিষয় কীৰ্ত্তন করিতেছি;—মহাত্মা মারদ, মনস্কুমারের নিকট যাহা বলিয়াছেন, মর্ক্সপাপবিনাশক, দুষ্টগ্রহ-নিবারক, দুঃস্বপ্নদোষ-শান্তিকর, ভক্তি-মুক্তিপ্রদ, মর্ক্সমঙ্গল-নাথক, হরিকথা-সমম্বিত, ধর্ম্মার্থকামমোক্ষসাধন, অবপূর্ক্স-পুণাফল-জনক, সেই মহাফলপ্রদ বেদার্থ-সম্বিত যজ্ঞ বৃহন্নারদীয় পুরাণ সুসমাহিতচিত্তে অবগত করুন। মহাপাতকীই হউক, আর মর্ক্সবিধ পাতকীই হউক, এই দিবা বৃহন্নারদীয় পুরাণ অবগত করিলে মুক্তিলাভ করিবে। হে দ্বিজগণ! এই পুরাণের এক অধ্যায় পাঠ করিলে বাজপেয় যজ্ঞের ফলপ্রাপ্তি হয়, দুই অধ্যায় পাঠ করিলে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ হইয়া থাকে। মানব, উপবাসী থাকিয়া জ্যৈষ্ঠমাস পূর্ণিমা মূলানক্ষত্রে মথুরাধামে বনুনাশদীতে পবিত্র ভাবে স্নান করিয়া যথাবিধি বিষ্ণুপূজা করিলে যে ফল প্রাপ্ত হয়, হে দ্বিজগণ! আমি তাহা সম্যক্ প্রকারে বলিতেছি, অবগত করুন। কোটি কুলের সহিত অযুত-জন্মার্জিত-পাপ-মুক্ত হইয়া ব্রহ্মপদপ্রাপ্তি হয়, পরে তথা হইতেই তাহার মুক্তিলাভ হয়। এই পুরাণের দশ অধ্যায় ভক্তিসহকারে অবগত করিলেও উক্ত ফলপ্রাপ্তি হয়। এ বিষয়ে সন্দেহ কর্তব্য নহে, কেননা বিষ্ণুস্ততিই এই পুরাণের বিষয় কিনা। এই পুরাণ, ঐ বা মন্দভর্ম্মমূহের মধ্যে পরম শ্রীবা, পবিত্র বস্তুর মধ্যে সর্বোত্তম, দুঃস্বপ্ন-দোষনাশক এবং পবিত্র; অতএব যতপূর্ক্সক ইহা শ্রোতব্য। মানব শ্রদ্ধানসহকারে এই পুরাণের এক শ্লোক বা অর্দ্ধশ্লোক পাঠ করিলেও তৎক্ষণাৎ কোটি কোটি উপপাতক হইতে মুক্তি লাভ করে। এই পুরাণ সাধুদিগের নিকটেই প্রয়োগ করা উচিত, কেননা ইহা অতি জঘ্ন; বিষ্ণুমন্দির, পুণাক্ষেত্র এবং সভাতে এই পুরাণ কীৰ্ত্তন করিবে। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! ব্রহ্মস্বয়ী, দস্তাচার-ব্রত, লোকাপকারী*-দিগকে এই পুরাণ উপদেশ দিবে না। কামাদি-দোষহীন, বিষ্ণুভক্তি-ব্রত এবং গুরুভক্তিব্রত যে সব ব্যক্তি, তাহাদিগের নিকটেই এই মোক্ষসাধন পুরাণ প্রকাশ্য। মর্ক্সদেবময় বিষ্ণু কামদীড়া বিনাশক, সেই ভক্তবৎসল দেব ভক্তি দ্বারাই প্রীত হন, অজ্ঞ প্রকারে নহে; যাহার নাম কীৰ্ত্তন বা প্রশংসন কৃতি ব্যক্তিরেকে করিলেও পাতক-বর্জিত হইয়া পরমপদ প্রাপ্ত হয়। হে সাধুপ্রবরগণ! মধু-সুদন, সংসাররূপ-ঘোরতর অরণ্য-পথ-প্রদাহী দাবাগ্নি, যাহারা তাহাকে অরণ্য করে, তাহাদের নিখিল পাপ অবিলম্বে বিনাশ করেন। এই উত্তম পবিত্র পুরাণ, তৎপ্রাপক (বিষ্ণু-ভক্তিসম্পাদক অথবা বিষ্ণুপ্রাপ্তির হেতু); অতএব শ্রীবা। ইহা অবগত না পাঠ করিলে মর্ক্স পাপ বিনষ্ট হয়। এই পুরাণ-অবশ্যে যে ব্যক্তির ভক্তিসহকৃত বুদ্ধি আছে, সে-ই কৃতার্থ এবং মর্ক্সশাস্ত্রে পণ্ডিত। হে দ্বিজগণ! এই পুরাণ অবশ্যের জন্ত বুদ্ধি যে স্থির থাকে, ইহাই তপঃপুণা-অর্জুন এবং ইহাই ক্রিয়া-সাকল্য। ‘উত্তম ব্যক্তিগণ সংকথাতে প্রবৃত্ত হন’ এই বুদ্ধি এই পুরাণ হইতেই উৎপন্ন হয়। পাপিষ্ঠ

* ‘লোকাপকৃতিব্রতীনার’ এই পাঠ অবলম্বনে অনুবাদ করা হইয়াছে, ‘লোকাপক-ব্রতীনার’ এই পাঠ কিন্তু যুলের। তাহার অর্থ, লোকসাজী অর্থাৎ বহুসাজী।

অসম্ভবেরা নিশা ও কলহে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। যে নরাধমেরা পুরাণে অর্থবাদ (অলৌকিক কলশ্রুতি) আছে মনে করে, তাহাদের অর্জিত পুণ্য অর্থবাদ-রূপেই পরিণত হইবে, অর্থাৎ বিফল হইবে। যে নরাধম, সমস্তকর্ম-নিমূলমক্ষম, মোক্ষসাধন পুরাণ অর্থবাদপ্রস্তু ভাবিয়া অবগত করে, তাহার নরকভোগ হয়। ব্রহ্মার চরাচর জগৎস্থিতি যাবৎ বর্তমান থাকে, সেই পাপী, তাবৎ নরকানলে মত্ত পক্ষ হয়। দুই চারি অক্ষর কথা আছে, উচ্চারণ মাত্রেই একটি পুণ্যের আদিকারণ আর একটি পাপের আদি কারণ। হে মুনীন্দ্ৰ! সেই নামদ্বয় হইল 'নারায়ণ' আর 'অর্থবাদ'। হে দ্বিজ-শ্রেষ্ঠগণ! সর্বদা যোগ্যোপদেশক পুরাণ শাস্ত্রকে যাহারা অর্থবাদপূর্ণ বলে, তাহারা নরকে যায়। হে দ্বিজোত্তমগণ! যে ব্যক্তি অনারামে পুণ্যরাশি উপার্জন করিতে ইচ্ছা করে, সেই ব্যক্তিই ভক্তি-মহাকারে পুরাণ অবগত করিবে। যাহার পূর্সার্জিত পাপ বিনাশোন্মুখ, তাহারই পুরাণঅবগে বুদ্ধি হইয়া থাকে। পুরাণ বর্তমান থাকিতেও যে পাপ পাশ-বন্ধন দূর হয় না, তাহা পুরাণ অনাদর করিয়া রুখা গলে মনঃ-সংযোগের ফল। সংসঙ্গ, দেবপূজা, সংকথা এবং অশ্রুকে সহপদেণ দেওয়া, এই সব কার্যে ব্রত মানব, দেশাবসানে বিফল হুলা তেজঃসম্পন্ন হইয়া বিফল পরম-পদ প্রাপ্ত হয়। হে দ্বিজোত্তমগণ! যাহা অবগে জন্ম-জরাদি দূর হয়, মানব নির্দোষ হইয়া পরিশেষে বিফল প্রাপ্ত হয়, সেই এই বৃহস্পতিয় পুরাণ অবগত করুন। যাহার প্রভার সর্বলোক উদ্ভাসিত, যাহার সঙ্গল হইতে চরাচরের উৎপত্তি, সেই বরদ, বরেনা, বর, পুরাণ পুরুষ পরমা-দেবকে স্মরণ করিলে মানব মুক্তিপদ প্রাপ্ত হয়। যিনি ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বর নামক শরীর-ভেদে জগতের স্থিতি-স্থিতি-সংহার করিতেছেন, সেই পরম আদি-দেব পরমেশ্বরকে ভাবনা করিলে মুক্তি লাভ হয়। নাম, জাতি, গোত্র ইত্যাদি বিকল্প যাহার নাই, যিনি প্রেতের প্রেত, কারণের কারণ, সেই বেদান্ত-বেদা স্বপ্রকাশ স্বরূপ ঈশ্বর সকল পুরাণ ও বেদে পূজিত হন; অতএব সেই ঈশ্বর-ভজনা করিলেই মুক্তিলাভ হয়, এই পুরাণ সেই ঈশ্বর মারায়ণের উপাসনার সম্পূর্ণ উপযোগী, পরম ব্রহ্ম এবং চতুর্দশগের নিদান। এই পুরাণ স্মরণ করিলে মানব কায়া-কারণপতি নারায়ণকে প্রাপ্ত হয়। হে পণ্ডিতগণ! ব্রহ্মসম্পন্ন ধার্মিক যতি, বৈরাগাযুক্ত, জ্ঞানী এবং মুমুক্শুর নিকট এই পুরাণ কীর্তনীয়। পূণ্যদেশ, সভা, পূণ্যক্ষেত্র, দেবালয় এবং পুণ্যতীর্থে এই পুরাণ কীর্তন করিবে। হে বিচক্ষণগণ! সন্ধ্যাকালে ইহা কীর্তনীয় নহে। এই উত্তম সংবাদ উচ্ছিষ্ট দেশে যাহারা কীর্তন করে, তাহারা, চন্দ্র-সূর্য্য যতদিন থাকেন, ততদিন ঘোর নরকে পতিয়া থাকে। যে মূঢ়, ভক্তিহীন হইয়া দত্তবশে এই পুরাণ অবগত করে, তাহার পুরাণ-অবগত বিফল, আর আ-কল্প মহাঘোর নরকে পতিতে থাকে। যে মানব, সংকথার মতো অশ্রু কোন কথা বলে, সেই পাতকী চন্দ্রসূর্য্য-স্থিতিকাল ঘোরনরক ভোগ করে। অতএব প্রোতা এবং বক্তা সকলেই একাগ্রচিত্ত হইবে; চিত্ত একাগ্র না হইলে ত কিছু বুঝা যায় না। মানব, অমন্ত মনে হরিকথামৃত পান করিবে, চিত্তের চাবলা থাকিলে যাদগ্রহ হইবে কেন? সমস্ত যাহার চিত্ত চকল, অমন্তে তাহার কি মুখ

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

৫

হয় ? অতএব একাগ্রচিত্তে বিমূচ্ছিতা করিবে । চঞ্চলচেতা মানবগণের বৈষয়িক মুখই যখন অনুভূত হয় না, তখন যোগসিদ্ধি হইবে কিরূপে ? অতএব হুঃখসাধন কামদোষ পরিত্যাগ করিয়া একাগ্রচিত্তে বিমূচ্ছিতা করিবে । অবিনাশী নারায়ণকে যে কোন উপায়ে পাতকী ব্যক্তি স্মরণ করিলেও তিনি তৎপ্রতি প্রসন্ন হন, এ বিষয়ে সংশয় নাই । অব্যয় বিষ্ণু নারায়ণদেবে সাহার পরম ভক্তি, তাহার জন্মসাক্ষ্য হয় এবং মুক্তিও কত-
ডলস্থ হয় । হে দ্বিজোত্তমগণ ! ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই পুরুষার্থ-চতুষ্টয়ের চরিতত্ত্বগণের
সিদ্ধ হয়, সংশয় নাই ।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

ঋগিগণ বলিলেন,—দেবর্ষি নারদমুনি, মনস্কুমারকে সকল ধর্ম উপদেশ কিরূপে দিলেন এবং তাঁহার উভয়ে মিলিত হইলেনই বা কিরূপে ? হে ভাত । সেই ব্রহ্মবাদী ঋষিদের কোন ক্ষেত্রে অবস্থিত ছিলেন ? নারদ যাহা মনস্কুমারকে বলিয়াছেন, তে রূপাশিকো । তাহা আমাদের নিকট কীর্তন করুন । সুত কহিলেন,—মনকাদি মঠাত্মা ঋগিগণ ব্রহ্মার পুত্র ; তাঁহার সকলেই নির্ঘম, নিরহঙ্কার এবং উদ্ধরেতা । তাঁহাদের নাম কীর্তন করিতেছি, যথা ;—মনক, মনস্ক, মনস্কুমার এবং মনাতন । ইহারা বিমূচ্ছিত, মঠাত্মা, ব্রহ্মধ্যাননিষ্ঠ, সহস্র-সূর্য্য-সদৃশ-দীপ্তিশালী, সত্যমক এবং মুমুকু । একদা মঠাত্তেজা মনকাদি ব্রহ্মনন্দনগণ, ব্রহ্মসভা অবলোকন করিবার জন্য মুমেক্ষুশ্রে সমাগত হইলেন । বিধাত্তেজা সেই ঋগিগণ, বিষ্ণুপাদমুতা মহাপরিজ্ঞা নীতা নামী গঙ্গানদীতে স্নান করিতে তথায় উন্মত্ত হইলেন । হে বিষ্ণুগণ ! এমন সময়ে দেবর্ষি নারদমুনি, ‘হরে নারায়ণ’ ইত্যাদি নাম উচ্চারণ করত তথায় উপস্থিত হইলেন । হে নারায়ণ ! অচ্যুত ! অনন্ত ! বাসুদেব ! জনার্দন ! যজ্ঞেশ ! যজ্ঞপুরুষ ! কৃক ! বিকো ! আপনাকে নমস্কার । হে কমললোচন ! কমলাকান্ত ! গঙ্গাজনক ! কেশব ! ক্ষীরোদশায়িন্ দেবেশ ! নারায়ণ ! আপনাকে নমস্কার । হে ঐকৃক ! বিকো ! নৃসিংহ ! মুরারে ! হে প্রভাস ! সত্বর্ষণ ! বাসুদেব ! হে অজ ! অনিরুদ্ধ ! অচ্যুত ! বিশ্বরূপ ! আপনি আমাদের সর্ব্ব প্রকার ভীতি হইতে অস্ত্র পরিত্যাগ করুন । নারদমুনি, এইরূপ হরিনামোচ্চারণে অধিল জগৎ পবিত্র করত সেই লোকপাবনী গঙ্গার স্তম্ভ করিতে করিতে সমাগত হইলেন । মনকাদি মঠর্ষিগণ, নারদকে আগিতে দেখিয়া যথাস্থান পূজা করিলেন ; নারদও সেই মহর্ষিদিগকে বন্দনা করিলেন । মুনিগণ সকলেই কণ্ঠ মল্লাদন করিয়া মনোরম গঙ্গাতীরে উপবিষ্ট হইলে, নারদ হরি-গুণানুবাদ করিতে লাগিলেন । অনন্তর, মনস্কুমার সেই সভামধ্যে নারায়ণ-পরায়ণ মুনিপুত্র নারদকে বলিলেন,—হে মুনিগণের মানবর্জিত অঙ্গ প্রাজ নারদ ! আপনি সর্ব্বজ্ঞ । আপনি চাইতে অধিক বিমূচ্ছিত আর নাই । যাহার-

জন্মমায়ক এই অখিল জগৎ যাহার সৃষ্টি এবং গঙ্গা যাহা হইতে উদ্ভূত ; সেই হরিকে জানা যায় কিরূপে ? গঙ্গা আবির্ভূতা কিরূপে হইলেন ? ত্রিবিধ ধর্ম মফল হয় কিরূপে ? মানবগণের জ্ঞান হয় কিরূপে ? ভপস্কার, লক্ষণ কিরূপ ? যেসকল অতিথি-পূজা করিতে হয় এবং বিষ্ণু যাহাতে প্রসন্ন হন, হরিভক্তি-সম্পাদক ইত্যাদি শুভবিষয় আমার প্রতি অনুগ্রহ থাকেত বধার্থতঃ বলুন । নারদ বলিলেন,—পরাংপরতর, পরাংপর-নিবাস, সন্তান নির্ভূত পরম দেবতাকে নমস্কার । জ্ঞান, অজ্ঞান, ধর্ম, অধর্ম, বিদ্যা এবং অবিদ্যাক্রমী আত্মস্বরূপ আপনাকে নমস্কার । আপনি মায়াবর্জিত, মায়িক, বোগজ-রূপসম্পন্ন, যোগগম্য, যোগেশ্বর, যোগস্বরূপ আত্মা, আপনাকে নমস্কার । আপনি জ্ঞানের অগম্য অথচ জ্ঞানেরই গম্য, সর্গজ্ঞানৈক্যেতু দিবা জ্ঞানরূপী জ্ঞানেশ্বর, আপনাকে নমস্কার । আপনি ধ্যানমাত্রে পাপহারী, ধ্যানগম্য, ধ্যানেশ্বর, ধ্যানস্বরূপ সুখী এবং শুদ্ধাত্মা ; আপনাকে নমস্কার । যাহার সৃষ্টি আদিতা, ইন্দ্র, অগ্নি, ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ, মিত্র, যক্ষ, অশুর এবং নাগসমূহ যাহাতেই লীন হন, সেই স্তম্ভাশ স্তবযোগা অনাদি পুরাণ পুস্তকে সন্তত নমস্কার করি । যাহার নামকীর্তনে পবিত্রস্বভাব নুনিশ্রেষ্ঠগণও স্বপ্নেও যাহার দর্শন পান না, আর বিরিকিপ্রমুখ দেবতারা অদ্যাপি যাহাকে জানিতে পারেন নাই, সেই আদ্য ঈশ্বরকে সন্তত নমস্কার করি । যিনি ব্রহ্মরূপে জগৎ সৃষ্টি, বিষ্ণুরূপে জগৎ পালন এবং কল্যাণে ব্রহ্মরূপে জগৎ সংহার করিয়া শয়ান হন, সেই অজকে নমস্কার করি । যিনি শিবভক্তগণের পক্ষে শিবস্বরূপে এবং বিষ্ণুভক্তগণের পক্ষে বিষ্ণুস্বরূপ, সেই নিজ সঙ্কল্প-সাধিত-বিবিধ-মূর্ত্তিধারী বরংবরণ্য দেবের শরণাপন্ন হই । যিনি কেশী অশুরের বিনাশ ও নরকাসুরের হত্যা, যিনি করাগ্রমাত্র দ্বারা গিরি ধারণ করিয়াছেন, ভূভার-হরণ-প্রীতি-কামী সেই বাসুদেবকে নমস্কার করি । যে দেব, মৎস্য অবতারে হরগৌবাসুরকে জয় করিয়া বেদসমূহের রক্ষা করিয়াছেন, আমি তাঁহার শরণাগত হইলাম । যিনি দেবগণের হিতার্থে অমৃত-মহানকালে ক্ষীরোদ সাগরে নিজ পৃষ্ঠে মন্দর পর্বত ধারণ করিয়াছিলেন, সেই কৃষ্ণ-অবতারকে প্রণাম করি । যে অব্যয় দেব দস্তাগ্র দ্বারা সমুদ্র হইতে পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়া সমগ্র জগৎকে এইরূপে স্থাপন করিয়াছেন, সেই বরাহকে আমি নমস্কার করি । যিনি দৈতানন্দন প্রহ্লাদকে রক্ষা করিবার জন্য শিলাগ্র-কর্কশ-বক্ষঃস্থল দিভিনন্দন হিরণ্যকশিপুকে বিদারণ করিয়া নিহত করিয়াছেন, সেই নৃসিংহকে আমি নমস্কার করি । যিনি বিরোচননন্দন বলির নিকট (ত্রিপাদ স্থান) দান-প্রাপ্ত হইয়া দ্বিপাদ দ্বারা ভূলোক অভিক্রমপূর্ব্বক ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিলেন, সেই বামনদেবকে নমস্কার করি । যিনি কাউরীযোব অপরাধে একবিংশতিবার ক্ষত্রিয়গণকে নিহত করিয়াছিলেন, সেই জামদগ্ন্য পণ্ডুরামকে নমস্কার করি । যিনি রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন এই চারি অংশে আবির্ভূত হইয়া বানরগণ সমভিযাহারে রাক্ষস-নৈরুত্তগণকে নিহত করেন, সেই দশরথনন্দন রাম-অবতারকে নমস্কার করি । যিনি রাম কৃষ্ণ দুই দেহ আশ্রয় করিয়া যুবল এবং লাক্ষ্মণের অগ্রভাগের সাহায্যে ভূভার হরণ করেন, সেই বলরাম-অবতারকে ভজনা করি ।

স্বীয় বুদ্ধিতে ভূম্যাদি ত্রিলোক এবং আত্মাকে বিলীন করিয়া অবস্থিত যে পুরুষকে যোগিগণ অবলোকন করেন, সেই বুদ্ধাবতারকে ভজনা করি। যিনি কলিম্বাস্ত্রে অস্ত্র পাণীদিগকে তীক্ষ্ণ খজাধারা দ্বারা ছেদন করিয়া, মতায়ুগের প্রথমে ধর্মস্থাপন করেন, সেই কল্লি-অবতারকে নমস্কার করি। পরমাত্মার ইত্যাদি মূর্তি এত যে, বহুকোটি বংশরেও তৎসমস্তের নামোচ্চারণই করিয়া উঠা যায় না। মুনি মুনীশ্বরগণও যাহার নাম-মাগাত্মার পারগমনে অসমর্থ, আমি সামান্য ব্যক্তি, তাঁহাকে ভজনা করি কিরূপে? মহাপাতকীরাও যাহার নাম শ্রবণমাত্র (অপারেরও) পবিত্রতা-সম্পাদক হয়, আমি অল্পবুদ্ধি হইয়া তাঁহাকে স্তব করিব কিরূপে? সুরাসেম্বী অজামিলও যাহার নাম কীর্তন করিয়া পরম পদ প্রাপ্ত হইরাছে, অল্পবুদ্ধি আমি তাঁহাকে স্তব করিব কিরূপে? যে কোন প্রকারে যাহার নাম কীর্তন বা শ্রবণ করিলেও পাপিষ্ঠগণের পাপমুক্তি ও বিগ্ন ব্যক্তিগণের মুক্তিপ্রাপ্তি হয়, নিম্পাপ যোগিগণ আত্মাতে মনঃসমাধাম করিয়া যে স্তানস্বরূপকে অবলোকন করেন, আমি তাঁহার শরণাগত হইতেছি। সাংখ্য-যোগিগণ, যে পরিপূর্ণাত্মক হ্রিকে সর্বত্র অবলোকন করেন, সেই জ্ঞানরূপ অজর আদি দেবকে আমি নমস্কার করি। মূঢ়গণ, যে জগদীশ্বরকে পামাণ-প্রতিমাদিকপেই অবস্থিত বলিয়া সর্বদা মনে করে, * সেই সর্বত্র-সংস্থিত পুরুষোত্তম দেবকে বন্দনা করি। কর্ম-এবং তপস্ত্যাত্মাই যে মহাত্মার রূপ, সেই মদাকাম্য জ্ঞানময় ঈশ্বরকে সতত ভজনা করি। সর্বভূতময়, সর্বশ্রুতি, মহামনীষী, শাস্ত্র, ভাবনাময় ঈশ্বরকে বন্দনা করি। যিনি ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান হাবির-জন্ম-স্বরূপ, যিনি সঙ্গ্রহ হইতে দশ অঙ্গুল অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মরূপে অবস্থিত, সেই অজর ঈশ্বরকে ভজনা করি। যিনি স্ফূট হইতে স্ফূটতম, মহৎ বস্তুর মধ্যে মহত্তম এবং গোপনীয় বস্তু হইতে গোপনীয়তম, সেই অনাদি-দেবকে পুনঃপুনঃ প্রণাম করি। যাহার ধ্যান, শ্রবণ, পূজা, স্তব এবং প্রণাম করিলে, যিনি আত্মপদ প্রদান করেন, সেই পুরুষোত্তম দেবকে বন্দনা করি। সেই মনকাদি মুনিপ্রবরগণ পরমেশ্বরের স্তবপরারণ মহর্ষি নারদকে আনন্দ-মলিলে রুদ্ধনেত্র হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে স্তব করিতে লাগিলেন। “যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে উঠিয়া এই নারদ-কৃত বিকুস্তব পাঠ করিবে, সে সর্বপাপবিমুক্ত হইয়া বিহুলোকে পূজিত হইবে।” সেই মুনিশ্রেষ্ঠগণ নারদকে এই বর দিয়া হরি নাম কীর্তন করত নারদ মুনির স্তবশ্রুতি করিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥

* প্রতিমাতে যে ভগবানের আবির্ভাব হয়, মূঢ়গণ তাহা চানেন না, তাহা তাহাদের প্রতিমাই ভগবান; এবং প্রতিমা দর্শন ভগবানের অল্পপ্রকারে সত্যকে তাহার অবগত নহে।

তৃতীয় অধ্যায় ।

নারদ বলিলেন,—নারায়ণ—অব্যয়, অনন্ত, সর্বব্যাপী এবং নিরঞ্জন ; এই আখ্যল চরাচর জগতের তিনিই ব্যাপক । অপ্রকাশ জগৎয় মহাবিশ্ব, সৃষ্টি-প্রারম্ভে জগৎভেদ অনুসারে তিন মণি গ্রহণ করিয়াছেন । হে মনে ! মনঃকুমার ! প্রভু মহাবিশ্ব সৃষ্টি করিয়া তিন প্রাপত্তিকে সৃষ্টি করিলেন দক্ষিণাংশ হইতে ; মাতারের জন্ত ঈশান বদকে সৃষ্টি করিলেন দেহ-মধ্যভাগ হইতে ; আর জগৎপালনের জন্ত অব্যয় বিষ্ণুকে সৃষ্টি করিলেন বামাংশ হইতে । সৃষ্টিপ্রারম্ভে মহাবিশ্ব এইরূপ যুজ্জিত আশ্রয় করিয়াছেন । সেই অজর আদিদেবকে কেহ কেহ ব্রহ্ম, কেহ কেহ বিষ্ণু, অথবা আবার ব্রহ্মা এবং অপার মনোদায় আকাশ বলা বলিয়া থাকে । সেই বিষ্ণুর পরমা শক্তি জগৎকলী, তিন ভাব এবং অভাব স্বরূপা ও বিদ্যা অবিদ্যা নামে তিনিই পরিচিত । যাহার জন্ত, লোকে বিশ্বকে মহাবিশ্ব হইতে পৃথক্ বলিয়া ব্রহ্ম, তিনিই অবিদ্যা ; অবিদ্যাই সংসার-দুঃখের হেতু । হে মনঃকুমারাদি মাধু-শ্রেষ্ঠগণ ! ‘জ্ঞাতা, জ্ঞেয়’ ইত্যাদি ভেদ-বুদ্ধি যাহা হইতে বিনষ্ট হয়, সেই সর্লেকাবোধনী বুদ্ধিই বিদ্যা নামে অভিহিত । মহাবিশ্ব এই মায়া মহাবিশ্ব হইতে বিভিন্ন । এই জ্ঞান যতদিন থাকে, ততদিন মায়া তাহাকে সংসার-বন্ধনে বদ্ধ করেন ; অভেদরূপে প্রতীয়মান হইলে, তিনি সংসারবন্ধন দূর করেন । এই সমগ্র চরাচর জগৎ বিশ্বশক্তি হইতেই সমুদ্ভূত । নিষ্ক্রিয় জগৎস্বরূপ বিষ্ণু হইতে এই জগৎ ভিন্ন নহে । আকাশ যেমন ঘট-পটাদি উপাদিভেদ বশতঃ ‘ঘটাকাশ’ ‘পটাকাশ’ ইত্যাদি প্রকারে বিভিন্নরূপে ব্যবহৃত হয়, তদ্রূপ উপাবি বশতই এক বিষ্ণুই নির্বিলম্বপ্রপঞ্চরূপে প্রতীয়মান হন । বিষ্ণু যেমন জগৎব্যাপক, হে মনঃকুমার ! তাহার শক্তিও তদ্রূপ । দৃষ্টান্ত ;—অঙ্গারকে ব্যাপিয়া অবস্থিত অঙ্গারের দাহ-শক্তি । মহাবিশ্বের মধ্যে কেহ কেহ সেই শক্তিকে উমা নামে অভিহিত করেন, অথবা বলেন লক্ষ্মী, অপরে বলেন সরস্বতী ; গিরিজা অম্বিকা ইত্যাদি নামেও তাহাকে আখ্যাত করা হয় । দুর্গা, ভদ্রকালী, চণ্ডী, মাহেশ্বরী, কোমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, ঐশ্বরী, ব্রাহ্মী, বিদ্যা, অবিদ্যা, মায়া এবং মূল-প্রকৃতি এই সকল আখ্যাই কোন না কোন ভেদে মহাবিশ্বলীকৃত । ইনিই বিষ্ণুর সেই পরমা শক্তি ; জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার তিনিই করেন, ব্যক্ত এবং অব্যক্তরূপে জগৎকে ব্যাপিয়া তিনিই অবস্থিত । সেই শক্তিই প্রকৃতি, পুরুষ এবং কাল এই রূপত্রে বর্তমান । এক সেই শক্তিই সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কারণ । যিনি ব্রহ্মরূপে অখিল জগতের সৃষ্টিকর্তা, তদপেক্ষা পরম-দেব ‘নিতা’ নামে আখ্যাত । বে পরম পুরুষ জগতের রক্ষা-কর্তা, তদপেক্ষা পরম-পদার্থ সেই অব্যয় ব্রহ্ম । অক্ষর, নির্গুণ, শুদ্ধ, পরিপূর্ণ, সনাতন, পরাংপর যোগিদেয় পুরুষই কালরূপ নামে আখ্যাত । সর্লোপাদি-বজ্জিত, সচ্চিদানন্দমূর্তি, পরমানন্দময়, সর্লোভম পরমাত্মা একমাত্র তত্ত্বজ্ঞান যাহাই বিজ্ঞেয় । এই সত্ত্ব-চৈতন্যই অহঙ্কাররূপ উপাবির যোগে ‘দেহী’ নামে অভিহিত ; তত্ত্ব-জ্ঞানই এই উপাবি-নাশের হেতু । মনেরও অগোচর যে নির্মল-জ্যোতিতে বাগিস্কিয়-প্রযুক্ত ‘পরব্রহ্ম’ এই-নামও ঔপচারিক অর্থাৎ বাস্তবিক নহে ; সেই পরম-ব্রহ্ম দেব মন্ত, ব্রহ্ম : এবং

৩মঃ এই ঔপভেদ-ভিন্ন স্থিতি-স্থিতি-সংহার-হেতু যুতিভিন্ন গ্রহণ করিয়াছেন। একাদি দেবগণ যাহার অমৃত অমৃত অংশের অংশ, সেই দেব এই চরাচর জগৎ বাপিয়া অবস্থিত। কলংকর্তা ব্রহ্মা যাহার নাভিকমল-নম্রুত, তিনিই আনন্দরূপ পরমাত্মা; পরমাত্মা ভিন্ন নহেন। অন্তর্যামী জগৎস্বরূপী নক্ষসাক্ষী নিরঞ্জন পরমেশ্বর জগৎ হইতে ভিন্ন ও অতিব-রূপে অবস্থিত। জগতের আশ্রয় মহামায়া তাহারই শক্তি। বিশেষোৎপত্তির হেতু বলিয়া পণ্ডিতেরা সেই মহামায়াকে প্রকৃতি নামে অভিহিত করেন। মহাবিশ্ব স্থিতি-স্থিতি-স্থিতি লোক-স্থিতি করিতে সমুদায় হইয়া প্রকৃতি, পুরুষ এবং কাল এই তিন রূপে অবলম্বন করিয়াছেন।* আত্মদান-পরায়ণ যোনিগণ, পরব্রহ্ম-পদবাচ্য বিষ্ণুর সেই বিষ্ণু জ্যোতির্ময় পরম-পদ অবলোকন করিয়া থাকেন। যে নিরঞ্জন বস্তুর পরব্রহ্ম নামও ত্রিচারিক, তিনিই তত্ত্বজ্ঞান গম্য বিষ্ণু; তিনিই শুদ্ধ, অমল, কালরূপী, মহেশ্বর। সেই প্রভুই ঔপভেদী, ঔপভেদ এবং জগতের আদিকর্তা। জগৎপুরুষ পুরুষের সাহায্যে প্রকৃতি ক্ষোভ প্রাপ্ত হইলে মহত্ত্ব প্রাপ্ত হইল; বুদ্ধি এই মহত্ত্বেরই নামান্তর। বুদ্ধি হইতে অহঙ্কার উৎপন্ন হইল। অহঙ্কার হইতে ভ্রাতা নামক সূক্ষ্ম পদভূত ও ইন্দ্রিয়-গণের উৎপত্তি হইল এবং জগৎস্থিতির জন্ত ভ্রাতা হইতে পদ ভ্রাতা-ভ্রাতার উৎপত্তি। হে ব্রহ্মনন্দন মনস্কুমার! আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল এবং পৃথিবী এই পদভূত যথাক্রমে পূর্ণ পূর্ণ অনুসারে, উত্তম উত্তমের উৎপত্তির প্রতি অশ্রুতম কারণ হইল। অনন্তর, জগৎপ্রকৃতি ব্রহ্মা ব্রহ্মাদির স্থিতি করিলেন, এই স্থিতি ভ্রমোময়ী; ইহার নামান্তর ‘অদ্বৈত-পূর্ণক মর্গ’। প্রভু ব্রহ্মা সেই স্থিতিকে মনের মত না দেখিয়া পশু-পক্ষি-মৃগাদি ত্রিযাক্ষ-যোনিদিগকে স্থিতি করিলেন। সে স্থিতিকেও মনোমত না দেখিয়া দেবগণের স্থিতি করিলেন। অনন্তর তিনি মানুষ্য স্থিতি করিলেন। মানুষ্য-স্থিতির প্রারম্ভেই স্থিতিগোচক দক্ষপ্রমুখ মানস-পুত্র স্থিতি করিলেন। তাহাদিগের দ্বারাই এই দেবাসুর-মানুষ্যময় নিখিল জগৎও পূর্ণ হইয়াছে। ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ এবং মতা এই সপ্ত লোক ক্রমে উচ্চ উচ্চ অবস্থিত এবং হে বিশ্রেষ্ঠ! অতল, বিতল, সূতল, তলাতল, মহাতল, রমানল ও পাতাল এই সপ্ত পাতাল-লোক ক্রমে অবস্থলে অবস্থলে অবস্থিত। এই চারুর্ভূত ভুবনেই ভিন্ন ভিন্ন অধিপতি, কলপকর্তা-সমূহ, নদীগণ এবং তত্ত্ব-লোক বাসিন্দাদের উপযুক্ত জীবিকা ব্রহ্মা স্থিতি করিলেন। ভূতলের মধ্যস্থলে মর্ত্যদেবাশ্রয় সূর্য্য, মর্ত্যশেখা লোকালোক পদভূত এবং ভূতলের মধ্যেই মর্ত্যনাগর বস্তুমান। হে মনস্কুমারাদি দ্বিচ-প্রোষ্ঠগণ! ভূমণ্ডলে মল্লদ্বীপ, দ্বীপে দ্বীপে কল-পদভূত এবং বহুতর নদী আর অদিবাসী জনগণ দেবতুলা। জম্বুদ্বীপ, ব্রহ্মদ্বীপ, শাল্যদ্বীপ, কুশদ্বীপ, ক্রৌঞ্চদ্বীপ, শাকদ্বীপ এবং পুরুষদ্বীপ এই সকল দ্বীপগুলিই দেবভূমি। এই সপ্ত দ্বীপ, সমগ্রষ্ট লবণ-সমুদ্র, ইন্দ্র-সমুদ্র, ব্রহ্ম-সমুদ্র, মর্গি-সমুদ্র (বৃত-সমুদ্র), দধি-সমুদ্র, হৃদ-সমুদ্র এবং জল-সমুদ্র এই সপ্ত সমুদ্র একেবারেই আবৃত। এই যে সপ্ত-দ্বীপ ও সপ্ত-সমুদ্র, ইহাদের পূর্ণ পূর্ণ অপেক্ষা-উত্তর

* শক্তি ও মহাবিশ্ব বস্তুত অতিব, সুতরাং ক্রমে যে কথিত হইয়াছে, শক্তির এই তিন রূপ, তাহা এ বচনের প্রতিবৃদ্ধ হইল না।

উত্তর বিষ্ণু করিয়া বিস্তৃত । এই সমস্ত দ্বীপ ও সমুদ্রের শেষ সীমা হইল—লোকালোক পার্শ্বত । ক্ষার-সমুদ্র অর্থাৎ লবণ-সমুদ্রের উত্তর এবং হিমালয়ের দক্ষিণ যে ভূভাগ, তাহাষ্ট ভারতবর্ষ । ভারতবর্ষই কর্ণভূমি । হে ব্রহ্মনন্দন ! এই ভারতবর্ষে লোকে শুভ, অশুভ এবং মিশ্র এই ত্রিবিধ কর্ম করিয়া থাকে ; তাহার ফলভোগ হয় যথানিয়মে ভোগভূমিতে ভারতবর্ষে লোকে শুভ বা অশুভ যেরূপ কর্মই করুক না, সম্পূর্ণ ফলভোগ যতদিন না হয়, ততদিন অশুভ ভোগ করিতে হইবে । দেবগণ এখনও ভারত-ভূমিতে জন্মগ্রহণে তিস্রাণী, ভারত-ভূমিতে জন্মই তাহার। নির্মল অক্ষর সঞ্চিত শুভ স্মরণ পূর্ণা বলিয়া বনে করেন । “কবে আমরা ভারত-ভূমিতে জন্মগ্রহণ করিব, কবে মহাপূর্ণা-বলে পরম-পদ প্রাপ্ত হইব ? দান, বিবিধ যজ্ঞ বা তপস্যা দ্বারা বিষ্ণু অর্চনা করিয়া জ্ঞানিদৃশ্য পরমপদে কবে যাইতে পারিব ? ভক্তিমার্গ, কর্মমার্গ বা জ্ঞানমার্গ আশ্রয় করিয়া কবে নিত্যানন্দময় প্রভু জগদীশ্বর বিষ্ণুকে প্রাপ্ত হইব ? যে ব্যক্তি ভারত-ভূমি প্রাপ্ত হইয়া বিষ্ণুপূজা-পরায়ণ হয়, সূর্য্যের তেজের সদৃশ যেমন কিছু নাই, তদ্রূপ তাহার সদৃশও কেহ থাকে না । হরিকীর্তন-নীল, বৈষ্ণবজিয় অথবা সাধু-শ্রদ্ধা, যাহাই কেন হউন না, তিনি উত্তম এবং আমাদের বন্দনীয় । নারায়ণ, কৃষ্ণ, বাসুদেব ইত্যাদি হরিনাম-কীর্তনপর, অহিংসক ও শান্তিগুণাবলম্বী ব্যক্তি উত্তম এবং আমাদের বন্দনীয় । শিব, নীলকণ্ঠ এবং শঙ্কর ইত্যাদি শিবনাম-সঙ্কীর্তনপর, নিতা সর্বভূত-হিতরত উত্তম ব্যক্তি আমাদের বন্দনীয় । শিবধ্যানরত, গুরুভক্ত, বর্ণাশ্রমাচার-পরায়ণ, অহুশাশ্রু এবং সদা শান্তিগুণাবলম্বী উত্তম ব্যক্তি আমাদের বন্দনীয় । সদভিপ্রায়ে সকল কার্য্যেই ব্রাহ্মণগণের হিতকারী নিতা বেদবাদরত উত্তম ব্যক্তি আমাদের বন্দনীয় । যে ব্যক্তি দেবদেব শিব-নারায়ণে ভেদজ্ঞান না করেন, তিনি অত্রাহ্মণ হইলেও আমাদের বন্দনীয়, সাধুতম (ব্রাহ্মণ) হইলেও তাহাই নাই । ইন্দ্ৰিয়সংযম-সম্পন্ন, ব্রহ্মচারী পুত্রনিন্দা-বিবর্জিত, প্রতিগ্রহ-পরায়ণ উত্তম ব্যক্তি আমাদের বন্দনীয় । চৌষাধি দৌষ-বর্জিত, হৃদয়, মতাবাদী, পরোপকার-তৎপর শুচি উত্তম ব্যক্তি আমাদের বন্দনীয় । যে ব্যক্তি নিরন্তর তড়াগ-প্রতিষ্ঠা, -মরোবর-প্রতিষ্ঠা এবং উদ্যান-প্রতিষ্ঠা তৎপর, বেদার্থগ্রহণ, পুরাণশ্রবণ এবং সংসদে যাহার মতি, সেই উত্তম পুত্র আমাদের বন্দনীয় । যে ব্যক্তি শ্রদ্ধা সহকারে, এইরূপ বিবিধ ধর্ম ভারতবর্ষে অহুষ্ঠান করেন, সেই উত্তম ব্যক্তি আমাদের বন্দনীয় । যে মানব, এতদ্ব্যতীত কো একপ্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা আত্মতৃপ্তি সম্পাদন না করে, সেই দুষ্কৃতিশালীই যত তদপেক্ষা নিকোঁথ আর কে আছে ? ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়া সংকর্মে পরায়ণ হওয়া, আর অমৃতকুস্ত ভাগ করিয়া বিবর্তিত অশেষণ করা সমান । যে মানব শ্রদ্ধাঙ্ক ধর্ম্ম-সমুদ্র দ্বারা আত্মতৃপ্তি সম্পাদন না করে, সে-ই আত্মঘাতী এবং নিখি পাতকিগণের মতো সর্বশ্রেষ্ঠ । যে মানব, কর্মভূমিতে আগিয়া ধর্ম্ম না করে, সেই ব্যক্তিই সর্বতোভাবে দুঃখী ; তদপেক্ষা মূঢ়ই বা আর কে আছে ? আপনা কর্মফল-প্রদান-শক্তিশালিনী এই ভারত-ভূমিতে থাকিয়া হুর্কর্ম্ম করা, আর কামধেনু ভাগ করিয়া অর্কহুর্কর্ম্ম আটা অহুর্কর্ম্মান করা সমান ।” হে মনস্কুমার ! একা

দেবগণও ভারতবর্ষের এইরূপ প্রশংসা করেন ; কেননা, তাঁহাদের স্বপদে, ভোগক্ষয়-ভয় আছে । অতএব হে মহাভাগ ! এই ভারতবর্ষ অতি পবিত্র এবং কৰ্মভূমি বলিয়া প্রাতিব্য । এ দেশ দেবগণেরও দুর্লভ । যে মানব এই পুণ্যভূমিতে সংকার্য্য করিতে উদ্যতও হয়, তাহার সদৃশ কোন ব্যক্তিই ত্রিলোকে নাই । এই পুণ্যভূমিতে উপন্ন যে মনুষ্য নিজের কৰ্ম্মক্ষয়ের নিমিত্ত চেষ্টা করেন, তিনি মামবাকারে অবতীর্ণ নান্দ্র বিমুই, এ বিষয়ে সংশয় নাই । পরলোকে ফললাভে ইচ্ছুক হইয়া নিরাশ্রয়ে কৰ্ম্ম করিতে হয়, উপরে গেই কৰ্ম্ম বিমুকে নিবেদন করিলে, তাহার ফল অক্ষয় হইয়া থাকে । যদি কৰ্ম্মকলে প্রকৃত-বৈরাগ্য হয়, তাহা হইলে আর কিছু করিতে হইবে না ; তবে “বিমু প্রীত হউন” ইহা মনে করিয়া স্বকৃত কৰ্ম্ম ভগবানে অর্পণ করিবে । ব্রহ্মলোক হইতে যে কিছু স্থান আছে, তৎসমস্তই পুণ্ড্রিকের হেতু ; তাহাতে অভিলাষ না করিলে, নিকাম পরমধাম প্রাপ্ত হওয়া যায় । কামনা ত্যাগ করিয়া স্ব স্ব আশ্রমের অনুরূপ বেদোক্ত কৰ্ম্ম সকল ভগবৎ-সন্তোষার্থে করিবে ; তাহা হইলে তাহার পরম-পদ-প্রাপ্তি হইবে । ফল নিকামভাবেই হউক অথবা মকামভাবেই হউক, কৰ্ম্ম যথাবিধি করিতে হইবে । আশ্রমাচারহীন, কৰ্ম্মহীন ব্যক্তিকে পণ্ডিতেরা পণ্ডিত বলিয়া থাকেন । সদাচার-পরায়ণ ব্রাহ্মণ ব্রহ্মতেজে বর্ণিত হন এবং বিমুও তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন ; ইহকালে ও পরকালে তাঁহার পুণ্যফল-প্রাপ্তি হয় । ধর্ম্ম, উপাস্তা, জ্ঞান—সকলই বাসুদেবে পর্যাবসিত ; বাসুদেব ভিন্ন আর কিছুই নাই । ব্রহ্মা হইতে নামান্ত্র ভূগুচ্ছ পর্যন্ত হাবর ও জঙ্গমাত্মক নিখিল জগৎই বাসুদেব-স্বরূপ ; তিনি বাতীত আর কিছুই নহে । তিনিই ব্রহ্মা, তিনিই শিব ; দেবতা, অসুর, যক্ষ এবং সিদ্ধগণও তিনি ; অধিক কি, এই নিখিল ব্রহ্মাওই তিনি,—তাঁহার অতিরিক্ত আর কিছুই নাই । যাহা অপেক্ষা কনিষ্ঠ এবং জোষ্ঠ কিছু নাই, যাহা অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর ও মহত্তর কিছু নাই, তিনিই এই জগৎকে বাস্তু করিয়া আছেন ; এই জগ্গই ইহা বিচিত্র । সুখে অভিলাষ থাকিলে সেই পরম-দেবতা প্রমথকে প্রণাম করিবে ।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

চতুর্থ অধ্যায় ।

মারদ করিলেন,—প্রক্কাপূরক অনুর্তান করিলে সকল ধর্ম্মই অভিলষিত ফল দান করেন ; সেহেতু প্রক্কা থাকিলে সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হয় এবং হরি সন্তুষ্ট হন । ভক্তি (প্রক্কা) সহকারে ভক্তি করিবে, প্রক্কাপূরক কৰ্ম্ম করিবে ; হে বিজোত্তমগণ ! প্রক্কাবিহীন যে সমস্ত কার্য্য, তাহা কখনই সিদ্ধ হয় না । আলোক বেক্রপ প্রাণিগণের চেষ্টার কারণ হয়, ভক্তি সেইরূপ সমস্ত সিদ্ধির পরম কারণ । জল বেক্রপ সমস্ত লোকের জীবন, ভক্তি সেইরূপ সকল সিদ্ধির কারণ । বেক্রপ সমস্ত জগৎগণ ভূমিকে আশ্রয় করিয়া জীবন ধারণ করে, সেইরূপ ভক্তিকে আশ্রয় করিয়া সমস্ত কার্য্য সাধন করিবে ।

অন্ধারান্‌ ব্যক্তিঃ শ্রীলাভ করেন, অন্ধারান্‌ অর্থ প্রাপ্ত হন, অন্ধা দ্বারা অভিনায় পূর্ণ হয় এবং অন্ধারান্‌ মনুষ্যই মুক্তিলাভ করেন। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! ভগবান্‌ হরি, অন্ধাচীন দান, অন্ধাচীন তপস্যা এবং অন্ধাচীন বহু দক্ষিণায়ুক্ত যজ্ঞ দ্বারাও সন্তুষ্ট হন না। অভক্তি-পূর্নক কোটি কিংবা সহস্র কোটি সূমেরু-পরিমিত সুবর্ণ দান করিলেও তাহা কেবল অর্থনাশের নিমিত্ত হয়। অভক্তিপূর্নক যে তপস্যা, তাহা কেবল শরীরকে শুষ্ক করে। অর্থদ্বাপূর্নক যে হোম, তাহা ভস্মের উপর সম্পাদিত হোমের ন্যায় হয়। যদ্যপি লোক অর্থদ্বাপূর্নক অন্নমাত্রও কর্ম করে, তাহা হইলে সেই কর্ম মনুষ্যদিগকে নিত্যাশ্রিত দাম করেন। হে ব্রহ্মন! অর্থদ্বাপূর্নক বেদবিহিত সহস্র অথমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইলেও তৎসমস্তই নিফল হয়। শ্রেষ্ঠা হরিভক্তি মনুষ্যগণের পক্ষে কামধেনুর তুল্য। অহো! অজ ব্যক্তিগা সেই বিমুক্তি মন্ডেও সংসাররূপ বিষ পান করে। হে ব্রহ্মনন্দন! এই আমার সংসার মথো ভগবদ্ভক্তের মঙ্গ, হরিভক্তি এবং তাগেচ্ছাই সার। হে ব্রহ্মন! যাহারা অস্ময়া বশতঃ ভক্তি ও দানাদি কর্ম করে, তাহাদিগের তৎসমস্তই নিফল এবং হরি তাহাদিগের অভিশর দূরে থাকেন। যাহারা পরশ্রীতে উত্তম হইয়া কর্ম করে কিংবা যে ব্যক্তি দত্ত বশতঃ শ্রী শ্রীরাষ্ট্রানে রত, হরি সেই সকল মিথ্যা কর্মকারী ব্যক্তিদিগের দূরে অবস্থান করেন। যে সকল ব্যক্তি প্রধান-ধর্ম জিজ্ঞাসা করিলে মনুষ্যকে মিথ্যা-ধর্মের উপদেশ করে এবং তাহাদিগের ধর্মকার্যো মানসিক ভক্তি নাই, তরি তাহাদিগের দূরে অবস্থান করেন। ধর্ম বেদ-প্রণিহিত, ঐ বেদ পরম নারায়ণ স্বরূপ; অতএব যে সকল মনুষ্য বেদে অর্থদ্বা করে, হরি তাহাদিগের দূরে অবস্থান করেন। যে ব্যক্তি ধর্ম-বিহীন হইয়া দিনযাপন করে, সে কর্মকারের যন্ত্রের ন্যায় বায়ু আকর্ষণ ও পরিভাগ করিলেও জীবিত নহে। হে ব্রহ্মনন্দন! যাহারা অন্ধারান্‌, তাহাদিগেরই ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষরূপ সনাতন পুরুষার্থ সিদ্ধ হয়; অন্ধা না থাকিলে কিছুই হয় না। যে ব্যক্তি স্বীয় আচার অভিক্রম না করিয়া হরিভক্তি-পরায়ণ হন, তিনি জানিদৃশ্য বিষ্ণু-ভবনে গমন করেন। হে মুনীন্দ্র! যে সকল ব্যক্তি হরির চিত্তাতে আসক্ত হইয়া স্বীয় আশ্রমোচিত-বেদবিহিত কর্ম করেন, তাহারা পরমপদ প্রাপ্ত হন। আচার হইতে ধর্মের উৎপত্তি, এবং ধর্মের প্রভু ভগবান্‌ অচ্যুত; অতএব আশ্রমোচিত আচারানুসারে সর্বদা হরিকে পূজা করিবে। যে ব্যক্তি নাস্ত বেদান্তশাস্ত্রে পারদর্শী হইয়াও স্বকীয় আশ্রমোচিত-আচারভ্রষ্ট, সে কর্মবহিস্কৃত—এইজ্ঞা পণ্ডিত। হরিভক্তি-পরায়ণ হটক অথবা হরি-ধ্যান-পরায়ণ হটক, যে ব্যক্তি স্বীয় আশ্রম হইতে ভ্রষ্ট, ঋষিরা তাহাকে পণ্ডিতরূপে নির্দেশ করিয়াছেন। বেদই হটন, হরিভক্তিই হটন বা শ্রিভক্তিই হটন, কেহই আচারভ্রষ্ট যুক্তকে পবিত্র করিতে পারেন না। হে ব্রহ্মন! পুণ্যক্ষেত্রে গমন, পবিত্র-ভীর্থে সেবা অথবা নানারূপ যজ্ঞানুষ্ঠান—কিছুই আচারভ্রষ্ট ব্যক্তিকে রক্ষা করিতে পারেন না। আচার হইতে স্বর্গ, আচার হইতে মুখ এবং আচার হইতে মুক্তি পর্যন্ত লাভ হয়; আচার হইতে লক্ষ্য না হয় কি?—সমস্তই লাভ করা যায়। হে মাধুশ্রেষ্ঠ! সমস্ত আচার, সমস্ত যোগ এবং হরিভক্তি—সকলেরই আদি-কারণ ভক্তি। মনুষ্য যদ্যপি ভক্তিপূর্নক বিষ্ণুকে পূজা করে, তাহা হইলে তিনি বাহিত ফল দান করেন; অতএব পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন, “ভক্তিই সমস্ত

লোকের মাতৃস্বরূপ । প্রাণিগণ যেরূপ মাতাকে আশ্রয় করিয়া জীবন ধারণ করে, সমস্ত
 দার্শনিক ব্যক্তি সেইরূপ ভক্তিকে আশ্রয় করিয়া জীবন ধারণ করেন ।” হে অজ্ঞানমন !
 স্বকীয় আশ্রমোচিত আচারবান ব্যক্তির যে সময়ে হরিভক্তির উদয় হয়, সেই সময়ে
 ত্রিজগতের মধ্যে তাহার সদৃশ আর কোন ব্যক্তি থাকে না । ভক্তি দ্বারা কৰ্ম্ম-সিদ্ধি হয় এবং
 কৰ্ম্ম দ্বারা হরি সন্তুষ্ট হন । হরি সন্তুষ্ট হইলে জ্ঞানের উদয় হয়, জ্ঞানোদয় হইলে যুক্তিলাভ
 হয় । ভগবদ্ভক্তের সহিত সঙ্গ হইলে ভক্তি জন্মে, কিন্তু মনুষ্য পূৰ্ব্বজন্মার্জিত পুণ্য দ্বারা
 ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ লাভ করে । যে সমস্ত ব্যক্তি বর্ণ এবং আশ্রমোচিত আচারের
 অনুষ্ঠান করে, যাহাদিগের মন ভগবদ্ভক্তের সহিত সঙ্গ করিতে ইচ্ছা করে এবং যাহারা
 কাম-ক্রোধাদিবর্জিত, তাহারা ই পতিত ও লোকদিগের শিক্ষক । হে ব্রহ্মন্ ! যে ব্যক্তি
 অকৃতজ্ঞা, সে কখনই উত্তম সাধুসঙ্গ লাভ করিতে পারে না ; যদি লাভ করে, তাহা হইলে
 জানিবে, সেই ব্যক্তির পূৰ্ব্বজন্মার্জিত পুণ্য আছে । যে ব্যক্তির পূৰ্ব্বজন্মার্জিত সমস্ত
 পাপ বিনষ্ট হয়, তাহারই সাধুসঙ্গ লাভ হয় ; তাহা না হইলে নিশ্চয়ই তাহা ঘটে না ।
 সূর্য্য, কিরণসমূহ দ্বারা দিবসে বাহিরের অন্ধকার নষ্ট করেন, কিন্তু পশ্চিমের সূর্য্য-
 মণ্ডীত-সমূহ দ্বারা সন্ধ্যাতে অস্তরের অন্ধকার নষ্ট করেন । ভগবানে ভক্তি পরায়ণ পুরুষ
জগতে দূর্লভ যে ব্যক্তির তাহা সহিত সঙ্গ হয়, সে নিতা শান্তিলাভ করে । মনস্কুমার
 কহিলেন,—ভগবদ্ভক্তের লক্ষণ কি, তাহারা কি কৰ্ম্ম করেন এবং তাহারা কোন্-লোক লাভ
 করেন, এই সমস্ত যথার্থরূপে আমার নিকট শুন । আপনি মহেশ্বর দেবদেব চল্লীর ভক্ত,
 অতএব আপনি ইহা বলিতে সক্ষম । আপনি চেষ্টাতে অধিক শ্রম আর কেহ নাই । নারদ
 কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্ ! জগন্নাথ যোগমিদা ভঙ্গ হইলে, জ্ঞানী মার্কণ্ডেয় মুনির নিকট যে
 সমস্ত গোপনীয় কথা বলিয়াছেন, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর । এই যে বিষ্ণু, ইনি পরম
 জ্যোতিঃস্বরূপ, দেবদেব, নিতা ; সমস্ত জগৎ ইহার রূপ, ইনি জগতের কর্তা । বিশ্ব-
 ব্রহ্মাণ্ডই ইহার শরীর । ইনি প্রলয়কালে উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করত ব্রহ্মাণ্ডকে গ্রাস করেন, জগৎ
 জলে পরিপূর্ণ এবং জীবন-জন্ম সমস্ত বিনষ্ট হইলে, এই শেষাক্ষা ভগবান্ হরিই বটপত্রে
 শয়ন করিয়া থাকেন । যাহার সমস্ত রোম অসংখ্য ব্রহ্মাদি দ্বারা সমাকুরূপে ভূষিত, যিনি
 পানাস্রবের অগ্র হইতে বিনিঃসৃত গঙ্গা দ্বারা সমস্ত জলকে পবিত্র করিয়া থাকেন, যিনি
 সূর্য্য চেষ্টাতে সূর্য্যতর হইয়া ব্রহ্মাণ্ডকে গ্রাস করেন, সেই সৰ্ব্বশক্তিমান্ বিষ্ণু বটপত্রে শয়ান
 হইলে মহাভাগবান্ নারায়ণ-পরায়ণ মার্কণ্ডেয় সেই স্থানে অবস্থান করত সেই মহেশ্বরের
 সমস্ত লীলা দর্শন করিতে লাগিলেন । কবিগণ কহিলেন,—হে মুনে ! সেই মহাযোদ্য সময়ে
 জীবন-জন্ম বিনষ্ট হইলে, ভগবান্ কেবল একাকী অবস্থান করিয়াছিলেন, তাহা পূৰ্ব্ব
 এইরূপ শুনিয়াছি । জগৎ একাকী এবং জীবন-জন্ম বিনষ্ট,—হরি নকলকেই গ্রাস করিয়া-
 ছিলেন ; তবে কি নিমিত্ত সেই মার্কণ্ডেয়কে গ্রাস করেন নাই ? হে সূত ! ইহা জানিতে
 আমাদিগের অভিপ্রেত কোতুল হইয়াছে ;—হরিকীর্তন শ্রবণ সমুত্তপানে কোন্ ব্যক্তির
 আলস্য হয় ? সূত কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্ ! যুক্ণ নামে বিখ্যাত অতি ভাগ্যবান্ এক মুনি
 ছিলেন । সেই মুনি শালগ্রাম নামক মহাতীর্থে স্নাতন বেনপাঠপূর্ব্বক অমৃত যুগকাল মহা
 তপস্বী করিয়াছিলেন । সমস্ত প্রাণীতেই আকর্ষণশেষ-দৃষ্টিমগ্ন, বিষয়ে নিঃস্পৃহ,

সকলের হিতাকাঙ্ক্ষী, দানু, উপবাস-পরায়ণ, ক্ষমানীল, সত্যপরায়ণ, জিতেন্দ্রিয় সেই মুকু মুনি যখন ঘোরতর তপস্শ্রী করেন, তৎকালে ইন্দ্র প্রভৃতি সমস্ত দেবতা মুকু তপস্শ্রী শক্তি হইয়া, অনাময় পরমেশ্বর নারায়ণের শরণাগত হইলেন এবং ক্ষীরোদ-সমুদ্রের উত্তরতীরে গমন করিয়া, দেবশ্রেষ্ঠ জগদ্বাক্তর পদানভকে এইরূপ স্তুব করিতে লাগিলেন,—“হে নারায়ণ ! তুমি স্বাক্ষর, তোমার ধ্বংস নাই ও অন্ত নাই। হে শরণাগতপালক ! আমরা মুকু তপস্শ্রী ভীত হইয়া, তোমার শরণাগত হইয়াছি, তুমি আমাদের রক্ষা কর। হে দেবাধিদেবেশ ! তোমার জয় হউক ; হে শঙ্খ-গদাধর ! তোমার জয় হউক ; হে লোকস্বরূপ ! হে ব্রহ্মাণ্ডকারণ ! তোমার জয় হউক। তুমি পরম দেবতার ঈশ্বর তোমাকে নমস্কার। হে লোকপাবন ! তোমাকে নমস্কার। তুমি ত্রিলোকের মাথ, তোমাকে নমস্কার। তুমি লোকদিগের সাক্ষিস্বরূপ, তোমাকে নমস্কার। তুমি ধ্যান দ্বারা লভ্য ও ধ্যানের কারণ, তোমাকে নমস্কার। তুমি ধ্যানস্বরূপ এবং ধ্যানের সাক্ষী, তোমাকে নমস্কার। তুমি কেনী অসুরকে বিনাশ করিয়াছ, মধু-দৈত্যকে বিনাশ করিয়াছ, তুমি পরমাত্মা স্বরূপ, তোমাকে নমস্কার। পৃথিবী প্রভৃতি সমস্ত তোমার রূপ, তুমি চৈতন্য-স্বরূপ, তোমাকে নমস্কার। তুমি সকল হইতে শ্রেষ্ঠ, পরম পবিত্র, নির্গুণ ও গুণ স্বরূপ, তোমাকে নমস্কার। তুমি রূপবিহীন, স্বরূপ ও বহুরূপী, তোমাকে নমস্কার। হে ব্রহ্মাণ্ডদেব ! তুমি গো-লাক্ষণের হিতাকাঙ্ক্ষী এবং জগতের হিতাকাঙ্ক্ষী, অতএব হে কৃক ! হে গোবিন্দ ! তোমাকে নমস্কার। তুমি ব্রহ্মা, ব্রহ্মাদি দেবতা তোমারই স্বরূপ ; তুমি সূর্য্যরূপী, তুমিই হবা এবং কবোঁর ভোক্তা, তোমাকে নমস্কার। তুমি নিত্য, তুমি সকলের পূজ্য, তুমি সদানন্দ-স্বরূপ, তোমাকে নমস্কার। তুমি অরণকারী ব্যক্তিদ্বিগের পীড়া নাশ করিয়া থাক, অতএব তোমাকে পুনঃপুনঃ নমস্কার।” শঙ্খ-চক্র-গদাধারী ভগবান্ কমলাপতি দেবতাদিগের এইরূপ স্তুব শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। যাহার চক্ষুঃস্পর্শ প্রসুতিত পদপদ্মের সদৃশ শরীরের প্রভা কোটীসূর্য্য-ভূজা ; যিনি সকল অলঙ্কার-ভূষিত ; যাহার বক্ষঃস্থল শ্রীবৎসচিহ্নযুক্ত ; যিনি সূর্য্যময় যজ্ঞোপবীত ধারণ করিতেছেন, যাহার চরণদ্বয় সূর্য্যপদ্ম সদৃশ, প্রধান মুনিগণ যাহাকে স্তুব করিয়া থাকেন,—দেবগণ সেই পীতাম্বরধারী নোমামূর্তি হরিকে সম্মুখে দর্শন করিয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিতে লাগিলেন। তৎকালে দয়াময় হরী, মেঘের ত্রায়, গভীর ধ্বনি করিয়া, সমুদ্রের শব্দকে পরাভূত করত দেবতাদিগকে গভীরভাবে কহিতে লাগিলেন,—“মুকু তপস্শ্রীতে, তোমাদিগের মানসিক দুঃখ হইয়াছে, আমি তাহা জানিয়াছি। মুকু সজ্জন, অতএব তিনি নিশ্চয় তোমাদিগকে পীড়া দিবেন না। যে সমস্ত সাধু স্বীয় তপস্শ্রী দ্বারা পাপক্ষয় করিয়াছেন, তাঁহারা ধনবান্ হউন অথবা পণ্ডিত হউন, কদাচ অশ্রু ব্যক্তির পীড়া দেন না। যে ব্যক্তি বিদগ্ধরূপ শকগণ কর্তৃক নিরন্তর বাধা প্রাপ্ত হয়, সেই মৃগী আপনাকে রক্ষা না করিয়া অশ্রুকে ঘেষ করে। যে মানব আধাত্মিক, আতি-ভৌতিক এবং আবিদৈবিক তাপত্রয়রূপ শকর বাধা জ্ঞানিতে পারিয়াছে, সেই মানব সাধু কি নিমিত্ত অশ্রুকে পীড়া দান করিবে ? যে ব্যক্তি কৰ্ম্ম, মন এবং বাক্য দ্বারা সর্বদা পরকে পীড়িত করে, সে, আপনি যাহাকে জয় করিয়াছে, তাহা দ্বারাও আপনার বিনাশের

আশঙ্কা করে। যাহাদিগের মন লোভে অভিভূত, যাহারা অতি অন্ন-ধন-সম্পত্তিশালী, সেই
 মায়ামোহিতদিগেরই মর্কসদা ভয় হইয়া থাকে। যাহার চিত্ত মর্কসদা আশঙ্কায়ুক্ত, সে-ই
 দুঃখী; যাহার কোমরূপ আশঙ্কা নাই, সে-ই সুখী; যে পরের দ্বিতকার্য্য করে এবং
 দান্ত, সেই ব্যক্তি মর্কসদা শঙ্কারহিত। হে পরম সাধুগণ! যে মনুষ্য লোকের দ্বিত-কার্য্য করে
 এবং অসুখী ও মাৎস্য-রহিত, পণ্ডিতগণ সেই ব্যক্তিকেই ইহকাল ও পরকালে শঙ্কা-
 রহিত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। হে অমরগণ! তোমরা গমন কর, মুনি তোমাদিগকে
 পীড়া দিবেম না। আমি মর্কসদা রক্ষা করিব; তোমরা যথাশ্রুতে বিশ্রাম কর।" অতসী
 পুষ্পের গায় প্রভাসম্পন্ন হরি দেবতাদিগকে এইরূপ বর-প্রদান করিয়া, দেবতারী দর্শন
 করিতেছেন—সেই সময়েই, তাহাদিগের সমক্ষে অভূহিত হইলেন। দেবগণ সম্ভোষণাভ
 করত, যে স্থান হইতে আগমন করিয়াছিলেন, সেই স্বর্গে গমন করিলেন; হরিও মুকুট
 প্রতি নকটে হইয়া তাহার সম্মুখে আগমন করিলেন। মুকুট পূর্বে পরম সমাধি দ্বারা
 যাহাকে স্বপ্রকাশরূপ নিরঞ্জন পরম-ব্রহ্ম স্বরূপে দর্শন করিয়াছিলেন, তৎকালে তাহাকে
 অতসী-কুম্বের গায় শোভা-সম্পন্ন, পীতাম্বরপরিধায়ী এবং দিব্যবস্ত্রধারী দর্শন করিয়া
 অতিশয় বিস্মিত হইলেন। পরে মুকুট নয়নদ্বয় উন্মীলন করিয়া প্রমত্তবদন, সকলের বিধাতা,
 শান্ত এবং অচ্যুত সেই হরিকে সমাগত দর্শন করিলেন। তৎকালে বিপ্র রোমাঞ্চিত-
 শরীরে ও আনন্দাক্ষ-নয়নে, দণ্ডের গায়, ভূমিতে পতিত হইয়া, দেবদেব চক্রীকে
 প্রণাম করিলেন এবং আনন্দবারি দ্বারা তাহার চরণদ্বয় প্রক্ষালন করত মস্তকে অঞ্জলি
 অর্পণ করিয়া তাহাকে স্তুব করিতে আরম্ভ করিলেন;—“তুমি পরমেশ্বর, পরমরূপ, পর
 হইতে পর এবং পরম হইতে পরম, তুমি অপারের পাত্র, পরমাত্মার সৃষ্টিকর্তা ও
 অগ্র হইতে পরম পবিত্রকারী; তোমাকে নমস্কার। যিনি নাম-জাতিাদি বিকলাশ্রুত
 যাহার রূপ শব্দাদি-দোষ হইতে ভিন্ন এবং বহুস্বরূপ হইয়াও অব্যক্ত, সেই আদি
 পরমেশ্বরকে ভজনা করি। যিনি বেদান্তশাস্ত্র দ্বারা জ্ঞেয়, যিনি পুরাতন পুরুষ, যিনি
 ব্রহ্মা প্রভৃতিরূপে সমস্ত জগৎস্বরূপ এবং যিনি স্বকীয়-রূপ-মিশ্রিত পতীর সহিত
 একত্রিত আমি সেই সকলের প্রভু আদি-ঈশ্বরকে ভজনা করি। যাহাদিগের সমস্ত দোষ
 নষ্ট হইয়াছে, যাহারা স্পৃহারহিত এবং কামাদিবিবর্জিত, সেই সকল ব্যক্তিগণ ধ্যানপরায়ণ
 হইয়া যাহাকে দর্শন করেন,—সংসারনাশের কারণ সেই পরম পবিত্রকে নমস্কার করি।
 যিনি অরণকারীর পীড়া নাশ করেন, শরণাগতকে পালন করেন,—সকলের মেঘা এবং
 জগতের আশ্রয়, সেই করুণাময় পরমেশ্বরকে নমস্কার করি। যাহার মহত্ব শরীর, মহত্ব
 চরণ, মহত্ব চক্ষু, মহত্ব মস্তক, মহত্ব বাহু এবং মহত্ব নাম, যিনি মহত্বকোটি যুগকে ধারণ
 করিতেছেন, সেই অনন্ত নিত্য পুরুষকে নমস্কার করি।" শঙ্ক-চক্র-পদাধারী মহাবিষ্ণু সেই
 মহাত্মার এই প্রকার স্তুব শ্রবণ করিয়া পরম প্রীতি প্রাপ্ত হইলেন। তাহার পর দেব চারিটি
 দীর্ঘ হস্ত দ্বারা মুনিকে আলিঙ্গন করত পরম প্রীতিপূর্ব্বক “তুমি আনন্দের মহিত বর প্রার্থনা
 কর” এই কথা বলিয়া পুনর্বার বলিলেন,—“হে বিপ্র! তুমি পাপরহিত, তোমার তপশ্চা
 এবং এই স্তুব দ্বারা আমি প্রীতিলাভ করিয়াছি, অতএব হে সুব্রত! তোমার মনে যেরূপ
 ইচ্ছা হয়, সেই বর প্রার্থনা কর।” মুকুট কহিলেন,—“হে দেবদেব! হে জগন্নাথ! আমি

কৃতার্থ হইয়াছি, তাহাতে সংশয় নাই ; যেহেতু পুণ্য-রহিত ব্যক্তিগণের পক্ষে তোমার দর্শন অতিশয় অপূর্ণ । ব্রহ্মাদি দেবগণ যাহার দর্শন পান না, যিনি বেদের অগোচর, আমি সেই পরম-বস্তুকে দর্শন করিলাম ; অতএব আমার অপেক্ষা আর অধিক শ্রেষ্ঠ কে আছে ? স্মদর্শী সাধু ভক্তগণও যাহাকে দেখিতে পান না, আমি সেই পরম বস্তুকে দর্শন করিলাম, ইহার পর আর কি বলিব । বীতরাগ, নিৰ্গুণের জিতেন্দ্রিয়গণও যোচ্ছ্রপ পরম বস্তুকে দর্শন করিতে পান না, আমি তাহাই দর্শন করিলাম, ইহার পর আর কি আছে ? দেবতারা এবং যোগিগণ যাহাকে দর্শন করিতে পান না, আমি সেই পরম ধামকে দর্শন করিলাম, ইহা হইতে আর কি অধিক উত্তম হইবে ? পরোপকার-পরায়ণ এবং দয়ালু ব্যক্তিগণ যাহার দর্শন প্রাপ্ত হইতে পারেন না, আমি সেই পরম ধামকে দর্শন করিলাম, ইহা হইতে আর কি অধিক উত্তম হইবে ? হে জনার্দন ! হে জগদ্গুরো ! আমি ইহা স্বারাই কৃতার্থ হইয়াছি ; কারণ, পুণ্য-রহিত ব্যক্তির স্বপ্নেও তোমার দর্শন লাভে সক্ষম হয় না । হে অচ্যুত ! যাহারা মহাপাতকী, তাহারাও তোমার নাম স্মরণমাত্রেই যখন পরমপদ প্রাপ্ত হয়, তখন যাহারা তোমাকে দর্শন করিয়াছে, তাহাদিগের তদপেক্ষা অধিক কি হইবে ?” শ্রীভগবান্ কহিলেন,—

“হে ব্রহ্মন্ ! তুমি সত্য বলিয়াছ, হে পণ্ডিত ! আমি শ্রীত হইয়াছি, কিন্তু অদ্যাপি আমার দর্শন কোন সময়ে নিফল হয় নাই । দেবতাগণ সৰ্ব্বদা এই কথা বলেন যে, “বিমুক্ত ব্যক্তির অনেক পরিবার হয়”, আমি সেই কথা পালন করিয়া থাকি, যেহেতু সাধু-বাক্তি মিথ্যা বলেন না । অতএব হে বিশেষজ্ঞ ! তুমি বর প্রার্থনা কর, আমি তোমার সমস্ত গুণগুণ দীর্ঘকালী এবং রূপবান্ পুত্র হইব । যাহার বংশে আমার জন্ম হয়, তাহার সমস্ত বংশ মুক্তিলাভ করে । হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! আমি তুষ্ট হইলে তোমার কি অশাণ্ড হইবে ? যে ব্যক্তি মংপরায়ণ হইয়া, আমাতে প্রকৃাপূৰ্ব্বক আমার পূজা করে ও ধ্যান করে, সে স্বকীয় সমস্ত বংশকে ভগবানের মাকুপা লাভ করায় । যে ব্যক্তি আমাতে মন অর্পণ করত আমাকে প্রণাম করে এবং আমার নিমিত্ত কৰ্ম্ম করে, সে আপনার সমস্ত বংশকে অচ্যুতের মাকুপা লাভ করায় । সুতএব হে বিশেষজ্ঞ ! আমি তোমার স্তব এবং তপস্শ্রায় শ্রীত হইয়াছি । পুত্রভাবে তোমার নিকট ঋণ হইতে মুক্ত হইব, তাহাতে সংশয় নাই ।” হরি এই কথা বলিয়া মুকতুর মন্ডকের উপর আপনার হস্ত অর্পণ করত সমস্ত অঙ্গ স্পর্শ পূর্বক সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন । তৎকালে মুকতু পরমশ্রীতি লাভ করত আপনাকে পুণ্যবান্ জ্ঞান করিয়া, হরিকে প্রণামপূর্বক পুনর্বার স্বীয় আশ্রমে গমন করিলেন ।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

পঞ্চম অধ্যায় ।

সূত কহিলেন,—হরিগেবা-নিরত মুকতু-মুনি বিষ্ণুর নিকট হইতে বরলাভ করিয়া, মার্কণ্ডের নামে দ্বিতীয় হরির সদৃশ পুত্র লাভ করিলেন । অতি ভাগ্যবান্, দয়ালু, বার্ষিক,

ব্রহ্মজ্ঞ, সত্য-পরায়ণ, সূর্য্যের সদৃশ প্রভা-সম্পন্ন, জিতেজ্জিয়, শান্ত, মহাজ্ঞানী, সকলের
 যাথার্থ্য-জ্ঞানে পণ্ডিত, মার্কণ্ডেয় বিষ্ণুর জীতির নিমিত্ত উপস্থিত করিতে লাগিলেন । বুদ্ধি-
 মান্ মার্কণ্ডেয় আরাধনা করিলে জগৎপতি অচ্যুত তাঁহাকে পুরাণ এবং সংহিতা রচনা
 করিবার নিমিত্ত বরদান করিলেন ; হতএব মার্কণ্ডেয় মুনি নারায়ণ স্বরূপ, চিরজীবী এবং
 দেবদেব চক্রীর ন্তিগুণ ভক্ত,—হে বিপ্রগণ ! জগৎ একাক্ষর হইলে, জনার্দন হরি তাঁহার
 স্বকীয় প্রভাব দর্শন করাইবার নিমিত্ত মার্কণ্ডেয়কে সংহার করিলেন না । বিষ্ণুভক্তি-পরায়ণ
 বুদ্ধিমান্ মার্কণ্ডেয় সেই ঘোরতর জল মধ্যে নীর্ণপত্রের দ্বারা অবস্থান করিয়াছিলেন ।
 স্বয়ং হরি যে কাল পর্য্যন্ত শয়ন করিয়াছিলেন, মার্কণ্ডেয় সেই কাল পর্য্যন্ত উত্তাপে
 জলমধ্যে অবস্থান করিয়াছিলেন ; আমি সেই কালের পরিমাণ বলিতেছি, শ্রবণ কর ।
 হে ব্রহ্মনন্দন ! পঞ্চদশ নিমিত্তে কাষ্ঠা, ত্রিশং কাষ্ঠায় কলা, ত্রিশং কলায় ক্ষণ, দ্বয় ক্ষণে
 দণ্ড, দুই দণ্ডে মুহূর্ত্ত, ত্রিশং মুহূর্ত্তে একদিন হয় । ত্রিশং দিনে দুই পক্ষ—এক মাস ।
 দুই মাসে এক ঋতু, তিন ঋতুতে এক অরন এবং দুই অরনে বৎসর হয় । সেই বৎসর
 দেবতাদিগের এক দিন ; তাহার মধ্যে উত্তরায়ণ—দিবা ও দক্ষিণায়ন—রাত্রি । মানুষের
 এক মাসে পিতৃগণের এক দিন হয় ; চন্দ্র ও সূর্য্যের সংযোগে (অমাবস্যা) তাহাদিগের
 প্রথমোক্ত কলা (ঋতু—রাত্রিশেষ) জানিবে । দেবতাদিগের বার্ষিক সংস্রব
 এক যুগ । দেবতাদিগের দুই সংস্রব যুগে ব্রহ্মার এক দিন, সেই দিন মানুষাদিগের
 দুই বছর । দেবতাদিগের একসপ্ততি যুগে এক মহাযুগ । হে যুনে ! চতুর্দশ মহাযুগে
 ব্রহ্মার দিবস ; যে পরিমাণে তাঁহার দিবস, সেই পরিমাণে রাত্রি । হে বিপ্রেন্দ্র ! সেই
 রাত্রিকালে নশস্ত জগৎ বিনাশ প্রাপ্ত হয় । হে যুনে ! ব্রহ্মার দিন, মানুষ্য পরিমাণে
 সংস্রব-চতুর্যুগে চইয়া থাকে ; ব্রহ্মার মাস এবং বৎসরও এই রীতিক্ষেমে জানিবে । হে দ্বিজ-
 গণ ! তদনুসারেই, শত বৎসরে দুই পরাক্ষ বৎসর ব্রহ্মার আয়ুকাল । ব্রহ্মার শত বৎসরে
 বিষ্ণুর এক দিন ; রাত্রি-পরিমাণও তাবৎ । মার্কণ্ডেয় ততকাল জীর্ণ-পত্রের দ্বারা অবস্থিত
 ছিলেন ; ঘোর জলময় সময়ে তিনি বিষ্ণু-শক্তির বলেই বলীয়ান্ হইয়া পরমাত্ম-ধ্যান
 পূরক বিষ্ণুর সমীপেই ছিলেন । অনন্তর সময় উপস্থিত হইলে ধোণিনিদ্রা-বিমুক্ত বিষ্ণু,
 ব্রহ্মরূপে এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগৎ সৃষ্টি করিলেন ; মার্কণ্ডেয় জলের অপগম এবং
 বিশ্ব-সৃষ্টি দেখিয়া বিস্ময় এবং পরমশ্রীতি সহকারে বিষ্ণুর চরণদ্বয় বন্দনা করিলেন ।
 মহামুনি মার্কণ্ডেয় মস্তকে অঞ্জলি বন্ধনপূরক সদানন্দমূর্ত্তি ভগবান্কে প্রণবচনে স্তুত
 করিতে লাগিলেন,—“সহস্রশীর্ষা, অনাময়, আশ্রয়শূণ্য, দেবদেব, নারায়ণ বাসুদেব
 জনার্দনকে প্রণাম করি । যিনি অজের, অজর, নিত্য, সদানন্দই যাহার স্বরূপ, সেই
 অনন্তের অনির্দেশ জনার্দনকে প্রণাম করি । যিনি অবিকারী, পরম, নিত্য, বিশ্বদর্শী
 এবং বিশ্বের উৎপাদক, সেই সর্গভক্ষমর শান্ত জনার্দনকে প্রণাম করি । পুরাণ-পুরুষ,
 সিন্ধু, সর্গজ, পরাংপরতর জনার্দনকে প্রণাম করি । যিনি পরম জ্যোতিঃস্বরূপ,
 পরম পণ্ডিত আশ্রয়স্বরূপ এবং পরম বস্তু, সেই সর্গরূপী পরম জনার্দনকে প্রণাম করি ।
 সদানন্দ, চিন্মাত্র, কারণসমূহের পরম-কারণ, সর্গাত্মক, সর্গশ্রেষ্ঠ সেই সনাতন
 জনার্দনকে প্রণাম করি । যিনি সত্ত্ব ও নির্তুগ, মায়াভীত ও মায়াবী, রূপহীন ও

বহুপথ্যারী, সেই শাল জমার্দমকে প্রণাম করি। যে ভগবান এই জগতের
 সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার করিতেছেন, সেই আদিদেব ঈশান জমার্দমকে প্রণাম করি। হে
 পরমেশ্বর! হে পরমানন্দময়! হে মনোভীত! হে পরগাগত-বৎসল! হে কৃপাসিক্তো!
 আপনাকে প্রণাম করি; আপনি আমাকে পরিত্রাণ করুন।” এই-প্রকার-স্ততি-পরায়ণ
 বিশেষ্যে মার্কণ্ডেয়কে শগ-চক-গদাধারী বিষ্ণু পরম শ্রীভক্তমহাকারে বলিলেন,—“জগতে
 যাহারা ভগবদ্ভক্ত এবং ভগবদ্ভক্তগণের প্রতি অনুরক্ত, আমি তাহাদিগের প্রতি সন্তোষ এবং
 তাহাদিগকে সর্বদা রক্ষা করি, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমিই-ভগবদ্ভক্ত-
 রূপে দেহ গোপনপূর্বক সর্বদাই সকল লোক রক্ষা করি।” মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—“ভগ-
 বদ্ভক্তের লক্ষণ কি এবং কি কর্তব্য করিলেই বা ভগবদ্ভক্ত হওয়া যায়, ইহা শ্রবণ করিতে
 অভিলাষী হইয়াছি; যেহেতু এ বিষয়ে আমার পরম কৌতূহল।” শ্রীভগবান্ বলিলেন,—
 “হে মুনিমণ্ডম! ভগবদ্ভক্তগণের লক্ষণ কীর্তন করিতেছি; তাহাদের প্রভাব কোটি বৎসরেও
 বলিবার সামর্থ্য হয় না। যাহারা সর্ব-প্রাণীর হিতকারী, অমৃতা-দেব-বর্জিত, জিতেন্দ্রিয়,
 নিঃস্পৃহ এবং শান্তিগুণাবলম্বী, তাহারাই ভগবদ্ভক্তগণের বা বৈষ্ণবগণের প্রধান। যাহারা
 কৰ্ম্ম, মন এবং বাক্য দ্বারা পরকে পীড়া দেয় না এবং প্রতিদ্রুত পরাজয়, তাহারাই বৈষ্ণব-
 প্রধান। আমার গুণানুবাদ-অবশ্যে যাহার সাত্ত্বিক বুদ্ধি আছে এবং ভক্তবৎসল বিষ্ণুর
 (আমার) ভক্ত, তাহারাই বৈষ্ণব-প্রধান। যে মানব-প্রধানেরা, গঙ্গা ও বিবেকর এই
 দুক্লিতে মাতাপিতার স্মরণ করেন তাহারাই বৈষ্ণবপ্রধান। যাহারা দেবপূজায় এবং
 ইষ্টবেদভার সাধনায় তৎপর ও ইষ্টপূজা দেখিয়া তাহার অনুমোদন করেন, তাহারা
 বৈষ্ণব-প্রধান। যাহারা ব্রহ্মচারী এবং যতিগণের পরিচর্যা-পরায়ণ ও পরনিষ্ঠা-বহি-
 শ্লুথ, তাহারাই বৈষ্ণব-প্রধান। যে নর-প্রধানেরা সকলেরই হিতজনক বাক্য কীর্তন
 করেন ও লোকে গুণগ্রাহী, তাহারাই বৈষ্ণব-প্রধান। যে নর-প্রধানগণ, সর্বভূতে আত্মবৎ
 সন্দর্শন করেন এবং শত্রু-মিত্রে সমদর্শী, তাহারাই বৈষ্ণব-প্রধান। ‘যাহারা সত্যবাদী,
 সাধুসেবী, ধর্মশাস্ত্র-বক্তা, তাহারা বৈষ্ণব-প্রধান। যাহারা পুরাণের বাখ্যাতা ও শ্রোতা
 এবং পুরাণবক্তাদিগের প্রতি ভক্তিমান, তাহারা বৈষ্ণবপ্রধান। যাহারা গো-ব্রাহ্মণের
 সেবার সর্বদা রত, তীর্থযাত্রাপরায়ণ, অশ্বের শ্রীরক্তি-দর্শনে প্রফুল্ল ও হরিনাম-কীর্তনে
 মগ্ন, তাহারা বৈষ্ণব-প্রধান। যাহারা আরাম রোপণ, তড়াগরক্ষা, দেবগৃহনির্মাণ ও কৃপ-
 তড়াগ-সরোবর-খনন করিয়া দেয় এবং যাহারা গায়ত্রীজপ করিয়া থাকেন, তাহারা
 বৈষ্ণব-প্রধান। হরিনাম-শ্রবণ করিলে আনন্দে যাহাদিগের শরীর রোমাঞ্চিত হয়,
 তুলসীকানন দর্শন করিলে যাহারা প্রণাম করিয়া থাকেন, যাহাদিগের কণ্ঠ তুলসীকাঠে
 অঙ্কিত, তুলসীর গন্ধ ও মূল-মৃদিকা আশ্রাণে যাহাদিগের শ্রীতি এবং যাহারা অতিথিসেবা,
 আশ্রম-চতুষ্টয়ের আচারপালন ও বেদব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, তাহারা বৈষ্ণব-প্রধান। শিবে
 শ্রীতি, শিবে ভক্তি, শিবের অচ্চনা, কুম্ভাক্ষ ও ত্রিপুণ্ড্রধারণ, হরিনাম ও শিবনাম কীর্তন,
 বহু দক্ষিণাদানে দূতভক্তির সহিত তাহাদিগের উদ্দেশে ক্ষতানুষ্ঠান ও বিদিত শাস্ত্রের
 উপদেশ-প্রদান যাহারা করেন এবং যাহারা সকল বিষয়ে গুণধর, তাহারা বৈষ্ণব-প্রধান।
 যাহারা দেবাদিদেব শিব ও পরমাত্মা বিষ্ণুকে অভিন্ন ভাবেন এবং শিবধ্যান, শিবকর্মা,

অগ্নিকার্য্য, পঞ্চাঙ্গ-মন্ত্ররূপ, অন্ন-জল-কণ্ঠা-গো-দান, একাদশীব্রত ও আচার কার্য্য করেন, তাঁহারা বৈষ্ণব প্রধান। হে বিপ্র! এ স্থলে কতিপয়মাত্র বৈষ্ণবের উল্লেখ করিলাম, মনুষ্য আমিত শত শত কোটি বৎসরে সমস্ত উল্লেখ করিতে সমর্থ নহি; অতএব হে দ্বিজবর! তুমিও স্মৃৎল, সর্গপ্রাণীর উপজীবা, মিত্র, জিতেন্দ্রিয় ও ধর্মপরায়ণ হও। এইরূপে পুণ্যান্ত পর্য্যন্ত মদীয় স্মৃতিস্থান করিয়া নিখিল-ধর্ম্মাচরণ করিলে পরম নিস্তারপদ প্রাপ্ত হইবে।” কল্পনামিকু ভগবান্ হরি স্বীয় ভক্ত মার্কণ্ডেয় মুনিকে এইরূপ বর দিয়া তথায় পরিত্রিত হইলেন। চরিত্তক্তি পরায়ণ মহাত্মা মার্কণ্ডেয় মুনি যথাবিধি পরম ধর্ম্মাচরণ ও যত্নযুক্ত অনুষ্ঠানপূর্ব্বক শালগ্রাম মহাক্ষেত্রে কঠোর তপস্যা করিয়া তদীয় চরণাবিন্দু ধান্দে অযুঃক্লম করত পরম নিস্তার প্রাপ্ত হইলেন। অতএব যে ব্যক্তি সর্গভূতের হিতকারী ও চরিত্তক্তি পরায়ণ, সে নিঃসন্দেহ মনোভীষ্ট লাভ করে। নারদ কহিলেন,—হে গনংকমার! এই বিষ্ণুভক্তি-মহাত্মা তোমার প্রাণানুরূপ বলিলাম; এক্ষণে আর কি অবশ্য করিতে ইচ্ছা হয়, বল।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

সষ্ঠ অধ্যায় ।

সূত্র বলিলেন,—তখন মুনীশ্বর সনৎকুমার ভগবন্তক্তির মহাত্মা অবগে পীত হইয়া দেবর্ষি নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে মুনিবর! এক্ষণে কৃপা করিয়া সত্য বলুন,—কোন ক্ষেত্র সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও সকল তীর্থের প্রধানতম। নারদ কহিলেন,—হে দ্বিজ! পরম শুদ্ধকথা শ্রবণ কর;—মহর্ষিগণ গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থলকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ক্ষেত্র ও নিখিল তীর্থের শ্রেষ্ঠ বলিয়া থাকেন। ইহা নিখিল রোগ, পাপ, দুঃস্বপ্ন ও দুঃপ্রহ-ভয় নিবারণ করে, আয়ুর্ক্সি ও সর্গসম্পত্তি প্রদান করিয়া থাকে। ইহা শুভ ও পুণ্যদায়ক। ইহার বিষয় নিতা মুনিগণের শ্রবণ করা কর্তব্য। এই তীর্থের জল খেত ও কৃৎ; মুনি, মনুষ্য ও ব্রহ্মাদি দেবগণ পর্য্যন্ত পুণ্যের আশায় ইহার সেবা করিয়া থাকেন। হে বিপ্র! পুণ্যানন্দী গঙ্গা বিষ্ণুপানোদ্ভবা এবং যমুনাও সাক্ষাৎ সূর্য্যানন্দিনী; অতএব তাঁহাদের সঙ্গমস্থল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট তীর্থ নাই। এই নদীপ্রবরা গঙ্গা সৃষ্টিমাত্রেই অখিল পাপ, উপদ্রব ও যাতনা নষ্ট করেন। হে মহর্ষে! সমাগরা পৃথিবীতে যে সমস্ত পুণ্যক্ষেত্র আছে, তৎসমূহেরই মধ্যে প্রমুখই শ্রেষ্ঠ। এই প্রয়াগে ব্রহ্মা যজ্ঞ দ্বারা নিজ পিতামহ অচ্যুতের অর্চনা করিয়াছিলেন এবং সমস্ত মুনি বিবিধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। সর্গতীর্থে আনন্ডময় পুণ্যরাশি সঞ্চিত হয়, তাহা গঙ্গার বিদুমাত্র জলে অভিষেকজন্ত পুণ্যের ঘোড়শাংশের একাংশও নহে। গঙ্গাবাসীর কথা দূরে থাকুক, যে ব্যক্তি অশুভ যোজন দূরে থাকিয়া

মুখে গঙ্গানাম উচ্চারণ করে, সেও পাপমুক্ত হইয়া থাকে । তাহার বিষ্ণুপাদ হইতে
উৎপত্তি ও বিশেষর গম্বিণামে পতি, যাঁহাকে দিব্য মূনিগণ সেবা করিয়া থাকেন, যাঁহার
মৈকন্ত-মুক্তিকা ললাটে ধারণ করিলে শিবহলাভ হয়, যাঁহার মঙ্গলময় পবিত্র জল অকৃতপূণ্য
দিশের দূর্গত, অধিক আর কি বলিব, বিষ্ণুর সাক্ষপাদাশ্রক, যাঁহাতে জ্ঞান করিলে
পাপনির্গম ও সর্কপাপমুক্ত হইয়া বিমামারোহণে বিষ্ণুনোকে গমন করে, মহাস্থান
যাঁহাতে জ্ঞান করিলে সমস্ত পিতৃ-মাতৃকুল উদ্ধার করিয়া বিষ্ণুলোকে পূজা হইয়া থাকেন,
যাঁহাকে সর্কদা প্রণ করিলে সকল তীর্থে জ্ঞান ও নিখিল পুণ্যক্ষেত্রে অবস্থান করা হয়
সন্দেহ নাই, যদৌষ জলে কৃতজ্ঞান ব্যক্তিকে দেখিলে পাপিষ্ঠেরও স্বর্গগতি হয়, তাহার
অঙ্গ-স্পর্শমাত্রেই ইন্দ্র দূর্গত নহে, যদৌষ মুক্তিকা মস্তকে ধারণ করিলে শিব ও
দেহে স্নেহন করিলে ভৎসানিধা-প্রাপ্তি হইয়া থাকে এবং তাহার 'মুক্তিকায় লিখিত
মানবকে দর্শন করিয়া পাপিষ্ঠাও যোগিজন্মদৃষ্ট বিষ্ণুর সেই পরমপদ লাভ করে,—
তাঁহার অপেক্ষা অল্প নদী কেমনে উৎকৃষ্ট হইবে ? গঙ্গা, তুলসী-বক্ষমূল ও হরিভক্ত-
পদের মুক্তিকা-রেখা বিষ্ণুর সাক্ষপা প্রদান করে । গঙ্গা, তুলসী, বিষ্ণু ও বর্ষপ্রবতা—
ইহাদিগের প্রতি ভক্তি মনুষ্যের অভ্যন্ত দূর্গত । কিন্তু যদি ঘটে, তাহা হইলে অবিলম্বে
হরিপদ লাভ হইয়া থাকে । “কবে গঙ্গার ঘাইব ও তাঁহাকে দর্শন করিব” এই কথা নিতা
যে ভাবে ও অনুতাপ করে, সে বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হয় । হে ব্রহ্ম ! স্মরং বিষ্ণুও বহুশত বৎসরে
এই গঙ্গার মাঠায়া-বর্গনে সমর্থ নহেন, অধিক আর কি বলিব ! কি আশ্চর্য্য মায়া !
সকল জগৎই উহাতে মুক্ত হইয়া আছে । বেহেতু, এই গঙ্গানাম মস্তকে লোকে নরকগামী
হইতেছে । কারণ, এই গঙ্গা-নাম এবং তুলসী ও হরিভক্তি-বস্ত্রের প্রতি ভক্তি স-সার-পাশ
ছেদন করে । যে জন মুখে একবারমাত্র গঙ্গানাম উচ্চারণ করে, সে সকল পাপ হইতে
মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করে । যে ব্যক্তি গঙ্গা-ভূত্রেণে স্নাত্তা করিয়া তিন ঘোজন
পথ যায়, সেও নিপ্পাপ হইয়া জৈমোকাধিপতি হইয়া থাকে । এইরূপ মহামহিম-
শালিনী অশেষপুণ্যদায়িনী কলাগমুর্ক্তি নদীশ্রেষ্ঠা গঙ্গা, বৈশাখাদি মাসে নিখিল জগৎ
পবিত্র করিয়া থাকেন । গোদাবরী, সরস্বতী, কালিন্দী, কাবেরী, কৃষ্ণা, রেবা, বাহদা,
তুঙ্গভদ্রা, ভীমরাথী, বেত্রবতী, তাম্রপর্ণী ও শতদ্রু ইত্যাদি সমস্ত নদীতে গঙ্গা সর্কদাই
অবস্থান করেন । শাস্ত্রোক্ত পুণ্যতিথি মাত্রেই তিনি সেই সকল নদীর জলে অধিষ্ঠান
করিয়া নিখিল জগৎ পবিত্র করিয়া থাকেন । বিষ্ণু ও তদৌষ পদ যেমন সর্কবাণী, তদ্রূপ
সর্কপাপনাশিনী গঙ্গা সর্কজ ব্যাপিনী আছেন । অহো কি আশ্চর্য্য ! বিশ্বনাথী গঙ্গা
জ্ঞান-পানাদি আচরণে ভুবন পবিত্র করেন ও করান, তখন যানবে তাঁহার সেবা কেন না
করিবে ? ব্রাহ্মণসী নামে বিখ্যাত দেবগণসেবা অপর একটী উত্তম তীর্থ ও ক্ষেত্র আছে ;
ইহার দর্শনমাত্রেই নরগণ পরমগতি লাভ করে এবং ইহা গঙ্গা-বমুনা সঙ্গম অপেক্ষা নিকৃষ্ট
নহে । মাঘমাসে গঙ্গা, জলমাত্রেই অবস্থান করেন ; ভৎসালে জ্ঞান-পানাদি আচরণে
জগৎ পবিত্র করেন ও ইন্দ্রপদ দিয়া থাকেন । লোকি-মঙ্গলকাণ্ডী সাক্ষাৎ যে শঙ্কর
লিঙ্গরূপে নিতা গঙ্গার ভক্তনা করেন, তাঁহার মহিমা কেমনে কীর্তন করিব ? হর—হরিপ-
রাণী, হরি—হর-কপদারী ; এতদ্ব্যতিরিক্ত কিছিন্মাত্র জ্ঞান নাই । যে ব্যক্তি জৈমোকা

যে পাপগ্রস্ত হয়। অনাদি-নিধন হরি-হর দেবতা-বিষয়ে ভেদবুদ্ধি অজ্ঞান-মাগরে ময় পাপি-লোককেই করিয়া থাকে। যে দেব ত্রিজগতের পতি, অবিদ্যার ও কারণ-মহু-দায়ের কারণ, প্রলয়কালে তিনিই ব্রহ্মবৃদ্ধি করিয়া অখিল-জগৎ সংহার করেন। ব্রহ্ম বিষ্ণু-রূপে পালন করেন। বিষ্ণু ব্রহ্মরূপে স্বরূপ করেন, আবার স্বয়ং তাঁহা সংহার করেন। যে ব্যক্তি এই হরি-হর-বিবিকি বিষয়ে ভেদজ্ঞান করে, সে, স্বাভাব্য চন্দ্র তাঁহা বিদ্যমান, তাবৎ নরকভোগ করে। হরি, হর ও বিধাতাকে যে ব্যক্তি অভিন্নভাবে দেখে, সে পরমানন্দ লাভ করে, ইহাই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত। যে জনার্দন অনাদি, সর্বজ্ঞ, সর্বগত ও জগতের সৃষ্টিকর্তা, তিনিই লিঙ্গরূপে সন্নিহিত আছেন। কালীও বিশেষরূপ-লিঙ্গকে জ্যোতির্লিঙ্গ কহে; মনুষ্য তদ্বর্ণনে পরমজ্যোতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ভগবান্ শিব ও বিষ্ণুর যুগময়ী, দাক্ষময়ী, শিলাময়ী বা চিত্রময়ী বৃদ্ধি উত্তম; কারণ, উহাতে ভগবান্ হরি সন্নিহিত আছেন। যেখানে তুলসী-কানন ও পদ্মবন থাকে এবং পুরাণ-পাঠ হয়, তথায়ও হরি সন্নিহিত থাকেন। যিনি স্বার্থে বা পরার্থে ভক্তিপূর্বক সর্বদা পুরাণ পাঠ করেন, তিনি সাক্ষাৎ হরি—এ বিষয়ে সংশয় নাই। যে ব্যক্তি কারমনোবাকো সর্বদা বিষ্ণুর ভজনা করে অথবা নিত্য শিবপূজা করে, তাহাতে হরির সান্নিধ্য থাকে। যে ব্যক্তি, পুরাণ ও সংহিতার পাঠক সে সাক্ষাৎ হরি;—তাঁহার প্রতি যাহারা ভক্তি করে, তাহা-দিগের নিত্য গঙ্গাস্নান জল ফল লাভ হয়। পুরাণঅবগে ভক্তি গঙ্গাস্নান জল ও গঙ্গা-বস্ত্রের প্রতি ভক্তি প্রয়াগস্নান-তুল্য ফলদায়ক। যে ব্যক্তি পুরাণ ও সংহিতা-সংসার-অবুদ্ধে নিম্ন ব্যক্তিকে উদ্ধার করে, সে ব্যক্তি সাক্ষাৎ হরি—এ বিষয়ে সংশয় নাই। গঙ্গাসদৃশ তীর্থ, সাত্ত্বজ্ঞান জল, বিষ্ণুসমান দেবতা ও জল অপেক্ষা পরম-ভব নাই। বেদ যেমন পরম মন্ত্র, সর্গের প্রাণী যেমন মানব দেবতা ও বিদ্যা; যেমন পরম ধন,—গঙ্গা তেমনি পরম তীর্থ। চতুর্দিকের মনো ব্রাহ্মণ, নক্ষত্রবৃন্দের মধ্যে চন্দ্র ও সকল জলানলের মধ্যে সমুদ্র যেমন শ্রেষ্ঠ,—গঙ্গা তেমনি শ্রেষ্ঠ জানিবে। শান্তি অপেক্ষা যেমন বন্ধু নাই, সত্য অপেক্ষা যেমন পরম উপায়া নাই ও মোক্ষ অপেক্ষা যেমন পরম লাভ নাই,—গঙ্গা অপেক্ষা তেমনি প্রধান নদী নাই। গঙ্গার প্রধান নাম—পাপ-কাননের দাবাগ্রি; গঙ্গা ভবরোগ-হারিণী; অতএব সন্ততোভাবে ইহার সেবা করা উচিত। গঙ্গা ও গায়ত্রী উভয়েই সর্ব-পাপহারিণী; ইহাদিগের প্রতি যে ব্যক্তি ভক্তিহীন, তাহাকে পতিত বলিয়া জানিবে। গায়ত্রী যেমন বেদমাতা, গঙ্গা তেমনি এই লোকের জননী; ইহারা উভয়েই নিখিল পাপনাশের কারণ। গায়ত্রী যাহার প্রতি প্রমত্ত, গঙ্গাও তাহার প্রতি প্রমত্ত হইয়া থাকেন; এতদ্ভিন্ন বিষ্ণু-ভক্তির সহিত মিলিত হইলে সর্বকাম ও অর্থসিদ্ধি প্রদান করেন। এই অবাক্ত পঃমোংকৃষ্ট গায়ত্রী ও জাহ্নবী, নিখিল-লোকের প্রতি অমুগ্রহের নিমিত্ত বক্ষ্য-অর্থ, কাম ও মোক্ষের ফলরূপে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। গায়ত্রী, জাহ্নবী, তুলসী ও হরির প্রতি সাত্ত্বিকী ভক্তি মনুষ্যের অতি দুর্লভ। গঙ্গার কি আশ্চর্য্য মহিমা,—যাহার স্রবণে পাপনাশ, দর্শনে বিষ্ণুলোকে গতি ও পানে তদীয় সাক্ষ্য লাভ হয়, যাহাতে স্নান করিলে মনুষ্য বিষ্ণুর পরম-পদ লাভ করে, যিনি স্নান ও পানমাতে মোক্ষদান করিয়া থাকেন। এই গঙ্গার নাম যাহারা জপ করে, তাহাদিগকে স্বয়ং সনাতন জগৎপতি

বামুদেব নারায়ণ মনোভীষ্টে কল প্রদান করেন। গঙ্গার জলকণা-সেকেও মানব মল্যপাপ-মুক্ত হইরা পরম-পদ প্রাপ্ত হয়। এই গঙ্গার জলবিন্দু সেবনে গঙ্গর-মস্তামগণ ব্রাহ্মসভাব পরিভাগপূৰ্ণক সকাতি লাভ করিয়াছে।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

সপ্তম অধ্যায়।

ঋষিগণ কহিলেন,—গঙ্গরবংশে ব্রাহ্মসভাব হইতে কে মুক্তি পাইরাছিল? গঙ্গর রাজা কে? কাহার গর্ভে উৎপন্ন? আমরা শুনিরাছি, তদংশে উৎপন্ন ভগীরথ, গঙ্গা আনয়ন করিয়াছিলেন। হে মুনীন্দ্র সুত! সমস্ত বিবরণ বিস্তৃতরূপে আমাদেরকে বলুগ্রহ-পূৰ্ণক বলুন। সুত বলিলেন,—হে ঋষিগণ! মনুকুসারকে নারদ গঙ্গার যে উৎকৃষ্ট মাগায়া বলিয়াছিলেন, তাঁহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। হে মহাভাগ মুনিকুম! আপনারা আজ নিঃসংশয়ে ধন্য, যেহেতু, পুণ্যাত্মাদিগের হৃদয় গঙ্গা-মাগায়া শ্রবণে ভক্তি-সহকারে আপনারা উদাত্ত হইরাছেন। হে ঋষিগণ! গঙ্গাজল সেকে গঙ্গরকুলের বিস্ময়দ প্রাপ্তির বিচিত্র কথা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। পূৰ্ণকালে সূর্য্যবশে বৃক রাজার পুত্র বাহু নামে এক প্রাজ্ঞ রাজা ছিলেন। সেই ধর্ম্মপারায়ণ রাজা ধর্ম্মানুসারে এই সমাগরা পৃথিবী পালন করিতেন। তদীয় পালনকালে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও অপরাপর জাতি সমস্ত রীতিতে প্রতিষ্ঠিত ছিল। তিনি মনুষ্যদেহে মনুষ্যভিন্যাসক অশ্রমেণ যাগ করিয়াছিলেন; গন্ধ-মালাদি-দানে নিম্নলিখিত দেবতার ঐতি-সাধনেও নিযুক্ত ছিলেন না। তিনি নীতিশাস্ত্র বিশারদ, শত্রুজয়ী ও অত্যন্ত পরোপকারী ছিলেন। তদীয় শাসন-বলে প্রজালোক সুখে অশ্রু চন্দন লেপন ও অলঙ্কার ধারণ করিত, পৃথিবী ফল-পুষ্পসমৃদ্ধি ও সর্ব্ব-শস্যশালিনী হইয়া বিরাজ করিতেছিল। দেবরাজ ইন্দ্র যথাসময়ে বৃষ্টি করিতেন। প্রজালোকের পাপ-বুদ্ধি ছিল না; উপাধিগণও নির্দোষে উপস্থিত করিতেন। এইরূপে তত্ত-লক্ষণ সম্পন্ন কৃতজ্ঞ সর্ব্বশাস্ত্রার্থ-তত্ত্বজ্ঞ সেই রাজা নবতি সহস্র বৎসর পৃথিবী পালন করিতে লাগিলেন। একদা লোভ বশতঃ সেই রাজার মনে ঈশ্বার সহিত সর্ব্ব অনর্থের মূল এই প্রবল অহঙ্কার উদ্ভিত হইরাছিল যে, “আমিই সমস্ত লোকের শাসনকর্ত্তা, রাজা ও বলবান; আমি অমর্য্য যজ্ঞ করিয়াছি; আমি অপেক্ষা পূজ্য কে আছে? আমিই জ্ঞানবান, শ্রীমান, সর্ব্বশত্রুজ্ঞেতা, সমস্ত স্বীপের অধিপতি, বিশ্বজয়ী, শিক্ষক, গুণবান, বেদ-বেদান্তবেত্তা, নীতিশাস্ত্রজ্ঞ, অজের ও অব্যাহতৈশ্বর্য্য;—আমি অপেক্ষা কমতাশালী আর কে আছে?” সেই রাজার সর্ব্বানর্থ-নিদান অজ্ঞান-নিবন্ধন এইরূপ অহঙ্কার হইরাছিল। অহঙ্কার উপস্থিত হইলে, সেই লক্ষ্যে কামাদি রিপুগণও উপস্থিত হয়; তাঁহা হইলে মনুষ্য নিশ্চিহ্নই বিনষ্ট হইয়া থাকে। যৌবনকাল, অর্ধসম্পদ, প্রভূতা ও অবিম্ব্যকারিতা ইহাদিগের এক একটাই অনর্থের মূল; যে পুরুষে এই চারিটী বিদ্যমান, তথায় বিষম অনর্থ ঘটিবারই কথা। সর্ব্বলোক-বিসংকীর্ণ, যদেহ-করকারিণী, সর্ব্বসম্পদ-মাণিনী, পাপ-অমৃত্যুও তদীয় হৃদয়ে

এখন হইয়াছিল। অবিবেচক পুরুষের সম্পত্তি, শরৎকালের নদীর মত, অতিশয় ঢল জানিবে। অম্মাবিষ্টে-চিত্ত লোকের সম্পদও তুখানলে বায়ু-সংযোগের আশ বিনশ্বর। অম্মাবান্, দণ্ডাচারী ও কর্কশ-ভাবীদিগের ইহকালেও সুখ নাই এবং পর-কালেও সুখ নাই। বিশেষতঃ অম্মাক্রান্তচিত্ত ও নিষ্ঠুরভাবীদিগের প্রিয়জন, পুত্র বা বান্ধব—সকলেই শত্রু হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি পরত্নী-দর্শনে নিত্য অম্মা করে, সে নিজেরই সর্বস্বচ্ছেদনে কুঠার প্রয়োগ করিয়া থাকে। যে জন নিজের প্রয়োজিনাশে বড় করে, সে দণ্ডপ্রযুক্ত আত্মকলাণ-রাশির প্রতি সদা বিষ দেখাইয়া থাকে। হে বিজগৎ! অম্মা করিলে পুত্র, মিত্র, গৃহ, ক্ষেত্র, ধন, বাণ্য ও যশের হানি হইয়া থাকে। ইহা নিশ্চয় জানিও যে, অম্মা করিলে বিপদ অবশ্যতাবিনী; সুতরাং হৈহয় ও ভালজজগৎ তাঁহার প্রবল শত্রু হইল। ফলতঃ লক্ষ্মীপতি যাহার প্রতি অমুকুল, তাহার মোভাগ্য-বৃদ্ধি হয়,—তিনি বিমুগ্ধ হইলে পদে পদে অনর্থ ঘটয়া থাকে। তাহার কৃপা-কটাক্ষপাত যতদিন থাকে, ততদিন পুত্র, পৌত্র, ধন, বাণ্য ও গৃহাদি বিরাজমান থাকে। অধিক কি, তাহার কৃপাদৃষ্টি থাকিলে মূর্খ, অন্ধ, বধির, জড়, দুঃকল ও অবিবেচক—সকলেই শ্রাদ্ধাম্পদ হয়। যাহার প্রতি তাহার দৃষ্টি না থাকে, তাহার মোভাগ্য-হানি হয় এবং তৎসঙ্গে অম্মাদি-দোষ ও বিশেষতঃ প্রাণীদিগের প্রতি ঘেঁষ আনিয়া পড়ে। হে মুনীজগৎ! যে কোন ব্যক্তির প্রতি ঘেঁষ করিলে অশেষ-শুভ-হানি হইয়া থাকে। যে পুরুষে অম্মা বিদ্য-মান, তাহার প্রতি বিমু বিমুগ্ধ হইয়া থাকেন; তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহার নিম্নল কলাণ বিনষ্ট হইয়া থাকে। অচকার বিবেক নষ্ট করে, অবিবেক অম্মজীর হানি করে, ইহা হইতেই বিপত্তি উদ্ভব; অতএব অচকার ভাগ করিবে। অম্মাদিদোষ অচকারের অম্মগামী; সুতরাং অচকার হইলে, অচিরে বিনাশ হইবারই কথা। এইরূপ অম্মাক্রান্ত সেই রাজার শত্রুবর্গের সহিত এক মাগ ব্যাপিয়া নোর যুদ্ধ হইয়াছিল। সেই যুদ্ধে হৈহয় ও ভালজজগৎ রিপুগণ তাঁহাকে পরাস্ত করিল। তখন তিনি জষ্টরাজ হইয়া, পত্নীর সহিত গহসী অরণ্য আশ্রয় করিলেন। এইরূপ অবস্থায় সেই রিপুগণ ভবিষ্যত্বে উদীয় গর্ভবতী পত্নীর গর্ভবিনাশের জন্ত ঘোরতর বিষ প্রয়োগ করিল। তাহাতে সেই বাহু রাজা দুঃখিত অন্তঃকরণে পত্নীর সহিত বনে বনে ভ্রমণ করত ওক্স-মুনির আশ্রয়ভিক্ষুণে গমনোদ্যত হইলেন। রাজা বাহু উদীয় গর্ভিণী পত্নীর সহিত স্বকর্ণের উদ্দেশে বিগাণ করত নিদ্রাবতাপে পদরজে যাইতে যাইতে ক্ষুধা ও তৃষ্ণা কাতর হইয়া পড়িলেন। অকস্মাৎ সম্মুখে বৃহৎ সরোবর দেখিয়া অত্যন্ত মনুষ্ট হইলেন। অম্মাবিষ্টে-চিত্ত সেই রাজার ভাবদর্শনে সেই সরোবরবাসী পক্ষিগণ লীন হইয়া পরস্পরে এই বিচিত্র কথা বলিতে লাগিল যে, “হে পক্ষিগণ! হার কি কষ্টে। এই পাপিষ্ঠ এই স্থানেই আশ্রিত; তোমরা নিজ নিজ নীড়ে প্রবেশ কর।” রাজাকে দর্শন করিয়া বিহঙ্গমগণ এইরূপে নিন্দা করিতে লাগিল। হায়! বিক! অম্মা জগতের কি কষ্টকরী!। এদিকে সেই রাজা মতিবীর সহিত সরোবরে স্নান ও উদীয় জল পান করিয়া বৃক্ষমূলে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। যখন এই রাজাবাহু বনে গমন করেন, তখন তৎ-প্রতিপালিত প্রজাবর্গ তাঁহার দোষরাশি উল্লেখ করিয়া বিকার দিয়াছিল। হে বিজগৎ! এই পৃথিবীতে যে

কোন ব্যক্তিই হটক না কেন, নিখিলপুণে অলঙ্কৃত, সকলের আশ্রয়, অশেষ সম্পত্তিশালী হইয়াও দোষাবিত হইলে, তাহাকে সকলেই নিন্দা করিয়া থাকে । ত্রিজগতে অকীৰ্ত্তির তুলা মন্থোর মত্বা নাই, আবার কীৰ্ত্তির তুলা মাতাও নাই । বাহু-রাজার দনগমন দেখিয়া রাজাবানী সমস্ত লোকই নিজ শত্রু-নিধনের মদুশ মন্তোষলাভ করিয়াছিল । বাহু-রাজাও অতিশয় নিন্দাস্পদ হইয়া, কামনে মৃতবৎ অবস্থান করিতেছিলেন । ‘অকীৰ্ত্তি কাহাকে না নষ্ট করিয়া থাকে ? হায় ! অকীৰ্ত্তি-সমান মৃত্বা, ক্রোধতুলা শত্রু, নিন্দাময় পাপ ও মোহের মদুশ ভয় নাই । অমৃত্যুর সমান অকীৰ্ত্তি, কামের তুলা অনল, বিষয়-বাগনার মদুশ বন্ধন ও মঙ্গলোষের স্রাব বিষও নাই’—এইরূপে বিবিধ বিলাপে অতি দুঃখিত রাজা মনস্তাপে জীর্ণ-লীর্ণ-কলেবর হওয়ার জগাএস্ত হইয়া পড়িলেন । পরে বহুকালের পর পোড়িত হইয়া ঔর্য-মুনির আশ্রম-সমীপে কালক্রমে পতিত হইলেন । তখন তদীয় গভিনী ভার্যা পতি-শোকে অধীর হইয়া বহু বিলাপ করতঃ গহগমনে মানস করিলেন । স্মরণ করিয়া আনয়নপূর্বক চিতা সজ্জিত করিয়া তদুপরি পত্নিকে আরোহণ করাইয়া চিতারোহণে উদ্যত হইলেন । ইত্যবসরে তেজোমিষি ঔর্য-মুনি ধান-বলে সেই সমস্ত রক্তাক্ত জানিতে পারিলেন । ইহা বিশ্বয়াবহ নহে,—অমৃত্যুশূন্য মহাত্মা ঋষিগণ জ্ঞান-চক্ষু বলে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান—সমস্তই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন । মুনি তখন জানিতে পারিয়া পতিরতা বাহু-মহিষীর সমীপে ঋষ্টিতি সমাগত হইলেন । তাঁহাকে জদবহার দেখিয়া সেই মুনি এই ধর্মগত বাক্যগুলি বলিলেন,—‘অয়ি পতিবতে ! রাজবর-মহিষি ! ঐদৃশ অতি সাহসের কার্য্য করিও না, তোমার গর্ভে শত্রু-হস্তাচক্ষুর্গো মস্তান অবস্থিতি করিতেছে । অয়ি কল্যাণি ! বাহাদিগের পুত্র, বালক, বাহারী গর্ভবতী, বাহাদিগের প্রজোদর্শন হয় নাই ও বাহারী রজস্বলী,—তাহাদিগের সহগমন নিষিদ্ধ আছে । অয়ি সুরভে ! ব্রহ্মহত্যা দি পাপের বরং নিক্ষুতি কথিত আছে, কিন্তু দান্তিক, নিন্দক, জগহা, নাস্তিক, কৃতঘ্ন, ধর্মদ্রোহী ও বিশ্বাসঘাতকের নিক্ষুতি নাই । অতএব এই মহাপাপ হইতে নিবৃত্ত হও, তোমার সকল দুঃখ মোচন হইবে ।’ ঔর্য-মুনির এইরূপ অমুগ্রহ-বাক্য শ্রবণে পতিরতা রাজ-মহিষী তাঁহার চরণদ্বয় ধরিয়া অতি দুঃখে বিলাপ করিতে লাগিলেন । মল্লশাস্ত্রার্থবেত্তা মুনি তখন পুনরায় তাঁহাকে বলিলেন—‘অয়ি রাজপুত্রি ! রোদন করিও না, তোমার অতঃপর শ্রী লাভ হইবে । অয়ি বুদ্ধিমতি ! অশ্রুমোচন করিও না, মুক্ত অশ্রু মৃত ব্যক্তিকে মতাই দান করিয়া থাকে ; অতএব শোক পরিত্যাগপূর্বক এই সময়ের কর্তব্য কার্য্য কর । দেখ,—কি পণ্ডিত, কি মূর্থ, কি ধনী, কি দরিদ্র, কি দুর্লভ, কি সমৃদ্ধ—সকলেই মৃত্যুর কাছে সমান । নগরে বা বনে, সমুদ্রে বা পর্বতে কর্ম্মানুগারে অবশ্যই জীবের কল ভোগ হইবে । দুঃখ যেমন প্রার্থনা না করিলেও উপস্থিত হয়, সুখও সেইরূপ আগে,—এ বিষয়ে দৈবই প্রবল । ইহজীবনে প্রাক্তন কর্ম্মেরই ভোগ হইয়া থাকে ;—তদ্বিবয়ে দৈবই কারণ, জীব কখনই কারণ নহে । অয়ি কমলাননে ! গর্ভ বা বাল্যকালে, যৌবন বা বৃদ্ধাবস্থায়, জীবকে মৃত্যুবশ হইতে হইবেই হইবে ।’ ভগবান্ গোবিন্দ কন্দাধীন জীবগণকে বিমাণ ও রক্ষা করেন, জীব হেতুমাত্র ; অজ্ঞ-লোকেরাই তাহার উপর দোষা-

রোপ করিয়া থাকে । অতএব এই মহাদুঃখ ভোগ করিয়া তুমি মুখী হও, পতির কণ্ঠ কর এবং বিবেক বিষয়ে স্থির হও । এই শরীর অমৃত অমৃত দুঃখ ও বাধিতে পূর্ণ এবং দুঃখভোগ, মহাক্লেশ ও কৰ্ম্মপাশে বদ্ধ ।” মহামতি ঐক-মুনি এইরূপে তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া উদ্ধনৈহিক ক্রিয়া-কলাপ করাইলেন । ব্রাহ্ম-মহিষীও শোকভাগ করিলেন । তখন তিনি অভিবাদমূলক মুনিবরকে বলিলেন,—“মহাত্মারা যে পরার্থ কল্যাণ করেন, তাহা বিচিত্র নহে ;—বৃক্ষ কখন স্বকীয় ভোগের জন্য এই পৃথিবীতে ফল বাগি করে না । যে ব্যক্তি অন্তরের দুঃখ জাত হইয়া মন্বাত্মকো সাস্থনা করেন, তাহাতে বৈশ্যব সম্বন্ধে বিরাজমান আছে ;—যেহেতু, সে সৰ্বভূত-হিতাকাঙ্ক্ষী । যে অন্তরের দুঃখে দুঃখিত ও মৃথে স্থিত, সে ব্যক্তি নররূপধারী সাক্ষাৎ জগদীশ ভরি । মৃণ ও দুঃখ চইতে মুক্তির জন্ত মজ্জনেরা শাস্ত্র শ্রবণ করেন ; যদি তাঁহারা সেই শাস্ত্র বাখ্যানে প্রবৃত্ত, তবে সকলেরই দুঃখ দূর হইয়া থাকে । যথার সাধুলোকেরা শাস্ত্র-বাখ্যানে প্রবৃত্ত, তথার দুঃখ দুঃখপ্রদ হয় না—; সূর্য্য বর্তমানে অন্ধকার কি দেখা দিয়া থাকে ?” এইরূপ বলিয়া তিনি মুনি-প্রদৃষ্ট প্রণালীক্রমে নদীতীরে নিজ পতির অলৌকিক-ক্রিয়া সম্পাদন করিলেন । মুনি সেই শব্দ দর্শন করিবামাত্র রাজা দেবরাজের স্থায় জাজ্ঞানামান কোটি বিমানের অধিপতি হইয়া পরম-পদ প্রাপ্ত হইলেন । হে মুনিসত্তমগণ ! দেহ ভয় বা ধুমমাত্রাবশিষ্ট হইলেও পুণ্যভার দৃষ্টিতে মনুষ্যের সঙ্গতি হইয়া থাকে । মহাপাতক অথবা নরপাতকগুক্ত ব্যক্তিও মহত্তর দর্শনে দিবা পদ পাইয়া থাকে । তৎপরে পতির কার্য্য সম্পন্ন হইলে সেই রাজপত্নী ঐক-মুনির আশ্রমে গমনপূর্ব্বক মগরে প্রতিদিন তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন ।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

অষ্টম অধ্যায় ।

মৃত বলিলেন,—সেই পতিব্রতা বিশুদ্ধভাবে ভক্তিসহকারে ভূ-লেপনাদি দ্বারা প্রতিদিন তাঁহার সেবা করায় পাপমুক্ত হইয়া কিছু দিনের পর শুভলগ্নে শতপ্রদত্ত বিষের সহিত পুত্রপ্রসব করিলেন । হে মুনৌল্লবর্গ ! সাধুসম্পন্ন কি অলৌকিক শক্তি ! ইচ্ছাতে সকল বিষ নিষারণ হয় ও অশেষ কলাপ প্রসব করে । মহাত্মাদিগের শুশ্রূষা শত্রু ও জ্ঞানাজ্ঞান-কৃত সমস্ত পাপ অচিরে নষ্ট করে । সংসারে জড়ও পৃথিবীতলে পূজা হয়, তাই ভগবান্ শত্রু কলামাত্র চক্ষকে মস্তকে ধারণ করিয়াছেন । হে বিশেষজ্ঞগণ ! সংসার মনুষ্যের ইহকালে ও পরকালে পরম সমৃদ্ধি প্রদান করে ; মজ্জন অতীব পূজ্য । হে মুনৌল্লবর্গ ! মহাত্মাদিগের গুণবাখ্যানে কে সমর্থ ? দেখুন, তদীয় গতিভিত্তি বিষ সম্ভাবিত হইলেও মুনির প্রনায়ে বিনষ্ট হইয়া পেল । পরে তেজস্বী ঐক-মুনি গরের (বিষের) সহিত পুত্রদর্শনে, জাতকৰ্ম্মাখ্য মন্ত্রের সমাধা করিয়া, “মগর” নাম রাখিলেন । তপোবল-লব্ধ মণ ও ক্ষীরাদি দ্বারা তাহাকে পোষন করিলেন ও চন্দ্রাক্ষর

প্রকৃতি সংস্কারে সংস্কৃত করিয়া রাজ্যশাস্ত্র অধ্যয়ন করাইলেন। পরে তাহাকে বুধা ও উপগুক্ত পাত্তদর্শনে স-মস্ত সমস্ত শাস্ত্র প্রদান করিলেন। তখন মগর ঐশ্বর্য-মুনির নিকটে যথাবিধি শিক্ষিত হইয়া বলবান, জ্ঞানবান, ধার্মিক, শচি, কৃতজ্ঞ ও ধনুর্দ্ধারী হইলেন। তিনি প্রতিদিন প্রাতে মুনির জন্ত সমিস্কৃশাদি আহরণ করিতে লাগিলেন। একদা স্বকীয় মাতাকে প্রণামপূর্বক কৃতজ্ঞতা লিখিয়া মবিনয়ে তিনি বলিলেন,—“মাতা! আমার পিতা কোথায় গিয়াছেন? তাঁহার নাম কি? তিনি কে? এই সমস্ত অজ্ঞান করিয়া বসুন। জগতে পিতৃহীন লোক জীবন্তের তুল্য। মাতার দরিদ্র পিতাও বর্তমান, সে ধনপতিও সমান। মাতার পিতামাতা নাই, বর্ষহীন যুর্বের মায় তাহার টেকালেও স্থখ নাই এবং পরকালেও স্থখ নাই। জননি! অন্ধ, অবিবেচক, নিঃসন্ধান, ঋণগ্রস্ত ও পিতৃহীন—এই সকলের জন্মই বুধা। চক্ষুহীন রাজি, পদহীন সন্তোষর, পতিহীন মাতা, বর্ষহীন মামব, ধনহীন গৃহী, শিশুহীন গৃহ ও পিতৃহীন” ব্যক্তি—সমস্তই সমান। হরিভক্তিহীন ধর্ম যেমন নিষ্ফল, পিতৃহীন মনুষ্যের জীবন সেইরূপ বুধা। স্বাধ্যায়হীন বিদ্যা, অতিথিসংকার-পরাজুখ গৃহস্থ, দানশূন্য দ্রব্য, মতাহীন বাক্য, মস্তিষ্কহীন মতা, দয়াহীন তপস্বী, জ্ঞানহীন মাতা, জলশূন্য নদী ও শান্তিরহিত বিদ্যা যেমন,—পিতৃহীন ব্যক্তির জীবনও তদ্রূপ। হে মাতা! জগতে যাচক-ব্যক্তি যেমন লঘু, দুঃখশতাক্রান্ত পিতৃহীন ব্যক্তিও সেইরূপ লঘু।” স্মৃত বলিলেন,—পুত্রের এতাদৃশ বাক্য শুনিয়া ভদ্রীয় মাতা দুঃখে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক আশ্রয় সমস্ত বৃত্তান্ত তাহাকে বলিলেন। তাহা শুনিয়া মগর কোপে আরক্তলোচন হইয়া তৎক্ষণাৎ শক-বধের প্রতিজ্ঞা করিলেন। তখন মতাবাদী মগর জননীকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া, মুনির নিকটে বিদায় লইয়া ভদ্রীয় আশ্রম হইতে নির্গত হইয়া, নীল কুলপুত্রোদ্ভিত বশিষ্ঠদেবের নিকটে উপস্থিত হইলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া কুলজ্ঞকে প্রণাম করিলেন এবং গুরু জ্ঞান-চক্ষু দ্বারা সমস্ত জানিতে পারিলেও তিনি তাহাকে স্বকায়া নিবেদন করিলেন। বশিষ্ঠ-মুনি তাহাকে এল্ল, বাক্রণ, ব্রাহ্ম ও আত্মীয় অস্ত্র এবং খড়্গ ও অশুপম ধনু প্রদান করিয়া আশীষাদপূর্বক বিদায় দিলেন। তিনিও তৎক্ষণাৎ নক্ত্রেচিতে প্রস্থান করিলেন। একমাত্র ধনু দ্বারা মগর শকদিগকে পুত্র, পৌত্র ও অশুচরবর্গের সহিত স্বর্গে প্রেরণ করিলেন। কতিপয় শক ভদ্রীয় ধনুর্শূক্ত শরানলের মস্তাপে নষ্ট হইয়া গেল, কেহ গলায়ন করিল, কেহ নিকীর্ণ-কেশে বল্লীকের উপরে অবস্থান করিল, কেহ ভূগ ভক্ষণ করিতে লাগিল, কেহ বা দিগন্তর হইয়া জলে প্রবেশ করিল। শক, যবন ও অপরাপর রাজবর্গ জীবনের আশায় ভদ্রীয় গুরু বশিষ্ঠ-মুনির শরণাগত হইল। এইরূপে বাহুপুত্র মগর সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়া, ‘শকগণ গুরু-সমীপে অবস্থান করিতেছে’ চরমুখে এই সংবাদ পাইয়া তৎক্ষণাৎ গুরু-মণ্ডিানে আগমন করিলেন। বশিষ্ঠ-মুনি তাহাকে আগত দেখিয়া শরণাগত ব্যক্তিদিগের রক্ষা ও শিষ্যের অভিমত কার্য্য কিরূপে সম্পন্ন হয়, ক্ষণমাত্র তদ্বিবরে বিচার করিলেন। পরক্ষণেই শকগণকে যুগ, যবনদিগকে লম্বকেশ ও অপরাপর রাজাদিগকে শূশল, যুগ ও বেদ-বহির্ভূত করিয়া দিলেন। বশিষ্ঠ-মুনি কর্তৃক তাহাদিগকে হতশ্রায় দেখিয়া মগর হান্তপূর্বক তাহাকে বলিলেন,—“হে গুরুদেব! মদীয়-রাজ্য-হরণোদ্যত এই দুর্কৃতদিগকে

কেন রূখা রক্ষা করিতেছেন ? আমি সর্বথা ইহাদিগকে বধ করিব । দেখুন, ঈশ্বর-দেবগণকে দেখিয়া যে ব্যক্তি উপেক্ষা করে, সে-ই সর্বনাশের মূল, সন্দেহ নাই ।

ক্রমেণা প্রথমে মদমত্ত হইয়া সকল জগৎকে নীড়া দেয়, পরে দুর্জল হইয়া পড়িলে অশান্ত সাধুভাব ধারণ করে । মায়ায় কি আশ্রয় কার্য ! পাপচিন্তা থলিয়া গড়দিনে অবলম্বন থাকে, ততদিন নির্ভরতাচরণ করে ! কল্যাণার্থী ব্যক্তি শত্রুগণের দামত্য, ব্যর্থনিষ্ঠার নোহান্দ ও মর্পের সাধুত্বের প্রতি কদাচ বিখ্যাস করিবে না । থলিয়া প্রথমে যে দামত্য প্রকাশ করিয়া ভাঙ্গ করে, নিজ সামর্থ্য-ক্ষয়ে তাহা নীচ আর প্রকাশ করে না । এবং যিহ্মায় পুরুষবাক্য উচ্চারণ করিয়াছিল, তাহাতেই অতি সঙ্কল্প বাক্য বলিয়া থাকে ।

মৌতিশাস্ত্রজ নিজ শুভার্থী লোক থলের সাধু বা দামত্যে কখনই বিখ্যাস করিবে না । হে জুরো ! আপনি প্রগত দুর্জনের প্রতি মনের অীতি দেখাঠেবেন না ; কারণ, থলজম বাহাকে আশ্রয় করে, তাহারই জীবন-চরণ করিয়া থাকে । যে ব্যক্তি প্রগত দুর্জন কপটমিত্র ও দুষ্টা ভাষ্যাকে বিখ্যাস করে, তাহার যুত্ম অবগম্যাবী । অতএব হে ঈশ্বরদেব ! ব্যাঘ্রাচারী গোরুপধারী এই শত্রুদিগকে রক্ষা করিবে না, অপিতার প্রমাদে ইহাদিগকে বধ করিয়া আমার পৃথিবী ভোগ করিতে দিউন ।” বশিষ্ঠদেব তাহার বাক্য শ্রমিয়া মনে মনে অীতিলাভ করিলেন ও কর দ্বারা মগরের অঙ্গস্পর্শ করিয়া এই বাক্য বলিলেন,—“হে মহাত্মন ! সাধু, সাধু !” মতা বলিতেছ সন্দেহ নাই, তথাপি আমার কথা শ্রমিয়া পরম শান্তিলাভ কর । আমি তোমার প্রতিজ্ঞার বিরুদ্ধাচারী ইহাদিগকে পূর্বেই উত্থাপন করিয়াছি ; নিহত ব্যক্তির বধে তোমার কি অীতি হইবে ? হে ভূপতে ! সর্ব-জগৎই কর্মপাশে নিযুক্ত, তথাপি পাপকর্মে নিহত সেই জন্তুগণকে কেমন তুমি বধ করিবে ? এই দেহ পাপজনিত ও পাপেই তত, কিন্তু আত্মা পূর্ণতা বশতঃ অভেদা ;—ইহা সকল শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত । জন্তুগণ নিজ নিজ কর্মফল-ভোগের হেতুযাত, দৈবই কর্মের মূল ; এই জগৎ সেই দৈবের অধীন । অতএব দৈবই শিশ্রের পালন ও দুষ্টের মন-কর্তা ; পরতন্ত্র মনুষ্যের কার্য করিবার শক্তি কি আছে বল ? শরীর যখন পাপোৎপন্ন ও পাপেই বর্দ্ধিত এবং পাপই উহার মূল ; তখন জানিয়া শ্রমিয়া কেন উদ্বোধে উদাত হইতেছ ? হে রাজন ! মায়া বিস্তৃত হইলেও পাপমূল দেহে থাকে প্রযুক্ত পণ্ডিতবর্গ উহাকে দর্শী বলিয়া থাকেন । হে বাহনমন ! সেই পাপমূল দেহ-বধে তোমার কিছই কীর্তি প্রকাশ পাইবে না ; অতএব ইহাদিগকে বধ করিও না ।” সূত কহিলেন,—ঈশ্বরদেবের এইরূপ বাক্য শ্রমিয়া তিনি নিফোপ হইলেন । তখন মুনি হস্ত দ্বারা মগরের অঙ্গ স্পর্শপূর্বক মানন্দ প্রকাশ করিলেন । অনন্তর অথর্ষ-বেদ-বিশারদ বশিষ্ঠ-মুনি সদাচারী মুনিবর্গের চিহ্নিত মহাত্মা মগরের রাজাভিষেক কার্য সম্পন্ন করিলেন । কৃশিক-বংশোদ্ভব বিদর্ভ-রাজের কন্যা কেশিনী ও সূমতি নামে তাহার দুই ভাৰ্য্যা ছিল । একদা তপোমিদি ঐক্স মুনি তাহাকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত শ্রমিয়া, বন হইতে রাজাকে সম্ভাবণ করিতে আসিলেন । তাহার সেই ভাৰ্য্যাবয় তখন মুনির নিকট পুত্র-বর প্রার্থনা করিল । ঐক্স মুনি কেশিনী ও সূমতিকে আনন্দিত করিয়া বলিলেন যে, আমি “একজনের বংশধর একমাত্র পুত্র হইবে ও অপরের বর্টিগচ্ছল সম্ভান হইবে” এই বর দিতে অসম্মত আছি ;

একদা যাহার যাহা অভিক্রটি, গ্রহণ কর।” বুদ্ধিমত্তী কেশিনী বংশধর এক পুত্র ও স্মৃতি
 ষষ্টিমহত পুত্র প্রার্থনা করিল। এইরূপ বর দিয়া মুনি নিজ আশ্রমে প্রস্থান করিলেন।
 কালক্রমে কেশিনী অসমঞ্জস নামে এক পুত্র প্রসব করিল; স্মৃতির গর্ভে ষষ্টিমহত পুত্র
 উৎপন্ন হইল। বাল্যাবস্থা হইতেই অসমঞ্জস (মন্দ : কৰ্ম্ম করায় তাহার নাম অসমঞ্জস
 হইল। তাহার দুষ্টোত্তে মগরের মপরাপর মন্তানগণ দুর্জিত হইতে লাগিল। বাহ-
 নন্দন মগর তাহাদিগের দুর্জিতক! বালকতায় কাহা ভাবিলেন। তখনে দুর্জিন-মগ-
 কি কহকর। লৌহ-মায়োগমায় কৰ্ম্মকারের নিকট অগ্নিকৈ ও জাড়না পাঠিতে হয়।
 মংগল্যাবলম্বী, জগবান্, স্বর্ষিষ্ঠ ও পিতামহের জিহ্মরামণ অস্ত্রম্যান্ নামে অসমঞ্জসের
 এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। দুর্জিত মগর-মন্তানগণ লোকের উৎস্রব করিতে লাগিল,—
 অশুষ্ঠান-মপ্পদ, কতিদিগের অশুষ্ঠানের বাঘাত করিল। যজ্ঞ বি গণ যথাবিধি যে
 যতাদিগেরোদেশে মিক্ৰণ করিতে লাগিলেন, তাহা দেবগণকে প্রত্যাখ্যান করিয়া
 মগর-মন্তানগণ অসমঞ্জস ভোজন করিতে লাগিল। সর্গ হইতে বলপূৰ্ব্বক কেশ-গ্রহণ
 করিয়া বস্ত্র প্রভৃতি অসমঞ্জসকে আনয়ন করত মন্তান অপমান করিতে লাগিল।
 মগর মদ্যপানে রত থাকিয়া, মগর-মন্তানের পারিজাতাদি বৃক্ষের পুষ্প লইয়া নিজ
 শরীরে শোভা সজ্জন করিতে লাগিল। সাধনের বিব্রতন করিল ও সমস্ত বর্ষ
 নষ্ট করিতে লাগিল। অধিক কি, তাহার উৎকট পাপ ও বলমদে মন্ত হইয়া পিতার
 মহিমা বৃদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল। এতকর্ষনে ইচ্ছাদি দেবগণ অতি দুঃখিত হইয়া
 তাহাদিগের বিনাশ-সাধনের নিমিত্ত পরামর্শ করিতে লাগিলেন। পরিশেষে সিদ্ধান্ত
 করিয়া, প্রচ্ছন্ন-রূপে বিষ্ণু-ভূলা কপিল-মুনির নিকট গাতালে গমন করিলেন। তাঁহাকে
 পরানন্দ-রূপে বিষ্ণু বিষ্ণুর ধ্যানে নিমগ্ন দেখিয়া ভূতলে দণ্ডবৎ প্রণিপাত করিয়া তখন
 তাহার স্তব করিতে লাগিলেন;—“হে বাগ-দেবাদিশূষ্ঠ, নররূপে প্রচ্ছন্ন বিষ্ণু, জিহ্ম,
 ভগোনিধে। তোমায় নমস্কার। হে লোকানুগ্রহের নিমিত্ত পরেশভক্ত! তোমায়
 নমস্কার। হে নঃসারগোর দাবানল স্বরূপ জ্ঞান সম্পন্ন! তুমি নিকাম ও মহান;
 তোমার পুনঃপুনঃ নমস্কার। আমরা মগর-মন্তানের উৎপীড়নে তোমার শরণাপন্ন,—
 আমাদেরকে পরিজ্ঞান কর।” দেবগণ এইরূপে স্তব করিলে, মগরশাস্ত্র-বিশারদ
 কপিল-মুনি যথাবিধি তাহাদিগকে পূজা করিয়া মানদিত করত বলিলেন,—“হে দেবগণ!
 ইহা আশ্চর্য্য নহে, যাহারা সম্পদ, আয়ু, যশ ও বলের মহিমা অচিরে নষ্ট হইবে,
 তাহারা ইহা লোকপীড়ন করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি নিরপরাধে জন-পীড়নে প্রবৃত্ত,
 তাহাকে পাপভোগ-রত বলিয়া জানিতে হইবে। যে ব্যক্তি কায়মনোবাক্যে সর্বদা
 অপরকে পীড়া দেয়, দৈবই তাহাকে অচিরে বিনষ্ট করেন ইহাতে সন্দেহ নাই। কায়,
 মন্তান ও ভেজের মহিমা বাহার শীঘ্র বিনাশ মন্তাবনা, সেই ব্যক্তিই সকল জনের পীড়া
 দেয়, ইহা সজ্জনের বলিয়া থাকেন। হে অমরোত্তমগণ! অন্ন দিবসের মধ্যেই ইহা-
 দিগের বিনাশ ঘটবে; অতএব হুঃখ পরিভাগ করিয়া সর্গে প্রস্থান কর।” মগর কপিল-
 মুনি এই কথা বলিলে পর, সেই দেবগণ তাহাকে যথাবিধি প্রণাম করিয়া স্ব স্ব স্থানে
 গমন করিলেন। ইত্যবসরে রাজা মগর বশিষ্ঠপ্রভৃতি মহর্ষি দ্বারা অশ্বমেধযজ্ঞ আচর

করাইলেন। সেই যজ্ঞের অষ্টটি অপহরণ করিয়া ইন্দ্র পাতালে কপিলাশ্রমে রাখিয়া আসিলেন। এদিকে মগর-মন্তানগণ প্রত্যেকরূপে ইন্দ্র কর্তৃক অপহৃত অশ্ব জানিতে না পারিয়া বিস্মিত হইয়া ভূগাদি মণ্ডলোক ভ্রমণ করিল। তথাপি অশ্ব না দেখিতে পাইয়া পাতালে অন্বেষণ-উদ্দেশে এক এক যোজন করিয়া সকলে মনোভল যতন করিতে লাগিল। অনন্তর মগর-মন্তানগণ প্রত্যেকে এক এক যোজন বিস্তৃত মৃত্তিকা খনন করিয়া সমুদ্রতীরে নিক্ষেপ পূর্বক সেই বন্ধু দ্বারা সকলেই পাতাল মধ্যে প্রবেশ করিল এবং তাঁহা যথাক্রমে বহুতর অন্বেষণ করত হঠাৎ রম্যতল মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া কোটি স্বর্গাময় প্রভ ধাননিমগ্ন মহাগ্রা কপিলমুনি ও তাহার নিকটে সেই যজ্ঞীয় অশ্বকে দেখিতে পাইল। তৎপরে সেই সকল পাপনিরত নন্দোন্মত্ত আবিবেকশালী মগরপুত্রগণ, মহেশ্বর কপিলের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বন্ধন করিতে উদ্যত হইল এবং সকলেই পরস্পর বলিতে লাগিল,—“তাহাকে হঠাৎ বিনাশ কর, বিনাশ কর; বধন কর, বধন কর; গ্রহণ কর, গ্রহণ কর। এই ব্যক্তি অশ্ব হরণ করিয়া এক্ষণে কেমন বকবৎ ধাননিমগ্ন হইয়া সাবুর শ্যায় পরাধীন করিতেছে! কি আশ্চর্য!—আগার প্রত্যেক, এই জগতে তাহারাই ধর্মের অধিক আদর দেখাইয়া থাকে!” মগরপুত্রগণ পরস্পর এইরূপ বলিয়া সেই ইন্দ্রিয়জ্ঞান শূন্য আত্মারূপ যুনিবর কপিলদেবকে উপচাম করিতে আরম্ভ করিলেও তিনি তাহা জানিতে পারিলেন না। পরে সেই দৃশ্যটি আশ্চর্যকর মগরপুত্রগণের মধ্যে কেহ কেহ তাহাকে পাদ দ্বারা প্রহার ও কোপ কোপ তাহার বাহ্য আকর্ষণ করিতে লাগিল। তখন যুনিবর কপিল, সমাদি ভদ্র চরিত্র, জয়দাসী ভবনবৈ- উদ্ভাসিতকালী মগর-মন্তানগণকে, নিরীক্ষণপূর্বক বিস্ময়িত হইয়া নাবাসন্যে বসনে করিলেন,—“আজ্ঞা! প্রথমে-মদে মত্ত কিংবা বাহ্য ক্ষুধার অধরা যাহারা কামী বা অহঙ্কার-পারায়ণ, তাহা-দিগের বিবেকশক্তি এককালে ভিত্তোচিত হইয়া যায়। তাহাদের রক্ত থাকায় বহুমতীই যখন সর্বনাশ প্রজ্জ্বলিত হন, তখন সামান্য মানব যে সেই রক্ত ধারণ করিয়া প্রজ্জ্বলিত হইবে, তাহা আর আশ্চর্য কি? এবং দুজ্ঞান লোকেরা যে মাদু ব্যক্তিদিগকে নিয়ত উৎপীড়িত করিয়া থাকে, তাহাও বিচিত্র নহে; কারণ, নদীর কুটিলদেগেই তীরোৎপন্ন সরল মনোবৃত্তি-দিগকে পতিত হইতে দেখা যায়। যে জন প্রথমে ও যৌবনমদে-মত্ত এবং পরদার-নিরত, তাহার সকল বিষয়ে অন্ধতা ও মূর্খতা প্রকাশ পাইয়া থাকে। ওঃ! কনকো কি অদ্ভুত যতিমা! উহা বর্ণন করিতে কেহই সমর্থ নহেন। বৃন্তুর-বৃক্ষের অপর একটা নাম কনক বলিয়া উহাতেও মাদকতা আছে। জগৎপ্রাণ পবনদেব যেমন অগ্নির মতী হইলে এবং প্রাণধন দুষ্ক যেমন সর্পমুখ-স্পৃষ্ট হইলে জগতের অহিতকর হইয়া উঠে, সেইরূপ মল্লদুও ধল-পুরুষ-সেবিতা হইলে জগজ্জীবের অনিষ্ট সাধন করিয়া থাকে। কি আশ্চর্য! যে ব্যক্তি ধর্মমদে অন্ধ, সে কোন বস্তু দেখিয়াও দেখিতে পার না; কেবল যদি কোন দ্বন্দ্ব তাহার দৃষ্টিপথে পতিত হয়, তবেই সে নিঃসন্দেহ দেখিতে পায়।” যুনিবর কপিল এইরূপ বলিয়া ক্রোধভরে নেত্রাগ্নি দ্বারা সমুদয় মগরবংশধরগণকে ভস্মসাৎ করিলেন। তৎকালে পাতাল-তলবাসী জীবগণ, তাহার নেত্রনগ্নত ভীষণ অগ্নি সন্দর্শন করিয়া, অকালে প্রজন্ম উপস্থিত বোধ করত সকলেই আত্মনাদ করিতে লাগিল। নিখিল ভূতদেব ও রাক্ষসগণ

সেই অস্বিতাপে মস্তক হইয়া মাগরগর্ভে প্রবিষ্ট হইল। বস্তুতঃ মাধুগণের কোপ এইরূপই হুঃমহ হইয়া থাকে। এদিকে নারদ, সেই সময় মহীপতি মগররাজের যজ্ঞাগারে উপস্থিত হইয়া সেই সমুদয় বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন, কিন্তু মর্কসিং মগররাজ নারদ-মুখে সেই দুর্ঘটনা শ্রবণ করিয়াও পরম আনন্দিত চিত্তে কহিলেন,—“দৈবই দৃষ্টগণকে দমন করিয়াছেন। কি মাতা, কি পিতা, কি ভাতৃবর্গ, কি পুত্র—যেই অধর্ষাচারী, পণ্ডিতগণ তাহাকেই শক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সমুদয় শাস্ত্রেই স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি স্বধর্ষাচরণে বিমূঢ় ও মর্কলোকের অধিকারী, সে শক্রমধ্যে পরিগণিত।” নৃপবর মগর, পুত্রগণের বিনাশ শ্রবণেও কখন শোক প্রকাশ করেন নাই; কারণ, দুর্কৃৎসের নিধন হইলে মাধুদিগের উৎসাহ পরিবর্জিত হইয়া থাকে। অনন্তর মর্কসিং মগর-মহীপতি, অপুত্রকদিগের যজ্ঞে অধিকার নাই বিবেচনা করত অসমঞ্জসের পুত্র জলনিধিবর মহাবীৰ্য্য-শালী স্বীয় পৌত্র অংগুমানকে পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়া, অর্থ আনয়নার্থ নিয়োগ করিলেন। পরে অংগুমান, পিতৃবাগ-কৃত রক্তপথে পাতালতলে ধমনপুত্রক ভেজঃপুঞ্জ-কলেবর মুনি-পুঞ্জব কপিলকে অশ্বাদি দ্বারা পূজা করিয়া প্রণাম করিলেন এবং বিনীতভাবে তাহার পাশে দণ্ডায়মান হইয়া কৃতাজলিপুটে সেই শান্তপ্রকৃতি মুনিবরকে কহিলেন,—“হে ব্রহ্মন্! আমার পিতৃবাগ যে অপরাধ করিয়াছেন, তাহা ক্ষমা করুন; মাধুগণ মর্কদা পরোপদেশে নিহত এবং ক্ষমাশীল। সুধাকর যেমন চণ্ডাল-গৃহেও সুধাময় কিরণ-জাল বিতরণে কুণ্ঠিত হন না, সেইরূপ মাধুগণ দুর্জনের প্রতিও দয়া প্রকাশ করিতে ক্ষান্ত নহেন এবং চন্দ্রমা ধমন অমরগণ কর্তৃক ভুজ্যমান হইলেও পরম আনন্দ বিতরণ করেন, সেইরূপ মাধু-ব্যক্তির অপকার করিলেও তিনি সকলের উপকার করিয়া থাকেন। আর চন্দনকাষ্ঠকে ছেদন বা বিদারণ করিলেও সে যেমন সৌরভ বিতরণে বিরত নহে, মাধুজনও সেইরূপ। সদৃশগুণ মুনীশ্বরগণ, নিজ তপোমুষ্ঠান, শাস্তি ও সদাচার-প্রভাবে দৃষ্টলোকদিগকে দমন করিবার জন্যই ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, এই নিমিত্তই সকলে তাহাদিগকে পুরুষোত্তম বলিয়া প্রণাম করেন। হে ব্রহ্মন্! আপনি সাক্ষাৎ ব্রহ্মমূর্তি ও ব্রহ্মধাম-পরায়ণ, আপনাকে বারংবার নমস্কার।” তৎকালে অংগুমান এইরূপ স্তুত করিলে মুনিবর প্রসন্ন হইয়া সাদরে কহিলেন,—“বৎস! আমি তোমার প্রতি পরম প্রীত হইয়াছি, অতএব বর প্রার্থনা কর।” সেই মুনিবর এইরূপ কহিলে, অংগুমান তাহাকে প্রণামপূর্বক কহিলেন,—“হে ব্রহ্মন্! মদীয় পিতৃবাগ যাহাতে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইতে পারেন, তাহার উপায় করুন, ইহাই আমার প্রার্থনা।” অংগুমানের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে মুনিবর কপিল পরম পরিভূষ্ট হইয়া সাদরে কহিলেন,—“তোমার পৌত্র গঙ্গাদেবীকে আনয়ন করিয়া নিঃসন্দেহ তাহাদিগকে ব্রহ্মলোকে গমন করাইবে। সত্যযুগে ঐদীয় পৌত্র পবিত্র-জলময়ী নদীরপিনী গঙ্গা-দেবীকে আনয়ন করিলে, তিনিই তাহাদিগকে সমুদয় পাপ হইতে বিমুক্ত করিয়া পরম-পদ লাভ করাইবেন। হে পুত্র! তুমি এক্ষণে তোমার পিতামহের এই বক্তব্য অবশ্যই লইয়া যাও। সত্য তোমার যেন ধর্ম্য মতি থাকে, তোমার মঙ্গল হইবে।” অংগুমান তৎকর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তাহাকে প্রণতিপূর্বক অর্থ গ্রহণ করিয়া ত্রয়ার মগর-মন্দিরানে উপস্থিত হইলেন এবং সমুদয় বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। কিছুকাল অতীত

হইলে, অংশুমামের দিলীপ নামে জগদ্বিখ্যাত এক পুত্র হয় এবং দিলীপ হইতে ভগীরথ জন্মগ্রহণ করেন, তিনিই গঙ্গাকে আনয়ন করিয়াছেন। পরে উক্ত ভগীরথের বংশে সুদাম নামে এক মহাবল পরাক্রান্ত ভূপতির জন্ম হয় এবং তাঁহার মিত্রমহ নামে ত্রিলোক-বিদিত যে পুত্র জন্মগ্রহণ করেন, সেই সৌদামই বশিষ্ঠ-শাপে ব্রাহ্মস-দেহ ধারণ করিয়া পুনরায় গঙ্গার বিন্দুমাত্র জলস্পর্শে নিজদেহ লাভ করিয়াছিলেন।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

নবম অধ্যায় ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে মুনিসত্তম ! মহর্ষি বশিষ্ঠ, সৌদামকে কিজ্ঞা অভিসম্পাত করিয়াছিলেন এবং কিরূপেই বা তিনি বিন্দুমাত্র গঙ্গাজল-স্পর্শে শাপ হইতে পুনরায় মুক্তিলাভ করেন ?—আপনি এই সমুদয় বিষয় বিশেষ করিয়া আমাদের নিকটে কীৰ্ত্তন করুন ; কারণ, আমরা অনিরাছি, যাহারা গঙ্গা-মাহাত্ম্য গ্রহণ বা কীৰ্ত্তন করেন, তাহাদিগের নিখিল পাতক বিনষ্ট হইয়া থাকে। সূত কহিলেন,—নৃপবর সৌদাম পরম ধর্মপরায়ণ, মর্কষধর্মজ্ঞ, মর্কষবিষয়ে অভিজ্ঞ, জ্ঞানবান, পবিত্রাত্মা, পুত্র-পৌত্রাবিত এবং মর্কষধর্মকার ঐশ্বর্যো বিভূষিত ছিলেন। তিনিও মগধরাজের ক্রায় ধর্ম্যানুসারে ত্রিংশৎমহৎ বন মগধমাগরাধিতা বনুমতীকে রক্ষণাবেক্ষণ করত উপভোগ করিয়াছিলেন। একদা নৃপবর সৌদাম, ভূগয়াভিলাষে মৈন্ত্রগণে পরিবৃত্ত হইয়া মন্ত্রিগণে পরিকৃত হইয়া অরণ্যমধ্যে প্রবেশপূর্বক বন্য পশুদিগকে বাণবিক্র করত বিচরণ করিতে করিতে পিপামার্ত্তজদয়ে মধ্যাহ্ন সময়ে রেবা-নদীর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অনন্তর আফ্রিকাদি কার্য সমাধানান্তে মন্ত্রিগণের সহিত আহারাদি করিয়া তথায় এক রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। পরদিন প্রভাতে গাঢ়োথানপূর্বক প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া ভূগয়াভিলাষে মন্ত্রিগণের সহিত বনমধ্যে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে একদা মতীপতি সৌদাম, এক কৃকমার ভূগকে লক্ষ্য করিয়া আকর্ষণ শর আকর্ষণপূর্বক তাহার অনুসরণ করত মৈন্ত্রজগ্রে হইয়া পড়িলেন। পরে একাকী নানা বন ভ্রমণ করিতে করিতে কোম এক গুহা মধ্যে সুরত ক্রীড়াসক্ত ব্রাহ্মদ্বয়কে অবলোকন করিলেন। অনন্তর ভূগের অনুসরণে বিরত হইয়া সেই ব্যাঘ্রদ্বয়ের সম্মুখে গমনপূর্বক উভয়ের একটীকে শর দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। তখন সেই শরবিদ্ধ ব্যাঘ্র, ত্রিংশৎ-মোজন-বিস্তৃত ভয়ঙ্কর ব্রাহ্মস-শরীর ধারণ করিয়া, যুগান্ত-কালীন মেঘের স্তার, ভীষণ গর্জন করিতে করিতে ভূতলে পতিত হইল। তদর্শনে অপর ব্যাঘ্র, “খাক, ইহার প্রতিশোধ লইব” বলিয়া মহাবেগে সেই স্থান হইতে অন্তর্দান করিল। এদিকে নৃপতিও সেই বন মধ্যে ভয়োৎকণ্ঠিত চিত্তে বিচরণ করিতে করিতে মৈন্ত্রদিগকে দেখিয়া মন্ত্রিগণ-মন্ত্রিধানে সমুদয় দস্তান্ত বর্ণন করত নিজ রাজধানীতে প্রত্যাগত হইলেন। নৃপবর সৌদাম, স্বপ্নে উপস্থিত হইয়া মর্কদা মশঙ্ক-দ্বয়ে মর্কস-সুশোভিতা বনুমতীকে ধর্ম্যানুসারে পালন করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছুকাল অতীত হইলে, নৃপবর, বশিষ্ঠাদি বর্হষিগণ দ্বারা পরমানন্দে অবমোদ যজ্ঞ আরম্ভ করাইলেন। অনন্তর, মহর্ষি

বশিষ্ঠ, ব্রহ্মাদি দেবগণ উদ্দেশে যথাবিধি যজ্ঞীয় হবিঃ প্রদানপূর্বক যজ্ঞ-সমাপনান্তে
 আনর্থ নির্গত হইলে, পূর্বে নৃপবর, সুরভানজ বাহার পত্নীকে নিহত করিয়া চিত্তকোভ
 উৎপাদন করিয়াছিলেন, সেই ব্রাহ্মস, কোথভরে তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্য বশিষ্ঠের
 বেশ ধারণপূর্বক ভূপায় উপস্থিত হইয়া কহিল,—“হে ব্রহ্ম! আমার ভোজনের নিমিত্ত মাংস
 প্ৰস্তুত কর, আমি গ্রাহ্য করিয়া আশ্বিত্তি পাই।” এই বলিয়া প্রহ্মানপূর্বক পুনরায় পাচকের
 বেশ ধারণ করিয়া তাহার হস্তে নরমাংস আনিয়া দিলে, তিনিও তাহা স্বর্ণপাত্রে
 ধারণ করত জুরুদেবের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। অনন্তর বশিষ্ঠ সমাগত
 হইলে, বিনয়ের সহিত পদম সমাদরে তাঁহাকে মেটে স্বর্ণপাত্রস্থিত নরমাংস প্রদান
 করিলেন। তখন মহর্ষি বশিষ্ঠ, “দর্শনে পদম বিস্ময়ান্বিত হইয়া বিয়ংকাল চিন্তার পর
 ধ্যানযোগে নরমাংস বলিয়া কানিতে পারিয়া মনে মনে বিবেচনা করিলেন,—“অহো!
 এই নৃপতি কি দুঃশীলতা, যাহা অভোজ্য, তাহাতে আমাকে দান করিতেছে।” তিনি,
 এইরূপ বিবেচনা করিয়া অতীব বিস্ময়ান্বিত হইয়া কহিলেন,—“ক্ষিণীশ্বর! তুমি
 যখন আমাকে অভোজ্য বস্তু প্রদান করিলে তখন কোন্‌রূপে এইরূপে খাদ্য হইল। তুমি
 যেমন ব্রাহ্মসদিগের আহারযোগে নরমাংস দান করিলে তজ্জন্ম তুমি নরভোজী ব্রাহ্মসহ
 প্রাপ্ত হইবে।” মহর্ষি বশিষ্ঠ ঈদৃশ অভিসম্পাত করিলে নৃপবর সৌদাম, ভয়বিহ্বল-চিত্তে
 কহিলেন,—“আপনিই যে এতদ্ভিন্ন এইরূপ আশঙ্কা করিয়া গিয়াছেন।” তৎপরে
 বশিষ্ঠ পুনরায় চিন্তা করিয়া জ্ঞানবলে জানিলেন,—সৌদাম ব্রাহ্মসকর্তৃক বশিত হইয়াছে।
 তৎকালে নৃপতি সৌদামও, “জুরুদেব অবিবেচনাপূর্বক বৃথা আমার অভিসম্পাত
 করিয়াছেন।” এইরূপ বোধ করিয়া বশিষ্ঠকে শাপ-প্রদানার্থ উদাত্ত হইয়া জল গ্রহণ
 করিলেন। তখন তাঁহার পত্নী মদরত্নী, তাঁহাকে ক্রোধ-মূর্ছিত এবং জুরুকে শাপপ্রদানে
 সমুদাত্ত দেখিয়া বলিলেন,—“হে রাজন! ক্রোধ সংবরণ করুন; আপনার যাহা ভবিষ্যৎ
 ছিল, তাহাই ঘটিয়াছে। হে মহারাজন! যে মানব, দুর্লভ বস্তু হস্ত-পূর্বক জুরু
 প্রতি বাক্য প্রয়োগ করে, সেই মুচ্যতি নির্জ্ঞান অরণ্য মধো ব্রহ্মব্রাহ্মসরূপে অবস্থিতি
 করিয়া থাকে। বর্ষশায়ে লিখিত আছে, যাহারা ত্রিভুবন্ত্রিয় ভূপঃ-পরাশর এবং জুরু-
 জগদায় নিহত, তাহাদিগের ব্রহ্মলোকে বাস হয়।” পত্নীর এবং বিধ বাক্য শ্রবণে নৃপবর
 সৌদাম কোপে পরিভাগপূর্বক তাঁহাকে যথেষ্ট মার্বাদ প্রদান করিলেন এবং “এক্ষণে
 কোথায় এই জল নিষ্ক্ষেপ করি” এই চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনন্তর বিবেচনাপূর্বক
 তাহা নিম্ন চরণদ্বয়েই নিষ্ক্ষেপ করিলেন। তখন সেই শাপবারি স্পর্শ-মাত্রে তাঁহার পাদদ্বয়
 ককশস্থাপ্ত অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণ হইল। তদবধি তিনি ত্রিলোক মধ্যে ‘কলাশপাদ’ নামে প্রসিদ্ধ
 হইলেন। তৎকালে নীতিকোষিদি মহিমান কলাশপাদ প্রচার বাক্যে শান্ত হইয়া মনে
 মনে কহিলেন—“জুরুদেবের চরণগুল বন্দনা করত তুমি ত্রিভুবন্তে বিনয়ের সহিত বলিদান,—
 “হে জগবন্! আমি কোনরূপ অপরাধ করি নাই, আমাকে ক্ষমা করুন।” তখন যনিবর
 বশিষ্ঠ, তৎস্থিত ভূমিতে দীর্ঘ-নিখান পরিভাগপূর্বক মনে মনে আপনাকে ত্রিভুবন্তে বোধ
 করিয়া যথেষ্ট নিন্দা করিতে লাগিলেন। তাহািলেন—“হায়! অবিশ্বাসকারিতাই মিথিল
 , অমর্থের মূল। জগতে বাহার বিবেচনা-শক্তি নাই, সে যে পশুমণ্ডো পরিগণিত, তাহার

যদি কিছুমাত্র সন্দেহ নাই । রাজা যখন অজানতা নিবন্ধন এই কার্য্য করিয়াছেন, তখন তাঁহার পক্ষে ইহা অশুচিত হয় নাই ; কিন্তু আমি বিবেকশূন্য হইয়াও ঘোর পাপকার্য্য করিয়াছি । যে কোন ব্যক্তি, বর্ণার্থ বিবেকশালী হইলে চিরস্থায়ী এবং বিবেকশূন্য হইলে চিরদুঃখ লাভ করিয়া থাকে ।” তিনি মনে মনে এইরূপ কহিয়া পুনরায় ভূপতিকে কহিলেন,—“হে রাজন ! তোমার এই রাক্ষসদেহ অধিক দিনের জন্য নহে,—উনি দ্বাদশ বৎসর মাত্র থাকিবে । পবে ভাগীরথীর বিদ্যুন্মাত্র জল স্পর্শে তুমি রাক্ষসদেহ পরিভ্রাণপূরক পদদেহ লাভ করিয়া পুনরায় এই পৃথিবী উপভোগ করিবে । তোমার সেই বিদ্যুন্মাত্র বজ্রজল স্পর্শে দিবা জ্ঞান হওয়ার সমুদয় পাপ বিনষ্ট হইবে ; তখন তুমি চরিত্রসেবায় নিমগ্ন হইয়া পরিণামে পরম শান্তি লাভ করিবে ।” স্বর্গাক্সা বসিষ্ঠ, এইরূপ কহিয়া স্বীয় প্রাণমে গমন করিলে, নৃপতির কল্যাণলাভ ও বিষয়-জগত্রে রাক্ষসদেহ ধারণপূরক লাভ ও কোষপরবশ ও ক্ষুৎপিষ্টাসার ক্লান্ত হইয়া ভীষণ মূর্ত্তিতে বিজন অরণ্য মধ্যে লমণ করত প্রমত্তভাবে বিবিধ মৃগ, মনুষ্য, সরীসৃপ, বিহঙ্গ ও প্রাণসমগণকে ভক্ষণ করিতে লাগিলেন । হে বিপ্রগণ ! তৎকালে প্রভূত অহি, শোণিত-শূক্ৰ কনেকর, রক্তাক্ত শিরানিচয় এবং শব্দগণের কেশজালে ধরাতল ভরস্বর দৃশ্য হইয়া উঠিল । তিনি এইরূপে প্রভূতর মধ্যে শত যোজনান্ত ভূভাগ দূষিত করিয়া পুনরায় বনান্তরে গমনপূরক সেই স্থানেও সমস্ত এইরূপ নরমাস ভোজন করত মিত্র ও মুনিগণ-মেবিত নর্যদাতীয়ে উপস্থিত হইলেন । একদা যখন সেই সর্বলোক-ভরস্বর রাক্ষসরূপী কল্যাণলাভ ক্ষুধা ও তপন-স্তাপে মত্ত হইয়া বিচরণ করিতে করিতে, পত্নীর সহিত বিহারানন্ত কোন এক মুনিকে দেখিতে পাইলেন । সেইবিধামাত্র তিনি দ্রুতবেগে তৎসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া, ব্যস্ত ঘেরূপে মৃগ-শিককে আক্রমণ করে, সেইরূপ তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন । তখন তদীয় ভ্রাতৃগণ, নিজ পতিকে নিশাচরের করতলগত দেখিয়া, ভয়-চকিত-চিহ্নে মস্তকে অঞ্জলি-বন্ধনপূরক কহিলেন,—“হে ক্ষত্রিয়-বংশধর !” আমার মনোরথ এখনও অসম্পূর্ণ রহিয়াছে, অতএব মদীয় প্রাণদাতার প্রাণদান করিয়া, এই ভয়-বিহ্বলা রমণীকে পরিভ্রাণ করুন । আপনি সূর্য্যবংশ-গম্ভত, আপনার নাম মিত্রসহ, আপনি রাক্ষস নহেন ; অতএব এই জন-শূক্ৰ অরণ্য মধ্যে আমাকে রক্ষা করুন । হে অরিমর্দন ! পতি-বিরহিতা রমণীরই মধন জীবন ধারণ ও মৃত্যু উভয়ই সমান, তখন বালাবৈধবোর বিষয় আর কি বলিব ? আমি পিতা-মাতা, বন্ধু-বান্ধব, ভ্রাতৃকেই জানি না ; কেবলমাত্র এই জানি, পতিই আমার পরম বন্ধু এবং পতিই আমার জীবনের জীবন । হে জননাথ ! আপনিও যোনিদগণের নিখিল বন্ধ ও কর্তব্য বিদিত আছেন, অতএব এই বন্ধুহীনা অবলাকে পরিভ্রাণ করুন ; বিশেষতঃ আমার পুত্র অতিশয় শিশু । আমি পতিবিহীনা হইয়া কিপ্রকারে এই নির্জন অরণ্যে জীবনধারণ করিব ? অতএব আমাকে পতিদান করিয়া রক্ষা করুন ;—আমাকে আপনি কষ্টা বলিয়া জানিবেম । পরম আনিগণ বলিয়া থাকেন, ‘প্রাণদান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দান কখন হয় নাই ও হইবেও না,’ অতএব আমার প্রাণদান করুন ।” বিপ্র-পত্নী এইরূপ কহিয়া, সেই রাক্ষসের চরণ-যুগলে পতিত হইলেন এবং পুনর্বার কহিলেন,—“আমি আপনার কষ্টা, আমাকে পতিপ্রদানে রক্ষা করুন ।” তিনি ঐদৃশ প্রার্থনা করিলেও, শার্ক ল যেমন বলপূরক কুক্কাট-শিশুকে

ভক্ষণ করে, ব্রাহ্মস-রূপী সৌদামণ্য সেই ব্রাহ্মণকে সেইরূপ ভক্ষণ করিল। অনন্তর
 মেট পতিব্রতা বিপ্রপত্নী নানাবিধ বিলাপ করিয়া ক্রোধভরে, সেই হৃষ্টমতি একব
 বশিষ্ঠশাপে তাদৃশ দুঃখব্রাপক হইলেও, পুনরায় তাহাকে অভিসম্পাত করিলেন।
 কহিলেন, “যেহেতু তুমি সুরতামন্ত মদীয় পতিকে বলপূর্ব্বক বধ করিয়াছ, তজ্জন্ত তুমি
 রতিক্রীড়ায় উদ্যত হইলে বিনাশপ্রাপ্ত হইবে।” ক্রোধাঘিতা বিপ্র-পত্নী এইরূপ অতি
 সম্পাত করিয়া পুনরায় কহিলেন,—“তুমি-কখন আমার স্বামীকে বিনাশ করিয়াছ, তখন
 তোমার বহুদিন ব্রাহ্মস হু থাকিবে।” সেই নিশাচররূপী সৌদাম ব্রাহ্মণীর শাপদ্বয় শ্রবণে
 ক্রুদ্ধ হইয়া, মুগমণ্ডল হইতে অঙ্গাররাশি বিসর্জন করত কহিল,—“রে হৃষ্টে! তুই কি
 আমাকে অকারণ শাপদ্বয় প্রদান করিলি? এক অপরাধে এক অভিসম্পাতই উচিত,
 অতএব তুই যখন অগ্রে আমাকে শাপান্তর প্রদান করিয়াছিস, তখন অদ্যই পুত্রের সন্তি
 পিশাচ হু লাভ কর।” ব্রাহ্মণী তৎকর্তৃক এইরূপ অভিশপ্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ পুত্রের সন্তি
 পিশাচ হু প্রাপ্ত হইল এবং ভীত ও ক্ষুধার্ত হইয়া মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিল।
 অনন্তর সেই বিজন অরণ্য মধ্যে ব্রাহ্মস ও পিশাচী উভয়েই চীৎকার করিতে করিতে
 নর্যদাতারহ ব্রাহ্মস-সেবিত কোন এক বটবৃক্ষ-সমীপে উপস্থিত হইল। তথায়, সকলে
 অতিতকর কোন এক ব্যক্তি, গুরুর অবমাননা করিয়া, ব্রাহ্মসদেহ ধারণপূর্ব্বক পূর্ব্ব হইতে
 অবস্থিতি করিতেছিল। বটবৃক্ষ হু সেই ব্রাহ্ম-ব্রাহ্মস স্বীয় আবাসভূমি বটবৃক্ষতলে উক্ত ব্রাহ্মস
 ও পিশাচীকে সমাগত সমদর্শন করিয়া মহাক্রুদ্ধ হইয়া কহিল,—“তোমরা কিজন্ত এ স্থানে
 আসিয়াছ? আমার নিকট সত্য পরিচয় দাও, তোমরা কি পাপে আমার গায় ঈদৃশ ভীষণ
 দেহ প্রাপ্ত হইয়াছ?” তাহার বাক্য শ্রবণে সৌদাম, স্বয়ং ও পিশাচী তাদৃশ কাট
 করিয়াছে, তাহার নিকট তৎসমুদয় প্রকাশপূর্ব্বক কহিল,—“হে মহাভাগ! তুমি যে
 এবং তুমিই বা কি কার্য্য করিয়াছিলে? আমি তোমার সখা; বন্ধু হেতু আমার
 নিকট তৎসমুদয় বর্ণন কর। যে নরাধম, মিত্রকে বধনা করে, সে কোটি কোটি যুগ পাপ-
 কল ভোগ করিয়া থাকে। মিত্রদর্শনে মনুষ্যাগণের নিখিল দুঃখ অন্তর্হিত হইয়া থাকে
 একান্ত মতিমান ব্যক্তি কখনই মিত্রকে বধনা করেন না। বাধিগ্ৰস্তই হউক, দরিদ্র
 হউক, বধিতই হউক, অথবা দুঃখিতই হউক, মিত্রের দর্শন পাইলে তাহার সমুদয়
 বিদূরিত হইয়া যায়।” কলাবপাদ এইরূপ কহিলে, বটবৃক্ষবাসী সেই ব্রাহ্মস-ব্রাহ্মস-পা
 ত্রীত হইয়া ধর্ম্মসম্বৃত বাক্য বলিতে আরম্ভ করিল। সে বলিল,—“পূর্বে আমি মগবদে
 সৌদাম নামে ধর্ম্মপরায়ণ, বেদপারগ ব্রাহ্মণ ছিলাম। হে মহাভাগ! একদা বিনা
 বরম ও ধনমদে মত্ত হইয়া গুরুদেবের অবমাননা করায় ঈদৃশ দুর্গতি লাভ করিয়াছি।
 এক্ষণে আমার কিছুমাত্র সুখ নাই; আমি শত সহস্র বিপ্রদেহ ভোজন করিয়াছি
 তথাপি আমার অনাহার-জন্ত দুঃখ দূর হয় নাই। সমুদয় জগৎ আমার ভয়ে ভীত,
 আমি নিরন্তর মাংস ভোজন করিয়াও ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর হইয়া সর্বদা মনস্তাপে
 কালক্ষেপ করিতেছি। গুরুকে অবজ্ঞা করিলে যে ব্রাহ্মস হু লাভ হয়, আমিই তা
 প্রত্যক্ষ করিয়াছি। অতএব কোনও বুদ্ধিমান ব্যক্তি যেম গুরুর অবমাননা না করেন।
 সৌদাম কহিল,—“হে মথ্য! তুমি যে গুরুর প্রশংসা করিলে, সেই গুরু কিপ্রকার

আমার শ্রবণ করিতে নিতান্ত কৌতূহল হইতেছে, অতএব আমার মিকট উদ্বিগ্ন প্রকাশ কর ।” সোমদত্ত কহিল,—“মথো ! গুরু অনেক আছেন, তাঁহারা সকলেই মাদরে পূজনীয় ও মাননীয় ; আমি তাঁহাদের বিবরণ কীৰ্ত্তন করিতেছি, তুমি অনন্তমনাঃ হইয়া শ্রবণ কর । যাহারা বেদ অধ্যয়ন করেন, যাহারা বেদের মর্ম্ম অবগত আছেন, যাহারা শাস্ত্রার্থ ব্যক্ত করেন, যাহারা সর্কদা ধর্ম্মবক্তা, যাহারা নীতি-শাস্ত্রার্থ প্রকাশ করেন, যাহারা মন্ত্র বা বেদ-বাক্যের সম্বন্ধ ভঞ্জন করিয়া থাকেন, যাহারা ব্রত উপদেশ করেন, যাহারা ভয় হইতে ব্রহ্মকর্ত্তা, যিনি অন্নদাতা, যিনি গায়ত্রী উপদেশ করিয়া থাকেন, যিনি কুরুষ হইতে মিত্র করেন এবং যশুর, মাতুল, জ্যেষ্ঠভ্রাতা, পিতা ও যিনি গর্ভাশ্রয়াদি সংস্কার কর্ম্ম করাইয়াছেন,—তাঁহারা সকলেই গুরু । হে মহাপুত্র ! এতদতির আরও গুরু আছেন, আমি কতকগুলির মাত্র নানোত্তোথ কহিয়াছি । ইহা যে, সত্য বন্দনীয় ও পূজনীয়, তাহার আর কিছুমাত্র সংশয় নাই ।” সোমদত্ত কহিল,—“তুমিও অনেকবিধ গুরুর কথা কহিলে, কিন্তু ইহাদের মধ্যে কে প্রকৃত, কিংবা সকলেই সমান, তাহা যথার্থরূপে ব্যক্ত কর ।” সোমদত্ত কহিল,—“হে মহাপুত্র ! ভাল জিজ্ঞাসা করিয়াছ, অতএব আমি তোমার প্রশ্নানুসারে কীৰ্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর ; ইহাতে ত্বরায় আমাদিগেরও পরম মঙ্গল হইবে । আমরা ক্ষুণ্ণ-পিপাসাতুর রাক্ষসভাবাপন্ন হইয়াও যখন গুরুমহাত্মা বিবরণে প্রবেশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তখন নিঃসন্দেহ মঙ্গল লাভ করিব ।—পূর্বোক্ত সমস্ত গুরুগণই যে সর্কদা সম্মান ও পূজার যোগ্য, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই ; তথাপি এক্ষণে শাস্ত্রের নারম্ম্য বলিতেছি, শ্রবণ কর । বেদাধ্যাপক, মন্ত্রব্যাখ্যাকারী, পিতা এবং ধর্ম্মবক্তা বিশেষ গুরু বলিয়া উল্লিখিত আছে । হে ভূপাল ! আমার ইহাদের মধ্যে যিনি পরম গুরু, তাহাও বলিতেছি, শ্রবণ কর । নিখিল শাস্ত্রার্থ-তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলিয়া থাকেন,—যিনি পণ্ডিত এবং সংসারীদিগের অশেষ-পাপ-নাশক ধর্ম্মসম্পদ পুরাণ সকল শ্রবণ করান, তিনি উত্তম গুরু । যিনি দেবপূজার উপযুক্ত কর্ম্ম, দেবপূজার কল এবং ধর্ম্মোপায় কীৰ্ত্তন করেন, তিনি পরম গুরু বলিয়া কথিত আছেন । ভূমিগণ বলেন, সন্ন্যাসার্থিগণ পুরাণ সকল দেবতাস্বরূপ ; যিনি সেই পুরাণ-শাস্ত্র ব্যক্ত করেন, তিনিও পরম গুরু । সমুদয় শাস্ত্রে কথিত আছে যে, যে ব্যক্তি সংসাররূপ সাগর উত্তীর্ণ হইতে অভিলাষ করেন, তাঁহার পুরাণ শ্রবণ করা সর্কভোভাবে বিধেয় । হে মহাপুত্র ! বিশেষজ্ঞমণ এক পুরাণ শাস্ত্রকেই সর্কধর্ম্মস্বরূপ বলিয়া কীৰ্ত্তন করিয়াছেন, এজন্য পুরাণবক্তাকে পণ্ডিতগণ পরম গুরু বলিয়া নির্দেশ করেন । বেদবিভাগকর্ত্তা ধর্ম্মাত্মা বেদবান পুরাণ মধ্যে সমুদয় ধর্ম্ম প্রকাশ করিয়াছেন । হে মহাপুত্র ! তর্কশাস্ত্র কেবল বাগ্‌বিভাগ্য এবং নীতিশাস্ত্র ঐহিক সুখেরই কারণ ; কিন্তু এক পুরাণ-শাস্ত্র ইহকাল ও পরকালের সুখজনক । হে ভূপ ! যে মানব ভক্তিসহকারে সর্কদা পুরাণ শ্রবণ করে, তাহার বুদ্ধি নির্মল ও ধর্ম্মানুরাগিনী হয় এবং সর্কগুণদারিনী হরিভক্তি উদ্ভিত হইয়া থাকে । পুরাণ শ্রবণে মানবগণের বুদ্ধি প্রথমে ধর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, পরে ধর্ম্মবলে সমুদয় পাপরাশি বিনষ্ট ও বিস্তৃত জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে । যে সকল মহাত্মা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের অভিলাষী, তাহাদিগের সমুদয় পুরাণ শ্রবণ করা কত্তব্য ।

পূর্বে ব্রহ্মবাদী মুনিবর গৌতম রমণীয় গঙ্গাতীরে পুরাণ-শাস্ত্র পাঠ করিয়া আমাকে সমুদয় ধর্ম প্রদান করাইরাছেন এবং আমিও তাঁহার উপদেশানুসারে নিখিল ধর্ম-কার্য্যে অমূল্য করিয়াছি। হে মথ্যে! একদা আমি পরমেশ্বরের পূজা করিতেছি, এমন সময়ে তিনি তথায় উপস্থিত হন; কিন্তু আমি তাঁহাকে তৎকালে প্রণাম না করিলেও তৎপদাধিষ্ঠে কার্য্য করিতেছিলাম বলিয়া তিনি পরম পরিতুষ্ট হইলেন। অনন্তর সর্ক-জগদ্বক্ষ ভগবান্ মহেশ্বর, আমি কর্তৃক পূজিত হইয়া, গুরুর অবজ্ঞা-জন্ত পাপ হেতু আমার ব্রাহ্মসভা বিধান করিলেন। জানপূর্ব্বকই হউক আর অজ্ঞানপূর্ব্বকই হউক মহাত্মা মহতের অবমাননা করে, তাহাদিগের সম্মান, সম্পত্তি এবং সমুদয় কাঁদাই বিনষ্ট হইয়া থাকে; কোন বিগরেই যক্ষণ হয় না। পণ্ডিতগণ বলেন, যে মানব মহতের সেবা করে, সে পরম প্রমোদ লাভ করিতে পারে। হে নৃপসম্মত! আমি সেই পাপে সর্কদা ক্ষুণ্ণভাবে অস্তরে দগ্ধ হইতেছি; কত দিন যে মুক্তি পাইব, জানি না।” সূত কহিলেন, হে বিশেষজ্ঞ! বটব্রহ্মবাদী ব্রহ্ম-ব্রাহ্মসভা এইরূপ বিনষ্ট লাগিলে, ধর্মশাস্ত্র-প্রসঙ্গ হেতু তাহাদিগের পাপের অবমান হইল। সেই সময়ে কলিঙ্গ-দেশজাত গর্গ নামক কোন এক পরম দার্শনিক ব্রাহ্মণ, গঙ্গাজল স্নান করিয়া মানন্দে ভগবান্ মহেশ্বরের স্তুতি-পাঠ ও হরিনাম গান করিতে করিতে তথায় উপস্থিত হইলেন। তখন সেই পিশাচী ও ব্রাহ্মসভার তাঁহাকে সমাগত দেখিয়া, “আমাদিগের আহার উপস্থিত হইয়াছে” এইরূপ বিবেচনা করত সকলেই বাহুবল উত্তোলনপূর্ব্বক তাঁহার প্রতি ধাবমান হইল; কিন্তু তিনি যে পরমেশ্বরের নামকীর্তন করিতেছিলেন, তৎপ্রবণে তাহার। তাঁহার নন্নিধানে গমন করিতে অসমর্থ হইয়া দূরদেশে অবস্থান পূর্ব্বক কহিল,—“কি আশ্চর্য্য! হে মহাভাগ! আপনি পরম মহাত্মা, আপনাকে প্রণাম করি। আমরা ব্রাহ্মসভা হইয়াও নাম-সঙ্কীর্তন-মহাত্মা হেতু আপনার নিকটে যাইতে অক্ষম। হে বিপ্র! আমরা পূর্বে মহত্স-মহত্স, কোটি কোটি বিশদেহ ভক্ষণ করিয়াছি, কিন্তু আজ আপনার এই নামসঙ্কীর্তনরূপ গাভ্রাবরণই আপনাকে মহাভয় হইতে পরিজ্ঞান করিল। অহো! হরিনাম-সঙ্কীর্তনের কি অদ্ভুত মহিমা! ব্রাহ্মসভাও সম্মুখাগত হইয়া নামপ্রদণমায়ে পরম শান্তি লাভ করিল! হে মহাভাগ! আপনি সম্পূর্ণরূপে ব্রাহ্ম-দেবাদিশূদ্ধ হইরাছেন, অতএব আমাদিগকে গঙ্গাজল-স্নানে ভীষণ পাতক হইতে পরিজ্ঞান করুন। পণ্ডিতগণ বলেন, যে ব্যক্তি হরিসেবায় নিযুক্ত হইয়া আপনাকে সংসার-মাগর হইতে নিস্তার করে, সে সমুদয় জগৎকেই নিস্তার করিয়া থাকে। ঘোর সংসার-রূপ রোগের হরিনামই ঔষধ-স্বরূপ এবং সর্কপাপনাশক, এজন্ত পণ্ডিত ব্যক্তি, হরিনামরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। লৌহময় উড়ুপ দ্বারা জল উত্তীর্ণ হইতে গেলে যেমন জল মতোই নিমগ্ন হইতে হয়, সেইরূপ যাহারা অকৃতপুণ্য, তাহার। হরিনাম পরিভাগপূর্ব্বক অস্ত্র উপায় অবলম্বন করিয়া স্বর্গে উত্তীর্ণ হইতে অসমর্থ, সুতরাং অস্ত্রকে কিপ্রকারে নিস্তার করিবে? মহতের কি অদ্ভুত চরিত্র! সুধাকর যেমন সুধাবর্ষণে সমুদয় জগৎকে আনন্দিত করেন, সেইরূপ মহতের চরিত্র হইতেও সকলের মূখোচ্ছ্বাস পরিবর্জিত হইয়া থাকে। হে বিশেষজ্ঞ! এই পৃথিবীতে যে কিছু পবিত্র তীর্থ আছে, তন্মধ্যে কেহই গঙ্গা

জলকণার তুল্য মহে। তুলসীপত্র-মিশ্রিত মর্মপম্প্র-পরিমিত গঙ্গাজলও একমণ্ডিত কুলকে পবিত্র করিয়া থাকে। অতএব হে ব্রহ্মন্ ! হে মহাভাগ ! হে মর্কশাস্ত্র-মর্মজ ! আমরা অতিশয় পাপিষ্ঠ, আপনি গঙ্গাজল প্রদান করিয়া আমাদের পাপকে পরিষ্কার করুন।” বিজয়র গর্গ, ব্রাহ্মস-মুখে পবিত্র পদা-মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া পবন বিষয়াবিশ্লেষে হইলেন এবং ভাবিলেন,—“মর্কশলোকজননী ভাগীরথীর প্রতি ইহাদিগেরও যখন প্রদীপ্ত ভক্তি, তখন না জানি, যাহারা তাঁহার মহিমা অবগত আছেন, সেই পুণাশীল মহানু ভক্তিগণের একান্ত ইচ্ছা থাকে।” অনন্তর সেই বিপ্রবর,—“যাহারা-মহাপ্রাণীর চিত্তসাধনে তৎপর, ইহাদিগের পরম-পদ-প্রাপ্তি হয়” এইরূপ বর্ণ্য শির করিয়া নদয়-জদয়ে ইহাদিগের উপর তুলসী-পত্র-মিশ্রিত অনুত্তম গঙ্গাজল নিক্ষেপ করিলেন। তখন ব্রাহ্মসগণ, মর্মপ-পরিমিত গঙ্গাজল স্পর্শে ব্রাহ্মসভাব পরিভাগ্যশ্রীক দেবসাদৃশ্য লাভ করিল। হে জ্ঞানিপ্রবরগণ ! সেই মপুত্রা ব্রাহ্মণী ও গোমদও তৎকালে কোটি-সুখাসম প্রভা-মঙ্গল বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল। তাহারা হরিনাক্ষপা লাভ করিয়া শঙ্খ চক্র গদা ধারণ করত সেই ব্রাহ্মণকে স্তব করিতে করিতে বৈকুণ্ঠধামে গমন করিল এবং কলাযপাদ নিজরূপ প্রাপ্ত হইয়া মনে মনে অতিশয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। হে দ্বিজসত্তমগণ ! অনন্তর নৃপবর কলাযপাদকে হুঃখার্ভ দেখিয়া ভগবতী সরস্বতী অদৃশ্যভাবে থাকিয়া ধর্মমূলক মহাবাক্যে কহিলেন,—“হে রাজন্ ! হুঃখিত হইও না ; হে মহাভাগ ! তুমিও কিসংকাল রাজ্যভোগান্তে পরম মঙ্গল লাভ করিবে। সংকল্পানুষ্ঠানে ইহাদিগের পাতক নির্মূক্ত হইয়াছে, ইহারা ত্রিভুক্তি-প্রদারণ, সমুদয় ভূতগণের প্রতি দয়াপরবশ, বেদমার্গের অনুসারী এবং গুরুপূজানিরত, তাহারা যে বিষ্ণুর পরমপদ লাভ করিয়া থাকেন, এ বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নাই।” নৃপবর সৌদাম, এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া হৃদয়মধ্যে সন্তোষ লাভ করত গুরুবাক্য শ্রবণ করিলেন এবং মানন্দে সেই বিপ্রবর গর্গ, গঙ্গা ও পরমেশ্বরকে স্তুতি করিয়া গর্গ-সম্মিধানে সমুদয় মর্কশাস্ত্র নিবেদন করিলেন। অনন্তর তাঁহাকে বিবিধ প্রণামপূর্বক হরিনাম গান করিতে করিতে তৎক্ষণাৎ বারানসী অভিমুখে যাওয়া করিলেন। অনন্তর, ছয় মাস মধ্যে তদায় উপস্থিত হইয়া ভগবতী গঙ্গা ও বিভূ বিশ্বনাথকে সন্দর্শন পূর্বক পরম আনন্দিত-চিত্তে নিজ রাজ্যে উপস্থিত হইলেন। তৎপরে বনিষ্ঠ কর্তৃক অভিষিক্ত হইয়া অভিলষিত বিষয় উপভোগ-পূর্বক কিসংকাল সমাগরা ধরা প্রতিপালনাতে চির-শান্তি-সুখ লাভ করিলেন। হে বিপ্রেন্দ্রগণ ! সেইজন্ম সকলেই মর্কদা ভগবতী ভাগীরথীর পরম মাহাত্ম্য শ্রবণ করুন। কি ব্রহ্মা, কি বিষ্ণু, কি মহেশ্বর—কেহই তাঁহার মহিমার সীমা অবগত নহেন। মানব, গঙ্গানাম শ্রবণমাত্রে কোটি কোটি মহাপাপ হইতে নিকৃতি লাভ করিয়া নিঃসন্দেহ ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া থাকে। একবার মাত্র “গঙ্গা গঙ্গা” এই নাম কহিলে মনুষ্যগণ তৎক্ষণাৎ নিম্পাপ হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিতে পারে। সে সকল মানব, ভক্তি-মহাকারে এই অধ্যায় পাঠ বা শ্রবণ করে, তাহারা যে গঙ্গাস্নানদ্বারা পুণ্য লাভে সমর্থ হইবে, এ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

দশম অধ্যায় ।

ঋষিগণ কহিলেন,—হে মহাভাগ-সূত ! মুনিগণ যে বিষ্ণু-পাদার্শ-সমুত্তা গঙ্গা বলিয়া কীৰ্ত্তন করিয়া থাকেন, আপনি আমাদের নিকটে ভবিষ্যৎ বর্ণন করুন । সূত কহিলেন,—হে বিষ্ণুপরায়ণ ঋষিগণ ! আপনাদিগের জিজ্ঞাসিত বিষয় কীৰ্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন । পূর্বে মহাত্মা মারুদ, মনঃকুমারকে এই বিষয় বলিয়াছিলেন । ঐ উপাখ্যান পাঠ বা শ্রবণ করিলে মহাপুণ্য সঞ্চয়, নিখিল পাপের শান্তি এবং পরিণামে মোক্ষপদ লাভ হইয়া থাকে । কশ্যপ নামে কোন এক লাক্ষণ ছিলেন, তিনি ইক্ষাদি দেবগণের জনক । দক্ষকন্যা দিতি ও অদিতি নামে তাঁহার দুই পত্নী । অদিতির গর্ভে সুরগণ ও দিতির গর্ভে অসুরগণের জন্ম হয় । ঐ সুর ও অসুরগণ সর্বদা পরস্পর পরস্পরের প্রাণ জরাকাম্বী । ক্রমে অসুরবংশে 'প্রজ্ঞাদেব' গোত্র ও বিরোচনের পুত্র বলিরাজ জন্মগ্রহণ করিয়া এই পৃথিবী উপভোগ করে । একদা সেই মহাবল-পরাক্রান্ত অসুররাজ বলি, সমুদয় পৃথিবী জয় করিয়া স্বর্গরাজ্য জয় করিতে ইচ্ছুক হয় । হে মুনিগণ ! তাহার ঐশ্বর্যের কথা আর কি বর্ণন করিব ? অশুভকোটি লক্ষ মাতঙ্গ, তৎপরিমিত তুরঙ্গ ও রথ এবং প্রত্যেক মাতঙ্গের প্রতি পঞ্চশত করিয়া পদাতিক সৈন্য ছিল । কোটি কোটি অমাত্যের মধ্যে কুস্তাভ ও কুপকর্ণ নামে দুই প্রধান অমাত্য ছিল শাস্ত্রে ও পরাক্রমে পিতৃসম, শতপুত্রের অগ্রজ বাণ নামে তাহার এক পুত্র হয় । দৈত্যরাজ সুরগণকে জয় করিতে অভিলাষী হইয়া, বিপুল সৈন্যগণের সহিত যুদ্ধযাত্রা করিলে, তদীয় ধনজা ও আতপত্র দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল, যেন গগনরূপ অসুরাশি যথোত্তরঙ্গ ও তড়িচ্ছালা শোভা পাইতেছে । অনন্তর অসুররাজ বলি, সিংহবৎ বিক্রমশালী দৈত্যগণের সহিত স্বর্গধামে উপস্থিত হইয়া, ইক্ষ-মগরী অবরোধ করিলে, ইক্ষাদি দেবগণও যুদ্ধার্থ নির্গত হইলেন । পরে দেবাসুরে হুমুখ সংগ্রাম উপস্থিত হইলে, প্রলয়কালীন মেঘ-নির্গোধের স্থায় ভিভিম্ব শব্দে উহা অতি ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল । তখন দেবগণ অসুর-সৈন্যের প্রতি এবং অসুরগণ দেব-সৈন্যের প্রতি নানাবিধ শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিল । হে বিপ্রেক্ষগণ ! সেই দারুণ সংগ্রাম-ক্ষেত্রে “অসুরগণকে বধ কর, বধ কর ; ভেদ কর, ভেদ কর ; বিদীর্ণ কর, বিদীর্ণ কর ; বন্ধন কর, বন্ধন কর” ইত্যাকার তুমুল-শব্দ উথিত হইল । অনন্তর সুরগণের হৃদুভি-নির্গমে, অসুরগণের সিংহনাদে, রথসমূহের ঘর্ঘরশব্দে, কাষ্মুক-মিকরের টকার-ধ্বনিতে এবং অশ্বগণের হেবিত, করিগণের বৃংহিত ও শরজালের আকষণ-শব্দে সমুদয় জগৎ যেন শব্দময় হইয়া উঠিল । তৎকালে, সুরাসুরগণ কর্তৃক নিক্ষিপ্ত শরজালের পরস্পর ঘর্ষণ জন্ত প্রচণ্ড অগ্নি উথিত হইতে লাগিল যে, তদ্বর্ণনে সমুদয় জগৎসিগণ মনে করিল,—অকালে প্রলয় উপস্থিত হইয়াছে । তখন সমুজ্জল-অগ্নি-শব্দধারী অসুর-সৈন্যগণ, চঞ্চল তড়িচ্ছালা-পরিবৃত্ত জলদজালে আচ্ছাদিত রজনীর স্থায়, শোভাধারণ করিল । সেই ভীষণ-রণক্ষেত্রে অসুরগণ যে সকল শৈলনিচয় নিক্ষেপ করিতে লাগিল, দেবরাজ ইক্ষ, মেঘের স্থায় গর্জন করত, নারাচায়ে তৎসমুদয় চূর্ণ করিলে লাগিলেন । কেহ কেহ মাতঙ্গ দ্বারা মতঙ্গ, কেহ কেহ তুরঙ্গ দ্বারা তুরঙ্গ, কেহ কেহ রথ দ্বারা রথ এবং কেহ কেহ তা দত্ত

স্বারা দণ্ড সকল ভগ্ন করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর কোন কোন দানব পরিয়াস্রে ভাঙিত হইয়া, শোণিতময় কর্দম মধ্যে এবং কেহ কেহ বা গভ্রাণ হইয়া রথোপরি গতিত হইতে লাগিল। তৎকালে যে সকল দৈত্য, দেবগণ কর্তৃক নিহত হইতে লাগিল, তাহারা তৎক্ষণাৎ দেবহ লাভ করিয়া অম্বরগণকে আক্রমণ করিতে লাগিল। অনন্তর দানবগণ, দেবগণ কর্তৃক অতিশয় ভাঙিত হওয়ায়, নানারূপে সমবেত হইয়া ভগ্ন, ভিক্ষিপাল, খজা, পরশু, ভোয়া, পরিষ, ছুরিকা দণ্ড, চক্র, শঙ্খ, মুদ্রা, অস্ত্র, লাঙ্গল, পট্টিশ, শক্তি, উপল, শতাব্জ, প্রাণ, আয়োদ্য, যুষ্টি, শূল, কুঠার, পান, ক্ষুদ্রাশ্র, যষ্টি, বৃহৎশর, অরোমুগ, তুণ্ড, চক্র, দণ্ড, ক্ষুদ্রপট্টিশ, নারীচ এবং ভগ্নদ্বারা কোমলমীমাংসা-নিচয়ে সুরগণকে আহত করিতে লাগিলে, সুরগণও দৈত্যগণের প্রতি নানাবিধ অস্ত্র-ময় নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তৎকালে মাতঙ্গ, তুরঙ্গ, রথী ও পদাভিগণে ক্রমে ভীষণ মঙ্গল-যুদ্ধ পরিবর্তিত হইতে লাগিল। এইরূপে মহত্ব বর্ধ মেই মৃদাকরণ সংগ্রাম হইল। অনন্তর দৈত্যগণের পরিবর্তিত হইলে দেবগণ পরাভূত হইয়া মনস্কলমে সুরলোক পরিত্যাগপূর্বক মনুষ্যরূপে স্বাস্থ্য-সোপন করত অবনী মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। মারায়ণ-পরায়ণ মহাবল পরাক্রান্ত বিরোচনাত্মক বলিরাজ এইরূপে প্রভূত ঐর্ষ্যাশালী হইয়া, অক্ষুণ্ণভাবে ত্রিভবন উপভোগ করত বিহু-প্রীতিকামনার প্রভূত যজ্ঞানুষ্ঠান করিল। বলিরাজ স্বয়ংই ইন্দ্র ও দিকৃপালগণের কার্য করিতে লাগিল। তৎকালে বিহুগণ, দেবগণের প্রীত্যর্থে যজ্ঞ আরম্ভ করিলে, সেই যজ্ঞে সে নিজেই বজ্রীয় হবিঃ ভোজন করিত। এদিকে দেবমাতা অদিতি নিজ পুত্রগণকে তাদৃশ অবস্থাপন্ন দেখিয়া, “হায়! আমি বৃথা পুত্র প্রসব করিয়াছি” এইরূপ বিবেচনা করত অতীব হঃশিতাত্তঃকরণে ত্রিভবনে গমনপূর্বক ইন্দ্রের ঐর্ষ্যা এবং দৈত্যগণের পরাজয় কামনার ভগবান্ হরির চিত্তায় নিমগ্ন হইয়া হৃকর উচ্চাশ্রা আরম্ভ করিলেন। তিনি ক্রমে কিছুকাল উপবিষ্টা, কিছুকাল দণ্ডায়মানা, কিছুকাল একপাদে অবস্থিতা, কিছুকাল চরণাভ্যেয় উপর নির্ভর করত দণ্ডায়মানা হইয়া এবং কিয়দ্বিবস, কেবল স্বপ্ন, কিয়দ্বিবস গলিত পত্র, অনন্তর কিয়দ্বিবস জলমাত্র, পরে কিয়ংকাল বায়ুমাত্র ভক্ষণ করত ও তৎপরে কিছুকাল অনাহারে থাকিয়া, হৃদয়-মধ্যে মচ্ছিদানন্দ ভগবান্কে ধ্যান করিতে লাগিলেন। এইরূপে তিনি দিব্য মহত্ব বর্ধ কঠোর তপোানুষ্ঠান করিলেন। এদিকে মারাবী দৈত্যগণ ভয়-ভ্রান্ত অবশে বলিরাজ কর্তৃক প্রেরিত হইয়া, দেবতারূপ অবলম্বনপূর্বক অদিতিকে কহিল,—‘মাতঃ! আপনি কিজন্ত তপস্শায় শরীর ক্ষয় করিতেছেন? যদি দৈত্যগণ জানিতে পারে, তাহা হইলে অতিশয় বিপদ ঘটতে পারে। অতএব, আপনি এই শরীরশোধক ভীষণ ক্রেশকর উদ্যম পরিত্যাগ করুন। কারণ, জানিগণ প্রাসাদ-মালা মঙ্গল প্রার্থনা করেন না। দেখুন, ধর্মপরাঙ্গণ ব্যক্তিগণের যতপূর্বক শরীর রক্ষা করা সর্বতোভাবে বিধেয়; কারণ, যাহারা শরীরের প্রতি উপেক্ষা করে, তাহারা আত্মাতীর মধ্যে গণিগণিত হইয়া থাকে; অতএব হে কল্যাণি। তপস্শায় বিরত হউন, পুত্রগণের জন্ত শোক করিবেন না। কারণ, হে মাতঃ! প্রাণিগণ মাতৃহীন হইলে, নিঃসন্দেহ মৃতপ্রায় হইয়া থাকে। বাহার বৃহে মাতা নাই এবং তাহারা অপ্রিয়বাদিনী, তাহার বনে গমন করাই কর্তব্য।’

কারণ, 'তাহার পক্ষে গৃহ ও অরণ্য উভয়ই সমান। কি পশু, কি পক্ষী, কি পতঙ্গ, কি মহীচর, মাতৃহীন হইলে, কেহই সুখী হয় না; সকলেই মৃতকল্প হইয়া থাকে। দরিদ্র হউক, রোগী হউক, কিংবা দেশান্তরস্থ হউক, মাতৃদর্শন পাইলে সকলেই পরম আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকে। অন্ন, জল, পত্নী কিংবা ধনাদির উপরেও কখন মা কখন লোকের অনাদর হইতে পারে, কিন্তু মাতার প্রতি কখনই গেরূপ হয় না। যাহার ভবনে বাতা, ধর্ম্মপরায়ণ পুত্র এবং পতিপ্রাণা মাধবী স্ত্রী নাই, তাহার বনে গমন করাই কর্তব্য। কথিত আছে, নারায়ণের প্রতি ভক্তিহীন ধর্ম্ম, মন্তোন্ন-রহিত ধন এবং ভাৰ্য্যা-ভনয়শূন্য গৃহ যেমন বৃথা, সেইরূপ মাতৃহীন মনুষ্যও বৃথা জীবন ধারণ করিয়া থাকে। অতএব হে দেবি! নিজ হৃৎখণ্ডে আজ্ঞাগণকে পরিচাণ করুন।" দৈত্যগণ এইরূপ কহিলেও যখন অদিতির সমাধিভঙ্গ হইল না, তখন তাহারা সেই পরমাত্মদ্যানু-নিমগ্না অদিতিকে বিনষ্ট করিবার বাসনায় রোষ-কষায়িত লোচনে, অলসকালীন জলদজালের স্রাব, ভীষণ গর্জনে করত ক্ষণকাল মধ্যে সেই অরণ্য দক্ষ করিতে উদ্যত হইয়া, দংশিত হইতে অগ্নি উদ্ভারণ করিতে লাগিল। তখন সেই অগ্নিতে শত যোজন বিস্তৃত সেই কানন, এবং সেই সকল দৈত্যগণ দগ্ধ হইল, কিন্তু অদिति তাহা জানিতে পারিলেন না। তৎকালে সেই অরণ্য মধ্যে নারায়ণ-ধ্যান-নিমগ্না, কেবলমাত্র দেবজমনী অদিতিই বিষ্ণু স্মৃদর্শন কর্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া ভীষণ পাবকের হস্তে পরিচাণ পাইলেন।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত । ১০ ॥

একাদশ অধ্যায় ।

ঋষিগণ কহিলেন,—হে সূত! আপনি আমাদিগের নিকট অতি অদ্ভুত বিবরণ কীৰ্ত্তন করিলেন। সেই অগ্নি, ক্ষণকাল মধ্যে, অদिति ভিন্ন সমুদয় দৈত্যগণকে কি প্রকারে ভস্মসাৎ করিল? অতএব এক্ষণে আমাদিগের নিকট অদিতির মহত্ত্ব বর্ণন করুন;—দেখুন, মাধু-স্বভাব মুনীক্ষণ সত্তত পরোপদেশে নিরত। সূত কহিলেন,—হে ঋষিগণ! হরিভক্তগণের মহিমা শ্রবণ করুন;—যাহারা হরিধ্যানে নিমগ্ন থাকে, তাহাদিগের অমিষ্ট সাধন করিতে কেহই সমর্থ হয় না। কারণ, যে স্থানে একজন মাত্র হরিভক্ত অবস্থিতি করে, তথায় সত্তত ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর প্রভৃতি সমুদয় দেবগণ ও দিক্‌গণ অবস্থান করিয়া থাকেন। হে মহাভাগগণ! যাহারা হরি-চিন্তায় নিমগ্ন, তাহাদিগের কথা আর কি বলিব? যাহারা শান্ত-চিত্ত এবং হরিনাম উচ্চারণ করিয়া থাকে, ভগবান্ হরি, তাহাদিগের হৃদয়ক্ষেত্রেই মিরতর বিব্রাজ করিতেছেন। যে স্থানে শিবপূজা-পরায়ণ বা হরিপূজা-পরায়ণ ব্যক্তি অবস্থিত, তথায় সমুদয় দেবগণ ও কমলাদেবী অবস্থান করিয়া থাকেন। বিষ্ণু-পূজাপরায়ণ যে স্থানে বাস করেন, তথায় কোন প্রকার বিষ উপস্থিত হইতে পারে না এবং রাজা, তক্ষর বা ব্যাধি হইতে কোনরূপ ভয় থাকে না। শ্বেত, পিণ্ডাচ, কৃষ্ণাণ্ড, গ্রহ, বালগ্রহ, ডাকিনী এবং রাক্ষসগণ, বিষ্ণু-পূজকের কোন অমিষ্ট করিতে সমর্থ হয় না। হরি-লিঙ্গার্চনে

নিরত মাধু ভক্ত যে স্থানে অবস্থিতি করেন, ভূত বেতাল প্রভৃতি পরদীর্ঘ-জনক সমুদয় প্রাণী, সে স্থান হইতে পলায়ন করিয়া থাকে। সর্গজন-হিতৈষী নম্রপ্রকৃতি জিতেন্দ্রিয় হরিশেবক যে স্থানে বাস করেন, তথায় নিখিল দেবগণ নিজ নিজ ভাষার সহিত বিরাজ করিয়া থাকেন। যোগীগণ যে স্থলে নিমেষমাত্র বা নিমেষার্দ্ধমাত্র অবস্থিতি করিয়া থাকেন, সেই স্থানে সমুদয় ভীষণের আবির্ভাব হয় এবং সেই স্থান পরম ভীষণ ও উপোষম স্বরূপ হইয়া থাকে। যে ভগবানের নামমাত্র উচ্চারণে সমুদয় উপদ্রব তিরোভূত হইয়া যায়, তাঁহাকে স্তব, পূজা বা ধ্যান করিলে যে তাহা হইবে, তাহা আর বিচিত্র কি? এজন্য হে মাধুগণ! সেই অগ্নি এবং দৈত্যগণ ধ্যান-নিগম অদিতির কিছুমাত্র অনিষ্ট করিতে পারে নাই; বস্তুতঃ হরিকে স্মরণ করিবারাত্র নিখিল দুঃখ বিদূরিত হইয়া থাকে। অনন্তর পদ্মপলাশ-জোচন শঙ্খ-চক্রাদিধারী হরি প্রগল্ব-বদনে অদিতির সম্মুখে প্রাদুর্ভূত হইয়া ঈশ্বর হাম্বসহকারে দশনপ্রভায় দশদিক্ উদ্ভাসিত করত কল্পপত্রিয়া অদিতির গাত্রে পবিত্র করকমল অর্পণ করিয়া কহিলেন,—“হে দেবমাতঃ! আমি তোমার উপস্থায় পরম শ্রীত হইয়াছি, তুমি বহুকাল ক্লেশ পাইতেছ, এক্ষণে মিসমেনেহ তোমার কল্যাণ হইবে। হে ভদ্রে! আর ভয় নাই, এক্ষণে তোমার অভিলষিত বর প্রদান করিতেছি, প্রার্থনা কর; হে মহাভাগে! অবশ্যই তোমার মঙ্গল হইবে।” দেবদেব চক্রধারী এইরূপ কহিলে, দেবমাতা অদিতি সেই সর্বলোক-সুখপ্রদ ভগবান্কে নমস্কারপূর্বক কহিলেন,—“হে দেবদেবেশ! হে জনার্দন! হে সর্বব্যাপিন! আপনি স্বজাদি-গুণভেদে জগদ্বাসী জীবগণকে পরিচালিত করিতেছেন, অতএব আপনাকে নমস্কার। হে মহাশয়! আপনি সর্বকালে একরূপে বিরাজ করিয়া থাকেন। আপনি রূপবিহীন হইয়াও বহুরূপধারী এবং গুণাভীত হইয়াও গুণজয়ের আশ্রয়, অতএব আপনাকে নমস্কার। হে মঙ্গলময়! আপনি ত্রিলোকের ঈশ্বর এবং পরম জ্ঞান স্বরূপ; ভক্তগণকে ভালবাসা আপনার স্বভাবগিষ্ঠ গুণ; আমি আপনাকে প্রণাম করি। মুনীশ্বরগণ যাহার অবতার-রূপের অর্চনা করিয়া থাকেন, আমি সেই আদিদেব পরম পুরুষকে অতীষ্টগিদ্ধির জন্ত প্রণিপাত করিতেছি। মুনিসণ বা জ্ঞানিগণ যাহার উত্তবোধে অসমর্থ, আমি সেই মায়াতীত অমর পরমমায়ী বিশ্ববীজ পরমেশ্বরকে প্রণাম করি। যাহার অদ্ভুত মূর্তি গন্দর্গম করিলে জীব মমতাপাশে আবদ্ধ হয় না এবং যাহার চরণারবিন্দ-রেণুতে মস্তক সজ্জিত করিয়া অমণ্য জীব পরম সিদ্ধি লাভ করিয়াছে, আমি সেই বিশ্ববন্দিত বিশ্বহেতু বিশ্ববীজ কদম্বপতিকে বারংবার নমস্কার করিতেছি। দেব-বাক্যও যে হরির মহিমা বর্ণনে অসমর্থ, যিনি সত্তত ভক্তগণের সমীপে বিরাজমান, যিনি স্বয়ং গম্ভ-বর্জিত হইয়াও গম্ভরচিত শান্তচেতাঃ ভক্তগণের নম্রপ্রিয় এবং যিনি যজ্ঞকর্ম্মে অবিষ্ঠিত ও যজ্ঞকর্ম্মের জ্ঞানদাতা, আমি সেই করুণার্বব যজ্ঞতোজী যজ্ঞেশ্বরকে পুনঃপুনঃ প্রণাম করি। পাশায়া অজামিল, যাহার নামকীর্তন করিয়া পরম ধর্ম প্রাপ্ত হইয়াছে, আমি সেই লোকনাথী হরিকে বন্দনা করি। হে নাথ! আমি লোকমুখে শুনিয়াছি, ভগবান্ মহেশ্বর হরিরূপী এবং জনার্দন ও হরিরূপী, আমি সেই জগদগুরু হরিহররূপী আপনাকে নমস্কার করি। ব্রহ্মাণি দেবগণও যাহার মাধিপাণি আবদ্ধ হইয়া যাহার পরম প্রভু বিদিত নহেন, যিনি প্রত্যক্ষমণে

বিরাজমান থাকিলেও অজ্ঞান বশতঃ দূরত্বের দ্বারা প্রভীত হইয়া থাকেন, যাহার তত্ত্ব প্রমাণপথকে অতিক্রম করিয়াছে, আমি সেই সর্বনাশক জ্ঞানমাক্ষী ভগবানকে বারংবার বন্দনা করি। হে দেব! আপনার মুখকমল হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরুদেশ হইতে বৈশ্য, চরণদ্বয় হইতে শূদ্র, মন হইতে চন্দ্র, চক্ষুঃ হইতে সূর্য্য, মুখ হইতে অগ্নি ও ইন্দ্র এবং কর্ণ হইতে বায়ুর উৎপত্তি হইয়াছে। আপনি সপ্তস্বর এবং ঋগ্ যজুঃ সাম ও বৃহদ্র স্বরূপ, অতএব আপনাকে পুনঃপুনঃ নমস্কার। হে অনাথনাথ! আপনিই ইন্দ্র, আপনিই চন্দ্র সূর্য্য, আপনিই শঙ্কর ও আপনিই অন্তর্যামী এবং আপনিই অগ্নি, বজ্র প্রভৃতি দেবগণ, আপনিই নিরুদ্ভি, আপনিই পিশাচ ও সমুদয় রাক্ষস, আপনিই শিক্ত ও গন্ধর্ব্ব এবং আপনিই বসুধা শৈল সাগর প্রভৃতি সমুদয় জীবর; অধিক কি, হে দেব! নিখিল বস্তুই আপনার স্বরূপ, অতএব মত্তত নমস্কার করি। হে সর্ব্বজ্ঞ! আপনি ভূতগণের আদি ও বেদ-স্বরূপ; অতএব হে জনার্দন! ব্রাহ্মণ-পীড়িত আমার পুত্রগণকে পরিজ্ঞান করুন।” দেবজননী অদিতি, এইরূপ স্তব ও বারংবার প্রণাম পূর্ব্বক কৃতাজলি হইয়া আনন্দাশ্রুতে স্তনযুগল অভিষিক্ত করত কহিলেন,—“হে দেবেশ! যদি আমার প্রতি অমুগ্রহ থাকে, তবে হে সর্ব্বাদিকারণ। মৎপুত্র সুরগণকে নিকটক প্রার্থ্যা প্রদান করুন। হে বিশ্বরূপ পরমেশ্বর! আপনি সর্ব্বজ্ঞ ও অন্তর্যামী, অতএব হে দেব! কোন্ বিষয় আপনার অপরিজ্ঞাত আছে? হে প্রভো! কিজন্তু আমাকে ছলনা করিতেছেন? হে দেবেশ! তথাপি আমি আপনার নিকট মনোভিপ্রায় ব্যক্ত করিতেছি। দেব! আমি বৃথা পুত্রগণকে গর্ভে ধারণ করিয়াছি; কারণ তাহারা এক্ষণে দৈত্যহস্তে নিপীড়িত হইতেছে। যখন ঐ দৈত্যগণ আমার মণ্ডলী-পুত্র, তখন তাহাদিগের অনিষ্ট-বাসনা করি না, তবে এই মাত্র প্রার্থনা করি যে, দৈত্যগণকে বিনাশ না করিয়া মদীয় সম্ভানগণকে প্রার্থ্যা প্রদান করুন।” অদিতি এইরূপ কহিলে, দেবাধিদেব হরি, পুনরায় পরম প্রীত হইয়া মাধ্বী অদিতিকে মাদরে আলিঙ্গন পূর্ব্বক আনন্দিত করত কহিলেন,—“হে দেবি! আমি তোমার প্রতি অতিশয় প্রীত হইয়াছি, অতএব তোমার মঙ্গল হউক, মণ্ডলী-পুত্রের প্রতিও তোমার যখন স্নেহ স্নেহ, তখন আমিও তোমার পুত্র হইব। ভ্রমণে যে সকল মানব, ভ্রুকৃত এই স্তোত্র পাঠ করিবে, তাহাদিগের সম্ভান ও ধন সম্পত্তি কখন বিনষ্ট হইবে না। যে ব্যক্তি, আপনার ও অশ্বের পুত্রকে সমভাবে দর্শন করে, তাহার কখন পুত্রশোক হয় না।” অদিতি কহিলেন,—“হে দেব! আমি, কিপ্রকারে আপনাকে উদরে ধারণ করিব? কারণ, হে অস্বর। আপনি, সকলের আদি ও পুরুষোত্তম, আপনার রোমকূট-মিকরে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড বিরাজ করিতেছে। হে প্রভো! সমুদয় বেদ ও দেবগণ যাহার মহিমা অবগত নন, আমি সেই দেবদেবকে কিরূপে গর্ভে ধারণ করিব। হে দেব! যিনি অতি সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতম এবং মহৎ হইতেও মহতম; যাহার নামস্মরণ মাত্রে মহাপাতকীও মুক্তিলাভ করিয়া থাকে, হে দেবেশ! আমি সেই ভগবান পুরুষোত্তমকে কিপ্রকারে বহন করিতে সক্ষম হইব!” সূত কহিলেন,—“দেবদেব জনার্দন, দেবমাতা অদিতির বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে অতর প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন,—“হে মহাভাগে! তুমি যে মতাবাক্য বলিয়াছ, তাহা শুনিয়া কিছুমাত্র সংশয় নাই;

কহে হে শুভে ! তথাপি আমি তোমার পরম গুণবিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর । যে সকল মদীর তত্ত্বগণ, রাগদ্বৈশঙ্ক, নলাতপ্রাণ, অসুরা ও দম্ব-বিহীন, তাহারা সর্বদাই আমাকে বহন করিয়া থাকে । তাহারা পরের অপকারে বিমুখ, শিবার্চন-পরায়ণ এবং সত্যত আশার চরিত্র-কথা শ্রবণ করিতে উৎসুক ; তাহারা নিরন্তরই আমাকে অন্তরে ধারণ করিয়া থাকে । হে বাণে ! যে সকল রমণী পতিব্রতা, পতিপ্রাণা, পতিভক্তি-পরায়ণা এবং মৎসরশূন্য ; তাহারাও আমাকে সত্যত বহন করিয়া থাকে । যে ব্যক্তি পিতামাতার গুণাবাকারী, গুরুভক্ত, অতিথিপ্রিয়, ব্রাহ্মণগণের হিতকারী, সংকথা-শ্রবণে আমত্বেচিত্ত, দাতব্যগণের গুণাবাভিলাষী, স্বীয় আশ্রমোচিত-ধর্ম্যাচরণে তৎপর, সে-ও আমাকে সর্বদা বহন করে, আর তাহারা নিরন্তর পুণ্যতীর্থরত, মাধুসূদ নামে আমত্বে, সকলের প্রতি দয়ালীল, পরের উপকার-সাধনে নিরত, পরজন্ম-হরণে পরাজয়, পরস্মীতে ক্লীববৎ, তুলসীর উপাসনা মদীর নাম কীর্তন ও গৌরবর্ণে তৎপর, প্রতিগ্রহ-বিমুখ এবং ক্ষুধিতকে অন্ন ও পিপাসার্তিকে জল দান করে, তাহারাও সত্যত আমাকে বহন করিয়া থাকে । হে দেবি ! তুমি পতিপ্রাণা নারী এবং প্রাণিগণের হিতকারিণী, অতএব আমি তোমার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া, সমুদয় রিপুগণকে বিনাশ করিব ।” দেবাধিদেব ভগবান্ হরি, দেবমাতা অদিতিকে এইরূপ কহিয়া নিজ কণ্ঠহার ও অভয় প্রদানপূর্বক অভ্যর্থিত হইলেন । এদিকে সেই দক্ষ নন্দিনী দেবজননী অদিতিও সানন্দ-হৃদয়ে কমলাকান্তকে প্রণাম পুরঃসর স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন । অনন্তর কিয়দিবস গত হইলে, লোক-বন্দিতা দক্ষসুতা অদিতি, ত্রিলোকের সৌন্দর্যাহারী, এক পুত্র প্রসব করিলেন,—তিনি জগতে বামন নামে প্রসিদ্ধ । অনন্তর যিনি, চক্ষুশবল-মধাবর্তী শচীজ্ঞধারী এবং শান্ত-মূর্তি ; তাহার অপর করযয়ে সূধাকলম ও দ্বিবিমিশ্রিত অন্ন বিদ্যাজমান, নরন-যুগল প্রকৃতিত পদ্মের শ্যাম মনোহর, দেহপ্রভা মহত মহত দিবাকরের শ্যাম সমুজ্জল, অঙ্গ সকল দিব্যাতরনে ভূষিত এবং পরিধেয় গীতবসন ; সেই মুনিগণারাধ্য সর্বলোকিক-নারক ভগবান্ হরিকে আবির্ভূত জানিয়া, কণ্ঠপ হৃষ্টোচ্চারণে প্রণামপূর্বক কৃতাজলি হইয়া স্তব করিতে লাগিলেন । কণ্ঠপ কহিলেন,—“আপনি, সকলের আদিকারণ, সকলের পালক, সকলের নারক এবং দৈত্যগণের সংহারকারী, অতএব আপনাকে বারংবার প্রণাম করি । আপনি ভক্তপ্রিয়, মজ্জনরক্তক, দুর্জয়নাশক ও জগতের ঈশ্বর, অতএব পুনঃপুনঃ আপনাকে নমস্কার । আপনি সকলের কারণ হইয়াও বামনরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, আপনার বিক্রম অসীম এবং ভুজ-চতুষ্টিয়ে শরাসন চক্রে অসি ও গদা বিরাজমান, অতএব আমি সেই পুরুষোত্তম নারায়ণ আপনাকে প্রণাম করি । আপনি জনরাশি মথো অদ্বিতি করিয়া থাকেন, ভক্তগণের হৃদয়-কমল আপনার বসিবার আসন, ভবদীর শরীরপ্রভা সূর্য্যের শ্যাম সমুজ্জল ; যে স্থানে পূণ্যকথা, তথায় আপনার সমাগম ; চক্ষু সূর্য্য আপনার নেত্র-স্বরূপ ; আপনি বজ্র-কলপ্রদ, বজ্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, মজ্জনরক্ত, কারণের কারণ, শাস্ত্রাদি-নির্জীত, দিব্যসুখপ্রদ এবং ভক্তগণের হৃদয়বাসী, অতএব আপনাকে নমস্কার । হে ভবনাশন ! আপনার অপর একটী নাম বজ্রবরাহ । আপনি সন্ধ্যর পর্বতকে ধারণ করিয়াছেন এবং মহাসুর হিরণ্যাক্ষ আপনা হইতেই নিধন প্রাপ্ত হইয়াছেন । হে বামন-

শ্রুত্বা। আপনি পরশুরামরূপে ক্ষত্রিয়কুল ও রামরূপে রাবণকে বিমার্শ করিয়াছেন এবং বলদেব রূপে মন্দগৃহে অবতীর্ণ হইয়াছেন। হে কমলাকান্ত। আপনি সকলের সুখপ্রদ, আপনাকে স্মরণ করিলে নিখিল দুঃখ বিদূরিত হইয়া থাকে, অতএব আমি আপনাকে বারংবার নমস্কার করি।” শ্রুত্ব কহিলেন,—যে মানব ত্রিসংখ্য। এই বামনস্তব পাঠ করে, তাহার প্রতিদিন বল, আরোগ্য, ঐশ্বর্য ও সম্ভ্রামণ পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। কস্তুর, সেই লোক-পাবন দেবদেব ভগবান্ বামনকে এবং বিধ স্তুতি করিলে তিনি কস্তুরের জীতি বর্দ্ধন করত হস্তমহকারে কহিলেন,—“হে ভাত। আমি তোমার প্রতি পরম পরিভূষ্ট হইয়াছি, তোমার অবস্থাই মঙ্গল চাইবে। হে সুরগণপুত্র। আমি অচিরকালের মধ্যে তোমার সমুদয় মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিব। আমি পূর্বে দুই জনেও এইরূপ তোমাদিগের পুত্র হইয়াছি এবং ভাবী জনেও তোমাদেরই পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়া সমুদয় সুখাশা পূর্ণ করিব।” ঐ সময়ে দৈত্যবর বলি, নিজ-গুরু শুক্রাচার্য্য এবং বহুল প্রধান প্রধান মুনিগণের সহিত মিলিত হইয়া দীর্ঘকালমাধ্য এক মহাযজ্ঞ আরম্ভ করে। পরে সেই যজ্ঞে ব্রহ্মবাদী মুনিগণ, বজ্রীশ্বরবিঃ গ্রহণার্থ কমলার সহিত ভগবান্ বিষ্ণুকে আহ্বান করিলে, বামন-নামধারী ভক্তবৎসল মহাবিশু ঐশ্বর্য হস্ত মহকারে জনগণকে মুগ্ধ করত তথায় উপস্থিত হইয়া বলিরাজের সমক্ষে বৃত্তভোজনার্থ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। বস্ত্রভঃ দুর্লভ হই হটক আর সুবৃত্ত হই হটক ; মূর্খ হই হটক আর পণ্ডিত হই হটক ; ভক্তিমান হইলেই ভগবান্ হরি তাহার নিকটবর্তী হইয়া থাকেন। এদিকে সেই বামনদেবকে নিকটে আগমন করিতে দেখিয়া ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ জ্ঞাননেত্রে তাঁহাকে নারায়ণ বলিয়া জানিতে পারিলেন এবং সকলেই অভ্যর্থনার্থ গাজোখান করিলেন। তখন শুক্রাচার্য্যও ভগ্নবরণ অবগত হইয়া গোপন-ভাবে বলিরাজকে কহিতে লাগিলেন। কলভঃ বাহার। ধন-স্বভান, তাহার। নিজের ইষ্ট না বুঝিয়াই কাঁধ্য করিয়া থাকে। ভার্গব কহিলেন,—“হে দৈত্যপতে ! হে সৌম্য। ভগবান্ বিষ্ণু তোমার ঐশ্বর্য্য হরণ করিবার জন্ত বামনরূপে অদিতির গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়া দ্রবীষ যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইতেছেন ; এজন্ত হে অশুরেশ্বর। তুমি তাঁহাকে কিঞ্চিন্মাত্রও দাম করিও না। তুমি পণ্ডিত, অতএব আমার মত শ্রবণ কর। আত্ম-বুদ্ধি শুভকরী, গুরুবুদ্ধি তদপেক্ষা অধিকতর শুভদায়িনী এবং পরবুদ্ধি অমিষ্টের-হেতু আর জীবুদ্ধি সর্লপ্রকার অনর্থের মূল। যে ব্যক্তি শত্রুর হিতকারী, তাহাকে বিমার্শ করাই কর্তব্য ; কারণ শত্রুর মহারকে নিধন করিতে পারিলে সে আর কোন কাঁধ্যই সামাধ্য করিতে পারে না।” বলিরাজ কহিল—“হে গুরো ! আপনার ঐদৃশ বর্ণবহির্ভূত বাক্য বলা উচিত নহে ; দেখুন যদি স্বয়ং ভগবান্ বিষ্ণুই আমার ঐশ্বর্য্য গ্রহণ করেন, তাহা হইলে ইহা অপেক্ষা আর অধিক সৌভাগ্যের বিষয় কি আছে ? বিধকরণ বিষ্ণুর জীত্যর্থই সামাধ্য যজ্ঞের অন্ত্যম করিয়া থাকেন, কিন্তু সেই বিষ্ণুই যদি সাক্ষাৎ উপস্থিত হইয়া যজ্ঞভাগ গ্রহণ করেন, তবে তদপেক্ষা জগতে অধিক আর কি হইবে ? হে গুরো ! দরিদ্রও যৎকিঞ্চিৎ বিষ্ণুকে অর্পণ করিয়া থাকে এবং তাহাই পরম অক্ষর দাম বলিয়া কথিত হয়। যে ব্যক্তি অকৃজিম ভক্তি মহকারে পুত্র হোয় বিষ্ণুকে কেবলমাত্র স্মরণ করে, তিনি তাহাকে পণ্ডিত বরিয়া থাকেন আর যে তাঁহাও ভজনা করিতে পারে,

সে পরম গতি প্রাপ্ত হয় । অগ্নিকে অনিচ্ছা পূর্বক স্পর্শ করিলেও যেমন দগ্ধ হইতে হয়, সেইরূপ পাপ-পরায়ণ ব্যক্তিগণও তাঁহাকে স্পর্শ করিলে নিখিল পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকে । যে ব্যক্তি রসমাগ্নে “হরি” এই অক্ষরদ্বয় উচ্চারণ করে, সে বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে ; পুণ্যরায় তাহাকে জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না । মনোবিগণ বলিয়াছেন, ‘যে মানব রোগাদিশূন্য হইয়া মত্তত ‘গোবিন্দ’ এই নাম জপ করে, সে বিষ্ণুভবমে গমন করিয়া থাকে ।’ হে গুরো ! হে মহাভাগ ! যে ব্যক্তি হরিক্ষামে অগ্নি বা অনলে আহুতি অর্পণ করিতে পারে, ভগবান্ বিষ্ণু তাহার প্রতি পরম অীত হন । আমিও সেই ভগবান্ হরিরই ঐতিকামনার এই মহাবক্তের অনুষ্ঠান করিয়াছি ; অতএব যদি তিনি স্বয়ংই আগমন করেন, তাহা হইলে নিঃসন্দেহ আমি কৃতার্থ হইব ।” দৈত্যবর বলি এইরূপ কহিতেছে, এমত সময়ে বামনরূপী বিষ্ণু প্রদীপ্তামল-শোভিত যজ্ঞগৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন । তখন বলিরাজ, সেই জগদাধার বিষ্ণুকে যথাবিধি অর্ঘ্যপ্রদান পূর্বক রোমাঞ্চিত-নাভে আমন্ত্রাণ বিসর্জন করত কহিল,—“হে প্রভো ! আজ আমার জন্ম সফল, আজ আমার যজ্ঞ সফল ও আজ আমার জীবন সফল হইল । আমি আজ যথার্থই কৃতার্থ হইলাম । আমার বোধ হইতেছে, আজ অতি দুর্লভ অমোঘ অমৃতরূপি উপস্থিত হইয়াছে । তে দেব ! আপনার আগমনমাত্র আমার এই মহোৎসবের সমুদয় আশাদূর হইল । হে প্রভো ! আজ এই সমস্ত ঋষিগণ যে কৃতার্থ হইলেন এবং যিনি যাহা তপস্যা করিয়াছিলেন তাহাও যে সফল হইল, তাহার আর কিছুমাত্র সংশয় নাই । নাথ ! অদ্য আমি কৃতার্থ হইলাম, কৃতার্থ হইলাম ; অতএব আপনাকে নমস্কার । হে বিভো ! এক্ষণে আমি আপনার আশ্রয় আপনার আদেশ প্রতিপালন করিব, ইহাই আমার অভিপ্রায় ; অতএব আমাকে আদেশ করুন ।” যজ্ঞদীক্ষিত দৈত্যনাথ বলি এইরূপ কহিলে বামনদেব মহাশ্রেষ্ঠ কহিলেন,—“তপস্কার জন্ত ত্রিপাদ পরিমিত ভূমি আমাকে দান কর ।” তৎকালে প্রবণে বলিরাজ কহিল,—“আপনি সমুদয় রাজ্য নগর গ্রাম বা ধন প্রার্থনা না করিয়া কি প্রার্থনা করিলেন ?” কপট-বেশধারী ভগবান্ বিষ্ণু বলিরাজের তাদৃশ বাক্য প্রবণে বলি যেন অবিলম্বে রাজ্যলষ্ট হইবে বলিয়াই তাহার বৈরাগ্য উৎপাদন করত কহিলেন,—“হে দৈত্যবর ! আমি তোমাকে পরম গুহ্যবিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর । যাহারা সর্কসঙ্গ-বিহীন, তাহাদিগের আর অর্থের প্রয়োজন কি ? ভূমি নিশ্চয় জানিও, আমি সর্কভূতের অন্তর্ধানী, সমুদয় জগৎ আমাতেই অবস্থিত, অতএব হে দৈত্যবর ! অস্ত্র ধনে আমার আর কি কার্য সাধিত হইবে ? যাহারা রাগ-যেদ বিহীন, শাস্ত-চিন্ত, মায়াজীত এবং নিত্যানন্দস্বরূপ, তাহাদিগের অপর ধনে প্রয়োজন কি ? যে সকল সমগুণাবিত ব্যক্তি সমুদয় প্রাণীকেই আশ্রয় সন্দর্শন করে, সুতরাং নিখিলবস্তুরই যাহাদিগের আশ্রয়ত্ব, তাহাদিগের দাতাই বা কে ? আর দেয় বস্তুই বা কি ? শাস্ত্রে উক্ত আছে, এই পৃথিবী কজিরের অধীনে থাকিবে এবং তাহা হইলে সমুদয় লোক সেই কজিরের আজ্ঞাবীন থাকিবে, পরম সুখ উপভোগ করিতে পারিবে । হে বনে ! মুনিগণও রাজাকে রাজস্ব-স্বরূপ তপস্যার বর্ষ্ঠাংশ অর্পণ করিবেন এবং কজির প্রভৃতি সকলেরই ব্রাহ্মণদিগকে সাদরে কিঞ্চিৎ ভূমি দান করা কর্তব্য । আমি ভূমি-দানের বাহ্যিক্য বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর । হে দৈত্যসকল ! এই জগতে কেহই

ভূমিদানের প্রকৃত বিবরণ বর্ণন করিতে সমর্থ নহে। ভূমিদানের তুল্য, কলজনক দান কখন হয়ও নাই ও হইবেও না। ভূমিদান করিলে নিঃসন্দেহ নির্দোষ লাভ হইয়া থাকে। নাথিক, শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে স্বল্পমাত্র ভূমি দান করিলেও ব্রহ্মলোকলাভে সমর্থ হয় এবং তাহার পুত্ররায় আর পতন হইবার সম্ভাবনা নাই। যে ব্যক্তি ভূমি দান করে, তাহার নিখিল-বস্তু-দানের ফল হয়, অধিক কি, পরিণামে মোক্ষ পর্য্যন্ত লাভ হইয়া থাকে। বস্তুতঃ নিশ্চয় জানিবে, ভূমিদানে সৰ্ব্বপ্রকার পাপপুণ্য বিমল হইয়া যায়। মহাপাতক কিংবা সৰ্ব্বপ্রকার পাপে লিপ্ত হইলেও যদি দশ-হস্ত-পরিমিত ভূমি দান করিতে পারে, তাহা হইলে, তাহার নিখিল পাপরাশি তিরোভূত হইয়া থাকে। সংপাতে ভূমি দান করিলে, সৰ্ব্ববস্তু-দানের ফল হয়। ফলতঃ, ভূমি-দাতার সমান সৌভাগ্যশালী, ত্রিভুবনে আর কেহই নাই। হে ব্রহ্ম! যে ব্যক্তি, বৃত্তিহীন ব্রাহ্মণকে ভূমি দান করে, আমি শত শত বর্ষেও তাহার পুণ্যকল বর্ণন করিতে অসমর্থ। হে ভূমিগ! দেবপূজামত বৃত্তিহীন ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করিলে নিঃসন্দেহ স্বর্গই বিষ্ণু-স্বরূপ হইয়া থাকে। যে মানব, বহুপরিবারাশ্রিত বৃত্তিহীন দরিদ্র বিধিকে স্বল্পমাত্রও ভূমি দান করিতে পারে, সে বিষ্ণুর সাক্ষ্যলাভে সমর্থ হয়। যে ভূমিতে আটক-পরিমিত বাস্তু জন্মে, দেবপুত্র-নিরত বিধিকে একরূপ ভূমি দান করিলে দিনত্রয়কৃত-গঙ্গাস্রাব্যের ফল হয়। সদাচার-নিরত বৃত্তিহীন বিধিকে—দ্রোণপরিমিত বাস্তুসংপাদনে সমর্থ,—ভূমি দান করিলে, বৈরূপ ফল হয়, বলিতেছি, শ্রবণ কর। মানব গঙ্গাভীরে যথাবিধি শতশত অশ্বমেধযজ্ঞ করিলে যে ফললাভ হয়, সেই ব্যক্তি, সেই ফল লাভ করিয়া থাকে। আর যে ভূমিতে খারী-পরিমিত বাস্তু হয়, দরিদ্র ব্রাহ্মণকে তাদৃশ ভূমি দান করিলে, গঙ্গা-ভীরে শত শত অশ্বমেধ ও শত শত বাজপেয়যজ্ঞ জন্ম পুণ্যকলের তুল্য ফলপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। অধিক আর কি কহিব, ভূমিদানই মহাদান ও আত্মদান বলিয়া কথিত আছে। ভূমিদানে সৰ্ব্বপাপ বিমল এবং অগবর্ণ লাভ হইয়া থাকে। হে দৈত্য-কুলেশ্বর! এই বিষয়ে আমি এক ইতিহাস কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর,—ব্রহ্মা-সহকারে উহা শ্রবণ করিলে, ভূমিদানের ফল হয়। হে ব্রহ্ম! পূৰ্ব্বকালে ভদ্রমতি নামে কোন এক বৃত্তিহীন দরিদ্র ব্রহ্মকুল মহামুনি ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি বেদজ্ঞ এবং সমুদয় পুরাণ ও বর্ষ-শািত্র পারদর্শী। ক্রতা, সিন্ধু, যশোবতী, কামিনী, মানিনী ও শোভা নামে তাহার ছয় পত্নী ছিল। হে অমরশ্রেষ্ঠ! সেই পত্নীগণের গর্ভে ত্রিশত চত্বরিংশ পুত্র জন্মগ্রহণ করে। তাহারা প্রতিদিনই ক্ষুধার আকুল হইত। একদা সেই দরিদ্র ভদ্রমতি স্বয়ং ক্ষুধার্ত হইয়া এবং প্রিয় পুত্রগণকে ক্ষুধার্ত দেখিয়া, বাকুল-চিত্তে বিলাপ করত ভাবিলেন, ‘হায়, বাহার সৌভাগ্য নাই ও ধন নাই, তাহার জন্মে বিকৃ।’ যে ব্যক্তি, উদরারের নিমিত্ত সৰ্ব্বদা সচেত্রে, যে ব্যক্তি অভিজি-সংকারে অসন্ত, যাহার কোনরূপ সদাচার নাই, যে সন্তত অন্তের নিকট প্রার্থনা করিয়া জীবিকা-নির্জাহ করে এবং যাহার বন্ধু বা সুখ্যাতি নাই, তাহাদিগের জীবনে বিকৃ। যে মানব, বহু-সন্তানাদিত অশ্রদ্ধ ঐশ্বর্যহীন, তাহার জীবন-ধারণে শত শত বিকৃ। মানব, দরিদ্ররূপ লাগলে নিমগ্ন হইলে, তাহার কি সদ্ভাবনিচয়, কি মধুরতা, কি পাণ্ডিত্য এবং কি মংকুলে

জন্ম, কিছুই শোভা থাকে না। যে ব্যক্তি ঐশ্বর্য্য-বিহীন হয়, তাহাকে কি প্রিয়-পুত্রগণ, কি পৌত্র, কি বান্ধব, কি ভ্রাতা এবং কি শিষ্য, সবলেই পরিত্যাগ করিয়া থাকে। ভাগ্যবান্ ব্যক্তি চাণালই হউক আর ব্রাহ্মণই হউক, সকলের নিকটেই সমাদৃত হয়, আর দরিদ্র হইলে, সববৎ সকলের ঘৃণাই হইয়া থাকে। কি আশ্রয়। যাহার সম্পত্তি আছে, সে নিষ্ঠুরই হউক বা অনিষ্ঠুরই হউক, গুণবানই হউক আর গুণহীনই হউক, মূর্খই হউক আর পণ্ডিতই হউক, কিংবা বার্ষিকই হউক আর অবার্ষিকই হউক; সে নিঃসন্দেহ সকলের নিকটে পূজনীয় হয়। হায়, এক দরিদ্রতাই ভীষণ দুঃখকর, আবার তাহাতে আশা, মানবগণের নিরতিশয় ক্লেশ-দায়িনী। আশাভি-ভূত পুরুষগণ নিরন্তর স্বয়ং দুঃখানুভব করিয়া থাকে। যাহারা আশার অধীন, তাহারা সকলেরই দাসবৎ থাকে। অতুল-সম্পত্তিই মহতের সম্মানের কারণ, কিন্তু আশারূপ শত্রু সেই সম্মানকেও বিনষ্ট করে, অতএব মহতী আশার মূলীভূত দারিদ্র্যই সর্বানর্থের হেতু। দরিদ্র ব্যক্তি সর্কশাস্ত্রার্থ-বেত্তা হইলেও মূর্খের ত্যায় প্রতীয়মান হইয়া থাকে। দারিদ্র্যরূপ মহারোগপ্রসূ মানবগণের কেহই পরিত্রাণকর্তা নাই, অতএব এই জগতে দারিদ্র্য অপেক্ষা মহৎ দুঃখকর আর কিছুই নাই, তদ্ব্যতীত দরিদ্র যদি বহুপুত্রাশ্রিত হয়, তাহার দুঃখের কথা আর কি কহিব ?' সর্কশাস্ত্র-পারদর্শী ভদ্রমতি, মনে মনে এইরূপ কহিয়া ধর্ম্মজনক কোন কাণ্ড নামান্য সম্পত্তিতেও হইতে পারে, বিবেচনাপূর্ব্বক স্থির করিলেন,—‘ভূমিদানই সর্কপ্রধান দানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; পণ্ডিত-গণ ভূমিদানকেই সর্কপ্রধান বলিয়াছেন। মামব, ভূমি দান করিলে, সর্কপ্রকার অভীষ্টই লাভ করিতে পারে।’ হে বলে। যতিমান্ ধীর ভদ্রমতি, এইরূপ নিশ্চয় করিয়া, পত্নীগণের সহিত কৌশান্দী নগরীতে গমনপূর্ব্বক তথায় সর্কৈশ্বর্য্য-সমন্বিত, সুঘোষ মামক বিপ্রের নিকটে পঞ্চহস্ত-পরিমিত ভূমি প্রার্থনা করিলেন। ধর্ম্ম-পরায়ণ সুঘোষ, তাহাকে সপরিবার দেখিয়া, মন্ত-হৃদয়ে বধ্যবিধি সংকারপূর্ব্বক কহিলেন,—‘হে ভদ্রমতে ! আপনি যখন আমার অনুগ্রহ করিয়াছেন, তখন আমি আজ চরিতার্থ হইলাম এবং আমার জন্ম সকল ও কুল পবিত্র হইল।’ হে দৈত্যোদ্ভব ! পরম-ধার্ম্মিক মহামতি সুঘোষ এইরূপ কহিয়া, সেই বিজবর ভদ্রমতিকে বিষ্ণু-বুদ্ধিতে যথোচিত অর্চনাপূর্ব্বক “এই পবিত্রা পৃথিবী বিষ্ণুস্বয়ী এবং বিষ্ণু-পালিতা, অতএব ইহার দান জন্ম ভগবান্ জমর্দ্দন আমার প্রতি প্রদত্ত হউন” এই মন্ত্র পাঠ করত পঞ্চহস্ত ভূমি দান করিলেন। পরে ধীমান্ বিজবর ভদ্রমতিও সেই প্রার্থনালব্ধ ভূমিখণ্ড বহুপোষা-সমন্বিত কোন এক হরিভক্ত শ্রোত্রিয়কে সমর্পণ করিলেন। অনন্তর সুঘোষ সেই ভূমিদানকালে কোটিবংশের সহিত, যে স্থানে গমন করিলে আর ক্লেশভোগ করিতে হয় না, ঐদৃশ বিষ্ণুভবন প্রাপ্ত হইলেন। হে বলে। এদিকে ভদ্রমতিও ঐশ্বর্য্য প্রার্থনা করার পরিবারবর্গের সহিত যুগযুগান্তর বিষ্ণুলোকে অবস্থিতি করেন, পরে শত অযুত যুগ ব্রহ্মলোকে অবস্থানপূর্ব্বক পঞ্চকলকাল ইন্দ্র ভোগ করিয়াছিলেন; অনন্তর সর্কৈশ্বর্য্য-সমন্বিত ও জাতিশ্রয় হইয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক অত্যাংকুষ্ঠ ভোগ্য বস্তু সকল উপভোগ করেন এবং পরে সেই বিষ্ণু-পরায়ণ মহাভাগ ভদ্রমতি নিকাম-হৃদয়ে বৃত্তিহীন বিপ্রদিগকে ভূমি দান করার ভগবান্ বিষ্ণু

তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া বিপুল ঐশ্বর্য্য প্রদানপূর্ব্বক পরিণামে কোটিবংশের সহিত মোক্ষপদ প্রদান করিয়াছিলেন। অতএব হে দৈত্যপতে! তুমি সর্ব্বদ্বন্দ্বিত, আমি মোক্ষের জন্য উপস্থিত করিব; তুমি আমার ত্রিপাদ ভূমি প্রদান কর।” বামনবাক্য-শ্রবণে বিরোচনাস্বজ বলি হৃষ্ট হইয়া পৃথিবী দান করিবার বামনায় জলপূর্ণ কলস গ্রহণ করিল, কিঞ্চ শুক্রাচার্য্য তাহাতে বিঘ্ন উৎপাদন করিলেন। তখন সর্ব্ববাপী ভগবান্ বিষ্ণু শুক্রাচার্য্যকে জলপাত্রে রক্ষাবরক জানিয়া তাহার বারদেশে হস্তস্থিত কুশাঞ্জ প্রবেশ করাইবা মাত্র তাহা কোটিসূর্য্য-সমপ্রভ অমোঘ ব্রহ্মাস্বরূপ ধারণ করিয়া শুক্রাচার্য্যের এক চক্ষু নাশ করিলে, তিনি শূর অসুরগণকে অভিলম্পাত করিলেন যে, ‘ভোমরাও আমার স্তায় এক চক্ষে দর্শন করিবে’ এই বলিয়া শত্রু-সম্মিত কুশাঞ্জ চক্ষু হইতে উন্মোচন করিলেন। এ দিকে বলিরাজ, অমিতপ্রভাষ বিখ্যাতা মহাবিকু বামনদেবকে ত্রিপাদভূমি দান করিলামাত্র তিনিও আত্ম-ভবন কলেবর বৃদ্ধি করিয়া দুই পদে অসীম পৃথিবী ও অপর পদে ব্রহ্মকটাহ পর্য্যন্ত গ্রাস করিলেন। অনন্তর তাঁহার চরণাস্পৃষ্ঠ-তাড়নে ব্রহ্মাও বিধা বিভক্ত হওয়ার, উদ্ধার হইতে ব্রহ্মাও-বাহুস্থিত মলিনরাশি বহুধারে আমিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। তখন সেই লোকপাশম নির্ম্মল ব্রহ্মাও-বাহুমলিন ধারারূপে বিহুপদ ঘোড় করত ব্রহ্মাদি দেবগণকে পবিত্র করিয়া এবং সপ্তর্ষি কর্তৃক সেবিত হইয়া সূর্য্যকিরণে পতিত হইতে লাগিল। তৎকালে, ব্রহ্মাদি সুরগণ, ঋষিগণ ও মনুগণ এই অভূত ব্যাপার সম্বর্ধন করিয়া আনন্দিতাত্তঃকরণে ভগবান্কে স্তুব করিতে লাগিলেন। কহিলেন,—“হে সনাতন! হে জগন্নাথ! আপনি পরমেশ্বর, পরাশ্রয়ী ও পরাংপর। আপনার রূপ শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ এবং আপনার কর্ম্ম সর্ব্বত্র অব্যাহত। আপনি স্বয়ং ব্রহ্ম-স্বরূপ, অথচ আপনার মন ও প্রাণ ব্রহ্মেই আশ্রিত। আপনি প্রমাণাভীত ও পরমানন্দস্বরূপ, অতএব আপনাকে মমঙ্কার। সর্ব্বত্র আপনার চক্ষুঃ বাহ ও মস্তক বিরাজমান এবং এরূপ [হাম মাই, যে স্থানে আপনি গমন না করিয়া থাকেন; একান্ত আমরা আপনাকে পুনঃপুন প্রণাম করিতেছি।” ভগবান্ কমলাকান্ত মহাবিকু ব্রহ্মাদি দেবগণের ঈদৃশ স্তুতিবাক্য-শ্রবণে হাস্ত করত তাঁহাদিগকে স্ব স্ব পদ ও অস্ত্রপ্রদান পূর্ব্বক বিরোচনাস্বজ বলিরাজকে বন্ধন করিয়া নিবাসার্থ তাহাকে ভোগবহন রসাতল প্রদান করিলেন। ঋষিগণ কহিলেন,— হে সূত! ভগবান্ মহাবিকু, সর্পভয়াকুল রসাতল মধ্যে বলিরাজের কিপ্রকার ভোজ্য হির করিলেন? সূত কহিলেন,—যে ব্যক্তি, অমলমধো মস্তব্যভীত বৃতাহতি, কিংবা অপাত্রে যে কোম বস্তু দান করে—তৎসমুদয়, আর অশুচি ব্যক্তির অগ্নিতে দত্ত বৃত্ত ও অশুচিকৃত যে কোম সংকার্য্যের অনুষ্ঠান, অধঃপাতজনক তৎসমস্তই তাহার ভোগ্য হইয়া থাকে। ভগবান্ বিষ্ণু, এইরূপে বলিরাজকে ও ব্রাহ্মসম্মণকে রসাতলে প্রেরণ পূর্ব্বক সুরগণকে অত্যাশ্রম স্বর্গরাজ্য প্রদান করিলেন। তৎকালে তাঁহাকে অমরগণ অর্চনা ও মহর্ষিগণ স্তুতিবাদ করিতে লাগিলেন এবং গন্ধর্ব্বগণ তাঁহার গুণগানে প্রমত্ত হইলে, তিনি পুনরায় পূর্ব্ববৎ বামনমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। ব্রহ্মবাদী মুনিগণ তাঁহার তাদৃশ বিচিত্র কার্য্য নিরীক্ষণ করিয়া পরস্পর পরস্পরের মুখাবলোকন পূর্ব্বক হাস্ত করত সেই পুরুষোত্তম বামনদেবকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। সর্ব্বভূতাত্মক ভগবান্ বিষ্ণু, এইরূপে অংশিল

জন্মগণকে মুক্ত করত তপস্কার্থ বামনরূপে অরণ্যমধ্যে প্রস্থান করিলেন । বিষ্ণু-পাদোদ্ভবা ভগবন্তী ভাগীরথী এবং বিধ-প্রভাব-সম্পন্ন; তাঁহার নামস্মরণমাত্রে জীবগণ সমুদয় পাপরাশি হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকে । যে ব্যক্তি, শত শত যোজন দূরে থাকিয়াও “গঙ্গা গঙ্গা” এইরূপ উচ্চারণ করে, সে মিথিল পাপপুঞ্জ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া বিষ্ণু-লোকে পরমশুধে কালাতিপাত করিতে সমর্থ হয় । দেবালয়ে বা গৃহে সমাহিতচিত্ত হইয়া এই অধ্যায় পাঠ বা শ্রবণ করিলে, মহত্বে অশ্বমেধযজ্ঞের ফল লাভ হইয়া থাকে এবং বাহারা একাগ্রমনে ইহা ব্যাখ্যা করে, গঙ্গা ও বিষ্ণুর প্রমাদে তাহাদিগকে আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না ।

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

দ্বাদশ অধ্যায় ।

ঋষি কহিলেন,—হে সূত ! কিরূপ ব্যক্তিকে দান করা কর্তব্য, কিপ্রকার কালে দান করা উচিত এবং কোন্ ব্যক্তি প্রতিগ্রহের উপযুক্ত পাত্র ? আপনি এই সকল বিষয় আমাদিগের নিকট কীৰ্ত্তন করুন । সূত কহিলেন,—ব্রাহ্মণই সর্কস্বর্ণের পরম গুরু, অতএব ব্রাহ্মণকেই দান করা বিধেয়, তদ্ব্যতীত সেই ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হইলে সংসার হইতে নিস্তার করিয়া থাকেন । ব্রাহ্মণ, গোপভিন্ন সকলের নিকট প্রতিগ্রহ করিতে পারেন । ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যের প্রতিগ্রহের কথা কুত্ৰাপি নাই । যে ব্যক্তি দান্তিক, পুত্রহীন এবং বেদবেশী, তাহাকে দান করিলে শিফল হয় । আর ব্রাহ্মণবেশী, স্বকর্মভ্যাগী, পরদারবৃত্ত, পর-দ্রব্যাপহারী, দৈবজ্ঞব্রাহ্মণ, অসুগ্ৰাহু, কৃতঘ্ন, কপটীচাৰী, অযাজ্যযাজক, সন্তত প্রার্থনা-মত্ত, হিংসক, শঠ, মাংসবিভ্রমী, বেদবিভ্রমী, শ্রুতিবিভ্রমী, ধর্মবিভ্রমী, কিংবা যে ব্যক্তিষ্ট্র-পর-নীড়াকারী, তাহাদিগকে দান করিলেও কোন ফল নাই । বাহারা পাপকার্য্যে নিরত এবং সৃজনের নিকট সর্কস্বর্ণ নিষ্পনীয়, তাহাদিগের নিকট কিছুমাত্র প্রতিগ্রহ বা তাহাদিগকে কিছুমাত্র দান করিবে না । সংকর্মপরাগণ, মাণিক, বুদ্ধিহীন, বহুপরিবারাশ্রিত এবং দরিদ্র প্রোক্ত্রিয় ব্রাহ্মণকে দান করা সর্কস্বর্ণভাবে বিধেয় । হে বিজ্ঞগণ ! আর যে ব্যক্তি, দেবপূজা ও সংকথায় আমক্ত, যতপূর্ব্বক তাহাকে দান করিবে ; আবার সে যদি দরিদ্র হয়, তাহা হইলে, তাহাকে দান করা সর্কস্বর্ণভাবে বিধেয় ।

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশ অধ্যায় ।

ঋষিগণ কহিলেন,—হে সূত ! পূর্বে মহাভাগ ভগীরথ, কি প্রকারে গঙ্গার শুভ-মাহাত্ম্য বিদিত হইয়াছিলেন এবং কি প্রকারেই বা তাঁহাকে আনয়ন করিয়াছিলেন ? সূত কহিলেন,—হে দ্বিজসন্তমণ ! আপনারা উত্তম বিষয়ই অবগ করিতে বাসনা করিয়াছেন, কারণ, গঙ্গার মাহাত্ম্যকথা অবগ করিতে সত্তত উৎসুক থাকিলে মানবগণ পরম গতি লাভ করিয়া থাকে । হে ঋষিগণ ! এক্ষণে বলিতেছি, অবগ করুন । পূর্বে মহাত্মা মারদ, ঐ পবিত্র বিষয় যুনিবর সনৎকুমারকে কহিয়াছিলেন । ঐ পবিত্র আখ্যান অবগ করিলে নিখিল পাপরাশি তিরোভূত হয় । অধিক কি, ভগবান্ নারদ যুনি বলিয়াছেন, “উহা অবগে ব্রহ্মহত্যাকারীও পবিত্র হইয়া থাকে ।” সগরবংশধর ভগীরথ, কাহার উপদেশে কি প্রকারে গঙ্গাকে আনয়ন করিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই সকল বিষয় বলিতেছি, অবগ করুন । সগরবংশজাত মহারাজ ভগীরথ, সপ্তদ্বীপ-সমবিত্তা সমাগরা ধরা শাসন করিতেম । তিনি সর্ষধর্মজ্ঞ, সর্ষধর্মজ্ঞ, সত্যনিষ্ঠ, যজ্ঞানুষ্ঠানে তৎপর, দয়াদি-গুণসম্পন্ন, সত্তত সাধুগণের পক্ষপাতী, কন্দর্প ভূলা সৌন্দর্য্যশালী, চন্দ্রের স্যায় ধ্রুৱদর্শন, হিমাদ্রির স্যায় ধৈর্য্যাবিত, গান্ধার্য্য বর্ষভূম্য সর্ষসুলক্ষণযুক্ত, সর্ষ শাস্ত্রে পারদর্শী, সর্ষপ্রকার ঐশ্বর্য্যে বিভূষিত, সকলের আমনকর, অতিথিসেবার আমজ, সত্তত বাসুদেবার্চনে মগ্ন, মহাপরাক্রমশালী, সর্ষগুণাকর এবং ঐশ্বরিগণের হিতসাধনে সর্ষদা উদ্যত ছিলেন । একদা মহাশক্তি ধর্ম্মরাজ, ঐদৃশ বহুগুণ-সম্পন্ন সেই নৃপবর ভগীরথকে মিরীক্ষণ করিবার বাসনার সমাপত্ত হইলে, তিনি তাঁহাকে যথাবিধি পূজা করিয়া ক্রিতি-ভলে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন । অনন্তর ধর্ম্মরাজ, অতিথি-সংকার গ্রহণ পূর্ব্বক আমনে উপবিষ্ট হইলে, মহাভাগ ভগীরথ কৃতাজলি হইয়া মবিনয়ে কহিলেন,— “হে মহাভাগ ! হে সর্ষভজ্ঞ ! আজ আমি কৃতার্থ হইলাম । আমি মনুষ্য, আপনি দেবতা, সূতরাং কি প্রকারে আমি আপনার উপকার করিব ?” সগরকুলভিলক বীরবর ভগীরথ এইরূপ কহিলে, সূর্য্যভনর ধর্ম্মরাজ, তাঁহার প্রতি পরম কৃপাপরবশ হইয়া হাস্ত করত কহিলেন,—“হে রাজন্ ! তুমি ত্রিলোক মধ্যে বার্ষিকগণের অগ্রগণ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ, আমি তজ্জন্ত তোমার মহিত গান্ধার্য্যকার করিতে আগমম করিয়াছি জানিও । যে মানব সৎপথপ্রযুক্ত এবং নিখিল ঐশ্বরি হিতসাধনে তৎপর, সদ্গুণ-লোলুপ দেবগণ তাহাকে দর্শন করিতে অভিলাষ করিয়া থাকেন । হে ভূপতে ! যাহার কীর্তি, নীতি ও সম্পত্তি বিরাজমান, সাধুগণ ও সমুদয় দেবগণ তাহার নিকট বাস করেন । হে রাজন্ ! হে মহাভাগ ! তোমার কি অদ্ভুত চরিত্র । তোমার ভূলা সর্ষভূত-হিতৈষিতা আমাদিগেরও দুর্লভ ।” ধর্ম্মরাজ এইরূপ কহিতে লাগিলে, বদভাংবর ভগীরথ, তাঁহাকে যথাবিধি প্রণাম পূর্ব্বক সন্তা অথচ মধুর বাক্য কহিলেন,—“হে ভগবন্ ! হে সূরেশ্বর ! আপনি সমদর্শী এবং বর্ষধর্ম্মজ্ঞ, অতএব আমি আপনাকে যে বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি কৃপা করিয়া উদ্বিগ্ন কর্ত্তম করুন । (ধর্ম্ম কি প্রকার ? কাহারাই বা ধর্ম্মশীল ? কতিবিধা বাতনা, এবং কোন্ কোন্ ব্যক্তিকে সেই বাতনা ভোগ করিতে হয় ? আর, কাহারো আপনার নিকট

সম্মাননীয় বা কাহারো দণ্ডনীয় হইয়া থাকে ? হে মহাভাগ ! আপনি আমার নিকট সবিস্তারে, এই সকল বিষয় বর্ণন করুন ।” হে রাজা কহিলেন,—“মাধু মাধু, হে মহাভাগ ! তোমার বুদ্ধি অতি নির্মল ও নমুস্কল । হে ভূপতে ! আমি এক্ষণে তোমার স্বভিজ্ঞানামুরূপ প্রকৃত ধর্মাবলম্বী বিষয় কীর্তন করিতেছি শ্রবণ কর । যাচাতে পবিত্র লোকে বাগ করা যায়, এরূপ বহুবিধ ধর্ম এবং অসংখ্য প্রকার যাতনাত উল্লিখিত আছে । কিন্তু সে সমুদয় আমি শত বর্ষেও বিস্তাররূপে বর্ণন করিতে সমর্থ নহি, এজন্ত সংক্ষেপে বলিতেছি, শ্রবণ কর । হে রাজন্ ! বিজগৎকে বৃত্তিদান মহাপুণ্যজনক বলিয়া কথিত আছে, তদ্বাচ্য তাহা যদি অধ্যাত্মবিৎ ব্রাহ্মণকে দান করা হয়, তাহা হইলে অক্ষয় পুণ্যজনক হইয়া থাকে । যে ব্যক্তি কলজাগ্রিত গুণযুক্ত শাস্ত্রজ্ঞ শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে বৃত্তিদান পূর্যক দ্বাপন করে, তাহার পুণ্যফল অত্রণ কর । সে, পিতৃকুল ও মাতৃকুলের দ্বিকোটি পুরুষের সহিত কলকাল পর্য্যন্ত বিষ্ণুর সহিত বাস করিয়া পরিণামে তাহাতেই লীন হইয়া থাকে । বহু ভূমি-রেণু বা বৃষ্টিবিন্দুও গণনা করা যাইতে পারে, কিন্তু ব্রহ্মদ্বাপন-কল স্বয়ং বিধাতাও গণনা করিতে পারেন না । ব্রাহ্মণই নিখিল দেবতা-স্বরূপ, সুতরাং তাহাকে জীবিকা দান করিলে যে কি ফল হয়, তাহা কে বর্ণনা করিতে পারিবে । যে নিরন্তর বিপ্রগণের হিতকারী, তাহার অখিল যজ্ঞের, সমুদয় তীর্থস্থানের এবং নরীপ্রকার উপোদ্যানেয় ফল লাভ হইয়া থাকে । অধিক কি কহিব যে মানব, ‘ব্রাহ্মণগণকে বৃত্তিদান কর’ এরূপ বাক্যও প্রয়োগ করে, সেও তাহার ভূলা ফলভোগী হয় । যে ব্যক্তি, স্বয়ং বা অন্য দ্বারা তড়াগ খনন করাইতে পারে, শত শত বর্ষেও তাহার পুণ্যফল ব্যক্ত করিতে পারি না । হে রাজন্ ! তড়াগকারী, পঞ্চকোটিকুলে পরিবৃত্ত হইয়া কলকাল পর্য্যন্ত বিষ্ণুর সহিত অবস্থান করিয়া পরে নির্লিপ প্রাপ্ত হয় । যে কোন পথিক, তড়াগের জল পান করিলে তড়াগকারীর নিখিল পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে । হে রাজন্ ! এ বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নাই । যে ব্যক্তি, এক দিবসও ভূতলে জল রক্ষা করিতে পারে, সেও সমুদয় পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া শতবর্ষ স্বর্গে অবস্থিতি করে । যে মানব আপনানি সানান্যনারে তড়াগ-খননে উদ্যত হয়, কিংবা যে তাহার উপায় উদ্ভাবন করে, তাহারও তড়াগকারীর ভূলা পুণ্যফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে । অধিক কি, যে ব্যক্তি, তড়াগ মধ্য তটতে ত্রিলাঙ্গ-পরিমিত মূর্তিকা উত্তোলন করে, সেও কোটি কোটি পাপরাশি হইতে মুক্ত হইয়া পঞ্চাশৎ বর্ষ স্বর্গবাসী হয় । যে মানব, ভগবান্ শঙ্কর বা নারায়ণের মন্দির প্রতিষ্ঠা করে, তাহার পুণ্যফল শ্রবণ কর । সে মাতৃকুল ও পিতৃকুলের লক্ষকোটি পুরুষের সহিত কলকাল বিহুলোকে অবস্থান পূর্যক পরিণামে নির্লিপ মুক্তি লাভ করিয়া থাকে । কাষ্ঠ-মন্দির নির্মাণ করাইলে দ্বিগুণ, ইষ্টক-মন্দিরে ত্রিগুণ, প্রস্তরময় মন্দিরে চতুর্গুণ, শিলিকাদিতে দশগুণ, তাম্র-মন্দিরে শতগুণ এবং স্বর্ণ মন্দির নির্মাণ করাইলে কোটিগুণ অধিক ফল হয় । সে ব্যক্তি দেবালয় তড়াগ বা গ্রাম পালন করে, হে মহাপতে ! সেও কর্ত্তা অপেক্ষা শতগুণ ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে । যাহারা এই সকল ধর্মকথা অনিতে ইচ্ছা করে, তাহার চিরদিনের জন্ত বিষ্ণুর পরম পদ প্রাপ্ত হয় । যাহারা সম্প্রতিষ্ঠিত হইয়াও কীলক ধর্মকার্যের অনুষ্ঠান করে কিংবা বলপূর্যক অন্য দ্বারা সম্পাদন করায়, তাহার

শতকোটি কুলে পরিগৃহ্য হইয়া বিষ্ণুর সহিত বৈকুণ্ঠধামে পরম সুখে কালযাপন করিয়া থাকে । হে রাজন্ ! সরোবর-নির্মাণে তড়াগের অর্ধেক, কূপ-স্থাপনে তাহার অর্ধেক এবং কুল্য-স্থাপনে তড়াগ অপেক্ষায় শতগুণ অধিক পুণ্য হয় । ধনাঢ্য ব্যক্তি যদি গ্রাম স্থাপন করে এবং দরিদ্র যদি একটি মাত্র গো কিংবা এক হস্ত পরিমিত ভূমি দান করিতে পারে, তাহা হইলে উভয়েরই ভূল্য ফল হয়, ইহা কথিত আছে । ধনী ব্যক্তি প্রসন্নময় এবং দরিদ্র যুগ্ম দেবগৃহ নির্মাণে সমান ফল লাভ করে । ধনাঢ্যের তড়াগ এবং দরিদ্রের কূপ প্রতিষ্ঠায় সমান ফল অভিহিত আছে । ধনবান্ বহুল প্রাণীর হিতসাধনার্থ উদ্যান স্থাপন করিলে চিরকালের জন্ত ব্রহ্মলোকে বাস করিয়া থাকে, আর দরিদ্র একটিমাত্র বৃক্ষ স্থাপন করিতে পারিলে কুলত্রয়ের সহিত ব্রহ্মলোকে অবস্থিতি করিতে পারে । গো, ব্রাহ্মণ, কিংবা যে কোন প্রাণী ক্ষণকালের জন্ত সেই বৃক্ষচ্ছায়া সেবন করিলে, রোপণকারীর স্বর্গ লাভ হইয়া থাকে । যাহারা উদ্যান, দেবালয়, তড়াগ অথবা গ্রাম স্থাপন করিতে পারে, ভগবান্ হরি, সেই সকল মহাভাগ্যবান্গণকে সমাদর করিয়া থাকেন । হে জনেশ্বর ! যাহারা সাধারণের উপভোগার্থ কিংবা দেবপূজার্থ পুষ্পোদ্যান স্থাপন করে, তাহাদিগের পুণ্যফল শ্রবণ কর । সেই উদ্যানে যাবৎপরিমিত পত্র ও পুষ্প উৎপন্ন হয়, উদ্যানকর্তা শতকোটিকুলের সহিত তাবৎকাল স্বর্গধামে বাস করিয়া থাকে । হে রাজন্ ! যাহারা সেই পুষ্পোদ্যানের প্রাচীর বা কটকময় বৃতি দান করে, তাহাদিগের তিনযুগ ব্রহ্মলোকে বাস হয় এবং যাহারা উদ্যানের প্রাচীর বা কটকবৃতি প্রদান করিতে পারে, তাহারা শতযুগ যথাযোগ্য স্বর্গে বাস করিয়া থাকে । হে মহাজেশ্বর ! যাহারা তুলসীবৃক্ষ রোপণ করে, তাহাদিগের পুণ্যফল বলিতেছি, শ্রবণ কর । তাহারা পিতৃ-মাতৃকুলের শতকোটি পুরুষের সহিত সার্ব শতকল্প পর্যন্ত নারায়ণ-সমীপে অবস্থান করে । যে ব্যক্তি, তুলসী-তলের মৃদিকায় উর্দ্ধপুঙ্ক রচনা করে, পরিণামে তাহার ললাটদেশে একটি চক্ষু ও মস্তকে চন্দ্রকলা বিরাজ করিয়া থাকে অর্থাৎ সে শিবই প্রাপ্ত হয় । তুলসীমূল হইতে যতগুলি ভূগ উৎপন্ন করা যায়, নিঃসন্দেহ তাবৎ-পরিমিত ব্রহ্মহত্যাপাপ বিলীন হইয়া থাকে । তুলসীবৃক্ষে অন্নমাত্র জল সেচন করিলে যতকাল চন্দ্র ও তারকারাজি বিরাজ করিবে, তাবৎকাল ক্ষীরোদধারী ভগবান্ বিষ্ণুর সহিত বাস হইয়া থাকে । মানব ব্রাহ্মণকে তুলসীর কোমল পত্র দান করিলে কুলত্রয়ের সহিত বিষ্ণুলোকে গমন করিতে সমর্থ হয় । যে ব্যক্তি মত্তত কর্ণে তুলসীপত্র এবং কণ্ঠদেশে তুলসীকাষ্ঠের মালা ধারণ করে, তাহার কোমরপ উপপাতক থাকে না । হে রাজেশ্বর ! প্রাচীর বা কটক দ্বারা তুলসীকে বেষ্টিত রাখিলে যেরূপ মহৎ পুণ্যফল হয়, তাহা শ্রবণ কর । হে রাজন্ ! যত দিন ঐ কটকধারণ থাকিবে, তাবৎকাল সেই কটকদাতাও কুলত্রয়ের সহিত ব্রহ্মলোকে বাস করে এবং প্রাচীরদাতা কুলত্রয়ের সহিত বিষ্ণুর নারূপা প্রাপ্ত হইয়া থাকে । যে ব্যক্তি কোমল তুলসীপত্র দ্বারা ভগবান্ হরির চরণকমল অর্চনা করিতে পারে, কখন তাহার ব্রহ্মলোক হইতে পতন হয় না । মানব দ্বাদশী কিংবা পৌর্ণমাসী তিথিতে বিষ্ণুকে বৃক্ষ দ্বারা স্নান করাইলে অমৃতকুলের সহিত বিষ্ণুর মাযুজ্য লাভ করিয়া থাকে । যে ব্যক্তি ভগবান্ কেশবকে গ্রহ-পরিমিত বৃক্ষ দ্বারা স্নান করাইতে পারে, তাহারও অমৃতকুলের

মহিমা বিষ্ণুর সারস্বত্যা লাভ হয়। যে মানব গ্রহপরিমিত ঘৃত দ্বারা ষাদনী তিথিতে নারায়ণকে স্নান করায়, হে রাজন। সে কোটিকুলের সহিত হরিসাযুজ্য লাভ করিয়া থাকে এবং একাদনীতিথিতেও পঞ্চামৃত দ্বারা স্নান করাইলে কোটিকুলের সহিত বিষ্ণুর সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়। হে নৃপোত্তম। একাদনী ষাদনী বা পৌর্ণমাসী-তিথিতে নারিকেলোদক দ্বারা নারায়ণকে স্নান করাইলে ষাদৃশ ফল হয়, অবগ কর। হে নৃপ। সে ব্যক্তি শতজন্মার্জিত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া বিশত কুলের সহিত বিষ্ণু-মহ বাসে পরমসুখে কালতিপাত করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি ইক্ষুরসে দেবদেব কেশবকে স্নান করাইতে পারে, সেও অযুতকুলের সহিত বিষ্ণুমহাবাসে সুখী হয়। পুষ্পোদক বা গন্ধোদক দ্বারা ভক্তিপূর্বক ভগবানকে স্নান করাইলে, মানব এক যুগ স্বর্গের অদীশ্বর হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি নলপুত জল দ্বারা কেশবকে স্নান করায়, সে সমুদয় পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া শতবর্ষ স্বর্গে পরমসুখে কালযাপন করে। সূর্যাগ্রহণ সময়ে ভগবান বিষ্ণুকে ক্ষীর দ্বারা স্নান করাইলে, চতুর্দশ পুরুষের সহিত বিষ্ণুলোকে বাস হইয়া থাকে। (কৃষ্ণপঙ্কজের চতুর্দনী, অষ্টমী, একাদনী, ষাদনী, পঞ্চমী ও পূর্ণিমা, রবিবার, চন্দ্রসূর্যাগ্রহণ, মথুরা, যুগাদ্যা, ব্যতীপাত, বৈধুতি, গজাচ্ছায়া ও অর্কোদয় যোগ, সূর্য্যের সহিত পুষ্যা হস্তা বা রোহিণীনক্ষত্রের যোগ, গমির সহিত রোহিণী বা অশ্বিনী, চন্দ্র বা বুধের সহিত অশ্বিনী, ভৃগুপাত, অর্কবৈধুতি, বুধের সহিত অনুরাধা এবং চন্দ্র বা সূর্য্যের সহিত অবগাযোগ হইলে, কিংবা বৃহস্পতি হস্তানক্ষত্রে অবস্থান করিলে, অথবা বুধাষ্টমী বা ভৃগুরেবতী-সংযুক্ত বুধাষাঢ়ে গবিজ ও বাগ্ম্যত হইয়া ঘৃত বা দুগ্ধ দ্বারা বিষ্ণু কিংবা শিবকে স্নান করাইলে, যে ফল হয়, অবগ কর। সে, মর্ত্যধিকার যজ্ঞের ফললাভ করত নিখিল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া, একবিশতি পুরুষের সহিত কলকাল পর্য্যন্ত বিষ্ণুলোকে অদ্বৈতপূর্বক ঘোষিগণেরও হুল্লাস জান লাভ করিয়া, পুনরাবৃতিশূন্য নির্মাণ-মুক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।) হে ভূপতে! সে ব্যক্তি সোমবার-যুক্ত কৃষ্ণপঙ্কজের চতুর্দনীতে দুগ্ধ দ্বারা শঙ্করকে স্নান করায়, সে শিবসাযুজ্য লাভ করে এবং সোমবারযুক্ত অষ্টমী-তিথিতেও ভক্তি-সহকারে নারিকেলজলে কিংবা কৃষ্ণপঙ্কজের চতুর্দনী ও অষ্টমীতে ঘৃত বা মধু দ্বারা মহেশ্বরকে স্নান করাইলে শিব-সাযুজ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে মহাভাগ! যে ব্যক্তি সোমবারে যত্নপূর্বক পুষ্পোদক বা ফলোদক দ্বারা মহাদেবকে স্নান করায়, তাহার শতকল্প স্বর্গবাস হয়। তিলতেল দ্বারা ভগবান কেশব বা মহেশ্বরকে স্নান করাইলে, কুলত্রয়ের সহিত উত্তমসারস্বত্যা লাভ হইয়া থাকে। সে মানব ভক্তিভাবে ইক্ষুরসে মহেশ্বরকে স্নান করায়, সে, শতকোটি কুলের সহিত এক কল্প শিবলোকে বাস করে। হে মহাভাগ। যে পুষ্যাস্ত্রা ঘৃত বা দুগ্ধ দ্বারা শিবলিঙ্গকে স্নান করাইতে পারে, তাহার পুষ্যফল বলিতেছি, অবগ কর। সেই ভাগ্যবান মনু, অযুত জন্মার্জিত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া কোটিকুলের সহিত শিব-সাযুজ্য লাভ করিয়া থাকে। উদ্যান ষাদনীতে পরম ভক্তিসহকারে দুগ্ধ দ্বারা নারায়ণকে স্নান করাইলে, যে ফল ফল হয়, তাহাও বলিতেছি, অবগ কর। সেই ব্যক্তি কোটিকুলের সহিত অযুত জন্মার্জিত পাপ-রাশি, হইতে নিষ্কৃতি লাভ করত নিঃসন্দেহ পরম পদ প্রাপ্ত হয়। কার্তিকী পূর্ণিমাতে গ্রহপরিমিত মধু দ্বারা নারায়ণকে স্নান করাইতে পারিলে, শতকোটি কুলের সহিত

হরিকে লাভ করিয়া থাকে। মনোহর গন্ধ এবং পুষ্প দ্বারা নারায়ণ বা মহেশ্বরকে অর্চনা করিলে তত্তৎসাক্ষ্য লাভ হয়। যে মানব পদ্মপুষ্প দ্বারা হরি বা হরকে পূজা করে, সে কুলত্রয়ের সহিত বৈকুণ্ঠে বাস করে। কেতকীকুম্ভ দ্বারা কেশবকে এবং ধূস্তুর পুষ্প দ্বারা শঙ্করকে অর্চনা করিলে, নিম্নলিখিত পাপপুঞ্জ হইতে বিমুক্ত হইয়া এক যুগ বিষ্ণুলোকে অবস্থিতি করিয়া থাকে। হে মহাভাগ! চম্পকপুষ্পে হরিকে এবং অর্কপুষ্পে শঙ্করকে পূজা করিলে, তত্তৎসাক্ষ্য লাভ হয়। জাতিপুষ্প দ্বারা শঙ্করের এবং বন্ধুকপুষ্প দ্বারা হরির পূজা করিলে সমুদয় পাপ বিনষ্ট হয় এবং স্বর্গধামে বাস হইয়া থাকে। মানবগণ কাকোলকুম্ভে বিষ্ণুকে এবং ক্রমপুষ্পে দেবদেব মহেশ্বরকে অর্চনা করিলে, তত্তৎসাক্ষ্য লাভ করিয়া থাকে। হে রাজেন্দ্র! মনোহর গ্রন্থপুষ্প কিংবা শমীপুষ্প দ্বারা নারায়ণ বা মহেশ্বরকে পূজা করিলে সর্ক্সাভীষ্ট লাভ হয়। যে ব্যক্তি চতুর্দশী তিথিতে অপামার্গপত্র দ্বারা বিশেষরূপে মহেশ্বরকে অর্চনা করে, সে শিবনাথলাভ করিয়া থাকে। শঙ্কর বা বিষ্ণুকে ভক্তিপূর্বক ঘৃতসংযুক্ত স্তম্ভগুল ও ধূপ দান করিলে সমস্ত পাপ তিরোভূত হয়। ভগবান্ শঙ্কর বা বিষ্ণুকে তিলতৈলের দীপ দান করিতে পারিলে সর্ক্সপ্রকার অতীষ্ট লাভ করিতে পারা যায়। হরি বা হরের উদ্দেশে ঘৃতপ্রদীপ দান করিলে সর্ক্স পাপ হইতে মুক্ত হইয়া গঙ্গাপ্রানের ফলভাগী হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি শঙ্কর বা হরিকে গ্রাম্য তৈলের এবং রাজভোগ্য ঘৃতের প্রদীপ দান করে, তাহার কল অর্ষণ কর। যে সর্ক্সপ্রকার পাপ হইতে মুক্ত এবং সর্ক্সার্থ্যা-সমবিত্ত হইয়া একবিংশতি পুরুষের সহিত তত্তৎসালোক্য লাভ করিয়া থাকে। জগতে বাহ্য কিছু নিজের প্রিয় বস্তু, মহেশ্বর বা বিষ্ণুকে তাহা দান করিলে চত্বারিংশৎ পুরুষের সহিত পরম পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে ব্যক্তি আপনার প্রিয় বস্তু স্নানগঙ্গাকে দান করে, সে ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া থাকে, আর তাহার পতন হয় না। হে ভূপতে! জগৎভাষ্যকারীও অন্নদান করিলে পবিত্র হইয়া থাকে। অন্ন ও জলদানের তুল্য দান কখন হয় নাই ও হইবেও না। যে অন্নদান করে, সকলে তাহাকে প্রাণদাতা এবং যে প্রাণদান করে, তাহাকে সর্ক্সদাতা বলিয়া থাকে। অতএব হে নৃপোত্তম! যে ব্যক্তি অন্নদান করে, তাহার মিথিল বস্তুদানের ফল হয়। সমুদয় ধর্মশাস্ত্রে প্রীত আছে যে, অন্নদান করিলে ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া থাকে, তাহার আর পতন হয় না; এই জন্যই অন্নদানের তুল্য আর দান নাই। আবার, অন্নদান অপেক্ষা তৎক্ষণাৎ তুষ্টি-কারক জলদান অধিক আদরণীয়। হে ভূপাল! উহার অদ্ভুত শক্তি অর্ষণ কর, মহাপাতকী কিংবা সর্ক্সপ্রকার পাতকযুক্ত হইলেও যদি অন্ন জল দান করে, তবে সেও পবিত্র হয়। পতিভগবৎ বলিয়াছেন, ‘অন্ন হইতেই শরীর এবং অন্নই প্রাণ’ এ কারণ, হে পৃথিবীপতে! যে অন্নদান করে, তাহাকে প্রাণদাতা জানিবে। অন্নদান, তৎক্ষণাৎ মন্তোষজনক এবং সর্ক্সাভীষ্ট ফলপ্রদ; এ জন্য অন্নদানের সমান ফলজনক আর কিছুই নাই ও হইবেও না। অধিক কি, হে নৃপ! যে অন্নদান করে, তাহার বংশজাত সহস্র পুরুষ কণন নরকের মুখ নিরীক্ষণ করে না, এজন্য সর্ক্সপ্রকার দাতা অপেক্ষা অন্নদাতাই শ্রেষ্ঠ। হে রাজন্! যে মানব ভক্তিসহকারে অতিথিকে যথাবিধি সংস্কার পূর্বক অন্নদান করে, সে মুক্তিলাভ করিয়া থাকে; অতএব সকলকে অন্নদান কর। যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্বক অতিথির চরণধরে

তৈল মর্দন করে, তাহার গন্ধাদি মিথিল ভীর্ষে স্নানের পুণ্য হয়। হে মহারাজ! দ্বিজগণকে তৈলাভ্যাঙ্গ করাইলে, নিঃসন্দেহ সম্পূর্ণ শতবর্ষকৃত গন্ধাস্নানের ফল হইয়া থাকে। হে ক্রিতিপাল! যে ব্যক্তি, রোগগ্রস্ত ব্রাহ্মণদিগকে রক্ষা করে, সে কোটিকুলের সহিত এক যুগ ব্রহ্মলোকে বাস করিয়া থাকে। হে পৃথিবীপাল! একটী মাত্র রোগগ্রস্ত যক্ষ্মাকে রক্ষা করিলে ভগবান্ বিষ্ণু তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাহাকে সর্কপ্রকারে অভীষ্ট প্রদান করেন। যে ব্যক্তি কায়মনোবাক্যে পীড়িতকে রক্ষা করে, সে নিম্পাপ হইয়া সর্কাতীষ্ট লাভ করিয়া থাকে। হে মহীপাল! ব্রাহ্মণকে বাসস্থান দান করিলে বিষ্ণুপ্রভৃতি অখিল দেবতা প্রসন্ন হন। যে ব্যক্তি, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে দুগ্ধবস্তী ঘেহু দান করে, সে বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকে, আর তাহাকে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। হে মহীপতে! অশ্বের নিকট প্রতিগ্রহ পূর্বক গোদান করিলেও যে প্রকার ফল হয়, পণ্ডিত ব্যক্তিও তাহা প্রকাশ করিতে অসমর্থ। যে ব্যক্তি, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে পুরস্বিনী কপিলী ঘেহু দান করিতে পারে, সে নিখিল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া শিবরূপ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অধ্যাত্মবিৎ বিধকে উভয়মুখী গো দান করিলে যে পুণ্য হয়, তাহা শতবর্ষেও ব্যক্ত করিতে অক্ষম। হে ভূপ! যে ব্যক্তি বিহ্বলচিত্ত মানব-গণকে অভয় প্রদান করে, কোন্ পণ্ডিত তাহার পুণ্যফল বর্ণন করিতে পারেন? একদিকে প্রভূতদক্ষিণাপূর্ণ নিখিল যজ্ঞ ও একদিকে ভীত ব্যক্তির আশ্রয়, এ উভয়ই সমান। হে মহীপাল! যে মানব, বিধকে রক্ষা করিতে পারে, সে যে সম্পূর্ণ শতবর্ষকৃত গন্ধা-স্নানের ফলভোগী হয়, তাহাতে আর কিছু মাত্র সংশয় নাই। হে রাজন্! যে ব্যক্তি, ভীতকে অভয় দান করে, সে নিঃসন্দেহ বিষ্ণুর প্রাপ্ত হয়, এইজন্তই অভয়-প্রদান, সর্ক-ধর্মের শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত আছে। ব্রহ্মদাতা ব্রহ্মলোকে, কণ্ঠাদাতা ব্রহ্মলোকে এবং স্বর্ণদাতা সর্বশ্রেষ্ঠ বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি, কণ্ঠকে মানা অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিয়া অধ্যাত্মবিৎ-ব্রাহ্মণ-করে সমর্পণ করিতে পারে, সে শতবংশ-সমায়ুক্ত হইয়া ব্রহ্মলোকে অবস্থিতি করে। হে ভূপতে! যে, কার্তিকী পূর্ণিমা বা আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে মহাদেবের ত্রীতীর্থে দুধ উৎসর্গ করে, তাহার পুণ্যফল অবগণ কর। সে, সপ্ত-জন্মার্জিত পাপরাশি হইতে নিমুক্ত হইয়া শিবরূপ ধারণ পূর্বক সপ্ততিকুলের সহিত শিবসহ বাসে পরমানন্দে কালান্তিগাত করিয়া থাকে। হে রাজন্! ত্রিশূলান্তিত মহিষ উৎসর্গ করিলে নরক দর্শন করিতে হয় না। হে নৃপসত্তম! যে ব্যক্তি, ভক্তি-সহকারে ব্রাহ্মণকে তাম্বুল দান করে, ভগবান্ বিষ্ণু তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাহাকে ঐশ্বর্য্য দান করিয়া থাকেন। দধি, দুগ্ধ, ঘৃত বা মধু দান করিলে দেব পরিমাণে এক যুগ সুখে স্বর্গবাগ করা যায়। হে নৃপোত্তম! যাম্বব ইক্ষু দান করিলে চক্ষুলোক, গন্ধ পুষ্প বা ফল দান করিলে ব্রহ্মলোক, ইক্ষুরস বা শুড় দান করিলে ক্ষীরমাগর, মঠ বা জল দান করিলে অমৃতম সূর্যালোক এবং বিদ্যাদান করিলে মাযুক্তা লাভ হইয়া থাকে, কারণ বিদ্যাদান অতিদীনের মধ্যে পরিগণিত। বিদ্যাদান মহাদান এবং গোদান উত্তম হইতেও উত্তম। পণ্ডিতগণ গো, ভূমি ও বিদ্যাদানকে অতিদাম বলিয়া নির্দেশ করেন। যদিচ এই ত্রিবিধ দানেই নরক মিথারণ হয় বটে, কিন্তু তথাপি বিদ্যাদান

শ্রেষ্ঠ । হে পরম্পর ! জ্ঞানদানে মাযুজ্য লাভ করা যায় এবং সভ্যদান, অক্রোধ ও সরলতা এই তিনই যুক্তিসাধক বলিয়া অভিহিত আছে । ধাত্ত দান করিলে মানব সমুদয় উপ-পাতক হইতে বিমুক্ত হইয়া ব্রহ্মলোকে ঐশ্বর্য্য ভোগ করিয়া থাকে । মানব, কোটি-ব্রহ্মাণ্ড দানে যে ফল লাভ করিতে পারে, এক শিবলিঙ্গ প্রদানে সেই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং শালগ্রামশিলা দান করিলে তদপেক্ষা দ্বিগুণ ফল হয়, কারণ, ভগবান্ বিষ্ণুই নিঃসন্দেহ শালগ্রামশিলারূপে বিরাজ করিতেছেন । যে ব্যক্তি, যতযুক্ত প্রদীপ দান করে, সে সম্পূর্ণ গঙ্গাপ্রাণের ফলভাগী হইয়া থাকে । হে নৃপোত্তম ! রত্নযুক্ত স্তূৰ্ণ দান করিলে পরম মুক্তি লাভ হয়, কারণ, উহা মহাদানের মধ্যে পরিগণিত এবং মানিক্য দান করিলেও পরম মোক্ষপদপ্রাপ্তি হইয়া থাকে । হে ভূপতে ! হীরক দানে ধ্রুবলোকে, বিষ্ণুদানে সুরলোকে, মৌক্তিকদানে চন্দ্রলোকে এবং বৈদূর্য্য বা পদ্মরাগ মণিদানে রুদ্রলোকে বাস হয় । যে মানব, অলঙ্কার দান করে, সে সর্ব্বত্র স্মৃতি লাভ করিয়া থাকে এবং যে যান দান করে, সে, সর্ব্বদা বিমানে আরোহণ করিয়া ভ্রমণ করিতে পারে । গোগণকে তৃণ দান করিলে অত্যাশ্রিত রুদ্রলোক এবং মহিষ বা লবণ দান করিলে বরুণ-লোকে বাস হয় । বাহারা, আশ্রমোচিত আচারে নিরত, স্বীয় কৰ্ত্তব্যপালনে তৎপর এবং দস্ত ও অসুশ্রীশূন্ত, তাহারাব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে । আর যে সকল ব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত সত্বপদেশ দানে আমলচিত্ত, রাগদ্বेषাদিশূন্ত এবং হরি-চরণার্চনে নিরত, তাহা-দিগেরও ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি হয় । বাহারা সর্ব্বভূতহিতে রত ও পরমিতা-বিমুখ এবং সাধু-মহ-বাসে বাহাদিগের অপার আমল, তাহাদিগকে যমালয় দর্শন করিতে হয় না । আর, বাহাদিগের চিত্ত পরমীকরণে কুঠিত এবং গো-ব্রাহ্মণের হিতসাধনে উৎসুক, তাহারও কখন যমপুরী নিরীক্ষণ করে না । বাহারা জিতেজ্জির, জিতাহার, গোগণের প্রতি সদ্যবহার-সম্পন্ন এবং বিপ্রগণের হিতকারী, তাহার পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে । যে সকল ব্যক্তি, অগ্নি, ঋক ও যজুগণের শুশ্রূষাকারী, তাহাদিগকে যম-বাতনা ভোগ করিতে হয় না । বাহারা সর্ব্বদা দেবভার্চনে নিরত, হরিনাম-রূপে আমল এবং প্রতিগ্রহ-পরাজ্ঞ, তাহারও পরম পদ লাভ করে । বাহারা অনাথ বিধবকুলোৎপন্ন মৃত ব্যক্তির দাহ করে, সেই সকল নরোত্তমগণ মহত্ব মহত্ব অশ্রমেণ যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে । হে মনুজেশ্বর ! যে ব্যক্তি পত্র, পুষ্প, ফল বা জল দ্বারা পূজাবিহীন শিবলিঙ্গের অর্চনা করিতে পারে, তাহার পুণ্যফল অশ্রয় কর । হে জনাধিপ ! যৎসামান্ত জল দ্বারা অর্চনাশূন্ত শিবলিঙ্গকে স্নান করাইলে লক্ষ লক্ষ অশ্রমেণ যজ্ঞের অত্যাশ্রিত ফল লাভ করা যায় এবং পত্র বা পুষ্প দ্বারা পূজা করিলে মানব সহস্রগুণিত অশ্রমেণ যজ্ঞের পুণ্যফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে । আর যে ব্যক্তি, ভোজ্য ভক্ষ্য কিংবা ফল দ্বারা পূজা করে, তাহার শিবমাযুজ্য লাভ হয়, পুনরায় তাহাকে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না । হে সূর্য্যকুলকুমার ! পূজা-বিহীন বিষ্ণু-মূর্ত্তির পূজা করিলে যেরূপ ফল হয়, বলিতেছি, শ্রবণ কর । যে ব্যক্তি, কেবলমাত্র জল দ্বারা পূজা করে, সে মণ্ডতি-কুলের সহিত বিষ্ণুর সালোকা ; যে পত্র, পুষ্প বা ফল দ্বারা অর্চনা করে, সে দ্বিশত-কুলের সহিত বিষ্ণুর সারূপ্য এবং যে ভক্ষ্য-ভোজ্যাদি দ্বারা ঐরূপ বিষ্ণু-মূর্ত্তির পূজা করে, সে অযুত

কুলের সহিত মোক্ষপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে । যে ব্যক্তি, ভগ্ন শিবলিঙ্গ বা বিষ্ণু-মূর্তি কিংবা শিব-মন্দির অথবা বিষ্ণুমন্দিরের পুন্নিবাস সংস্কার করে, সেই ভাগ্যবান পুরুষ, ত্রিকূলের সহিত শতজন্মার্জিত পাপ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া কলকাল পর্য্যন্ত বৈকুণ্ঠে অবস্থান-পূর্ব্বক নির্মাণ লাভ করিয়া থাকে । হে রাজন ! দেবালয় সম্ভার করিলে, যে ফল হয়, বলিতেছি, শ্রবণ কর । হে নৃপ ! যতগুলি ধূলিকণা সম্ভার করিলে, তাবৎ-পরিমিত সহস্র সহস্র কল্প বিষ্ণুলোকে পরম সুখে অবস্থিতি করা যায় । হে রাজন ! গোচর্ম্ম-মেচনোপযোগী জল দ্বারা বিষ্ণুমন্দির ধৌত করিলে, যতগুলি বালুকাকণা স্রবীভূত হয়, হে জনেশ্বর ! তাবৎ-জন্মার্জিত পাপ হইতে তৎক্ষণাৎ মুক্তিলাভ হইয়া থাকে । যে ব্যক্তি, গন্ধোদক দ্বারা ভক্তি-সহকারে দেবালয় সিক্ত করে, তাহার পুণ্যফল শ্রবণ কর । হে মনুজেশ্বর ! যতগুলি ধূলি জলসিক্ত হয়, সে, তাবৎ-পরিমিত সহস্র সহস্র কল্প বিষ্ণুর সারপা লাভ করিয়া থাকে । মানব, ধাতু-বিকার বা মৃত্তিকা দ্বারা দেবতারতন নির্মাণ করিলে কুলধরের সহিত সুখে বৈকুণ্ঠে বাস করে । হে নৃপ ! যে ব্যক্তি শিলাচূর্ণ দ্বারা দেবতারতনে স্বস্তিকাদি রচনা করে, তাহার পুণ্যফল শ্রবণ কর । হে সূর্য্যকুলজিতক ! স্বস্তিকাদি নির্মাণকালে যতগুলি ধূলিকণা ভূতলে পতিত হয়, সে, তাবৎ যুগ-সহস্র হরি-সারপা লাভ করিয়া থাকে । শালিপিষ্টাদি দ্বারা দীপ রচনাপূর্ব্বক দেবালয়ে দান করিলে, যে ফল হয়, শতবর্ষেও তাহা প্রকাশ করিতে অসমর্থ । যে ব্যক্তি, ভগ্নবাসু শঙ্কর বা বাসুদেব উদ্দেশে অথবা দীপ দান করে, তাহার প্রতিদিন অখমেধ যজ্ঞের ফল হইয়া থাকে । হে নৃপ ! অর্চিত শঙ্কর বা বিষ্ণুকে নিরীক্ষণপূর্ব্বক প্রণাম করিলে, শতবর্ষ বিষ্ণুলোকে বাস হয় । হে মনুজেশ্বর ! যে ব্যক্তি, বিষ্ণুকে বারতরু প্রদক্ষিণ করে, সে নিখিল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া দেবেন্দ্র লাভ করিয়া থাকে । পরমাত্মা বিষ্ণুকে অগ্রে প্রদক্ষিণ করিলে, একবারেই সম্পূর্ণ অখমেধের ফল হয় । বামাবর্তে ও দক্ষিণাবর্তে শঙ্করকে প্রদক্ষিণ করিলে, যে ফল হয়, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর । হে রাজন ! একবার প্রদক্ষিণে ব্রহ্মহত্যাপাপ বিনষ্ট হয়, দুই বারে রাজহ এবং তিন বারে চক্ষুসম্পদ লাভ হইয়া থাকে । মানব, মহাদেবকে প্রদক্ষিণ করিবার সময়ে মোক্ষসূত্র লজ্জন করিবে না । উহা লজ্জন করা নিতান্ত অকর্তব্য বলিয়া একবার লজ্জনে, তিন অযুতবার লজ্জন করা হয় । মঙ্গলময় জগন্নাথ নারায়ণকে স্তুতিবাদ করিলে, নিখিল মনোবাহিত বিষয় সিদ্ধ হইয়া থাকে । হে ভূপতে ! যে ব্যক্তি, ভক্তি-সহকারে দেবতারতনে নৃত্য বা গীত করে, তাহার ফল শ্রবণ কর । সেই গীতকারী, কলকাল পর্য্যন্ত গন্ধর্বাধিপত্য এবং নৃত্যকারী ইন্দ্রের গণাধিপত্য লাভ করিয়া পরিণামে অষ্টকূলের সহিত মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়া থাকে । বাহারা দেবতারতনে মূখবাদ্য করে, তাহারা শতবিমানের অধীশ্বর হইয়া, কলকাল পর্য্যন্ত স্বর্গবাণী হয় এবং বাহারা করবাদ্য করে, তাহারা সমুদ্র পাপ হইতে মুক্ত হইয়া যুগধর বিমানের অধীশ্বর হইয়া থাকে । দেবতারতনে ঘণ্টাধ্বনি করিলে, যে ফল হয়, এই জগতে কেহ পণ্ডিত তাহা বর্ণন করিতে পারেন না । মৃত্তিকা, ধাতু-বিকার বা গোময়াদি দ্বারা দেবালয় লেপন করিলে, বিমানাধিপতি হয় । ভেরী, মৃদঙ্গ, পটহ, ডিভিস ও বিষাদি বাদ্য দ্বারা দেবাধিদেবকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলে, যেক্রপ ফল

হয়, তাহা শ্রবণ কর । শত শত দেবান্দ্রনার সহিত মিলিত হইয়া, মৰ্ক্সলোকে মৰ্ক্স কৰ্ম্ম সম্পাদনপূৰ্ণক পঞ্চকল্প পরম সুখে কালান্তিপাত হইয়া থাকে । হে রাজন্ ! যে মানব, দেবভায়তনে শঙ্কধ্বনি করে, সে, অবিল পাপরাশি অতিক্রম করিয়া, ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার সহিত সুখে কালক্ষেপ করিয়া থাকে । দেবভায়তনে কাহ্লাদি বাদ্য করিলে, সমস্ত পাতক হইতে মুক্ত হইয়া মানব, স্বর্গাবিপত্তা লাভ করে । যে ব্যক্তি, বিষ্ণুগৃহে কব-তালাদি কাংক্ষ্যবাদ্য করিতে পারে, তাহার যেক্রপ ফল হয়, বলিতেছি, শ্রবণ কর । সে, মৰ্ক্সধকার পাপ হইতে বিমুক্ত, শত শত বিমামের অধিপতি এবং গন্ধৰ্ব্বগণ কর্তৃক স্তুত-মান হইয়া ভগবান্ বিষ্ণুর সহিত পরম সুখে কালযাপন করিয়া থাকে । হে রাজেন্দ্র ! ইত্যাদি শত শত মহত্ব মহত্ব কত মহা-ধৰ্ম্মই যে কথিত আছে, তাহা কেহই সম্যাকরূপে বর্ণন করিতে সমর্থ হয় না । হে রাজন্ ! যিনি, মৰ্ক্সভুক্ত, কামরূপী ও নিরঞ্জন্ম এবং যিনি, নিখিল ধৰ্ম্মের ফলদাতা ; যে দেবাধিদেব চক্রীকে স্মরণ করিবারাত্র সমুদয় কার্য্য সকল হয় ; সদাচারমণ্ডপ মানবগণ, প্রতিনিয়ত যাহাকে জদয় মধো দিত্তা করিয়া থাকে ; যাহাকে স্মরণ করিবারাত্র সমুদয় কেশ বিদূরিত হইয়া যায় এবং যিনি অখিল ম-কৰ্ম্মের ফল প্রদান করিয়া থাকেন, হে ভূপতে ! সেই অখিনাশী অনন্ত পরমাত্মা বিষ্ণু, সমুদয় ধৰ্ম্ম ও সমুদয় কৰ্ম্ম এবং তিনিই কৰ্ম্মফল-ভোক্তা । বস্তুতঃ যাবতীর কার্য্য ও কারণ, সকলই বিষ্ণু, এ জগতে বিষ্ণু ভিন্ন আর কিছুই নাই ।”

অষোদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

চতুর্দশ অধ্যায় ।

কাল কহিলেন,—“এক্ষণে পাপবিশেষ এবং স্থল স্থল ভীত নরক-যন্ত্রণার বিষয় ও যে সকল দ্রাব্য নরকাগ্নিতে নিরন্তর অসীম ক্রেশ ভোগ করিয়া থাকে, তাহাদিগের বিষয় কীৰ্ত্তন করিতেছি, ধৈর্য্যাবলম্বন পূৰ্ণক শ্রবণ কর ; কারণ নরক অতি ভয়ঙ্কর স্থান । ওপন, বালুকাকূড়, রোরব, মহারোরব, কুন্তীপাক, নিরুচ্ছুাম, কালসূত্র, প্রমর্দন, ভীষণ অমিপত্রবন, লালাতক্ষা, হিমোৎকট, মূষাবস্থা, বসাকূপ, বৈতরণী নদী, ষড়ক্ষা, মূত্রপান, পুরীষহুদ, তপ্তশূল, তপ্তশিলা, শাল্মলীক্রম, শোণিতকূপ এবং যে স্থানে কেবল-মাত্র শোণিত ভোজন করিতে হয়, তাদৃশ শোণিতভোজন প্রভৃতি ভীষণ যন্ত্রণাপ্রদ নামাবিধ নরক আছে এবং কোন নরকে স্বমাংস ভোজন, কোন স্থানে বহিঃস্থান মধো প্রবেশ, কোন নরকে নিরন্তর শিলাঘটি, কোন নরকে শস্ত্রঘটি ও কোথাও বা সতত বহিঃস্থি ভোগ করিতে হয় । কোন নরক, অসহ ক্রেশপ্রদ ক্ষার-বারি ও কোন নরক উষ্ণবারিতে পরিপূর্ণ । কোন নরকে গলিত-লৌহ ভক্ষণ, কোন নরকে অধোলম্বিত-মস্তকে শরীর শোষণ ও কোন নরকে অত্যাচ্চ শৈলশিখর হইতে পতন হইয়া থাকে । এতত্ত্বিন্ন বহুবিধ পাবণযন্ত্র আছে, যাহাতে পানী সকল অশেষ ক্রেশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং কোন নরকে কৃমিভোজন, কোন স্থানে ক্ষারামুপান ও তদ্ব্যধো ভ্রমণ করিতে হয় । কোথায়ও ক্রকচাঘাতে পাতকীর

দেহ খণ্ড খণ্ড হইতেছে । কোথায়ও পুরীষভোজন, কোথায়ও পুরীষলেপন, কোথায়ও অমহনীর রেতঃপান ও কোথায় বা অঙ্গার মধ্যে শয়ন করিতে হয় । কোম নরকে ঘম-কিঙ্করগণ পাণীর সমুদয় দেহসন্ধি দক্ষ ও কোথায়ও বা মূষলাঘাতে সমুদয় দেহ চূর্ণ করিতেছে । ভক্তির নিদাক্ষণ যন্ত্রণাদারক বহুবিধ কাষ্ঠযন্ত্র আছে এবং কোন স্থানে ঘমদূতগণ পাণীর দেহ ছেদন ও কোন স্থানে কষণ করিতেছে, কোথায়ও পাতকী সকল একবার পড়িতেছে একবার উঠিতেছে, কোথায়ও গদাঘাতাদি দ্বারা তাড়িত, কোথায়ও হস্তিদন্ত-প্রহারে জর্জরিত ও কোথায়ও বা নানাবিধ মর্পদংশনে ক্ষতবিক্ষত হইতেছে । ক্ষারাসু-নেচন নামক নরকে পাপিগণের মূষ ও নাসিকারন্ধ্রে সত্তত ক্ষারবারি সিক্ত হয় । কোম নরকে ক্ষারাসুপান, কোন নরকে লবণ ভক্ষণ, কোন নরকে স্নায়ু ছেদন, কোন নরকে স্নায়ু বন্ধন ও কোন নরকে অস্থি ছেদন হইয়া থাকে । কোথায়ও কর্করাক্ষ মধ্যে নিরন্তর ক্ষারজল প্রবেশ করার পাণীর ক্রেশের পরিমীমা নাই । কোথায়ও পাপিগণ মাংসভোজন, কোথায়ও পিত্তপান, কোথায়ও শ্লেষ্মভোজন, কোথায়ও পামাণধারণ ও কোথায়ও বা কর্ককোপরি শয়ন করিতেছে । কোন নরকে বৃক্ষাগ্র চইতে পতিত, কোন নরকে নিমগ্ন, কোন নরকে পিপীলিকাগণ কর্তৃক দষ্ট ও কোন নরকে পাপিগণকে বৃত্তিকগণ কর্তৃক পীড়িত হইতে হয় । ব্রাহ্মপীড়া নামক নরকে পাণী সকল বাত্ৰভক্ষিত, শিবাপীড়া নামক নরকে শৃগালভক্ষিত এবং মহিষপীড়ন নরকে মহিষ দ্বারা পীড়িত হইয়া থাকে । কোন নরকে দুর্গাক্ষময় কর্দম মধ্যে শয়ন, কোম নরকে অঙ্গ-শব্দের উপর অবস্থান, কোন নরকে মহাতীক্ষ্ম-বস্ত্র-নিচয়ের সংসর্ষণ, কোন নরকে অত্যাশ তৈল পান, কোথায়ও ভীষণ কটুদ্রব্য ভক্ষণ, কোন স্থানে কষাঘাতক পান, কোন স্থানে উত্তপ্ত পামাণ ভক্ষণ, কোথায়ও অত্যাশ বালুকা মধ্যে অবগাহন, কোথায়ও দৃষ্ট উৎপাটন, কোন নরকে তপ্তলৌহ মধ্যে শয়ন, কোন নরকে উত্তপ্ত ও কখন অতি শীতল জলসেচ, কোন নরকে নেত্র ও যজ্ঞাগ্ন মূষসন্ধিহানে সূচী-প্রক্ষেপ এবং কোমও নরকে পাতকীদিগের শিশি ও অণু মধ্যে লৌহভার বন্ধন করা হয় । হে মহাভাগ ! ইত্যাদি কোটি কোটি যাতনা আছে, আমি সহস্র বৎসরেও তাহা প্রকাশ করিতে সক্ষম নহি । হে ক্ষিতিপাল ! যে পাতকীকে, যে পাপে, যে যজ্ঞা, ভোগ করিতে হয়, এক্ষণে তদ্বিষয় বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর । যাহারা ব্রহ্মহত্যা, মদ্যপান, স্তবর্ণাপহরণ কিংবা গুরুপত্নী-সমন করে, তাহারা এবং তাহাদিগের সংসর্গকারীরা মহাপাতকী । যে ব্যক্তি পণ্ডিত-ভেদ, বৃথাপাক, ব্রাহ্মণনিন্দা, গুরুজনকে অবজ্ঞা বা বেদ বিক্রয় করে, তাহারাও ব্রহ্মহত্যা-পাপে লিপ্ত হয় । যে মানব, ধনাদি দান করিব বলিয়া কোন ব্রাহ্মণকে আহ্বান পূর্বক “নাই” বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে ; যে দুঃখিত, যাহার নিকট ধর্ম বিষয় পরি-জ্ঞাত হয়, পরে তাহাকেই আবার ধর্ম কিংবা অবমাননা করিয়া থাকে ; যে পাপাক্রা, পিপাসার্ত হইয়া জলপানার্থে ধাবমান গোপগণের জলপান বিষয়ে বিঘ্ন উৎপাদন করে ; যে ব্যক্তি স্নান বা ভোজনার্থে ধাবমান ব্রাহ্মণের বিগতর্ভা হয় ; যে নগাধম, শাস্ত্র অধ্যয়ন না করিয়া শাস্ত্রার্থ বাধা করে ; যে মর্কটী অহঙ্কার-পরায়ণ ; যে ব্যক্তি শাস্ত্র না জানিয়া প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দান, চিকিৎসা, জ্যোতিষগণনা বা ধর্মনির্ঘর করে ; যে মানব, বিদ্যাভি-মান বা গ্রন্থধামদে মগ্ন হইয়া ব্রাহ্মণগণকে তিরস্কার করে ; যে ব্যক্তি, সত্তত পরনিন্দা

আত্মশাস্তি, মিথ্যাকথন, অস্ত্রের উদ্বেগকর কার্য, অস্ত্রের প্রতি কপটতা, দাস্তিকতা, মর্সদা প্রতিগ্রহ, প্রাণিবধ কিংবা অধর্ম বিষয়ে অনুমোদন করিয়া থাকে ; পণ্ডিতগণ, ভাষ্যাদিগকেও ব্রহ্মধাতী বলিয়াছেন । হে নৃপ ! এইরূপ বহুবিধ পাপ, ব্রহ্মহত্যার সমান বলিয়া কথিত আছে । এক্ষণে সংক্ষেপে মদ্যপানের তুল্য যে সকল পাপ, তাহার উল্লেখ করিতেছি । বহুজনস্পৃষ্ট অন্ন এবং বেষ্ঠা বা পতিত ব্যক্তির অন্ন ভক্ষণ করিলে মদ্যপানের সমান পাতক হইয়া থাকে । সন্ধ্যোপাসনাদি পরিত্যাগ, দেবল ব্রাহ্মণের অন্ন ভোজন কিংবা মদ্যপানকারিণী রমণীর সংসর্গ করিলেও মামবকে মদ্যপানের পাতকে লিপ্ত হইতে হয় । যে ব্রাহ্মণ, শূদ্রকর্তৃক নিমন্ত্রিত কিংবা আদিষ্ট হইয়া ভোজন করে, সে মদ্যপায়ীর মতো পরিগণিত, তাহার কোনরূপ বর্ণানুষ্ঠানে অধিকার থাকে না । হে রাজন্ ! এই প্রকার বিবিধ পাপ সুরাপান-পাপের তুল্য ; সূৰ্য্যস্কন্দ-পাপের মদুশ পাপ সংক্ষেপে কীর্তন করিতেছি ;—কন্দ (মূলবিশেষ), ফল, মূল, মৃগনাভি, পটুবস্ত্র এবং রত্ন-অপহরণ পাপ, সূৰ্য্যস্কন্দ-পাপের তুল্য * । শুবাক, হৃদ্ধ, চন্দন এবং কপূর অপহরণ-পাপ সূৰ্য্যস্কন্দ-পাপের তুল্য । তাম্র, লৌহ, রাঙা, কাংস, ঘৃত, মধু এবং সুগন্ধি দ্রব্য অপহরণ-পাপ সূৰ্য্যস্কন্দ-পাপের তুল্য । রস দ্রব্য, ধাতু এবং রুদ্রাক্ষ হরণ-পাপও সূৰ্য্যস্কন্দ-পাপের তুল্য । বিমাতৃ-গমন-পাপের তুল্য পাপ সংক্ষেপে কীর্তন করিতেছি ;—ভগিনী-গমন, পুত্রপত্নী-গমন (ক) এবং রজস্বলাগমন, বিমাতৃ-গমনের তুল্য । ভ্রাতৃভাষা-গমন, বন্ধুপত্নী-গমন এবং বিঘস্তাগমন, বিমাতৃ-গমনের তুল্য । যথাকালে সন্ধ্যাবন্দনাদি কর্ম না করা, কল্যাণগমন (খ), অজ্ঞানগমন, সুরাপায়িণী স্ত্রীতে উপগমন (গ) এবং পরদার-গমন (ঘ) বিমাতৃগমনের তুল্য । বেদের প্রতি অন্ধাধিহীনতাও বিমাতৃগমনের তুল্য । প্রাক্ত তর্পণ যে না করে, ধর্ম কর্ম সাহার বিলুপ্ত এবং যতিনিম্মক ব্যক্তিও বিমাতৃগামীদের অন্তর্গত জামিবে । হে রাজন্ ! ইত্যাদি পাপ মহাপাতক নামে † অভিহিত ; এতদ্ব্যতীত যে কোন পাপে পাপিষ্ঠ ব্যক্তির সংসর্গ ‡ যে, সে ব্যক্তিও মূলপায়ীর তুল্য হইবে । শ্রেষ্ঠ মহর্ষিগণ, প্রায়শ্চিত্তাদি অনুষ্ঠান দ্বারা যে কোন পাপেরই নিকৃতি শাস্ত্রে দেখাইয়াছেন, অথবা বেদে দেখিয়াছেন । হে ভূপতে ! যে সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই এবং উক্ত সমগ্র পাপের দ্বারা মহানরক-প্রদ, তৎসমস্তও কীর্তন করিতেছি । যে ব্যক্তি শূদ্র-পুঞ্জিত শিবলিঙ্গ বা নারায়ণকে ॥ প্রণাম করে, বহু অযুত প্রায়শ্চিত্তও তাহার নিকৃতি নাই । যে ব্যক্তি শূদ্র-স্পৃষ্ট শিবলিঙ্গ বা নারায়ণকে প্রণাম করে, চন্দ্র ও তারকারাজির যতকাল স্থিতি, ততকাল সে মর্সবিধ নরক-যাতনা প্রাপ্ত হয় । হে রাজন্ ! কি বেদবেত্তা এবং কি মর্সশাস্ত্রার্থবেত্তা সকলেই পাবনপুঞ্জিত শিবলিঙ্গকে প্রণাম করিলে পাবনতা প্রাপ্ত

* মর্সজই বিবেচনা অনুসারে পরিমাণ-কল্পনা করিতে হইবে ।

(ক), (খ) (গ) এবং (ঘ) মূল-বিশেষে বিমাতৃগমনের তুল্য ।

† মহাপাতকের মদুশ বলিয়া অনুপাতকও মহাপাতকের মতোই পরিগণিত হইল ।

‡ সংসর্গ-বিচার প্রায়শ্চিত্তবিশেষে দৃষ্টব্য ।

॥ শালপ্রণাম শিলা ।

হয় । যে ব্যক্তি স্ত্রীলোকের পূজিত শিবলিঙ্গ বা নারায়ণকে প্রণাম করে, সে বন্ধান্ত পর্য্যন্ত কোটি পুরুষের সহিত রৌরব নরকে বাস করে । মদ্রবেড়গণ, যথাবিধানে লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করা অবধি, ঐ প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গ স্ত্রী শূদ্রে স্পর্শ করিবে না । হে জননাথ ! স্ত্রী, শূদ্র এবং অশূপনীত বালকে, শিবলিঙ্গ ও নারায়ণ স্পর্শে অধিকারী নহে । হে রাজশ্রেষ্ঠ ! আশ্রমাচার-বর্জিত ব্যক্তিগণের পূজিত শিবলিঙ্গ ও নারায়ণের পূজা স্বপ্নেও কর্তব্য নহে । যে ব্যক্তি শূদ্রসংস্কৃত শিবলিঙ্গ বা নারায়ণকে প্রণাম করে, সে ইহলোকেও অত্যন্ত দুঃখ ভোগ করে, পরলোকে ত করেই । আতীর জাতির পূজিত শিবলিঙ্গ বা নারায়ণকে প্রণাম করিলে একেবারেই বিনাশ হয়, অথবা বহু বাক্য-প্রয়োগে প্রয়োজন কি ? স্ত্রী, শূদ্র, অশূপনীত এবং পতিত ব্যক্তি শিবলিঙ্গ বা নারায়ণ স্পর্শ করিলে, নরক ভোগ করে । ব্রহ্মহত্যাদি পাপ হইতে কখন নিষ্কৃতি আছে, কিন্তু সে ব্রাহ্মণ-দেষক, তাহার নিষ্কৃতি কখন নাই । হে জননাথ ! বিধামঘাতক, কুতর এবং শূদ্র-রমণী-সংসর্গকারীর কোথাও নিষ্কৃতি নাই । যাহাদের শূরীর শূদ্রায়ে পৃষ্ঠ, বেদনিন্দা করাই যাহাদের স্বভাব এবং গুরুনিন্দার যাহারা তৎপর, তাহাদের নিষ্কৃতি নাই-ই । যাহারা শিব-নিন্দাপরায়ণ, বিষ্ণুনিন্দা করা যাহাদের স্বভাব এবং যাহারা সাধু কথার নিন্দক, তাহাদের ইহ-পরকালে নিস্তার নাই । যে দ্বিজ, অতি বিপদেও বৌদ্ধগৃহে প্রবেশ করে, বহুশত প্রায়শ্চিত্তেও তাহার নিষ্কৃতি নাই । বৌদ্ধগণ পাবণী ;—যেহেতু তাহারা বেদনিন্দক । বেদে যদি ভক্তি থাকে ত দ্বিজ, তাহাদের প্রতি দৃষ্টিপাতও করিবেম না । দ্বিজ, জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ বৌদ্ধগৃহে প্রবেশ করিলেই পাপী হয় । তবে জ্ঞানতঃ প্রবেশকারীর আর পাপ হইতে নিষ্কৃতি নাই, ইহাই শাস্ত্র-মিদ্ধান্ত । পাপ-বাহন্য প্রযুক্ত এই সব পাপী বহু কোটি কল্প নরক ভোগ করে এবং ইহারাই পাবণী নামে অভিহিত, সুতরাং ইহাদের নিষ্কৃতি নাই । হে প্রভাবশালিন্ ! প্রায়শ্চিত্ত-শূন্ত যে সব পাপের বিষয় কীর্তন করিলাম, তৎসংপাদে যে নরকভোগ হয়, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর । এই সকল পাপে পাপীরা বহু সহস্রকোটি কল্প এবং বহু শতকোটি-কল্প, অশূভ কালের সহিত সকল নরকভোগ করে । অনন্তর কর্মশেষে, তিন কল্পকাল স্থাবর যোনিতে (বৃক্ষাদিরূপে) অবস্থান করে, তৎপরে কুমিযোনি প্রাপ্ত হয় । ইহারি বট্টিসহস্র বৎসর এবং বট্টিশত বৎসর, বিষ্ঠাভোজী বিষ্ঠাকুমি হইয়া থাকে । তৎপরে এককল্প মর্প, অনন্তর সহস্র যুগ পশু এবং শেষে বিবিধ শ্লেচ্ছ-যোনিতে জন্মগ্রহণ করে । ক্রমে কর্মক্ষয়ে তাহারি গোলক, বিধবা-গর্ভসমুত জারজ সন্তান হয়, পরে এক জন্ম, কুণ্ড (মধবা-গর্ভসমুত জারজ সন্তান) হইয়া থাকে । তৎপরে দরিদ্র ব্রাহ্মণ হয় । সে নিত্য-দারিদ্র্য-পীড়িত এবং নিত্য-প্রতিগ্রাহী হইয়া থাকে ; প্রতিগ্রহ প্রযুক্ত পাপযুক্ত হয়, পাপকলে নরকভোগ করে । হে মহাভাগ ! হে রাজন্ ! তোমার নিকট যে সব নরকের কথা বলা হইয়াছে, মহাপাতকে-গণ, তাহার প্রত্যেক নরকেই এক যুগ করিয়া বাস করে । তৎপরে পৃথিবীতে আগিয়া সপ্তজন্ম গর্দভ, দশ জন্ম কুকুর এবং গ্রাম্যগুরু হয় । হে রাজন্ ! শত বৎসর কাল বিষ্ঠার কুমি, তার পর শত বৎসর মুষিক এবং দ্বাদশ জন্ম মর্প হয় । হে রাজন্ ! পরে সহস্র জন্ম মৃগাদি পশু, তারপর স্থাবর-যোনি প্রাপ্ত এবং তৎপরে গোজন্ম প্রাপ্ত হয় । অনন্তর সপ্তজন্ম চণ্ডাল, পরে ষোড়শ জন্ম শূদ্র প্রভৃতি হীনজাতি হইয়া থাকে । তারপর হই জন্ম ক্ষত্রিয়

এবং বৈষ্ণব হয়। সে জীবনেও প্রবলের গীড়নে উৎপীড়িত হইয়া থাকে। তারপর ব্যাধি-
পীড়িত দরিদ্র ব্রাহ্মণ হয়। সে ক্রমে প্রতিগ্রহ-পরায়ণতানিবন্ধন নরকভোগ করে। যাহাদের
মন অসুখ-কলুষিত, তাহাদের তিন কল্প নরকভোগ, তারপর কোটি জন্ম চাণাল-যোনি-
প্রাপ্তি হয়। দেবতা, অগ্নি বা ব্রাহ্মণ উদ্দেশে দান করাতে যে ব্যক্তি প্রতিবেধক হয়, সে,
শতবার কুকুর জন্ম ভোগের পর চাণাল-যোনিতে নিপতিত হয়। তারপর এক কল্প
বিষ্ঠা-ক্রিমি, তিন জন্ম ব্যাঘ্র এবং একবিংশতিযুগ নরকবাসী হয়। যাহারা পরনিন্দারত,
যাহারা নিষ্ঠুরভাবী এবং যাহারা দানের বিঘ্নকর্তা, তাহাদের পাপকল সকল প্রবণ কর।
তাহাদের মুখ তপ্তলোহপিওপূর্ণ, চক্ষু সূচী-পূরিত, মস্তক অধোমুখিত এবং পদদ্বয় উদ্ধোখা-
পিত করিয়া, সমকিকরেরা তাহাদিগকে তাড়না করে। শতবৎসর পর্য্যন্ত এইরূপ ভোগের
পর শতবৎসর কাল শোণিতহুদে নিমগ্ন থাকে ও তখন তাহার গলদেশে পাষণ স্থাপিত
হয়। অনন্তর সকল নরকে একশত বৎসর বাস করিয়া আমিশভোজী প্রাণী হইয়া থাকে।
হে বিদ্বন্! পরজ্ঞাপহারীদিগের নরকের কথা শ্রবণ কর। চৌরগণ, লুপ্ত এবং উদ্-
খলে অতিশয় যাতনা ভোগ করে। অনন্তর তিন বৎসর তপ্ত-পাষণ-গ্রহণ-যাতনা ভোগ
করে, তৎপরে চৌরগণ, স্বকৃত কণ্ঠের অনুশোচনা করত সপ্তবৎসর কালসূত্র নরকে
বিদৌর্ণ হয়। তৎপরে ক্রমে সর্সনরকানলেই মজ্জত পক হইতে থাকে। হে ভূপতে!
যাহারা পরধমুচক, তাহাদের নরক-ভোগের নিয়ম শ্রবণ কর; মহত্স মহত্স যুগ
তপ্তলোহপিও ভক্ষণে যত্না পায়, অতি দারুণ সন্দংশ-নিকর দ্বারা তাহারা দশনোৎপাতিত
হয় এবং এক কল্প অতি ঘোর নিরুচ্ছ্বাস নরক ভোগ করে। হে ভূপতে! পরদারগামীদিগের
নরকভোগের বিষয় শ্রবণ কর; তাহারা তপ্ততাম্রময় নারীর নহিত অতিশয় মগ্ন করিতে
বাধ্য হয়। পরদারগামী ভয়ে পলায়নপর হইলে, সেই সব তপ্ততাম্রময় নারী বলপূর্বক
তাহাকে গ্রহণ করিয়া, সংসর্গ করে, আর ইহার কৃত কৰ্ম নির্দেশ করে। তৎপরে ক্রমে
বহু নরক ভোগ করে। হে রাজন্! (যে রমণীরা পুত্রকে ভ্রাগ করিয়া, অশ্রু পুরুষকে ভজনা
করে, তাহাদের নরকের কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। অতি বলবান্ তপ্তলোহময় পুরুষেরা
তপ্তলোহময় শয্যাতে সেই রমণীদিগকে বলপূর্বক গ্রহণ করিয়া, এক কল্প বিহার করে।
সেই পুরুষেরা ছাড়িয়া দিলে, রমণীগণ, অগ্নিসম উত্তপ্ত লোহস্তম্ভ আলিঙ্গন করিয়া, মহত্স
বৎসর অবস্থান করে। অনন্তর ক্ষারজলে স্নান ও ক্ষারজল পান-রূপ নরক ভোগ করিয়া
ক্রমে সর্সবিধ নরকভোগ করে। হে রাজসত্তম! যে ব্যক্তি, ব্রাহ্মণী, গো এবং ক্ষত্রিয়া
বধ করে, সে, পঞ্চকল্প এই সব নরক ভোগ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি, সাধু ব্যক্তিগণের
নিন্দা সাধরে শ্রবণ করে, তাহাদিগের কর্ণে তপ্ত-লোহশঙ্কু অর্পিত হয়। তারপর
সেই কর্ণচ্ছিন্ন অতি-তপ্ত তৈল দ্বারা পূর্ণ করা হয়। অনন্তর সেই ব্যক্তি, কুস্তীপাক
নরকে গমন করে। হে ভূপতে! নাস্তিকগণের নরকের কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর;—
তাহারা কোটি বৎসর নরক ভোগ করে, অনন্তর এক কল্প বিষ্ঠা ভোজন করে, তৎপরে
এক যুগ রৌরব-নরক-ভোগের পর তপ্তসৈকত-ভোজনে যত্না প্রাপ্ত হয়। যে নরাধমেরা
ব্রাহ্মণদিগের প্রতি মলোদ্য দৃষ্টিপাত করে, তাহাদের মেত্র বহুসহস্র তপ্ত সূচী দ্বারা পূর্ণ
হয়। হে রাজসত্তম! তৎপরে সেই পাপিষ্ঠেরা ক্ষারজলে স্নান এবং ঘোর ক্রকটাত্ত

যারা বিদীর্ণ হইয়া থাকে । বিধামঘাতী, সীমাপহারী এবং পরান্ন-লোভীদিগের দারুণ নরকের কথা শ্রবণ কর ;—তাহারা কুকুরমাংসভোজী এবং কুকুরভক্ষণে পীড়্যমান হইয়া প্রত্যেক নরকেই এক যুগ করিয়া বাস করে । হে রাজন ! যাহারা প্রতিগ্রহরত, যাহারা নক্ষত্রপাণী (দৈবজ্ঞবিশেষ) এবং যাহারা দেবলান্নভোজী, তাহাদের বৃত্তান্ত শ্রবণ কর ;—সেই পাপিষ্ঠগণ এক কল্প, বিষ্ঠা-ভোগ-নিরত হইয়া অতি কষ্টভোগ করত সর্বদা নরকে পতিতে থাকে । তৎপরে ভূতলে আসিয়া শত জন্ম চাণাল হইয়া থাকে, এই সকল জন্মেই হুঃখ দারিদ্র্য এবং রোগ প্রচুর পরিমাণেই হইয়া থাকে । মিথ্যাবাদী এবং নিষ্ঠুরভাবী-দিগের জিহ্বা অভিদারুণ সন্দংশনিকর যারা উৎপাতিত হয়, তৎপরে তথ্যতলে শ্মশন ও কালসূত্র নরকভোগ হয়, অনন্তর ক্ষারজলে শ্মশন ও যুদ্ধ-বিষ্ঠা-সেবনে যজ্ঞাভোগ হয় । পরে ভূতলে ব্লেচ্ছজন্ম হয় । যাহারা অপরের উদ্বোধকর, তাহারা বৈভরণী নদীতেই মগ্ন হয়, যাহারা পঞ্চমহাযজ্ঞ-পরিভ্যাগী, তাহারা লালাতক্ষ নরকে গমন করে । উপাসন-অগ্নি পরিভ্যাগী, রৌব নরকে গমন করে, অনুষ্ঠানহীন ব্যক্তির কুমিভক্ষনরকে গমন করে । হে রাজন ! এই চতুর্দশ পানীর নরকহুঃখ পঞ্চ যুগ পর্য্যন্ত । তৎপরে ভূতলে আসিয়া ইহারা পরমেশ্বর হইয়া থাকে । হে রাজন ! যাহারা ব্রাহ্মণ গ্রামের কর গ্রহণ করে, তাহাদিগের বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর ;—চন্দ্র-ভারকা যতকাল থাকে, ততকাল উহারা নরক ভোগ করে, আর যে ব্যক্তি উক্ত গ্রামে অধিক কর স্থাপন করে, তাহার সহস্র পুরুষ ও সে নিজেও কোটিকল্প নরক ভোগ করে । অধিক কি, উক্ত করগ্রহণে যে অনুমতি দেয়, সে ব্যক্তি পর্য্যন্ত অযুত অযুত ব্রহ্মহত্যা-পাপে পতিত হয় । আতিথ্যবর্জিত মনুষ্যেরা নিত্য বিবিধ ভোজন ও চারিযুগ ঘোরতর কাল-সূত্র নরকে বাস করে । অঘোনি, পশুঘোনি ও বিক্রদ্ধ-ঘোনিতে যে রেতঃসেক করে, সেই মহাপাতকী রেতোভোজন করে এবং পরে বসাকূপে দৈন্য পরিমাণে মণ্ডতিবর্ষ থাকিয়া, রেতো-ভোজী সর্বলোক-নিন্দিত মনুষ্য হইয়া জন্মগ্রহণ করে । উপবাস-দিবসে যে দন্তধাবন করে, তাহার চারিযুগ ব্যালভক্ষ্য ঘোর নরকে পতি হয় । স্বদত্ত বা পরদত্ত ভূমি হরণকারীর পাপফল বলিতেছি, শ্রবণ কর । উক্তরূপ ভূমি যে হরণ করে, তাহার কোটি পুরুষ পর্য্যন্ত প্রত্যেকে কোটি কল্প পুতিমৃত্তিকা ভোজন করত, বাতনা নরক ভোগ করে ও বাট হাজার বৎসর বিষ্ঠাভোজী হইয়া, জন্মগ্রহণ করে । যে ব্যক্তি ভূমির মিথ্যা পরিমাণ করে, তাহার নরক শ্রবণ কর,—তাহার কোটিকল্প পর্য্যন্ত ভগ্ন কর্দ্ধমে নিমগ্ন হয় । পরে সে বিষ্ঠাহুদে সহস্র যুগ মগ্ন হইয়া থাকে । তদন্তে যাবৎ চতুর্দশ ইন্দ্র, তাবৎকাল বাতনা ভোগ করে, অবশেষে ভূতলে জন্মগ্রহণ করিয়া, শতযুগ বিশ্ব-নিন্দিত, কুষ্ঠ ও ব্রণে অভিভূত হইয়া থাকে । যে ব্যক্তি, স্বকীয় কর্ম ভ্যাগ করে, তাহাকে পণ্ডিতবর্গ পাবণী বলিয়া থাকেন । তাহার সঙ্গকণ্ঠীও তদুল্য ; তাহারা উভয়েই অতি পানী ; তাহারা সহস্র ও শতকোটি কল্প সহস্র পুরুষের সহিত নরকে বাস করে । যাহার অন্ন ভগ্ন শব্দাদি চিহ্নে চিহ্নিত, সে সমস্ত বাতনা ভোগ করে ও কোটিকল্প চণাল হইয়া জন্মায় । উক্তরূপ ব্রাহ্মণের সহিত সন্তাষণ করিলে চতুর্দশ ইন্দ্র যাবৎ রৌরবগামী হইতে হয় । চক্রাবর্ত-শরীরধারী যথায় থাকে,

তথায় কেহই বাস করিবে না ; যদি কেহ বাস করে, সে ব্রহ্মহত্যা-পাপে পতিত হয় ।
 গঙ্গানান ও অশ্বমেধ যজ্ঞে রত হইলেও চক্রাঙ্কিত-তনুকে দেখিয়া পুরুষ-সৃষ্ট জপ করত
 সূর্য্য দর্শন করিবে, নচেৎ নরকগমন হইবে । লিঙ্গাঙ্কিত দেহধারীর দর্শনে রুদ্রসৃষ্ট জপ
 করত সূর্য্যকে দেখিবে, অশ্বখা রৌরবগামী হইতে হইবে । হে রাজন্ ! ব্রাহ্মণের দেহে
 সকল দেবতা অবস্থিতি করেন জানিবে ; তাহা সন্তাপিত হইলে পাপের কথা আর কি
 বলিব ? তন্মধ্যে চক্র ও লিঙ্গ-চিহ্নধারী ব্যক্তি বেদ ও শ্রুতি-বিহিত কোন কর্মেই অধিকারী
 নহে জানিবে । যাহারা ছাত্ত্রের নিকট বেতন লইয়া অধ্যাপনে রত ও যাহারা বেতন দিয়া
 অধ্যয়ন করে, তাহারা কল্পকাল পর্য্যন্ত নরক ভোগ করে ও তৎপরে শ্লেচ্ছধোমিতে জন্ম-
 গ্রহণ করে । স্ত্রীলোক ও শূদ্রের সমীপে যে ব্যক্তি বেদ অধ্যয়ন করে, সে মহত্বে কোটি
 কল্প একে একে সমুদায় নরক ভোগ করে । যাহারা দেবদ্রব্য ও ঋকদ্রব্য অপহরণ
 করে, তাহারা অযুত ব্রহ্মহত্যার তুল্য পাপ ভোগ করিয়া থাকে । যাহারা অনাথের প্রতি
 ঘেব করে ও তদীয় ধন হরণ করে, তাহাদিগের পাপের কথা বলিতেছি, একাগ্রমনে শ্রবণ
 কর । অধোমন্তক ও উর্দ্ধপাদে দুইটা স্তম্ভে কীলবদ্ধ হইয়া ধূম পান মাত্র করিয়া ব্রহ্মার
 এক দিবস পর্য্যন্ত তাহাদিগকে থাকিতে হয় । দেবপূজার নিমিত্ত কল্লিত উদ্যান
 হইতে যাহারা বৃথা পুষ্প গ্রহণ করে, তাহাদিগের বহিষ্কৃত্যাময় ঘোর নরকে গতি হয় ।
 দেবানয়ন অথবা জলে যে ব্যক্তি দেহমল পরিভ্যাগ করে, সে ব্রহ্মহত্যা তুল্য পাপভাগী
 হয় । আর উত্তরূপ স্থানে যে ব্যক্তি অহি, দন্ত, নখ ও উচ্ছিষ্ট ক্ষেপণ করে, তাহার
 পাপের কথা শুন ;—সে গ্রাম ও গ্রামোদন অস্ত্রে জর্জরিতদেহ হইয়া আর্তিরব করত তৈল-
 পাক ও কুণ্ডীপাক নরক ভোগ করে । যে ব্যক্তি ব্রহ্মস্ব—ভূষ বা কাষ্ঠ হরণ করে, চন্দ্রভারকা
 যতকাল অবস্থিতি করেন, ততকাল তাহাকে ঘোরনরকগামী হইতে হয় । হে রাজন্ !
 ব্রহ্মস্ব হরণ ইহকালে ও পরকালে দুঃখদায়ক । উহা ইহকালে সম্বাদ বিনাশ করে ও পর-
 কালে নরকব্রণা দেয় । যে ব্যক্তি কূট সাক্ষ্য দেয়, তাহার পাপের কথা শুন,—চতুর্দশ
ইন্দ্র যাযং অবস্থিতি করেন, তাৎকাল সমুদায় নরক ভোগ করে । আর মিথ্যাসাক্ষ্য যে
 ব্যক্তি দেয়, ইহকালে তাহার পুত্র ও পৌত্র বিনষ্ট হয় এবং পরকালে সে রৌরবে গমন
 করে । যাহারা অতিকামী ও মিথ্যাবাদী, তাহাদিগের মুখে সর্পপ্রমাণ জলোকা পুরিয়া
 দেওয়া হয় । ষাট বৎসর কাল এইরূপে থাকিয়া ক্ষারজলাবগাহন, কুকুরমাংস-ভোজন ও
 ক্ষার-কর্দমে লুণ্ঠন করিতে হয় । তৎপরে হস্তিগুণে নিপতিত ও মরুভূমিতে মস্তপ্ত হইতে
 হয় ; অবশেষে মর্ত্যালোকে হীনাস হইয়া জন্মাইতে হয় । হে নরপতে ! যে ব্যক্তি
 ঋতুকালে নিজ পত্নীতে গমন করে না, সে ব্রহ্মহত্যা-পাপভাগী হয় ও রৌরবে গমন করে ।
 যে ব্যক্তি শক্তি সম্বন্ধে অপরকে অনাচারে রত দেখিয়াও নিবারণ করে না, সে উপেক্ষা-
 নিবন্ধম তাহার পাপের অর্দ্ধভাগী হয় । যে ব্যক্তি পানীদিগের পাপ গণনা করে, যদি
 পাপ সন্তা থাকে, তবে সে তুল্যপানী হয় ; আর মিথ্যা হইলে বিত্তপানী হয় । নিপানীর
 উপর পাপ আরোপ করিয়া যে ব্যক্তি নিন্দা করে, চন্দ্র-ভারকার অবস্থিতি কাল পর্য্যন্ত
 তাহার সমুদয় নরক ভোগ করিতে হয় । পানীদিগের পাপের কথা যে বলে, সে
 তাহার মত পাপগ্রস্ত হয় ও তাহাদিগের অর্দ্ধেক পাপ ভোগণীও নষ্ট হয় । যে ব্যক্তি

নিজ কল্যাণ গমন করে, তাহাকে সদা কুহুরে ভক্ষণ করে ও সে ধূমপান ও মৃষাবর্ষ নরক প্রাপ্ত হয় । ব্রতগ্রহণ করিয়া যে ব্যক্তি সন্মাপন না করত পরিত্যাগ করে, সে অসিপত্র নরক ভোগ করিয়া হীনাস্র ভাবে ভূতলে জন্মগ্রহণ করে । অথো ব্রত গ্রহণ করিলে যে তাহার বিব্র কবে, সে একবিংশতি পুরুষ পর্যন্ত শ্বেদভোজন নরকগামী হয় । হে ভূপতে ! স্মার ও বর্ষোপদেশ বিষয়ে যে পক্ষপাত করে, তাহার নিকৃতি শত শত প্রারক্তিষ্টেও হয় না । যে ব্যক্তি অখাদ্য ভোজন করে, সে অযুত বর্ষ পিতৃ-পান নরক ভোগ করিয়া চণ্ডালবংশে জন্মিয়া সদা গোমাস-ভোজী হয় । বিজগৎকে বাক্য দ্বারা অবমাননা করিলে ব্রহ্মহত্যা-পাপ হয় ও যে করে, তাহার সমুদয় নরক ভোগ এবং দশজন্ম চণ্ডাল হইতে হয় । যে পরের অর্থ গ্রহণ করিয়া অপরকে প্রদান করে, সে নরকগামী হয় ও যাহার অর্থ, সে ব্যক্তি দানের কল লাভ করে । অগ্নায় পূর্বক দ্রব্য আহরণ করিয়া যে ব্যক্তি অগ্নিকে দান করে, তাহার নরকে গতি হয় ও যাহার সেই দ্রব্য, সে কললাভ করে । অঙ্গীকার করিয়া না প্রদান করিলে, লালভক্ষ্য নামক নরকে গমন করিতে হয় ও যতিদিগের নিন্দা করিলে শিলায়ন্ত্র নরক ভোগ হয় । বাহারী উদ্যান ছেদন করে, তাহার একবিংশতি যুগ খভোজন নরকে গমন করে, তৎপরে সমুদয় যাতনা প্রাপ্ত হয় । দেবগৃহ, ভূদান ও পুষ্পোদ্যান বাহারী ভগ্ন করে, তাহাদিগের গতি ত্রন,—তাহারা কোটি কোটি পুরুষের সহিত ছয় অযুতকোটি কল্পকাল পৃথক্ পৃথক্ সকল নরক ভোগ করে । পরে কোটিকল্প বিষ্ঠার কৃমি হইয়া থাকে । এক বিংশতি কল্প বিষ্ঠাভোজী ও একবিংশতিযুগ কৃমি-ভোজী হয় । পরিশেষে কোটিজন্ম চণ্ডাল হইয়া মর্ন্ত্যে অবতীর্ণ হইয়া থাকে । বাহারী গ্রাম ধ্বংস করে, তাহাদিগের পাপ এত অধিক হয় যে, আমি তাহা শতকোটি জন্মেও বলিতে পারি না । দেবপুরী ও গ্রাম দাহ বাহারী করে, তাহার ব্রহ্মার সৃষ্টিকাল পর্যন্ত নরক প্রাপ্ত হয় । যে কোন পাপের অস্মৃতি যে করে, সে অর্ধেক পাপভাগী ও যথোচিত নরকগামী হয় । যে ব্যক্তি কুণ্ড ও গোলকের অ-ভক্ষণ করে এবং গ্রামবাজী ও অযাজ্যবাজী, তাহার সকলেই মহাপাতকী । শাস্ত্রাঘাত, নক্ষত্রবাজী ও দেবলব্রাহ্মণ—এই ব্রহ্ম-চণ্ডালের পঞ্চমহাপাতকী ও ইহাদিগকে এক-বিংশতিযুগ নরকভোগ হইয়া সপ্তজন্মকাল পৃথিবীতে চণ্ডাল হইতে হয় । বাহারী উচ্ছিষ্ট ভোজন করে ও মিত্রদ্রোহে ব্রত, তাহাদিগকে সমুদয় নরক চন্দ্রতারকার অবস্থিতি কাল পর্যন্ত ভোগ করিতে হয় । বাহারী পিতৃঘজ্ঞ ও দেবঘজ্ঞ করে না এবং বেদমার্গচ্যুত, তাহাদিগকে পাবণ বলে, তাহাদিগের অসংখ্য নরক ভোগ হয় । এইরূপ পাতক ও উপ-পাতক বহুবিধ কীর্ত্তিত আছে ; তাহাদিগের বাহুল্য প্রযুক্ত কতিপয় মাত্র ভোমার বলিলাম । হে রাজন্ ! পাপ, নরক এবং বর্ষাদির সংখ্যা কীর্ত্তন করা বিষ্ণু ভিন্ন কাহার মাধ্যম ? এই সকল পাপের বর্ষশাস্ত্রোক্ত যে যে প্রারক্তিষ্ট আছে, তাহা করিলে পাপরাশি বিমষ্ট হয় । বিষ্ণুমৰ্ম্মপে প্রারক্তিষ্ট করিলে, কৰ্ম্মের নানাভিগ্নেয় হয় না ; কার্য্য সকলই চইয়া থাকে । গঙ্গা, ভুলসী, সাদুসঙ্গ, হরিকথা, অমম্বয়া এবং অহিংসা, সৰ্ব্বপাপ-বিমাশক । বিষ্ণুমৰ্ম্মপিত কৰ্ম্ম সকল হইয়া থাকে, আর বিহতে যে কৰ্ম্ম অর্পিত না হয়, তৎসমস্তই তন্মৈ বৃত্তাহতিব স্তায় বিকল হইয়া থাকে । মিথ্যা, দৈমিত্তিক, কামা এবং বুদ্ধিসাধক

সে কৰ্ম, 'উৎসমন্তু বিষ্ণুতে সমর্পিত হইলেই সাত্ত্বিক এবং সফল হয়। হে রাজন্ ! মানুষের পরম বিষ্ণু-ভক্তি, সর্বপাপ-প্রণাশিনী ; ভক্তের কৃত কৰ্ম সফলই হইয়া থাকে। মানুষের দশবিধ বিষ্ণু-ভক্তিই পাপকাননের দাবানল স্বরূপ। তামস, রাজস এবং সাত্ত্বিক ভেদে এই দশবিধতা হইয়া থাকে। হে ভূপতে ! প্রবণ কর ;—অন্তের বিনা-শের জন্য প্রক্টা সহকারে যে হরিভজনা, তাহাই (সেই ভক্তিই) অধম-তামস ; শৈবগী-রমণী নিজ পতিকে যেমন ভজনা করে, যে ব্যক্তি, সেইরূপ কপট-বুদ্ধিতে বিষ্ণু-ভজনা করে, তাহার সেই ভক্তি মধ্যম-তামস। অপরকে দেবপূজা-পরায়ণ দেখিয়া, মাৎসর্য্য বশতঃ যে হরিভক্তি, তাহাই উত্তম-তামস। ধন-বান্ধাদি প্রার্থনাপূর্ব্বক পরম প্রক্টা-সহকারে যে হরি-ভক্তি, তাহাই অধম-রাজস। যে ব্যক্তি, সর্বলোক-বিখ্যাত কীর্ত্তি উদ্দেশ্য করিয়া, পরম ভক্তি-সহকারে মাগবকে পূজা করে, তাহার ভক্তিই মধ্যম-রাজস। যে ব্যক্তি, সালোক্যাদি যুক্তি প্রার্থনা বশতঃ হরি-পূজা করে, তাহার ভক্তি উত্তম-রাজস। হে রাজন্ ! যে ব্যক্তি স্বকৃত পাপক্ষয়ের জন্য পরম প্রক্টা-সহকারে হরি-পূজা করে, তাহার ভক্তি অধম-সাত্ত্বিক। হে রাজন্ ! যে মানব, 'এই কার্য্য বিষ্ণুর প্রিয়' এইরূপ মনে করিয়া, সেই কৰ্ম্ম অনুষ্ঠান করে, তাহার ভক্তি মধ্যম-সাত্ত্বিক। যে ব্যক্তি, কৰ্ত্তব্যবোধে দাসবৎ চক্রপাণির পূজা করে, তাহার ভক্তি শ্রেষ্ঠ-ভক্তি এবং উত্তম-সাত্ত্বিক। যে মানব, মারায়ণের কোন প্রকার মহিমা শ্রবণে তন্ময়ভাবে মত্তোষ লাভ করে, তাহার ভক্তি উত্তম-সাত্ত্বিক। 'আমিই বিষ্ণু, সমস্ত জগৎ আমাতেই অবস্থিত'; যে ব্যক্তি, মতত এইরূপ উপগাক্ষ করে, সেই উত্তমোত্তম অর্থাৎ তাহার ভক্তিই সর্বশ্রেষ্ঠ। এই দশবিধ ভক্তি হইতেই (নীত্র হটক, বিলম্ব হটক,) সংসারবন্ধ দূর হয়। তন্মধ্যে সাত্ত্বিকী ভক্তি, সর্ব-কাম-ফলদায়িনী। অতএব হে রাজন্ ! প্রবণ কর, সংসারবন্ধ-চ্ছেদনে যাহার ইচ্ছা, সে যেন, নিজ কৰ্ম্মের অবিরোধে বিষ্ণু-ভক্তি করে। যে ব্যক্তি সঙ্ক্যা-বন্দনাদি নিজ কৰ্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, ভক্তিমাত্র লইয়া কালযাপন করে, বিষ্ণু তাহার প্রতি তুষ্ট হন না, যেহেতু বিষ্ণু আচারে অর্থাৎ সঙ্ক্যা-বন্দনাদি কৰ্ম্ম হইতে মত্তোষ অনুভব করেন। আচারই সর্বশাস্ত্রের প্রথম প্রতিপাদ্য ; আচার হইতে বর্ষের আবির্ভাব, বিষ্ণু বর্ষের প্রভু। অতএব স্বর্ণ্যাবিরুদ্ধ হরিভক্তি অনুষ্ঠেয়। যাহারা সনাতন-বর্জিত, তাহাদের বর্ষ এবং অর্থও সুখজনক নহে। হে মহাপতে ! তুমি বাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, আমি উৎসমন্তু কীর্ত্তন করিলাম। অতএব হে দূতবত ! তুমি বর্ষ-পরায়ণ হইয়া, সুখ-ভোগ কর। বহুসহকারে অবিকারী মারায়ণকে পূজা কর, তাহার পূজা করিলে, সর্ব অতীষ্ট সিদ্ধ হইবে। হে মহাপতে ! হরি হরে অভেদ বুদ্ধি করিয়া তাহাদের পূজা কর, যে ব্যক্তি, তাহাদের ভেদ জ্ঞান করে ; তাহাদের অযুত অযুত ব্রহ্মহত্যার পাপ হয়। শিবই সাক্ষাৎ বিষ্ণু, বিষ্ণুই সাক্ষাৎ শিব ; এতদ্ব্যতীত ভেদবুদ্ধি যে করে, সে, কোটি কোটি বার মরকে গমন করে। হে রাজন্ ! তোমার পূর্ব্বপুরুষগণ, আজ্ঞাভাঙন-পানী ; কপিলা-কোণ্যামলে দগ্ধ হইয়া তাহারা মরকে বাস করিতেছে। হে মহাভাগ বিষ্ণু ! গঙ্গাজল সেচনকালে তাহাদিগকে উদ্ধার কর ; গঙ্গা সকল পাপই বিনষ্ট করেন। হে জমাবিপ ! কেশ, অহি, নখ, দন্ত এবং তন্ময় গঙ্গাজল-স্পৃষ্ট হইবামাত্র, এই সব বস্তু যে যে পূর্ব্বের

তাহাদিগকে বিষ্ণুপাদনৌত করে । হে রাজন্ ! যাহার ভাষা বা অস্থি গঙ্গায় নিক্ষিপ্ত হয়, সে ব্যক্তি মহাপাতকী হইলেও পরম পদ প্রাপ্ত হয় । হে রাজেন্দ্র ! শুষ্ক কথা শ্রবণ কর ;—গঙ্গা নিখিল-পাপনাশিনী, গঙ্গাজল-বিম্বু সেচনেই পরমপদ-প্রাপ্তি হয় । হে বিদ্বন্ ! যে সব পাপের কথা তোমার নিকট বলিয়াছি, গঙ্গাজল-বিম্বু মাত্র অভিষেকের উৎসমস্ত পাপ বিনষ্ট হয় ।” নারদ কহিলেন, হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ ! ধর্মরাজ, রাজা ভগীরথকে এই কথা বলিয়া, অস্তহিত হইলেন, রাজা ভগীরথও উপস্থাপ্য করিতে কৃত-নিশ্চয় হইলেন । হে সনৎকুমার ! রাজা সমগ্র পৃথিবী রাজ্যের ভার মন্ত্ৰিগণের উপর স্থাপ্ত করিয়া, উপস্থাপ্য করিবার জন্য হিমালয়ে গমন করিলেন ।

চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশ অধ্যায় ।

ঋষিগণ কহিলেন,—হে সূত ! পৃথিবীপতি ভগীরথ হিমালয় পর্বতে গিয়া কি কৰ্ম্ম করিয়াছিলেন এবং কিরূপেই বা গঙ্গা আনয়ন করিয়াছিলেন ? তাহা তুমি তাহাদিগের নিকট, বাস্তব করিয়া বল । সূত কহিলেন,—মহারাজ ভগীরথ হিমালয় পর্বতে গমন করত বন মধ্যে জটী কোণীন ধারণ করিয়া, উপস্থার মিমিত্ত গোদাবরী-তটে গমন করিয়াছিলেন । যেখানে ভৃগু-মুনির স্মরণ আশ্রম, যে মহারণ্য কুমার-পরিপূর্ণ, যাহাতে মাতঙ্গ-সমূহ বাস করিতেছে, যে স্থানে লমরগণ লমণ করিতেছে, যে স্থানে, পাক্ষিসমূহের শব্দে পরিপূর্ণ, যে স্থানে বরাহগণ ইতস্ততঃ গমনাগমন করিতেছে, যে বন মধ্যে চমরীরা বালতালবাজন করিতেছে, যাহাতে ময়ূর সকল নৃত্য করিতেছে, যে স্থানে চাতক প্রভৃতি পাক্ষিসমূহ বাস করিতেছে, যে স্থানে মুনিকল্যাণী আদর পূর্বক বৃহৎ বৃক্ষ সকলকে বর্জিত করিয়াছে, যে মহারণ্য—শাল, ডাল, ভমালবৃক্ষে পূর্ণ, যে বন বৃহৎ হিমালবৃক্ষ-পরিশোভিত, যাহা প্লক্ষ, ষজোড়বৃক্ষ, কুদাল, শমী এবং রুচকবৃক্ষ দ্বারা উত্তম শোভা-লাভ, যে বন মালতী, যুথিকা, কুম্ভ, চম্পক এবং অশ্বথ বৃক্ষে ভূষিত, যে বনে গুল্ম সকল মন্দা প্রসুতিত, যাহাতে ঋষিগণ মন্দা বাস করেন, গোদাবরী-তীরস্থিত সেই মহারণ্য দর্শন করত সেই মহারণ্য মধ্যে বেদাদি শাস্ত্রের অধ্যয়নশব্দে পরিপূর্ণ ভৃগুর আশ্রমে ভগীরথ প্রবেশ করিলেন । ভগীরথ আশ্রমে প্রবেশ করিয়া শ্রেষ্ঠ-শিষ্যগণ-পরিবৃত, বেদাদি-শাস্ত্র-বাণীভাষা, সূর্য্যের গায় ভেজস্বী ভৃগুমুনির দর্শন করিলেন । পরে তিনি মুনিশ্রেষ্ঠ ভৃগুকে বন্যাবিধি প্রশ্ন করিলেন, ভৃগুও সম্যমপূর্বক তাঁহার আতিথ্য করিলেন । ঋষিশ্রেষ্ঠ ভৃগু, রাজার আতিথ্য করিলে, মহারাজ কৃতজ্ঞ হইয়া মুনিপুত্র ভৃগুকে দিনমপূর্বক কহিতে আদিলেন,—“হে ভগবন্ ! আপনি সমস্ত ধর্মই অবগত আছেন এবং সকল শাস্ত্রের গারদর্শী, অতএব সনৎকুমার-সমূহের একমাত্র উদ্ধার-কর্তা ভগবান্, যে কৰ্ম্ম দ্বারা সমস্ত লোক কলিত এবং যে সকল কৰ্ম্ম করিলে ভূতভাবম ভগবানের পূজা করা হয়, হে প্রজন্ !

অনুগ্রহ করিয়া আমার নিকট সেই সমস্ত প্রকাশ করুন ।” ভৃগু কহিলেন,—“হে রাজন্ ! তুমি যাহা অভিলাষ করিয়াছ, তাহা জানিয়াছি, তুমি অতিশয় পুণ্যবান্ তাহা না হইলে কিজন্তু আপনার পূর্ব-পুরুষদিগকে উদ্ধার করিতে উদ্যত হইবে ? হে ভূপাল ! যে কোন ব্যক্তি গঙ্গা-জল-মেকাদি দ্বারা আজীর্ণগণকে উদ্ধার করিতে অভিলাষ করে, তুমি তাহাকে মনুষ্যরূপধারী হরিরূপে জানিবে । হে রাজেন্দ্র ! দেবভ্রাত্রেষ্ঠ ভগবান্ যে সকল কৰ্ম্ম দ্বারা মনুষ্যদিগকে ইষ্টকল প্রদান করেন, আমি তাহা বলিতেছি, তুমি মনোযোগ পূর্বক শ্রবণ কর । হে রাজন্ ! তুমি মত্যা অবলম্বন কর, কদাচ হিংসা করিও না । সর্বদা সকল ঋণীর হিতকারী হইবে, কখনই মিথ্যা বলিবে না । দুর্জনের সংসর্গ ত্যাগ করিবে, সাধুজনের সংসর্গ করিবে, তুমি দিদারাত পুণ্যকার্য্য করিবে । মনাতন বিষ্ণুকে স্মরণ কর, মহাবিষ্ণুর পূজা কর, অনুষ্ঠান শাস্তির আশ্রয় গ্রহণ কর, পরে অষ্টাঙ্কর মহামন্ত্র জপ করিয়া, মঙ্গল প্রাপ্ত হইবে ।” রাজা কহিলেন,—“হে যুনে ! মত্যা কিপ্রকার ? অহিংসাই বা কিরূপ ? কিরূপ কার্য্য করিলে, সকল ঋণীর হিত করা হয় ? অনৃত কাহাকে বলে ? কোন্ কোন্ ব্যক্তি দুর্জন ? কাহারাই বা সাধু ? পুণ্য কিপ্রকার ? কিরূপে বিষ্ণুকে স্মরণ করিতে হয় ? তাহার পূজা কিরূপ ? শাস্তি কাহাকে বলে ? অষ্টাঙ্কর মন্ত্র কি ? হে যুনে ! আপমি সমস্ত শাস্ত্রের অর্থ যথার্থরূপে অবগত আছেন এবং যথার্থ-অর্থ-জ্ঞানে আপনার জ্ঞায় পণ্ডিত আন নাই, যেভাবে পুত্রবাংমল্য সহকারে আমার নিকট এই সমস্ত কীর্তন করুন ।” ভৃগু কহিলেন,—“হে মহাপ্রাজ্ঞ ! তুমি অতিশয় সাধু, তোমার বুদ্ধি অতি উত্তম । হে রাজন্ ! তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, আমি তোমার নিকট তৎসমস্ত বলিতেছি ; হে রাজন্ ! পণ্ডিতগণ বলেন, যথার্থ-কখনই মত্যা ; ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ, ধর্ম্মের অবিরোধী মত্যা বাক্য বলিবেন । সুতরাং সাধুরা দেশ-কাল-পাত্র প্রভৃতিকে বিশেষরূপে অবগত হইয়া স্বকীয় ধর্ম্মের অবিরোধী যে সমস্ত বাক্য প্রয়োগ করেন, তাহা মত্যা । হে রাজন্ ! যে সমস্ত কৰ্ম্ম কোন ঋণীরই ক্লেশকর হয় না, তাহাকেই সর্ক-কামার্থদায়িনী অহিংসা বলিয়া জানিবে । যাহা ধর্ম্মকার্য্যের সহায় এবং অকার্য্যের শত্রু, পণ্ডিতগণ তাহাকেই সকল লোকের হিতরূপে কীর্তন করিয়াছেন । ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম বিবেচনা না করিয়া, ইচ্ছানুরূপ বাক্যকেই সমস্ত মঙ্গল কার্য্যের বিরোধী অনৃত বলিয়া জানিবে । হে রাজন্ ! যাহারা সকল লোকের শত্রু, যাহাদিগের বুদ্ধি অনবরত কুপথে গমম করে, যাহারা সর্ক-কর্ম্ম-বহিষ্কৃত এবং মূর্খ, তাহারাই দুর্জন । যাহারা ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেচনা করিয়া, বেদের আদেশ অনুসারে কৰ্ম্ম করে এবং যাহারা সকল জীবের হিত-কার্য্য করে, তাহারাই সাধু । সাধুগণ কহিয়াছেন,—যাহা ঈশ্বরের ঐতিকর, মনোজিত্রা যাহাকে সেবা করিয়া থাকেন এবং আপনার ঐতিজনক, তাহাই পুণ্য । ‘এই সমস্ত জগৎ বিষ্ণুময়, বিষ্ণুই সকলের কারণ এবং আমিও বিষ্ণু’ এইরূপ চিন্তার নাম বিষ্ণুস্মরণ । বিষ্ণুই সমস্ত দেবতা, তাহার পূজাতে কোনরূপ বিধি নাই, এইরূপ মনের ঐতিকে ভক্তিরূপে নির্দেশ করিয়াছেন । ‘নিভাস্বরূপ, পূর্ণব্রহ্ম বিষ্ণুই সর্কভূতময়’ এইরূপ অভেদ-জ্ঞানস্বরূপ যে ভক্তি, তাহাই পূজা ।—শত্রু এবং মিত্র উভয়ে সমজ্ঞান, আপনার জিতেল্লিখতা এবং বদুচ্ছাত্তমে লজ্জা বস্তুতে যে মন্তোপ, তাহার নাম শাস্তি । এতৎ সমস্ত হইতেই জপঃসিদ্ধি হইয়া থাকে এবং সমস্ত পাপ-

রাশি অচিরে বিনষ্ট হয় । হে রাজেন্দ্র ! তোমার নিকট সমস্ত পাপ-নাশক, একমাত্র পুরুষাৰ্থ-সাধন, অষ্টাঙ্গরূপ মহামন্ত্র বলিতেছি । সমস্ত-মিদ্ধি-প্রদানে সক্ষম, দিক্‌রীতিজনক ‘ও নমো নারায়ণায়’ এই মন্ত্রের মন্ত্র রূপ করিবে । লক্ষী যাহার বামকোড়ে, অবস্থান করিতেছেন, যিনি নানা অলঙ্কারে অলঙ্কৃত, যাহার বক্ষঃস্থল শ্রীবৎস-চিহ্নে চিহ্নিত, যিনি প্রদীপ্ত কোমলমণিযুক্ত মালা ধারণ করিয়াছেন, যিনি হস্ত দ্বারা অভয় দান করিতেছেন, দেবতা এবং অমৃতগণ যাহাকে নমস্কার করে, সেই শঙ্খ-চক্রধারী, ক্রীড়া-কুণ্ডলধারী, রোগশূন্য, পীতবস্ত্রধারী, সমস্ত অশীষ্টফলপ্রদানে সক্ষম, শান্ত-স্বভাব, প্রভু, নারায়ণের ধ্যান যে ব্যক্তি করে এবং এই প্রকার উৎপত্তি-বিনাশবর্জিত পরমাত্ম-স্বরূপ মহাবিকৃকে আপনাতে দর্শন করে, সে সমস্ত মঙ্গল লাভ করিয়া থাকে । হে ভূপতে ! এক্ষণে তুমি বিশ্বাস কর । নারায়ণ বাচা, মন্ত্র তাঁহার বাচক, মহাত্মা নারায়ণের বাচ্য-বাচক সম্বন্ধ মিথ্য । এই ঘোর সংসারসমুদ্র বেরূপ অনাদিপ্রবৃত্ত, মহাবিকৃত ও রূপ অনাদি এবং তিনিই সংসার হইতে মুক্ত করেন । ঐ মহাবিকৃ, জগতের বিধাতা, তিনিই সমস্ত অভিলষিত ফল প্রদান করিয়া থাকেন, তিনিই অন্তর্যামী জ্ঞানরূপী মিথ্যাস্বরূপ পূর্বস্রষ্ট । তুমি আমাকে বাহ্য জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, আমি তৎসমস্ত কহিলাম, তোমার মঙ্গল হউক, উপস্থাপন সিদ্ধিলাভ কর এবং পরমসুখে গমন কর ।” সুত কহিলেন,—ঋষিভ্রষ্ট ভৃত্ত, মহীপাল ভগীরথকে এই কথা বলিলে, ভগীরথ উত্তম ঐতিলাভ করত উপস্থাপন নিমিত্ত বনে গমন করিলেন । পরে হিমালয়পর্বতে গমন করিয়া, মনোহর গঙ্গাভীরে বাস করত নাদেশ্বর নামক মহাক্ষেত্রে অভিশয় কঠোর উপস্থাপন ব্রতী হইলেন । রাজা উপস্থাপকালে ত্রিকালীন স্নান, কন্দ মূল ফল আহার, নর্সদা অতিথিপূজা ও হোম করিতে লাগিলেন এবং সকল প্রাণীর হিতাকাজী, শান্তিগুণাবলম্বী, গলিতপত্রভোজী রাজা নারায়ণে, একাগ্রচিত্ত হইয়া পত্র, পুষ্প, ফল এবং জল দ্বারা ত্রিকালীন হরিপূজা করত অত্যন্ত ধৈর্যাবলম্বন পূর্বক বহুকাল সাধনকরত হরির ধ্যান করিতে লাগিলেন । পরে বার্ষিকশ্রেষ্ঠ রাজা, প্রাণারাম দ্বারা নিবাস রোধ করত উপস্থাপন করিতে আরম্ভ করিলেন । এইরূপে অমস্ত, অবিদ্যমী, পরমদেবতা নারায়ণের ধ্যান করত, বটসহস্র বর্ষকাল, নিবাস রোধ করিয়া রহিলেন । পরে রাজা ভগীরথের নামিকাবর হইতে ভয়ঙ্কর ধূম বহির্গত হইতে লাগিল । হে মহামুনে ! দেবতার সেই ধূম দর্শন করিয়া, অভিশয় ভীত হইলেন । পরে দেবভাগ্য ভয়ে অভিশয় পীড়িত হইয়া, স্বীয় স্বীয় অধিকার বিনষ্ট হইবে এই ভয়ে, যে স্থানে জগদীশ্বর মহাবিকৃ বাস করিতেছেন, সেই স্থানে গমন করিলেন । পরে স্বর্গের ঐশ্বর দেবগণ, কীর্ত্তন-সমুদ্রের উত্তর তীরে গমন করিয়া, পশুপাশ-বিমোচনকারী দেবাদিদেব ঐশ্বরের স্তব করিতে লাগিলেন । দেবগণ কহিলেন,—“যাহার অরণ্যমাত্র সমস্ত পীড়ার শান্তি হয়, ঐশ্বরস্ব ব্যক্তিয়া যাহাকে জ্ঞানগত বলিয়া কীৰ্ত্তন করিয়াছেন, যিনি জগতের একমাত্র প্রভু, সেই স্বভাবপরিপুষ্ট পূর্বস্রষ্ট পরমেশ্বর বিকৃকে আমরা নমস্কার করি । বর্ষিষ্ঠ ব্যক্তিয়া যাহাকে নর্সদা ধ্যান করে, যিনি সকলের পরমাত্মা, যিনি স্বকীয় ইচ্ছানুসারে শরীর প্রাপ্ত করিয়া, দেবতাদিগের কার্য সাধন করিয়া থাকেন, সমস্ত জগৎ যাহার স্বকীয় রূপ, সেই জগতের একমাত্র প্রভু পুরুষোত্তমকে নমস্কার করি । যে মুরারির নাম কীৰ্ত্তন

করিলে, সমস্ত পাপ মিনষ্ট হয়, সেই পুরাণের আদিপুরুষ পরমেশ্বর বিষ্ণুকে, পুরুষার্থসিদ্ধি
 নিমিত্ত নমস্কার করি। দিবাকর প্রভৃতি যাহার ভেজে প্রকাশ পাইতেছেন, যাহার প্রভাবে
 মদী এবং নদ সকল সমুদ্রে আক্রম করিতে পারে না, সেই পুরুষাৰ্ঘ্যরূপ, কাজরানী,
 দেবগণের আদিদেব বিষ্ণুকে নমস্কার করি। যাহার আত্মানুসারে কমলযোনি ব্রহ্মা নিরন্তর
 জগৎসৃষ্টি করিতেছেন, বেদ এবং ব্রাহ্মণগণ লোকদিগকে পবিত্র করিতেছেন, সেই
 শুণাকর দেবাদিদেব বিষ্ণুকে নমস্কার করি। দেবতা ও অমুরগণ যাহার পাদপদ্ম পূজা
 করিয়া থাকেন, যিনি সাধুভক্তগণের অভিলষিত-সিদ্ধির কারণ, যিনি একমাত্র জ্ঞান দ্বারা
 লভ্য ; সেই যধুকৈটভারি, সর্বশ্রেষ্ঠ বিষ্ণুকে নমস্কার করি। যিনি পদ্মযোনি ব্রহ্মাদি
 দেবগণের আরাধ্য, যজ্ঞই যাহার প্রিয়, যিনি বজ্রঃ তোলা, যিনি সকল হইতে উত্তম এবং
 যিনি বাঞ্ছিত বস্তুর প্রদানে সক্ষম, সেই বিষ্ণু, শীতাম্বরধারী অনন্তদেব পরমেশ্বর
 নারায়ণকে নমস্কার করি। যিনি নিত্যানন্দ এবং নিত্যজ্ঞান স্বরূপ, যিনি অজ্ঞানরা
 অন্ধকারে আচ্ছন্ন ব্যক্তিগণের অস্ত্রের, যাহার আদি-মধ্য অন্ত কিছুই নাই, যিনি উৎপত্তি-
 বিবর্জিত, সেই রূপাদিবিহীন পরমেশ্বর-দেবকে নমস্কার করি।” ইত্যাদি দেবগণ তৎকালে
 মহাবিষ্ণুকে এইরূপে স্তুব করিলে, মহাবিষ্ণু, দেবগণের নিকট সেই রাজর্ষি ভগীরথের চরিত্র
 বর্ণন করিতে লাগিলেন। পরে হরি দেবগণকে অখ্যাত প্রদান পূর্বক অন্তর প্রদান করিয়া,
 যে স্থানে রাজর্ষি ভগীরথ উপস্থিত করিতেছেন, সেই স্থানে গমন করিলেন। পরে শঙ্ক-চক্ৰ-
 ধারী সচ্চিদানন্দরূপী সমস্ত জগতের গুরু, দেবদেব হরি, সেই রাজার সম্মুখবর্তী হইলেন।
 যাহার শরীর-প্রভাষ দিক্ সকল সমুজ্জল, বর্ণ অতসী পুষ্পের স্তায়, কর্ণ সমুজ্জল কুণ্ডল দ্বারা
 ভূষিত, প্রস্ফুটিত পদ্মপত্র সদৃশ মেত্র, যন্তুক প্রদীপ্ত মুকুট দ্বারা উজ্জল, যিনি শ্রীকংস এবং
 কৌন্তভ ধারণ করিতেছেন, যাহার বাহ্যের সুদীর্ঘ, সমস্ত অঙ্গ প্রশস্ত, দেবভাগ্য যাহার
 পাদপদ্ম সেবা করিয়া থাকেন, পৃথিবীপালক রাজা ভগীরথ সেই হরিকে নিকটে
 দর্শন করত ভূমিতে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া প্রণাম করিলেন। তৎপরে ভগীরথ অত্যন্ত
 হর্ষাবিত-চিন্তে রোমাকিত-শরীরে গদগদ-বাক্যে পুনঃপুনর্বার “কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ”
 বলিতে লাগিলেন। তৎকালে ভূতবান ভগবান্ অন্তর্ধামী জনার্দ্রন বিষ্ণু, প্রমত্ত-চিন্তে
 তাহার উপর সদয় হইয়া, কহিতে লাগিলেন,—“হে ভগীরথ। তুমি অতি ভাগ্যবান্,
 তোমার অতীষ্ট সিদ্ধ হইবে এবং তোমার পূর্বপুরুষ পিতৃ-পিতামহগণ আমার লোকে
 আগমন করিবে। তুমি আপনার সামর্থ্যানুসারে আমারই শরীরান্তর শত্ৰুকে স্তুব
 দ্বারা আরাধনা কর, সেই শত্ৰু তোমার সমস্ত মঙ্গল বিধান করিবে, তাহাতে সংশয় নাই।
 হে রাজন্। আমিও সেই হিমালয়-কন্যা ভগবতীর পতিকে প্রতিদিন পূজা করিয়া থাকি,
 অতএব, তুমি, সেই স্তবাহঁ, সুখদানে সক্ষম, ইশানকে স্তুব দ্বারা আরাধনা কর। হে রাজন্।
 তুমি সেই উৎপত্তি-বিনাশ-বর্জিত সমস্ত অভিলষিত কলদাতা দেবকে পূজা করিলে, তিনি
 তোমার মঙ্গল বিধান করিবেন।” বিখ্যাত দেবাদিদেব পরমেশ্বর জগদীশ্বর অচ্যুত
 এই কথা বলিয়া, অন্তর্হিত হইলেন, পৃথিবীনাথও গাজোথান করিলেন। পরে হে বিজো-
 ত্তমগণ। রাজেন্দ্র ভগীরথ ইহাকে স্বপ্ন, কি সত্য এইরূপ বিতর্ক করত, বিম্বিত-চিন্তে
 ‘একণে কি করিব’ এইরূপ অতিশয় চিন্তাকুল হইলেন। অনন্তর বিজ্ঞান-চেতা ভগীরথের

প্রতি আকাশমার্গে অতি উচ্চ দৈববাণী হইল, ‘তুমি এই সমস্ত সত্যরূপে জানিবে, তিষ্ঠা করিও না ।’ তৎকালে পৃথিবীমাথ উন্নত হইয়া ভক্তিপূর্বক জগৎকারণ, সকল দেবতা স্বরূপ ঐশ্বর্যকে স্তুত করিতে লাগিলেন—“যিনি প্রণতদিগের শীড়ামানক, বেদাদি শাস্ত্র প্রমাণ স্বাণী অজ্ঞেয় এবং যিনি প্রণব স্বরূপ, সেই জগৎপতি ঐশ্বর্য দেবকে নমস্কার করি । এই জগৎ যাহার রূপ, যিনি উৎপত্তিস্থিত এবং যিনি মর্গ-স্থিতি বিমোহের কারণ, সেই উর্দ্ধরেতা, বিশ্বরূপী বিরূপাক্ষকে নমস্কার করি । যোগীশ্বরগণ যাহাকে আদি-অন্ত-মধ্য রহিত এবং অক্ষ ও অব্যয় এইরূপ কঠিনা থাকেন, সেই মলোব-বর্ধন অনন্তকে নমস্কার করি । যিনি ত্রিলোকের অধীশ্বর, যিনি সকলের প্রতি অমুরাগী এবং সকলে যাহার প্রতি অনুরক্ত, তাহাকে নমস্কার । নীলকণ্ঠকে নমস্কার । পশুপতিকে নমস্কার । যিনি চৈতন্য স্বরূপ, তাহাকে নমস্কার । যিনি পুষ্টিদেবের অধীশ্বর, তাহাকে নমস্কার । যাহার স্মরণ ব্যতীে সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়, তাহাকে নমস্কার । মৌলীকে নমস্কার । ব্রহ্মদেবকে নমস্কার । কপর্দী প্রচেতাকে নমস্কার । পিনাকপাণিকে নমস্কার । শূলপাণিকে নমস্কার । তুমি সমস্ত ভূতস্বরূপ তোমাকে নমস্কার । ঘটোত্তমকে নমস্কার । পশুপতিকে নমস্কার । ক্ষেত্রপতিকে নমস্কার । কপালহস্তকে নমস্কার । পাশ এবং মুদারপাণিকে নমস্কার । যাহারা সমস্ত পাপরাশিকে বিনষ্ট করিয়া থাকে, তাহাদিগের প্রভুকে নমস্কার । যিনি ভূতবনের অধীশ্বর, তাহাকে নমস্কার এবং ক্ষেত্রীদিগের পতিকে নমস্কার । হিরণ্যগর্ভকে নমস্কার, তিরণাপতিকে নমস্কার । তুমি হিরণ্যরেতা, তোমাকে নমস্কার । এই সমস্ত বিশ্বমংসার তোমার উপাসিত, তোমাকে নমস্কার । তুমিই ধ্যানস্বরূপ, ধ্যানের সাক্ষী এবং ধ্যানকর্তা, তোমাকে নমস্কার ও অস্তিত্বকে নমস্কার । মেঘ-সেতু সৃষ্টি স্বজন করে, তাহার স্মার যিনি এই চরাচর অখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড স্বজন করিতেছেন, যিনি প্রধান পুরুষ এবং যিনি স্বপ্রকাশ স্বরূপ, পতিভগবৎ যাহাকে সনাতন পরমজ্যোতি স্বরূপ বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন, সেই মনুষ্য-চন্দ্র সূর্য্যস্বরূপ মহাক্সাকে নমস্কার করি । হে উমাকান্ত ! হে বিরূপাক্ষ ! হে নীলকণ্ঠ ! হে সদাশিব ! হে মৃত্যুশ্বয় ! হে মহাভাগ ! যাহা বঙ্গল, তুমি তাহাই বিধান কর । কপর্দীকে নমস্কার । হে নীলগ্রীব ! তোমাকে নমস্কার । কৃশানুরেতাকে নমস্কার । শিব আমাদিগের প্রতি প্রসন্নমনা হউন । সমুদ্র, নদী, পর্ব্বত, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, দেবতা এবং সিদ্ধগণ যাহা হইতে উৎপন্ন হইরাছে, জীবগণ যাহা হইতে চেষ্টা করিতেছে, সেই মহাদেব আমাদিগের অন্তপ্রদান করুন । যোগিগণেরা যাহাকে বিশ্বরূপে ধ্যান করিতেছেন, যাহাকে সকল প্রাণীর অন্তরাখ্য আশ্রয়রূপে গান করেন, যিনি অধিতীয় এবং স্বভূত, যিনি সমস্ত জগৎপ্রবের আধার, তাহাকে বারংবার নমস্কার করি ।” যে ব্যক্তি ত্রিসংখ্যায় সময়ে এই মাগরভাষিত শব্দসম্বোধ পাঠ করে, সে সমস্ত ইচ্ছানুরূপ কললাভ করে । ভগীরথ এইরূপে স্তুত করিলে, লোকদিগের মঙ্গলকারী মহাদেব শব্দ তৎকালে উগ্রভঙ্গী বাক্য ভগীরথের নিকটে উপস্থিত হইলেন । যাহার পাঁচটি বদন, বশ হস্ত ; যিনি চক্ষুর অর্ধ মস্তকে বারণ করিয়াছেন ; যাহার তিন লোচন, অঙ্গ অতি সুন্দর ; যিনি মাগসর্পকে বজ্রোপবীতরূপে বারণ করিয়াছেন ; যাহার বক্ষঃস্থল অতি প্রশস্ত, আটটি বাহ ; যিনি গজচর্ম্মের বস্ত্র বারণ করিয়াছেন ; দেবতার যাহার পাদ-

পদ্মকে অর্চনা করিতেছেন, রাজা ভগীরথ, সেই মহাভক্তস্বামী মহাদেবকে দর্শন করত ভাবে
গন্ধাদ হইয়া, পৃথিবীমণ্ডলে পতিত হইলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে ‘মহাদেব’ এই কথা বলিয়া,
মহাদেবকে প্রণাম করিলেন। চন্দ্রশেখর শঙ্কর, রাজার ভক্তি অবগত হইয়া, আনন্দের
সহিত রাজাকে কহিলেন,—“আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি, তুমি বর যাজ্ঞা কর। হে নিম্পাপ।
তোমার স্তব এবং তপস্যা দ্বারা আমি পূজিত হইয়াছি, তুমি অতুল ভোগ্যবস্ত্র ভোগ করত
মোক্ষ প্রাপ্ত হইবে।” দেবদেব এই কথা বলিলে, রাজা আনন্দচিত্তে যুক্তহস্ত হইয়া
জগদীশ্বরের ঈশ্বরকে কহিতে লাগিলেন,—“হে মহেশ্বর। যদি আপনি অনুগ্রহ করিয়া,
আমাকে বরদান করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে, ত্রিপথ-গামিনী গঙ্গার প্রসাদে
আমার পিতামহদিগকে উদ্ধার করুন।” দেবদেব কহিলেন,—“আমি তোমাকে গঙ্গা
প্রদান করিলাম, এই গঙ্গা তোমার পিতামহদিগের উদ্ধারপথ হইবে এবং তোমাকেও
মোক্ষপদ প্রদান করিলাম।” মহাদেব এই কথা বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। পরে শিব-
শিরোবাসিনী ত্রিজগতের একমাত্র পবিত্রকারিণী গঙ্গা, সমস্ত জগৎকে পবিত্র করত
ভগীরথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। হে পণ্ডিত। সেই অবধি পাপনাশিনী
নির্মল গঙ্গাদেবী, ত্রিলোকের মধ্যে ভাগীরথী এই নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। হে
মুনীশ্বরগণ! মগর-রাজার পুত্রেরা যে স্থানে দগ্ধ হইয়াছিল, সরিষের গঙ্গা, সেই
দেশকে প্রাণিত করিলেন। যে সময়ে গঙ্গা, মগর-সন্তানদিগের ভগ্নকে সম্যকরূপে
প্রাণিত করিলেন, সেই সময়েই মরুভূমি মগর-সন্তানগণ পাপ হইতে মুক্ত হইলেন এবং
পূর্বে যম, যে মগর-সন্তানদিগকে ভাঙমা করত শিক্ষা প্রদান করিতেন, এক্ষণে সেই
যমই গঙ্গাজল-পরিপূর্ণ সেই মগর-সন্তানদিগকে পূজা করিতে লাগিলেন। পরে যম,
মগর-সন্তানদিগকে নিম্পাপ জানিয়া, সবিনয়ে তাঁহাদিগকে প্রণাম করত যথাবিধি পূজা
করিয়া, এই কথা বলিতে লাগিলেন,—“ওহে রাজপুত্রগণ! তোমরা স্বীয় কর্ম-বশতঃ
এই কাল পর্য্যন্ত এই অতি ভীষণ-মরু ভোগ করিলে, এক্ষণে তোমাদিগের বংশে
ভগীরথ নামে এক ব্রহ্ম সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সেই ভগীরথ তোমাদিগকে এই মরু
হইতে উত্তীর্ণ করিয়াছেন; তোমরা শীঘ্র এই সর্বকামান্বিত-বিমানে আরোহণ করিয়া,
সমস্ত লোকের প্রদান হইতে প্রধান বিষ্ণু-লোকে গমন কর।” যম, তাহাদিগকে এই
কথা বলিলে, মহাত্মা মগর-সন্তানগণ পাপ হইতে মুক্ত হইয়া, শত কোটি পুরুষের
সহিত বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হইলেন। যিনি করির চরণপ্রান্তে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সেই
মহাপাতক-মাশিনী ত্রিলোক-বিশ্রুতা গঙ্গার একরূপ প্রভাব। এই উপাখ্যান, অতিশয়
পুণ্যজনক, পরমায়ু-বৃদ্ধিকর এবং মহাপাতক-বিনাশে সক্ষম। যে ব্যক্তি ইহা পাঠ করে
অথবা শ্রবণ করে, সে গঙ্গাপ্রসাদের ফললাভ করে। যে ব্যক্তি দেবতার গৃহে এই পবিত্র
উপাখ্যান পাঠ করে, সে, যে কাল পর্য্যন্ত চতুর্দশ ইন্দ্র, সেই কাল পর্য্যন্ত, বিষ্ণুর সালোকা
প্রাপ্ত হয়।

যোড়শ অধ্যায় ।

সূত কহিলেন,—হে শ্রেষ্ঠতম ঋষিগণ ! যে সমস্ত ব্রত করিলে, পণ্ডপাণ-বিমোচন-কারী হরি প্রমত্ত হন, সেই ব্রত সমাক্রান্তে বলিতেছি, অবগণ কর ;—যাহা দ্বারা জনার্দন অনার্য্যমে সকলের প্রতি প্রমত্ত হন, ইহকাল এবং পরকালে সুখ এবং তপস্যার বৃদ্ধিও হইয়া থাকে । হরিপূজা-পরায়ণগণ যে কোম উপায় দ্বারা পরমস্থান প্রাপ্ত হন, পণ্ডিতেরা ইহাই বলিয়া থাকেন । মনুষ্য অগ্রহারণ নামে শুক্লপক্ষের একাদশীতে উপবাস করিয়া, দ্বাদশীদিমে দত্তধাবনপূর্ব্বক স্নান ও শুক্লবস্ত্র ধারণ করিয়া, গন্ধ পুষ্প ও আভরণ উত্তম দ্বারা অঙ্কামহকারে সমাক্রান্তে বাক্য সংযমপূর্ব্বক “কেশবায় নমস্তস্ত্যাম্” এই মন্ত্র দ্বারা সেই জনাধারী হরি-বিকৃকে পূজা করিবে । পরে ঐ মন্ত্র দ্বারা ষড়পূর্ব্বক অগ্নিতে তিলাহুতি প্রদান করিবে । রাত্রিকালে শালগ্রামশিলার মিকটে জাগরণ করিয়া থাকিবে । প্রহপরিমিত দুগ্ধ দ্বারা সেই অনাময় নারায়ণকে স্নান করাইবে এবং গীত, বাদ্য, নৈবেদ্য ও ভক্ষণ-ভোজ্য দ্বারা মহালক্ষ্মীর সহিত কেশবকে ত্রিকালীন পূজা করিবে । পূর্ব্বকার প্রাতঃকালে গাত্রোখান করত, যথোচিত কন্ধ্যের অনুষ্ঠান করিয়া, পূর্ব্বের স্নান বাক্য-সংযমপূর্ব্বক, সংযত এবং শুচি হইয়া দেবকে পূজা করিবে । পরে (কেশবঃ কেশিহা দেবঃ সর্ব্বসম্পদ-প্রদায়কঃ । পরমাত্মপ্রদানেন মম আদিষ্টেসাধকঃ ।) “যে কেশব কেনী অমুরকে নষ্ট করিয়াছেন, যিনি সমস্ত সম্পদ-প্রদানে সক্ষম, আমি তাঁহাকে পরমাত্র দান করিতেছি, তিনি আমার ইষ্টেসাধন করুন ।” এতদর্থক মন্ত্র দ্বারা ব্রাহ্মণকে ব্রতসংযুক্ত-পারম, মারিকেলের জল এবং দক্ষিণা ভক্তিপূর্ব্বক দান করিবে । পরে বন্ধুগণের সহিত আপনার শতানুসারে ভক্তিপূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইবে এবং আপনি নারায়ণে একাগ্রচিত্ত হইয়া, বাক্য-সংযমপূর্ব্বক ভোজন করিবে । হে দ্বিজগণ ! যে ব্যক্তি, এইরূপে ভক্তিপূর্ব্বক কেশবের অর্চনা করে, সে পৌণ্ডরীক-যজ্ঞের আট ভগ্ন ফল লাভ করে । এইরূপ সংযমপূর্ব্বক পৌষ মাসের শুক্লপক্ষ-দ্বাদশীতে পূর্ব্বদিন উপবাস করিয়া, ‘নমো নারায়ণ’ এই মন্ত্র দ্বারা হরিকে পূজা করিবে, প্রহপরিমিত দুগ্ধ দ্বারা অনাময় হরিকে স্নান করাইয়া, ত্রিকালীন অর্চনা করত রাত্রিতে জাগরণ করিবে এবং ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, গন্ধ, মনোহর পুষ্প, নৃত্য, গীত, বাদ্য ও স্তব দ্বারা হরিকে পূজা করিবে । পরে সূতের সহিত কৃশরায় এবং দক্ষিণা ব্রাহ্মণকে দান করিবে । (সর্কীক্সা সর্কীলোকেশঃ সর্কীব্যাণী সনাতনঃ । নারায়ণঃ প্রমত্তঃ স্ত্যং কৃশরায়প্রদানতঃ ।) “আমি কৃশরায় প্রদান করিতেছি, সকলের আত্মস্বরূপ, সকল লোকের স্বীয়র, সর্কীব্যাণী, সনাতন নারায়ণ আমার প্রতি প্রমত্ত হউন ।” এই মন্ত্র দ্বারা ব্রাহ্মণকে উত্তম অন্ন দান করিয়া, ভক্তিপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইয়া, বন্ধুগণের সহিত আপনি ভোজন করিবে । যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক এইরূপে প্রভু নারায়ণ দেবের পূজা করে, সে অগ্নিষ্টোম-যজ্ঞের সম্পূর্ণ আট ভগ্ন ফল লাভ করে । মনুষ্য পূর্ব্বের স্নান উপবাস করিয়া, মাঘমাসের তৃতীয়া দ্বাদশীতে ‘ও নমো মাঘবায়’ এই মন্ত্র দ্বারা আটটি সূতাহুতি প্রদান করিবে, প্রহপরিমিত দুগ্ধ দ্বারা দ্বাদশকে গবিত্র

ଭାବେ ଗ୍ରାମ କରାହିବେ, ଗନ୍ଧ-ପୁଷ୍ପାଦି ଦ୍ଵାରା ସମାକୃଷ୍ଟପେ ଯାବଦେବ ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ ଏବଂ ପୂର୍ବେର
 କ୍ଷୀୟ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣକ ରାତ୍ରିରେ ଜାଗରଣ କରିବେ, ପରଦିନ ପ୍ରାତଃକୃତ୍ୟ ସମାପନ କରିବା, ପୁନର୍ବାର
 ଯାବଦେବ ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ । “ଯାବଦଃ ସର୍ବଭୂତାନ୍ନା ସର୍ବକର୍ମ-ଫଳଞ୍ଜନଃ । ଭିକ୍ଷଦାନେନ ସହତା
 ସର୍ବୀୟ କାମାନ୍ ଅସଞ୍ଚିତ୍” ଏହି ଯଜ୍ଞ ପାଠପୂର୍ଣ୍ଣକ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କେ ଶ୍ରୀମାତ୍ରାୟତ ଭିକ୍ଷ ଦାନ କରିବେ ।
 ଭକ୍ତିସହକାରେ ଏହି ଯଜ୍ଞ ଦ୍ଵାରା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କେ ଦାନ କରିବା, ଶ୍ରୀ ଯାବଦେବଙ୍କେ ଅରଣ କରିବା, ଭକ୍ତି-
 ପୂର୍ଣ୍ଣକ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କେ ଭୋଜନ କରାହିବେ । ଯେ ବିଜ୍ଞ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣକ ଏହିରୂପେ ଭିକ୍ଷଦାନ-ବ୍ରତେର
 ଅନୁଷ୍ଠାନ କରେ, ସେ ଶତ ବାଜପେୟ-ସଞ୍ଜେର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ଲାଭ କରେ । ବ୍ରତଦାରୀ ବାକ୍ତି, ଉପବାସ
 କରିବା, କାଳ୍ପନିୟାମେର ଶୁକ୍ରପଙ୍କେର ଦାନନୀ ଶିଥିତେ “ଗୋବିନ୍ଦାୟ ନମଃସ୍ତତଃ” ଏହି ଯଜ୍ଞ ଦ୍ଵାରା
 ସମାକୃଷ୍ଟପେ ପୂଜା ଓ ସ୍ଵତ୍ଵମିମ୍ରିତ ଭିକ୍ଷ ଦ୍ଵାରା ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତ ହୋମ କରିବା, ଶ୍ରୀପରିମିତ ହୁକ୍ତ
 ଦ୍ଵାରା ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କେ ଗ୍ରାମ କରାହିବେ, ଶୁଚି ହୈରା ରାତ୍ରିରେ ଜାଗରଣ କରିବେ ଏବଂ ତ୍ରିକାଳୀନ
 ହରିର ପୂଜା କରିବେ । ହେ ଯୁନେ ! ପରଦିନ ପ୍ରାତଃକୃତ୍ୟ ସମାପନ କରିବା, ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କେ ପୂଜା
 କରିବେ, ଗରେ “ନମୋ ଗୋବିନ୍ଦ ସର୍ବେଶ ଗୋପିକାଜନବଳତ । ଅନେନ ସାକ୍ଷୀଦାନେନ ଶ୍ରୀତୋ ଭବ
 ଜଗଦ୍ଭୂତୋ” ଏହି ଯଜ୍ଞ ପାଠପୂର୍ଣ୍ଣକ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କେ ଆତ୍ମକ-ପରିମିତ ଶ୍ରୀହି ଏବଂ ନକ୍ଷିତ୍ରାର ମହିତ
 ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରିବେ । ଯନ୍ତ୍ରଦ୍ଵା ଏହିରୂପେ ସମାକ୍ଷ ବ୍ରତେର ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିଲେ, ଗମନ୍ତ ପାପ ହୈତେ
 ଯୁକ୍ତ ହୈରା, ମହତ୍ତ ଗୋବିନ୍ଦ-ସଞ୍ଜେର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ଲାଭ କରେ । ପୁନର୍ବାର ଉପବାସ କରିବା
 ଚୈତ୍ରମାସେର ଶୁକ୍ରପଙ୍କ ଦାନନୀତେ “ନମୋଽସ୍ତୁ ବିଷ୍ଣୁବେ ତୁଭ୍ୟାଃ” ଏହି ଯଜ୍ଞ ଦ୍ଵାରା ପୂର୍ବେର ଗ୍ରାମ ଅର୍ଚ୍ଚନା
 କରିବେ, ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣକ ଶ୍ରୀପରିମିତ ହୁକ୍ତ ଦ୍ଵାରା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କେ ଗ୍ରାମ କରାହିରା, ଆଦରପୂର୍ଣ୍ଣକ ପୂର୍ବୋକ୍ତ-
 ରୂପେ ଶ୍ରୀ-ପରିମିତ ସ୍ଵତ୍ଵ ଦ୍ଵାରା ଗ୍ରାମ କରାହିବେ । ହେ ବିଶ୍ଵଗଣ ! ବ୍ରତଦାରୀ ବାକ୍ତି, ରାତ୍ରିରେ
 ଜାଗରଣ କରିବା, ପୂର୍ବେର କ୍ଷୀୟ ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ । ତତ୍ପରେ ସ୍ଵାଧ୍ୟାୟା ପ୍ରାତଃକୃତ୍ୟ ସମାପନ
 କରିବା, ହରିଙ୍କେ ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ ଏବଂ ଅଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତ ଯନ୍ତ୍ର-ମିମ୍ରିତ ଭିକ୍ଷାହୁତି ଶ୍ରୀଦାନ ପୂର୍ଣ୍ଣକ
 “ଶ୍ରୀଗଙ୍ଗା ମହାବିଷ୍ଣୁଃ ପ୍ରାଣଦଃ ପ୍ରାଣବଳତଃ । ତତ୍ତୁଳନ୍ତ ଶ୍ରୀଦାନେନ ଶ୍ରୀତାଃ ସେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ;” ଏହି
 ଯଜ୍ଞ ପାଠ କରିବା, ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କେ ନକ୍ଷିତ୍ରାର ମହିତ ଆତ୍ମକ-ପରିମିତ ତତ୍ତୁଳ ଦାନ କରିବେ । ଯନ୍ତ୍ରଦ୍ଵା,
 ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣକ ଏହିରୂପ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିଲେ, ଗମନ୍ତ ପାପ ହୈତେ ଯୁକ୍ତ ହୈରା, ଅଗ୍ନିଷ୍ଟୋମ-ସଞ୍ଜେର
 ଅତିରିକ୍ତ ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର ଫଳ ଲାଭ କରେ । ବ୍ରତଦାରୀ ବାକ୍ତି ଉପବାସ କରିବା, ବୈଶାଖମାସେର
 ଶୁକ୍ରପଙ୍କେର ଦାନନୀତେ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣକ ଶ୍ରୀପରିମିତ କ୍ଷୀୟ ଦ୍ଵାରା ଦେବତାଞ୍ଜେଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରଦାନଙ୍କେ ଗ୍ରାମ
 କରାହିବେ, ତ୍ରିକାଳୀନ ପୂଜା କରିବା, ରାତ୍ରିରେ ଜାଗରଣ କରିବେ, “ନମଃସ୍ତେ ଯନ୍ତ୍ରହନ୍ତା” ଏହି ଯଜ୍ଞ
 ଦ୍ଵାରା ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣକ ସ୍ଵତ୍ଵେର ଆହୁତି ଦାନ କରିବେ । ତତ୍ପରେ ପ୍ରାତଃକାଳେ ଯନ୍ତ୍ରଦାନଙ୍କେ ସ୍ଵାଧ୍ୟାୟା
 ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା “ନମଃସ୍ତେ ଦେବଦେବେଶ ସର୍ବଲୋକେକତାବନ । ସ୍ଵତ୍ଵଦାନେନ ସହତା ସର୍ବୀୟ
 କାମାନ୍ ନନ୍ଦସ୍ୟ ସେ” ଏହି ଯଜ୍ଞେ ସ୍ଵାଧ୍ୟାୟାସିଃ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କେ ନକ୍ଷିତ୍ରାର ମହିତ ଶ୍ରୀ-ପରିମିତ ସ୍ଵତ୍ଵ ଦାନ
 କରିବେ । ହେ ବିଶ୍ଵଗଣ ! ଏହିରୂପେ ସ୍ଵତ୍ଵଦାନ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଦାନେର ପୂଜା କରିଲେ, ଗମନ୍ତ ପାପ
 ହୈତେ ଯୁକ୍ତ ହୈରା ଅବଶେଷ-ସଞ୍ଜେର ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର ଫଳ ଲାଭ କରେ । ଏକାଦଶୀତେ ଉପବାସୀ ବାକ୍ତି,
 ଜ୍ୟେଷ୍ଠମାସେର ଶୁକ୍ରପଙ୍କେର ଦାନନୀ ଶିଥିତେ, ଆତ୍ମକ-ପରିମିତ ହୁକ୍ତ ଦ୍ଵାରା ଶ୍ରୀବିକ୍ରମଙ୍କେ ଗ୍ରାମ
 କରାହିବେ ଏବଂ ଶ୍ରୀବିକ୍ରମ ହୈରା, “ନମଃସ୍ତୁ ଶ୍ରୀବିକ୍ରମାୟ” ଏହି ଯଜ୍ଞ ଦ୍ଵାରା ଶ୍ରୀବିକ୍ରମେର ପୂଜା କରତ
 ଗ୍ରାମ ଦ୍ଵାରା ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତ ଆହୁତି ଦାନପୂର୍ଣ୍ଣକ ରାତ୍ରିରେ ଜାଗରଣ କରିବେ ଏବଂ ପରଦିନ
 ସମାକୃଷ୍ଟପେ ପୁନର୍ବାର ପୂଜା କରିବା, “ଦେବଦେବ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀମଦ୍ ପରମେଶ୍ଵର । ଉପାସକଙ୍କ ସଂଗ୍ରହ

অবান্তীষ্টফলপ্রদঃ” এই মন্ত্র দ্বারা ব্রাহ্মণকে দক্ষিণার সহিত বিংশতি-সংখ্যক পিষ্টক দান করিবে। পরে ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইয়া বাক্যসংঘম পূর্বক আপনি ভোজন করিবে। তাহা হইলে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া নরমেধ-যজ্ঞের ফল লাভ করিবে। উপবাসী ব্রহ্মচারী মনুষ্য জিভেন্দ্রিয় হইয়া, আবার মাসের শুক্লপক্ষের ষাদশীতে গ্রহ-পরিমিত হুঙ্ক দ্বারা বামনকে স্নান করাইয়া, “নমস্তে বামনায়” এই মন্ত্রে শক্তি অনুসারে দূর্ক্সা দ্বারা হোম করিবে, পরে রাজিজাগরণ করত সমাকুরূপে বামনকে অর্চনা করিয়া “নামনো বুদ্ধিদো দাতা দ্রব্যাহো বামনঃ স্বয়ং। বামনস্তারকো ভূয়াদ্বামনায় নমো নমঃ” এই মন্ত্র দ্বারা ভক্তিপূর্বক বামনদেবের অর্চনাকারী আগ্নেয় ব্রাহ্মণকে দক্ষিণার সহিত দধিযুক্ত অন্ন এবং নারিকেলফল দান করিবে। হে শ্রেষ্ঠ বিজগৎ। যে ব্যক্তি শক্তি অনুসারে এইরূপে দধির সহিত অন্নদান করিয়া বিজগৎকে ভোজন করায়, সে তিনশত গোত্রাস-দানের ফল লাভ করে। উপবাসকারী ব্যক্তি, আবার মাসের শুক্লপক্ষের ষাদশীতে, শক্তি অনুসারে মধুমিশ্রিত ক্ষীর দ্বারা গ্রীষ্মরকে পূজা করিবে। “নমোহস্ত গ্রীষ্মরায়” এই মন্ত্রে গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা পূজা করিয়া, ক্রমে ক্রমে ঘৃত দ্বারা যথাশক্তি হোম করিবে। হে বিজোত্তমগণ! পরে রাজিতে জাগরণ করিয়া, পুনর্বার সেইরূপে পূজা করিবে এবং ব্রাহ্মণকে আটক-পরিমিত উত্তম ক্ষীর দান করিবে। পরে “ক্ষীরাক্ষিশাসিন্ দেবেশ পশু-পাশাবমোচকঃ। ক্ষীরদানেন স্মৃতীতো ভব সর্বসুখপ্রদঃ” এই মন্ত্র দ্বারা সমস্ত অভিলষিত-সিদ্ধির নিমিত্ত দক্ষিণার সহিত বজ্র এবং সুবর্ণময় দুইটি কুণ্ডল দান করিবে। যে ব্রহ্মচারী ব্যক্তি শক্তি অনুসারে এইরূপ দান করিয়া, ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করায়, সে সহস্র অশ্বমেধের সম্পূর্ণ ফল লাভ করে। উপবাসী নর ভাদ্রমাসের শুক্লাষাদশীতে জ্যৈষ্ঠ-পরিমিত হুঙ্ক দ্বারা জগদুগ্ধ জ্বীকেশকে স্নান করাইবে, পরে বহুপূর্বক “জ্বীকেশ নমস্তভ্যঃ” এই মন্ত্র দ্বারা তাঁহাকে পূজা করিয়া, আগনার শক্তি অনুসারে ব্রত ধারণপূর্বক মধুযুক্ত চক্ৰ দ্বারা হোম করিবে, পরে জাগরণাদি-কার্য্য সমাপন করিয়া “জ্বীকেশ নমস্তভ্যঃ সর্বলোকৈকহেতবে। মম সর্বসুখং দেহি গোধুমস্ম প্রদানতঃ।” এই মন্ত্র বলিয়া স্মীয় শক্তি অনুসারে আগ্নেয় ব্রাহ্মণকে আটকার্ক-পরিমিত গোধুম এবং দক্ষিণা দান করিবে। পরে শক্তি অনুসারে ব্রাহ্মণভোজন করাইয়া, বাক্যসংঘম-পূর্বক আপনি ভোজন করিবে। তাহা হইলে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া, ব্রহ্মমেধ-যজ্ঞের ফল লাভ করিবে। উপবাসী নর শুচি হইয়া, আবার মাসের শুক্লপক্ষের ষাদশীতে পূর্বের দ্বিতীয় হুঙ্ক দ্বারা পদ্মনাভকে স্নান করাইবে, পরে শক্তি অনুসারে “নমস্তে পদ্মনাভায়” এই মন্ত্রে তিল যব রীহি দ্বারা হোম করিয়া যথাবিধি পূজা করিবে, পরে জাগরণাদি সমাপন পূর্বক পুনর্বার পূজা করিয়া “পদ্মনাভ নমস্তভ্যঃ সর্বলোকপিতামহ। মধুদানেন স্মৃতীতো ভব সর্বসুখপ্রদঃ।” এই মন্ত্র দ্বারা ব্রাহ্মণকে দক্ষিণার সহিত কড়ব-পরিমিত মধু দান করিবে। যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্বক এইরূপে পদ্মনাভের পূজা করে, সে সহস্র ব্রহ্মমেধ-যজ্ঞের অনুলভ ফল প্রাপ্ত হয়। উপবাসী মনুষ্য মাংস মৈথুনাদি পরিভ্যাগ পূর্বক কার্তিকমাসের ষাদশীতে আটকপরিমিত ক্ষীর, দধি এবং ঘৃত দ্বারা “নমো নারদায়” এই মন্ত্রে ভক্তি পূর্বক নারদায়নকে স্নান করাইবে, পরে অষ্টোত্তর শত

বধূমিশ্রিত তিল হোম করিয়া সংযতচিত্তে ত্রিকালীন পূজা করত রাত্রিতে জাগরণ করিবে, পরদিন প্রাতঃকালে মনোহর পদ্মপুষ্প দ্বারা দেবদেবের পূজা করিয়া পুনর্বার বৃতমিশ্রিত তিল দ্বারা অষ্টোত্তর শত হোম করিবে, পরে ভক্তি পূর্বক ব্রাহ্মণকে সুপক্ক ভক্ষ্যবস্তুর সহিত অন্নদান করিয়া “দামোদর জগন্নাথ সর্বকারণকারণ । জাহি মাং কৃপয়া দেব শরণাগতবৎসবল” এই মন্ত্র দ্বারা তপস্বী শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে যথাশক্তি দক্ষিণার সহিত উপায়ন দান করিয়া, ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইবে । এইরূপে সম্যক ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া বন্ধুগণের সহিত আপনি ভোজন করিবে । তাহা হইলে দ্বিসহস্র অশ্বমেধে-যজ্ঞের ফল লাভ করিতে পারিবে । হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ ! যে ব্যক্তি ব্রতধারণ পূর্বক এক বৎসর-কাল ব্যাপিয়া প্রতি দ্বাদশী তিথিতে এইরূপ উত্তম ব্রতের অনুষ্ঠান করে, সে পরম পদ প্রাপ্ত হয় । যে ব্যক্তি এক মাসে অথবা দুই মাসে ভক্তির সহিত ব্রতানুষ্ঠান করে, সেও তাহার ফল প্রাপ্ত হয় এবং পরম পদ লাভ করে । এইরূপে সংবৎসরকাল ব্রত করিয়া প্রতিষ্ঠা করিবে । হে ! মুনিশ্রেষ্ঠগণ ! অগ্রহায়ণমাসে পূর্ণিমাতে দন্তধাবন পূর্বক আচারানুসারে প্রাতঃকালে স্নান করিয়া শুক্লবর্ণ মালা এবং বস্ত্র ধারণ পূর্বক সর্কাদে শুক্লবর্ণ গন্ধ অনুলেপন করত সূন্য শোভাযুক্ত চতুর্কোণ মণ্ডল করাইবে । পরে ঐ মণ্ডলকে ঘটা এবং চামরযুক্ত, উত্তম কিস্কিনী দ্বারা পরিশোভিত, নানা অলঙ্কারে অলঙ্কৃত, গন্ধ মালা দ্বারা ভূষিত, ধ্বজা দ্বারা শোভিত, শুক্ল-পুষ্প দ্বারা আচ্ছাদিত এবং দীপমালা দ্বারা বিভূষিত করিবে । পরে ঐ মণ্ডলের মধ্যস্থানে সর্কালঙ্কারে অলঙ্কৃত সর্বভোজ্য-মণ্ডল করিবে । অমন্তর তাহার উপর জলপূর্ণ দ্বাদশটি কুণ্ড স্থাপন করিয়া কেশ-কীটাদি-শোভিত এক খণ্ড শুক্লবস্ত্র দ্বারা পঞ্চরত্ন-সংযুক্ত ঐ কুণ্ডকে আচ্ছাদন করিবে । পরে হে দ্বিজগণ ! ভক্তিমান্ ব্রতধারী নর সুবর্ণ, রক্তত অথবা তাম্র দ্বারা লক্ষ্মী-নারায়ণ দেবের মূর্তি নির্মাণ করাইয়া ঐ কুণ্ডের উপরিভাগে স্থাপন করত সংযমী পুরুষ ঐ প্রতিমাকে স্নান করাইবে । হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! শক্তি-অনুসারে প্রতিমার মূল্য অথবা কাঞ্চনঃ মূর্তি-নির্মাণকারীকে দান করিবে । বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সকল ব্রতেই বিদ্রোহাচা পরিভ্যাগ করিবে । যদ্যপি বিদ্রোহাচা করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির পরমায়ু, ধন এবং সম্পৎ সমস্তই বিমল হয় । প্রথমে ভক্তিসহকারে অনন্তশায়ী অনাময় মরায়ণ-দেবকে পঞ্চামৃত দ্বারা স্নান করাইবে এবং কেশব প্রভৃতি নাম দ্বারা উপচার প্রদান করিবে । রাত্রিতে পুরাণাদি শ্রবণ দ্বারা জাগরণ করিবে এবং উপবাসী ব্যক্তি জিতেশ্বর হইয়া সম্যকরূপে নিদ্রাকে জয় করিবে । পরে বিভবানুসারে ত্রিকালীন দেবকে অর্চনা করিবে । তাহার পর ব্রতী প্রাতঃকালে গাভোধান করিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপন পূর্বক ব্যাহতি দ্বারা সহস্র-সংখ্যক তিলহোম করিবে । পুনর্বার গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা যথাক্রমে পূজা করিয়া, দেবতার অগ্রে পুরাণ পাঠ করিবে । হে পণ্ডিতগণ ! ব্রতী ব্যক্তি দ্বাদশজন ব্রাহ্মণকে দ্বিযুক্ত অন্ন, পায়স, দশটি পিষ্টক, বৃত্ত এবং দক্ষিণা দান করিবে । “দেবদেব জদদুপ ভক্তানুগ্রহবিগ্রহ । গৃহাণোপায়নং কৃৎ সর্কাতীষ্টপ্রদো ভব” এই মন্ত্র দ্বারা পিষ্টক দান করিবে । তাহার পর যুক্তহস্তে দুই জাম্বু ভূমিতে পাতিত করত বিনয়াবনত হইয়া প্রার্থনা করিবে । হে সুরদেবরাজ ! তোমাকে নমস্কার । তুমি অদ্য আমার এই ব্রতকে সম্পূর্ণ কলে পূর্ণ

কর । পুরুষোত্তম ! তোমাকে নমস্কার । হে জগন্নিবাস ! হে দেব ! তোমাকে নমস্কার । হে বিষ্ণু ! পুরুষোত্তম 'দেবের নিকটে এইরূপ প্রার্থনা করিয়া, পৃথিবীতে পাণ্ডিত-জানু হইয়া, হে লক্ষ্মীপতে ! তোমাকে নমস্কার । তুমি পরোনিধি সমুদ্রে বাস করিতেছ, তুমি প্রভু ; হে দেবেশ ! তুমি লক্ষ্মীর সহিত অর্ঘ্যগ্রহণ কর । যাহার স্মরণ এবং নাম কথন দ্বারা যজ্ঞ উপস্থাপিত সমস্ত কার্য্য নূন হইলেও তৎক্ষণাৎ সম্পূর্ণ হয়, সেই অচ্যুতকে বন্দনা করি । ব্রতী সংঘত হইয়া দেবতার নিকটে সেই মনস্ত এইরূপে অবগত করাইয়া আচার্য্যকে বস্ত্রের সহিত প্রতিমাদান করিবে । তাহার পর ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইয়া, শক্তি অনুসারে দক্ষিণা দান করিবে । পরে বাক্যসংঘমপূর্ব্বক বন্ধুজনের সহিত আপনি ভোজন করিবে এবং গায়ত্রীকাল অবধি পণ্ডিতগণের সহিত একত্রিত হইয়া বিষ্ণু-কথা শ্রবণ করিবে । যে ব্যক্তি এইরূপে পবিত্রকারী বাদনীরত্নের অনুষ্ঠান করে, সে ইহকাল ও পরকালে সমস্ত অনুত্তম অভিলষিত বস্তু লাভ করে এবং একবিংশতি পুরুষের সহিত সমস্ত পাপ, হইতে মুক্ত হইয়া, যেখানে গমন করিলে কোম শোক থাকে না, সেই স্থানে গমন করে । হে বিষ্ণুগণ ! যে ব্যক্তি প্রতিদিন এই উত্তম বাদনীরত্নের উপাখ্যান শ্রবণ করে অথবা অস্ত্র দ্বারা ব্যক্ত করে, সে বাক্যপের-যজ্ঞের ফল লাভ করে ।

ষোড়শ অধ্যায়-সমাপ্ত ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশ অধ্যায় ।

সূত কহিলেন,—আমি অস্ত্র প্রকার ব্রত কহিতেছি, তোমরা-মমোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর । এই ব্রত সমস্ত পাপ নষ্ট করে, অতিপবিত্র, ইহার অনুষ্ঠানে সমস্ত দুঃখ নষ্ট হয় । ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এবং স্ত্রীলোক সকলেই ইহাতে অধিকারী । এই ব্রত, সমস্ত অভিলষিত-ফলদানে সক্ষম । এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিলে, সমস্ত ব্রতের ফল প্রাপ্ত হয়, ইহা দুঃখনাশক এবং ধর্ম্মা ; এই ব্রত করিলে দুষ্টগ্রহের শাস্তি হয় । এই পূর্ণিমা-ব্রত অতি উত্তম এবং সমস্ত লোকে বিখ্যাত । যে পূর্ণিমাব্রতের আচরণ করিলে কোটি কোটি পাপ বিমষ্ট হয়, তাহার বিধান বলিতেছি আমার নিকটে শ্রবণ কর । অগ্রহায়ণ মাসে শুক্লপক্ষের পৌর্ণমাসী তিথিতে সংঘত এবং শুচি হইয়া আচারানুসারে দন্তধাবন করত স্নান করিবে । পরে শুক্লবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক প্রকৃতভাবে গৃহে আগমন করত বাক্যসংঘম করিয়া, পাদ-প্রক্ষালনান্তর আচমন করিবে । তাহার পর মিত্য-কর্তব্য দেবতার পূজা করিয়া, পরে সঙ্কল্পপূর্ব্বক ভক্তিতাবে লক্ষ্মীনারায়ণ-দেবের অর্চনা করিবে । ব্রতচারী ব্যক্তি “নমো নারায়ণায়” এই মন্ত্রে আবাহন, আসনাদি ও গন্ধ-পুষ্পাদি দ্বারা ভক্তির সহিত পূজা করিবে । ব্রতকারী বাক্য-সংঘম-পূর্ব্বক শুচি হইয়া, নৃত্য-গীত-বাদ্য পুরাণাদি পাঠ এবং স্তোত্র দ্বারা দেবতাকে আরাধনা করিবে । পরে দেবতার সম্মুখে অরতিপরিমিত চতুর্কোণ স্থতিল করিয়া, তাহাতে স্বকীয় গৃহানুসারে অগ্নিহোম করিবে । পরে আজ্যভাগান্ত পর্য্যন্ত কার্য্য করিয়া, পুরুষসূক্ত মন্ত্রে চক্ৰ, তিল এবং ঘৃত দ্বারা হোম করিবে । সমস্ত পাপ নাশের নিমিত্ত এক বার দুই বার অথবা তিন বার শক্তি-অনুসারে বহুপূর্ব্বক হোম

করিবে । পরে পতিত ব্রতী স্বীয় গৃহোক্ত বিধানে যথাবিধি প্রারম্ভিত-হোমাদি সমাপন করিয়া, শান্তিমুক্ত জপ করিবে । তৎপরে দেবতার নিকট গমন করিয়া পুনর্বার পূজা করিবে এবং সেই সময়ে ভক্তিপূর্বক দেবতার নিকটে উপবাস জামাইবে । ‘হে দেব ! তোমার আজ্ঞানুসারে পূর্ণিমাতে উপবাস করিয়া, হে পুণ্ডরীকাক্ষ ! পরদিনে ভোজন করিব, তুমি আমাকে রক্ষা কর ।’ এইরূপে দেবতার নিকটে জানাইয়া চন্দ্রকে অর্ঘ্যদান করিবে । পৃথিবীতে জানুস্বয় স্থাপন করিয়া, “তুমি ক্ষীরোদ সমুদ্র হইতে উৎপন্ন হইয়াছ, অত্রি মূনির নেত্র হইতে তোমার উৎপত্তি । হে প্রভো ! আমি এই অর্ঘ্যদান করিতেছি, রোহিণীর সহিত তুমি গ্রহণ কর ।” এই মন্ত্র দ্বারা ইন্দুকে শুকপুষ্প এবং আভপতপুল-সংযুক্ত অর্ঘ্যদান করিয়া অঞ্জলিপুটে ইন্দুর নিকটে প্রার্থনা করিবে । হে ত্রৈলোক্য-নাথ ! তৎপরে পূর্বমুখে দণ্ডায়মান হইয়া, চন্দ্রকে দর্শন করত, তুমি শুভাংগ তোমাকে নমস্কার । হে বিজরাজ ! তোমাকে নমস্কার । হে রোহিণীপতে ! তুমি লক্ষ্মীর, ভাতা, তোমাকে নমস্কার ।” এই বলিয়া প্রণাম করিবে । তৎপরে পুরাণাদি শ্রবণ দ্বারা রাত্রিতে জাগরণ করিবে এবং মৈথুমাди পরিভ্যাগপূর্বক ইন্দ্রিয়কে সংযত করিয়া, শুদ্ধভাবে পাষাণাদির সহিত আলাপ ভাগ করিবে । তাহার পর প্রাতঃকালে যথাবিধি আচার এবং অনুষ্ঠান করিয়া পুনর্বার বিভবানুসারে দেবকে পূজা করিবে । পরে ব্রত-পরায়ণ নর শক্তি অনুসারে ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইবে । পরে বন্ধু এবং সূত্যাগণের সহিত বাগ্‌যত হইয়া স্বয়ং ভোজন করিবে । এই প্রকার পৌষ মাস প্রভৃতি সকল মাসে উপবাস করিয়া পূর্ণিমাদিনে ভক্তিসহকারে অনাময় নারায়ণের পূজা করিবে । এইরূপে সংবৎসরকাল ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া, কার্তিক মাসের পূর্ণিমা-তিথিতে প্রতিষ্ঠা করিবে । তোমাদিগের নিকট তাহার বিধান বলিতেছি । চতুর্কোণ মণ্ডলাকার উত্তম মণ্ডপ নির্মাণ করাইয়া, ঐ মণ্ডপকে পুষ্পমালা চন্দ্রাভপ এবং ধ্বজা দ্বারা শোভিত করত বহুদীপে সমকীর্ণ উত্তম কিকিণী দ্বারা পরিশোভিত করিবে । ঐ মণ্ডপ দর্পণ, চামর এবং কলস দ্বারা সমাহৃত হইবে । পরে তাহার মধ্যে পঞ্চবর্ণের শুঁড়ি দ্বারা সর্বতোভদ্র মণ্ডল নির্মাণ করিয়া, তাহার উপর জলপূর্ণ কুম্ভ স্থাপন করিবে । হে বিজগণ ! পরে পরিপুষ্ট এবং অতিশুশ্রব বস্ত্র দ্বারা ঐ কুম্ভকে আচ্ছাদন করিয়া, সুবর্ণ রজত অথবা তাম্র দ্বারা লক্ষ্মী-নারায়ণের মূর্তি নির্মাণ করিয়া, তাহার উপরিভাগে স্থাপন করিবে । পরে পঞ্চায়ত দ্বারা প্রতিমাকে স্নান করাইয়া, ইন্দ্রিয়-সংযমপূর্বক গন্ধপুষ্প প্রভৃতি এবং তক্ষাভোজ্যাদি মৈবেদ্য দ্বারা পূজা করিবে । পরে শ্রদ্ধাসহকারে সমাক্রমে জাগরণ করিয়া, প্রাতঃকালে পূর্বের স্নান যথাবিধি বিষ্ণুর অর্চনা করিবে । পরে আচার্য্যকে দক্ষিণার সহিত প্রতিমা দান করিয়া, বিভব থাকিলে শক্তি অনুসারে ব্রাহ্মণগণকে অব্যাহত ভোজন করাইবে । পরে যথাশক্তি তাঁহাদিগকে তিল দান করিয়া, পূর্বের স্নান অগ্নিতে যথাবিধি তিল দ্বারা হোম করিবে । অনুষ্ট এইরূপে লক্ষ্মীনারায়ণ-ব্রতের সম্যক অনুষ্ঠান করিলে পুত্রপৌত্রের সহিত ইহকালে যথেষ্ট পরিমাণে ভোগ করত অযুত পুরুষের সহিত সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া, তাহান যোগিগণেরও দুর্লভ, সেই বিমুক্তবনে গমন করে ।

অষ্টাদশ অধ্যায় ।

সূক্ত কহিলেন—ঋজারোপণ নামে অষ্ট প্রকার ব্রত বলিতেছি, এই ব্রত সমস্ত পাপকে নষ্ট করে । ইহা অতি পবিত্র এবং বিষ্ণুপ্রীতির কারণ । হে পরম সাধুগণ ! এই ঋজারোপণ ব্রত, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এবং স্বীকৃতি ইহাদিগের সকলের সমস্ত দুঃখ বিনাশ ও সংসারজ্বলনের কারণ । যে ব্যক্তি বিষ্ণুগৃহে উত্তম ঋজারোপণ করে, আমি অস্ত্র আর কি কহিব, বিরিকি প্রভৃতি দেবতা তাহাকে পূজা করেন । যে ব্যক্তি ঋজারোপণ কার্য্য সম্পন্ন করে, সে কুটুম্বকে সমস্ত সূর্যভার দান করিলে যে বল হয়, ততুল্য বল লাভ করে । অনুত্তম গন্ধাম্বান, তুলসীদেবী অথবা শিবলিঙ্গপূজা ইহারা সকলেই ঋজারোপণের তুল্য । হে বিপ্রগণ ! এই ঋজারোপণ ব্রত অতিশয় অপূৰ্ণ, অতিশয় আশ্চর্য্য এবং সমস্ত পাপনাশক ও পবিত্র । ইহার পর প্রাতঃকালে গাভোস্থান করত যথাবিধি স্নান এবং আচমনের পর ঋজারোপণ কার্য্যে যে যে কৰ্ম্ম করিতে হয়, তাহা বলিতেছি, তোমরা আমার নিকট শ্রবণ কর । পবিত্র নর, কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষের ষাদশীতে দত্তধাবন পূৰ্ণক যত্নসহকারে স্নান করিবে । একাদশীদিনে ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন পূৰ্ণক নারায়ণকে স্মরণ করত জপ করিবে এবং গুরু বস্ত্র ধারণ করিয়া পবিত্রভাবে নারায়ণের অশ্রে শয়ন করিবে । তাহার পর প্রাতঃকালে গাভোস্থান করত যথাবিধি স্নান এবং আচমনের পর নিতাকার্য্য সমাপন করিয়া বিষ্ণুকে পূজা করিবে । চারি জন ব্রাহ্মণের সহিত স্থলিবাচন করিয়া, ঋজারোপণ কার্য্যে নামসমুৎপাদ্য করিবে । বস্ত্রসংযুক্ত দুইটি ধনুস্তম্ভকে গায়ত্রী দ্বারা প্রোক্ষণ করিয়া সেই ধনুস্তম্ভে সূর্য্য, গরুড় এবং চক্ষকে পূজা করিবে । তাহার পর দুইটি স্তম্ভে হরিদ্রা, আতপতুল গন্ধ পুষ্প এবং পবিত্র পুষ্প দ্বারা জগৎপাতা বিধাতাকে অর্চনা করিবে । তাহার পর গোচর্য্য-পরিমিত হতিল করিয়া তাহাতে স্বীয় গৃহোক্ত কৰ্ম্মানুসারে অগ্ন্যধানের পর ক্রমে আজ্যভাগাদি কার্য্য করিয়া, অষ্টোত্তর শত পার্শ্বম এবং ব্রত দ্বারা হোম করিবে । প্রথমে পুরুষসূক্ত মন্ত্রে বিষ্ণুর উদ্দেশে সমিধাহুতি প্রদান করিবে তৎপরে বৈশ্বদেবের উদ্দেশে “স্বাহা” এই মন্ত্রে আটটি আহুতি প্রদান করিবে । হে বিপ্রগণ ! তাহার পর পবিত্র ভাবে “সামী বেতু স্বাহা” এই মন্ত্রে পাঁচ বার হোম করিবে । সেই সময়ে শক্তি অনুসারে সূর্য্যের মন্ত্র এবং শান্তিসূক্ত জপ করিবে । তাহার পর শুচি হইয়া হরির নিকটে অবস্থান করত রাজিতে জাগরণ করিবে । পরে প্রাতঃকালে গাভোস্থান পূৰ্ণক নিতাকার্য্য সমাপন করিয়া পূৰ্ণক দ্বারা যথাক্রমে গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা দেবতার অর্চনা করিবে । তাহার পর মঙ্গল বাদ্য, সুন্দর সূক্তপাঠ, নৃত্য এবং স্তবপাঠ পূৰ্ণক বিষ্ণুর গৃহে ঋজা আনয়ন করিবে । হে বিপ্রগণ ! তৎপরে আমোদারিত হইয়া দেবগৃহের দ্বারদেশে অথবা উপরিভাগে স্তম্ভসংযুক্ত ধনুস্তম্ভকে স্থির ভাবে স্থাপন করিবে । পরে গন্ধ, পুষ্প, অক্ষত, মনোরম ধূপ, দীপ এবং ভক্ষ্য ভোজ্যাদি সংযুক্ত নৈবেদ্য দ্বারা হরিকে পূজা করিবে । এইরূপে দেবালয়ে সুন্দর উত্তম ধনুস্তম্ভকে স্থাপন করিয়া, ব্রাহ্মণের পশ্চাৎ প্রদক্ষিণ করত এই স্তব পাঠ করিবে—“হে পুণ্ডরীকাক্ষ ! তোমাকে মমকার । হে বিশ্বভাষন ! তোমাকে মমকার । হে হৃষীকেশ ! তুমি মহাপুরুষের পূৰ্ণ

জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, তোমাকে নমস্কার করি। যাহা দ্বারা এই অধিন ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইয়াছে, যাহাতে সমস্তই প্রতিষ্ঠিত এবং যাহাতে এই সমস্ত লব্ধ প্রাপ্ত হইবে, সেই মাধবের শরণাগত হইলাম। ব্রহ্মাদি দেবতাপ্রণ যাহার পরম ভাব জানিতে পারেন না, যোগিগণ যাহাকে সমাকৃতাৰে দর্শন করেন, সেই জাম্ববন্তরূপকে বন্দনা করি। আকাশ যাহার নাভি, স্বৰ্গ যাহার মস্তক, পৃথিবী যাহার চরণ, সেই বিশ্বরূপীকে বন্দনা করি। সমস্ত দিক্ যাহার কর্ণ, চক্ষুসূৰ্য্য যাহার চক্ষু, ঋক্ সাম যজু এই তিন বেদ যাহা দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে, সেই ব্রহ্মরূপীকে বন্দনা করি। ব্রাহ্মণেরা যাহার মুখ হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, ক্ষত্রিয়গণ যাহার বাহু হইতে, বৈশ্য যাহার উরুদেশ হইতে এবং শূদ্রগণ যাহার চরণদ্বয় হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন; যাহার মন হইতে চক্ষু, চক্ষু হইতে সূর্য্য, প্রাণ হইতে বায়ু এবং মূৰ্ধ হইতে অগ্নি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; পতিতগণ, যাহাকে মারার সহিত যোগ হইলে পুরুষ বলিয়া কীৰ্ত্তন করেন; যিনি স্বাভাবিক নিৰ্ম্মল, পবিত্র নিৰ্দ্ধিকার; যাহাতে দোষের লেশ মাত্র নাই; যিনি ক্ষীরসমূদ্রে শয়ন করিতেছেন; যিনি সকলের অজের ও কেবলমাত্র ভক্তি দ্বারা লভ্য, আমি সেই মনুজ্যবৎসল এবং সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম, পঞ্চ ইঞ্জিয় যাহা দ্বারা অবস্থান করিতেছে, সেই সৰ্ব্বতোভূজ বিষ্ণুকে নমস্কার করি। ব্রহ্ম যাহার পরম ধাম, যিনি সকল লোকের উত্তম হইতে উত্তম এবং নিৰ্গুণ সেই পরম সূক্ষ্মকে পুনঃপুনর্বার নমস্কার করি। যাহার বিকার নাই, যিনি উৎপত্তিবিবর্জিত, সমস্ত যাহার বাহু, যোগীশ্বরগণ যাহাকে সমস্ত কারণের কারণ বলিয়া কীৰ্ত্তন করেন, সেই পরিশুদ্ধ ঈশ্বরকে নমস্কার করি। বিষ্ণুই একমাত্র মহান্ ভূত, ভক্তিন্ন, পৃথক্ পৃথক্ অনেক ভূত বিদ্যমান আছে, ঐ ভূতাত্মা অবিদ্যার বিবর্তন বিষ্ণু, তিন লোক ব্যাপিয়া সমস্ত ভোগ করেন। যে দেব সকল ভূতের অন্তরাত্মা স্বরূপ, যিনি জগদ্ব্যবস্থার নিৰ্গুণ এবং পরমাত্ম-স্বরূপ, সেই বিষ্ণু আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। যিনি মায়ামুগ্ধ ব্যক্তিদিগের হৃদয়স্থ হইয়াও দূরস্থ এবং যিনি জ্ঞানীদিগের নিকটে সৰ্ব্বত্র, সেই বিষ্ণু আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। যিনি যথাক্রমে চারি, চারি, দুই, পাঁচ ও পুনর্বার দুই দ্বারা হত হন, সেই বিষ্ণু আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। যিনি জ্ঞানীদিগের, ক্রিয়াবান্ ব্যক্তিদিগের এবং ভক্তিমান্ মনুষ্যদিগের বুদ্ধিদাতা, যিনি বিশ্বভূক্, সেই বিষ্ণু আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। জগতের হিতের নিমিত্ত হরি যে সকল দেহ ধারণ করিয়াছেন, দেবতারা সেই দেহকে অর্চনা করিয়া থাকেন, সেই বিষ্ণু আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। পতিতগণ, যাহাকে সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ, নিৰ্গুণ এবং গুণের আধার বলিয়া কীৰ্ত্তন করেন, সেই বিষ্ণু আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। যিনি পরমেশ্বর, পরমাত্ম-স্বরূপ, যিনি পর হইতে পরতর, প্রভু, যিনি জ্ঞান-স্বরূপ এবং জ্ঞান দ্বারা জের, সেই বিষ্ণু আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।" যে ব্যক্তি প্রতিদিন স্তবের মধ্যে উত্তম হইতে উত্তম এই স্তব, পাঠ করে, সে মনস্তাপ হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে বাস করে। এইরূপে স্তব করিয়া, বিষ্ণুকে নমস্কার করিবে এবং ব্রাহ্মণগণকে পূজা করিবে। পরে দক্ষিণা এবং ব্রহ্মাদি দ্বারা আচার্য্যকে পূজা করিয়া, শক্তি অনুসারে তত্ত্বপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইবে। হে ব্রাহ্মণগণ! পরে নারায়ণে একাগ্রচিত্ত হইয়া, বাক্য-সংঘম-

পূরুষক পুত্র, মিত্র, পত্নী এবং বন্ধুগণের সহিত পারণ করিবে। যে ব্যক্তি এই ধ্বজা-
 রোপণনামক কর্ম করে, তাহার পুণ্যকল বলিতেছি, ভোমরা সমাহিত-চিত্তে শ্রবণ কর।
 হে প্রধানতম ব্রাহ্মণগণ। ধ্বজার বস্ত্র যে কাল পর্য্যন্ত বায়ু দ্বারা চঞ্চল থাকে, সেই কাল
 পর্য্যন্ত সমস্ত পাপ নষ্ট হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। মনুষ্য মহাপাতকযুক্ত হউক, অথবা
 সমস্ত পাপযুক্ত হউক, যদ্যপি বিষ্ণুর গৃহে ধ্বজারোপণ করে, তাহা হইলে, সমস্ত পাপ
 হইতে মুক্ত হয়। হে ব্রাহ্মণগণ। ঐ ধ্বজ যাবৎ বিষ্ণুর গৃহে অবস্থান করে, তাবৎ যুগ-
 মহত্ৰকাল হরির মাক্রপা লাভ করে। যে সমস্ত ধার্মিক ব্যক্তি, আরোপিত ধ্বজাকে দর্শন
 করিয়া অভিনন্দন করে, তাহারাত্ত তৎক্ষণাৎ কোটি মহাপাতক হইতে মুক্ত হয়। বিষ্ণু-
 গৃহে আরোপিত ধ্বজা আপনার বস্ত্রকে কল্পিত করিয়া, মিম্বিষাক্ষের মণ্ডো কর্তার সমস্ত
 পাপকে কল্পিত করে। সূত কহিলেন,—হে ঋষিগণ! ভোমরা সর্বপাপ-প্রণশক,
 নারদ-কথিত অতি পবিত্র পুরাতন ইতিহাস শ্রবণ কর। পূর্বে সভাপুণ্ড্র নামে
 এক রাজা ছিলেন। ঐ রাজা চক্ষুবংশ-সম্ভূত, অতিশয় ক্রীমান্ এবং মনুষ্যপের একচ্ছত্র
 রাজা এবং পরম-ধার্মিক। তিনি কোন সময়েই সভা ব্যতিরেকে মিথ্যা বসিতে ন
 এবং তিনি অতি পবিত্র ছিলেন। রাজা ককুরকে পর্য্যন্ত অতিথি করিতেন। তিনি সমস্ত
 সুলক্ষণাক্রান্ত ছিলেন ও তাহার সমস্ত সম্পত্তিই ছিল। ঐ রাজা সর্বদা হরিপুত্রার
 আসক্ত ছিলেন এবং সর্বদা হরি-কথা শ্রবণ করিতেন। তিনি হৃদিভক্তি-পরায়ণদিগের
 সেবা করিতেন। তাহার অহঙ্কার ছিল না এবং তিনি পূজ্য ব্যক্তির পূজা করিতেন।
 সকলের প্রতি তাহার সমান দৃষ্টি ছিল এবং তিনি গুণবান্ ছিলেন। ঐ রাজা সকল
 প্রাণীর হিতকার্য্যে রত, শান্ত, কৃপালু এবং কীর্ত্তিমান্ ছিলেন। ঐ রাজার সভ্যমতি
 নামে মহাভাগ্যবতী, সর্বলক্ষণাক্রান্ত, পতিপ্রাণা এক পতিব্রতা ভার্যা ছিল।
 তাহারী স্ত্রী-পুত্রসে প্রতিদিন হরির পূজা করিতেন। তাহারী জাতিশ্রম এবং
 অতিশয় ভাগ্যবান্ ছিলেন। তাহারী সংপক্ষ অবলম্বন এবং সংকার্য্যের অনুষ্ঠান
 করিতেন; প্রতিদিন অন্ন-দান এবং জলদানে রত ছিলেন ও অসংখ্য ভূদান,
 উপবস এবং বস্ত্র প্রভৃতি নিৰ্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সেই মিত্রভাষিনী মমোহারিনী সভা
 সভ্যমতি অতিশয় মন্তোষ পূরুষ প্রতিদিন স্তূচ হইয়া, বিষ্ণুর গৃহে নৃত্য করিত এবং
 সেই মহাভাগ্যবর রাজাও প্রতি বাদনী তিথিতে বহুতর মমোহর ধ্বজারোপণ করিয়া-
 ছিলেন, এই নিমিত্ত দেবতারাত্ত সেই নিত্য-হরিপরায়ণ পরম ধার্মিক রাজাকে এবং
 তাহার প্রিয়সী সভ্যমতিকে সর্বদা স্তব করিয়াছিলেন। এক সময়ে বিভাওক মুনি স্নেহে
 ত্রিলোকবিশ্রুত, ধার্মিকশ্রেষ্ঠ স্ত্রী-পুত্রসকে দর্শন করিবেন এই মানসে শিষ্যের সহিত
 আগমন করিলেন। তৎকালে রাজা, বিভাওক মুনি আগমন করিয়াছেন, ইহা শ্রবণ
 করিয়া, পত্নীর সহিত তাহার নিকটে গমন করিলেন। পরে পূজা এবং নানাপ্রকার স্তব
 দ্বারা আতিথ্যক্রিয়া-সমাপনান্তর মুনিকে শান্ত ও আসনে উপবিষ্ট করাইয়া, আপনি নীচ
 আসনে উপবেশন পূরুষ স্তূতহন্তে মুনিকে কহিতে লাগিলেন,—“হে ভগবন্! হে প্রভো!
 আপনার আগমনে আমি দুঃখ হইলাম। পণ্ডিতগণ, সন্তের আগমন অতি সুখজনক,
 এই বলিয়া তাহাকে প্রশংসা করেন। পণ্ডিতেরা ইহাই বলিয়া থাকেন যে, যে স্থানে

মহৎ ব্যক্তির প্রেম থাকে, সেই স্থানে ভেদ, কীৰ্ত্তি, ধন এবং পুত্র এই সমস্ত সম্পদ অবস্থান করে। হে মুনে! যে স্থানে দিন দিন সমস্ত মঙ্গল বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, হে প্রভো! সাধুগণ সেই স্থানে অত্যন্ত কৃপা করেন। হে ব্রহ্মন্! যে ব্যক্তি মস্তক দ্বারা মহত্তর পাদভলোদক ধারণ করে, সে সকল ভীর্ষে শ্রান করে এবং পূণ্যবান্, ইহাতে সংশয় নাই। আমি পুত্র, পত্নী এবং সম্পত্তি আপনাতে অর্পণ করিলাম। হে ব্রহ্মন্! আপনি আমার শাসনকর্তা, আমাকে আজ্ঞা করুন, আপনার কি করিব?" মুনিশ্রেষ্ঠ বিভাণ্ডক সেই রাজাকে বিনয়বনত দেখিয়া, হস্ত দ্বারা রাজাকে স্পর্শ করত হৃষিকিতে কহিতে লাগিলেন,—“হে রাজন্! তুমি যাহা কহিলে, সেই সমস্ত তোমার বংশোচিত। যাহারা বিনয়বনত হয়, তাহারা সকলেই পরম মঙ্গল লাভ করে। হে নৃপমহুয়! বিময় হইতে কোন্ বস্তুর লাভ না হয়? ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ সমস্তই বিময় হইতে লাভ হয়। হে ভূপাল! আমি তোমার প্রতি অভিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। তোমার শত্রুগণ সংপথ অবলম্বন করুক। হে মহাভাগ! তোমার মঙ্গল হউক। এক্ষণে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি, তাহা বল। হরির সন্তোষজনক বহুতর পূজা আছে, তুমি অদ্যাপি নিত্য নিত্য কি জন্ত ধনজারোপণ কর্ম করিতে উদ্যত হইতেছ এবং তোমার এই সাধ্বী ভাষ্যাও কি জন্ত প্রতিদিন নৃত্য করে? তুমি ইহার যথার্থ বৃত্তান্ত বলিতে সমর্থ হও।” রাজা কহিলেন,—“হে ভগবন্! আপনি যে সমস্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। হে মুনে! আমাদেরই দুই জনের চরিত্র সকল ভূতের আশ্রয়। হে মহুয়! আমি পূর্বে মাড়ুলি নামে কুপথশ্রমী শূদ্র ছিলাম। প্রতিদিন সকল লোকের অনিষ্ট করিতাম এবং ধন, ধর্মবিদ্বেষী হইয়া দেবদ্রব্যের অপহরণ করিতাম। আমি মহাপাতকী, এইজন্ত আমার অর্থ এবং পুত্র বিনষ্ট হইয়াছিল। আমি নিরন্তর নির্ভূর বাক্য প্রয়োগ করিতাম এবং অভিশয় পাপিষ্ঠ ও বেষ্টাসক্ত ছিলাম। আমি কিছুকাল এইরূপে অবস্থান করত মহত্তর ব্যাক্য আদর না করিয়া, সমস্ত বন্ধু বান্ধব পরিভাগ পূর্বক সমস্ত সম্পত্তি মঠে করত বনে গমন করিলাম। সেই স্থানে প্রতিদিন মৃগমাংস ভক্ষণ করত সংপথের বিরোধ করিতাম। এইরূপে বহুতর দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া একাকী নির্জনে বনে বাস করিলাম। এক সময়ে সেই নির্জনে বনমধ্যে বর্ষার অবসানে ক্ষুধা এবং পিপসার কাতর হইয়া, ‘একটি জীর্ণ বিহুর মন্দির ও তাহার নিকটে হংস-কারওচযুক্ত বৃহৎ সরোবর দর্শন করিলাম। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! ঐ সরোবর পর্য্যন্ত বনের বহু পুষ্প দ্বারা অচ্ছাদিত। আমি ঐ সরোবরে জল পান করিয়া তাহার তটে বিশ্রাম করিলাম। মৃণালের মূল উত্তোলন করিয়া ক্ষুধা ও তৃষ্ণাকে নিবারণ করিলাম। পরে আমি বিহুর সেই জীর্ণ-মন্দির মধ্যে বাস করিতে লাগিলাম ও ঐ মন্দিরের যে যে স্থান কাটিয়াছিল, তাহা পরস্পরে মিলিত করিয়া দিলাম এবং পাত্র, তৃণ ও কাষ্ঠ দ্বারা সম্যাকরূপে গৃহ নির্মাণ করিলাম। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! পরে আমি আমার ভাগ্যের আবিবাক্যতঃ সেই স্থানের ভূমি গোময়াদি-দ্বারা পরিকার পরিচ্ছন্ন করিলাম এবং আমি সেই স্থানে ব্যাধের বৃদ্ধি অবলম্বনপূর্বক বহুপ্রকার মৃগ বিনাশ করত জীবিকা-নির্ভীহ করিয়া বিংশতি বৎসর জীবনধারণ করিলাম। তাহার পর বিস্বাদেশোৎপন্ন ব্যাধ-বংশ-মল্লতা কোকিলিনী নামে এই সাধ্বী লাগমন

করিলেন। বন্ধুবর্গেরা ইহাকে পরিভাগ করিলে, দুঃখে ইহার শরীর জাণ হইল। পরে হে ব্রহ্মণ! ইনি ক্ষুধা এবং তৃষ্ণার কাতরা হইয়া আশ্রুত কার্যকে লক্ষ্য করিয়া শোকের সহিত নির্জন বনমধ্যে লমণ করিতে করিতে প্রীতভাবে এবং অন্তস্তাপে শীড়িত হইয়া দৈবধোনে আমাকে প্রাপ্ত হইলেন। আমি এই দুঃখিনীকে দর্শন করিলে আমার অতিশয় যুগা হইল। পরে আমি ইহাকে জল, মাংস এবং বস্ত্রফল দান করিলাম। হে ব্রহ্মণ! ইনি বিপ্রািম করিলে, আমি ইহাকে মধ্যম জিজ্ঞাসা করিলাম, ইনিও আমাকে আপনাত্মক সমস্ত কার্য অবগত করাইলেন। হে মহামুনে! সেই সমস্ত শ্রবণ করুন। হে পণ্ডিত! ইহার নাম কোকিলিম্বী, ব্যাধের বলে ইহার জন্ম। ইনি দান্তিক নামে ব্যাধের কন্যা, বিদ্যাপক্ষেতে বাস করিতেন। ইনি নিত্যই পরধন হরণ করিতেন ও মর্কসদা পৈশুণ্য বাক্য প্রয়োগ করিতেন। ইহার স্বামীর মৃত্যু হইয়াছিল, এই জন্ত বন্ধুবর্গেরা ইহাকে পরিভাগ করিলে, হে ব্রহ্মণ! ইনি এই দুর্গম বনমধ্যে আমার নিকটে আনিলেন। ইনি এইরূপে সমস্ত আশ্রুত কার্য আমার নিকটে আবেদন করিলেন। হে মুনে! আমি এবং ইনি বিধুর সেই জীর্ণ-মন্দিরে ত্রীপুরুষভাব অবলম্বনপূর্বক মাংসভক্ষণ করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলাম। একদিন আমরা দুই জনে রাত্রিতে সেই মন্দিরমধ্যে মদ্যপানে মত্ত ও মাংসভোজনে আমলিত হইয়া, দণ্ডের অগ্রভাগে বস্ত্রবন্ধনপূর্বক মদ্যমেবায় অতিশয় উন্মত্ত হইয়া, অতিশয় হর্ষের সহিত সম্যকরূপে নৃত্য করিতে লাগিলাম। হে মুনে! সেই কালেই আমাদের দুই জনের মৃত্যু হইল। পরে ভয়ঙ্কর যমদূতগণ পাশহস্তে আগমন করিল এবং ভগবান্ মধুসূদন আমাদের সেই নৃত্যে গচ্ছিত হইয়া আমাদের হরণ করিবার নিমিত্ত স্বীয় দূত প্রেরণ করিলেন। হে মন্তম! সেই স্থানে দূতগণের অতিশয় বিবাদ হইয়াছিল। হে ধার্মিকশ্রেষ্ঠ! আমি সেই সমস্ত শ্রবণ করিয়াছি, আপনি শ্রবণ করুন। দেবদূতেরা কহিল,—‘ওহে ক্রুর ছাত্র! তোমাদিগের কিছুমাত্র বিবেচনা নাই, এই ত্রীপুরুষের হরির অতিশয় প্রিয়, ইহাদিগের পাপ নাই; অতএব এই দুই জনকে পরিভাগ কর। স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল এই ত্রিলোক মতো বিবেকহীন সম্পদের আদি কারণ এবং বিবেকশূন্য এই বিপদের আদিকারণ-রূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে। যে ব্যক্তি মিপাপকে পাপিষ্ঠ বলিয়া জ্ঞান করে, তাহাকে পুরুষাধম বলিয়া জানিবে।’ যমদূতেরা কহিল,—‘তোমরা সত্যই বলিয়াছ, এই দুই জন অতিশয় পানী; পাপিষ্ঠেরা দণ্ডাই আমরা জানি, অতএব আমরা এই দুই জনকে লইয়া যাইব। বেদ বাহ্য বলিয়াছেন, তাহাই ধর্ম, তাহার যে বিপরীত, সে-ই অধর্ম; এই দুই জন অধর্মাচরণ করিয়াছে, অতএব আমরা ইহাদিগকে বন্দের নিকটে লইয়া যাইব।’ মহাতেজস্বী দেবদূতগণ এই বাক্য শ্রবণ করত অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া, স্বকীয় তেজ দ্বারা দিক্ সকলকে প্রকাশিত করত যমদূতদিগকে কহিতে লাগিল,—‘ইহা হইতে আর কি কষ্ট হইবে? বেহেতু অধর্ম ধর্মীকে স্পর্শ করিতেছে! তোমরা বিশেষ পাপ করিয়াছিলে, এই জন্ত নরকের অধাক্ষ হইয়াছ। তোমরা কিজন্ত আজ পর্য্যন্ত এই নমস্ত পাপ-কর্মে উদ্যোগী হইতেছ? বাহ্য মহাপাতকী, তাহার অধর্মকর পর্য্যন্ত নরকে অবস্থান করে। যে কাল পর্য্যন্ত চন্দ্র এবং মঙ্গল

বিদ্যমান থাকিবে, তোমরা সেই পর্যাণ্তই নরকে বাস করিবে। যাহা দ্বারা পূৰ্ণনকিত্ত
পাপের ক্ষয় হয়, কোন সময়ে এরূপ চেষ্টা তোমরা করিতেছ না, কিন্তু কিজন্ত বারংবার
এই সকল পাপ-কর্ম করিতেছে? প্রতি যাহা বলিয়াছেন, তাহাই ধর্ম—ইহা সত্য;
ইহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। এই দুই জন যে সমস্ত ধর্মোচরণ করিয়াছে, তাহা
আমরা যথার্থরূপে বলিতেছি। ইহারা সর্বদা হরিশেবাতে নিরত, এইজন্ত পাপ হইতে
মুক্ত হইয়াছে; হরি ইহাদিগকে সর্বতোভাবে শুদ্ধ করিয়াছেন, অতএব ইহাদিগকে পরি-
তাগ কর, বিলম্ব করিও না। হে যমদূতগণ! এই নারী বিষ্ণুগৃহে নৃত্য করিয়াছে
এবং এই পুণ্য অলকালে ধ্বজা দান করিয়াছে; এই জন্ত দুই জনই পাপ হইতে মুক্ত
হইয়াছে। যাহারা যুগ্মসময়ে একবার যাহার নাম শ্রবণ করিলেও পরম স্থান লাভ
করিতে পারে, তাহারা যদ্যপি তাহার সেবায় রত হয়, তাহা হইলে, তাহাদিগের কি
না হয়? মনুষ্য মহাপাতক-যুক্ত হউক অথবা সমস্ত পাপযুক্তই হউক, ভগবন্ত যাহাকে
দর্শন করে, সে পরম-পদ লাভ করে। যতি এবং বিষ্ণু-ভক্তদিগের সেবাতে নিরত ব্যক্তি-
গণ যাহাকে দর্শন করেন, তাহারা পাপিষ্ঠ হইলেও উত্তম গতি লাভ করিয়া থাকে। যে
ব্যক্তি এক মুহূর্ত অথবা অর্দ্ধ-মুহূর্ত হরির মন্দিরে অবস্থান করে, সে পরম স্থানে গমন করে,
যে ব্যক্তি সর্বদা হরির সেবাতে নিরত, তাহাদিগের কি না হয়? এই দুই জন প্রতিদিন
হরির মন্দিরে উপলেন দান করিয়াছে, তাহার সংযোজন করিয়াছে, ভগ্নহাস নির্মাণ
করিয়াছে, জল সেচন করিয়াছে এবং হরি-মন্দিরে দীপ দান করিয়াছে, অতএব কিজন্ত
এই মহাভাগ্যবান দুই জনকে যমালয়ে লইয়া যাইবে? দেবদূতগণ এই কথা বলিয়া,
পাশচ্ছেদনপূর্বক আশাদিগকে বিমানে আরোহণ করাইয়া, বিষ্ণুর পরম স্থানে গমন
করিলেন। আমরা—চক্রধারী দেবের দেব বিষ্ণুর নিকটে গমনপূর্বক যে কাল পর্যন্ত
উত্তম ভোগ করিয়াছি, তাহা আমার নিকট শ্রবণ করুন। আমরা সহস্র কোটিযুগ এবং
শতকোটি যুগ বিষ্ণু-ভবনে বাস করিয়া, ব্রহ্মলোকে গমন করিলাম; সেই স্থানেও তাবৎ
কাল অবস্থান করিয়া, ইন্দ্রতপদ-প্রাপ্ত হইলাম; সেই স্থানেও অবশ্যস্তাবী উৎকৃষ্ট দিব্য ভোগ
করিয়া, হে মুনিমন্তম! ক্রমে তাহার পর পৃথিবীর রাজা হইয়াছি। এ স্থানেও অতুল-
সম্পৎ হইয়াছে। হে মুনে! আমি অজ্ঞানবশতঃ ঐ সমস্ত করিয়া, এই সকল প্রাপ্ত
হইয়াছি, এক্ষণে বিধনাথ মাধবকে সমাক্রূপে ভক্তিভাবে আরাধনা করিয়া, পরম-মঙ্গল
প্রাপ্ত হইব, ইহাই আমার নিশ্চিত বুদ্ধি। হে বিপ্র! যে সমস্ত কর্ম অজ্ঞানবশতঃ
করিলেও মনুষ্যদিগকে মহৎ ফল দান করে, যদ্যপি, সমাক্রূপে পূজা করা হয়, তাহা
হইলে কি কিনা হয়?—সমস্তই হইতে পারে।” মুনিশ্রেষ্ঠ বিভাওক এই সমস্ত শ্রবণ
করিয়া, রাজাকে অভিমন্ত্র্য করত আপনার তপোবনে গমন করিলেন। শূত বহিলেন,—
হে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ! অতএব তোমরা শ্রবণ কর, দেবের দেব চক্রীর পরিচর্যা সমস্ত
ব্যক্তির কামধেনু স্বরূপ। যাহারা হরিপূজা-পরায়ণ, সমস্ত অভিলষিত ফলদানে সক্ষম
সনাতন হরি তাহাদিগকে পরম মঙ্গল প্রদান করেন। যে ব্যক্তি এই সমস্ত পাপনাশক
পবিত্র উপাখ্যান পাঠ করে, অথবা শ্রবণ করে, সে ধ্বজারোপণের পূণ্যফল প্রাপ্ত হয়।

একোবিংশ অধ্যায় ।

শ্রুত করিলেন,—আমি সকল লোকের দুর্লভ, হরিপঙ্ক নামে অষ্ট প্রকার ব্রত
কহিতেছি, তোমরা সমাহিত হইয়া শ্রবণ কর । এই ব্রত—নারী এবং মরদিগের সমস্ত
হঃখ-নাশক । ধর্ম অর্থাৎ কাম মোক্ষ স্বরূপ পুরুষার্থের একমাত্র সাধন । সমস্ত অভীষ্ট দান
করিতে সক্ষম, সমস্ত ব্রতের ফলদানে যোগ্য, সকল ব্রত হইতে উৎকৃষ্ট ও শ্রেষ্ঠ এবং
সর্বকাম-ফলপ্রদ । মার্গশীর্ষ মাসের শুক্লপক্ষের ষাদশীতে ইন্দিরসংযম করত দত্ত-
ধাবম পূর্বক স্নানাদি কর্তব্য করিয়া সম্যাক্রূপে দেবপূজা এবং পঞ্চ মহাযজ্ঞ বিষ্ণুহ
করিবে । ব্রতী ব্যক্তি ব্রত দিনে এইরূপে ইন্দিরসংযম করিবে । হে প্রধানতম
মুনিগণ ! একাদশীদিনে প্রাতঃকালে গাজোথাম করত আচারানুসারে স্নান করিয়া
গৃহ মধ্যে হরিকে অর্চনা করিবে । দেবদেবের ঈশ্বরকে পঞ্চামৃত দ্বারা স্নান করাইয়া
উত্তম ভক্তি মহাকারে যথাক্রমে গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ নৈবেদ্য এবং তাম্বুলাদি দ্বারা পূজা
করিবে, পরে প্রদক্ষিণ পূর্বক দেবাদিদেবের পূজা করিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবে;—“তুমি
জ্ঞান স্বরূপ, তোমাকে নমস্কার ; তুমি জ্ঞানদাতা, তোমাকে নমস্কার ; সমস্ত কল্যে তোমার
রূপ, তুমি সমস্ত সিদ্ধি প্রদানে সক্ষম, তোমাকে নমস্কার ;” এইরূপে দেবতাপ্রধান দেবের
দেব জনার্দিনকে নমস্কার করিয়া বক্ষ্যমাণ মন্ত্র দ্বারা উপবাস সমর্পণ করিবে;—“হে
কেশব ! হে জগৎ পতে ! তোমার আজ্ঞানুসারে অদা হইতে পঞ্চ ব্রত উপবাস করিব,
তুমি আমার অভীষ্ট প্রদান কর ।” হে বিজগৎ ! ব্রতী এইরূপে দেবের নিকট উপবাস
অর্পণ করিয়া ইন্দির জয় করত একাদশীদিনে ব্রতীতে জাগরণ করিবে । হে বিজগৎ !
ষাদশী, ত্রয়োদশী, চতুর্দশী এবং পূর্ণিমা এই চারি তিথিতেও জিহেস্ত্রিয় হইয়া এইরূপে
বিষ্ণুর পূজা করিবে । হে বিজগৎ ! একাদশী এবং পূর্ণিমা এই দুই তিথিতে জাগরণ
করিবে । পঞ্চামৃত দ্বারা স্নান এবং পূজা সামান্যাকারে পাঁচ তিথিতেই করিবে । পৌর্ণ-
মাসীতে শক্তি অনুসারে ক্ষীর দ্বারা বিষ্ণুকে স্নান করাইয়া তিল দ্বারা হোম ও তিলদান
করিবে । তার পর ষষ্ঠদিনে স্বীয় আশ্রমোচিত-কার্য সমাপন করত পঞ্চগব্য পানপূর্বক
পূর্বের শ্রায় হরিকে পূজা করিবে । পরে বিত্তব্যাধিকলে ব্রাহ্মণদিগকে অধারিত ভোজন
করাইবে । পরে বাগ্ধত হইয়া বন্ধু বান্ধবের সহিত আপসি ভোজন করিবে । হে
সত্তমগণ ! এইরূপে পৌষ হইতে কার্তিক মাস পর্যন্ত প্রতি শুক্লপক্ষে পূর্বোক্ত বিধানমতে
ব্রত করিবে । ব্রতী এইরূপে সংবৎসর ব্যাপিয়া পাপনাশক ব্রত করিয়া পুনর্বার
অগ্রহারণ মাসে ব্রতের উদ্ভাপন করিবে । হে সাধুগণ ! পূর্বের শ্রায় একাদশীতে
উপবাস করিবে, ষাদশীদিনে সমাহিত হইয়া পঞ্চগব্য পান করিবে, পরোজিহেস্ত্রিয়
হইয়া গন্ধ পুষ্পাদি দ্বারা দেবদেব জনার্দিনকে সম্যাক্রূপে পূজা করত ব্রাহ্মণকে মধু ঘৃত
ফলসংযুক্ত পায়স ও দক্ষিণার সহিত সুগন্ধি ফলযুক্ত পূর্বকৃত স্বরূপ উপঢৌকম
দান করিবে । হে প্রধান মুনিগণ ! পরে পঞ্চরত্ন-সম্বিত বস্ত্রাচ্ছাদিত কৃত্ত আশ্রয়ানী
ব্রাহ্মণকে দান করিবে । “তুমি সকলের পরমাত্মা-স্বরূপ সকল ভূতের ঈশ্বর, সর্বব্যাপী
ও নিত্য । হে মাধব ! আমি পরমাত্ম দান করিতেছি, তুমি ইহা দ্বারা উত্তম শ্রীতি লাভ

কর। হে মারারণ ! তুমি জগতের জ্ঞানকর্তা, তোমাকে নমস্কার। হে জমার্দন ! আমি জলপূর্ণ কুণ্ড দান করিতেছি, তুমি শ্রীভিলাভ কর।” এই মন্ত্র দ্বারা উপটৌকম দান করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইবে। পরে শক্তি অনুসারে বাক্যসংযমপূর্ব্বক বন্ধুর সহিত আপনি ভোজন করিবে। যে ব্যক্তি হরিপঙ্কজ নামে এই ব্রতের অনুষ্ঠান করে, সে কাম্বিকাগ্নে ব্রহ্মলোক হইতে পুনর্বার আগমন করে না। যে ব্যক্তি উত্তম যুক্তি ইচ্ছা করে, সে এই ব্রত করিবে। হে বিজগণ ! এই ব্রত সমস্ত পাপরূপ দুর্গম অরণ্য মধ্যে দাবানলের তুল্য। মনুষ্য সহস্র কোটি গোদান করিলে যে কল লাভ করে, একটীমাত্র উপবাস করিলে সেই কল প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি ঐ নারায়ণে একাগ্রচিত্ত হইয়া ভক্তি পূর্ব্বক এই উপাখ্যাম অবলম্বন করে, সে যোরস্তর কোটি কোটি উপপাতক হইতে মুক্ত হয়।

একোদ্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

বিংশ অধ্যায় ।

শ্রুত কহিলেন,—আমি অন্তরূপ ব্রত কহিতেছি, তোমারা সমাহিত হইয়া অবলম্বন কর। এই ব্রত সকল পাপের নাশক, পবিত্র ও সকলের উপকারক। হে বিজগণ ! আষাঢ় মাস, জ্যৈষ্ঠ মাস, ভাদ্র মাস অথবা আশ্বিন মাসে এই ব্রত করিবে। এই সকল মাসের অন্ত্য-তম মাসে শুক্লপক্ষের দশমী তিথিতে জিতেজ্বর হইয়া প্রাতঃকালে দন্তধাবন পূর্ব্বক স্নান করিবে। পরে সংযতেজ্বর হইয়া ষড়পূর্ব্বক নিত্য দেবপূজা করিবে। একাদশী দিনে ব্রহ্মচারী যুক্তিকাশাসী এবং জিতেজ্বর হইয়া পঞ্চগব্য পান করত বিষ্ণুর নিকটে শয়ন করিবে। তাহার পর প্রাতঃকালে গাভ্রোথান পূর্ব্বক নিত্যকর্ম্ম সমাপন করত ইজ্বর ক্রম এবং জৌব পরিভাগ করিয়া প্রকার সহিত বিষ্ণুকে পূজা করিবে। পণ্ডিতগণের সহিত বিষ্ণুকে যথোচিত পূজা করিয়া স্থতিবাচন পূর্ব্বক সঙ্গম করিবে। পরে “হে কেশব ! আমি অদ্য হইতে একমাসকাল উপবাসী থাকিয়া, হে দেব-দেব ! মাসান্তে তোমার আশ্বানুসারে পারণ করিব। তুমি উপস্থানরূপ এবং উপস্থার ফলদাতা, তোমাকে নমস্কার। তুমি আমার অভিলষিত ফল দান কর ও সমস্ত বিঘ্ন বিনাশ কর।” এইরূপে দেব বিষ্ণুর নিকট মঙ্গলজমক মাসব্রত সমর্পণ করিয়া, সেই অবধি একমাসকাল হরির মন্দিরে শয়ন করিবে। প্রতিদিন পঞ্চাষুত দ্বারা বিষ্ণুকে স্নান করাইবে। সেই মাসে হরির মন্দিরে বিরস্তর দীপ-দান করিবে। প্রতিদিন অপার্মার্গের শাখা দ্বারা দন্তধাবন করত নারায়ণের স্মরণ পূর্ব্বক যথাবিধি স্নান করিবে। পরে কেশব প্রভৃতি ষাদশ নাম দ্বারা বিষ্ণুর উদ্দেশে তর্পণ করিয়া ঐ সমস্ত নাম দ্বারাই বিষ্ণুকে পূজা করিবে; ইহাতে সংশয় নাই। এইরূপে বিষ্ণুপারায়ণ হইয়া একমাস উপবাস করিবে। পূজার পর পবিত্র হইয়া স্নান করত পূর্ব্বের স্ত্রীর বিষ্ণুকে পূজা করিবে। পরে শক্তি অনুসারে ভক্তি পূর্ব্বক দক্ষিণার সহিত ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইবে। আপমিত্ত বন্ধুগণের সহিত ইজ্বর-সংযম পূর্ব্বক ভোজন করিবে। এইরূপে মাসোপবাস নামক ত্রয়োদশটী ব্রত করিয়া

তাহার অন্তে বেদজ্ঞ-ব্রাহ্মণকে নক্ষিণার সহিত মো দান করিবে । পরে ইচ্ছিন্ন-সংযম পূৰ্ণক শক্তি অনুসারে ষাদশ জন্ম ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইয়া, শক্তি-অনুসারে বস্ত্র এবং অলঙ্কার প্রভৃতি নক্ষিণা দান করিবে । একটীমাত্র মাসোপবাস ব্রতের আচরণ করিলে বাজপেয়-যজ্ঞের ফল লাভ করে । দুইবার অনুষ্ঠান করিলে পৌণ্ডরীক-যজ্ঞের ফল লাভ করে । যে ব্যক্তি জিতেচ্ছিন্ন হইয়া তিনবার মাসোপবাস-ব্রতের অনুষ্ঠান করে, সেই ব্যক্তি সোম-যজ্ঞের দ্বিগুণ ফল লাভ করে । হে সাধুতম মুনিগণ ! যে ব্যক্তি চারিবার পরাক্রম করে, সে অগ্নিষ্টোম-যজ্ঞের অষ্টগুণ উত্তম পুণ্যফল প্রাপ্ত হয় । যে মহাত্মা পাঁচবার এই ব্রত করে, সে অন্ত্যগ্নিষ্টোম জন্ম ফল প্রাপ্ত হয়, ইহাতে সংশয় নাই । যে ব্যক্তি সংযত হইয়া ছয়বার মাসোপবাস ব্রত করে, সে জ্যোতিষ্টোম-যজ্ঞের আট গুণ ফল লাভ করে । যে ব্যক্তি আশ্বিন-মাসে মাস যাপন করে, সে অশ্বমেধ-যজ্ঞের আট গুণ ফল লাভ করে । হে প্রধান মুনিগণ ! যে ব্যক্তি আটবার মাসোপবাস ব্রত করে, সে নরমেধ-যজ্ঞের আট গুণ ফল প্রাপ্ত হয় । যে ব্যক্তি নয়বার মাসোপবাস ব্রতের আচরণ করে, সেই নর গোমেধ-যজ্ঞের দ্বিগুণ ফল লাভ করে । হে মুনিমন্তমগণ ! যে ব্যক্তি দশবার পরাক্রম করে, সে ব্রহ্মমেধ-যজ্ঞের দ্বিগুণ উত্তম ফল প্রাপ্ত হয় । যে ব্যক্তি ইচ্ছিন্ন-সংযমপূৰ্ণক একাদশবার পরাক্রমের অনুষ্ঠান করে, সে সমস্ত যজ্ঞের ফল লাভ করত বিষ্ণুর মালোকা লাভ করে । যে ব্যক্তি ইচ্ছিন্নকে সংযত করিয়া ষাদশবার মাসোপবাস ব্রত করে, সে সমস্ত ভোগের সহিত হরির সাক্ষ্য প্রাপ্ত হয় । যে নর পবিত্র হইয়া ত্রয়োদশবার পরাক্রম করে, সে, যেখানে গমন করিলে শোক প্রাপ্ত হয় না, সেই পরমানন্দ স্থানে গমন করে । যে সমস্ত ব্যক্তি মাসোপবাসব্রত অনুষ্ঠান করে, যাহারা সৰ্বদা গঙ্গাস্নান করে এবং যাহারা ধর্মপথ উপদেশ করে, তাহারা মুক্ত, ইহাতে সংশয় নাই । হে প্রধানতম সাধুগণ ! যতী, ব্রহ্মচারী, স্বামী-পুত্র-বিহীন-ও এবং বিশেষ বানপ্রস্থ, ইহাদিগের মাসোপবাস অবশ্য কর্তব্য । ও, অথবা পুরুষ এই দুর্লভ মাসোপবাস ব্রত করিলে মোক্ষ প্রাপ্ত হয় । এই ব্রত যোগিগণেরও দুর্লভ । মনুষ্য, গৃহস্থ, ব্রাহ্মণ, বর্ণী, ভিক্ষু অথবা অদ্বৈতশূন্য হইক, এই ব্রত হইতে মুক্তিলাভ করিলে । যে ব্যক্তি নারায়ণে মনোনিবেশপূৰ্ণক এই ব্রত-মাহাত্ম্য শ্রবণ করে অথবা পাঠ করে, সে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হয় ।

বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২০ ॥

একবিংশ অধ্যায় ।

মৃত্ত কহিলেন,—আমি ত্রিলোক-বিদ্যাতে এই অষ্ট ব্রত কহিতেছি । হে দ্বিজগণ ! এই ব্রত সকল পাপের নাশক, সমস্ত অভিলষিত-ফলদানে সক্ষম । ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এবং ত্রীলোক ইহাদিগের যথো যে কোন ব্যক্তি চতুর্ক, শুদ্ধিপূৰ্ণক ইহার অনুষ্ঠান

করিলে মুক্তিলাভ করিতে পারে। এই ব্রত বিষ্ণুর অতিশয় প্রিয়। হে বিপ্রগণ! ইহার নাম একাদশীব্রত। এই ব্রত সমস্ত কামনা-কলদানে যোগ্য, বিষ্ণুপ্রীতির কারণ এবং মর্কষণ কর্তব্য। উত্তর পক্ষের একাদশীতে ভোজন করিবে না, যদি ভোজন করে, তাহা হইলে পাপী হইবে এবং পরকালে নরকে গমন করিবে। যে ব্যক্তি উপবাসের কল লাভ করিতে ইচ্ছা করে, সে চারি বার ভোজন ত্যাগ করিবে—পূর্ষদিন এবং পরদিনে রাত্রিতে, মধ্যদিনে দিবা ও রাত্রিতে। হে প্রধান সাধুগণ! যে ব্যক্তি একাদশীদিনে ভোজন করিতে ইচ্ছা করে, সে সমস্ত পাপ ভোগ করিতে ইচ্ছা করে, ইহাতে সংশয় নাই। হে প্রধান মুনিগণ! যদি মুক্তিলাভ করিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে দশমী এবং দ্বাদশীতে একবার ভোজন ও একাদশীতে উপবাস করিবে। ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি যে কোন পাপ, সকলই একাদশীতে অরুকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে। ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি পাপের কোনরূপে নিকৃতি হয়, কিন্তু যে ব্যক্তি একাদশীতে ভোজন করে, তাহার কখনই নিকৃতি নাই। মনুষ্য মহাপাতকগুণ হউক বা সমস্ত পাপগুণ হউক, যদিও একাদশীতে উপবাস করে, তাহা হইলে সে পরম পদ প্রাপ্ত হয়। একাদশী তিথি অতিশয় পুণ্যজনক এবং বিষ্ণুর প্রিয়; অতএব যে সমস্ত ব্রাহ্মণগণ সংসারচ্ছেদের ইচ্ছা করেন, তাহারাই ঐ তিথিকে সেবা করিবেন। মনুষ্য দশমীদিনে প্রাতঃকালে গাত্রোথান করত দম্ভধাবন পূর্ষক স্নান করিয়া পবিত্রভাবে যথাবিধি বিষ্ণুকে পূজা করিবে। একাদশীদিনে ইন্দিয়-নিগ্রহপূর্ষক ব্রতচরণ করিবে এবং বিষ্ণু-পরায়ণ হইয়া, বিষ্ণুর নিকটে শয়ন করিবে। এইরূপ একাদশীদিনে স্নান করিয়া গন্ধ-পুষ্পাদি দ্বারা জনার্দনকে সম্যকরূপে পূজা করত পরে এই মন্ত্র পাঠ করিবে,—“হে পুণ্ডরীকাক্ষ! আমি একাদশীদিনে অনাহারে থাকিয়া পরদিনে ভোজন করিব। হে অচ্যুত আমাকে রক্ষা কর।” এই মন্ত্র উচ্চারণ করত ভক্তির সহিত আত্মাকে সন্তুষ্ট করিয়া দেবের দেব চক্রীর নিকটে উপবাস সমর্পণ করিবে। পরে ব্রতী সংযত হইয়া, গীত বাদ্য নৃত্য এবং পুরাণ-প্রবণাদি দ্বারা দেবতার সম্মুখে অবস্থান করত জাগরণ করিবে। তাহার পর ব্রতী দ্বাদশীদিনে প্রাতঃকালে গাত্রোথান করত যথাবিধি স্নান করিয়া, ইন্দিয়-সংযমপূর্ষক বিষ্ণুর পূজা করিবে। একাদশীদিনে পঞ্চামৃত এবং দ্বাদশীদিনে দুগ্ধ দ্বারা জনার্দনকে স্নান করাইলে, হরির সাক্ষ্য প্রাপ্ত হয়। “হে কেশব! আমি অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে অন্ধ হইয়াছি; হে নাথ! এই ব্রত দ্বারা আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া, আমাকে জ্ঞানরূপ চক্ষু প্রদান করুন।” হে বিপ্রেশ্বরগণ! দেবদেব চক্রীকে এইরূপে জানাইয়া, পরে শক্তি অনুসারে ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করা-ইবে ও দক্ষিণা দান করিবে। পরে অধ্যাপন প্রভৃতি পঞ্চমহাযজ্ঞ সমাপন করত নারায়ণে চিত্ত সমর্পণপূর্ষক বাগ্ধত হইয়া, স্বকীয় বন্ধুগণের সহিত আপনি ভোজন করিবে। যে ব্যক্তি পবিত্র হইয়া, এইরূপ পবিত্র একাদশীব্রত করে, সে বিষ্ণুভবনে গমন করে, তাহার আর পুনর্জন্ম হয় না। হে সন্তমগণ! যে ব্যক্তি উপবাস-ব্রত-পরায়ণ ও ধর্ম কার্যের অনুরক্ত, নকারী, সে চণ্ডাল এবং পতিতের সহিত বাক্যমাত্রও কহিবে না। মাস্তিক, সাধুগণের অমর্যাদাকারী, সাধারণের মিত্রকারী এবং বল, ইহাদিগের সহিত উপবাস-ব্রতকারী পতিত কোনরূপ বাক্যলাপ করিবে না। ব্রতী-ব্যক্তি—ব্রহ্মলী-সম্রাটের

প্রতিপালক, বৃষলীর পতি এবং অস্বাস্থ্যবাহক ইহাদিগকে কোনরূপ আলাপ করিবে না। উপবাস ব্রত-পরায়ণ ব্যক্তি,—জারজারভোজী, গায়ক, দেবলের অন্নভোজী, চিকিৎসক, দেবতা ও ব্রাহ্মণের বিরোধী, পরান্নভোজী এবং পরস্বী-ব্রত, উহাদিগের সহিত বাক্য মাত্র করিবে না। এই সমস্ত কৰ্ম দ্বারা পরিপূর্ণ, জিতেজ্বর এবং মঙ্গলগণালঙ্কৃত ব্যক্তি উপবাসব্রত করিলে, উত্তম সিদ্ধিলাভ করিতে পারে। গঙ্গার সদৃশ ভীৰ্ব নাই, মার তুলা গুরু নাই, বিষ্ণুর সদৃশ দেবতা নাই এবং উপবাসের অপেক্ষা অল্প আর অপেক্ষা নাই। যৈরূপ বেদের তুলা শাস্ত্র নাই, শাস্ত্রের তুলা সূত্র নাই, চক্রে সদৃশ জ্যোতি নাই, সেইরূপ উপবাস অপেক্ষা আর তপস্বী নাই। যৈরূপ ক্ষমার তুলা সূখ্যাতি নাই, কীর্তির সদৃশ ধন নাই, জ্ঞানের তুলা লাভ নাই, সেইরূপ উপবাস অপেক্ষা তপস্বী নাই। পণ্ডিতগণ এখানে ভদ্রশীল এবং তাহার পিতা গালবের সংবাদরূপ পুরাতন ইতিহাস করিয়াছেন। পূৰ্বকালে সভা-পরায়ণ, শাস্ত্র, দান্ত, পরমতাপস গালব মুনি নৰ্মদা নদীর তীরে বাস করিতেন। ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ গালব,—বহুতর বৃক্ষে পূর্ণ, মানাক্রপ মৃগ দ্বারা আচ্ছন্ন, সিদ্ধ চারণ মন্ত্রের স্বাক্ষর এবং বিদ্যাবর কর্তৃক সেবিত, কন্দ মূল ফলে পরিপূর্ণ এবং মুনিগণ-সেবিত সেই নৰ্মদাতীরে বহুদিন বাস করিয়াছিলেন। ঐ গালব মুনির ভদ্রশীল নামে জাতিশ্র, মহাভাগ্যবান্, বিষ্ণু-ভক্ত এবং জিতেজ্বর পুত্র ছিল। মহামতি ভদ্রশীল বালককালে ক্রীড়ার সময়েও নৰ্মদা বিষ্ণুর প্রতিমা নির্মাণ করিয়া তাঁহাকে পূজা করিতেন এবং মনুষ্য মাত্রেয়ই প্রতিদিন বিষ্ণুর পূজা করা কর্তব্য ও পণ্ডিতদিগের একাদশীব্রত কর্তব্য, এইরূপ ব্রাহ্মণগণকে উপদেশ করিতেন। হে মুনীশ্বরগণ! বালকেরা এইরূপে উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া হরির গৃহ নির্মাণ করিয়া নৰ্মদা পূজা করিতেন। ভদ্রশীল সকলের জেতা বিষ্ণুকে নমস্কার করত ‘সমস্ত জগতের মঙ্গল হউক’ এই কথা বলিতেন। তিনি ক্রীড়া সময়ে, এক মুহূর্ত অথবা অল্প মুহূর্ত একাদশী লাভ হইলে তাহাতে মগ্ন করিয়া বিষ্ণুকে প্রণাম করিতেন। গালব মুনি পুত্রকে এইরূপ সচরিত্র দর্শন করত বিস্ময়াবিত হইয়া তপোনিবি-পুত্রকে এইরূপ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—“হে ভদ্রশীল! তুমি অতি ভাগ্যবান্। হে সুরত! তোমার স্বভাব অতি উত্তম, যেহেতু তোমার চরিত্র মঙ্গলময় এবং যোগিনীগণেরও হর্ষভ। তুমি প্রতিদিন হরির পূজা ও সকল প্রাণীর হিতাকাঙ্ক্ষা করিয়া থাক, একাদশীব্রতের অনুষ্ঠান কর, সকলের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া থাক, তুমি কাহারও সহিত মগ্ন কর না, মায়াবিত, দান্ত এবং নৰ্মদা হরির দ্বায়ে আসক্ত; অতএব তোমার এইরূপ মনুষ্য কিপ্রকারে জন্মাইল? তাহা আমার নিকটে বল।” ভদ্রশীল পিতার বাক্য শ্রবণ করত হাস্য করিয়া যাহা বলিয়াছে, আপনার অনুভবানুসারে সমস্তই পিতার নিকট নিবেদন করিলেন,—“হে তাত! হে মহাভাগ! আমি যাহা অনুভব করিয়াছি, যম পূর্বে যাহা বলিয়াছিলেন, আমি জাতিশ্র, এইজন্য তাহা জানিয়াছি।” মুনিশ্রেষ্ঠ গালব এই কথা শ্রবণ করত বিস্মিত এবং ক্রীতযুক্ত হইয়া মহামতি ভদ্রশীলকে কহিতে লাগিলেন,—“হে মহাভাগ! তুমি পূর্বে কে ছিলে? যম তোমাকে কাহার জন্ত, কি নিমিত্ত কি বলিয়াছেন, তাহা সমস্ত বল।” ভদ্রশীল কহিলেন,—“হে তাত! আমি পূর্বে চন্দ্রবংশীয় রাজা ছিলাম, আমার নাম ধর্মকীর্তি। ভগবান্ দত্তাত্রেয় আমার গুরু ছিলেন। আমি

ময় 'হাজার বৎসর সমস্ত পুণ্যের শাসন করত বহুতর অধর্ম এবং ধর্ম করিয়াছিলাম। পরে আমি ধনমতে অতিশয় মত্ত হইয়া বহুতর অধর্ম করিয়াছিলাম এবং পাপগুণের সংসর্গে আমার চরিত্রও পাবণের দ্বারা হইয়াছিল। হে ভগবান! আমি পূর্বে যে বহুতর পুণ্য উপার্জন করিয়াছিলাম, সেই সমস্ত পুণ্যই পাবণের সহিত আলাপমাত্রে বিনষ্ট হইল, আমিও পাবণগণের উপদেশে বেদমার্গ পরিত্যাগ পূর্বক কুটুস্তি অবলম্বন করিয়া বাগযজ্ঞ পরিত্যাগ করিলাম। তৎকালে দেশস্থ প্রজাগণ আমাকে অধর্মনিরত দেখিয়া সর্বদা অধর্ম করিতে লাগিল; আমিও সেই সমস্ত অধর্মের বর্জ্য লাভ করিতে লাগিলাম। এইরূপে পাপ-কার্যের অনুষ্ঠান করত বাসনে রত হইয়া এক সময়ে যুগ্মার নিমিত্ত বনে গমন করিলাম। আমি মৈত্রের সহিত সেই বন মধ্যে বহু প্রকার যুগ হনন করত ক্ষুধা ও তৃষ্ণার কাতর এবং শ্রান্ত হইয়া রেবা নদীর তীরে গমন করিলাম। পরে তপন-তাপে অতিশয় উত্তপ্ত হইয়া রেবাতে স্নান করিলাম এবং মৈত্রগণের অদর্শনে একাকী ক্ষুধা তৃষ্ণার অতিশয় পীড়িত হইলাম। হে-ভাত! তৎকালে কতকগুলি তীর্থ-বাসী আমার নিকট আগমন করিলেন। আমি সন্ধ্যার সময় দেখিলাম, তাঁহারা একাদশী-ব্রত করিয়া রহিয়াছেন। হে ভাত! আমি একাকী সেই স্থানে ঐ তীর্থবাসীদিগের সহিত উপবাস করিয়া মৈত্রদিগকে পরিত্যাগ করত, রাত্ৰিতে জাগরণ করিলাম। হে ভাত! আমি পঞ্চাশে পরিশ্রান্ত এবং ক্ষুধাপিপাসার কাতর হইয়া রাত্রিজাগরণের পর সেই স্থানেই পঞ্চাশ প্রাপ্ত হইলাম। তাহার পর বৃহৎ দন্তযুক্ত ভরস্কর যমদূতগণ আমাকে বন্ধ করিল, আমি নানারূপ ক্লেশজনক পথ দ্বারা যমের নিকট গমন করিলাম। দংষ্ট্রী-করাল-বদন যমকে দর্শন করিলাম। তৎপরে যম, চিত্রগুপ্তকে আহ্বান করিয়া এই কথা বলিলেন,—‘হে পণ্ডিত! এই ব্যক্তির যেরূপ শিক্ষাবিধান, তুমি তাহা বল।’ হে সন্তমগণ! ধর্মরাজ চিত্রগুপ্তকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে, চিত্রগুপ্ত বহুকাল বিচার করিয়া পুনর্বার এই কথা বলিলেন,—‘হে ধর্মগাল! এই ব্যক্তি পাপকার্যে রত, ইহা সত্য, তথাপি আপনি শ্রবণ করুন। এই ব্যক্তি একাদশীতে উপবাস জন্ম সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়াছে। এই ব্যক্তি, একাদশীতে মনোহর রেবা-তীরে জাগরণ এবং উপবাস করিয়া পাপ হইতে মুক্ত হইয়াছে। যে কোম বহুতর পাপ করিয়াছিল, উপবাস-প্রভাবে সেই সমস্ত পাপই নষ্ট হইয়াছে।’ বুদ্ধিমান চিত্রগুপ্ত এই কথা বলিলে, হে ভাত! ধর্ম-রাজ আমার ভয়ে অতিশয় কম্পিত হইয়া, ভূমিতে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন এবং হে ভাত! ধর্মরাজ আমাকে ভক্তিভাবে পূজা করিতে লাগিলেন। পরে আপনার সমস্ত মৈত্রগণকে আহ্বান করিয়া এই কথা বলিলেন,—‘হে দূতগণ! তোমরা আমার বাক্য শ্রবণ কর। আমি তোমাদিগকে উত্তম হিতজনক বাক্য বলিতেছি। যে সকল মনুষ্য ধর্মনিরত, তোমরা তাহাদিগকে আনয়ন করিও না। যে সমস্ত মনুষ্য বিকৃতজ্ঞ, পবিত্র ও কৃতজ্ঞ, বাহারা একাদশীব্রত-পরায়ণ, জিতেন্দ্রিয় এবং ‘হে নারায়ণ! হে অচ্যুত! হে হরে! রক্ষা কর’ এই কথা সর্বদা বলে, তাহাদিগকে শীঘ্র পরিত্যাগ করিবে। যে সকল মনুষ্য ‘হে নারায়ণ! হে অচ্যুত! হে জনার্দন! হে কৃষ্ণ! হে বিষ্ণু! হে পদ্মেশ! হে পদ্মজনিত! হে শিব! হে শঙ্কর!’ সর্বদা এই কথা বলে; বাহারা সকল লোকের হিতকারী এবং শান্তিপ্রিয়,

হে দূতগণ ! তাহাদিগকে দূর হইতে পরিভাগ করিবে । সেই সকল ব্যক্তিকে আমার শিক্ষা দিবার অধিকার নাই । দূতগণ ! যাহারা হরি নামে আসক্ত, পাবনগণের সঙ্গ-বিহীন, বিজগণের প্রতি ভক্তিমান, সাধুসহ বাসে লোলুপ, অতিবিসেবার তৎপর, হরি-হরে সমবুদ্ধি এবং সমুদয় লোকের উপকারে নিরত, তাহাদিগকে পরিভাগ করিবে । অধিক কি, যাহাদিগের ক্রতিগুণ অক্ষুণ্ণ হরি নামামৃতপানে লালসিত, অন্তঃকরণে প্রতিনিরত নারায়ণের স্তুতিবাদে সমুৎসুক এবং বিশেষগণের পাদোদক-সেবনে প্রকৃত হইয়া থাকে, এবং বিধ মহাত্মা সকল যাহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, তাহারা যোর পাতকী হইলেও তাহাদিগকে কখন স্পর্শ করিও না । যাহারা অবিরত পিতা-মাতাকে ভৎসনা করে, নিখিল লোকের ঘেবকারী, বিজগণের অনিষ্টাচরণে তৎপর, দেবদ্রব্যে লোভপরায়ণ ও লোকক্ষয়ের হেতু, হে দূতগণ ! সেই সকল অপরাধীকে আনয়ন করিবে । যে ব্যক্তি একাদনী-ব্রতপালনে পরাজ্ঞ, উগ্রস্বভাব, লোকের অপবাদদানে নিরত, পরনিষ্ঠ, গ্রামনাশকর, সাধুগণের নিন্দাকারী এবং ব্রাহ্মণের ধনে লোভপরতম, সেই পাপিষ্ঠকে আনয়ন করিও । যাহারা হরিভক্তি-বিমুগ এবং যাহারা কখন শরণাগত-পালক ভগবান্ নারায়ণকে সন্মর্শনপূর্বক সমস্কার করে না ও যে মূর্খ মানব কখন বিদ্যমন্দিরে গমন করে না, সেই সকল দণ্ডার্থ অতি পাপিষ্ঠদিগকে আনয়ন করিবে । আমি পূর্বে সম্মুখে এবং বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়াছি এবং এক্ষণে তৎকার্য্য শ্রবণ করত অনূতাপে দগ্ধ হইতেছি । হে পিতঃ ! অনূতাপে ও তাদৃশ ধর্ম্ম শ্রবণে মদীয় নিখিল পাতকই তৎকালে মিশ্রবরূপে বিনষ্ট হইয়াছে । অনন্তর আমি পাপশেষ হইতে মুক্ত হইয়া হরিমাক্রপা লাভ করিলে, আমার কলেবর সহস্র সূর্য্যের স্যায় দেদীপ্যমান হইতে লাগিল । তৎকালে ধর্ম্মরাজ যম আমাকে প্রণাম করিলেন এবং সমদূতগণ তদ্ব্যাপার দর্শনে অত্যন্ত ভীত ও যমথাকো নাতিশয় বিধ্বাসিত হইল । অনন্তর ধর্ম্মরাজ আমাকে পূজা করিয়া তৎক্ষণাৎ বিমানারোহণে বিম্বলোকে প্রেরণ করিলেন, তৎকালে শত শত বিমান আমার সমভিবাচারে যাইতে লাগিল । হে জনক ! সেই কক্ষকালে আমি, সর্গভোগাঢ্য কোটি কোটি বিমানের নতিত কোটি কোটি কল্প বিম্বলোকে অবস্থানপূর্বক পশ্চাৎ ইচ্ছালোকে সমাগত হইয়া সেই স্থানে তাৎকাল বাস করিয়া এই পৃথিবীতে মহৎ বিশ্রুতলে উদ্যোগ করিয়াছি । হে, মুনীশ্বর ! স্মৃতি-স্মরণ হেতু এই সমস্ত ঘটনাই আমার স্মরণে স্মারক রহিয়াছে । আমি, পূর্বে এষ্ট একাদনী-ব্রত-মাহাত্ম্য জানিতে পারি নাই, মনোভি ক্রান্তিস্বরূপ-প্রভাবে জানিয়াছি । হে প্রভো ! আমি যখন অমিচ্ছাপূর্বক ঐ কার্য্য করিয়া তাহার ঈদৃশ ফল প্রাপ্ত হইয়াছি, তখন যাহারা ভক্তিসহকারে একাদনী-ব্রত অনুষ্ঠান করেন, তাহাদিগের যে কি প্রকার পণ্যফল, তাহা জানি না । অতএব হে পিতঃ ! পরমস্থানে বাস-বাসনায় তুমি একাদনী-ব্রত ও প্রতিদিন বিম্বপূজা করিবে । যে সকল মানব, ব্রাহ্মসহকারে একাদনী-ব্রত পালন করিয়া থাকে, তাহারা পরম আনন্দদায়ক বিম্বতবনে বাস করে । যে ব্যক্তি ভক্তিভাবে এই একাদনী-মাহাত্ম্য শ্রবণ করে, সে নিখিল পাপরাশি হইতে মুক্ত হইয়া বিম্বলোকে পরম আনন্দে বাস করিয়া থাকে । সূত্র কহিলেন,—মুনীশ্বর গালব, পুত্রের এবং বিধ বাক্য শ্রবণে মনে মনে স্মৃতিশর সঙ্গ হইয়া ডাবিলেন, ‘মদীয় কলেবর এষ্ট

পরম বিহিত্তের জন্ম হইয়াছে, তখন আমার জন্ম সকল এবং আমার বংশও পবিত্র হইল ।’ তিনি এইরূপ সন্তুষ্টচিত্ত হইয়া বীমান্ পুত্রের নিকট যথাবিধি হরিপূজার বিধান সকল বাস্তব করাইলেন । হে মুনিগণ । এই আমি আপনাদিগের সম্মুখান্নে প্রমীলরূপ যথাবিধি কীর্তন করিলাম, এক্ষণে বলুন, সংক্ষেপ বা বিস্তাররূপে কোন বিষয় বাস্তব করিব ।

একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২১ ॥

দ্বাবিংশ অধ্যায়

ঋষিগণ কহিলেন,—হে তত্ত্বার্থকোবিদ সূত ! আপনি ভাগীরথীর মহিমা, ধর্ম্মাধর্ম্ম, হরিপূজাবিধান, সবিস্তার ব্রত এবং একাদশীর মহিমাও বিশেষরূপে কীর্তন করিলেন । হে মুনে ! এক্ষণে বর্ণাশ্রমবিধি, আশ্রমাত্মক এবং প্রায়শ্চিত্তবিধি শ্রবণ করিতে নিতান্ত বাসনা হইয়াছে । হে মহাভাগ ! আপনি ত নিখিল তত্ত্বার্থ বিষয়ে অভিজ্ঞ, অতএব কৃপা করিয়া, ঐ সকল বিষয় প্রকাশ করুন । সূত কহিলেন,—ঋষিগণ ! যে ব্যক্তি বর্ণাশ্রমোচিত আচার প্রতিপালন করিতে পারে, অব্যয় হরি তৎকর্তৃক পূজিত হইয়া থাকেন, অতএব হে বিশেষজ্ঞ সকল ! ব্রহ্মপুত্র নারদ, পূর্বে মুনিবর মনস্কুমারকে যেরূপ বর্ণাশ্রম-বিনির্গম নির্দেশ করিয়াছেন এবং মনু প্রভৃতিও যে প্রকার কীর্তন করিয়াছেন, তাহা আমি বলিতেছি, আপনারা সকলে শ্রবণ করুন । ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, এই চারি বর্ণ ; তন্মধ্যে ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠ । ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, ইহাদিগকে পণ্ডিতগণ দ্বিজ এবং ত্রিভুজ বলিয়াছেন । প্রথমে মাতৃগর্ভ হইতে নিঃসারণ, পরে উপনয়ন ও দীক্ষাগ্রহণ, জন্মে উহাদিগের এই তিন জন্ম বলিয়া নির্দিষ্ট আছে । পূর্কোক্ত বর্ণচতুষ্টয়ের বর্ণানুরূপ ধর্ম্ম-কার্য্য সকল পালন করা কর্তব্য । যে ব্যক্তি স্বীয় বর্ণ-ধর্ম্ম পরিভ্রাণ করে, সে পাপী বলিয়া অভিহিত হয় । দ্বিজগণ নিজ নিজ গৃহানুরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠানে তৎপর হইবে, অগ্ৰথা পণ্ডিত ও মর্ক্স-ধর্ম্ম-বহিষ্কৃত হইয়া থাকে জানিবে । ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণেরই যথোচিত যুগ-ধর্ম্ম এবং স্মৃতিমার্গের অবিরোধী দেশাচার পালন করা বিধেয় । মানবগণ যতপূর্ব্বক কার্য্যমোবাক্যে ধর্ম্মাচারণ করিবে । যাহা লোকনিন্দিত, তাহা ধর্ম্মজনক হইলেও আচরণীয় নহে । মনুষ্যাগণ কলি-যুগে মদুদ্র-যাত্রা, কমণ্ডলুধারণ, অমবর্ণা কন্টার পানিগ্রহণ, দেবর ষারা পুত্রোৎপাদন, শ্রাদ্ধে মাংসদান, বান-প্রস্থাপ্রম, দত্তা অক্ষতযোনি বিষবা কন্টার পুনরায় অন্তকে প্রদান, দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য, নরমেধ, অশ্বমেধ, গোমেধ ও মহাপ্রস্থান, এই সকল ধর্ম্ম বর্জন করিতে কহিয়াছেন । যাহারা যে দেশে বাস করে, তাহারা সেই দেশের আচার গ্রহণ করিবে । যে ব্যক্তি তাহা না করে, তাহাকে পণ্ডিত ও মর্ক্সধর্ম্ম-বহিষ্কৃত জানিবে । হে মাধুগণ ! এক্ষণে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের কর্তব্য, সংক্ষেপে বলিতেছি, সমাহিতচিত্তে শ্রবণ করুন । ব্রাহ্মণগণ—ব্রাহ্মণকে দান, যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা দেবগণের পূজা ও যজনে যোগ্য ব্যক্তিকে যাজন করাইবেন । প্রতিদিন স্নান ও বেদ-পাঠ করা ব্রাহ্মণের কর্তব্য । ব্রাহ্মণ শাস্ত্রজীবী এবং পরকীয় ব্রত ও প্রস্তরে

সমবুদ্ধি হইবেম। অগ্নিগ্রহণ, সকলের হিতসাধন, মধুর বাক্য, প্রয়োগ ও ঋতুকালে পত্নীতে উপগত হওয়া ব্রাহ্মণের প্রশস্ত। ব্রাহ্মণ-বিষ্ণুপূজার আসক্ত হইবেন, কণন কাঁহাকে অগ্নির কহিবেন না। হে বিজ্ঞোত্তমগণ! ক্ষত্রিয়গণ বিজ্ঞগণকে দান, বেদ পাঠ ও যজ্ঞাচরণ দ্বারা দেবগণের পূজা করিবে এবং শত্রুজীবী হইবে। বর্ণানু-
নারে পৃথিবীপালন, দৃষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করা ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য কর্ম। বৈশ্য-
গণের পশুপালন, বাণিজ্য, কৃষিকার্য্য ও বেদাধ্যয়ন বর্ণ্য বলিয়া নির্দিষ্ট আছে। শূদ্রগণও দান করিবে, সিদ্ধান্ত দ্বারা দেবগণের পূজা করিবে না এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণের শুদ্ধবাকারী হইবে। ঋতুকালে স্বপত্নী-গমন, সকল লোকের হিতেক্ষা ও মঙ্গলসাধন, ঈশ্বরাদিত্য, অস্তিত্তি আরাম না করা, মহোৎসাহ, তিতিক্ষা ও অভিমানগুণতা, ইহা মুনিগণ, ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণেরই প্রশস্ত বলিয়াছেন। নিজ নিজ আশ্রমোচিত কার্য্যানুষ্ঠানে সকলেই মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। হে বিজ্ঞগণ! আপংকালে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়চার ও ক্ষত্রিয় বৈশ্যচার আশ্রয় করিতে পারে; কিন্তু মহা-আপং উপহিত হইলেও কেহ শূদ্রবৃত্তি অবলম্বন করিতেই পারিবে না। যদি কোন মুঢ়মতি বিজ্ঞ, শূদ্রবৃত্তি আশ্রয় করে, তাহা হইলে চণ্ডালের মতো পরিগণিত হইবে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ইহারা বিজ্ঞানমে প্রশিক্ষিত। উহাদিগের ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই চারি প্রকার আশ্রম নির্দিষ্ট আছে, পঞ্চম আর কিছুই নাই। এই চারি প্রকার আশ্রম দ্বারা ই উৎকৃষ্ট বর্ণ্য সাধিত হইয়া থাকে। হে বিপ্রেক্ষগণ! যাহারা উক্ত চতুর্বিধ আশ্রমোচিত কার্য্য পালনে তৎপর, ভগবান্ বিষ্ণু তাহাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন। যে সকল মানব, নিঃস্পৃহ, শান্তচিত্ত ও স্বকর্ম-পালনে তৎপর, তাহারা পরম পদ প্রাপ্ত হয়, আর তাহাদিগকে সংসারে আসিতে হয় না।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২২ ॥

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় ।

সূত কহিলেন,—হে ঋষিগণ! এক্ষণে বর্ণাশ্রমাত্মকবিধি বিশেষ করিয়া বর্ণন করি-
তেছি, আপনারা সকলে একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করুন। যে ব্যক্তি নিজকার্য্য পরিভোগপূর্ব্বক পরকার্য্য সম্পাদন করে, তাহাকে পাষণ্ড ও মর্স্ববর্ণ্য-বহিকৃত জানিবেন। যথাসময়ে যথাবিধি যজ্ঞপাঠ পূর্ব্বক গর্ভাধানাদি-সংস্কার কর্তব্য, এই কার্য্যে স্ত্রীলোকের মত উচ্চারণ করিবার প্রয়োজন নাই। প্রথম গর্ভের চতুর্থ মাসে সৌমন্তোন্নয়ন প্রশস্ত, এই সময়ে না হইলে বর্ষ, মধ্যম বা অষ্টম মাসেও করিতে পারে। পুত্র জন্মাটলে পিতা মবদ্র ব্রাহ্মণে জাতকর্ম্ম নিমিত্ত স্তুতিবাচন পূর্ব্বক নান্দীমুখ প্রাক্ত করিবে। হেম বা উত্তম দান দ্বারা উক্ত জাতপ্রাক্ত কর্তব্য; যে ব্যক্তি অন্য দ্বারা উহার অনুষ্ঠান করে, সে চাণ্ডালতুল্য হইয়া থাকে। অশৌচান্তে পিতা, বাগ্দ্দত্ত হইয়া আত্মদায়িক-প্রাক্ত-সমাধানান্তে যথাবিধি নাশকরণ করিবে। হে বিপ্রেক্ষগণ! যে নামের অর্থ নাষ্ট, কিংবা দাতার অর্থ অস্পষ্ট এবং

যাহা অতি গুরু অক্ষর বা বিষমাক্ষরযুক্ত, তাদৃশ নাম রক্ষা করিবে না। তৃতীয় বৎসরে চূড়াকরণ প্রাপ্ত, ঐ সময়ে না হইলে পঞ্চম, সপ্তম, অষ্টম কিংবা নবম বর্ষে গৃহবচনানুসারে কর্তব্য। দৈবযোগে গর্ভাধানাদি কার্য্য যথাকালে না হইলে কৃচ্ছ্রপাদ প্রাপ্তি এবং চূড়া না হইলে কৃচ্ছ্রার্দ্ধ করিতে হইবে। গর্ভাষ্টম বা অষ্টম বর্ষে ব্রাহ্মণের উপনয়ন কর্তব্য; মনোবিগণ, গর্ভ হইতে ষোড়শবর্ষ পর্য্যন্ত উপনয়নের গোণকাল বলিয়াছেন। গর্ভ হইতে একাদশ বর্ষে ক্ষত্রিয়ের উপনয়ন প্রাপ্ত; আর দ্বাবিংশতিবর্ষ পর্য্যন্ত ক্ষত্রিয়ের গোণকাল। পণ্ডিতগণ বৈশ্যের দ্বাদশবর্ষই উপনয়নের প্রাপ্ত কাল এবং চতুর্দ্বিংশতিবর্ষ পর্য্যন্ত অপ্রাপ্ত কাল বলিয়াছেন। ব্রাহ্মণাদি বর্ণজন্মের মধ্যে যাহার উক্ত কালে উপনয়ন না হয়, তাহাকে মাষিত্রী-পণ্ডিত জানিবে, তাহার সহিত কদাচ আলাপ করা কর্তব্য নহে। হে বিপ্রগণ! ব্রাহ্মণের উপনয়নের মুখ্যকাল-বাধ হইলে দ্বাদশাব্দ-ব্রতানুষ্ঠানের পর চাক্ষায়ণ ব্যবস্থা, কিংবা মাল্পময়র করিয়া উপনয়ন বিধেয়; তাহা না হইলে সে পণ্ডিত ও কর্তাও ব্রহ্ম-হত্যা-পাপে লিপ্ত হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ যুজ্ঞালতা দ্বারা, ক্ষত্রিয় ধনুর্জ্যা দ্বারা এবং বৈশ্য মেঘচর্ম্ম দ্বারা মেঘলাবন্ধন করিবে। এক্ষণে উহাদিগের ব্যবহার্য্য চর্ম্মের ব্যবস্থা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। ব্রাহ্মণের কৃষ্ণমার-যুগের, ক্ষত্রিয়ের কক্কনামক যুগবিশেষের এবং বৈশ্যের ছাগের চর্ম্মই কথিত আছে। সম্প্রতি যথাক্রমে দণ্ডের বিবরণ বলিতেছি। ব্রাহ্মণের পালাশ দণ্ড, ক্ষত্রিয়ের ওড়ুশ্বর দণ্ড এবং বৈশ্যের বৈল দণ্ড কর্তব্য। এক্ষণে তাহার প্রমাণ শ্রবণ করুন। বিপ্রের কেশ পর্য্যন্ত, ক্ষত্রিয়ের ললাটে পর্য্যন্ত এবং বৈশ্যের নাসিকা পর্য্যন্ত দণ্ডমান হইবে। সম্প্রতি ব্রাহ্মণাদির বস্ত্রের কথা বলিতেছি; যথাক্রমে কাষার, মাঞ্জিষ্ঠ ও হারিঙ্গ বস্ত্র কথিত আছে। হে বিপ্রগণ! উপনীত বিপ্র, বেদাধ্যায়ন পর্য্যন্ত গুরুগৃহে অবস্থান করত গুরুর পরিচর্য্যায় নিরত থাকিবে। হে বিজসন্তমগণ! প্রতিদিন প্রাতঃস্নান, ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন এবং মিত্য প্রাতঃকালে গুরুর নিমিত্ত সন্নিধি, কুশ ও কলাদি আহরণ করা তাহার কর্তব্য। যজ্ঞোপবীত, অজিন ও দণ্ড নষ্ট বা ভ্রষ্ট হইলে মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক নূতন ধারণ করিয়া পুরাতনকে জলমধ্যে নিক্ষেপ করিবে। পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন, কেবল ভিক্ষার দ্বারাই ব্রহ্মচারীর জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হইবে এবং ঐ ভিক্ষাগ্রহণ সংযত-ক্ষিয় হইয়া শ্রোত্রিয়ের গৃহ হইতে আহরণ করা কর্তব্য। ভিক্ষাগ্রহণ কালে ব্রাহ্মণ অগ্রে, ক্ষত্রিয় মধ্যে এবং বৈশ্য অন্তে 'ভবৎ' শব্দের উচ্চারণ করিয়া ভিক্ষাদাতাকে সম্বোধন করিবে। ব্রহ্মচারীর ক্রিতেক্ষিয় হইয়া প্রতিদিন প্রাতঃকাল ও সায়ংকালে অগ্নিকার্য্য এবং যথাসময়ে ব্রহ্মযজ্ঞ ও তর্পণ করিতে হয়। অগ্নিকার্য্য-বিহীন ব্রহ্মচারীকে বৃধগণ পণ্ডিত এবং ব্রহ্মযজ্ঞ-বিহীন ব্রহ্মচারীকে ব্রহ্মঘাতী বলিয়া নির্দেশ করেন। ব্রহ্মচারী—দেবতর্চন ও গুরুসেবার রত হইবে এবং সংযতচিত্তে প্রতিদিন বিপ্রগণের গৃহ হইতে ভিক্ষা আনয়ন পূর্ব্বক গুরুকে নিবেদন হস্তে তদীয় অনুমতি লইয়া ভিক্ষার ভোজন করিবে, কদাচ প্রত্যহ এক বাস্তির অন্ন ভক্ষণ করা বিধেয় নহে। মধু, ত্রী, মাংস, লবণ, তামূল, দন্তধাবন, উচ্ছিষ্ট, দিবামিষ্টা, ছত্র, পাছুকা, গন্ধ, মালা, অমূল্যপন, জলকেলি, অক্ষতীড়া, গৌত, বাদা, পরিমিন্দা, ক্রোধ, অতিশয় আনন্দ, বিরুদ্ধবাক্য প্রয়োগ, অজ্ঞান এবং পান্ডিত্য ও শূদ্রের সহ বাস ব্রহ্মচারীর পরিত্যাজ্য। জ্ঞানমুগ্ধ, তপোবিক ও বয়োবৃদ্ধদিগকে

বধাক্রমে অভিবাদন করিবে । যে ঙ্কর বেদশাস্ত্রোপদেশ দ্বারা আধারিক হুঃণ সকল
নিষারণ করেন, অগ্রে তাঁহাকেই অভিবাদন করা কর্তব্য । বিজগণের অভিবাদন কালে
'আমি অমুক' এই বলিয়া অভিবাদন করিতে হয় । ক্ষত্রিয়াদি বর্ণজর কদাচ বিধের
অভিবাদনীয় নহে । নাস্তিক, মর্যাদাবিহীন, কৃতঘ্ন, গ্রামযাজক, পাতকী, পাবণ, পণ্ডিত,
মূর্খ, নক্ষত্রপাঠক, উন্মত্ত, শঠ, ধূর্ত, ধাবমান, অশুচি, মর্দান ও মস্তকে তৈলাভিষিক্ত,
অপনিষ্ঠ এবং যে স্নান বা ভোজন করিতেছে, যাহার হস্তে সন্নিবৃত্ত পুষ্প কিংবা জলপাত্র
আছে, যে ব্যক্তি সত্তত বিবাদনীল, জলমদাস্তিত, রমণামত, ভিক্ষাবাদী, শয়ান,
এবং যে রমণী স্বামিহত্যা কিংবা গর্ভপাত করে, যে রজস্রা, পরপুরুষে আমৃত্যু, কৃতঘ্নী,
অতি কোপনা কিংবা সূতিকা, এই সকল ব্যক্তিকে অভিবাদন করিতে নাই । সত্যহল,
যজ্ঞাগার কিংবা দেবতারতন মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তিকে নমস্কার করিলে পূর্নকৃত পুণ্য বিনষ্ট
হইয়া থাকে । পুণ্যক্ষেত্রে, পুণ্যতীর্থে এবং স্বাধায় সময়ে এক এক করিয়া, প্রণাম
করিলে, পূর্নপুণ্য ফল প্রাপ্ত হয় । যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধ, ব্রত, দান, দেবতার্চন এবং যজ্ঞ বা
উর্পণ করিতেছে, তাহাকে অভিবাদন করিবে না । অভিবাদন করিলে, যে প্রত্যাভিবাদন
না করে, তাহাকে আর অভিবাদন করা উচিত নহে, সে শূদ্রত্বলা । পাদদ্বয় প্রক্ষালন-
পূর্নক আচমন করিয়া, ঙ্কর সম্মুখীন হইয়া, উপবেশন করত, তাঁহার পাদপ্রহণান্তে,
অধ্যয়ন করিবে । বিধেয়গণ । অষ্টকা, চতুর্দশী, প্রতিপদ, অমাবস্তা, পূর্ণিমা, মহাভরণী,
প্রবণবাদনী, প্রোতপক্ষের তৃতীয়া, শয়ন ও উত্থান বাদনী, প্রোত্রিষের মৃত্যাদিবস, আষাঢ়
কার্ত্তিক ও কাঙ্কন মাসের শুক্ল তৃতীয়া, যে দিবস গ্রাম দাহ হয়, মাঘ মাসের শুক্ল মল্লমী,
আশ্বিন মাসের মল্লমী, যে দিন সূর্য্যমণ্ডল হয়, যে দিন গৃহে প্রোত্রিষ উপস্থিত হন, যে
দিবস ব্রাহ্মণের পূজা, ভরস্কর কলহ, মধ্যাকালে বা অকালে মেঘগর্জ্জন, উল্লা বা
বজ্রপাত ও ব্রাহ্মণ অবমানিত হয় এবং মর্যাদা ও যুগাদি, এই সকল দিবসে যে দিগ
সমুদায় কর্ম-কল-বাসনা করেন, তিনি কখনই অধ্যয়ন করিবেন না । বৈশাখ মাসের শুক্ল-
তৃতীয়া, প্রোতপক্ষের ত্রয়োদশী, কার্ত্তিক মাসের শুক্ল মল্লমী ও মাঘমাসের পূর্ণিমা যুগাদি
বলিয়া কথিত আছে, এই সময়ে যাহা দান করা যায়, তাহা অক্ষয়-কল-জনক হইয়া থাকে ।
একণে মর্যাদির বিষয় বলিতেছি, সমাধানপূর্নক প্রবণ করুন । আশ্বিন মাসের শুক্ল-
মল্লমী, কার্ত্তিক মাসের শুক্লবাদনী, চৈত্র ও ভাদ্রমাসের তৃতীয়া, আষাঢ় মাসের শুক্ল-
দশমী, মাঘমাসের শুক্লমল্লমী, প্রাবণমাসের কৃষ্ণাষ্টমী, আষাঢ়মাসের পূর্ণিমা, কাঙ্কনমাসের
অমাবস্তা, পৌষমাসের শুক্লকাদমী এবং কার্ত্তিক কাঙ্কন চৈত্র ও ভৈষ্ঠমাসের পূর্ণিমা
মর্যাদি বলিয়া উল্লিখিত হয়, এই সকল দিনে দান করিলে, তাহার পুণ্য অক্ষয় হইয়া থাকে ।
পূর্নোক্ত মর্যাদি ও যুগাদিতে বিজগণের শ্রাদ্ধ করা কর্তব্য এবং শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত হইলে,
কিংবা চন্দ্র-সূর্য্যের গ্রহণ হইলে এবং উত্তরাশ্রম ও দক্ষিণাশ্রম দিবসে বিজগণ অধ্যয়ন করি-
বেন না । শবাস্থগমন, জননাশৌচ, মরণাশৌচ ও ভূমিকম্প হইলে অনধ্যায় প্রশস্ত ।
আরণ্যক নামক বেদাংশ অধ্যয়নের পরও অশু শাস্ত্র অধ্যয়ন করা উচিত নহে । যাহারা
অনধ্যায় দিবসে অধ্যয়ন করে, অমরঃ সম তাহাদিগের সন্তান সন্ততি, প্রজা, দশঃ, সম্পদ,
আয়ুঃ, বল ও স্বাস্থ্য বিনষ্ট করিয়া থাকেন । বিধগণ । যে ব্যক্তি অনধ্যায় দিনে অধ্যয়ন

করে, তাহাকে ব্রহ্মধাতী জানিবেন, তাহার সহিত সম্ভাবণ বা বাস কিছুই করিতে
 নাই । কোন কোন পণ্ডিত জারজ গভানের, কতিপয় মনীষিগণ জড়াদিয় এবং কেহ কেহ
 তাহাদিগের পুত্রের উপায়ন ব্যবস্থা করিয়াছেন । যে ব্যক্তি অগ্রে বেদাধ্যয়ন না করিয়া
 অপরাপর শাস্ত্র অধ্যয়ন করে, সে শূদ্রত্বলা এবং অস্ত্রে নরকগামী হয় জানিবেন এবং সে
 কোনরূপ সদাচরণের ফল প্রাপ্ত হয় না ;—ফল কথা, শূদ্রও যেরূপ, সেও তদ্রূপ । ব্রাহ্মণ
 বেদাধ্যয়ন না করিলে কি নিত্য, কি নৈমিত্তিক, কি কাম্য এবং কি অশ্রু বৈদিক কার্য্য
 তাহার সমস্তই নিফল । ঋকব্রহ্মময় বিশ্ব এবং বেদ সাক্ষ্য হরি বলিয়া কথিত আছে ।
 হে বিপ্রগণ ! এজন্য বেদাধ্যায়ীর সর্ক্সাভীষ্ট সিদ্ধ হইয়া থাকে ।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৩ ॥

চতুর্বিংশ অধ্যায় ।

সূত কহিলেন,—বেদাধ্যয়ন পর্য্যন্ত গুরুর শুশ্রূষায় নিরত থাকিবে । পরে তাহার
 অনুমতি লইয়া অগ্নি পরিগ্রহ করিবে । হে বিপ্রগণ ! মানবগণ বেদ, বেদান্ত এবং ধর্ম্ম-
 শাস্ত্র সকল অধ্যয়ন করিয়া গুরুদক্ষিণা প্রদানপূর্ব্বক গৃহী হইবে । যে কন্যা, সর্ক্সমূলক্ষণ-
 যুক্তা, রূপবতী, সদৃগুণশালিনী, সুনীলা, ধর্ম্মচারিণী এবং সংকুলসম্পূর্ণা, সে যদি মাতৃপক্ষ
 হইতে পঞ্চমী ও পিতৃপক্ষ হইতে সপ্তমী না হয়, তাহা হইলে, বিজগণ সেই কন্যার পাণি-
 গ্রহণ করিবে ; বদাপি উক্ত প্রকার পঞ্চমী ও সপ্তমী কন্যা পরিভাগ করা না হয়, তাহা
 হইলে বিবাহকর্তা গুরুতর-গমনের পাতকী হইয়া থাকে । যে কন্যা রোগগ্রস্তা কিংবা
 রোগগ্রস্ত কুলে উৎপন্না ; যাহার চক্ষুঃ-দ্বয় গোলাকার, শরীর অত্যন্ত উন্নত বা থলি ; বাহার
 অঙ্গ, অধিক বা নূন ; যাহার কেশ অতিরিক্ত বা অভাৱ ; যে বিরূপা, বহুভাষিণী,
 কোপনস্বভাবা, ক্রুরমতি ও পুরুষাকৃতি ; যাহার গুলফ স্থূল, জজ্ঞা দীর্ঘ ও মুখমণ্ডল
 শুল্ক-চিহ্নাক্রান্ত ; যে বৃথা হাস্য ও সর্ক্সদা পরগৃহে বাস করে ; যে বিবাদ ও ভ্রমণে আসক্ত-
 চিত্তা, নির্ভীরা এবং বহুভোজিনী ; বাহার দন্ত ও ওষ্ঠ স্থূল, কণ্ঠস্বর কর্কশ এবং বর্ণ অতি কৃষ্ণ
 বা রক্ত ; যে সন্তত রোদনশীলা, পাণ্ডুরা, কুংসিতা, বাস কামাদি সংযুক্তা, নিদ্রালু, অনর্থ-
 ভাষিণী, লোকের প্রতি ঘেবকারিণী, পরনিন্দায় নিরতা, চৌর্য্যাস্থিতা ও ধূর্তা ; বাহার
 নাসিকা দীর্ঘ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অধিক পরিমাণে লোমে আবৃত এবং চরিত্র বকের স্থায়, জ্ঞানী
 ব্যক্তি কখন একরূপ কন্যাকে বিবাহ করিবে না । শৈশবাবস্থায় চরিত্র সম্যক না জানিয়া
 বিবাহের পর যদি গুণহীনা ও প্রমত্তা বলিয়া জানিতে পারে, তবে সর্ক্সধা তাহাকে
 পরিভাগ করা কর্তব্য । যে রমণী স্বামীর পুত্রগণের প্রতি সন্তত নির্ভীরাচরণ এবং অশ্রুর
 আশুকলা করে, তাহাকে সর্ক্সভোভাবে পরিভাগ করিবে । মুনিমন্তমগণ ! বিবাহ
 অষ্ট প্রকার,—ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আশ্রম, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ,
 ইহার মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্বই শ্রেষ্ঠ । পূর্ব্ব পূর্ব্বের অভাব হইলেই পর পর করিবে ।

দ্বিজোত্তমগণ ত্রাঙ্গ বা দৈব বিদ্যাহেই কন্টার পানিগ্রহণ করিবে না। কেহ কেহ ত্রাঙ্গের পক্ষে আধবিবাহও বিহিত বলিয়াছেন। আজাপতা প্রভৃতি পদপ্রকার বিবাহ গার্হিত, সুতরাং পূর্ক্স-পূর্ক্সের অভ্যাস হইলেই পর-পর বিবাহ করা জামিগণের কর্তব্য। দ্বিজগণ, উত্তরীয় সহ যজোপবীতধর, সূৰ্ণময় কুণ্ডল-যুগল, বৈশ্বদ দণ্ড, মঙ্গল কমণ্ডলু, উকীষ, নিখিল ছত্র, পাঙ্কাজুগল এবং সুগন্ধ পুষ্পমালা ধারণ করিবে। পতত পশ্চিম থাকিবে, কেশ ও নথ ছেদন করিবে, নিতা অধায়ন-নীল হইবে, গাত্রে কন্দাদি লেপন এবং যথাবিহিত কার্যের অনুষ্ঠান করিবে। পরান ও পরঙ্গী ধর্জনে পরিবে, পাদ দ্বারা পাদপীড়ন করিবে না, উচ্চিষ্টে লজ্জন করিবে না। উভয় হস্তে নিজ মস্তক কণ্ঠরূপে করিবে না। পূজা বা দেবালয়ের প্রতিকূল গমন করিবে না। দেবার্চন, পাচমন, গ্রাম, ব্রত ও শ্রাদ্ধকালে মুক্তকেশ হইবে না এবং এক বস্ত্র ধারণ করিবে না। ঐশ্ব্যানে আরোহণ করিবে না। বৃথা কলহ পরিভাগ করিবে। দ্বিজগণ অশ্বখ ও তুপথের প্রতিকূল গমন করিবে না। খলতা, অসূয়া, মাংসখ্যা ও দিব্যানিদ্ৰা পরিভাগ করিবে। পরপাপ ও স্বীয়পুণ্য প্রকাশ করিবে না। নিজ নাম, নিজ নক্ষত্র ও নিজ মান গোপন রাখিবে। ধর্জনের সহ বাস করিবে না। আশাত্মীয় বাক্য শ্রবণে পরাঙ্গুখ হইবে না। গার, অক্ষত্ৰীড়া এবং গীতাদিতে অভিনায় করিবে না। মার্গস্থিত, উচ্চিষ্টে, শূদ্র, পণ্ডিত, ব, চিকিৎসক, চিতা, চিতাকার, মূপ, চণ্ডাল ও দেবল সাক্ষ্যকে স্পর্শ করিয়া, সবস্ত্র ন করিবে। দীপচ্ছায়া, বট্টাচ্ছায়া, তলুচ্ছায়া, কেশ-বস্ত্র, ঘট্টোদক, ছাগ ও মার্জ্জারের স্পর্শ করিলে পূর্ক্সপুণ্য বিনষ্ট হয়। শূর্পবায়ু, প্রেতধূম, শূদ্রান্নভোজন এবং যে নৃত্যকন্ঠায় উপগত, তাহার সহ বাস দূর হইতে পরিভাগ করিবে। অমং শাস্ত্রে অভি- বেশ, নথ-কেশভক্ষণ এবং উলঙ্গ হইয়া শয়ন করিবে না। গো, অশ্ব ও মভার প্রতিকূল গমন করিবে না। মস্তক তৈলাক্ত করিয়া অবশিষ্ট তৈল দ্বারা অঙ্গলেপন, অণুচি হইয়া পুণ্ড্র গ্রহণ, সুপ্ত ব্যক্তিকে জাগরণ, অপবিত্র থাকিয়া অগ্নি গুরু বা দেবগণের পূজা, বাম পদ বা এক হস্তে কিংবা পশাদির স্তায় বস্ত্র দ্বারা জলপান, গুরু ছায়া বা আজ্ঞা লজ্জন এবং যোগী ব্রতী কিংবা যতিগণের নিন্দা করা কর্তব্য নহে। হে মুনীশ্বরগণ! পরস্পরের বিহান বাক্য প্রকাশ করিবে না। অমাবস্তা ও পূর্ণিমাতে যথাবিধি যাগ করিবে এবং মাতঃকাল ও মায়ংকালে দ্বিজাতিগণের যথাবিধি আহুতি দান করা সর্গতোভাবে বিধেয়। যে দ্বিজ তাহা পরিভাগ করে, বৃধগণ তাহাকে সূরাপায়ীর তুল্য বলিয়া থাকেন। দ্বিজগণ! অরম ও বিষুব সংক্রান্তিতে, যুগাদ্যাতে, অমাবস্তা ও প্রেতপক্ষে, মরাদি দিবসে, মৃতাহে, অষ্টকাজ্রে, চন্দ্রসূর্যা গ্রহণে, নিখিল পুণ্যক্ষেত্র ও তীর্থস্থানে এবং নবদ্বার উৎপন্ন হইলে কিংবা কোন শ্রোত্রিয় গৃহাগত হইলে, গৃহী ব্যক্তি যথাশাস্ত্র আঙ্গ করিবে। হে বিশেষজ্ঞগণ! উর্কপুণ্ড্র না করিয়া যজ্ঞ, দান, তপস্যা, হোম, বেদাধ্যয়ন এবং পিতৃ- পর্ণাদি যাহা কিছু অমুষ্ঠিত হয়, সকলই বৃথা হইয়া থাকে। কোম কোন মনীষী বলেন, আক্ষে উর্ক পুণ্ড্র ও তুলসীর প্রয়োজন নাই, এজন্য, যাহারা নিজ মঙ্গলাভিলাষী, তাহারা এই বিষয়ে বৃদ্ধগণের আচার গ্রহণ করিবে। স্মৃতি শাস্ত্রে ইত্যাদি কথ্য কথিত আছে; ই সকল ধর্ম কার্যের অনুষ্ঠান করিলে, সর্ব প্রকার মভীষ্টে কল সিদ্ধ হইয়া থাকে, এজন্য

বিজাতিগণের সমাক্রমে উহা পালন করা কর্তব্য । হোমজোক্তমগ্ন । যাহারা, শ্রীমদ-
মদাচার-পরাগণ, তাহাদিগের প্রতি ভগবান্ বিষ্ণু প্রসন্ন হন । এবং বিষ্ণু প্রসন্ন হইলে
তাহাদিগের অসাধ্য কি থাকে ?

চতুর্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশ অধ্যায় ।

স্মৃত্ত কহিলেন,—হে মুনিমত্তমগ্ন ! এক্ষণে গৃহস্থদিগের কর্তব্য বিষয় নির্দেশ
করিতোহু, ঐ কর্তব্য সকল পালন করিলে, অখিল পাপরাশি বিনষ্ট হইয়া থাকে । গৃহস্থ,
ব্রাহ্মণহৃদে পাণ্ডোখানপূরক কেশ-কলাপ পরিহার করিয়া, যাহা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও
মোক্ষের বিরোধী নহে, একপ জীবনোপায় বিষয় চিন্তা করিবে । দিবসে ও সন্ধ্যাকালে
কর্ণে যজ্ঞোপবীত-স্থাপনপূরক উত্তরাস্ত্র হইয়া এবং ব্রাহ্মিকালে দক্ষিণাস্ত্র হইয়া, মল-মূত্র
পারিত্যাগ করিবে । বস্ত্র দ্বারা মস্তক এবং তৃণনিচরে ভূমিতল আবৃত করিয়া, করতলে
কাষ্ঠগণ বহন করত মৌনাবলম্বনপূরক মলত্যাগ করা কর্তব্য । পথে, গোষ্ঠে, নদীতীরে,
ভড়াগ বা কূপসন্নিকটে, দেবালয়ে, উদ্যানে, কবিত ভূমিতে, চতুষ্পাথে, ব্রাহ্মণ গো-
অশ্বখৃক্ষ এবং স্ত্রীলোকের সমীপে এবং ভূষ অঙ্গার নরকপাল ও জল ইত্যাদি স্থানে মল-
মূত্র ত্যাগ করিবে না । শৌচ বিষয়ে সর্বদা যত্ন রাখা কর্তব্য, কারণ, শৌচই বিজয়ের
মূল । যে ব্যক্তি, শৌচাচার-বিহীন, তাহার নিখিল কর্ম্মই নিফল হয় । শৌচ দুই
প্রকার,—বাহ্য ও আন্তর । মৃত্তিকা ও জল দ্বারা বাহ্য-শুদ্ধি এবং ভাব-শুদ্ধি হইলেই
আন্তর শৌচ সম্পন্ন হইয়া থাকে । মলত্যাগান্তে লিঙ্গ ধারণপূরক উত্তীর্ণ হইয়া,
শৌচার্থ অনুচ্ছেদ স্থান হইতে মৃত্তিকা গ্রহণ করিবে । যাবৎকাল পর্য্যন্ত লেপনক
বিদূ-
রিত না হয়, তাবৎকাল পর্য্যন্ত যত্নপূরক শৌচক্রিয়া কর্তব্য । মুষিকাদি কর্তৃক উৎকীর্ণ,
কিংবা লাগলোৎকীর্ণ মৃত্তিকা শৌচার্থ গ্রহণ করিবে না এবং জল মথো অবস্থিত হইয়া,
তথা হইতে মৃত্তিকা গ্রহণপূরক শৌচক্রিয়া করা নিষিদ্ধ । বাপী কূপ বা ভড়াগ মথোও
বাহ্য মৃত্তিকা নিষ্ক্ষেপ করা কর্তব্য নহে । লিঙ্গে তিন বার বা একবার, যথেষ্ট দুই বার,
মলদ্বারে পাঁচ বার, বায়ুস্তম্ভে দশ বার, যুগপৎ উভয় হস্তে সপ্ত বার এবং প্রত্যেক পাদে
তিন তিন বার করিয়া, মৃত্তিকা লেপন করিবে । লেপনক দূর করিবার জন্ত গৃহস্থের এই-
রূপ মৃত্তিকাশৌচ বিহিত আছে । ব্রাহ্মচারীর উহার দ্বিগুণ, ব্রহ্মদিগের ত্রিগুণ ও
যতিগণের চতুর্গুণ কর্তব্য । হে মুনিবরগণ ! মানবগণের স্ব-প্রাণেই সম্পূর্ণ আচার
কর্তব্য, পশিমথো অর্ধেক এবং রোগাবস্থায় বা মহা আপদকালে কোন নিয়ম নাই,
জানিবেন ; তৎকালে যেরূপে লেপনক দূর হয়, যত্নসহকারে সেই প্রকার শৌচ করিবে ।
স্ত্রীলোক ও অনুপনীত বিজয়মারগণেরও যাহাতে লেপনক মান হয়, সেই প্রকার শৌচ
জানিবেন । বিশেষজ্ঞগণ ! বিধবা ও ব্রতস্থ যাবতীয় ব্যক্তিরই যতির স্থায় শৌচ করণীয় ।
বিদ্বৎ, পুরোহিত প্রকার শৌচক্রিয়াতে সংযতজিহ্ব ও সমাক্ত সমাহিতচিত্ত হইয়া

পূর্বাংশে কিংবা উত্তরাংশে উপবেশনপূর্বক আচমন করিবে। গন্ধ দ্বা কেমাদিশূর্ক জল, বারিষ্ম বা বার-চতুষ্টয় পান করিয়া, দুই বার কপাল ও তিন বার ওষ্ঠদ্বয় মার্জনপূর্বক ক্রমে ভর্জনী ও অশ্লুষ্ঠ দ্বারা নাসারন্ধ্রদ্বয়, অশ্লুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা যথাক্রমে নেত্র ও কর্ণ-যুগল, কনিষ্ঠা ও অশ্লুষ্ঠ দ্বারা নাভিরন্ধ্র, করতল দ্বারা উরঃস্থল, সমস্ত অঙ্গুলীর অগ্রভাগ দ্বারা মস্তক এবং করতল কিংবা অঙ্গুলিনিচয়ের অগ্রভাগ দ্বারা অঙ্গদ্বয় স্পর্শ করিবে। হে বিপ্রেক্ষগণ! বিচক্ষণ মানব, এবংবিধ আচমনে অভ্যাসে শুদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। অনন্তর স্নান করিয়া, গাত্রমার্জনপূর্বক তিল-তর্পণ ও সন্ধ্যা-সমাধানান্তে গায়ত্রী উচ্চারণ করত সূর্য্যোদয় দান করিবে। প্রাতঃকালে যাবৎ না সূর্য্য দর্শন হয় এবং সায়াংকালে যাবৎ না তারকা-নিচয় প্রকাশ পায়, তাবৎকাল গায়ত্রী জপ করা কর্তব্য। মানদগণ, মধ্যাহ্নকালেও সন্ধ্যোপাসনানন্তর পূর্ববৎ সূর্য্যোদয় প্রদানপূর্বক দণ্ডায়মান বা উপবিষ্ট হইয়া, সম্যাক্রূপে গায়ত্রী জপ করিবে। হে মুনিবরগণ! গৃহস্থের প্রতিদিন প্রাতঃকালে ও মধ্যাহ্নকালে স্নান এবং কৃশাঙ্গুরীয় ধারণপূর্বক ব্রহ্মযজ্ঞ ও বেদ-বিহিত কার্য্য সকল আচরণ করা কর্তব্য। যদি প্রমাদ বশতঃ দিবসে কর্তব্য কার্য্যের বাধ হয়, তাহা হইলে, রাত্রির প্রথম যামে যথাক্রমে সেই সকল কার্য্য সম্পাদন করিবে। যে ধূর্ত মানব, কোনরূপ আপদ না থাকিলেও সন্ধ্যা উপাসনার পরাজ্ঞ হইয়া, তাহার কোনরূপ কার্য্যে অধিকার নাই, তাহাকে পাপও জামিবেম। যে ব্যক্তি কটুবৃত্তিতে পারদর্শী হইয়া, সন্ধ্যাদি কার্য্য পরিভাগ করে, সে দোর পাপাচারীদিগের অগ্রগণ্য। অধিক কি, যাহারা সন্ধ্যাদি কার্য্য পরিভাগ করে, তাহাদিগের নহিত আলাপ পরীক্ষা করিলে, যতকাল গমনতলে চল ও তারকানিচয় বিরাজমান থাকিবে, তাবৎকাল, জালাপকারী বিজয়কে যৌর নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। গৃহী প্রত্যহ দেবপূজা, যথাবিধি বলিবৈশ্ব এবং মধুরবাক্য প্রয়োগপূর্বক উপস্থিত অতিথিকে গন্ধাদিদানে নমস্কা অর্চনা করিয়া কন্দ মূল ও অন্ন জল দ্বারা পরিচরিত করিবে; কারণ অতিথি ভগ্ন-মনোরথ হইয়া যাহার গৃহ হইতে পরাজ্ঞ হইয়া, সেই অতিথি তাহার পুণ্য গ্রহণপূর্বক তাহাকে স্বীয় পাপরাশি প্রত্যর্পণ করত গমন করিয়া থাকে। যাহার গোত্র ও নাম অজাত, পণ্ডিতগণ তাহাকেই অতিথি বলেন। গৃহী ব্যক্তি তাহাকে বিহ্বল হইয়া বোধে সমুচিত সেবা করিবে। পিতৃগণের ভূতির নিমিত্ত প্রতিদিন সন্ধ্যামবাসী বিজয়দ্রাঘণ অন্যথ কোন এক শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে ভোজাদি দানে অর্চনা করা বিধেয়। পঞ্চযজ্ঞভ্যাগকে বৃদ্ধগণ ব্রহ্মজ্ঞা বলিয়া থাকেন, এজ্ঞ সন্ধ্যা-প্রত্যহ প্রত্যহ পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে। দেবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ ও ব্রহ্মযজ্ঞ ইহাকেই সাধুগণ পঞ্চযজ্ঞ বলেন। বিজয়গণ পঞ্চযজ্ঞাদি-কার্য্যাবসানে ভূতা ও মিত্রাদির নহিত বাগ্‌যত হইয়া স্বয়ং ভোজন করিবে। অভোজা ভোজন ও ভোজনকাণ্ডে ভোজনপাত্র পরিভাগ করা কর্তব্য নহে। আসনোপরি পাদতল স্থাপন বা অর্কবস্ত্র পরিধান করিয়া কিংবা মুখশয় করত যে ব্যক্তি ভোজন করে, বৃদ্ধগণ তাহাকে সূর্য্যপী বলিয়া থাকেন। যে মানব ভুক্তি বস্ত্র পুনরায় ভক্ষণ করে, কিংবা মৌদিক ও ফলাদিতে প্রত্যহ লবণ ভোজন করে, সে পৌমাংসানী বলিয়া কথিত হয়। বিপ্রগণ। জলাদি পেষ-বস্ত্রপায়ে কিংবা আচমনে শয়ন করিলে মনঃকলংঘী হইয়া থাকে। প্রতিদিন পুণ্য অন্ন

ভোজন করিবে। অন্নদাতাকে ঘৃণা করিবে না। হে বিপ্রেক্ষগণ! গৃহস্থ এইরূপে ভোজনের পর আচমনপূর্বক শাস্ত্রচিন্তায় ভগ্ননাঃ হইবে। গৃহী ব্যক্তি ত্রাত্তিকালেও অতিথি সমাগত হইলে কন্দ মূল ও ফলাদি এবং আমন ও শযাদানে তাহাকে বর্ষাশক্তি পংকায় করিবে। হে বৃদ্ধগণ! গৃহস্থ প্রতিদিন এইরূপ সদাচার-পরায়ণ হইবে। ঈদৃশ সদাচার ত্যাগ করিলে প্রায়শ্চিত্তার্থ হইয়া থাকে। বিজগণ নিজ কেশজাল শুক্লবর্ণ এবং শরীর-মাংস শিথিল দেখিয়া পুত্রের নিকট পত্নীকে রাখিয়া কিংবা পত্নীর সহিত বনে গমন করিবে। বনবাসকালে প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যা স্নান, নথ শ্রাদ্ধ ধারণ, তৃণশয্যায় শয়ন, গন্ধগন্ধের অনুষ্ঠান এবং ফলমূলমাত্র ভক্ষণ করা কর্তব্য। বানপ্রস্থাত্মী ব্যক্তি ব্রহ্মচারী গর্ভভূতে দয়াবান্, নারায়ণ-পরায়ণ এবং বেদাধ্যয়নে নিরত হইবে। গ্রাম্য পুষ্প বা ফল পরিত্যাগ করিবে। অষ্টগ্রামমাত্র ভোজন করিবে এবং ত্রাত্তিতে ভোজন করিবে না। বস্ত্র তৈল দ্বারা অভ্যঙ্গ করিবে। মৈথুন, নিম্না, আলম্ব, পরনিম্না এবং মিথ্যাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া মনোমধ্যে মিরস্তর শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী ভগবান্ হরিকে চিন্তা করিতে থাকিবে। মর্কট চাক্ষুসাদি ব্রতচরণ, নীত-তাপাদিক্লেশমহন এবং অগ্নির পরিচর্যা করিবে। যখন সকল বস্তুর * প্রতিই মানসিক বৈরাগ্য উপপন্ন হয়, বিদ্বান্ মানব, তখনই সন্ন্যাস করিবে, বৈরাগ্য-অভাবে সন্ন্যাস করিলে পতিত হইবে। সন্ন্যাসী, মর্কট বেদান্তাত্ম্যস-গ্রন্থ, শমদমমঙ্গল জিতেন্দ্রিয়, সুখদুঃখাদি-বন্ধবর্জিত, নিরহঙ্কার এবং মমতাবিশীন হইবে। সন্ন্যাসী, শামাদিগুণ-মঙ্গল ও কামক্লেববর্জিত হইবে, উলম্ব থাকিবে বা জীর্ণ কোপীন পরিধান করিবে, মুণ্ডিত মুণ্ড হইবে, শত্রু-মিত্র ও মান-অপমানে সমতাভান করিবে। একদিনের অধিক গ্রামে থাকিবে না, তিন দিনের অধিক নগরে থাকিবে না, মিথ্যা ভিক্ষা করিয়া জীবিকা-মির্জাহ করিবে! একান্নানী হইবে, অর্থাৎ ব্রহ্মচারীরা যেমন পাঁচ বাড়ীর ভিক্ষার সংগ্রহ করিয়া ভোজন করে, সন্ন্যাসী মেরূপ করিবে না; একজমে যাহা ভিক্ষা দিবে, তাহাই ভোজন করিবে। চুরীর অঙ্গার পরিকৃত ও সমগ্র পরিবারের ভোজন ব্যাপার সমাহিত হইলে অর্থাৎ অপরাহ্নে, সন্ন্যাসী, কলহাদিবর্জিত উত্তম বিজ-নিকেতনে ভিক্ষা করিতে পর্যটন করিবে। সন্ন্যাসী ত্রিকালস্মারী ও নারায়ণ-পরায়ণ হইবে, সংযতচিত্ত ও জিতেন্দ্রিয় † থাকিবে, নিত্য জপ করিবে। যে যেতি একান্নানী নহে বা কদাচিৎ লীল্যট্য করে, বহুশত প্রায়শ্চিত্তেও তাহার নিষ্কৃতি নাই। হে বিপ্রেক্ষগণ! সন্ন্যাসী যদি লোভযুক্ত, বা দম্বযুক্ত হয় ত তাহাকে বর্ষাশ্রম-বিগর্হিত চাণালতুল্য জাবিবে। সন্ন্যাসী আত্মাকে নারায়ণ ভাবিবে; আময়, বৃন্দদোষ, মমতা ও মাৎসর্য আত্মাতে নাই ভাবিবে; আত্মাকে শান্ত, মায়াতীত, অব্যয়, পূর্ণ, সচ্চিদানন্দস্বরূপ, সমান্তর, নির্মল, ও পরম জ্যোতির্ময় মনে করিবে। ভাবিবে, আত্মার বিকার নাই, আদি নাই, অন্ত নাই; আত্মা জগতের চৈতন্যহেতু, গুণাতীত ও মর্কটশ্রেষ্ঠ। উপনিষৎপাঠ, বেদার্থচিন্তা এবং

মূলে 'বস্তু' পাঠ আছে, 'জন্তু' পাঠও আছে

অত্যাশঙ্ককর-জ্ঞাপনই পুণরুক্তির কল।

ইচ্ছিয়জয় পুরঃসর মহত্বনীধা । দেবদেবের ধ্যাম সন্ন্যাসীর কর্তব্য । যে সন্ন্যাসী মাৎ-
গর্ধ্যাদি-বিহীন এবং এই প্রকার ধ্যামনিষ্ঠ, তিনি পরমানন্দস্বরূপ সনাতন পরমব্রহ্ম
প্রাপ্ত হন । যে বিজ্ঞ ক্রমে এই আশ্রম-চতুষ্টয়ের ধর্ম পালন করেন, যথার গমন করিলে
শোক হয় না, সেই পরম স্থানে তিনি গমন করেন । বর্ণাশ্রম-ধর্মতৎপর মানবগণ,
নারায়ণ-পরায়ণ হইয়া, সর্বপাপ হইতে মুক্তিলাভ করত বিষ্ণুর পরমপদ প্রাপ্ত হন ।

ষড়্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৫ ॥

ষড়্বিংশ অধ্যায় ।

মৃত্ত বলিলেন,—হে ঋষিগণ । আপনারা সকলে উত্তম শ্রাদ্ধবিধি শ্রবণ করুন । ইহা
শ্রবণ করিলে মিথিল পাপ হইতে মুক্তিলাভ হয়, এ বিষয়ে সংশয় নাই । শ্রাদ্ধকর্তা
মৃত্ততিথির (শ্রাদ্ধদিনের) পূর্কদিনে স্নান করিয়া একাহারী ও ব্রহ্মচারী হইয়া থাকিবে,
পর্যাক্ত শয়ন করিবে না এবং পাত্তীর ব্রাহ্মণদিগকে সায়ংকালে * নিমন্ত্রণ করিবে ।
শ্রাদ্ধকর্তা (শ্রাদ্ধদিনে) দস্তধাবন, তাম্বুল, তৈলমর্দন, অধায়ন এবং পরান্ন পরিভোগ
করিবে । শ্রাদ্ধকর্তা এবং শ্রাদ্ধপাত্তারভোক্তা ব্রাহ্মণ উভয়েই শ্রাদ্ধের পর, সেই দিনে
এক ক্রোশের অধিক গমন, কলহ, ক্রোধ, স্ত্রীসঙ্গ এবং দিবানিত্রা পরিভোগ করিবে ।
যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত হইয়া স্ত্রীসঙ্গ করে, তাহার ব্রহ্মহত্যার পাপ এবং নরকপ্রাপ্তি
হইয়া থাকে, অর্থাৎ পাত্তীর ব্রাহ্মণও শ্রাদ্ধের পূর্কদিন সংঘত থাকিবে । শ্রোত্রিয়,
বিষ্ণুভক্ত, শাস্ত্রোক্ত-প্রকৃত-আচার-নিষ্ঠ, শাস্তিগুণভূষিত, সদংশমভূত ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধে
নিমন্ত্রণ করিবে । রাগ-দেব-বর্জিত, ত্রিমধু বা ত্রিমূর্ণ বৈদ্য, পুরানীর্থ-বিশারদ,
সর্বভূতে দয়ালু, দেবপূজা-রত, স্মৃতিতত্ত্বজ্ঞ, বেদার্থতত্ত্বজ্ঞ, সর্বলোক-হিতকারী, কৃতজ্ঞ,
গুণবান্, গুরুসেবারত এবং শাস্ত্রার্থকথন দ্বারা পরোপদেশ-পরায়ণ ব্রাহ্মণেরাই শ্রাদ্ধে
নিয়োজয়িতব্য । হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ । শ্রাদ্ধে সাহারা বর্জ্যবীজ, তাহাদিগের উল্লেখ করি-
তেছি, শ্রবণ কর । অন্নহীন, অধিকান্ন, প্রায়শ হোমজ্ঞ, কষ্টী, হুমখী, লম্পট, দণ্ডচ্যুত,
নক্ষত্রপাঠজীবী (দৈবজ্ঞবিশেষ), শবদাহজীবী, অপবাদগ্রস্ত, পরিবেত্তা (জ্যেষ্ঠভাতার
বিবাহ না হইতে কৃতদার), দেবল, নিন্দক, ক্রোধী, ধূর্ত, গ্রামবাজী, অসংশয়ভাগ্যী,
পরান্নভোজী, বৃষলীমন্ত্রভিপোষক, বৃষলীপতি, কুণ্ড, গোলক, অযাজ্যমাজক, দত্তীর আচার-
সম্পন্ন কিন্তু বৃথাযুক্তিমুণ্ড, পরদারামক্ত, পরধন-পরায়ণ, বিষ্ণুভক্তিহীন, শিবভক্তিহীন,
বেদবিজ্ঞানী, স্মৃতিবিজ্ঞানী, ব্রতবিজ্ঞানী, যজ্ঞবিজ্ঞানী, গায়ক, কাব্যকর্তা, বৈদ্যশাস্ত্রোপজীবী,
বেদনিন্দক, ব্রাহ্মণমিদ্দক, নিত্যরাজসেবী, কৃতঘ্ন, শঠ, সদা অতিমানী, গ্রামদাহী, অরণ্য-

*. মূলোক্ত 'নিশি' পদের অর্থ সায়ংকাল । অথবা নিশিপদের অর্থ পূর্কের সন্ধ্যা ।
অর্থাৎ ব্রহ্মচারী ও ভূমিশাঙ্গী হইয়া রাত্রিযাপন করিবে ।

দাহী, অভিকামুক, রসবিক্রমী এবং কট্যুক্তি-রত ব্রাহ্মণগণ, আক্ষেপ-সহকারে বর্জ্যমায়। ব্রাহ্মণদিগকে পূর্নদিন নিমন্ত্রণ করিবে অথবা (আগন্তুক আক্ষেপ) সেই দিনেই নিমন্ত্রণ করিবে। ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রিত হইলে, ব্রহ্মচারী ও জিতেজিয় হইয়া থাকিবে। হে সন্তমগণ! আক্ষেপে সন্তমগণও কর্তব্য। হস্তে কুশগ্রহণ করিয়া ও জিতেজিয় হইয়া আজ ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিবে (এই সব নিমন্ত্রণ, আক্ষেপে পাতীয়-ব্রাহ্মণ হইবার জন্য, এ নিমন্ত্রণ এখন উঠিয়া গিয়াছে)। অনন্তর জ্ঞান-সম্পন্ন আক্ষকর্তা, প্রত্যবে গাত্রোথান ও প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া কুতপ মুহূর্ত্তে আক্ষ করিবে। পঞ্চদশ-ভাগে বিভক্ত দিবসের অষ্টমভাগ, যে সময় হইতে সূর্য্যোদয় ক্রমেই মন্দ হইতে থাকে অর্থাৎ সূর্য্যের চরম উন্নতির সময়ই কুতপ-মুহূর্ত্ত, এই সময়ে পিতৃ-লোককে যাহা দান করা যায়, তাহাই অক্ষয়-ফলজনক। ব্রাহ্মা, পিতৃগণকে অপরাহ্নকাল প্রদান করেন, অতএব ব্রাহ্মণগণ তৎকালেই আক্ষ করিবেন। (এই বচন দ্বারা একোদ্ভিষ্টের আরও একটি কাল নির্দিষ্ট হইল, তাহা নবম মুহূর্ত্ত।) হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! ব্রাহ্মণেরা অসময়ে পিতৃগণের আক্ষ করিলে, সেই আক্ষ 'ব্রাহ্মস' নামে বিজ্ঞেয় এবং তাহা পিতৃগণের সন্নিহিত হয় না। সায়াহ্নে পিতৃগণের উদ্দেশে যে আক্ষ করা যায়, তাহা 'ব্রাহ্মস' নামে অভিহিত হয় এবং সেই আক্ষকর্তা ও ভোক্তা উভয়েই মরকগামী হয়। হে বিপ্রগণ! মৃত্তিবি দুই দিন পাইলে, যে দিন আক্ষকাল পাইবে, সেই দিন আক্ষ করিবে। মৃত্তিবি যদি দুই দিনেই আক্ষকালে পায় ত, কুতপক্ষে পূর্নদিন এবং শুক্লপক্ষে পর দিনে আক্ষ করিবে। পূর্নদিনে শেষ বেলায় দুই মুহূর্ত্ত এবং পরদিন সাংকাল পর্য্যন্ত তিথি থাকিলে, নিখিলআক্ষই পরদিনে কর্তব্য। হে মুনীশ্বরগণ! পূর্নদিনে দুই মুহূর্ত্ত তিথি থাকিলেও সেই দিনে আক্ষ হইবে, এ কথা কেহ কেহ বলেন, কিন্তু তাহা নরসম্মত নহে। হে বিজ্ঞশ্রেষ্ঠগণ! নিমন্ত্রিত বিপ্রগণ সমবেত হইলে, প্রায়শ্চিত্ত-পুত্র আক্ষকর্তা তাঁহাদের নিকট অনুজ্ঞা গ্রহণ করিবে। আক্ষকার্য্যে অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া, বিশ্ব-দেবতাদিগের জন্ত দুই জনকে এবং পিতৃগণের জন্ত তিন জন ব্রাহ্মণকে নির্দিষ্ট করিবে। অথবা বিশ্বদেবতা ও পিতৃগণের জন্ত এক এক জন ব্রাহ্মণ স্থির করিবে। আক্ষে অনুজ্ঞাত আক্ষকর্তা, দুইটি মণ্ডল (যেথা বিশেষ) করিবে। ব্রাহ্মণের চতুর্দিক মণ্ডল, ক্ষত্রিয়ের এবং বৈশ্যের ত্রিকোণ মণ্ডল হইবে। শূদ্রের মণ্ডল রেখা করিতে হইবে না, ফলছটা দিলেই মণ্ডল করা হইবে। কথিত ব্রাহ্মণের অভাবে, জাতা, পুত্র, ভদ্রভাবে আপনাকেও আক্ষীয় পাত্র করিবে, কিন্তু বেদবর্জিত ব্রাহ্মণকে পাত্র করিবে না। বিপ্রগণের পাদ প্রক্ষালন করিয়া দিয়া, তাহার আচমন করিলে নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করাইবে। পরে পরম প্রভু নারায়ণকে যথাবিধি পূজা করিবে। হে সন্তমগণ! ব্রাহ্মণগণের মনোহলে ও দ্বারদেশে 'অপহতা' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করত তিলক্ষেপ করিবে। যবযুক্ত কুশময় আসন বিশ্বদেবদিগকে দান করিয়া পিতৃগণকে

• ক্ষণ—উৎসব বা কিবিকাল। প্রথম অর্থের অনুবাদ উপরে দিলান। শেষ অর্থের অনুবাদ;—আক্ষে উত্তম সময় গ্রাহ্য।

আমন প্রদান করিবে, অক্ষয়দান এবং আমনদানে যজ্ঞী বিভক্তি, আশ্বানে বিভীয়া বিভক্তি, অন্নদানে চতুর্থা বিভক্তি এবং অবশিষ্ট হলে সর্বোদন জ্ঞানবে। কুশাঞ্জ যুক্ত দুইটি পাত্র লইয়া তাহাতে 'শন্নো দেবীঃ' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করত জল সেচন করিবে। 'যবোহসি' ইত্যাদি মন্ত্র পড়িয়া যবক্ষেপ এবং গন্ধপুষ্প প্রদান সেই পাত্রে করিবে। 'বিষ্ণুদেবাসঃ' ইত্যাদি মন্ত্র পড়িয়া বিষ্ণুদেবতাদিগের আশ্বান করিতে হয়। 'যা দিব্যাঃ' ইত্যাদি মন্ত্রপুত্র উক্ত পাত্রের অর্থা সমাহিতচিত্তে দান করিতে হয়। হে সত্তমগণ! গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি দ্বারা যথাশক্তি পূজা করা বিধি। এইরূপে পূজিত বিষ্ণুদেব-স্থলীয় ব্রাহ্মণগণের বা ব্রাহ্মণের অনুজ্ঞা পাইয়া পিতৃগণের পূজা করিবে। তিলযুক্ত কুশময় আমন পিতৃগণকে দিবে। তৎপরে শ্রাদ্ধকর্তা কুশাঞ্জযুক্ত তিনটি অর্ঘ্যপাত্র লইবে। তারপর 'শন্নো দেবীঃ' ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা জল এবং 'তিলোহসি' ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা তিল সেই পাত্রে নিক্ষেপ করিবে (গন্ধ পুষ্পাদিও দিবে)। শ্রাদ্ধকর্তা একাগ্রচিত্ত হইয়া 'উশন্তঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে পিতৃগণের যাবাহন করিবে। 'যা দিব্যাঃ' ইত্যাদি মন্ত্রপুত্র অর্ঘ্য পূর্ববৎ প্রদান করিবে। হে সত্তমগণ! অনন্তর গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, বস্ত্র এবং অলঙ্কার দ্বারা যথাশক্তি তাহাদিগের পূজা করিবে। তৎপরে বিচক্ষণ শ্রাদ্ধকর্তা যুতযুক্ত অন্নগ্রাস লইয়া 'অধো করিষ্যে' এই বলিয়া দেবপক্ষীয় এবং পিতৃপক্ষীয় ব্রাহ্মণগণের নিকটে অনুজ্ঞা গ্রহণ করিবে। 'অধো করিষ্যে' এবং 'অধো করিষ্যামি' ইহাও স্থলবিশেষে বলিতে পারে। অনন্তর দেবপক্ষীয় এবং পিতৃপক্ষীয় ব্রাহ্মণেরা 'কুরু' এবং স্থলবিশেষে 'ক্রিয়তাং' অথবা 'কুরু' বলিয়া সাদরে অধিকার্যো অনুজ্ঞা দিবেন। হে সত্তম বিজগণ! অনন্তর শ্রাদ্ধকর্তা স্বীয় গৃহোক্ত বিধি অনুসারে 'সোমায় পিতৃমতে' 'অগ্নয়ে জব্যবাহমায়' এই দুই পদের পর স্বাহা, মমঃ অথবা স্বধা যোগ করিয়া পিতৃ পিতৃবজ্র-(সাধিক কর্তব্য)-রীতিক্রমে অগ্নিতে পূর্কোক্ত অন্ন দ্বারা হোম করিবে। এই দুই আহুতি দ্বারাই পিতৃগণ তৃপ্তিলাভ করেন। অগ্নি অভাবে ব্রাহ্মণের হস্তে এই হোম বিহিত। হে বিজগণ! আচারানুসারে ব্রাহ্মণের হস্তে বা অগ্নিতে হোম করা নিয়ম। যে সাধিক নহে অথবা বাহার ভর্যা নিকটে নাই, পার্শ্বগণ শ্রাদ্ধকাল উপস্থিত হইলে, সে ব্যক্তি, অগ্নি স্থাপন করিয়া কার্য্য করিবার পর, সেই অগ্নি বিসর্জন দিবে। হে বিজগণ! স্বীয় গৃহোক্ত অগ্নি বাহার দূরে অবস্থিত, পার্শ্বগণ শ্রাদ্ধকাল উপস্থিত হইলে, সেই ব্যক্তি সাধিক পুরোহিত দ্বারা শ্রাদ্ধ করাইবে। নিজের অগ্নি দূরস্থিত অথচ পিতৃাদির মৃত্ত তিথি উপস্থিত, এইরূপ হলে শ্রাদ্ধগণই লৌকিক অগ্নি, ইহাই নিয়ম। ঔপাসন অগ্নি দূরে এবং ভাতা নিকটে থাকিলে অপর অগ্নিতে অথবা অপর ব্রাহ্মণের হস্তে যে ব্যক্তি হোম করে, সে পাতকী অর্থাৎ ভাতাই অগ্নি ইহা বোধ করিয়া তাহাতেই হোম করিবে। কোন কোন সত্তমগণের অভিপ্রায় এই যে, ঔপাসন অগ্নি দূরে থাকিলে ব্রাহ্মণের হস্তেই হোম করা বিধি, ইহা কিন্তু সমীচীন নহে। হে বিজগণ! এই অধিকার্য্য প্রাচীনাবীতী অর্থাৎ বামোপবীতী হইয়া করিতে হয়। হতাবশিষ্ট অন্ন হরিদ্রবর্ণ করত উত্তর পক্ষের ব্রাহ্মণগণের পাত্রে অর্পণ করিবে। তৎক ভোজ্য লেহু পেষ দ্বারা ব্রাহ্মণগণের পূজা করিবে। একাগ্রচিত্তে দেবপক্ষে ও পিতৃপক্ষে অন্ন প্রদান করিবে।

ভগ্নন বলিবে 'হে মহাভাগ মহাবল বিশ্বদেবগণ । আপনারা আগমন করুন । যে আক্ষেপাত্মক মিত্রিত্ব, সেই ব্রাহ্মণেরা সেই আক্ষেপাত্মক মনোযোগী হউন' এই মন্ত্র এবং 'যে দেবাস' ইত্যাদি বৈদিক মন্ত্র দ্বারা দেব-পক্ষ আর্থনা করা বিধিত । এইরূপ 'মে চ' ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা পিতৃপক্ষও আর্থনা করা বিধিত । 'যুষ্টিতীম এবং যুষ্টিযুক্ত ধ্যানপদারপ যোগ-দণ্ডী দীপ্তভেদা পিতৃগণকে সন্তত নমস্কার করি ।' হে বিষ্ণুভক্তগণ । পিতৃগণের নমস্কার এইরূপে করিয়া সেই কক্ষণে বিষ্ণুকে অর্পণ করিবে । অনন্তর ব্রাহ্মণগণ আন্ধকর্তার প্রদত্ত অন্ন মৌনী হইয়া ভোজন করিবে । ব্রাহ্মণেরা ভখন হস্ত বা রোদন করিবেন না ; করিলে, শুদ্ধদেশে প্রদত্ত অন্নাদি অতি নিম্নমীর হইয়া থাকে । আচার অমুসারে মধু এবং মাংসাদিও আক্ষেপ দেয় । ভোক্তা ব্রাহ্মণেরা পাকাতির নিম্না ও প্রশংসা করিবে না । ভোজন-পাত্র স্পর্শ করিয়া আহার করিবে । সেই প্রাক্ভোক্তা ব্রাহ্মণ যদি ভোজনপাত্র ভাগ করে, তাহা হইলে সে আন্ধকর্তক এবং মরুগামী হয় । ভোক্তা ব্রাহ্মণগণের মধ্যে পরস্পর সংস্পর্শ হইলেও অন্ন পরিভাগ করিবেন না, ভোজন করিবে । পরে প্রারম্ভিতাত্মক অশ্লোকের শত গায়ত্রী জপ করিবে । ব্রাহ্মণগণের ভোজন সময়ে আন্ধকর্তা অনন্ত অপরাধিত । ব্রাহ্মণ-দেহের স্পর্শ, বস্ত্রোপযোগ্য বৈষ্ণবমন্ত্র, পুরুষ-মুক্ত, ত্রিনাটিকৈত-মন্ত্র, ত্রিমুখ্য, ত্রিমুখ্যমন্ত্র পাকমানী-মুক্ত, বধানির্দিষ্টে যজুর্মন্ত্র এবং সামমন্ত্র 'বশেষতঃ পৈত্ৰ্যমন্ত্র পাঠ করিবে । আর টীতহাস, পুরাণ, ধর্মশাস্ত্র প্রভৃতি ধর্মকথা পাঠ করিবে । ব্রাহ্মণগণের ভোজন ব্যবৎ পরিসমাপ্তি না হয়, ততক্ষণ এষ্ট সকল মন্ত্রাদি পাঠ করা বিধেয় । ব্রাহ্মণ ভোজনের পর বিষ্ণুনিষ্ক্রেপ, শেষ-রত্নান, প্রস্ন এবং মধুযুক্ত জপ কর্তব্য । তৎপরে আন্ধকর্তা স্বয়ং পাদপ্রক্ষালন এবং আচমন করিয়া ভোক্তা-ব্রাহ্মণের অচেমের পর পিণ্ডদান করিবে । অক্ষয়াদান এবং গোত্রবর্জন কামনা করিবার পর একান্ত্রিষ্টে স্ততিবাচন করিবে । পাত্রচালনের পূর্বে বাহারী স্ততিবাচন করে, তাহাদিগের পিতৃগণ এক বৎসর উচ্চিষ্টে ভক্ষণ করিয়া থাকে । 'দাতারো মো বিবর্জিতাম' ইত্যাদি স্মৃত্যুক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া আনীতাদ গ্রহণ করিবে । অনন্তর তাহাদিগকে প্রণাম করিবে । বধাশক্তি দক্ষিণা এবং গন্ধযুক্ত তাম্বুল প্রদান করিবে । অনন্তর 'স্বধা' উচ্চারণ করত স্মৃতিপাত্র উত্থাপন করিবে । পরে 'বাক্যে বাক্যে' এই মন্ত্র পাঠ করত পিতৃপক্ষীয় এবং দেবপক্ষীয় ব্রাহ্মণদিগকে বিদায় দিবে ।* প্রাক্ভোক্তা এবং আন্ধকর্তা উভয়েই সেই রাতে মারীসন্ন করিবে না, অধ্যয়ন এবং অঙ্গগমন যত্ন-সহকারে বর্জনীয় । পথিক, আতুর এবং দারিদ্র্য বশতঃ অসমর্থ ব্যক্তি আমাদের দ্বারা আন্ধ করিবে অথবা হোম করিবে । দ্রব্যের অভাবে এবং ব্রাহ্মণের অভাবে মাত্র অন্নপাক করিবে এবং পৈত্ৰ্যমুক্ত পাঠ করত তদ্বারা হোম করিবে । হে বিপ্রগণ । অতি দরিদ্র ব্যক্তি (আন্ধের অভাবে) গোগণকে বধাশক্তি ভূগদান করিবে অথবা বধাবিধি জানি করিয়া তিলভর্পণ করিবে ; তাহাতেও অসমর্থ হইলে 'আমি দারিদ্র্য মহাপাপী' এই বলিয়া বিজন বনে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিবে । যে আন্ধকর্তা পরদিন পিতৃ-ভর্পণ না করে, তাহার বংশনাশ ও ব্রহ্মহত্যার পাপ হয় । হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ !

* আন্ধকর্তার স্মৃতিমাংসারঘুমদ্বয় তটীচাৰ্য্য করিয়াছেন ।

যে সকল মনুষ্য শ্রদ্ধা-সহকারে শ্রীক করে, তাহার বংশনাশ অথবা কোন প্রকার ভীতি কদাচ হয় না। ষাটারী আঁকে পিতৃপূজা করে, বিহুপূজাই তাহাদের করা হয়; কেননা, সমাধন বিহুই পিতৃগণ, দেবগণ পরকর্ষণ এবং অঙ্গরোগণ; তিনিই স্বাক্ষ, সিন্ধ এবং মনুষ্যগণ, স্থাবর-জঙ্গমাগ্ৰক জগৎ তাঁহা চইতেই উৎপন্ন। অতএব দাতা, ভোক্তা সকলেই সমাধন বিহু। বিধগণ। যাহা বর্তমান, যাহা অতীত ও ভবিষ্যৎ, যাহা অদৃশ্য, যাহা দৃশ্য, তৎসমস্তই বিহুময় জানিবে; বিহু ভিন্ন আর কিছুই নাই। অতুলনীয় স্বভাব সৰ্বভূতময় হব্যাকব্য-ভোজী ভগবান্ অচ্যুতই জগতের আধার। পরম বক্ষ দ-বাচা যে একমাত্র জমাদ্বন্দ্ব সমাধন বিহু, তিনিই কর্তা এবং কারয়িতা। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! এষ্ট উত্তম শ্রীকৃষ্ণিণি ভোমাদিগের নিকটে কীর্তন করিলাম। এইরূপে শ্রীক ক'লে পাপশাস্তি হয়। মুনিশ্রেষ্ঠগণ! যে ব্যক্তি শ্রীক সময়ে মিথা এই প্রকরণ পাঠ করে, তাহার পিতৃগণের মন্তোষ এবং বংশবৃদ্ধি চইয়া থাকে।

সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৬ ॥

সপ্তবিংশ অধ্যায় ।

সূত্র কহিলেন,—যাহা বারা সমস্ত শর্মের সিক্তি হয়, সেই তিথি সমস্তের নির্ণয় ও প্রাপ্তিভেদে বিধি বলিতেছি, তোমরা শ্রবণ কর। হে বিজ্ঞগণ! তিথির নির্ণয় না হইলে শ্রুতি-বহিত এবং স্মৃতিবহিত ব্রত, দান ও অন্ন প্রকার যে সকল বৈদিক কার্য আছে, তাহা কিছুই সফল হয় না। উপবাস শ্রুতি এতে একাদশী, অষ্টমী, বীথী, পূর্ণিমা, চতুর্দশী, অমাবস্যা এবং বিজীয়া এই সমস্ত তিথি পর-তিথির যোগে প্রাপ্ত; * পূর্ণ-তিথির সহিত সংযুক্ত হইলে গ্রহণ করিবে না। এষ্ট সকল তিথি ভিন্ন যে সমস্ত তিথি, তাহা পূর্ণতিথির যোগে গ্রহণ করিবে। পক্ষমীপূজা বীথী, বীথীপূজা সপ্তমী এবং একাদশী-পূজা দশমীতে কগনটে উপবাস করিবে না। যে, ব্যক্তি অমাবস্যা, পূর্ণিমা, সপ্তমী এবং শুভতিথিতে পূর্ণতিথির যোগে কায়া করে, সে নরকে সম্বন করে। কোন কোন পণ্ডিতেরা বলেন, কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী, চতুর্দশী, তৃতীয়া ও দশমীতিথি, পূর্ণতিথির যোগে প্রাপ্ত। সকল ব্রতেই পূর্ণপক্ষ বিহিত এবং অপরায়ু হইতে পূর্ণায়ু অতিশয় প্রাপ্ত জানিবে। যদি ব্রতাদি-বিহিত তিথির পূর্ণায়ু অসম্ভব হয়, তাহা হইলে ভগবান্ সর্গের উদয়ের পথে হই মুহূর্ত গ্রহণ করিবে। নক্তব্রতে সর্গদা প্রদোষ-বাপিনী তিথিকে গ্রহণ করিবে। সর্গা সে নক্ষত্রযুগে অস্ত গমন করেন, সেই নক্ষত্রযুগে উপবাস করিবে। যে সমস্ত ব্রত, তিথি এবং নক্ষত্রের সংযোগে বিহিত চইয়াছে, সেই ব্রত, যে দিবস প্রদোষকালে তিথি লাভ হইবে, ঐ দিবসে করিবে; তাহাতে না করিলে বিফল হইবে। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! যে তিথি

* কোন কোন তিথি পরতিথির যোগে, কোন কোন তিথি পূর্ণতিথির যোগে প্রাপ্ত। এই ব্যবস্থা সর্বত্র মতে, সলবিশেষে জানিয়ে। নক্ষত্রযুগেও এইরূপ।

অধিকারের পূর্বের নক্ষত্রের সহিত মিলিত হইয়াছে, এ তিথি নক্ষত্রবিহিত ব্রতে গ্রহণ করিবে। যদ্যপি উত্তর দিনে অধিকারের নক্ষত্র লাভ হয়, তাহা হইলে বিহিততিথি-সংযুক্ত নক্ষত্রকে গ্রহণ করিবে। যদি উত্তর দিনে অধিকারের নক্ষত্র এবং তিথি উত্তরই লাভ হয়, তাহা হইলে কৃকপক্ষে পূর্নদিন ও শুক্লপক্ষে পরদিনে কার্য্য করিবে। যদ্যপি তিথির হ্রাস কিংবা বৃদ্ধি না হয়, তাহা হইলে পূর্নদিন ও পরদিন উত্তরেই ব্রত করিবে। জ্যোষ্ঠানক্ষত্র-যুক্ত মূল্য, কৃষ্ণিকাযুক্ত রোহিণী, অশ্বরাধাযুক্ত জ্যোষ্ঠানক্ষত্রে কার্য্য করিলে পুত্রাদি নষ্ট হয়। দিবাতে কৰ্ম্ম করিতে হইলে দিবাতেই অথবা তিথিযোগে কৰ্ম্ম করিবে। রাত্রিবিহিত ব্রতে রাত্রিতেই অস্ততিথির যোগে কৰ্ম্ম করিবে—এই বিশেষ। তিথি-নক্ষত্র উভয়ের যোগে যে তিথি পুণ্যজানিকারূপে উক্ত হইয়াছে এবং এ তিথিতে যে ব্রত কর্তব্য, তাহা সেই তিথিতেই কর্তব্য। অশ্বরাধাদশীর ব্রতে দিবাশ্রাদ্ধ অশ্বানক্ষত্রযুক্ত দাদশীকে গ্রহণ করিবে। চন্দ্র এবং সূর্য্যের গ্রাস হইতে মুক্তি পর্য্যন্ত যে যে তিথি থাকিবে, জপাদি কার্য্য তাহাকেই গ্রহণ করিবে। এক্ষণে সমস্ত সংক্রান্তির পুণ্যকাল বলিতেছি। বাহারা এ পুণ্যকালে স্নান, দান এবং জপাদি করে, তাহাদিগের অক্ষয়কল হইবে। ঐ সকল সংক্রান্তির মধ্যে কর্কট সংক্রান্তিকে দক্ষিণায়ন সংক্রান্তি বলিয়া জানিবে। পশ্চিমপদ দিবা কর্কট-সংক্রান্তির পূর্বে ত্রিংশদণ্ডকে পুণ্যকাল বলিয়াছেন। সূর্য্যাস্তের পূর্বে অর্থাৎ দিবাতে বৃষ, বৃশ্চিক, মিংহ এবং কৃত্ত সংক্রান্তি হইলে সংক্রান্তির পূর্বে ও পরে দশদশ পুণ্যকাল; এ পুণ্যকাল জপাদি কৰ্ম্মে গ্রহণ করিবে। দিবাতে তুলা কিংবা মেঘসংক্রান্তি হইলে পূর্বে ও পরে দশ দশ পুণ্যকাল, এ পুণ্যকালে দান করিলে অক্ষয়কল হয়। হে বিজগৎ! দিবাতে কচ্ছা, মিথুন, মীন অথবা ধনুঃ সংক্রান্তি হইলে সংক্রান্তির পর দশদশ পুণ্যকাল। মূর্গগ মকর সংক্রান্তিকে উত্তরায়ণ সংক্রান্তি বলিয়াছেন। ঐ মকর সংক্রান্তি যদ্যপি পূর্নানক্ষত্রে হয়, তাহা হইলে সেই দিনের শেষার্দ্ধ পুণ্যকাল ও পর রাত্রির মধ্যে হইলে পরদিনের পূর্নানক্ষত্র পুণ্যকাল। সূর্য্যাস্তের পূর্বে অর্থাৎ দিবা বিংশতি দশ সময়ে মকরসংক্রান্তি হইলে, সংক্রান্তির পূর্বে বিংশতিদশ এবং পরে বিংশতিদশ, এই চল্লিশদশ পুণ্যকাল। হে বিজেন্দ্রগণ! সূর্য্য কিংবা চন্দ্র যদ্যপি গ্রহগ্রস্ত হইয়া অন্ত গমন করেন, তাহা হইলে পরদিন সূর্য্য ও চন্দ্রকে দর্শন করিয়া ভোজন করিবে। পবিত্র ধর্ম্মলাভেচ্ছা ব্যক্তিগণ অমাবস্তাকে হুই প্রকার বলিয়াছেন,—বাহাতে চন্দ্র দর্শন হয়, তাহার নাম সিনীবাণী এবং বাহাতে চন্দ্র দর্শন হয় না, তাহার নাম কুহ। উত্তর দিন অপরাহ্নে অমাবস্তা না থাকিলে, সাগ্নিক বিজগৎ প্রাক্কর্মে সিনীবাণীকে গ্রহণ করিবে। শূদ্র, স্ত্রী এবং মিরগিরা কুহকে গ্রহণ করিবে। যদ্যপি অমাবস্তা উত্তরদিনে অপরাহ্নে পায়, তাহা হইলে কীর্ণাঙ্কলে পূর্নদিন ও অধিকারনাঙ্কলে পরদিনে প্রাক্ক করিবে। যদ্যপি অমাবস্তার পরে অমাবস্তা হয়, তাহা হইলে, শাস্ত্রবিশারদ পশ্চিমপদ ঐ অমাবস্তাকে ভূতবিন্ধ্য বলিয়া নির্দেশ করেন। সে স্থলে তিথির অতিশয় ক্ষয় বশতঃ পরদিনে অমাবস্তা গ্রাস না হইয়াছে, সে স্থলে সারাক্ষণ্যাপিনী সিনীবাণী তিথিকে গ্রহণ করিবে। যদ্যপি অমাবস্তা হইয়া, মাত্র সারাক্ষণ্যকাল প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলেও এ প্রেষ্ঠা সিনীবাণী তিথিকে সর্ব্বপ্রকারে প্রাক্কাদি কৰ্ম্মে গ্রহণ করিবে।

যে হলে তিথির অতিশয় বৃদ্ধি হইয়া পরদিন অপরাহ্নে প্রাপ্ত হইয়াছে, সে হলে পিড়-কার্যো ভূতবিক্রাকে পরিত্যাগ করিয়া, কুহকে গ্রহণ করিবে। এইরূপ অল্প বৃদ্ধি হইলেও ভূতবিক্রাকে পরিত্যাগ করত পরদিনে অপরাহ্ন-প্রাপ্ত কুহকে গ্রহণ করিবে। যদ্যপি অমাবস্যা তিথি ত্রিবাষিভক্ত-দিনের উভয়দিনের মধ্যাহ্নের পর মুখ্যাপরাহ্নে প্রাপ্ত হইয়া শুভিতা হয়, তাহা হইলে সামবেদীরা ইচ্ছানুসারে পূর্নদিনে অথবা পরদিনে প্রাক্ক করিতে পারে। হে প্রধান মুনিগণ ! এক্ষণে অগ্ন্যাধাম বলিতেছি। ঐ অগ্ন্যাধাম অমাবস্যা এবং পূর্ণিমাতে বিহিত ; অতএব ঐ উভয় তিথিতে অগ্নিহোম করিয়া, প্রতিপদ-তিথিতে যাগ করিবে। পতিভেরা বলিয়াছেন, ঋগ্বেদীদিগের প্রাতঃকালে প্রাপ্ত অমাবস্যা ও পূর্ণিমার চতুর্ধ ভাগের শেষভাগ, এবং প্রতিপদের প্রাতঃকালে প্রাপ্ত চতুর্ধ ভাগের প্রথম তিন ভাগ যাগের কাল। যে স্থানে শুক্লা সম্পূর্ণ একাদশী অথচ দ্বাদশীদিনে একাদশী কক্ষিৎকালও নাই এবং ত্রয়োদশীদিনে দ্বাদশীও নাই, সেস্থলে কিরূপ হইবে? গৃহস্থ পূর্নদিন ও ষষ্ঠী পরদিন উপবাস করিবে; কেহ কেহ বলেন, ত্তিৎপূর্নক দ্বিতীয় দিনে উপবাস করিবে। যে স্থলে সূর্যোদয়বিক্রা একাদশী পরদিন দ্বাদশীদিনে কক্ষিৎকাল না থাকে, ত্রয়োদশী-দিনে দ্বাদশী থাকে, সে স্থানে কিরূপ হইবে? সে স্থলে সকল ব্যক্তিই শুক্ল দ্বাদশীতে উপবাস করিবে; ইহাতে সংশয় নাই। কেহ বলেন, সে স্থলে পূর্নদিন উপবাস করিবে, কিন্তু তাহার মত উত্তম নহে। পুত্রবান গৃহস্থ সংক্রান্তি, রবিবার এবং চন্দ্র-সূর্যোর গ্রহণে পারণ ও উপবাস করিবে না। যে ব্যক্তি রবিবারে দিবাতে, অমাবস্যা পূর্ণিমার রাত্রিতে, চতুর্দশী ও অষ্টমীর দিবাতে এবং একাদশীতে দিবা এবং রাত্রিতে ভোজন করে, তাহাকে চাক্ষায়ণব্রত করিতে হয়। পণ্ডিত ব্যক্তি সূর্য্যগ্রহণের পূর্বে চারি প্রহর ভোজন করিবে না। যদি ভোজন করে, তাহা হইলে মাংসভোজনের তুলা হয়। চন্দ্রগ্রহণের পূর্বে তিন প্রহর ভোজন করিবে না, যদি ভোজন করে, তাহা হইলে সুরাপান তুলা হয়। সূর্য্য এবং চন্দ্র গ্রস্ত হইয়া, যদ্যপি অন্ত গমন করেন, তাহা হইলে পরদিন চন্দ্র এবং সূর্য্যকে দর্শন করত স্নান করিয়া ভোজন করিবে। অগ্ন্যাধাম এবং যাগ ইহার মধ্যে যদ্যপি চন্দ্র-সূর্যোর গ্রহণ হয়, তাহা হইলে, হে মুনিজ্যেষ্ঠ ! যজ্ঞশীল ব্যক্তিরা কিপ্রকার প্রায়শ্চিত্ত করিবে? হে বিজগণ ! যদ্যপি চন্দ্রগ্রহণ হয়, তাহা হইলে ‘দশমে সোম’ এই মন্ত্র এবং ‘আপ্যায়ন’ এই মন্ত্র ও ‘সোমপাস্ত’ এই মন্ত্র দ্বারা হোম করিবে। সূর্য্যগ্রহণ হইলে ‘আদিত্যং জাতবেদসং’ ‘আমাদ্য’ এবং ‘মোঘর্য্যৈব’ এই তিন মন্ত্রে হোম করিবে। যে পণ্ডিত ব্যক্তি স্মৃতিপথ অবলম্বনপূর্ব্বক এইরূপে তিথির নিশ্চয় করিয়া ব্রতাদি করে, তাহার অক্ষয় ফল হয়। ঋগ্বেদপ্রতিহিত, ঋগ্বেদ দ্বারাই ভগবানের সন্তোষ হয়, অতএব ঋগ্বেদপ্রায়ণ ব্যক্তিরা বিষ্ণুর সেই পরম পদকে প্রাপ্ত হন। যাহারা ঋগ্বেদ করিতে ইচ্ছা করে, তাহারা বিষ্ণু-মূর্ত্তন ; অতএব ভবব্যাবি তাহাদিগকে কখনই নীড়া দিতে পারে না।

অষ্টাবিংশ অধ্যায় ।

শুভ কহিলেন,—আমি প্রায়শ্চিত্তের বিধি কহিতেছি, তোমরা সাবধান হইয়া শ্রবণ কর । যিনি প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা আপনাকে পরিষ্কৃত করিয়াছেন, তিনি সমস্ত কৰ্মের কল লাভ করিতে পারেন । হে দ্বিজগণ ! তাহার প্রায়শ্চিত্ত না করিয়া যে সমস্ত কৰ্ম করে, তাহার ক্রিয়ার ফললাভ করিতে পারে না এবং সেই সমস্ত কৰ্ম বিফল হয় । স্বকীয় ধর্মফললাভের ব্যক্তিগণ কাম-লোভাদি বর্জন পূর্বক সমস্ত শাস্ত্রার্থ অবগত হইয়া ব্রাহ্মণের নিকট ধর্ম জিজ্ঞাসা করিবে । যে সমস্ত ব্যক্তি নারায়ণ-পরায়ণ না হইয়া প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান করে, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ ! তাহার নদীমধ্যস্থিত কুরাভাতের স্থায়, কখনই পরিষ্কৃত হইতে পারে না । ব্রাহ্মণঘাতী, স্ত্রীপ, সূর্যবস্ত্র্যেী এবং গুরুভঙ্গ, ইহারা মহাপাতকী ; যে ব্যক্তি ঐ মহাপাতকীর সহিত সংসর্গ করে, সে পঞ্চম মহাপাতকী । যে ব্যক্তি এক বৎসর কাল নিরন্তর পতিতের সহিত একত্র ভোজন, উপবেশন এবং শয়ন করে, তাহাকে পতিত ও সমস্ত কার্যে অনর্হ বলিয়া জানিবে । যে ব্যক্তি অজ্ঞান পূর্বক ব্রাহ্মণকে বধ করে, সে কোণীনবস্ত্র ও জটাধারণ করত সেই হত ব্রাহ্মণের কপাল ধারণ করিবে । হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ ! হত ব্যক্তির কপালের অলাভ হইলে অগ্নি কপাল এবং হত ব্যক্তির কোন দ্রব্য দ্বজার দণ্ডে ধারণ করিয়া বনে গমন করিবে ও প্রতিদিন একবার বগ্ন কলমূল ভোজন করিবে, ত্রিকালীন স্নান ও সম্যকরূপে সন্ধ্যার উপাসনা করিবে । সম্যকরূপে হরিকে স্মরণ করিবে, অধ্যয়ন অধ্যাপনাদি কার্যে পরিত্যাগ করিবে এবং ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্বক তাবৎকাল গন্ধ মালাদি পরিত্যাগ করিবে । মানী ভীর্ষ এবং পবিত্র ভীর্ষাশ্রমে বাস করিবে । যদ্যপি বনের কলমূল দ্বারা জীবনরক্ষা না হয়, তাহা হইলে গ্রামে ভিক্ষা করিবে । শরাবপাত্র ধারণ করত বিহুভংগ হইয়া দ্বারদেশে গমন পূর্বক ‘আমি ব্রহ্মহত্যা করিয়াছি’ এই কথা বলিবে । মাত জনের গৃহে ভিক্ষা করিবে । ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র এই চারি বর্ণের অথবা ব্রাহ্মণ প্রভৃতি তিন বর্ণের নিকট ভিক্ষা করিবে । এই বস্ত্র মিটে, এই বস্ত্র তিষ্ঠ ইহা বিবেচনা না করিয়া একবার ভোজন করিবে । ব্রহ্মহা ব্যক্তি হরিপরায়ণ হইয়া এইরূপে দ্বাদশ বৎসরকাল ব্রত করিলে পাপ হইতে মুক্ত এবং সকল কৰ্ম করিতে যোগ্য হয় । ব্রতকালের মধ্যে যুগ কর্তৃক অথবা রোগাদি দ্বারা হত হয়, তাহা হইলে পাপ হইতে মুক্ত হইবে । যদ্যপি গোরুর নিমিত্ত কিংবা ব্রাহ্মণের নিমিত্ত প্রাণ পরিত্যাগ করে অথবা বেদবিৎ ব্রাহ্মণদিগকে অবুত সংখ্যক উত্তম গোরু দান করে, তাহাতেও পাপ হইতে মুক্ত হয় । ব্রহ্মহা ব্যক্তি এই কয় প্রকার প্রায়শ্চিত্তের মধ্যে এক কর্মের অনুষ্ঠান করিলে শুদ্ধ হয় । যে ব্যক্তি দীক্ষিত ক্ষত্রিয়কে বধ করে, সে ব্রহ্মবধ-প্রায়শ্চিত্ত করিবে । অথবা অগ্নিতে প্রবেশ কিংবা উচ্চদেশ হইতে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিবে । দীক্ষিত ব্রাহ্মণকে বধ করিলে দ্বিগুণ ব্রত করিতে হইবে । আচার্য্য-প্রভৃতি-বধে চতুর্গুণ ব্রত উক্ত হইয়াছে । ব্রাহ্মণ মাত্রকে হনন করিলে এক বৎসর মাত্র ব্রত করিবে । হে দ্বিজগণ ! ব্রাহ্মণের এই প্রায়শ্চিত্ত কথিত হইল । ইহা ক্ষত্রিয়ের দ্বিগুণ, বৈশ্যের ত্রিগুণ জানিবে । পতিতগণ

বলিয়াছেন, যে শূদ্র ব্রাহ্মণকে বধ করে, তাহাকে মুষল দ্বারা বধ করিলে। শাস্ত্রে ইহাই নিশ্চিত হইয়াছে যে, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রের মধ্যে ক্ষত্রিয়ই তিষ্ঠা করিবে। ব্রাহ্মণীবধে অর্ক এবং কস্তুরিবে পাদ প্রায়শ্চিত্ত করিবে। অনুপনীতকে হনন করিলে ঐরূপ পাদপ্রায়শ্চিত্ত। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ক বধ করিয়া ছয় বৎসর কাল প্রজাপত্য ব্রত করিবে এবং বৈশ্যকে বধ করিলে তিন বৎসর, শূদ্রকে বধ করিলে একবৎসর প্রজাপত্য ব্রত করিবে। দোষিত ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণী স্ত্রীকে হনন করিলে আট বৎসরকাল ব্রহ্মহত্যাব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া নিশ্চয়ই শুদ্ধ হইবে। হে মুনিসত্তমগণ! পণ্ডিতেরা বৃদ্ধ, রোগী, স্ত্রী, এবং বালক ইহাদিগের সকল স্থানেই অর্ক প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিয়াছেন। গোড়ী, মাধ্বী এবং পৈণ্ডী এই তিন প্রকার সুরা জানিবে। হে পণ্ডিতগণ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এবং স্ত্রী কেহই ঐ সুরা পান করিবে না। হে দ্বিজগণ! যদ্যপি পান করে, তাহা হইলে ক্ষীর, ঘৃত, অথবা গোমূত্র ইহার অন্ততমকে পাক দ্বারা অধিভূতা করিয়া আনের পর সজলবস্ত্রে শুদ্ধভাবে নারায়ণ স্মরণপূর্বক কড়ব পরিমিত পান করিবে। সাধারণ বাতুপাত, লৌহপাত কিংবা তাম্রপাত দ্বারা পান করিয়া দেহভাগ করিবে। সুরাপ ব্যক্তি এইরূপ করিলে পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারে, তাহা না করিলে তাহাদিগের শুদ্ধি নাই। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য, অজানপূর্বক জলবুদ্ধিতে সুরাপান করিলে, সম্যকরূপে ব্রহ্মহত্যাব্রত আচরণ করিবে, কিন্তু তাহার চির ধারণ করিবে না। যদ্যপি রোগ-নাশের জন্য ঔষধার্থ পান করে, তাহা হইলে তাহার পুনর্বার উপনয়ন এবং দুই চাক্ষারণ বিহিত*। পণ্ডিতগণ সুরামিশ্রিত অন্নভোজন, সুরাভাণ্ডিত জলপান† এতদ্বিত্ত সুরা দ্বারা আর্জ যে কোন বস্তুর ভক্ষণকে সুরাপানের তুল্য বলিয়াছেন। তাল, পানস, ডাক্ষ, খাঙ্কর, মাধুক, শৈল, আবিষ্ট, মৈরেষ, নারিকেলজ, গোড়ীসুরা এবং মাধ্বীসুরা এই একাদশ প্রকার মদ্য জানিবে। ব্রাহ্মণ এই একাদশ প্রকার মদ্যের মধ্যে কোন মদ্যই কখন পান করিবেন না। যে ব্রাহ্মণ ঐ সমস্ত মদ্যের মধ্যে যে কোন মদ্য অজান পূর্বক পান করে, তাহার পুনর্বার উপনয়ন এবং তপ্তকুন্তুব্রত করিতে হইবে‡। সমস্ত হটুক বা পরোক্ষ হটুক, বলপূর্বক হটুক অথবা চৌর্ঘ্য দ্বারা হটুক, পণ্ডিতগণ পর-ভ্রমের অপহরণকে স্তের বলিয়াছেন। হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! আমি মনুপ্রভৃতি-মুনিগণ-পরিভাষিত এবং প্রায়শ্চিত্ত কথনের কারণ সূর্যের পরিমাণ বলিতেছি, তোমরা অবগত কর। পণ্ডিতগণ! গবাক্ষ দ্বারা সমাপ্ত সূর্য্যকিরণের মধ্যে যে রজ দেখা যায়; তাহাকে জসরেণু বলিয়াছেন। আট জসরেণুর নাম নিক, তিন নিকে এক রাজসম্বপ, তিন রাজসম্বপে এক গৌসম্বপ, ছয় গৌসম্বপে এক মব। তিন মবে এক কুকল, পাঁচ কুকলে এক

* রোগী ব্রাহ্মণের সুরাপান দ্বারা অপনের রোগের শান্তির নিমিত্ত জ্ঞানপূর্বক পৈণ্ডী-সুরাপানে উপনয়ন সংস্কারের সহিত চাক্ষারণের বিহিত।

† সুরাভাণ্ডিত জলপান সুরাপানতুল্য; ইহা বারংবার পানহলে।

‡ রোগী ব্রাহ্মণের রোগশান্তির নিমিত্ত অজানপূর্বক গোড়ী সুরাপানে পুনর্বার উপনয়ন এবং তপ্তকুন্তুব্রত বিহিত।

মায়া । পতিভেদা বোলমায়া পরিমিত কাঞ্চকে সূৰ্ণ বলিয়াছেন । যে ব্যক্তি অজ্ঞান-
 পূৰ্ণক ব্রাহ্মণের সূৰ্ণ হরণ করে, সে দ্বাদশ বৎসর কাল কপাল এবং ধ্বজাধারণ ব্যতিরেকে
 পূৰ্ণের স্তায় ব্রহ্মহত্যা-ব্রতের অনুষ্ঠান করিবে । গুরু, যজ্ঞকারী, ধার্মিক এবং শ্রোত্রিয়
 বিজগণের সূৰ্ণ হরণ করিলে, কি প্রায়শ্চিত্ত হইবে ? যে ব্যক্তি সূৰ্ণচৌর্য্য দ্বারা পাপ
 করিয়াছে, সে অনুতাপপূৰ্ণক যত দ্বারা আপনার সমস্ত দেহকে লেপন করাইবে ।
 পরে গোময় দ্বারা ঐ দেহকে আচ্ছাদন করিয়া দধি করিবে, তাহা হইলে স্ত্রের পাপ
 হইতে মুক্ত হইবে । ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণের সূৰ্ণ অপহরণ করিলে অবশেষ-যজ্ঞ দ্বারা শুদ্ধ
 হইবে । অথবা আত্মতুলা সূৰ্ণ কিংবা তিন শত গৌর দান করিলে শুদ্ধ হইবে । যে ব্যক্তি
 ব্রাহ্মণের সূৰ্ণ হরণ করত পরে অনুতপ্ত হইয়া পুনর্বার সেই ব্রাহ্মণকে অর্পণ করে, তাহার
 কি প্রায়শ্চিত্ত বিহিত ? হে ব্রহ্মন্ ! সে স্থলে দ্বাদশ দিন উপবাস পুরুষ সান্ত্বনব্রত
 করিলে পাপ হইতে মুক্ত হইবে, তাহা না করিলে পণ্ডিত হইবে । সূৰ্ণসদৃশ মূল্যবান
 রত্ন, আসন, মনুষ্য, স্ত্রী, ভূমি এবং বেণু প্রভৃতির অপহরণ করিলে অর্ধ প্রায়শ্চিত্ত ।
 হে পরমমাধুগণ ! যে ব্যক্তি অসরেণু-পরিমিত কাঞ্চক অপহরণ করে, সে সাবধানপূৰ্ণক
 দুই বার প্রাণারাম করিবে, তাহা দ্বারা তাহার শুদ্ধি হইবে । নিক্সপ্রমাণ হেম হরণ করিলে
 তিন বার প্রাণারাম, রাজসধপ-প্রমাণ হরণ করিলে চারি বার প্রাণারাম করিবে । হে
 পণ্ডিতগণ ! সৌমধপ-প্রমাণ কাঞ্চক হরণ করিলে ষথাবিধি স্নানের পর অষ্টোত্তর সহস্র
 গায়ত্রী জপ করিবে । হে বিজগণ ! যবপরিমিত সূৰ্ণ অপহরণ করিয়া আপনার শুদ্ধির
 নিমিত্ত প্রাতঃকাল হইতে সায়ংকাল পর্য্যন্ত বেদমাতা গায়ত্রীর জপ করিবে । কৃকলপ্রমাণ
 স্বর্ণের অপহরণে সান্ত্বনব্রতের আচরণ করিবে । মাষপরিমিত স্বর্ণের অপহরণে যে
 প্রায়শ্চিত্ত, তাহা বলিতেছি । তিন মাস কাল দেবতা পূজার রত্ন এবং নারায়ণ-পরায়ণ
 হইয়া গোমূত্র দ্বারা পুরু যব ভোজন করিলে পাপ হইতে মুক্ত হইবে । হে মুনিবরপ্রধান !
 সূৰ্ণের কিঞ্চিৎ ন্যূন হরণ করিলে এক বৎসর গোমূত্রপুরুষ ব ভোজন দ্বারা শুদ্ধ হইবে ।
 হে শ্রেষ্ঠ মুনিগণ ! সম্পূর্ণ সূৰ্ণ হরণ করিয়া সাবধানপূৰ্ণক দ্বাদশ বৎসর ব্রহ্মহত্যাব্রত
 করিবে । সূৰ্ণ পরিমাণের ন্যূন রজতের অপহরণে সান্ত্বন-ব্রত করিবে, তাহা না
 করিলে পাপী হইবে । হে বিজগণ ! পণ্ডিত ব্যক্তি দুই হইতে দশ নিক্স পর্য্যন্ত
 রজত অপহরণ করিলে চাক্ষারণ ব্রত করিবে । দশ হইতে এক শত নিক্স পর্য্যন্ত
 রজতের অপহরণে ঐ পাপের নাশক দুইটি চাক্ষারণ করিবে । একশত হইতে সহস্র
 পর্য্যন্ত তিন চাক্ষারণ এবং সহস্রের অতিরিক্ত অপহরণ করিলে, ব্রহ্মহত্যাব্রত
 করিবে । সহস্রনিক্সপরিমিত উত্তম কাঞ্চ কিংবা উত্তম পিত্তল এবং অরক্ষান্তমণির
 অপহরণ করিলে, পরাক্রম ব্রত করিবে । রত্নপ্রভৃতির অপহরণে রজতস্ত্রের স্তায় প্রায়শ্চিত্ত
 জানিবে । এক্ষণে গুরুতরগামী ব্যক্তিদিগের প্রায়শ্চিত্ত বলিতেছি । যে ব্যক্তি অজ্ঞান
 পূৰ্ণক আপনার মাতা কিংবা বিমাতাতে উপগত হয়, সে আপনিই আপনার মুকবর
 ছেদন করিবে । পরে আপনার পাপ প্রকাশপূৰ্ণক হস্ত দ্বারা মুক্ত গ্রহণ করিয়া
 মৈত্রাদিকে গমন করিবে । কোন ব্যক্তিই ঐ গমনশীল পথিককে নিষারণ করিবে না ।
 যে ব্যক্তি এইরূপে পশ্চাৎগ দর্শন না করিয়া প্রাণান্ত পর্য্যন্ত গমন করে অথবা পাপ

প্রকাশ করিয়া উচ্চদেশ হইতে পতিত হয়, সেই ব্যক্তিই পাপ হইতে মুক্ত হয় । অজ্ঞান পূর্ষক সর্বণা * এবং উত্তমবর্ণা ত্রী গমন করিলে দ্বাদশ বৎসর সাবধানে ব্রহ্মহত্যাব্রত করিবে । হে দ্বিজোত্তমগণ ! যাহারা অজ্ঞানপূর্ষক পুনঃপুনর্বার সর্বণা কিংবা উত্তমবর্ণা ত্রীগমন করে, তাহার। শুকগোময়বহি দ্বারা আপনাকে দধ্ব করিলে পাপ হইতে মুক্ত হয় । যদ্যপি মাতাতে রেতঃসেকের পূর্বে নিবৃত্ত হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মহত্যাব্রত করিবে । রেতঃসেক হইলে আপনাকে অগ্নি দ্বারা দধ্ব করিবে । সর্বণা কিংবা উত্তমবর্ণাতে বীৰ্য্যক্ষেপের পূর্বে নিবৃত্ত হইলে সে স্থলে ষড়ধ্ব্যাপক প্রাজাপত্যস্বরূপ ব্রহ্মহত্যাব্রত করিবে । হে মুনে ! ব্রাহ্মণ একবার পিতার ক্ষত্রিয়া ভাৰ্য্যা গমনে বিকৃতংপর হইয়া নয় বৎসর ব্রহ্মহত্যাব্রত করিবে । পিতার বৈশ্যপত্নী গমন করিলে ছয় বৎসর প্রাজাপত্য ব্রত করিবে এবং পিতার শূদ্রাভাৰ্য্যাগমনে তিন বৎসর ব্রত করিবে । যদ্যপি জ্ঞানপূর্ষক মাতৃশ্রমা, পিতৃশ্রমা, আচার্য্যাপত্নী, মাতুলানী, কন্যা এবং স্বশ্রু গমন করে, তাহা হইলে তাহার য়ে কল, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর † । দুই দিনমাত্র গমন করিলে ষথাবিধি ব্রহ্মহত্যাব্রত করিবে । একবার রেতঃসেক কিংবা বহবার গমন করিলে, তিন বৎসর ব্রহ্মহত্যাব্রত করিবে । একবার গমন করিলে এক বৎসর ব্রহ্মহত্যাব্রত দ্বারা পাপ হইতে মুক্ত হইবে । দুই দিন গমনে অগ্নি দ্বারা শরীরকে দধ্ব করিলে শুদ্ধ হইবে ; তাহা না করিলে শুদ্ধ হইবে না । হে সাধুশ্রেষ্ঠ মুনিগণ ! যে ব্যক্তি জ্ঞানপূর্ষক চণ্ডালপত্নী, পুংশী, পুত্রবধূ, ভগিনী, বান্ধবপত্নী এবং শিবোর পত্নীতে উপগত হয়, সে ছয় বৎসর ব্রহ্মহত্যাব্রত করিবে । যে ব্যক্তি অজ্ঞানপূর্ষক ঐ সকল গমন করে, সে তিন বৎসর ব্রত করিবে । এক্ষণে আমি মহাপাতকীর সংসর্গে যে প্রায়শ্চিত্ত তাহা বলিতেছি । যে ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা আপনাকে পরিশুদ্ধ করিয়াছে, সে সমস্ত কর্মের ফললাভে সক্ষম হয় । যে ব্রহ্মহা প্রভৃতি চারিজনের মধ্যে যাহার সহিত সংসর্গ করে, সে তাহারই প্রায়শ্চিত্ত করিবে । তাহা দ্বারাই ঐ সংসর্গীর পাপ নাশ হইবে, তাহাতে সংশয় নাই । যিনি ব্রহ্মহার সহিত সংসর্গ করেন, তিনি ব্রহ্মহত্যার ; যিনি সুরাপের সহিত সংসর্গ করেন, তিনি সুরাপান-প্রায়শ্চিত্ত ; যিনি সূৰ্য্যস্বেয়ীর সহিত সংসর্গ করেন তিনি সূৰ্য্যহরণের এবং যিনি গুরুভ্রাতৃদের সহিত সংসর্গ করেন, তিনি গুরুভ্রাতৃ-গমনের প্রায়শ্চিত্ত করিবেন । যে ব্যক্তি অজ্ঞান পূর্ষক পঁচদিন মহাপাতকীর সহিত সংসর্গ করে, সে প্রাজাপত্যব্রত করিবে, তাহা না করিলে পাপী হইবে । দ্বাদশদিন সংসর্গ করিলে মহাসান্তপনব্রত, পঞ্চদশদিন সংসর্গে দশদিন উপবাস, একমাস সংসর্গে পরাক্রমব্রত, দুই মাস সংসর্গে চাক্ষায়ণ বিহিত । ছয় মাস সংসর্গ করিয়া তিন চাক্ষায়ণ করিবে । কিঞ্চিৎ নূন এক

* অজ্ঞানপূর্ষক সর্বণাগমনে ব্রহ্মহত্যাব্রত—অভ্যাসস্থলে ।

† এই সমস্ত শ্রম অভিশ্রম প্রায়শ্চিত্ত—কোনস্থলে অজ্ঞানপূর্ষক আরোহণমাত্র, কোন স্থলে সন্মতের দূরতা, কোনস্থলে সঙ্ক, কোনস্থলে অভ্যাস, কোনস্থলে বা ব্যভিচারিণী ত্রী গমন এইরূপ বিষয়ভেদ জানিবে ।

ষৎসর সংসর্গে যথাস ব্রত করিবে। পণ্ডিতেরা জ্ঞান পূর্বক সংসর্গে যথাক্রমে ইহারই দুই গুণ, তিন গুণ বলিয়াছেন। হে ব্রাহ্মণগণ! মথুর, নকুল, কাক, বরাহ, মূষিক, মার্জার, ছাগ, ঘেহ, কুকুর এবং কুকুটদিগকে বধ করিয়া প্রাজপত্যের অর্দ্ধ প্রায়শ্চিত্ত করিবে। যে ব্যক্তি অবহনন করে, সে তিন প্রাজপত্য করিবে। হস্তীকে বধ করিলে তপ্তকৃষ্ণব্রত করিবে এবং গোবধ করিলে পরাক্রম ব্রত করিবে। এই পরাক্রম অজ্ঞানপূর্বক বৈশ্বামিত্রিক গোবধে জানিবে। পণ্ডিতগণ জ্ঞানপূর্বক গোবধহলে কোনরূপ শুদ্ধি বলেন না; ইহার তাৎপর্য্য, যে ব্যক্তি জ্ঞান পূর্বক বারংবার মান্নবেদজ্ঞ সামগ্রিক ব্রাহ্মণের বহুতর গোবধ করে, তাহার মরণ ভিন্ন অন্য প্রায়শ্চিত্ত নাই। যে ব্যক্তি যান, শয্যা, আগম, পুষ্প, মূল, ফল, ভক্ষ্য এবং ভোজ্যের অপহরণ করে, তাহার পঞ্চগব্য পান রূপ প্রায়শ্চিত্ত। শুক কাষ্ঠ, তুণ, বৃক্ষ, গুড়, চর্ম্ম, কর্ম্মকারের যন্ত্র এবং আমিষের অপহরণে ত্রিরাত্র উপবাস; অভ্যাস অনভ্যাস, জ্ঞানকৃত অজ্ঞানকৃত প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন স্থলে জানিবে। চিট্টিভ (পক্ষী বিশেষ), চক্রবাক, হংস, কারণ্ডব, উলুক, মারস, কপোত, জালপাদ, কুকুট, বলাক, শিশুমার (শুক), কচ্ছপ, ইহার অন্ততমকে বধ করিলে দ্বাদশ দিন উপবাস করিবে। এই দ্বাদশ দিন উপবাস জাতকৃত এবং পুনঃপুনর্বার বিষয়ে। রেতঃ, বিষ্ঠা এবং মূত্রের ভোজনে প্রাজপত্যব্রত করিবে। শূদ্রের উচ্ছিষ্ট ভোজনে তিন চাক্ষারণব্রত বিহিত। এই প্রায়শ্চিত্ত অভ্যাসহলে জানিবে। রজস্বলা, চাণাল, মহাপাতকী, স্তৃতিকা পতিত এবং উচ্ছিষ্ট-রজক প্রভৃতিকে উচ্ছিষ্ট হইয়া স্পর্শ করিলে সবস্ত্র স্নান এবং যত ভোজম দ্বারা শুদ্ধ হইয়া অষ্টোত্তর শত গায়ত্রী জপ করিবে। ইহাদিগের অন্ততমকে স্পর্শ করিয়া যদ্যপি অজ্ঞান বশতঃ ভোজম করে, তাহা হইলে তিন দিন পঞ্চগব্য পান করত উপবাস করিবে। হে দ্বিজগণ! দান, স্নান, জপ, ভোজন এবং যজ্ঞ ইহাদিগের মধ্যে যদি চাণালাদির শব্দ শ্রবণ করে, তাহা হইলে কিরূপ করিবে? হে পণ্ডিতগণ! ভোজন কালে চাণালাদির শব্দ শ্রবণে অন্ন বমন পূর্বক স্নান করিয়া উপবাস করিবে এবং দ্বিতীয় দিনে যত ভোজন করিয়া শুদ্ধ হইবে। হে মুনিসত্তমগণ! যদ্যপি ব্রতাদির মধ্যে চাণালাদির শব্দ শ্রবণ করে, তাহা হইলে অষ্টোত্তর সহস্র গায়ত্রী জপ করিবে। হে পরম সাধুগণ! দ্বিজ এবং দেবতাদিগের মিম্বা অপেক্ষা অতিরিক্ত আর পাপ নাই, এই পাপই সকল পাপ হইতে অধিক; যাহারা এই কাষ্য করে, তাহাদিগের সমস্ত শাস্ত্রেই প্রায়শ্চিত্ত দৃষ্ট হয় না। পণ্ডিত গণ, মহাপাতকের তুল্য যে সমস্ত পাপ বলিয়াছেন, ঐ সমস্ত পাপের এইরূপে যথাবিধি প্রায়শ্চিত্ত করিবে। যে ব্যক্তি নারায়ণ-পরায়ণ হইয়া প্রায়শ্চিত্ত করে, তাহারই সমস্ত পাপ মষ্ট হয়, তাহা না হইলে পাপনাশ হয় না। যে ব্যক্তি রাগদ্বৈষাদিশূদ্ধ পাপ কাষ্য করিয়া অনুতাপ করে, যে ব্যক্তি সকল প্রাণীর প্রতি দয়াবান্ এবং বিকৃপারাগ; সে মহাপাতকযুক্ত হউক অথবা সমস্ত পাপ যুক্ত হউক, তৎক্ষণাৎ সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়; যেহেতু বিষ্ণুই পরম তপস্বী। ভগবান্ সনাতন বিষ্ণুর স্মরণ, পূজম, ধ্যান কিংবা প্রণাম করিলে, তিনি পাপ সকল বিনষ্ট করেন। যদি কেহ পরম্পরায় কিংবা মোহপ্রযুক্ত হইয়াও হরিপূজা করে, তথাপি সে সর্বপাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া পূরম পদ প্রাপ্ত হয়। একবার মাত্র বিষ্ণুস্মরণ করিলেই সমুদয় ক্লেশ বিনষ্ট হয়;

স্বর্গাদি ভোগ-বাসনা কেবল নিতাসুখের বিষমাত্র । যে মুনিশ্রেষ্ঠগণ । যাহারা দুর্লভ মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাদের মধ্যে হরিভক্তি সকলের পক্ষে সুলভ নহে ; অতএব ক্ষণপ্রভার স্থায় ক্ষণভঙ্গুর মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত হইয়া ভক্তিপূর্বক হরিপূজা করাই ভববন্ধন-মোচনের প্রধান উপায় । ভগবান্ জনার্দনের পূজা করিলে, সমুদয় বিষয় বিমষ্ট হয়, চিত্তের বিশুদ্ধতা জন্মে এবং পরম মোক্ষপদ লাভ হয় । ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ, এই চতুর্বিধ পুরুষার্থই হরিপূজা-পরায়ণ ব্যক্তিগণের সিদ্ধ হয় ; এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই । এই মহাধোর সংসারে, সকলেই মোহনিজাভিভূত ; তন্মধ্যে যাহারা হরির শরণ গ্রহণ করেন, তাহারা কৃতার্থ হন । রে মনুষ্যগণ ! এই সামান্ত মানুষী বৃত্তি লাভ করিয়া পুত্র দারা গৃহ ক্ষেত্র বন বাস্ত প্রভৃতি দ্বারা মুগ্ধ হইয়া রথা দর্প করিও না । কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, পরাপবাদ, নিন্দা প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া ভক্তিপূর্বক হরিপূজা কর । সকল ব্যাপার পরিত্যাগ করিয়া জনার্দনের পূজা কর ; ঐ দেখ । কৃতান্তনগর নিকটেই দেখা সাইতেছে । যতক্ষণ মৃত্যু উপস্থিত না হয়, যে পর্য্যন্ত জরা আগিয়া শরীর আক্রমণ না করে, যে পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয়গণ বিকল না হয়, তন্মধ্যেই হরির অর্চনা করিবে । বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি, এই অনিত্য শরীরে বিশ্বাস করেন না ; কেননা, মৃত্যু নিত্যই সন্নিহিত এবং সম্পদ অত্যন্ত চঞ্চল । মৃত্যু যখন এই নখর দেহের আসন্নপ্রায়, তখন দর্প করা উচিত নহে । যাহাদের সংযোগ আছে, তাহাদেরই বিচ্ছেদ অপরিহার্য্য ; জগতে সমস্তই ক্ষণভঙ্গুর, ইহা বিবেচনা করিয়া সকলে জনার্দনের পূজা করুন ; তাহা হইলেই অতি দুর্লভ সেই মোক্ষপদ প্রাপ্ত হইবেন । কোন ব্যক্তি মহা-পাতকযুক্ত হইলেও যদি ভক্তিপূর্বক বিকুর পূজা করে ; তাহা হইলে সে সর্ব পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া পরম স্থান প্রাপ্ত হয় । কেবল ভগবান্ নারায়ণের অর্চনা করিলে, যে ফল লাভ হয় ; সমুদয় তীর্থ-পর্যটন, সমুদয় যজ্ঞানুষ্ঠান এবং সান্নিবেদাধায়নাদি দ্বারা তাহার ষোড়শাংশের একাংশও লাভ হইতে পারে না । কি বেদ, কি শাস্ত্র, কি তীর্থভিষেক, কি তপস্যা, কি যজ্ঞাদি,—যাহাদের বিকৃতভক্তি নাই, কিছুতেই তাহাদের ফল লাভ হইতে পারে না । সূত কহিলেন,—হে দ্বিজগণ ! মহাত্মা নারদ, গনকুমারের নিকটে প্রায়শ্চিত্ত সকল এইরূপে সংক্ষেপে বলিয়াছিলেন । ভগবান্ বিষ্ণু, অনন্তমূর্তি, নিরোহ এবং ওদারম্বরূপ ; তিনি বেদান্তবেদ্য এবং ভবরোগের বৈদ্যম্বরূপ ; যাহারা তাহার অর্চনা করেন, তাহারা অক্ষয় ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হন । পরমেশ্বর অনাদি, সর্বাত্মা এবং অনন্তশক্তিসম্পন্ন ; সর্ব জগতের আধার, ক্রোড়িঃস্বরূপ, অচূতাখ্য এই নারায়ণের পূজা করিলে পবিত্র পরম পদ লাভ হয় ।

একোনিত্রিশ অধ্যায়

বিশিষ্ট কহিলেন,—আপনি বর্ণাশ্রমবিধি সম্যক্ বর্ণন করিলেন; এক্ষণে সুহৃৎ যমমার্গ কল্পন, তাহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হইতেছে। এই সংসারের দুঃখাগ্নি, তাহা বিনাশোপায় এবং ঐহিক নরক প্রভৃতি যথাক্রমে বর্ণন করুন। সূত কহিলেন,—বিপ্রগণ! শ্রবণ করুন, সুহৃৎ যমমার্গের বিষয় বলিতেছি। ইহা পুণ্যলীল লোকে নিকট সুধকর, কিন্তু পাপিগণের পক্ষে অতি ভয়ঙ্কর। এই পথ বড়নীতি-মহত্ব যোজন বিস্তৃত; পাপিগণ দেখিবা মাত্র ভয় পায়। দানলীল লোকেরা এই পথে সুখে গমন করে এবং অধার্মিক লোকে অতি কষ্টে গমন করে। তাহাদিগকে যে সকল যাতন ভোগ করিতে হয়, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। পাপিগণ প্রেতশরীর ধারণ পূর্বক বিবস্ত্র হইয়া দীনভাবে করুণ-স্বরে কন্দন করিতে করিতে এই পথে গমন করে। তাহাদের কণ্ঠ, ওষ্ঠ, তালু প্রভৃতি শুক হইয়া যায় এবং যখন দুর্দান্ত যমকিন্দরগণ প্রতোদ (চাবুক) প্রভৃতি অস্ত্র দ্বারা প্রহার করিতে থাকে, তখন ইতস্ততঃ ধাবিত হয়। আরও ভয়ের কথা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। এই পথে কোথাও পক্ষ, কোথাও অগ্নি, কোথাও উত্তপ্ত কর্দম, কোথাও বা সমুদ্র বালুকাদি পরিপূর্ণ। স্থানে স্থানে ভীক্ষুধার শিলা, মধ্যো মধ্যো অনারবৃষ্টি, শিলারূষ্টি, জলবৃষ্টি, শস্ত্রবৃষ্টি, উকজলবৃষ্টি ও ক্ষার-কর্দমবৃষ্টি হইতে থাকে। কোথাও বা উত্তপ্ত প্রচণ্ড বায়ু বহিতে থাকে, কোথাও বা অত্যাশ কর্দম বর্ষণ হইতে থাকে। কোন স্থান অতি নিম্ন, কোথাও বা অতি দূরারোহ কণ্টক বৃক্ষ ও গণ্ডশৈল; কোথাও বা গাঢ় অন্ধকার এবং কণ্টক পরিপূর্ণ। কোন স্থানে অত্যাচ্ছ শিলাধাও আরোহণ করিতে হয়, কখন বা কন্দর মধ্য প্রবেশ করিতে হয়। পথে সর্বত্র শরীর-লোষ্ট্র এবং সূচিভূম্য কণ্টক সকল বিক্ষিপ্ত আছে। স্থানে স্থানে শৈবাল এবং কীলক (খোটা) সকল প্রোথিত রহিয়াছে। পাপাত্মগণ এইরূপ বহু ক্লেশ অনুভব করিতে করিতে এই পথ অতিক্রম করে। তৎকালে কেহ বা উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার, কেহ বা রোদন করিতে থাকে। যমকিন্দরগণ, কাহারো বা পাশবদ্ধ করিয়া অস্ত্র দ্বারা প্রহার করিতে করিতে এবং কাহারো কর্ণে, কাহারো নামাগ্রে, কাহারো গলে, কাহারো হস্তে, কাহারো বা পদে রজ্জু দিয়া আকর্ষণ করিতে করিতে; কাহারো শিরাগ্রে, কাহারো নামাগ্রে, কাহারো কর্ণে, লোহভার ঝুল ইয়া দিয়া পাপিগণকে এই পথে লইয়া যায়। গমনকালে, কেহ কেহ পুনঃপুনঃ পতিত হইতে থাকে, আহত হইয়া কাহারো বা খাম বদ্ধ হইয়া যায়, কাহারো চক্ষু আচ্ছাদিত করিয়া দেওয়া হয়। কোন কোন স্থান একবারে ছায়াভল-শূন্য; তথায় পাপিগণের কণ্ঠতালু শুক হইয়া যায়; তখন তাহারা আপন আপন হৃদয়ের নিন্দা করিতে থাকে। হে মুনীশ্রগণ! যাহারা সুবুদ্ধি, ধর্ম্মিষ্ঠ এবং ধর্ম্মলীল, তাহারা যমমন্দিরে অতি সুখে গমন করেন। যাহারা অন্নদান করেন, তাহারা উত্তম স্বাদ্ভবস্ত ভক্ষণ করিতে করিতে; যাহারা জলদান করেন, তাহারা ক্ষীরপান করিতে করিতে এবং যাহারা তুচ্ছ কিংবা দধিদান করেন, তাহারাও ক্ষীর পান করিতে করিতে সুখে গমন করেন। যাহারা

যুত, মধু কিংবা ক্ষীরদান করেন, তাঁহারা সুখা এবং যাহারা শাক দান করেন, তাঁহারা পায়স ভোজন প্রাপ্ত হন । যাহারা দীপদান করেন, তাঁহারা দিব্যজ্যোতি প্রাপ্ত হন এবং বস্ত্রদায়ী ব্যক্তি, দিব্যবস্ত্র পরিধান করিয়া গমন করেন । যাহারা ভূষণ দান করেন, তাঁহারা দেবগণকর্তৃক পূজিত হন এবং যাহারা গোদান করেন, তাঁহারা সৰ্বকাম-সমপ্তি হইয়া সুখে গমন করেন । যাহারা ভূমি কিংবা গৃহদান করেন, তাঁহারা সৰ্বসম্পদসম্পন্ন বিমানে আরোহণ করিয়া অমরোদয়গণের সহিত জৌড়া করিতে করিতে গমন করেন । যাহারা অশ্ব, রথ কিংবা যানাদি দান করেন, তাঁহারা নানাবিধ ভোগসম্পন্ন বিমানে আরোহণ করিয়া সমালয়ে গমন করেন । বস্ত্রদায়ী ব্যক্তি যানাক্রূত হইয়া এবং কলদায়ী ও পুষ্পদায়ী ব্যক্তি অমরোদয়গণের সহিত পরম মন্তোষ লাভ করত গমন করেন । তাড়ুলদায়ী ব্যক্তি হস্তমুখে সমালয়ে গমন করেন । যাহারা মাতা, পিতা, ব্রাহ্মণ, অগ্নি, যতী ও ব্রহ্মচারীগণের শুশ্রূষা করেন, তাঁহারা অতি সুখে গমন করেন ; এমন কি, দেবগণও তাঁহাদের সেনা করেন । সৰ্বভূতে যাহারা দয়ালান্, তাঁহারা সৰ্বভোগসম্পন্ন বিমানে আরোহণ করিয়া দেবগণ কর্তৃক পরিবেষিত হন । যিনি বিদ্যাদানে রত, স্বয়ং পদ্রয়োনি তাঁহার সেবা করেন এবং যিনি পুরাণপাঠক, মুনিগণ তাঁহার স্তুত করেন । সমমার্গে ধর্মপরায়ণ ব্যক্তির। এইরূপে সুখে গমন করেন এবং পাপাশয়ের। অতি দুঃখে এই পথ অতিক্রম করে । যম, শঙ্কচক্রগদাধারী চতুর্ভুজ মূর্তি ধারণ করিয়া স্নেহবশতঃ পুণ্যবান্ লোকদিগের অর্চনা করেন । হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ । আপনারা মহাত্মা ও পরম বুদ্ধিমান, আপনাদের মরকের ক্ষণ্ত কোম ভয় নাই, কারণ আপনারা, পরকালের সুখের হেতু নিখিল পুণ্যকর্ম্যানুষ্ঠান করিয়াছেন । এই মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত হইয়া যে ব্যক্তি স্মৃত্যানুষ্ঠান না করে, সেই পানীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ; তাহাকেই শাস্ত্রকারের। আশ্রয়ভী বলিয়া নির্দেশ করেন । এই অনিত্য মনুষ্যশরীর লাভ করিয়া যে ব্যক্তি নিতাকর্ম সাধন না করে, সে ঘোর নরক প্রাপ্ত হয় ; ভগতে তাহার স্থায় অচেতন আর কে আছে ? এই শরীর সর্ষদা যাতনাময় এবং মলাদি দ্বারা পরিদূষিত ; যে ব্যক্তি এই শরীরের প্রতি বিশ্বাস করে, সেই প্রকৃত আশ্রয়ভী । ভূতগণের মধ্যে প্রাণিগণ শ্রেষ্ঠ, প্রাণিগণের মধ্যে বুদ্ধিজীবী প্রাণিগণ, তাহাদের মধ্যে মনুষ্য, মনুষ্যের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণের মধ্যে বিদ্বান্, বিদ্বানের মধ্যে কৃতবুদ্ধি, কৃতবুদ্ধিগণের মধ্যে কর্মকর্তা, তাহাদের মধ্যে ব্রহ্মবাদিগণ, ব্রহ্মবাদিগণের মধ্যে যাহারা নির্মম এবং হেঁহাদের মধ্যে যাহারা নিত্য দান-পরায়ণ, তাঁহারাি সর্ষশ্রেষ্ঠ । অতএব প্রযত্নসহকারে ধর্ম সংগ্রহ করাই সর্ষভোভাবে কর্তব্য ; কেননা, ধর্মশীল ব্যক্তি সর্ষত পূজিত হন । ধর্মরাজ যম, পুণ্যবান্ ব্যক্তিগণকে অগ্রে এইরূপে আদেশ করেন যে, “আপনারা সর্ষভোগসম্পন্ন পুণ্যস্থানে গমন করুন ; যদি কিছু দ্রুত থাকে ; তাহা সেই স্থানেই পক্ষাৎ ভোগ করিবেন ।” এইরূপে তাহাদের সংকার ও মদগতি প্রদানপূর্বক, পাপিগণকে আশ্রয় করিয়া কালদণ্ড হস্তে তাহাদের তর্জন করেন । অনন্তর চিত্তকুপ্ত পাপিগণের নিকট আগিয়া গর্জন করে । তাহার স্বর, প্রলয়কালীন সমুদ্রনির্বোয়ের স্থায়, অস্বপ্নভী পর্ষতপ্রমাণ অগ্ন্যপুণ্ডের স্থায় । তাহার বাবিশক্তি হস্তে, নানাবিধ অস্ত্রনকল বিদ্রোহের স্থায় শোভা

পায়। তাহার শরীর তিনযোজম বিস্তৃত, চক্ষু রক্তবর্ণ, মাসিকা দীর্ঘ, দন্তগুলি দেখিয়া মাত্র ভয় হয় এবং তাহার চক্ষুঃকোটর দীর্ঘিকার স্থায়। যুহা জরা প্রভৃতি তাহার সহচর এবং অস্ত্রাঙ্গ সমদূতেরা সকলেই পাপিগণের প্রতি তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে থাকে। তখন তাহার। ভয়কম্পিত-রূপে আপনাদিগের দৃষ্টির নিম্না করিতে থাকে। তৎপরে যমের আজ্ঞানুসারে, চিত্রভূষণ পাপিগণের প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করেন, “রে পাপাত্মা পাপাচারগণ। তোরা অহংকারপূর্ব্বক, ভবিষ্যৎ না ভাবিয়া কি কি পাপকর্ম্ম করিয়াছিস এবং কামক্রোধাদি দ্বারা অন্ধ হইয়া নগর্কো যে সকল পাপানুষ্ঠান করিয়াছিস, তাহার কারণই বা কি? বাহ্য হউক, পূর্ব্ব যেমন জট্টচিত্রে পাপ সকল করিয়াছিস, তদনুসারে এখন যাতনভোগ করিতে হইবে। এক্ষণে হুঃখ প্রকাশ করিলে, কোম ফল হইবে না। পুত্র, মিত্র, কলত্রাদির জন্ত মতঃ পাপানুষ্ঠান করিয়াছিস; তদ্বোধো কুর্ন্যবশে অতি হুঃখ ভোগ করিবার জন্ত তোরা এখানে আনীত হইয়াছিস; কিন্তু বাহাদেব জন্ত তোরা সেই সেই কর্ম্ম করিয়াছিস, তাহার। অস্ত্র গমন করিয়াছে; সেই সকল পাপের ফল এখন তোদিগকেই ভোগ করিতে হইবে। রে দুরাচারগণ! তোরা পূর্ব্ব যে সকল পাপকর্ম্ম করিয়াছিস, তাহারই ফল এখন পাইতেছিস; এখন হুঃখ করিয়া আর কি হইবে? তোরা আপনার পূর্ব্বাচরিত কর্ম্ম সকল স্মরণ করিয়া দেখ; ধর্ম্মরাজ, কখনই কাহারও প্রতি পক্ষপাত করেন না। কি বন্য, কি দরিদ্র, কি মুঃ, কি পণ্ডিত, ধর্ম্মরাজ সকলের প্রতিই সমবর্ত্তী।” পাপিগণ, চিত্রভূষণের সেই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া আপনাদের পাপ কর্ম্ম স্মরণ করিয়া নিস্তল হইয়া মৌনভাব অবলম্বন করিয়া থাকে। আজ্ঞাকারী যমকিন্দর-গণ পাপিগণকে নরকে অভিব্যেগে নিক্ষেপ করে। এইরূপে তাহার। কর্ম্মফল ভোগ করিয়া অবশেষে শেষ পাপের ফল ভোগ করিবার জন্ত, স্থাবরাদি হইয়া মহীভূলে জগৎগ্রহণ করে। ঋষিগণ বলিলেন,—ভগবন্। আপনি দয়ালু; আমাদের চিত্তে যে সংশয় উপস্থিত, তাহা আপনি ছেদন করিতে সমর্থ; যে হেতু আপনি বাসের নিকটে সমস্ত অবগত আছেন। ধর্ম্ম অনেক প্রকার, পাপও বহুবিধ এবং তাহার ফলভোগও দীর্ঘকালসাধ্যাঃ; ব্রহ্মার দিনান্তে লোকত্রয়ের নাশ হয় এবং দুইপার্ব্ব কালান্তে ব্রহ্মা-ওরও নাশ হয়। আর আপনি বলিলেন যে, তাহার। গ্রামাদি দান করে, তাহার। কল্প কোটি সহস্র তদীয় পুণ্যফল ভোগ করে; তঁতি মধো প্রাকৃত ঔলসে সমস্ত লোক বিনষ্ট হয়, কেবল একমাত্র জনার্দ্রন অবশিষ্ট থাকিবেন। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে পাপাদির ভোগ কখনই সমাপ্তি হইতে পারে না। আপনি আমাদের এই প্রকার সংশয় ছেদন করুন। সূত কহিলেন,—হে মহাত্মাগণ। আপনার। বাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা অতি তুচ্ছতম। এক্ষণে অনন্তমনা হইয়া শ্রবণ করুন; আমি সমস্তই বলিতেছি। ভগবান্ মারায়ণ, অক্ষয়, সনাতন, অনন্ত এবং পরম জ্যোতিঃস্বরূপ। তিনি বিজ্ঞ, নিগুণ, মিত্য এবং মোহবর্জিত। তিনি নিগুণ হইলেও পরমানন্দ স্বরূপ এবং গুণবান্। ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব প্রভৃতি, তাহারই নামভেদ মাত্র। তিনি গুণোপাধিভেদে বিভিন্ন এই দেবত্রেয় দ্বারা সংযোগ করিয়া নিখিল জগৎকার্য্য করিয়া থাকেন। ব্রহ্মা-রূপে সৃজন, বিষ্ণু-রূপে পালন এবং রুদ্র-রূপে সংহার করেন। ব্রহ্মা-রূপী জনার্দ্রন, ঔল্লাসমান

উদ্ধৃত হইয়া পুনর্বার এই চরাচরাশ্রয়ক বিষ পূর্নমুখ হইয়া স্বজন করেন । হে বিধেয়জন ! পূর্ন স্বাবরাদি সমুদায় যেরূপে অবস্থিত ছিল, ব্রহ্মা পুনর্বার ঠিক সেই রূপেই সৃষ্টি করিবেন ; অতএব দেখা যাইতেছে যে, অসৃষ্টিত শুভাশুভ কর্ণের ফল অবশ্যভোগ্য । ভোগ না হইলে শতকোটি কর্ণেও কর্ণকর হয় না ; আচরিত শুভাশুভ কর্ণফল অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে । যিনি সর্গভূতের অনুরাধ্যা এবং জননয় ; যিনি পরিপূর্ণ, সনাতন এবং সর্গকর্ষক ভোগ করেন ; যিনি এই বিশ্বের কারণ এবং যিনি ষণ্ডভেদে ব্যবস্থিত ; তিনিই এই সমস্ত স্বজন, পালন ও সংহার করেন ।

একোত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৯ ॥

ত্রিংশ অধ্যায় ।

সূত কহিলেন,—জন্মগণ এইরূপে কর্ণপাণবদ্ধ হইয়া স্বর্গাদি পুণ্যস্থানে পুণ্যভোগস্থল অনুভব করিয়া এবং পাপকর্ষের ফলে অশুভ যাতনা ভোগ করিয়া কর্ণাবসানে মর্ত্যলোকে আগমন করে । অনন্তর সর্গভরসকুল, মৃত্যু-বাধাদিযুক্ত স্বাবরাদি দেহ প্রাপ্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করে । বৃক্ষ, গুল্ম, লতা, পশুভ, ভূগ প্রভৃতির নাম স্বাবর । ইহারা সঙ্গদা মহামোহে সমাচ্ছন্ন থাকে । স্বাবর প্রাপ্ত হইয়া প্রথমে বীজরূপে পৃথিবীতলে উৎপন্ন হয়, পরে জলসেকানন্তর সূক্ষ্মাকার এবং সামগ্ৰীবশে উদ্ভা জন্মিয়া বীজ পাতিত হয় ; উৎপরে মূলস্বরূপ প্রাপ্ত হয় । মূল হইতে অঙ্কুরোৎপত্তি, অঙ্কুর হইতে পর্ব কাণ্ড লতারূপে পরিণত হয় ; কাণ্ড হইতে কোরক, কোরক হইতে পুষ্পরূপ ধারণ করে । পুষ্পের মধ্যে কতকগুলি সফল ও কতকগুলি নিফল, কতকগুলি বা ফলের হেতুভূত হয় । সেই পুষ্প সকল প্রস্ক হইলে তদ্বৎলাবনি ভূষের উৎপত্তি হয় । সেই ভূষ সকলে রবিকিরণ-সচযোগে ওষধিরস ভূষমার্গে প্রবেশ করিয়া ক্ষীরভাব প্রাপ্ত হইয়া কালে তুল্লরূপে পরিণত হয় । তুল্ল সকল দৃঢ় হইলে ওষধিগণ মরিয়া যায় । বনস্পতিগণও ওষধির স্তায় উৎপন্ন হইয়া বৃক্ষস্বরূপ প্রাপ্ত হয় এবং ভৌতগণের সংস্কারবশে নবসমূহের মধ্যে ফলবান্ হয় । এইরূপ স্বাবর প্রাপ্ত হইয়াও বহুকাল ব্যাপিয়া বায়ু দ্বারা শুষ্কন ছেদন, দাবাগ্নি দ্বারা দাহ এবং নীত, আতপ প্রভৃতি দ্বারা হঃখ অনুভব করিয়া মরিয়া যায় । অনন্তর কৃমিধোনি প্রাপ্ত হইয়া সর্গদা হঃখ অনুভব করে, কণেক জীবিত থাকিয়া পরকণেই ম্রিয়মাণ হইয়া পড়ে, বলবান্ প্রাণিগণের আক্রমণ নিবারণ করিতে পারে না । তাহারা নীত-বাতাদি ক্লেশ অনুভব করিয়া এবং সর্গদা সূক্ষ্মীভূত হইয়া মলমূত্রাদি মধ্যে সন্নিবেশ করত বহুভব হঃখ অনুভব করে । অনন্তর তাহারা পশুধোনি প্রাপ্ত হইয়া বহুবিধ বাধা সহ করিয়া সঙ্গদা স্থখা উৎসে প্রাপ্ত হয় ; তাহারা নিত্য ক্ষতঘাতিত হঃখ প্রাপ্ত হয়, স্বীয় অসুতির প্রতিও অত্যাচার করে ও উৎকালে নামাবিসরে অনুরাগাদি জন্মিত ক্লেশ অনুভব করিতে থাকে । কোন ক্রমে মাংসমেষাদি ইচ্ছাদের ভৌজ্য-সামগ্ৰী, কোন ক্রমে বা কম মূল ফল প্রভৃতি দ্বারা উদর পূর্ণ হয় এবং দুগ্ধ প্রাণিগণের প্রতি হিংসামিশ্রিত চাইয়া

মানাবিহ দুঃখ পাইতে থাকে। কোন জন্মে বা বায়ুযাত্র ভোজন করিয়া থাকে এবং পরপৌড়াপরাগণ হইয়া দুঃখ পায়। এইরূপ গ্রামা পশুবোনি প্রাপ্ত হইয়াও কখন স্বজাতি-দেব বিয়োগদুঃখ, কখন ভারবহন, কখন পাশবন্ধন, কখন ভাড়া, কখন দাহ, কখন বা ধাবনাদিজনিত দুঃখ অনুভব করে। এই প্রকার বহুবোনি ভ্রমণ করিয়া অবশেষে মনুষ্যবোনি প্রাপ্ত হয়। কেহ কেহ স্বীয় পুণাকলে, এতাদৃশ দুঃখ না পাইয়াও মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হয়। মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়াও প্রথমে চর্যকার, তৎপরে বধাক্রমে চণ্ডাল, বাধ, বজ্রক, কুন্তকার, লৌহকার, সুবর্ণকার, তদ্রবায়, বণিক, জটাম্বি প্রভৃতি নানাজাতি হইয়া পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করে এবং মানাজন্মে ধাবক, লেথক, ভূতক, শাসন-হারক প্রভৃতির কৰ্ম করে; কেহ দক্ষিণ, কেহ হীমান, কেহ অবিকান হইয়া বহুবিধ দুঃখ পায়। এতদ্ভিন্ন জ্বর, তাপ, শীত, শাত, শ্লেষ্মা, গুল্মরোগ, পাদরোগ, চক্ষুরোগ, শিরোরোগ, গর্ভরোগ, পার্শ্ববেদনা প্রভৃতি আরও নানা দুঃখ ভোগ করিতে হয়। আরও মনুষ্যজন্মের মতো প্রথমে; ত্রী-পুরুষের মৈথুনাবসানমে যখন জরায়ু মধ্যে রেতঃ প্রবেশ করে, সেই সময়ে জন্তুও কৰ্মবশে শুক্রের সহিত জরায়ুতে প্রবেশ করিয়া শুক্র ও শোণিতে সহিত কলনে প্রবর্তিত হয়। সেই সময়ে জীব প্রবেশ করে, জীবপ্রবেশের পঞ্চম দিনাবধি কলন আরম্ভ হয় এবং অষ্টমাসে কলন সম্পূর্ণ হয়। এক মাস হইলে প্রাদেশ-পরিমিত হয়; তদবধি চৈতন্যমধ্যেও জননীর উদরে বায়ুবেগে এবং দুঃসহ তাপাদিরেণ প্রযুক্ত এক স্থানে থাকিতে না পারিয়া, ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে থাকে। দুই মাস হইলে সম্পূর্ণ পুরুষাকার প্রাপ্ত হয়; তিন মাসের পর, কবচচরণাদি অবয়ব সকল লক্ষিত হয়। চারি মাস গত হইলে অবয়বসকল সকল পরিষ্কৃত; পঞ্চম মাসে নখ এবং বর্ষমাসে নখসকল পরিষ্কৃত হয়; সপ্তম মাস গত হইতে রোমোন্মাদ হয়। অষ্টম মাসের আরম্ভে চৈতন্য পরিষ্কৃত হয়; তখন নাভিস্থিত দ্বারা তাহার শরীর পুষ্ট হয়। এই সময়ে তদীয় শরীর, অমেধা মুত্রাদি দ্বারা সিক্ত, জরায়ুবন্ধ এবং রক্ত, অস্থি, কৃমি, বস্মা, মল্লা, শ্রায়ু, কেশাদি দ্বারা পরিদ্রবিত হইয়া অত্যন্ত কুৎসিত হয় ও মাতৃভুক্ত কটু, লবণ, উক, কৃষ্ণ প্রভৃতি রস দ্বারা অতি পীড়িত হয়। এই সময়ে দেহী, আপনাকে ঈদৃশ দুঃখে দহমান দেখিয়াও পূর্বজন্মানুভূত দুঃখসমূহ স্মরণ করিয়া মনে মনে এইরূপ বিলাপ করে। "হার আমি অতি পাপাত্মক; আমি পূর্বজন্মে, ত্রী, পুত্র, মিত্র, ভৃত্য, গৃহ, ক্ষেত্র, ধন, বাস্ত প্রভৃতিতে অত্যাগত হইয়া ত্রী-পুত্রাদির ভরণ-পোষণের জন্ত, নানা উপায়ে পরধন পরক্ষেত্র প্রভৃতি হরণ করিয়াছি এবং কামান্ন হইয়া পরস্ত্রীহরণাদি করিয়া মহাপাপ আচরণ করিয়াছি। সেই সকল পাপকর্মের ফলে, আমি একাকী বিবিধ নরকদুঃখ অনুভব করিয়া পুনর্বার স্বাবরাধি বোনি প্রাপ্ত হইয়া মহৎ দুঃখ পাইয়াছি। সন্তান জরায়ু দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া দুঃখে অন্তর দগ্ধ হইতেছে এবং বহির্ভাগেও তাপাদি দ্বারা অঙ্গ দগ্ধ হইতেছে। কিন্তু আমি স্মরং পাপানুষ্ঠান দ্বারা বাহ্যদেহ পোষণ করিয়াছি; সেই পুত্র কন্যাাদি এখন কোথায়? তাহারা আপনাদের কৰ্মবশে অন্তর্য গমন করিয়াছে। হার! দেহিগণের কি দুঃখ? পাপ হইতেই এই দেহের উৎপত্তি, অতএব পাপকর্ম করা উচিত নহে। আমি ভৃত্য মিত্র কন্যাাদির জন্ত পরদ্রব্য হরণ করিয়া সেই পাপে জরায়ু মধ্যে এখন দগ্ধ

হইতেছি । পূর্কজন্মে অশ্রুর সম্পৎ দেখিয়া যেরূপ অশ্রুসামুদ্র হইয়াছিলাম ; এখন তাহার প্রতিফলস্বরূপ গর্ভাশ্রি দ্বারা দগ্ধ হইতেছি । পূর্ক কায়মনোবাক্যে পরশীড়া প্রদান করিয়াছি, সেই পাপে এখন ঐদৃশ কষ্ট পাইতেছি ।” দেহী, এইরূপ বিলাপ করিয়া স্বয়ং আপনাকে আশ্রম প্রদান করে । অনন্তর মনে মনে এইরূপ চিন্তা করে,—“আমি জন্মগ্রহণ করিয়া সর্বদা সংস্পর্শে থাকিব, বিস্তরচিত্তে সংকল্পের অনুষ্ঠান করিব এবং জগদাধার, সত্যজ্ঞানাম্বরূপ, লক্ষ্মীপতি নারায়ণের—সুরাসুর-গন্ধর্ব্ব-যক্ষ-রাক্ষস-পন্নগ-মুনি-কিন্নর প্রভৃতি কর্তৃক অর্চিত চরণযুগল পূজা করিয়া সংসার-চ্ছেদনের কারণভূত, বেদরহস্য এবং উপনিষদাদি দ্বারা পরিপূর্ণ, সকল-লোকপরাশ্রয় ভগবানকে জপরে ধ্যান করিয়া এই দুঃখসংসার অতিক্রম করিব ।” অনন্তর প্রমথকাল সমাগত হইলে, গর্ভস্থিত দেহী বাহ্যবায়ু দ্বারা পরিপীড়িত হইয়া জননীকে মহতী প্রমথ-যন্ত্রণা প্রদান করত যোমি-মার্গে নিক্ষেপ্ত হয় । তৎকালে যোনি-যন্ত্র-পীড়িত হইয়া যুগলং সকল যাতনা অনুভব করিয়া একবারে সংজ্ঞাবিহীন হইয়া যায় । তদনন্তর বাহ্যবায়ু তাহাকে পুনর্জীবিত করে, বাহ্যবায়ু স্পর্শ হইবামাত্র, পূর্কস্মৃতি বিনষ্ট হয় । তখন পূর্কানুভূত কিছুই স্মরণ হয় না এবং অজ্ঞান বশতঃ বর্তমান অবস্থাও কিছুই বুঝিতে না পারিয়া মহৎ দুঃখ অনুভব করে । অনন্তর জন্মগণ বাল্যকালে স্বীয় মলমূত্রাদি দ্বারা লিপ্তদেহ হইয়া আধ্যাত্মিক দুঃখে পীড়িত হইয়াও কিছুই বলিতে সমর্থ হয় না । অনুদিন ক্ষুধা ও তৃষ্ণা পীড়িত হয় । যখন তাহার ক্ষুধায় পীড়িত হইয়া রোদন করে, তখন জননী শিশুর গহ্বাদি-বেদমাভয়ে ঔষধ প্রয়োগ করিয়া থাকেন এবং যখন তাহার অঙ্গবেদনাদি দ্বারা পীড়িত হইয়া রোদন করে, তখন (ক্ষুধা হইয়াছে) ভাবিয়া জননী স্তনদুগ্ধ দান করিতে যত্ন করেন । এইরূপ সর্ববিধে পরাধীন হইয়া যন্ত্রণা পায়, এমন কি, দংশ মশকাদিও নিবারণ করিতে অসমর্থ হইয়া মহৎ কষ্ট পায় । অনন্তর পিতা মাতা ও ক্রমে উপাধ্যায়ের ভাড়া না সহ্য করিতে হয় । কখনও ভ্রমণ, কখনও পার্শ্ব পক্ষ ভ্রমাদির সহিত জোড়া এবং কখনও কলহ ইত্যাদি বহুবিধ উপায়ে বহুবিধ আধ্যাত্মিক দুঃখ অনুভব করে । অনন্তর যৌবন সময়ে, ঘনোপার্জন ঘনরক্ষা এবং ঘনব্যয়াদির জন্ত মায়ামুগ্ধ হইয়া অত্যন্ত কষ্ট পায় । কখনও বা কাম-কোষাদি দ্বারা চিত্ত একাগ্রে দূষিত হয় যে, সর্বদা অশ্রু-পর্যায় হইয়া পর-ঘন ও পরস্ত্রী-হরণের উপায় চিন্তা করে । কখনও বা পুত্র মিত্র কলত্রাদির ভরণপোষণের উপায় চিন্তায় বাস্ত থাকিয়া দুঃখানুভব করে এবং পুত্রাদির বাধি উপস্থিত হইলে সর্বকাৰ্য্য পরিভাগ করিয়া রোগক্লিষ্ট পুত্রাদির সমীপে বসিয়া স্বয়ং আধ্যাত্মিক দুঃখে পরিণত হইয়া এই প্রকার চিন্তা করে । “চার চার, গৃহকর্ম্ম ও কৃষিকর্ম্ম কিছুই করা হইল না, আমার অনেকগুলি পরিবার, কিরূপে জীবনযাত্রা নিরীহ হইবে ? আমার মলধন নাই, বৃষ্টিও হইতেছে না ; এদিকে অষ্টটা কোথায় পলায়ন করিল ; গাভীগণ কেন এখনও আসিল না ; আমার সন্তানগুলি অতি শিশু ; আমি স্বয়ং বানিগ্রস্ত ; ঘনসম্পত্তিও কিছুই নাই ; ভাল করিয়া পর্য্যবেক্ষণ না করাত্তে কৃষিকর্ম্মও নষ্ট হইয়াছে । পুত্র সকল মিথ্যা রোদন করিবে ; গৃহী হানে হানে ভগ্ন হইয়াছে ; বন্ধুগণ দূরদেশে গমন করিয়াছে ; একে জীবনযাত্রার কোন উপায় নাই, তাহাতে আমার রাক্ষসীড়া ভয়ানক,—এদিকে শত্রু

মকল আমার অপকার করিতেছে, কি উপায়ে তাহাদিগকে জয় করিব ? আমি কাণ্ডাক্রম হইয়াছি ; এ আবার কে অতিথি আসিয়া উপস্থিত হইল !” এইরূপ অত্যন্ত চিন্তাকুল হইয়াও যৌন দুঃখ নিবারণ করিতে সমর্থ হয় না, আপনাকে শত শত বিকার প্রদান করে এবং বিধাতা কি জন্ত আমাকে ঐদৃশ ভাগ্যহীন করিয়াছেন ?’ বলিয়া তাহার মিন্দা করে । অনন্তর বার্কক্য উপস্থিত হইলে শরীর জরাগ্রস্ত এবং ব্যাধি, অধৈর্য, অন্ধত্ব প্রভৃতি প্রাপ্ত হইয়া মর্ষদা কম্পিত হইতে থাকে । তৎকালে খামকানাদি মানা পীড়া উপস্থিত হয়, গোমায় কঠ রক্ত হয় । তাহাকে ঐদৃশাবস্থাপন্ন দেখিয়া স্ত্রী পুত্রাদি সকলে যখন ভৎসনা করে, তখন ‘কখন আমার মৃত্যু হইবে’ এই চিন্তায় নিমগ্ন হয় এবং ‘আমি মরিলে আমার গৃহ ক্ষেত্র প্রভৃতি পুত্রগণ কিরূপে রক্ষা করিবে ? না জানি কাহার হস্তে পতিত হইবে ? আমার ঘন, হয় ত কেহ অপহরণ করিবে ; তাহা হইলে পুত্রগণের জীবনমাজা কিরূপে নিশ্চিহ্ন হইবে ?’ এইরূপ সমতা-দুঃখে পরিত্রস্ত হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিভ্রাণ করিতে থাকে । তৎকালে কিস্কন্ধ পূর্বে, যে মকল কখনো নষ্টান করে, ক্ষণকাল পরেই তাহা বিস্মৃত হয় এবং পুনঃপুনঃ স্মরণ করিয়াও আবার তখনই বিস্মৃত হইয়া যায় । অনন্তর মৃত্যুকাল আসন্নপ্রায় হইলে, নানাবিধ ব্যাধি দ্বারা পরিশীড়িত হইয়া আন্তরিক দুঃখ অনুভব করে এবং কখন শয্যায়, কখন মঞ্চে, এই প্রকার ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া ক্ষণেও তৃপ্ত্য কাতর হইয়া “একটু জল দাও” বলিয়া সকলের নিকট দীনভাবে প্রার্থনা করে । তাহার প্রার্থনা শুনিয়া কেহ কেহ বলেন—“জরাবিষ্ট রোগীদের পক্ষে জল দেওয়া অনিষ্ট-কারক” এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাদের প্রতি অতি ক্রোধ করিয়া ক্রমে ক্রমে হতচৈতন্য হইয়া যায় । ক্রমে হস্তপদাদি আকর্ষণ করিতেও অক্ষম হইয়া পড়ে ; তখন বন্ধুগণ তাহাকে বেঠেন করিয়া রোদন করিতে থাকে । তখন নাকৃশক্তি নষ্ট হয়, “আমার উপাঞ্জিত ধন কে ভোগ করিবে ?” এই ভাবিয়া রোদন করিতে থাকে । অনন্তর ক্রমে পলদেশে বুরদুর করিয়া প্রাণ বহির্গত হয় ; তখন সমদূতেরা আসিয়া পাশবন্ধ করিয়া ভৎসনা করিতে করিতে লইয়া যায় এবং পূর্ববৎ মরকাদি দুঃখভোগ করিতে থাকে ।

হে বিজ্ঞান ! এই হেতু সংসাররূপ-দাবায়ি-পরিভাপিত ব্যক্তি, পরমজ্ঞান অভ্যাস করিবে ; জ্ঞান হইলেই মুক্তিলাভ হয় । যাহারা জ্ঞানশূন্য, তাহারাই পশু ; অতএব সংসার হইতে মোক্ষ লাভ করিবার জন্ত পরমজ্ঞান অভ্যাস করিবে । যে ব্যক্তি সর্বকর্মসাধক মনুষ্যজন্ম পাইয়াও হরিপূজা না করে ; তদপেক্ষা অচেতন আর কে আছে ? হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ ! ইহা অপেক্ষা কি আশ্চর্য্য হইতে পারে যে, সর্বকামপ্রদ হরি থাকিতে, মনুষ্যেরা এত যত্ননা ভোগ করে ? যাহারা জ্ঞানহীন, সর্বকামপ্রদ জগদ্রাথ নাগরাজ বিদ্যামান থাকিতে, তাহারাই নরকে পতিত হয় । এই শরীর হইতে মর্ষদা মূত্রপুত্রীষাদি করিত হইতেছে, ইহা অতি অনিত্য ; যাহারা ইহাকে মিতা বলিয়া বিবেচনা করে, তাহারা কি মোহাক ? রক্তমাংসাদি-নির্মিত, এই শরীর প্রাপ্ত হইয়া, যাহারা সংসার-বিনাশক বিদুর উপাসনা না করে, তাহারা ঘোর পাতকী । কি আশ্চর্য্য ! হরিদ্যানরত চণ্ডালও মহামুণী । মনুষ্যগণ কি মূর্খ ? যেহেতু তাহারা আপনার দেহ হইতে মলমূত্রাদি নির্গত হইতে দেখিয়াও উল্লেস প্রাপ্ত হয় না ! মনুষ্যজন্ম এতি দুর্লভ, দেবতারাও ইহা প্রার্থনা

করেন ; অতএব তাহা পাইয়া পরলোকের নিমিত্ত বস্তু করা বিচক্ষণের কার্য্য । যাঁহারা অধ্যাত্মধ্যান-সম্পন্ন এবং হরিপূজা-পরায়ণ, তাঁহারা পুনরাবৃত্তি-রহিত পরম স্থান প্রাপ্ত হন । যাঁহা হইতে এই বিশ্ব উপন্ন হইয়াছে, যিনি চৈতন্যস্বরূপ, যাঁহাতে সৰ্ব্বজগৎ জন্ম প্রাপ্ত হয়, যিনি সংসারের মোচনকর্তা ; নিষ্ঠুর হইয়াও যিনি পরমানন্দস্বরূপ ও গুণবান্ বস্তুপ্রীতি প্রতীক্ষমান হন ; সেই দেবেশের সমাক্ষ অর্চনা করিলে সংসার হইতে মুক্তিলাভ হয় ।

ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩০ ॥

একত্রিংশ অধ্যায়

প্রাণিগণ কহিলেন,—ভগবন্ ! আমরা যাঁহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তৎসমুদয় বর্ণন করিলেন । সংসারপাশাবদ্ধ লোকগণের বহুতর দুঃখ প্রদর্শন করিলাম । এক্ষণে সংসার-পাশ কিরূপে ছিন্ন হইতে পারে ? কি উপায়ে মোক্ষ-প্রাপ্তি হয় ? তাঁহাই বলুন । প্রাণিগণ প্রতিদিন কৰ্ম্মনমুহু করিতেছে এবং সেই সেই কৰ্ম্মের ফলভোগ করিতেছে ; কিরূপে তাঁহা বিনষ্ট হয় ? কৰ্ম্ম হইতে দেহপ্রাপ্তি হয়, দেহ-প্রাপ্তি হইলেই কামনা আশ্রিত হয়, কামনা হইতে লোভের উপস্থিতি, লোভ হইতে ক্রোধ, ক্রোধ হইতে ধর্ম্মনাশ, ধর্ম্মনাশ হইতে মতিলয় হয় ; বিনষ্টবুদ্ধি ব্যক্তি পুনঃ পাপকৰ্ম্ম করে । অতএব নৈরন্তর্য্য মূলকারণ পাপ এবং দেহ সৰ্ব্বদা পাপ-কৰ্ম্মে রূপিত হয় । এক্ষণে কি উপায়ে মোক্ষ-প্রাপ্তি হয়, তাঁহাই বলুন । সূত বলিলেন,—ও মুনিগণ ! আপনারা পরম নারী ; আপনারা দেব মতি, অতি নির্মলা ; যেহেতু এই সংসারদুঃখের বিনাশোপায়ে চেষ্টা করিতেছেন । যাঁহারা আত্মাধীন হইয়া, ব্রহ্মা সৰ্ব্বজগৎ স্বজন করেন, বিষ্ণু পালন করেন এবং ঋষি ত্রিংশ করেন, তিনিই মোক্ষদাতা । মনোদাদি ক্রিয়া, বিশেষ পবিত্র যাঁচার প্রভাবে সৃষ্ট হয় ; সেই অনাময় নারায়ণই মোক্ষদাতা জানিবেন । এই সমস্ত গুণ যাঁহা হইতে অভিন্ন এবং যাঁহা ক্ষয় নাই, সেই পরম দেবতার ধ্যান করিলে মোক্ষলাভ হয় । যিনি অবিকার, অজ, শুদ্ধ, স্বপ্রকাশ, নিরঞ্জন এবং জ্ঞান ও আনন্দ স্বরূপ, তাঁহাকেই মোক্ষদাতা জানিবেন । ব্রহ্মাদি দেবগণ যাঁচার প্রবর্তার ও ক্রিয়াদির অর্চনা করেন, তিনিই নিত্যস্থান প্রদান করেন । সৰ্ব্বদা ধ্যানপরায়ণ হইয়া চিত্তেচ্ছিন্ন মুনিগণ যাঁহাকে জন্মেরে দেগিতে পান, তিনিই সৰ্ব্বমুখের মূলধার । যিনি নিষ্ঠুর, নিরাপার ; লোকান্তর-গ্রহের জন্ত যিনি রূপধারণ করেন ; যিনি আকাশমধ্যস্থিত ও পরিপূর্ণ স্বরূপ, তিনিই মোক্ষদাতা । যিনি সৰ্ব্ব-বর্ষের অধ্যক্ষ এবং যোগিগণের জন্মেরে যিনি বাস করেন ; সেই অবিলাসার দেবতার শরণগ্রহণই মোক্ষের উপায় । কল্যাণমানে যিনি সমস্ত মঙ্গল ক্রিয়া স্বয়ং জলমধ্যে শয়ন করেন, তদ্বদশী মুনিগণ তাঁহাকেই মোক্ষদাতা বলেন । বেদার্থবিৎ কৰ্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিগণ নানাবিধ যজ্ঞাদি দ্বারা যাঁহার পূজা করেন, সেই ভক্তদামল বিষ্ণুই মুক্তিদান করেন । যিনি সৰ্ব্বাধ্যাক্ষরূপে পিতৃ-দেবতাদি মর্ত্তি ধারণ করিয়া, চন্দ্র-কবাঁদি ভোজন করেন, তিনিই মোক্ষদাতা । ভক্তিপূর্নক যাঁহার গান, প্রণাম কিংবা

পূজা করিলেই মুক্তিলাভ হয়, তিনিই পরম দয়ালু । যিনি সর্বভূতের আধার এবং জরামরণাদি-রহিত, সেই অমায় হরিষ্ট মোক্ষদাতা । হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ ! যাহার পাদ-পদ্ম পূজা করিয়া, দেহিগণ দেবদেব লাভ করিতে পারে, তাহাকেই পুরুষোত্তম বলিয়া জানিবে । যে পরম জ্যোতিঃ আনন্দময়, ক্ষররহিত, ব্রহ্মস্বরূপ, সনাতন এবং পর হইতে ও পরন্তর, সেই বিষ্ণু পরম পদ । যিনি অক্ষর, মিথু'ন, নিতা, অদ্বিতীয়, রূপশূন্য, পরিপূর্ণ ও জ্ঞানময়, তিনিই মোক্ষদাতা । যে যোগী, যোগমার্গ-বিধানানুসারে এই পরম বস্তুর উপাসনা করে, সেই মোক্ষপদ প্রাপ্ত হয় । যিনি সর্বকর্ম পরিভাগ করিয়া, কামাদি-রহিত ও শমাদি-গুণসংযুক্ত হন, তিনি পরম পদ লাভ করেন । ঋষিগণ বলিলেন,— হে বাগ্ধি ! কি কর্ম করিলে, যোগিগণের যোগসিদ্ধি হয়, আশাদিগকে তাহার উপায় বলুন । শ্রুত করিলেন,—ভক্তদর্শিগণ মোক্ষবস্তুর জ্ঞানলাভা বলিয়া থাকেন । জ্ঞানের মূল ভক্তি এবং সংকর্ম হইতে ভক্তি জন্মে । মহত্ম মহত্ম জন্মে বিবিধ দান, যজ্ঞ ও তীর্থাযাত্রাদি সংকর্মের অনুষ্ঠান করিলে, হরিভক্তির উদয় হয় । স্বল্পমাত্র ভক্তিমহকারে ধর্মকার্য্য অনুষ্ঠিত হইতে, তাহা পরম প্রশংসনীয় ও অক্ষর-ফল-জনক হইয়া থাকে এবং তাহা যদি পরম অন্ধাপূর্ব্বক সম্পাদিত হয়, তাহা হইলে, মিথিল-কলুষরাশি বিদূ-রিত হইয়া যায় । এইরূপে পাপনিচয় বিলীন হইলে নির্মল বুদ্ধির উদয় হইয়া থাকে । পণ্ডিতগণ, সেই নির্মল বুদ্ধিকেই জ্ঞান বলিয়া উল্লেখ করেন এবং ঐ জ্ঞান হইতেই মোক্ষপদপ্রাপ্তি হয় ; কিন্তু তাদৃশ জ্ঞান যোগিগণেরই হইতে দেখা যায় । কর্ম ও জ্ঞান-ভেদে যোগ বিবিধ । তন্মধ্যে প্রথমে ক্রিয়াযোগ ব্যতীত মানবগণের জ্ঞানযোগ সিদ্ধ হয় না । এজন্ত মনুষ্য যাত্রেই সর্বাগ্রে অন্ধাঙ্গহকারে ক্রিয়াযোগে রত থাকিয়া, ভগবান্ হরিকে অর্চনা করা কর্তব্য । দ্বিজগণ ! প্রতিমা, দ্বিজ, ভূমি, অগ্নি, সূর্য্য ও চিত্রাদিতে হরির পূজা করিবে ; কারণ, তিনি সর্গজ সমভাবে বিরাজমান । পরের পীড়াজনক কার্য্যে বিরত হইয়া, ভক্তিপূর্ব্বক কায়মনোবাক্যে পরিপূর্ণায়া বিষ্ণুকে অর্চনা করা বিধেয় । কি কর্মযোগ, কি জ্ঞানযোগ ; বিবিধ যোগেই অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ব্রহ্মচর্য্য, সন্ন্যাস, অনীশা ও দয়া সমান প্রয়োজনীয় । চরাচরাণ্যক সমুদয় বস্তুকে মনোমধ্যে সনাতন বিষ্ণুময় জানিয়া, ঐক্য যোগের অভ্যাস করিবে । যে মনোবিগ্ন, সমুদয় প্রাণীকেই আত্মতুল্য বোধ করেন, তাহারাই দেবদেব চক্রীর পরমভাব অবগত হইয়াছেন । যাহার চিত্ত ক্রোধাদিতে দূষিত, সে যদি পূজা-ধ্যান-পরায়ণ হয়, তাহা হইলে ভগবান্ হরি তাহাতে তুষ্ট হন না ; ধর্ম্ম-বুদ্ধিতে স্বরূপ করিলেই তিনি আবদ্ধ হইয়া থাকেন । যাহার অন্তঃকরণ কামক্রোধাদিতে পরিপূর্ণ, সে দেবপূজায় রত হইলে তাহাকে দণ্ডাচার ও ঘোর পাতকী বলিয়া জানিবে । অশ্রাদ্ধিত হইয়া তপস্যা পূজা বা ধ্যান করিলে তৎ সমস্তই নিফল হইয়া থাকে । অতএব যে ব্যক্তি মোক্ষাভিলাষী ও ক্রিয়াযোগ-পরায়ণ, সে শমাদি-গুণযুক্ত হইয়া যুক্তির জন্ত সর্গদা বিষ্ণুকে অর্চনা করিবে । সর্গপ্রাণীর হিতসাধনে তৎপর থাকিয়া কায়মনোবাক্যে স্তোত্রাদি, উপবাসাদি, পুরাণশ্রবণাদি ও পুষ্পাদি দ্বারা জগদ্ব্যোমি সর্গাস্তর্যামী দেবদেব সারায়ণ হরিকে যে অর্চনা করা হয়, পণ্ডিতগণ তাহাকেই ক্রিয়াযোগ কহিয়াছেন । যে সকল বিষ্ণু-

ভক্তি-পরায়ণ মানব, ঈদৃশ ক্রিয়াবোম অবলম্বন করে, তাহাদিগের পূর্ব-জন্মার্জিত অধিল পাপ বিমুক্ত হয়। পরে পাপক্ষয়হেতু নির্মল বুদ্ধি উৎপন্ন হইলে অতীত জন্ম প্রাথমিক হইয়া থাকে। ঐ জ্ঞানই মোক্ষপ্রদ, এজন্য এক্ষণে সেই জ্ঞানলাভের উপায় বলিতেছি। এই জগতে চরাচরাশ্রয় যে সমুদয় পদার্থ আছে, তন্মধ্যে কোনটী নিত্য ও কোনটী অনিত্য শাস্ত্রপারম পণ্ডিতগণের সাহায্যে বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাহা স্থির করিবে। পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন, এ জগতে নিখিল বস্তুই অনিত্য, কেবলমাত্র এক হরিই নিত্য; এজন্য সমুদয় অনিত্য বস্তু পরিত্যাগ করিয়া এক চরিত্রেই আশ্রয় করিবে; তাহা হইলে মানবকে কি ঐহিক কি পরিত্রিক, কোন রূপ ভোগা বিষয়ে লিপ্ত হইতে হয় না। যে ব্যক্তি অনিত্য বিষয়ে আসক্ত হইয়া সংসারে লিপ্ত থাকে, তাহার কোমকালে সংসার-বন্ধন খণ্ডন হয় না। মোক্ষাভিলাষী শমাদি-গুণ অবলম্বন পূর্বক জ্ঞানার্জনে যত্ন করা কর্তব্য, কারণ, শমাদিগুণ না থাকিলে কোনক্রমে জ্ঞানলাভের সম্ভব নাই। যে ব্যক্তি রাগ-দেবাদিশূন্য, শমাদি-গুণযুক্ত, সর্বপ্রাণীর প্রতি দয়াবান্, কাম-ক্রোধাদি-বিবর্জিত এবং সুভূত হরিচিন্তায় নিমগ্ন, জ্ঞানিগণ তাহাকেই মুমুক্শু বলিয়া থাকেন। হে বিজগৎ! পূর্বোক্ত স্তোত্রাদি চতুর্নিধি সাধনা দ্বারা বাহ্য চিন্তা-শুদ্ধি হইয়াছে, সে, সর্বভূতে দয়াবান্, সর্বপ্রাণী, অবিনাশী, পরোপকর, সনাতন বিষ্ণুকে জ্ঞানদলে জ্ঞানিতে সমর্থ হয়; কিন্তু সেই জ্ঞান যোগসাধনে উদ্ভূত হইয়া থাকে; অতএব এক্ষণে যোগসাধনের উপায় বলিতেছি, উহাই সংসারবন্ধন মোচনের কারণ। পণ্ডিতগণ, সেই যোগোপকর জ্ঞানকেই মুক্তিপ্রদ বলিয়া নির্দেশ করেন; তাহার পর ও অপার ভেদে আত্মা দুই প্রকার বলিয়াছেন। অপর্যবেদেও আত্মা দ্বিবিধ এইরূপ উল্লেখ দেখা যায়। পরমাত্মা নিগুণ, আর অপর অর্থাৎ জীবাত্মা, অহং ইত্যাকার জ্ঞান গুণাধিত। সেই উভয় আত্মার যে অভেদজ্ঞান, তাহাই যোগ বলিয়া কথিত আছে। পঞ্চভূতময় দেহে যিনি হৃদয় মধ্যে সাক্ষিরূপে বিরাজমান, পণ্ডিতগণ তাহাকে অপর অর্থাৎ জীবাত্মা, আর ভক্তির যিনি, তাহাকে পর অর্থাৎ পরমাত্মা কহিয়া থাকেন। দেহের নাম ক্ষেত্র এবং জীবাত্মা সেই দেহ মধ্যে অবস্থিত, এজন্য তাহার অপর একটি নাম ক্ষেত্রজ; আর দীপ্য পরমাত্মা, তিনি অব্যক্ত, নির্মল ও পরিপূর্ণ অর্থাৎ সর্বপ্রাণী। হে মুনিপুঙ্গবগণ! মানব-গণের যখন ঐ জীবাত্মা ও পরমাত্মাতে অভেদবুদ্ধি উৎপন্ন হয়, তখনই মারাপাশ ছিন্ন হইয়া থাকে। শুদ্ধ অবিনাশী নিত্য এক পরমাত্মা ভিন্ন জগতে আর কিছুই নাই; কেবলমাত্র মানবগণের জ্ঞানভেদেই বিভিন্ন বলিয়া লক্ষিত হন। বেদান্ত শাস্ত্রে সনাতন পরম ব্রহ্ম, 'একমেবাদ্বিতীয়ঃ' এইরূপ অভিহিত আছে; অতএব হে বিজগৎ! জগতে ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নাই। সেই নিগুণ পরমাত্মার কোনরূপ কার্য্য নাই, রূপ নাই, বর্ণ নাই এবং কর্তৃক বা ভোক্তৃহাদি কিছুই নাই। তিনি পরম ভেজোময় এবং নিখিল কারণের কারণ, তন্নির কোন পদার্থই নাই, সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞান ভিন্ন আর মুক্তির কারণ কি হইতে পারে? হে বিজগৎ! মহাদাদি শব্দব্রহ্মময়, এজন্য মহাদাদি জ্ঞান চাইলেই মোক্ষসাধক পরম জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায়। উক্ত মহাদাদি জ্ঞান না হইলেই জগৎ দ্বিবিধরূপে দৃষ্ট হয়; কিন্তু পরমজ্ঞানিগণের চক্ষে ইহা এক ব্রহ্ম বলিয়াই পরিদৃশ্যমান হইয়া থাকে। পরমানন্দ

পরস্পর এক বস্তুই নিখিল পদার্থ, তিনি এক হইলেও বিজ্ঞানভেদে বহুরূপে প্রভূত হন । 'হে বিপ্রসমুদয়গণ ! মায়াবদ্ধ মানবগণই মায়াপ্রভাবে পরমাত্মার ভেদ দর্শন করিয়া থাকে । সেই জন্ত যোগবলে সেই মায়া অতিক্রম করিবার চেষ্টা করা কর্তব্য । উক্ত মায়া সঙ্কপাও নহে, অনঙ্কপাও নহে এবং সন্দগং উভয়-স্বরূপাও নহে, অথচ তিনি যে কি, তাহাও বলিবার নহে । কেবল এইমাত্র জানিবে, তিনি জীবমায়ে অবস্থিত থাকিয়া ভেদবুদ্ধি উৎপাদন করিতেছেন । হে মুনিমুদয়গণ ! জ্ঞানিগণ মায়াকেই অজ্ঞান বলিয়াছেন, এজন্ত যাহারা মায়াতে জয় করিতে সমর্থ হইবেন, তাহাদিগেরই অজ্ঞান তিরোভূত হইবে । আর পণ্ডিতেরা সনাতন পরম ব্রহ্মের নাম জ্ঞান বলিয়াছেন, সুতরাং যাহারা জ্ঞানী, তাহাদিগের হৃদয়ে পরমব্রহ্ম অবিরত বিরাজ করিয়া থাকেন । হে বিপ্রদূষণ ! যোগী যোগবলেই অজ্ঞানকে বিনষ্ট করিতে পারেন, কিন্তু অষ্টবিধ অঙ্গ দ্বারা সেই যোগ সিদ্ধ হয়, এজন্ত এক্ষণে অষ্টবিধ যোগাস্ত্রের বিষয় নির্দেশ করিতেছি, শ্রবণ করুন । হে মুনিবরগণ ! যম, নিয়ম, আগ্নেয়, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি, যথাক্রমে এই আটটি যোগের অঙ্গ । এক্ষণে সংক্ষেপে ইহাদিগের স্বরূপ বর্ণন করিতেছি । অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্যা, অপরিগ্রহ, অক্রোধ ও অনম্রা, ইহা 'যম' বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে । তদ্ব্যতীত মর্ক্সপ্রাণীর পীড়াজনক কার্য্য না করাকেই সাধুগণ যোগসিদ্ধি প্রদায়িনী অহিংসা বলিয়াছেন । হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ ! ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার করিয়া যে যথার্থ বাক্য বলা হয়, তাহাই সত্য ; এক্ষণের অস্তেয়ের বিষয় শ্রবণ করুন । চৌর্য্য বা বলপূর্ব্বক পরলব্ধ-ভরণের নাম স্তেয় এবং তাহার বিপরীত কার্য্য অস্তেয় । মর্ক্স মৈথুন-ভোগই ব্রহ্মচর্যা, উক্ত ব্রহ্মচর্যা-বিচীন জ্ঞানবান্ ব্যক্তিও পাতকী । মর্ক্সসঙ্গ পরিভাগ করিলেও যদি মানব মৈথুনাগত হয়, তাহাকে চণ্ডালের তুল্য মর্ক্সবর্ণের বহির্ভূত জানিবে । যে লোক, যোগরত হইয়া ভোগানন্দেতে অহাযুক্ত, তাহার সহিত সন্তাষণ মায়ে মানব-গণের ব্রহ্মভাবের পাতক হইয়া থাকে । মানব যদি একবার মর্ক্সসঙ্গ-পরিভাগ পূর্ব্বক পুনরায় বিষয়গত হয়, তাহা হইলে যে তাহার মহ বাস করে, তাহার সঙ্গ করিলেও মহা-পাতক দোষে লিপ্ত হইতে হয় । হে মুনিপুঙ্গবগণ ! আপংকালেও কোনরূপ পরদত্ত দ্বা গ্রহণ না করার নাম অপরিগ্রহ, উহা যোগসিদ্ধিদায়ক । নির্জর বাক্য প্রয়োগ পূর্ব্বক প্রত্যেক কণ প্রকাশ করাকে ধর্ম্মবিশিষ্ট পণ্ডিতগণ, ক্রোধ বলিয়াছেন এবং ঐ ক্রোধভাগই যক্রোধ । অপরের অধিক ধনাদি দর্শনে মনে মনে যে সন্তাপ হয়, সাধুগণ, তাহাকে অম্রা এবং তাহা না করাকে অনম্রা কহিয়াছেন । হে বিপ্রদূষণ ! এই আমি আগ্নেয়গণের নিকটে সংক্ষেপে যমের বিষয় বলিলাম, এক্ষণে নিয়মের বিষয় বলিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন । তপস্যা, স্বাধায়, মন্ত্রোষ, শৌচ, হরিপূজা এবং মন্ত্রোপসনা, 'নিয়ম' বলিয়া কীৰ্ত্তিত আছে । চান্দ্রায়ণাদি দ্বারা শরীরকে যে শুদ্ধ করা হয়, বৃষণ তাহাকেই তপস্যা বলিয়াছেন ; উহা উৎকৃষ্ট যোগসাধন । প্রণব উচ্চারণ, উপনিষদ পাঠ এবং দ্বাদশাঙ্গের যত্রাঙ্গ বা পঞ্চাঙ্গাদি মহাবাক্যের যে জপ, তাহাই উৎকৃষ্ট যোগসাধন স্বাধায় । যে যোগী, যতটা বশতঃ উক্ত স্বাধায় পরিভাগ করে, তাহার কোনরূপে যোগ-সিদ্ধি লাভ হয় না । যোগ বাতীত কেবল স্বাধায়বলেও নিঃসন্দেহ সমুদয় পাপ বিনষ্ট

হইয়া থাকে এবং দেবভাগ্যও স্বাধার বাণী সুরম্যান হইলে সুরম্যান চম । হে বিশ্বেশ্বরগণ !
 উক্ত ভূপ,—বাচিক, উপাংশ ও মানস ভেদে তিনিষ এবং উত্তরোত্তর প্রশস্ত । বাহ্যে
 সমাকৃষ্টরূপে অক্ষর ও পদ সকল প্রকাশ পায়, একপ মনোচ্ছারণের নাম বাচিক ভূপ ।
 উহা সমস্তবস্তুর কলপ্রদ ; পদ বিভাগ করিয়া অক্ষুটস্থরে যে মনোচ্ছারণ, তাহাই
 উপাংশ-ভূপ ; পণ্ডিতগণ উহাকে বাচনিক ভূপ অপেক্ষা দ্বিগুণ কলপ্রদ বলিয়া থাকেন ।
 মনে মনে প্রত্যেক অক্ষরের অর্থ বোধ করত যে মনোচ্ছারণ করা যায়, যোগমিত্তিপ্রদায়ক
 তাহাই মানস ভূপ বলিয়া কথিত আছে । প্রতিদিন ভূপ দ্বারা দেবগণকে স্তুতি করিলে,
 তাহারা প্রসন্ন হইয়া থাকেন, এজন্য যে ব্যক্তি, স্বাধার পরায়ণ, তাহার সমুদয় মনোবশ
 সিদ্ধ হয় । সদৃচ্ছালাভে আনন্দামৃতব ক্রান্তিই সন্তোষ বলিয়ান্ন চম । যে মানব সন্তোষ-
 বিহীন, সে সকল পুণ্যসম্পদ লাভ করিতে পারে না । ভোগ্য বস্তুর উপভোগে ভোগলালসা
 কখন শান্ত হয় না, বরং, 'কবে আবার তাহার অধিক লাভ করিব ?' এইরূপে ব্যক্তি হইতে
 থাকে । অতএব যে ব্যক্তি ধর্মপরায়ণ, তাহার শরীরনোষক ভোগাভিলাষ পরিত্যাগ
 পূর্বক সদৃচ্ছালাভে সন্তুষ্ট হওয়াই কর্তব্য । পুরুষোক্ত শৌচ দুই প্রকার, বাহ্য ও আভ্য-
 ন্তর । মৃত্তিকা ও জল দ্বারা বাহ্যশৌচ এবং ভাবশুদ্ধি হইলেই আভ্যন্তর শৌচ হইয়া থাকে ।
 হে মুনিবরগণ ! উক্ত অন্তঃশুদ্ধি বিহীন হইয়া যে সকল বিবিধ কার্যের অনুষ্ঠান করা যায়,
 তাহা হত বৃত্তবৎ তৎসমনস্তই বিফল হয় । সেহেতু ভাবশুদ্ধিবিহীন মানবসংগের নিষিদ্ধ
 কার্যই নিফল, সেই হেতু রাগদ্বেষাদি পরিহার পূর্বক স্থখী হওয়া উচিত । বাহ্যের অন্তঃ-
 করণ অবিশুদ্ধ, সে যদি মহত্ মহত্ ভাব মৃত্তিকা এবং কোটি কোটি বৃক্ষ জল দ্বারা বাহ্য
 শৌচ সম্পাদন করে, তথাপি সে চণ্ডাল মতো পরিগণিত । অন্তঃশুদ্ধিশূন্য হইয়া দেবপূজা
 করিলে সেই দেবতাই তাহাকে বিনষ্ট করিয়া থাকেন এবং সে দেহাবসানে নরকগামী
 হয় । হে বিজ্ঞোত্তমগণ ! যে ব্যক্তি অন্তঃশুদ্ধি-বিহীন হইয়া বাহ্যশুদ্ধি করে, সে অলঙ্কার
 সুরাভাষের স্থায় প্রতীয়মান হইয়া থাকে । হে বিশ্বেশ্বরগণ ! নদী সকল যেমন সুরা-
 ভাষকে পবিত্র করিতে অক্ষর, সেইরূপ অন্তঃশুদ্ধি-বিহীন হইয়া তীর্থযাত্রা করিলেও তীর্থ
 সকল তাহাকে পবিত্র করিতে পারে না । হে মুনিপুঙ্গবগণ ! যে ব্যক্তি, বাক্যে ধর্ম
 প্রকাশ এবং মনে মনে পাপ ইচ্ছা করে, তাহাকে পরম পাতকী জানিবেন । বাহ্যের
 অন্তঃশুদ্ধি করিয়াছে, তাহার বহির্কিরণ বর্জিতভাষ করিলেই তাহার কল অক্ষর সুখ-
 জনক হইয়া থাকে । কর্ম, মন, বাক্য, স্তুতি, অরণ ও পূজাদি দ্বারা বাহ্যের পরিভূতি
 দৃঢ় হইয়াছে, তাহারই একান্ত হবিপূজা হইয়া থাকে । এই আমি আপনাদের নির্দেশ
 যম ও নিয়মের বিষয় সংক্ষেপে কীর্জন করিলাম । বাহাদিগের বিধি মনাদি দ্বারা পরিচর্য
 হইয়াছে, জ্ঞানিগণ, মোক্ষকে বাহাদিগের কর্তব্যগত বদ্বিয়া থাকেন । যম নিয়ম দ্বারা
 বাহ্যের বুদ্ধি, হির ও ইন্দ্রিয় সকল বশীভূত হইয়াছে, সেই বাহাদিগে যোগসাধন আশ্রয়
 অভ্যাস করিবে । পদ্মাসন, স্বস্তিকাসন, বীজাসন, মৌরাসন, কোজরাসন, কোদ্রাসন,
 বজ্রাসন, বারাহাসন, ধূম্রাসন, চৈলিকাসন, ক্রৌঞ্চাসন, নালিকাসন, নক্ষত্রোভাসন
 বৃষভাসন, নাগাসন, মৎস্যাসন, বাঘাসন, শর্কটাসন, পশুাসন, ভাস্কর্যাসন, শৈলাসন,
 বৃক্ষাসন, মুকাসন, মকরাসন, তৈলপদাসন, কাষ্ঠাসন, হাশাসন, তদ্বিকর্ষিকাসন,

ভৌমাসম ও বীরাসন। মুনিমুগ্ধগণ। এই যে আমি আপনাদিগের নিকট যোগসাধন-
 কারণ ত্রিংশৎ প্রকার আসনের নামোল্লেখ করিলাম ; মানব, গুরুভক্তি-পরায়ণ ও রাগ-
 ঘেযাদি-শূণ্য হইয়া নির্জ্ঞান প্রদেশে পূর্কাস্থে, উত্তরাংশে কিংবা পশ্চিমাংশে ইহার মধ্যে
 যে কোন প্রকার আসন বন্ধন পূর্কক নিঃশব্দে ক্রমে ক্রমে প্রাণারাম করিতে অভ্যাস
 করিবে। প্রাণ শব্দে শরীরস্থ বায়ু এবং আশ্রয় শব্দে তাহার জর ; ঐ কার্য্যে শরীরস্থ
 বায়ুর জর হয় বলিয়াই উহার নাম প্রাণারাম। ঐ প্রাণারাম দুই প্রকার,—অগর্ভ ও
 মগর্ভ। অগর্ভ হইতে মগর্ভ প্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত আছে। জপ ধ্যান ব্যতীত যে
 প্রাণারাম, উহা অগর্ভ, আর জপধ্যানযুক্ত হইলেই মগর্ভ। মনীষিগণ, উক্ত বিবিধ
 প্রাণারামকে রেচকপূরক, কুস্তক ও শূণ্যক ভেদে চারি প্রকার বলিয়াছেন। প্রাণিগণের
 দক্ষিণভাগে পিঙ্গলা নামে এক নাড়ী আছে, উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সূর্য্য এবং
 উহা পিতৃযোনি বলিয়া কথিত হয়। আর বামভাগে ইড়া নাম্নী যে নাড়ী, তাহার
 অধিষ্ঠাত্রী দেবতা চন্দ্র এবং সেই নাড়ী দেবযোনি বলিয়া প্রসিদ্ধ। উক্ত উভয় নাড়ীর মধ্যে
 সূক্ষ্মা নাড়ী, তাহা অতি সূক্ষ্ম ও গুহ্যতম জানিবেন। তাহার অধিষ্ঠাত্রী ব্রহ্মা। মামবগণ
 প্রাণারামকালে বামপার্শ্ববর্তী ইড়া নাড়ী দ্বারা বায়ু রেচন করিবে, তজ্জন্ত তাহার নাম রেচক
 এবং দক্ষিণপার্শ্ববর্তী পিঙ্গলা নাড়ী দ্বারা শরীর মধ্যে বায়ু পূরণ করিবে, সেই কারণেই
 তাহার নাম পূরক। এইরূপে স্বীয় শরীর-পূরিত বায়ুকে নিগ্রহ করত ভ্রাণ না করিয়া পূর্ণ
 কুণ্ডের দ্বারা অবস্থান করিবে। তৎকালে মামবকে কুস্তকং দৃষ্ট হয় বলিয়াই উহার নাম
 কুস্তক। বহিঃস্থিত বায়ুকে শরীর মধ্যে গ্রহণ ও অন্তঃস্থিত বায়ুকে বহিঃস্রাবণ না করিয়া
 কেবল শূণ্যবৎ অবস্থানকেই শূণ্যক মামক প্রাণারাম কহে জানিবেন। মদমন্ত মাতঙ্গকে
 বেক্রপ ক্রমে ক্রমে শ্বাসিত করিতে হয়, সেইরূপ প্রাণবায়ুকেও ক্রমে ক্রমে জয় করা কর্তব্য ;
 তাহা না করিলে মাজ্জাতিক পীড়া উপস্থিত হইয়া থাকে। যোগিগণ ক্রমে ক্রমে প্রাণবায়ু
 অবরোধপূর্কক নিঃশ্বাস হইয়া ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হন। হে মুনীশ্বরগণ ! বিব্রাসক্ত ইচ্ছিন্ন-
 নিচরকে আকর্ষণপূর্কক নিগ্রহ করার নাম ‘প্রত্যাহার।’ হে বিজগণ ! যে সকল মহাত্মা,
 ইচ্ছিন্নগণকে জয় করিতে পারিয়াছেন, তাহার। ধ্যানশূণ্য হইলেও পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া
 থাকেন ; তাহাদিগকে আর পুমরায় সংসারে আগিতে হয় না। কিন্তু যে ব্যক্তি ইচ্ছিন্ন-
 নিচরকে বশীভূত না করিয়া ধ্যাননিমগ্ন হয়, তাহাকে নিভান্ত মূঢ় জানিবেন ; কস্মিন্-
 কালেও তাহার জ্ঞানোদয় হয় না। যাবতীয় দৃশ্য বস্তুকেই আকর্ষণ ও আত্মাতেই অবস্থিত
 এইরূপ দর্শন করত, ইচ্ছিন্নসমূহকে আহরণপূর্কক হৃদয় মধ্যে যে ধারণ, তাহাকেই ‘ধারণা’
 বলিয়াছেন। জিতেন্দ্রিয় যোগিগণ হৃদয়াভ্যন্তরে ইচ্ছিন্ননিচরকে দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া,
 যিনি সকলের আধার, অবিনাশী, বিশ্বাত্মক, সর্বলোককারণ এবং পরাংপর ; যাহার
 নবনয়ন বিকসিত-পদ্মপলাশবৎ শোভমান, কর্ণদ্বয় মনোহর রত্নকুণ্ডলে বিভূষিত এবং
 বক্ষঃস্থল ত্রিভুজসিঁদে অঙ্কিত ; যিনি অষ্টদল স্তম্ভপত্র মধ্যে বাদশাজুলরূপে বিরাজ
 করিতেছেন ; সূর্য্যস্বরূপ সত্যত যাহাকে নমস্কার করিয়া থাকেন এবং যিনি সর্বোৎকৃষ্ট,
 এবং বিধ পরমাত্মা পরমেশ্বর বিষ্ণুকে হৃদয় মধ্যে অবস্থিত এইরূপে ধ্যান করিবেন। সংবত-
 চিহ্ন মানবগণের একতানতাকে সাধুগণ ‘ধ্যান’ বলিয়া নির্দেশ করেন। মানব মুহূর্ত্তকাল

মাত্র এইরূপ ধ্যান করিতে পারিলে মোক্ষপদ লাভ করিয়া থাকে। কেবলমাত্র এক ধ্যান-বলেই নিখিল পাপপুঞ্জ বিনষ্ট হয়, মোক্ষপদপ্রাপ্তি হয়, ভগবান্ হরি প্রসন্ন হন এবং নরকভীষ্টে সিদ্ধ হইয়া থাকে। প যাত্রা মহাবিকুর সৰ্ব্ব প্রকার রূপের ধ্যান করিলে তিনি পরিতুষ্ট হইয়া মোক্ষপদ দান করেন। হে সাধুগণ ! ধোয়বস্ত্রভে চিত্ত এইরূপ স্থির রাখিলে যে, যাত্নাভে ধ্যান ধোয় ও ধাত্তভাব বিনষ্ট হয়, অর্থাৎ তিনের পার্থক্য না থাকে। অনন্তর এইরূপে জ্ঞানামৃত সেবনে মোক্ষলাভ হইয়া থাকে। বস্ত্রভঃ নিরন্তর এরূপ ধ্যান করিতে পারিলে অভেদবুদ্ধি উৎপন্ন হয়। সুষুপ্তি অবস্থার স্থায় ইচ্ছিন্নজ্ঞানশূন্য হইয়া বায়ুবিহীন প্রদেশে অবস্থিত দীপশিখার তুল্য নিশ্চলভাবে অবস্থানকেই জ্ঞানিগণ 'সমাধি' বলিয়াছেন। তৎকালে যোগিগণ সৰ্ব্বপ্রকার উপাধিশূন্য এবং নিশ্চল পরিপূর্ণ আত্মরূপ হইয়া সৰ্ব্বদা পূর্ণানন্দ উপভোগ করিতে থাকেন। তখন তাঁহাদিগের দর্শন, স্পর্শন, শ্রবণ, আত্মাণ প্রভৃতি কোনরূপ ইচ্ছিন্ন-কার্য্যই থাকে না; কেবলমাত্র জদয় মধ্যো সৰ্ব্ববিধ-উপাধি-বর্জিত সচ্চিদানন্দরূপী নির্মল নিশ্চল পরিপূর্ণ আত্মাই বিরাজ করিয়া থাকেন। আত্মা নিতুর্ণ হইলেও অজ্ঞানতা বশতই সন্তুণ বলিয়া বোধ হয়। পুনরায় যখন অজ্ঞানাককার দূরীভূত হইয়া যায়, তখন তিনি পূর্ববৎ বিরাজ করেন। পরমজ্যোতির্শ্বয় অমের আত্মা মায়িগণের নিকটেই মায়াবানের স্থায় প্রতীত হইয়া থাকেন এবং মায়াপাশ খণ্ডিত হইলেই যে নির্মল ব্রহ্ম, সেই নির্মল ব্রহ্মই থাকেন। হে পণ্ডিতগণ ! সেই নিরঞ্জন নির্মল জ্যোতির্শ্বয় আত্মা একমেবাদ্বিতীয়ম্। তিনি সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতম, মহৎ হইতেও মহত্তম, পরাৎপর, পরম পবিত্র, সনাতন, অখিল বিশ্বের কারণ এবং সৰ্ব্বভূতের অন্তর্ধামী। সেই অনাদি পুরাণ পুরুষ, অকারাদি ক্ষকারান্ত বর্ণভেদে অবস্থিতি করত শব্দব্রহ্ম বলিয়া কীর্তিত হইয়া থাকেন। পঞ্চভূতময় দেহ মধ্যো গিনি অন্তঃকরণের সহিত বিরাজ করিতেছেন, তিনিই সেই দেব পুরাণ পুরুষ পরমাত্মা। যিনি নিত্য নির্মল পরিপূর্ণ আনন্দময়; যাহার কথন বার্কক্য বা বিমাণ নাই; যিনি আকাশবৎ সৰ্ব্বব্যাপী, বাক্য ও মনের অগোচর; বিশ্বের আধার ও পরম জ্যোতির্শ্বয়; যাহার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অংশ হইতে ব্রহ্মা বিষ্ণু এবং মহেশ্বর প্রাদুর্ভূত হইয়া সৃষ্টি স্থিতি ধ্বংস করিতেছেন; যোগিগণ হৃৎকমল মধ্যো অবিরত যাত্নাকে নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন; তিনিই সেই অনাদি অনন্ত অজর অবিকারী মিভা নির্মল পরম ব্রহ্ম বলিয়া কীর্তিত হন। হে ঋষিসত্তমগণ ! এক্ষণে অশ্রুবিধ ধ্যানের বিষয় কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। যে সকল মনুষ্যের জদয় সংসারের ত্রিতাপে অশ্রুক্ষণ মল্লত, তাহাদিগের পক্ষে উহা সুধাবর্ষণতুল্য। মানবগণ জদয় মধ্যো অর্দ্ধমাত্রা-পরিস্থিত পরমানন্দময় অনুপম নাদরূপী প্রণব-সংস্থিত নারায়ণকে নিরন্তর চিন্তা করিবে। প্রণবান্তর্গত অকারি ব্রহ্ম, উকার বিষ্ণু, মকার বুদ্ধ, অর্দ্ধমাত্রা পরমাত্মা এবং ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এই দেবতায়ই উহার মাত্রাস্বরূপ। হে বিজ্ঞগণ ! উক্ত অকারাদি বর্ণসমূহের যে প্রণব, উহা পরম ব্রহ্মস্বরূপ জানিবেন। শাস্ত্রে উক্ত আছে, পরমব্রহ্ম বাচ্য ও প্রণব বাচক। হে বিজ্ঞগণ ! পরমব্রহ্ম ও প্রণবের বাচ্য-বাচকতা সম্বন্ধ উপচারমাত্র। যাত্না এ নিত্য পরমব্রহ্মস্বরূপ প্রণব রূপ করে, তাহার সৰ্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয় এবং যাহারা অশ্রুক্ষণ রূপাভ্যাস করে, তাহাদিগের

পরম মোক্ষপদ লাভ হইয়া থাকে। অপরকালে অন্তর্জ্যোতি কোটিমূর্ত্যামমপ্রভ ব্রহ্ম-বিক-
শিবাস্ত্রক নির্মল নিভা পরম জ্যোতির্ময় ব্রহ্মকে চিত্তা করিবে কিংবা শালগ্রাম শিলা বা
প্রতিমা অথবা যে যে বস্তু পাপনাশক, তাহার চিত্তা করা কর্তব্য। হে মুনিষ্বরগণ! এই
যে আমি, আপনাদিগের সন্নিধানে বিষ্ণুবিষয়ক জ্ঞানের কথা উল্লেখ করিলাম, বোগীভ্রমণ
এই জ্ঞানে অত্যাশ্রম মোক্ষপদ লাভ করেন। যাহারা একাগ্রচিত্তে এই পবিত্র আখ্যান
শ্রবণ করে, তাহারাই যথিল পাপরাশি অতিক্রমপূর্বক হরিসাক্ষী প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩১ ॥

চত্বিংশ অধ্যায় ।

ঋষিগণ কহিলেন,—হে মহামুনে! আপনি ঠোঙের অঙ্গ সকল উ কীৰ্ত্তন করিলেন।
এক্ষণে যে বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি, তদ্বিষয় প্রকাশ করুন। হে সর্গজ্ঞ! আপনি
কহিলেন, যাহারা হরির প্রতি ভক্তিমান, তাহারাষ্ট সৌগমিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন।
অতএব হে কৃপামাগর সূত! সর্বোত্তম দেবদেব জনার্দন যেরূপে প্রসন্ন হন, তাহার
উপায় বলুন। সূত কহিলেন,—হে মুনিপুঙ্গবগণ! পূর্বে কোন সময়ে সনৎকুমার, দেবর্ষি
নারদকে এই বিষয় জিজ্ঞাসা করায় তিনি তাহাকে যাহা কহিয়াছিলেন, আপনারা
সেই বাক্যামৃত পান করুন। হে ঋষিগণ! যদি মোক্ষপদ বাঞ্ছা করেন, তাহা হইলে
সেই মচ্ছিনানন্দময় দেবদেব নারায়ণের পূজা করুন। যে মানব বিষ্ণুপরায়ণ, তাহাকে
কি রিপুগণ কি গ্রহগণ, কেহই কোনরূপ ক্রোধদানে সমর্থ হয় না এবং ব্রাহ্মসগণও
তাহাকে ভক্তি করিতে অপারক। যে ব্যক্তি দেবদেব জনার্দনের প্রতি দৃঢ় ভক্তিমান,
তাহার সর্গ প্রকার প্রয়োলাভ হইয়া থাকে; এজন্ত হরিভক্তিই সর্গপ্রোক্ত। পুরুষ, যে
পদমুখে কৃষ্ণধ্বজনে গমন করে, সেই চরণধ্বজই সার্থক। যে ভূজযুগল হরিপূজায়
নিরত, তাহাই ভাগ্যশালী। যে লোচনদ্বয়, জনার্দনকে নিরীক্ষণ করিতে পারে, তাহাই
সার্থক এবং যে জিহ্বায় নিরন্তর হরিনাম উচ্চারিত হয়, সাধুগণ সেই জিহ্বাকেই
প্রকৃত জিহ্বা বলিয়া থাকেন। আমি হস্ত উত্তোলন করত ত্রিমতা পূর্বক বলিতেছি, বেদ
অপেক্ষা প্রেমা শাস্ত্র এবং কেশব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠদেব আর কেহই নাই। পুনঃপুনঃ মতা,
হিতকর ও মারগভ বাক্য বলিতেছি, এই অসার দক্খ সংসার মাধো কেবলমাত্র হরি-
পূজাই মার। মানব, হরিভক্তিরূপ কঠোরপাথে মহামোহজনক সূদৃঢ় সংসারপাশ ছেদন
পূর্বক পরম সুখী হইয়া থাকে। যাহা ঐকান্তিক সত্য হরিধানে নিমগ্ন, তাহাই প্রকৃত
চিত্ত; যে বাক্য হরিবিষয়ক, তাহাই প্রকৃত বাক্য এবং যে কর্ণযুগল, হরিকথাশ্রবণ
রূপ মার বস্তুতে পরিপূর্ণ, তাহাই সকলের প্রশংসনীয়। হে ঋষিসমুদয়গণ! আপনারা,
নিরন্তর সেই সুরগণের পূজনীয়, আনন্দময়, আকাশমধ্যবর্তী, অবিনাশী, নির্মল দেব
কেশবকে অর্চনা করুন। তিনি কোথায় ঘাছেন এবং কি প্রকার, তাহা কোন ক্রমেই

কেহ নির্দেশ করিতে সক্ষম নহেন । হে মুনিশার্দুলগণ ! যাহারা অজিতাজ্ঞা, তাহারা কোন প্রকারেই তাঁহাকে সন্দর্শন করিতে পার না । সেই পরমাত্মা পরমেশ্বরের স্বরূপ কেহই বিদিত নহে । তাঁহার কোন প্রকার ইচ্ছা না থাকিলেও তিনি নিখিল ইচ্ছাকার্য্য করিয়া থাকেন ; পুণ্য বা পাপ তাঁহার কিছুই নাই ; তিনি সর্বোপাধি-বিন-
 ক্ষিত অনিন্দ ও নিষ্ঠুর । জ্ঞানিগণ, সেই নাম ব্রহ্মবর দেবকে সুন্দর নাম নিলিপ্তভাবে
 অবস্থিত বলিয়া কীর্তন করেন । হে বিপ্রেশ্বরগণ ! তাঁহার-জগৎপ্রায় একই জগৎ বিজ্ঞানের
 জ্ঞান স্বরূপের জ্ঞানিয়া সেই জনার্দনকে সন্মান করুন । যে ব্যক্তি চিন্মা, স্তেয় ও
 মঙ্গলবিক্ষিত এবং মতা ও নন্দ্যের পরায়ণ, জগদীশ্বর হরি, তাঁহার প্রতিই প্রমত্ত
 হইয়া থাকেন । যে মানব সন্তপ্রাণীর প্রতি দয়াবান্, বিষ্ণুপূজাপরায়ণ, পিতামাতার
 শ্রদ্ধাকারী ; ভগবান্ জনার্দন তাঁহার প্রতি প্রীত হন । যাহার চিত্ত মৎকথার সহিত, যে
 ব্যক্তি মতত সদাকা ব্যবহার করে এবং মতানাদী ও অহংকারবিশীন ; ভগবান্ পরমেশ্বর
 তাঁহার প্রতি প্রীত হইয়া থাকেন । যে মানব কৃষা, ভূখানী কোন বিষয়ে কোনরূপ
 সন্ধান হইলেই তরিনাম উচ্চারণ করিয়া থাকে, ভগবান্ কেশব তাঁহার প্রতি প্রমত্ত হন ।
 যে রমণী পতিপ্রাণী ও পতিপূজাপরায়ণী, মদ্যকটভারি ভগ্নপ্রাণ হরি, তাঁহার প্রতি
 প্রীত হইয়া থাকেন । যে ব্যক্তি অমৃতা ও অহংকারশূন্য এবং অনুক্ষণ দেবপূজার আমন্ত্রণ,
 ভগবান্ কেশব তাঁহার প্রতি প্রমত্ত হন । অতএব, হে কবিগণ ! যাহার মৃত্যু অবশ্যতাবী,
 সৈদৃশ শরীর বিদ্বাং স্বপ্নকারী ; জীবন অতিচঞ্চল, ধন নৃপতি ও উচ্চাদির গ্রাহ এবং
 সম্পদ স্বপ্নভঙ্গ জামিয়া অহংকার পরিহার পূর্বক যত্নিত সেই ভগবান্ হরির পূজার
 নিয়ম হউন । হে মানবগণ ! তোমরা কি দেখিতেছ না যে, তোমাদিগের আয়ুর অধিকাল
 নিদ্রায় গত এবং ভোজনাদি কার্য্য, বালা, বার্কিকা ও বিষয়ভোগে কি পরিমাণে কৃথা
 প্রতিবাহিত হইতেছে ? তাই বলি, কবে আর ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবে ? বালা বা বার্কিকার
 পরিমেবার সম্ভব নাই, অতএব মৌবন থাকিতে অহংকারশূন্য হইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠানে রত
 হও । হে মানবগণ ! সংসারগর্ভে নিমগ্ন হইয়া কৃথা সমন্বয়েণ করিও না । পরম
 যাপদের নিজস্ব, মলাদি-দৃষিত ব্যাধিমন্দির এই শরীর যখন অবশ্যই অচিরস্থায়ী, তখন
 কিজন্ত সর্বদা স্তিরচিহ্নে পাপানুষ্ঠান করিতেছে ? নানা রেশমের এই অসার সংসারে
 কাহাকেই বিশ্বাস করা কর্তব্য নহে, ইহা অবশ্যই একদিন বিলীন হইবে । হে কবিগণ !
 আমি মতা বলিতেছি, এই শরীর অচিরস্থায়ী, একজন্ত ভগবান্ জনার্দনকেই মতত পূজা করা
 বিধেয় । মানবগণের অভিমানই সর্বনাশের মূল, অতএব উহা পরিত্যাজ্য পূর্বক কাম-
 ক্রোধাদিশূন্য হইয়া অনুক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করুন ; কারণ, মনুষ্যজন্ম অতি দুর্লভ ।
 হে মাধু সকল ! কোটি কোটি জন্মে হাবরাদি যোনিতে জন্ম পূর্বক অতি কষ্টে কাহারও
 মনুষ্য লাভ হইয়া থাকে, তদ্বদো মানবগণের জন্মান্তরীয় উপস্থার কলে দেবতার্কনে
 জ্ঞানার্জনে ও যোগসাধনে মতি হয় । দুর্লভ মানব দেহ ধারণ করিয়া যে ব্যক্তি একবারও
 হরিপূজা না করে, তদপেক্ষা আর অজ্ঞান মূর্খ কে আছে ? যাহারা দুর্লভ মনুষ্যত্ব
 প্রাপ্ত হইয়াও হরির অর্চনার বিমূণ হয়, সেই সকল যথের আর বিবেকশক্তি কোথায় ?
 হে বিপ্রগণ ! যখন ভগ্নপ্রাণ হরি অজানিত হইলেই অভিমান কর প্রদান করিয়া

থাকেন, তখন কোন্ ব্যক্তি সংসারানলে মত্ত হইয়াও তাঁহাকে পূজা না করিবে ? বিমুক্তি থাকিলে রাগ-দেবতাদ্বিতীয় চণ্ডালও মুনি ও বিদ্বগণের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হয় এবং ব্রাহ্মণও যদি বিমুক্তিবিহীন হয়, তবে সেও চণ্ডালের অধম হইয়া থাকে । অতএব কামাদি পরিভাগ পূৰ্ব্বক অব্যয় হরির সেবার নিযুক্ত হউন ; কারণ তিনি সঙ্গমর, স্মৃতরাং তিনি সন্তুষ্ট হইলেই সমুদয় জগৎ সন্তুষ্ট হইবে । যেমন হস্তীর পদচিহ্ন মধ্যে সর্পপ্রাণীরাই পদচিহ্ন বিলীন হয়, সেইরূপ সমুদয় চরাচরই ভগবান্ বিরাডে বিলয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে । আকাশ যেমন এই নিখিল-চরাচর-বিশ্বব্যাপক, ভগবান্ হরিত সেইরূপ হাবরজন্মাত্মক বিশ্ববাপী রূপে বিরাজ করিতেছেন । মানবগণের জন্মের নিমিত্তই মরণ এবং মরণের নিমিত্তই জন্ম হইয়া থাকে । ঐ জন্ম মৃত্যুই বিষম সংসার, তাহা কেবল এক হরি-সেবাতেই শান্ত হয় । ভগবান্ জনার্দনকে দ্যাম, স্মরণ, স্তুতি বা নমস্কার করিলেই সংসারবন্ধন বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে ; অতএব কোন্ ব্যক্তি না তাঁহাকে পূজা করিবে ? হে বিপ্রেক্ষগণ ! গাহার নামোচ্চারণ মাত্র মহাপাতক তিরো-
 তিত এবং তাঁহাকে স্মরণ করিলে মোক্ষপদ লাভ হইয়া থাকে, হে দ্বিজগণ ! ঐদৃশ হস্তিনাম থাকিতে যে, মানবগণ, বারংবার সংসারযন্ত্রণা ভোগ করে, ইহা অপেক্ষা আর আশ্চর্যের বিষয় কি আছে ? উপোধনগণ ! আমি ভূয়োভূয়ঃ সত্য করিয়া বলিতেছি, মানবগণের যে পর্য্যন্ত না ইন্দ্রিয়বৈকল্য ও ব্যাধিক্লেশ উপস্থিত হয় ; যে পর্য্যন্ত না তাহারা ধর্ম্মাচরণে অসমর্থ এবং যমকিন্দরের করতলগত হয় ; যদি মোক্ষপদের অভিলাষ থাকে, তবে তাৎক্ষণিক হরিপূজা করা সঙ্গতোভাবে বিধেয় । নিখিল প্রাণীই মাতৃগর্ভ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবামাত্র মৃত্যুর করাল কবলে পতিত হইয়াছে বলিয়া জানিবে, একান্ত ধর্ম্মার্জ্জনে রত হওয়াই কর্তব্য । হায় কি কষ্টের বিষয় ! এই কলেবর একদিন নিঃসন্দেহ বিমষ্ট হইবে, অতএব হে বিপ্রেক্ষগণ ! সেই অবিনশ্বর ভগবানের আরাধনা করুন । আমি বাহ উত্তোলনপুঙ্গব ত্রিসত্য করত কহিতেছি, দস্তাচার পরিহার করিয়া চক্রপাণির সেবার নিযুক্ত থাকুন । হে জ্ঞানিগণ ! আমি পুনরায় হস্ত উত্তোলন করিয়া বারংবার হিতবাণী বলিতেছি, সঙ্গতোভাবে ভগবান্ বিষ্ণুর পূজায় মিরত হউন এবং অমুরাও অধীরতা প্রভৃতিকে পরিভাগ করুন । ক্রোধ মানবগণের মনস্তাপের মূল, সংসার-বন্ধনের হেতু এবং ধর্ম্মক্ষয়ের সাধক ; অতএব এবংবিধ ক্রোধ পরিভাগ করিবে । জগৎপ্রহরের মূল কারণ কাম, কাম হইতে পাপের উদ্ভব এবং কামই বশঃক্ষরকর ; একান্ত ঐদৃশ কামকে পরিভাগ করা কর্তব্য । মাংসখ্যা, অখিল দুঃখের কারণ এবং নরকের সাধন বলিয়া কথিত আছে ; একারণ, তাহা পরিভাগ করা সঙ্গতোভাবে বিধেয় । মমতা মানবগণের বন্ধ ও মোক্ষ উভয়েরই নিদান, অতএব পরমাশ্রিতেই উঠা স্তুত করিয়া সুখী হইবে । মানবগণের কি অদ্ভুত বীরতা ! জগদীশ্বর হরি থাকিতে মদমত্ত হইয়া, তাঁহার আরাধনায় বিমূঢ় ! সংসার-সাগরে নিমগ্ন মানবগণ, সকলের বিধানকর্তা, জগন্নাথ হরির সেবা বাস্তবিক কিপ্রকারে নিস্তার লাভ করিবে ? আমি সত্য সত্যই বলিতেছি, অচ্যুত অনন্ত ও গোবিন্দ এইরূপ নামোচ্চারণে ভীত হইয়া, নিখিলব্যাধি, দূরে পলায়ন করে । বাহারা সত্য হে, নারা-
 যণ ! হে জগন্নাথ ! হে বাহুদেব ! হে জমার্দম ! এইরূপ উচ্চারণ করে, তাহারা সর্বত্র

বন্দিত হইয়া থাকে । হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ ! অধিক কি কহিব ? ব্রহ্মাদিদেবগণও অদ্যাপি হরিভক্তগণের প্রভাব বিদিত হইতে পারেন নাই । দুরাত্মাদিগের কি মূর্খতা ! তাহারা সর্বদা হুংপদ্মাবহিত ভগবান্ বিমূকেও পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হয় না । ঋষিগণ ! শ্রবণ করুন, আমি পুনঃপুনঃ বলিতেছি, যাহারা ব্রহ্মাবান্, তাহাদিগের প্রতিষ্ঠে ভগবান্ হরি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তিনি বান্ধব বা ঘন সম্পত্তিতে ভীত হন না । যাহাদিগের বিমূক্তে ভক্তি আছে, তাহারা জন্ম জন্ম বন্ধুবান্, মনাতা এবং পুত্রবান্ হইয়া থাকে । এই দেহ, পূর্বজন্মের পাতক হইতেই উৎপন্ন হইয়া পাপ-কণ্ঠেই রত হয়, ইহা বিবেচনা করিয়া, সতত বিমূপুজার নিরত হউন । যাহারা হরিপূজার নিরত, তাহাদিগের বহুল পুত্র, মিত্র, কলত্র, বন্ধু ও সম্পদ লাভ হইয়া থাকে । যাহারা ঐহিক ও পারত্রিক সৃণ-মন্তোণ বাসনা করে, তাহাদিগের 'অনুকণ' হরিপূজা করা কর্তব্য এবং পরনিন্দায় বিমুগ্ধ হওয়া বিবেক । দেবদেব জনার্দনে যাহাদিগের ভক্তি নাই, তাহাদিগের জন্মে এবং যাহা সংপাতে বিতরিত না হয়, ঈদৃশ ঘনে পুনঃপুনঃ শিক্ । হে ঋগণ ! যাহার কলবর, জন্ম-কেশহারী ভগবান্ হরির উদ্দেশে প্রণত না হয়, তাহা কেবল পাপের আকর জানিবেন । সংপাতে দান না করিয়া যে প্রবা রক্ষিত হয়, তাহা যে সর্পরক্ষিত মণির স্থায় অকলীণ-কর, তাহা সর্বলোক-বিদিত । ক্ষণভঙ্গুর মানবগণ, বিদ্বান্ অস্থায়ী প্রার্থ্যো মত হইয়াই সংসার-পাশহারী বিবেকর হরিকে আরাধনা করিতে বিমুগ্ধ হয় । সূর ও অসূর ভেদে যুষ্টি বিপ্রকার জানিবেন ; তন্মধ্যে যাহারা হরিভক্তি-বিহীন, তাহারা অসূরী ও যাহারা হরিভক্তি-পরায়ণ, তাহারা দৈবী যুষ্টি বলিয়া প্রসিদ্ধ । হে বিপ্রেক্ষগণ ! সেই জগুই হরিভক্তি-পরায়ণ মানবগণ, সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বত্র বিখ্যাত ; কারণ হরিভক্তি জগতে অতি দুর্লভ । যাহারা অসূরী ও কামাদিশূন্য হইয়া, সতত বিপ্রগণের পরিজ্ঞানেচ্ছ ; ভগবান্ কেশব, তাহাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন । যাহারা সম্ভার্কজাদি দ্বারা হরির সেবা এবং সংপাতে দান করিয়া থাকে । তাহাদিগের পরম পদ লাভ হয় ; অতএব যাহারা সংসার-তাপে মত্ত, ভগবান্ হরিই তাহাদিগের পরম গতি ; অধিক কি, হারর নাম শ্রবণ মাত্রে মানবগণ পরম পদ-প্রাপ্ত হইয়া থাকে ।

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩২ ॥

ত্রয়োদশ অধ্যায় ।

স্মৃত কহিলেন,—ঋষিগণ ! আমি পুন্সর দেবদেব চক্রপাণির মাহাত্ম্য কীর্তন করিতেছি, উহা পাঠ বা শ্রবণ করিলে ভৎসনাং পাপরাশি প্রমত্ত হইয়া থাকে । যে যোগিগণ, যোগবলে পরম পদ ইচ্ছিয়গণকে পরাক্রম পূর্বক অহংকারশূন্য হইয়া শমস্তণ আশ্রয় করিয়াছেন, তাহারা, জ্ঞানরূপী অব্যয় হরিকে জ্ঞানরূপে অর্চনা করেন এবং তীর্থস্থান রত দাম ও ভগ্নাদি দ্বারা যাহারা বিদ্রুত হইয়াছেন, তাহারা, সকলের বিধানকর্তা অচ্যুত হরিকে কণ্ঠযোগে অর্চনা করিয়া থাকেন । লোভ-পরায়ণ বাসনামত অসুখ

লোকেরাই, জগৎপতি হরির অর্চনার বিষয় হয় ; সেই সকল মুঢ় নরকীটগণ আপনাদিগকে অক্ষর ও অমর বিবেচনা করে। বৃথা-অহংকার-দূষিত মানবগণই, ক্ষণকালের স্থায় ক্ষণস্থায়ী ঐশ্বর্য্যমতে মত্ত হইয়া সর্ব্বমঙ্গলপ্রদ জগন্নাথ হরিকে পূজা করিতে পরাধীন হয়। যাহারা, মত্তত ভগবান্ হরির চরণকমল-সেবার নিযুক্ত এবং সকলের প্রতি অনু-গ্রহপরায়ণ, ঈদৃশ চরিত্রান্নিরত শান্ত কোন কোন মানব কদাচিৎ এই ভ্রমভুলে ভ্রম গ্রহণ করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি, কায়মনোবাক্যে ভক্তিপুরঃসর হরির অর্চনা করে, তাহার সর্ব্বলোক হইতে উত্তমোত্তম পরম স্থান লাভ হয়। পণ্ডিতগণ, এই বিষয়ে এক পুরাতন ইতিহাস উল্লেখ করিয়া থাকেন, তাহা পাঠ্য এবং শ্রবণ করিতে পারিলেও অখিল কলুষরাশি দূরীভূত হইয়া যায়। হে বিপ্রগণ ! এইক্ষণে, যজ্ঞমালি ও সূমালী বিষয়ক সেই উপাখ্যান শ্রবণ করুন ; উহা শ্রবণ করিলেও অশ্রমেধ-বস্ত্রের ফল হইয়া থাকে। পূর্ব্বকালে রৈবতদেশে দেবমালি নামক কোন এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি বেদ-বেদান্তের পারদর্শী, মস্তভূতে দয়াবান্ ও চরিত্রপূজাপরায়ণ ছিলেন। কিন্তু, পুত্র মিত্র ও কলত্রের ভরণ পোষণার্থ দ্ব্যাদ্ব্য প্রভৃতি অপণা বস্তুরও বিক্রয় এবং চণ্ডালাদি হইতেও প্রতিগ্রহ করিতেন। অধিক কি, তিনি পত্নীর বাক্যে তপোবিক্রয়, মতবিক্রয় এবং পরার্থ তীর্থ গমন করিতেও বিরত ছিলেন না। বিপ্রগণ ! এইরূপে কিছুকাল অতীত হইলে যজ্ঞমালি ও সূমালী নামে পরস্পর তুল্যাকৃতি পরম রূপবান্ পুত্রদ্বয় জন্মগ্রহণ করে। পরে তিনি পুত্রদ্বয়ের প্রতি সাতিশর স্নেহপরবশ হইয়া তাহাদিগকে বনার্জ্জনের বিবিধ উপায় শিক্ষা দেন। অনন্তর দেবমালি, বিবিধ উপায়ে যতপূর্ব্বক প্রভূত ধন সংগ্রহ করিয়া একদা তাহার পরিমাণ জামিবার জন্ত গণনা করিতে আরম্ভ করেন। পরে কোটি কোটি সহস্র সহস্র স্বর্ণমুদ্রা গণনা করিয়া স্বয়ং মনে মনে সাতিশর আনন্দিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ভাবিলেন, “আমি ত শত শত অসং প্রতিগ্রহ, অপণা বিক্রয় এবং তপস্যাবিক্রয়াদি দ্বারা এতাবৎ ধন উপার্জন করিলাম, কিন্তু তথাপি অতিদুঃসহ ধনভূকা, অদ্যাপি শান্ত হইল না। আজও সে অসংখ্য সূক্ষ্মকতলা স্বর্ণরাশি বাহ্য করিতেছে ! অতএব হায় কি কষ্টে। ধনভূকাই সর্ব্ব প্রকার ক্লেশের নিদান। যাহার ধনভূকা আছে, তাহার সমুদয় অভিলষিত বিষয় নিকট হইলেও পুত্ররায় অপর বিষয় হরার লাভ করিবার জন্ত সাতিশর লালসা জন্মিয়া থাকে। কি আশ্চর্য্যের বিষয়, জরাগ্রস্ত ব্যক্তির কেশ দন্ত এবং চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দিয় সকল জীর্ণ হইলেও ধনলালসা তরুণতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। জরাগ্রস্তাবে আমার সমুদয় ইন্দিরই হীনবল হইয়াছে এবং বলও অগচ্ছত হইয়াছে, তথাপি এক ধনাশাই প্রবল দেখিতেছি। কি কষ্টে। যাহার ধনাশা আছে, সে, বুদ্ধিমান হইলেও মুঢ়মতি ; শান্তস্বভাব হইলেও ক্রোধপরায়ণ এবং বিদ্বান্ হইলেও সকলের নিকট মূর্খ হইয়া থাকে। পুরুষগণের ধনাশা অজের শত্রুরূপ, উহার প্রভাবেই বন্ধুতাদির বিচ্ছেদ ঘটিয়া থাকে। জ্ঞানবান্ ব্যক্তি, যদি চিরন্তন সুখ অভিলাষ করেন, তবে, অগ্রে ধনাশা পরিত্যাগ করিবেন। কি বল, কি ভেজ, কি মশঃ, কি বিদ্যা, কি শৌর্ধ্য, কি বৃদ্ধতা এবং কি কুলীনতা ; ধনভূকা অতি দুরায় সকলকেই বিলুপ্ত করিয়া থাকে। এক আশ্চর্য্য বিষয় উল্লিখ আছে যে, চণ্ডালও যদি আশাক্তিভূত মানবগণের নিকটে কিছুক্ষণও গ্রহণ করে, তাহা হইলে

সে চণ্ডাল অপেক্ষাও অধিক নিকৃষ্ট হয়। যাচার। ধনাশার অভিভূত, তাহাদিগের তদম
সত্তত শোকাবল ও মহামোহে আচ্ছন্ন। তাহার। কখনই অবমানাদি দুঃখ অনুভব করিতে
পারে না। আশার ঈদৃশ দোষমতেও আমি ভজ্ঞস্ত বহুক্ৰেমে এতাবৎ অসংখ্য ধন
উপার্জন করিয়াছি। এক্ষণে বার্ত্তিকা বশতঃ আমার শরীর জীর্ণ এবং বলাও বিনষ্টে-
প্রায় হইয়াছে, সুতরাং ইহার পর মাদরে পরলোক-স্থলের জন্ত চেষ্টা পাতিয়াই বিধেয়।”
হে বিপ্রেক্ষগণ। সেই দেবমালি মনে মনে এইরূপ স্থির করত ধর্মপথে প্রবৃত্ত হইয়া তৎ-
ক্ষণাৎ সমুদয় যোপার্জিত ধন চারি অংশে বিভাগ করিয়া অর্জক হোতৃ সন্তঃ ভাগ্যায় এতৎ
পূর্নক পুত্রদ্বয়কে অপর দুইভাগ প্রদান করিলেন। অনন্তর গন্ধিত দ্বীয় পাপরাশির
শান্তির জন্ত প্রভূত দেবালয়, উদ্যান, ভাঙ্গাদি, প্রতিষ্ঠা করিয়া গঙ্গাতীরে সত্তত অন্নাদি
দান করিতে লাগিলেন। হরিভক্তিমান্ দেবমালি, এইরূপে সেই প্রচুর ধনরাশি নিঃশেষ
করিয়া তপস্কার্য নরনারায়ণের বাসভবন বদরিকাশ্রমে গমন পূর্নক সেই মহারণ্য মধ্যে
মুনিগণ-সেবিত এক আশ্রম সন্ধান করিলেন। দেখিলেন, তাহার চতুর্দিকে ফলপুষ্প-
সুশোভিত বিবিধ তরুরাজি বিরাজমান এবং শাস্ত্র-চিত্তার নিমগ্ন হরিমেবা-পরায়ণ বৃদ্ধ
মুনিগণ, পরমব্রহ্মের স্তুতিবাদে উহাকে পবিত্র করিতেছেন। পরে দেবমালি, তদ্ব্যব-
পারমব্রহ্মের স্তুতিবাদ-ানরত, তেজোময়-কলেবর, শ্যামাদি-কৃষ্ণ-সংযুক্ত, ভাগ্যদেবাদি বিধীম,
গলিত-পত্রমাত্র-ভোজী জামন্তি নামক কোন এক মুনিবরকে নিরীক্ষণ পূর্নক প্রণাম
করিলে, তিনিও আগন্তক দেবমালির যথাবিধি সংকার করিলেন। তৎকালে মুনিপুন্দ্রব
জামন্তি, নারায়ণ-বুদ্ধিতে কন্দ মূল কলাদি দ্বারা দেবমালির আতিথ্যক্রিয়া সম্পাদন
করিলে দেবমালি বিনয়াবনত-হট্টয়া কৃতান্তলিপুটে বাগ্মিপ্রবর জামন্তিকে কহিলেন,—“হে
ভগবন। আজ আমি কৃতার্থ হইলাম, আমার সমুদয় পাপ বিনষ্ট হইল। হে মহাভাগ।
আমাকে জ্ঞান দান করিয়া নিস্তার করুন।” দেবমালি এইরূপ কহিলে মুনিমহিম জামন্তি,
হাস্ত করত ঙ্গাধিত দেবমালিকে কহিলেন,—“হে বিপ্র-শর্দূল। আমি সক্ষেপে তোমার
অভিলষিত বিষয় কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। উহা শ্রবণ করিলে সংসার-পাশ বিচ্ছিন্ন
হইয়া থাকে এবং উহা দুর্দ্বিতিদিগের হূলভ। তুমি সত্তত সেই মিত্য পরম প্রভু নারায়ণ
বিষুকে স্মরণ ও ভজনা করিতে প্রবৃত্ত হও। কখন কাহারও প্রতি থলতা এবং পরনিন্দা
করিত না। হে মহামতে। মূর্খগণের সহ নাগ পরিহার পূর্নক সর্পিদা পরোপকারে তৎপর
এবং হরিপূজায় নিরত থাকিবে। কাম, ক্রোধ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য পরিভ্যাগ
পূর্নক নিখিল প্রাণীকে আত্মবৎ জ্ঞান করিবে, তাহা হইলেই পরম শান্তিলাভে সমর্থ
হইবে। কখন কাহারও প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিওনা এবং অসুখী পরনিন্দা দস্ত ও অহংকার
পরিভ্যাগ করিও। সর্কভূতে দয়া ও সাধুগণের সেবা করিবে এবং কোন ব্যক্তি কর্তৃক
জিজ্ঞাসিত হইলে, তাহার নিকট সত্যরূপে স্বরূত ধর্মের পরিচয় প্রদান করিবে। অন্যায়-
পর লোকদিগকে অবলোকন করিয়া যথাশক্তি উপেক্ষা করিতে বিরত থাকিবে। প্রতিদিন
অভিধিদিগকে আত্মবৎ সেবা করিবে। নিকাম চইয়া পত্র, পুষ্প, ফল, দর্শী ও নব-পল্লব
দ্বারা জগন্নাথ নারায়ণের পূজায় নিবৃত্ত থাকিবে। দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণের যথাবিধি
ভর্গন এবং অগ্নির যথোচিত পরিচর্যায় তৎপর হইবে। সমাহিতচিত্তে প্রতিদিন দেবালয়ে

সম্ব্যর্জ্যম ও উপলোপন করিবে। সর্বদা জীর্ণ বা ভগ্ন দেবগৃহের সংস্কার, মার্গশোভা এবং প্রত্যাহ বিষ্ণুমন্দিরে দীপদানে প্রযুক্ত হও। সত্তত কম্ব মূল বা ফল দ্বারা এবং প্রদক্ষিণ, মমস্কার ও স্তোত্রপাঠ দ্বারা বিষ্ণুপূজা, পুরাণশ্রবণ, পুরাণপাঠ ও প্রত্যাহ বেদান্ত পাঠ করিবে। এইরূপ করিলে ভোমার অত্যাশ্রম জ্ঞানলাভ হইবে। পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন, জ্ঞানোদয় হইলেই নিখিল পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে।” মহামতি দেবমালি, মুনিবর জ্ঞানন্তি কর্তৃক এইরূপে প্রোষিত হইয়া নিরন্তর জ্ঞানসাধক তত্ত্বৎকর্মে রত থাকায় ক্রমে তাঁহার জ্ঞানের লেশমাত্র প্রকাশ পাইল। অনন্তর একদা দেবমালি, সেই জ্ঞানলেশ-প্রভাবে, “আমি কে? আমার কর্তব্য কি? কি জন্ত আমার জন্ম হইয়াছে? আমার রূপ কি প্রকার? আমি একক না বহু?” মনে মনে এইরূপ বিচার করত যখন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না, তখন পুনরায় মুনিপুঙ্গব জ্ঞানন্তির নিকট উপস্থিত হইয়া প্রশ্নোত্তর কহিলেন,—“হে গুরো! আমার অতিশয় চিত্তলম উপস্থিত হইয়াছে; আপনি ব্রহ্মবিদগণের অগ্রগণ্য, অতএব বলুন, আমি কে? আমার কর্তব্য কি এবং কি নিমিত্তই বা আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছি?” তখন জ্ঞানন্তি কহিলেন,—“হে মহাত্মা! তুমি গতাই বলিয়াছ, যথার্থই ভোমার চিত্ত লম্বাক্ত হইয়াছে; দেহ চিত্ত অবিদ্যার নিলয়। সুতরাং কি প্রকারে সজ্জাব বিদিত হইবে? হে মূনে দেবমালে! তুমি যে আমার ও আমি একক, ইত্যাদি বাক্য বলিলে, উহাই জন্ম জানিবে; কারণ অহঙ্কার মনের বর্ষ, জ্ঞান বর্ষ নহে। যাহার নাম বা জাতি কিছুই নাই, আমি সেই অপরিচ্ছিন্ন নিষ্ঠুর পরমাত্মার নাম কিরূপে করিব? যিনি রূপবিবর্জিত অশ্রমেয়, তাঁহার কি প্রকার রূপ কিরূপে বলিব এবং যিনি নিষ্ক্রিয়, স্বপ্রকাশস্বরূপ ও অনন্ত, আমি নিত্য পরম জ্যোতিষ্ময় সেই পরমাত্মার ক্রিয়া বা জন্ম কি প্রকারে নির্দেশ করিব? সেই আজ্ঞা সনাতন পরমব্রহ্ম পরিপূর্ণ আনন্দস্বরূপ, তাঁহার জরা নাই, কেবলমাত্র জাম্বলেই তাঁহাকে পরিজ্ঞাত হইতে পারা যায়, অতএব হে ব্রহ্মন্! তুমি তাঁহার উপাসনা কর। তত্ত্বমসি, তত্বার্থঃ তুমিই সেই ব্রহ্ম ইত্যাদি বাক্যার্থজ্ঞানই মোক্ষসাধক। বিগতভাবে জ্ঞানোদয় হইলেই সমুদয় বিষ, ব্রহ্মময় বলিয়া বোধ হইয়া থাকে।” হে মুনিবরগণ! দেবমালি, জ্ঞানন্তি কর্তৃক এইরূপে প্রোষিত হইয়া আপনাতেই প্রভু অচ্যুত পরমাত্মার সাক্ষাৎকার করত পরিণামে মুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি আমিই সেই উপাধিবিহীন স্বপ্রকাশ নিরঞ্জন ব্রহ্ম এইরূপ স্থির জ্ঞান করিয়া পরম শান্তি প্রাপ্ত হন। জ্ঞানন্তির তাদৃশ বাক্যাবসানে লৌকিক ব্যবহারার্থ দেবমালি গুরু মুনিবর জ্ঞানন্তিকে প্রণামপূর্বক ধ্যানপরায়ণ হন। এইরূপে বহুকাল অতিবাহিত হইলে মহামতি দেবমালি বারাগমীপুরীতে উপস্থিত হইয়া পরম মোক্ষপদ লাভ করেন। যে মানব, একাগ্রমনে এই অধ্যায় পাঠ বা শ্রবণ করে, সে নিজকর্মশাশ বিচ্ছিন্ন করিয়া চিরসুখ লাভ করিয়া থাকে।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় ।

শ্রুত করিলেন,—হে মুনিমন্তমণি ! যজ্ঞমালি ও সূমালী নামক দেবমালির যে পূজা-
ধর্মের কথা উল্লেখ করিয়াছি, এক্ষণে তাহাদিগের বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ করুন ।
তাহাদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠ যজ্ঞমালি, পিতৃসংকীর্ণ ধন দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া, এক ভাগ
কনিষ্ঠ সূমালীকে দান করিলেন । সূমালী সেই সমস্ত অর্থ—অমংগল মদ্যপান, গীতবাদ্য,
বেশাগমন এবং পরস্মীমহবাস প্রভৃতি কুকারণ্য আমন্ত হইয়া নিঃশেষিত করিল । পরে
পিতৃসংকীর্ণ সমুদয় অর্থ নিঃশেষ হইয়াছে দেখিয়া, পরদ্রব্য অপচরণপূর্বক বেশাগমন করিতে
লাগিল । অনন্তর মহামতি যজ্ঞমালি সূমালীর চরিত্র-দর্শনে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া কনিষ্ঠ
সূমালীকে করিলেন,—“ভাই ! এইরূপ অতি কর্তৃক দুঃখীলতা অবলম্বনে প্রয়োজন কি ?
আমাদিগের বংশে একমাত্র তুমিই দুঃখী ও পাপাচারী হইয়াছ ।” যজ্ঞমালি লাতাকে
এইরূপে নিবারণ ও তিরস্করণ করিতে লাগিলে, সূমালী লাতাকে নিহত করিতে
ইচ্ছুক হইয়া খড়্গ প্রহরণপূর্বক জ্যেষ্ঠের কেশ ধারণ করিল । মুনিবরগণ ! তৎকালে নগর-
মধ্যে হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইল । অনন্তর নগররক্ষকগণ ক্রুদ্ধ হইয়া সূমালীকে বন্ধন
করিল । তখন অলৌকিক-চরিত্র যজ্ঞমালি লাতারের বশতঃ সাতিশয় দুঃখান্বিত হইয়া পুর-
বাসাদিগের নিকট প্রার্থনাপূর্বক সূমালীকে বন্ধনমুক্ত করিলেন । পরে পুনরায় স্বীয়
সম্পত্তি দুই ভাগ করিয়া, কনিষ্ঠকে একভাগ প্রত্যাৰ্পণপূর্বক স্বয়ং একভাগ গ্রহণ করিলেন ।
হে মাধুগণ ! মুচমতি সূমালী, সেই ধনমদ্য মত্ত হইয়া, পুস্তক পান ও চণ্ডাল-পণের
সহিত পূর্ববৎ উপভোগ করিতে লাগিল । নিম্নরূপ যেমন ফলপূর্ণ হইলেও কাকতলের
উপভোগ্য হয়, সেইরূপ দুর্জনের সম্পত্তিও অমং লোকেরাই ভোগ করিয়া থাকে ।
শর্করা-মিশ্রিত-দুগ্ধ পানে কপিগণের স্থায়, লাতৃদত্ত-ধনলাভে সূমালীর মত্ততা হইয়া-
ছিল । ঘোর মুচমতি সূমালী, মত্তত মদ্যপানে প্রমত্ত হইয়া, গোমাসাদি ভোজন
করিতে লাগিল এবং ক্রমে চণ্ডাল-রমণীতে আমন্ত হওয়ায় চণ্ডালতা লাভ করিল । পরে
বন্ধু-বান্ধবগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত ও চণ্ডাল-পত্নীর সহিত রাজদ্বারে দণ্ডিত হইয়া, নিরুজন
অরণ্য মধ্যে বাস করিতে লাগিল । এদিকে মুচমতি যজ্ঞমালি, মত্তত মাধু-মহবাসে নিম্পাপ
ও ধর্ম-পরায়ণ হইয়া, অদারিতভাবে অন্নদান এবং নিতরূপ ভোগাদি পরিত্যাগ করিতে
আরম্ভ করিলেন । এইরূপে মত্তা-ধর্ম নিরন্তর মহাত্মা যজ্ঞমালিরও মিথিল সম্পত্তি নিঃশেষিত
হইল । কল্পরূক্ষের ফল যেমন সুরগণেরই ভোগ্য হয়, সঙ্কলনপণের ঐশ্বর্যও তদ্রূপ
মাধুগণের ভোগ-সাধন হইয়া থাকে । মহামতি যজ্ঞমালি এতদ্ব্যতীত ধর্মকাষার্থ সমুদয়
ধন ব্যয়িত করিয়া, প্রতিদিন বিষ্ণুগৃহে বিষ্ণু পরিচর্যা করিতে লাগিলেন । হে বিজয়গণ !
এইরূপে কিছুকাল গত হইলে, যজ্ঞমালি ও সূমালী উভয়েই বৃদ্ধ হইয়া, এককালে মৃত্যু-
মুখে পতিত হইল । তখন ভগবান্ হরি, হরিপূজা-পরায়ণ মহাত্মা যজ্ঞমালির নিমিত্ত
শত শত উত্তম উত্তম বিমান প্রেরণ করিলেন । অনন্তর মহামতি যজ্ঞমালি তেতোময়
শরীর-ধারণপূর্বক বিচিত্র আভরণ ও কোমল তুলসী-মাল্যে ভূষিত হইয়া, দিব্যবিমানে

আরোহণ করিলে, কামধেনু সকল সেই বিমান চালিত করিতে লাগিল। তৎকালে সুরগণ তাঁহার সর্জন, যুগ্মগণ সৃষ্টিবাদ, গন্ধৰ্বগণ স্বপ্নগান এবং অঙ্গরা সকল পরিচর্যা করিতে লাগিল। যজ্ঞমালি, এইরূপে বৈকুণ্ঠধামে ত্রিভুতাবে গমন করিতে করিতে পথিমধ্যে নিজ কনিষ্ঠকে দেখিলেন;—সে প্রোতদেহ ধারণ করত স্তম্ভাভায়ে নিতান্ত কামরূপী এবং যমদ্বন্দ্বিতার কারণে ভীড়নায় বাধিত হইয়া, উত্তমতঃ ধ্যানিত হইতেছে, অস্বাভাবিকভাবে তদ্বিষয় কথিত হইতেছে, চীৎকার করিতেছে এবং কখন বা গোদন করিতে করিতে গমন করিতেছে। উদ্বিগ্ন যজ্ঞমালি, নিতান্ত দয়া-পরবশ হইয়া, কৃতজ্ঞবিশিষ্ট হরি-দূতগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“এ কোন্ ব্যক্তিকে যমকিন্দ-রোতাচনা করিতেছে?” তখন হরি-দূতগণ সেই মহাতেতা যজ্ঞমালিকে বলিলেন,—“এ ব্যক্তি তোমারই পাপাশ্রয়ী—সুমানী।” যজ্ঞমালি বিস্ময়ান্বিতের বাক্যশ্রবণে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—“এ ব্যক্তি কি প্রকারে মকিত পাপ-রাশি হইতে মুক্ত হইতে পারে? যথেষ্টকাল মানসেণ কহিয়া থাকেন, যাহার সহিত মন্তপাদ গমন করা যায়, সে বন্ধু হয়, সুতরাং আপনারা আমার অবাচিত-লব্ধ বন্ধু হইয়াছেন; অতএব তরায় তাঁহার মুক্তির উপায় বলুন।” যজ্ঞমালির বাক্যশ্রবণে কোন এক বিকূদূত, কৃপাপরবশ হইয়া ঐশ্বর্যশাস্ত্র-সহকারে ত্রিপ্রিয় যজ্ঞমালিকে কহিলেন,—“হে নারায়ণ-পরায়ণ মহাভাগ যজ্ঞমাণে! উহার মুক্তির উপায় বলিতেছি, অবণ কর। তুমি পূর্নজন্মে কোন সুমহৎ কৰ্ম করিয়াছ, তাহা আমি সংক্ষেপে বলিতেছি, হিরচিত্তে অবণ কর। তুমি পূর্নজন্মে বিশ্বস্তর নামে কোন এক বৈশ্য ছিলে। তৎকালে তোমা দ্বারা অগণিত মহাপাতক সকল মকিত হয়; অধিক কি, স্বকৰ্ম্মমূল্যে তোমার ইচ্ছা পর্যন্ত ছিল না এবং পিতামাতাকেও পরিভ্যাগ করিয়াছিলে। একদা বন্ধুগণ তোমাকে পরিভ্যাগ করিলে, তুমি ক্ষুধানলে সন্তপ্ত হইয়া শোকব্রিষ্টহৃদয়ে কোন এক বিকুমন্দিরে প্রবেশপূর্বক বৃষ্টিসমুদ্ভূত চরণ-লগ্ন কর্দম মার্জিত করিবার বাগনার উষ্ম ঘর্ষণ করাতেই বিকুণ্ঠ-উপলেনপনের ফল হয়। তুমি সেই দ্বিভিত্তে উপবাসী থাকিয়া সেই দেবালয় মধ্যে অবস্থান করত সর্পদষ্ট হইয়া প্রাতঃকালে পবন-প্রাপ্ত হও। তুমি সেই বিকুণ্ঠের উপলেনপন-পুণ্য-প্রভাবেই বিশ্বকুলে জন্ম এবং অচলা হরিভক্ত লাভ করিয়াছিলে; এক্ষণে শতকোটি কল্প হরিসমিধানে অবস্থানপূর্বক বিকুলোকেই পরম জ্ঞানলাভ করিয়া মোক্ষপদ প্রাপ্ত হইবে। হে মহামতে! তুমি যে পাতকিগ্ৰেষ্ঠ নিজ অন্তকে পাপমুক্ত করিতে বাসনা করিতেছ, তাহার উপায় বলিতেছি, অবণ কর। হে মহাভাগ! গোচর্যমাত্র পদ্মিত ভূমি উপলেনপনের পুণ্য দান করিয়া তুমি স্বীয় ভাতাকে নিস্তার কর, তাহাতে পরম ঐশ্বর্য হইবে।” হে মুনিবরগণ! মহামতি যজ্ঞমালি এইরূপ অভিহিত হইয়া দেবদূতের বচনামুরূপ পুণ্যফল দান করায়, সুমানীর পাপজাল বিচ্ছিন্ন হইল এবং যমদূতগণ তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া দূরে পলায়ন করিল। অনন্তর সর্বভোগসমগ্ৰিত বিমান আশ্রিত হইয়া তাহাতে আরোহণপূর্বক দেবতার শাস্ত্র আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিল।

তৎকালে সেই উত্তম ভাতা সুরেন্দ্রকর্তৃক সমকৃত হইয়া পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গনপূর্বক পরম শ্রীতি প্রাপ্ত হইল। সেই সময়ে মহর্ষি সকল যজ্ঞমালি ও সুমানীকে

স্বপ্ন করিতে লাগিলেন এবং গুরুদেব তাহাদিগের গুণমাণে অদৃষ্ট হইল । ৫২ বিজয়মণ্ডপ
মকল । তাহারা এইরূপে বৈকুণ্ঠ গমনপূর্বক হরিনামোপাসনা প্রাপ্ত হইলেন । অতঃপর
মহামতি সত্ত্বশালি তথায় বহুকাল দিগভোগ উদভোগপূর্বক পরিণামে জ্ঞানলাভ
করিয়া মুক্ত হইলেন এবং মহাজ্ঞানশালী হু-কৌ অগুণযুক্ত বিহ্বলোকে অবস্থিতি করিয়া
পুনরায় পৃথিবীতে বিধ্বস্ত লাভ করিলেন । অনন্তর মতান্তর হরিপূজা ও হরিনাম-পরায়ণ
হইয়া মুক্তিপ্রাপ্তি-বাসনায় বিবিধ যোগসমুদয়াদি বর্জ্য কার্যে অস্থানপূর্বক একদা
হরিনাম উচ্চারণ করিতে করিতে জাহ্নবী-তটে গমন করিলেন এবং তথায় অবদানপূর্বক
ভগবান্ বিবেকহরিকে অর্চনা করিয়া যোগিগণের ভূলাভ পরম দান প্রাপ্ত হইলেন ।
হে মুনীশ্বরগণ ! আপনাদিগের মিকট বিহ্বলিত হইয়া উদভোগ মাত্রের মাঠায়া বান
করিলাম, অতএব সর্কপ্রযুক্তে জনানন্দকে অর্চনা করুন । বিশ্রাম । যাহারা নারায়ণের
শরণাপন্ন হইতে পারে, তাহাদিগকে নরক দর্শন করিতে হয় না, এতদ্ব্যতীত সর্কতোভাবে
জগৎপতি জনার্দনের পূজা করা কর্তব্য । যে মকল আনন্দ, অমিচ্ছামতেও একবার
মাত্র ভগবান্ হরিকে অর্চনা করে, তাহাদিগকে কোনকালে ভববন্ধনে পতিত হইতে
হয় না । হে বিশ্রামগণ ! যে ব্যক্তি হরিপূজানিহিত মানবদমনকে হরিজ্ঞানে পূজা করে,
ব্রহ্মা বিহু মহেশ্বর তাহাকে পূজা করিয়া থাকেন । যাহারা হরিপূজা পরায়ণ, তাহাদিগের
সঙ্গিগণের সম্মুখাভে মহাপাতকীও অখিল পাপপুঞ্জ হইতে মুক্ত হয় । অশেষবিধ পাপা-
চারীরাও হরিপূজায় ও হরিনামসংকীর্ণনে আনন্তচিত্ত ভক্তগণের শুশ্রূষা করিলে পরম
গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে ।

চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৪ ॥

পঞ্চদশ অধ্যায় ।

স্মৃত করিলেন,— হে বিশ্রামগণ ! পুনরায় লজ্জাপতির মাঠায়া অংশ করুন ; চাঁদ-
কথামৃত-অবশে কাহার না জীতি জন্মিয়া থাকে ? বিদ্যার্জি মমতাবলচিত্ত নরগণের এক-
মাত্র হরিনামই সর্কপাপনাশক । যে ব্যক্তি সর্কপাপনাশী হরিকে একবারও প্রণাম করে
না, সে শবতুল্য ; তাহার সহিত কদাচ আলাপ করিবে না । যে গৃহে হরিপূজা হয় না,
তাহা প্রশানোপম ; তাহাতে প্রবেশ অকর্তব্য । হরিপূজা-পরায়ণ ও গো ব্রাহ্মণ-বেদবেদী
মহুয়া ব্রাহ্মস মধো গয়া । ব্রাহ্মণের প্রতি ঘেব- ব্রাহ্মণ যে কোন ব্যক্তি, যদি ভগবান্
গোবিন্দের পূজা করে, তাহা হইলে তৎকৃত সেই পূজা বিফল হইবে । হে মহাজ্ঞানগণ,
যাহারা অন্নের শুভভক্ষের নিমিত্ত তাঁহার পূজা করে, তাহাদিগের সেই পূজা অচিরে
তাহাদিগকেই নষ্ট করিয়া থাকে । হরিপূজায় রত হইয়া পাপ আচরণ করিলে তাহাকে
ভক্তদর্শীরা বিহুদেবী বলিয়া থাকেন । বিহুদেব, শান্ত, লোকান্ত্র-পরায়ণ, সর্কভূতের
প্রতি দয়াপূর্ণ ব্যক্তি সাক্ষাৎ বিহু বলিয়া কীৰ্ত্তিত হন । কোটিজনার্জিত পুণ্যবলে বিহু-
ভক্তি ভাবিয়া থাকে ; তাহাদিগের সেই বিহুভক্তি অচলা, তাহাদিগের পাপমতি কেন

হইবে ? হরিপূজারত ব্যক্তিদিগের কোটিজন্মে অর্জিত পাপ কণমধ্যে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়,—
 তাহাদিগের আবার পাপবুদ্ধির সম্ভাবনা কি ? যাহারা হরিভক্তিহীন, তাহারা চণ্ডাল,
 আর যদি চণ্ডালও হরিভক্তিপরাণ হয়, তবে সে পূজা। বিষয়াক্ষ মনুষ্যাগণের অশেষ
 দুঃখ মোচন ও ভক্তি মুক্তি প্রদান করিতে হরিসেবাই বিখ্যাত। লোভ, মোহ, অজ্ঞান ও
 সন্দেহ বশতঃ বিষ্ণুর উপাসনা যে করে, সে ব্যক্তিও অক্ষয় স্বর্গ প্রাপ্ত হয়। কণামাত্র হরি-
 চরণামৃত যে ধারণ করে, তাহার সর্বত্রার্থে প্রাপ্তি হয় এবং সে বিষ্ণুর অতি প্রিয়পাত্র
 হয়। শুভ হরিচরণামৃত অকালমৃত্যু-শাস্তি, সর্বব্যাপি মাম ও সর্বদুঃখ দূর করে। যে
 মহাশয়গণ জ্যোতির পরম জ্যোতি নারায়ণের শরণাগত, মুক্তি তাহাদিগের নিত্যমহত্মী।
 সূত কহিলেন,—পূর্বকালে সত যুগে কণিক নামে এক ব্যাধ ছিল। সে পরদার ও
 পরম্ব অপহরণ, পরনিন্দা এবং প্রাণিগীড়নে সতত উদ্যত ছিল। শতসহস্র গো-ব্রাহ্মণ
 হত্যা করিয়াছিল। দেবস্বহরণ তাহার নিত্যকর্ম ছিল। সে এত মহৎ পাপ করিয়াছিল
 যে, তাহার সংখ্যা কোটি কোটি বৎসরেও করিতে পারা যায় না। একদা মহাপাপিষ্ঠ
 কৃতান্ততুলা সেই ব্যাধ স্বচ্ছতোয় সরোবর, বিপণিমালা ও ভূষিত নারীগণে অলঙ্কৃত,
 সর্বসমৃদ্ধিশালী ও অমরাবতীনিভ দৌবীরনগরে গমন করিল। সেই নগরের উপবন মধ্যে
 হেমকলমে আচ্ছাদিত রমণীয় বিষ্ণুমন্দির দর্শনে ব্যাধ আনন্দিত হইল। অর্থলোলুপ ব্যাধ
 ‘বহু সুবর্ণ হরণ করিব’ এই নিশ্চয় করিয়া সেই মন্দিরে গমন করিল। তথায় ভক্তজ্ঞানী
 শাস্ত্র নিঃস্পৃহ দম্বালু ধ্যানমগ্ন বিষ্ণুসেবা-পরায়ণ তপোনিবিধিবিজ্ঞের উতককে একাকী
 দেখিয়া তাহাকে চৌর্য্যের অন্তরায় ভাবিয়া, ভগবানের ত্রবারাণি লইবার মানসে নিশা-
 যোগে প্রত্যাগমন প্রসঙ্গ বক্ষঃস্থলে পাদাঙ্কমণ ও পাণি নারা কেশপ্রতল করিয়া তথ্যে
 উদ্যত হইল। উত্তম তাহা দেখিয়া বলিলেন,—“হে মাধো! এই নিরপরাধকে কেন
 বৃথা বধ করিবে? হে ব্যাধ! আমি তোমার কি অপরাধ কা যাছি, বল? লোকে
 যে অপরাধ করিয়া থাকে, তাহাই শাসন করে। হে সৌম্য! সজ্জনেরাও পানীকে
 অকারণে বিনাশ করেন না। বিরোধী মূর্খেও গুণ অবাস্তব দেখিলে শাস্ত্রচিহ্ন সজ্জনেরা
 প্রতিকূলতাচরণ করেন না। যে ব্যক্তি নানারূপে উৎপীড়িত হইলেও ক্ষমা করে, তাহাকে
 উত্তম মনুষ্য ও বিষ্ণুর প্রিয়পাত্র বলিয়া থাকে। পরহিতৈষী সৃজন বিমাশকালেও বৈর
 আচরণ করে না; চন্দনরক্ষ ছেদন সময়ে কুঠারের মুখ সুশাসিত করিয়া দেয়। বিধি
 কি আশ্রয়্য বলবান্। লোককে বিবিধপ্রকারে পীড়া দিয়া থাকেন। সর্বসমৃদ্ধ হইলেও
 দুরাত্ম্যর কাছে পীড়ন পাইতে হয়। জগতে দুর্জনেরা অকারণে লোককে কষ্ট দিয়া
 থাকে; ভগ্নাথো সাধুজনকেই কষ্ট দেয়, সমান ব্যক্তিকে কোনমতেই দিতে পারে না।
 ভূগ-জল-মন্তোষ-বৃষ্টি মৃগ-মীন-সজ্জনের ব্যাধ-বীষ-দুর্জনেরা অকারণ বৈরী হয়।
 যারা কি বলবতী! অধিল জগৎকে মুগ্ধ করিয়া আছে, আর দারাপত্য-মিত্রের
 জন্ত সকল দুঃখে নিক্ষিপ্ত করিতেছে। দেখ, যাহারা পরদ্রব্য অপহরণ করিয়া ভাৰ্য্যা
 পোষণ করিয়াছে, পরিণামে সেই সমস্ত ভ্যাগ করিয়া, তাহাদিগের একাকী ঘাইতে
 হইবে। আমার মাতা, আমার পিতা, আমার ভাৰ্য্যা, আমার পুত্র ও আমার এই সমস্ত—
 এই সমস্তাই জগৎগণের সর্বদা ক্লেশ বিধান করিয়া থাকে। ইহকালে ও পরকালে

পাপ ও পুণ্যই সঙ্গে থাকে, অপর কেহ থাকে না, যাবৎ অর্জুন, বক্রগণ তাবৎকাল থাকে। বর্ষাশ্রম্যতঃ প্রযা উপার্জম করিয়া যে ব্যক্তি যাহা দগকে পোষণ করিয়াছে, মরণকালে তাহাকে অগ্নিমুখে আহুতি দিয়া, তাহার বৃত্তার ভোজন করে। পরলোক গমনকালে বর্ষাশ্রম্য তাহার সঙ্গে থাকে; ধন, পুত্র ও বান্ধব কিছুই সঙ্গে যায় না। পাপাচারী মনুষ্যের কামনা কেবল বাড়িতে থাকে, তৎপরে বনাদি উপার্জনে ইথা ক্রেশের উৎপত্তি হয়। যাহা হইবার, তাহা হইবেই, অজ্ঞলোকে ইথা জানেন না। কোটি কোটি গ্রন্থে যাহা উক্ত, তাহাই সংক্ষেপে বলিতেছি,—‘ভবিষ্যতা অপরিহার্য, কিন্তু লোকে তাহা বুঝে না।’ যাহা হইবার, তাহা হইবেই ও যাহা হইবার নহে, তাহা হইবে না, এই জ্ঞান যাহাদিগের অচল, তাহার কদাচ চিন্তায় কষ্টে পায় না। এই জ্ঞান জঙ্গমাত্মক জগৎ দৈবের অধীন, অতএব দৈব ভিন্ন কেহই জ্ঞান মূঢ়া জানিতে পারে না। যে কোন স্থানে থাকুক না কেন, যাহা ভবিষ্যৎ, তাহা নিশ্চিত হইবে; কিন্তু লোকে তাহা বুঝিতে না পারায় ইথা আশ্রয় করিয়া থাকে। উঃ! মমতা কল্যাণে মনুষ্যের কি কষ্ট! সে মহাপাপ করিয়াও বহুপুণ্য উপরতে পোষণ করে, আর উপার্জিত ধন ব্যয়্যে তাহার সমান ভোগ করে, কিন্তু পরিণামে সে একাকী পাপের ফল ভোগ করিয়া থাকে।’ উত্তরমুনি এইরূপ বলিলে পর কপিক ভয়াবহভাৱে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া, কৃতাজলিগুটে পুনঃ পুনঃ ক্ষমা আর্থনা করিল এবং ভদ্রায় সান্নিধ্যভাৱে ও ভগবান্ হরির সান্নিধ্য মিস্রাণ হইয়া অনুতাপ করত এ কথা বলিল,—‘হে ঐশ্বর্য! আপনায় দর্শনে আমার সমস্ত মহাপাপ বিমল হইয়াছে। আমি অতি পাপমতি নিতাই মহাপাপ করিয়াছি। আমার নিকৃতি কিরূপে হইবে? আমি কালার শরণ লইব; পুরুষার্জিত পাপে ব্যাধ হইয়াছি, এই চন্দ্রক রাশি রাশি পাপ করিয়াছি; আমার কি গতি হইবে? হায়! অচিরেই আমার আয়ুঃক্ষয় হইবে। আমি অনেক পাপ করিয়াছি, তাহার কিক্রিয়াও প্রতিকার করি নাই, আমার কি দশা হইবে? হইবে কি হইবে? হায়! বিবি আমাকে পাপশতাহল ও পৃথিবীর ভাঃ-স্বরূপ করিয়া কেমন ভরন করিলেন? আমি কত জন্ম আর নিষ্ঠুরাচারে পাপের ফল ভোগ করিল?’ এইরূপে তখন বাণ নিজে নিজে আত্মনিন্দা করিয়া, অন্তস্তানে তৎক্ষণাৎ পদে আর হইল। মহামতি দয়ালু উত্তর ব্যাধকে পতিত দেখিয়া বিহু পাদোদক পোচন করিলেন। পাপ ও সেই পাদোদক স্পর্শমাত্র পানমুক্ত হইল এবং দিব্যবিমানে আরোহণ করিয়া মুনিকে বলিল,—‘হে সুরত মুনিশ্রেষ্ঠ উত্তর! আপনি আমার গুরু; আপনার প্রসাদে মহাপাতক-বন্ধন হইতে আমি মুক্তি পাইয়াছি। হে মুনিপুত্রব! আপনার উপদেশ অবগে আমার অনুতাপ জন্মিয়াছিল, তাচাতেই সমস্ত পাপ বিনষ্ট হইয়াছে। আপনি যে আমার সঙ্গে চরিত্রগাম্যত মেনন করিয়াছিলেন, তাহারই কলে বিহুর পরম ধামে চলিয়াছি। হে সুরত! আপনার সদৃশ গুরু প্রাপ্ত হইয়া, আমি কৃতার্থ হইলাম। আপনাকে নমস্কার। হে দিব্য! অপরাধ সকল মাৰ্জনা করিবেন।’ এই কথা বলিয়া, সে মুনিশ্রেষ্ঠের উপর দিব্য পুষ্প বর্ষণ করিল ও তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া নমস্কার করিল। তৎপরে বিমানে আরোহণে সর্গকাম-সমবিত্ত অঙ্গরোগণাকর্ষ বিহুলোকে গমন করিল। ইথা দেখিয়া

ভগোনিধি উত্তম বিখ্যাত হইয়া মন্তকে অঞ্জলিপঙ্কনপূরক ভগবানের স্তব করিতে লাগিলেন। সেই স্তবে মহাবিশ্ব প্রদত্ত হইয়া, তাঁহাকে বরদান করিলেন। সেই বরে উত্তম মুমিও পরম পদ প্রাপ্ত হইলেন।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৫ ॥

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায় ।

ঋষিগণ বলিলেন,—হে মহাভাগ ! উত্তমকৃত সেই স্তোত্র কি, ভগবান্ কিপ্রকারে কৃত হইলেন, আর পূণ্যবান্ পুরুষ উত্তম কি বর লাভ করিয়াছিলেন—বলুন। শ্রুত করিলেন,—হরিদ্যান-পরায়ণ বিজয়র উত্তম হরিপূজার প্রভাব দেখিয়া ভক্তিপূরক স্তব করিতে লাগিলেন,—“হে নারায়ণ ! তুমি আদিদেব, জগতের আশ্রয় ও প্রলয়ের কারণ। তুমি শান্তি-চক্র-অগ্নি-পদ্মধারী মহান্; তোমার যে আশ্রয় করে, প্রদত্ত হইয়া তুমি তাহার যত্ন দূর কর,—তোমার নমস্কার। বিবিধ যাহার নাভিকমল হইতে উৎপন্ন, যিনি লোকনন্দিত্বের সৃষ্টিকর্তা, যাহার কোবে ক্রুদ্ধ উৎপন্ন হইয়া, এই বিশ্বের সংহার করেন, সেই আদিনাথকে প্রণাম। তুমি পদ্মাপতি, পদ্মাপাশলোচন; তুমি বিচিহ্নবীৰ্য্য, অখিলে। একমাত্র কারণ; তুমি বেনাত্তবেদ্য পুরাণ পুরুষ; তুমি ভেজোদ্যম বিষ্ণু; তোমার পদে প্রণাম। তুমি সর্বগত আত্মা তুমি অচ্যুত, তুমি জ্ঞান অবচ জ্ঞানোদিগের শ্রেষ্ঠ, তুমি কল্পানিধি পরমাত্মা। তুমি প্রপন্নজনের আর্তিহারী,—এই অবমজনের বরদাতা হও। হে জগদীশ ! স্তলমুগ্ধানি ভেদে জগতের যে বিস্তার হইয়াছে,—হে সারাসার ! সেই সমস্তই তুমি;—হে পরাংপর ! তোমা ভিন্ন আর কিছুই নাই। জাতিভগহীন, মায়াবিহীন, মিরঞ্জন, নির্মল, অমেয়, অগোচর যে তোমার পরমাত্মসংজ্ঞক সূক্ষ্ম রূপ, তাহা মাধুজনের দর্শন করিয়া থাকেন। হে সর্লেশ্বর ! সূর্য এক হইলেও ত্রিখিত ভূষণসমূহ যেমন উপাধিভেদে ভিন্ন, সেইরূপ অখিলরূপী তুমি এক হইলেও ভিন্ন ভিন্ন রূপে দৃশ্যমান হও। হে মারাপুরুষ ! তোমার মায়ায় চিত্ত মোহিত থাকায়, যাহাদিগের আত্মদর্শন হয় না, তাহারা আবার তোমার কৃপায় মায়া বিগত হইলে সর্লেশ্বররূপী তোমায় আত্মরূপে দর্শন করিতে পার। মিতুগ, পরমাত্মস্বরূপ, মায়াভীত, অগ্র, অবিদ্যাবিশুদ্ধসংজ্ঞক অনুগম পদম জ্যোতিকে আমি প্রণাম করি। যাহা হইতে এই সমস্ত প্রপন্ন উৎপন্ন, যাহাতে প্রতিষ্ঠিত, যাহা হইতে চৈতন্যলাভ করে ও যাহার স্বরূপ, তাহাকে নমস্কার। যিনি অপ্রমেয়, জগতের আধার হইলেও স্বয়ং মিরাবার, পরমানন্দ ও চিত্রপ, সেই বাসুদেবকে নমস্কার করি। যিনি হৃদয়-কন্দঃবাসী, যোগিগণ সেবা, যোগের সিদান-ভূত প্রণবের অধিদেব,—তাঁহাকে প্রণাম। যিনি নাদস্বরূপ, মাদের বীজ, প্রবৃত্ত ও প্রবৃত্তরূপী,—সেই সচ্চিদানন্দরূপী চক্রপাণিকে বন্দনা করি। যিনি অক্ষর, জগতের সাক্ষী, মিরঞ্জন ও অবাগ্নমসগোচর, সেই অমল্যধা বিশ্বরূপকে নমস্কার। ইন্দির, মন, বুদ্ধি, দৃষ্টি, ভেজ, বল, বৃতি, ক্রোধ ও ক্রোধজ্ঞ, এই সমস্ত যাহার স্বরূপ,—যে জগৎপাণিকে

পতিভেরা বিদ্যা ও অবিদ্যাস্বরূপ, পরাৎপর এবং পরাৎপরতর বলিয়া থাকেন,—
 যিনি অনাদিনিধন, শাস্ত্র, সৰ্ববিধাতা ও অচ্যুত,—যাঁহার শরণাগত হইলে মুক্তি
 অবশ্যসাধিনী এবং যিনি বরেণ্য, বরদ, পুরাণ, সনাতন ও সৰ্বগত, তাঁহাকে প্রণাম,
 ভূয়ো প্রণাম, ভূয়োভূয়ঃ প্রণাম । যাঁহার পাদজল ভবরোপের বৈদ্যাস্বরূপ, যাঁহার পদরজ
 বিমুক্তির কারণ, যাঁহার নাম হৃদয়-নিবারণের উপায়,—সেই অপরিমেয় পুরুষকে ভজনা
 করি । যিনি সঙ্গপ হইলেও অসঙ্গপ ও সদম উভয়রূপ,—যিনি অদায়, শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠ
 ও তাহা হইতেও শ্রেষ্ঠ,—সেই বিলক্ষণ পুরুষকে ভজনা করি । যিনি অপ্রকাশ, অনির্দেশ্য,
 মহতের মহত্তর, নিরাকার, পূর্ণ, আকাশমধ্যগ, বিদ্যা ও অবিদ্যা-অতীত, জ্ঞানপদ্মবাণী, অণু
 হইতে অণুতর, অজ, সৰ্বোপাধিশূন্য, নিত্য, সনাতন ও পরমানন্দস্বরূপ পূর্ণরূপ ; সেই
 বিষ্ণুমংজক তেজের শরণাগত হইলাম । কৰ্ম্মীরা যাঁহার ভজনা করেন, যোগীরা যাঁহাকে
 দর্শন করেন, সেই পূজা হইতে পূজাতর শান্ত শরণা প্রভুকে নমস্কার করি । পতিভেরা
 যাঁহার দর্শন পান না, যিনি সৰ্বব্যাপী, সকল হইতে অধিক, নিত্য ও অব্যয়,—অন্তঃকরণ-
 সংযোগে যাঁহাকে জীব ও অবিদ্যা কার্য্য রহিত হইলে পরমাত্মা কহে, যিনি সঙ্গাত্মক,
 সৰ্বকারণ ও সৰ্বকৰ্ম্ম-কলদাতা, সেই বরেণ্য অজর পরাৎপরকে প্রণাম করি । সৰ্বজ্ঞ
 সৰ্বগত মহান্ বেদান্তগোচর বেদজবর বাগ্মনোত্তীত অনন্তশক্তি সেই জ্ঞানৈক-বেদা
 পুরুষের ভজনা করি । যিনি ইন্দ্র, বহু, ষম, বরুণ, বায়ু, চন্দ্র, সূর্য্য ও ঈশ প্রভৃতি
 দেবগণ দ্বারা লোকপালন করিতেছেন, সেই পূর্ণরূপী ভগবানের শরণ লইলাম । যাঁহার
 বাহ, নেত্র, মস্তক ও পদ নহে,—যিনি সমস্ত বস্তুস্বরূপ, আদ্য, পরিপূর্ণ ও অতীষ্টদাতা,—
 যিনি কাল, কালবিভাগের কারণ, স্তব্ধাভীত, জগদ্রিয় ও সত্ত্বগ,—যাঁহাকে সংজ্ঞাতীত,
 অতীন্দ্রিয় ও বিতৃক কহে,—যিনি মনোময়, আত্মময়, প্রাণময় ও অব্যায়,—যাঁহাকে
 জ্ঞানবিশেষে প্রাপ্ত হওয়া যায়,—সেই নিরীহ মনোভীত পুরুষের আশ্রয় লইলাম ।
 সাক্ষাৎ পদ্মধোনি প্রভৃতি দেবগণ যাঁহার রূপ, বল, প্রভাব, কৰ্ম্ম ও পরিমাণ জানিতে
 অক্ষম,—সেই নিত্য আত্মরূপকে কিরূপে স্তুব করিব ? অতএব তে বিদ্যো ! সঙ্গীত-সমুদ্রে
 পতিত, মোহাকুল, শত কামনার আবদ্ধ, বিজ্ঞানভেদে জ্ঞানমতি এই জড় ব্যক্তিকে
 পরিজ্ঞান করুন ; আপনাকে সদা নমস্কার । হে বিদ্যো ! লজ্জাবিহীন নির্দয় পরজবা-
 পরামণ, মমত্বনাশে আকৃষ্ট, অকিঞ্চন এই জনকে পরিজ্ঞান করুন । হে কৃপারিণী ! আপনার
 পুনঃপুনঃ শরণ লইতেছি ; আপনি কৃপা করিয়া এই পাপরত কৃতর অনতি শোকার্ত
 পিশুন অকীৰ্ত্তিতাকু ভয়াকুল ব্যক্তিকে পরিজ্ঞান করুন ।” এইরূপ স্তুবে ভগবান্ কামদাপতি
 প্রসন্ন হইয়া তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন । তখন দিগ্বর উভয় হস্তমীপুষ্পাবন,
 কিরীট কুশল-হার-কেশবোঁটী শ্রীবংশ-কৌস্তভগণ, তেজঃস্ফোপদীপ্তী, কুলপদ্মকনকমুণ্ড,
 নামাগ্রস্তম্ভ মুক্তার আভাষ বিস্তারিত দেহপ্রভাশালী, বনমালাবিভূষিত, তুলসাদলা-
 র্কিত-চরণ, কিকিণীপুপাদিশোভিত, গীতাবধারী ভগবান্ গুরুদ্বন্দ্বকে সাক্ষাৎ দর্শন
 করিয়া ক্রিত্তিতে নতবৎ প্রণাম করিলেন এবং মানন্দ-বাঞ্ছা ভগবানের চরণদ্বয়
 স্পর্শিত করিয়া, একান্ত্রিতে ‘মুরারে রক্ষা কর, রক্ষা কর’ এই কথা বলিলেন ।
 তখন কৃপামিকু ভগবান্ হরি, তাঁহাকে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলেন ও বলিলেন,—

“হে বৎস! আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি, তোমার অসাধ্য কিছুই নাই; অতএব দয়াকর গ্রহণ কর।” উত্তর তখন দেবদেব চক্ৰপাণির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনরায় তাঁহাকে প্রণাম করত বলিলেন,—“হে প্রভো! কেন মোহজাল বিস্তার করিতেছেন? আমরা অল্প বয়সে প্রয়োজন নাই; কেবল জন্ম-জন্মান্তরে আপনার প্রতি অটল অটল ভক্তি থাকে,—রাক্ষস, পিশাচ, মনুষ্য, পক্ষী, মৃগ, সরীসৃপ বা কীট—যে-যে ধোনিতে আমি জন্মগ্রহণ করি না কেন, হে কেশব! যেম আপনার প্রতি অটল অটল ভক্তি থাকে—প্রসন্ন হইয়া এই বয়সে প্রদান করুন।” দেবদেবও “তপাশ্ব” বলিয়া তাঁহাকে শরণার্থী দ্বারা স্পর্শ করত যোগিস্বরেরও দুর্লভ দিব্যজ্ঞান প্রদান করিলেন। পরে বিশেষ উত্তর পুনরায় লব করিলে, ভগবান্ সন্মিতমুখে তবীর মস্তকে হস্ত দিয়া এই কথা বলিলেন যে,—“হে বিজ্ঞসত্তম! ক্রিয়াযোগ দ্বারা সदा আমার আরাধনা কর, তাহা হইলে মুক্ত হইয়া নৈকট্যনামে গমন করিবে। আর তোমার কৃত এই লব যে ব্যক্তি পাঠ করিবে, সে পূর্ণ-মনোরথ হইয়া, মুক্তির ভাজন হইবে।” এই কথা বলিয়া ভগবান্ মাধব অঙ্গায় স্বত্বাধিত হইলেন, উত্তরও ভগবানের আদেশ মত কার্য্য করিয়া, নৈকট্যনামে গমন করিলেন। অতএব ভগবান্ জনার্দনের প্রতি ভক্তি সম্বোধন করিয়া। সঙ্গকাম-প্রাণিনী চিভিক্তি মস্তাশ্রিত বলিয়া জানিবেন। হে বিশেষজ্ঞ! যেরূপ গুরুত্বপূর্ণ পূজা করুন,—তাঁহাকে পূজা, প্রণাম বা শ্রবণ করিলে, তিনি যোক্ষ প্রদান করিয়া থাকেন। অতএব ঐহিক ও পারত্রিক ফলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি ভক্তি-মহাকাণ্ডে অনন্ত অনাবাহিত দেব নারায়ণের পূজা করিবে। যে ব্যক্তি সমাহিতাচতে এই অধ্যায় পাঠ বা শ্রবণ করে, সে সৰ্বপাপমুক্ত হইয়া পরম পদ লাভ করে।

ষট্টিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৬ ॥

ষট্টিংশ অধ্যায় ।

স্বত্ব করিলেন,—হে বিশেষজ্ঞ! সৰ্বপাপহর নারদ-কথিত ভগবানের পূণ্য মাহাত্ম্য পুনরায় বলিতেছি, শ্রবণ করুন। হরিকথার কি আশ্চর্য্য মহিমা! জগতে ইহা শ্রোতা, পূজা বিশেষতঃ তত্ত্বজ্ঞানের পাপ নষ্ট করে ও পূণ্য প্রদান করে। যাঁহারা চরিত্ত-সমাস্বাদে আনন্দিত, তাঁহাদিগকে আমি প্রণাম করি; যেহেতু তাঁহাদিগের সঙ্গ মুক্তির কারণ। যাঁহারা চরিত্ত বা চরিতাম-পরায়ণ,—তর্কিত বা সূত্রিত হউন বা কেন,—তাঁহাদিগকে আমি নিন্দা প্রণাম করি। হে মুনিপুঙ্গবগণ! যে ব্যক্তি সংসার-সাগর-তরণে হাঁটা করে, সেই ব্যক্তি সেই পরমাত্মার ভজনা করিবে,—কারণ তদীয় ভক্তের পাপ হইতে উত্তীর্ণ হয়। দর্শন, শ্রবণ, পূজা বা প্রণাম করিলে, ভগবান্ মোহিনী হস্তর লবঙ্গাগর হইতে উদ্ধার করিয়া থাকেন। শরনে, ভোজনে, জপে, লবঙ্গানে, উদানে ও বিচরণে যাঁহারা চরিতাম উচ্চারণ করেন,—তাঁহাদিগকে নিয়ত নমস্কার। বিজ্ঞভক্তদিগের কি আশ্চর্য্য ভাগ্য! যেহেতু যোগিস্বরেরও দুর্লভ মুক্তি তাঁহাদিগের করস্ব।

পূর্বকালে বজ্রধ্বজ নামে চন্দ্রবংশীয় এক বিষ্ণুভক্ত রাজা ছিলেন । তিনি ভগবানের মন্দিরে নিত্য সন্ধ্যার্জ্জুন কার্য্য ও দীপ দান করিতেন এবং তাঁহার সর্কভূতে দয়া ছিল । একদা সেই রাজা মনোহর বেনানদীর তীরে বিচিত্র কার্য্যকার্য্য শোভিত, হরিমন্দির নির্মাণ করিলেন । তথায় তিনি সন্ধ্যা সন্ধ্যার্জ্জুনে ও দীপদানে নিরত থাকিতেন, নিরত হরিগত-চিহ্নে হরিনাম, হরিকে শ্রবণ এবং হরিভক্ত জনের উপর লীতি করিতেন । বীত-হোত্র নামে তাঁহার পুরোহিত চন্দ্রীয় চরিত্র দর্শনে বিস্মিত হইলেন । একদা বেদ-বেদাঙ্গ পারদ বীতহোত্র বিষ্ণু-পরায়ণ রাজাকে উপবিষ্ট দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,— “হে ভদ্রত-বংশাবতঃস পরম ধার্ম্মিক চরিত্র রাজন্ ! তুমি বিষ্ণুভক্ত্যগ্ৰাণী হইলেও কেন নিত্য সন্ধ্যার্জ্জুন ও দীপদানে রত, তাহা বল,—ইহার ফল কি জানিতে পারিয়াছ ? হে মহাভাগ ! তৈল ও বর্জিত সম্পাদনে এবং গৃহসন্ধ্যার্জ্জুনে তুমি সদাই উদ্যোগী ; ইহা ভিন্ন বিষ্ণুর অনেক প্রিয়তম কার্য্য আছে, তথাপি তুমি ইহাতেই সতত উদ্যত কেন ? বোধ করি, ইহাতে মহাপুণ্য আছে—তুমি সর্কভো-ভাবে জানিয়া থাকিলে । যদি রহস্য মাত্র ও আমার প্রতি জীতি থাকে, তবে বল ।” পুরোহিতের এই বাক্য শুনিয়া তখন রাজমহম্মদ মন্দিরে কৃতাজলিপুটে বলিলেন,— “হে দ্বিজপুত্র ! আমারই পূর্ব চরিত্র বলিতেছি, শ্রবণ করুন । আমি আভিষেক করিয়া অরণ হইতেছি ; ইহা প্রোত্বর্গের অতীব বিস্ময় জনক । পূর্বে স্বাভোচিস মদন্তরে সত্যযুগে রৈবত নামে একজন ব্রাহ্মণ ছিল । সে বেদ-বেদাঙ্গ-পারদর্শী হইলেও অযাজ্য-ব্রাহ্মণ, গ্রামধাত্রন অবিক্রেয়-বিক্রয়, নৈশ্চল্য ও নিষ্ঠুরতাচরণ করিত । তাঁহার এইরূপ গতি চাচরণ দেখিয়া স্বজনবর্গ তাহাকে পরিত্যাগ করিল । তখন সে অনশোচায় হইয়া অন্ন-বস্ত্রের জন্ত দেশে দেশে ভ্রমণ করিতে লাগিল । অবশেষে দুঃখ, দারিদ্র্য ও দুর্নীমতা নিবন্ধন শাম-কাম নীড়ায় নন্দ্যদ নদীর তীরে তাহার মৃত্যু হইল । তৎপরে তাহার পত্নী বক্রুমতীকে বৈরচারিণী হইতে দেখিয়া বাকবোমা পরিত্যাগ করিল । তাঁহার গর্ভে মহাপাপাচারী, ব্রহ্মবেদী, পরদার ও পরমব্যাভিচারী, প্রানিহিন্দক, মদাপায়ী, নিন্দক, নিশুন, মর্গরোধক এবং পশু-পক্ষি-মূষাদি জীবের কালাত্মক সদৃশ দলকুহু নামে চাঞ্চাল হইয়া আমি জন্মিয়াছিলাম । তখন আমি অসংখ্য গৌ ব্রাহ্মণ যুগ-পক্ষী বধ করিয়াছি ও স্রুমেক্রমাণ বহু সূবর্ণ হরণ করিয়াছি । একদা আমি কামনন্ত হইয়া পরদার সহিত রতিকামনার রাত্রিকালে পূজাদি বিসর্জিত এক বিষ্ণুমন্দিরে গিয়াছিলাম । হে ব্রহ্মন্ ! তথায় নিজ উপভোগার্থ শয়ন করিতে গিয়া বস্ত্রের প্রান্তভাগ দ্বারা কতক স্থানের ধূলি মার্জ্জনা করিয়াছিলাম । সেখানে যত ধূলিকণা মার্জ্জিত হইয়াছিল, তৎক্ষণাৎ ততক্ষণের পাপ ক্ষয় প্রাপ্ত হইল । হে বিজোত্তম ! আর প্রত্যর্থে প্রদীপ স্থানন করায় আমার দাবতীয় পাপ সম্পূর্ণরূপে ক্ষয় হইল । ইত্যবসরে নগরদক্ষিণে তথায় আমি তাৎক্ষণিক বোনে আমাদিগের উভয়কে বধ করিল । আমি তৎক্ষণাৎ সেই নারীর সহিত সর্কভোগ-নমরিত দিব্যবিমানে আরোহণ করিয়া বিষ্ণুলোকে গমন করিলাম । তথায় ব্রহ্মার সম্পূর্ণ শতকল্প থাকিয়া ব্রহ্মলোকে আমার ততকাল অবস্থান করিলাম । পরে দিব্যভোগ সহকারে তাবৎ কাল সর্গে অবস্থান করিয়া অদৃষ্টকালে সেই পুণ্যপ্রভাবে

একদেবে মর্ত্যলোকে যত্ববংশে উপর হইয়াছি এবং মিকটকে-রাজ্য ও সম্পদ ভোগ করিতেছি । হে ব্রাহ্মণ ! বার্ষিক সম্ভার্জনা ও দীপদান করিয়া যখন এবং বিধ শ্রেয়োলাভ করিয়াছি, তখন না জানি, যাহারা ভক্তিপূৰ্ণক করে, তাহাদিগের কি ফল লাভ হইয়া থাকে । হে মাধব ! এইজন্তই আমি জাতিগত বলিয়া পরম ভক্তসহকারে দীপদান ও সম্ভার্জনে যত্ববান আছি । যে ব্যক্তি নিঃস্পৃহ হইয়া একাকী সেই জগন্নাথের পূজা করে, সে সৰ্ব্বশাপ হইতে মুক্ত হইয়া পরম পদ প্রাপ্ত হয় । আমি যখন অনিচ্ছায় কার্য করিয়া ঐদৃশ মৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছি, তখন প্রশান্ত-ভক্তিমান লোকে সম্যক পূজা করিলে কিনা ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে ?” বিজ্ঞাতুম বীতহোত্ৱ রাজার এই বাক্য শুনিয়া অতি সন্তুষ্ট হইয়া হরিপূজাপরায়ণ হইলেন । অতএব হে ব্রাহ্মণগণ ! শ্রবণ করুন, অধিনাশী সেই ভগবান্ নারায়ণ, জ্ঞান বা অজ্ঞানপূৰ্ণক পূজিত হইলে যুক্তি প্রদান করিয়া থাকেন । যখন শরীর ক্ষণভঙ্গুর, সম্পদ অচিরস্থায়ী ও মৃত্যু নিত্য-সন্নিহিত ; তখন ধর্ম-সংগ্ৰহ গবিশেষ কর্তব্য । এই যে স্বজনবর্গ দেখিতেছ, ইহারা চিরস্থায়ী নহে ; বিভব আজ আছে, কাল নাই ; শরীরের মাশ অবশ্যস্থাবী ; অতএব হরিপূজা কর । হে মানব ! তুমি মদমত্ত হইয়া কেন বৃথা গর্ষ করিতেছ ? দেখিতেছ না যে, দেহের অপায় নিকটে ? ধনাদি ত কোন্ ছার ! সহস্রকোটি জন্ম যাহারা পুণ্য অর্জন করিয়াছে,—তাহাদিগেরই দেবদেব জনার্দিনের উপর ভক্তি-শ্রদ্ধা জন্মিয়া থাকে । গঙ্গাস্নান, অতিথিসংকার ও নিখিল যজ্ঞ—এই সমস্তই মূলভ ; কিন্তু বিষ্ণুভক্তি অতীব দুলভ । ভবান্নবে নিমগ্ন জন্মগণের পক্ষে তুলনী-সেবা, মৎসঙ্গ, হরিভক্তি ও মনুয্যজন্ম দুলভ ; সেই মনুয্যজন্ম লাভ করিয়া তোমরা বৃথা নষ্ট করিও না ;—আমি পুনঃপুনঃ বলিতেছি, সেই মহাত্মার অর্চনা কর । যদি দুল্লভ ভবমাগর তরিতে ইচ্ছা কর, তবে অতি দুলভ হরিভক্তি অবলম্বন কর ; অচিরে গোবিন্দের পূজা কর, বিলম্ব করিও না ;—দেখিতেছ না কৃতাভির মগর সন্নিহিত ? হে বিপ্রেন্দ্রগণ ! যদি যুক্তি অভিলাষ করেন, তবে সেই সর্ষকারণ জগদ্ব্যোমি নারায়ণের অর্চনা করুন । যাহারা সর্ষাধার সর্ষাবোনি সর্ষাভরণী সেই মহাত্মা প্রভুর শরণাপন্ন হয়, তাহারা নিশ্চয় কৃতকার্য হইয়া থাকে । যাহারা প্রণতার্তিহারী সেই মহাবিশ্বের অর্চনা করে, তাহারা প্রকৃত বান্ধব, পূজা ও গবিশেষ মমকারের পাত্র । যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া নিকায় বিষ্ণুভক্তবর্গকে ভোজন করায়, সে একবিংশতি পুরুষের সহিত বিষ্ণুলোকে গমন করে । যে ব্যক্তি উহাদিগকে ফল বা জল প্রদান করে, সে সাক্ষাৎ ভগবান্ হরি ; তদ্বিশেষে সন্দেহ নাই । যাহারা বিষ্ণুপূজাপরায়ণের শুশ্রূষা করে, তাহারা একবিংশতি পুরুষসহ বিষ্ণুলোকে যায় । যাহারা নিঃস্পৃহ হইয়া হরি বা হরের পূজা করে, তাহারা নিগিগ ভুবন পবিত্র করিয়া থাকে । যে গৃহে চরিতপূজাপরায়ণ ব্যক্তি বাস করে, তথায় সমস্ত দেবতা ও স্বয়ং হরি লক্ষ্মীসহ অবস্থান করেন । যাহার গৃহে পবিত্র তুলসীমালা বিদ্যমান আছে, তাহার নিত্য নিখিল শ্রেয়োলাভ হইয়া থাকে । শালগ্রাম-শিলারূপে সাক্ষাৎ কেশব যথায় বিরাজমান থাকেন, তথায় গ্রহগণ দ্বিগুণ ভূত বেতাল প্রভৃতির উপাভ থাকে না । শালগ্রাম-শিলা যেখানে বিদ্যমান, তাহাই তীর্থ ও উপোবন মণ্ডো গণ্য ; কারণ, তথায় ভগবান্ মধুহৃদন সন্নিহিত থাকেন । যে গৃহে তুলসী বিদ্যমান নাই ও

শালগ্রামশিলার পূজা না হইয়া থাকে, সে গৃহকে অমঙ্গলপূর্ণ স্থানানুজ্ঞা জামিবে। হে বিজগৎ! পুরাণ, স্মৃতি, মৌমাংসা, বর্ষশাস্ত্র ও মাত্ৰবেদ এই সমস্তই বিষ্ণুর যুক্তি। যাহারা ভক্তিপূৰ্ণক ভগবানকে চারিবার প্রদক্ষিণ করে, তাহারা সর্বোত্তম পরম শ্রাম প্রাপ্ত হয়। এই বিষয়ে নারদকথিত একটি পুরাতন ইতিহাস আছে,—ইহার কথনে ও শ্রবণে সৰ্বসম্পন্ন নষ্ট হইয়া থাকে। পূর্বে বৈবস্বত মন্বন্তরে ইন্দ্র ও বৃহস্পতির যে সংবাদ ঘটয়াছিল, তাহা বলিতেছি, হে বিজগৎ! শ্রবণ করুন। একদা সৰ্বভোগসম্পন্ন ইন্দ্র দেবতা ও অঙ্গরোগণে পরিবেষ্টিত হইয়া বৃহস্পতিকে বলিলেন,—“হে সৰ্বভোগদর্শী মহাভাগ বৃহস্পতি! যতী ও ব্রাহ্মকল্পে সর্গ, ইন্দ্র ও দেবগণের বৃত্তান্ত কি,—যথার্থ বলুন।” তাহা শুনিয়া বৃহস্পতি বলিলেন,—“হে শত্রু! আমি ইদানীন্তন লোক, কিছুই জানি না; পূর্বেদিনের কৃত কৰ্ম্ম অথবা ব্রহ্মার এই বর্তমান দিনের ঘটনা ও অতীত মনুর বিষয় কিছুই বলিতে পারি না। হে পুরন্দর! সুবর্ষ নামে বিখ্যাত এক ব্যক্তি আছে, তিনি সমস্ত জানেন;—চল তাঁহার কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করি।” ইন্দ্র তখন বৃহস্পতি ও দেবগণের সহিত সুবর্ষের নিকটে গমন করিলেন। বৃহস্পতির সহিত দেবরাজকে সমাগত দেখিয়া সুবর্ষ বিবিধ উপচারে যথোচিত পূজা করিলেন। ইন্দ্র তখন তদীয় সমৃদ্ধি দর্শনে মনে মনে বিস্মিত হইয়া মনিনয়ে তাঁহাকে বলিলেন,—“হে সৰ্ববর্ষজ্ঞ সুবর্ষ! তোমাকে সৰ্বসম্পন্নশালী এবং কীর্তি, ধন ও ভেজে মদপেচ্ছা অধিক দেখিতেছি; তুমি কি দান, উপস্থাপনা, যজ্ঞ বা তীর্থসেবার প্রভাবে এতাদৃশ সমৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছ? তুমি অতীত ব্রাহ্মকল্প এবং অতীত ইন্দ্র ও দেবগণের বৃত্তান্ত আমায় বল।” দেবরাজ এই কথা বলিলে পর তখন সুবর্ষ হস্ত কহত বিনয়মহকারে পূর্ববৃত্তান্ত যথাবিধি বলিতে লাগিলেন। সুবর্ষ বলিলেন,—“হে ইন্দ্র! মহত্ চারি যুগে ব্রহ্মার এক দিন; ব্রহ্মার সেই দিনে চতুর্দশ মনু ও ইন্দ্র এবং বিবিধ দেবতা পৃথক্ পৃথক্ কীর্তিত আছে। সমস্ত ইন্দ্রেরই সম্প্রদায় একরূপ এবং যে যে মনুর অন্তর, সেই সেই মনুর পুত্রেরা তৎকালে নৃপতি হন। হে শত্রু! এক্ষণে উক্ত মনু প্রভৃতির নাম বর্ণনা করিতেছি,—শ্রবণ কর। (১) স্বায়ম্ভু, (২) স্বারোচিষ, (৩) উত্তম, (৪) তামস, (৫) রৈবত, (৬) চাক্ষুস, (৭) বৈবস্বত, (৮) সূর্যাসাবর্ণি, (৯) দক্ষসাবর্ণি, (১০) ব্রহ্মসাবর্ণি, (১১) বর্ষসাবর্ণি, (১২) ক্রতুসাবর্ণি, (১৩) রৌচ্য, (১৪) ভৌতা—ইহারা চতুর্দশ মনু। ইহাদিগের অধিকার কালের দেবতা ও ইন্দ্রের নাম বলিতেছি, শুন। স্বায়ম্ভু মন্বন্তরে বাম নামে দেবতা ও শচীপতি নামে ইন্দ্র; স্বারোচিষ অন্তরে পারাবত ও তুষিভ নামে দেবতা ও বিপশ্চিৎ নামে সৰ্বসম্পত্তিশালী ইন্দ্র; তৃতীয় মন্বন্তরে সুধামা, সত্য, শিব ও প্রতর্দন নামে দেবতা ও ইন্দ্রের নাম সূর্য্যপতি; চতুর্থে দেবতার নাম সুরপ, চরিত্র, সুর ও সুরী এবং ইন্দ্রের নাম শিবি; পঞ্চমে অমিতাভ প্রভৃতি দেবতা ও ঋতু নামে ইন্দ্র; ষষ্ঠে দেবতার নাম আদ্যা প্রভৃতি ও মনোজব নামে ইন্দ্র; বৈবস্বত মন্বন্তরে আদিভা, বসু ও ক্রতু প্রভৃতি দেবতা এবং ইন্দ্রের নাম পুবন্দর; সপ্তমে সূতপা প্রভৃতি দেবতা ও বিষ্ণুপূজা-প্রভাবে বলি ইন্দ্র হন; অষ্টমে পারাবত প্রভৃতি দেবতা ও অদ্ভুত নামে ইন্দ্র; দশমে বামনাদি দেবতা ও শান্তি নামে ইন্দ্র; একাদশে বিচক্ষণ প্রভৃতি দেবতার নাম ও ইন্দ্রের নাম বৃষ; দ্বাদশে চরিত্রাদি দেবতা ও

কৃতবান্নামে ইন্দ্র ; ত্রয়োদশে সূর্য্যামা প্রভৃতি দেবতা ও দিবস্পতি নামে মহাবলশালী ইন্দ্র এবং চতুর্দশে মথুরে চাক্ষুধাদি দেবতা ও অচি নামে ইন্দ্র । এইরূপে মনু, ইন্দ্র ও দেবগণ যথাযথ বর্ণনা করিলাম । এই মনুগণ ব্রহ্মার একদিনে নিজ নিজ অধিকার ভোগ করিয়া থাকেন । ব্রহ্মার সৃষ্টিমাত্রই এইরূপ জানিবে । কতী অনেকে আছেন ; তাহাদিগের সংখ্যা কে জানিতে পারে ? আমি যখন বিষ্ণুলোকে ছিলাম, তখন অনেক ব্রহ্মা হইয়াছেন ; হে অদিতিনন্দন ! তাহাদিগের সংখ্যা বলিতে আমি অশক্ত । তৎপরে আমি স্বর্গলোকে আসিলে চারি জন মনু অতীত হইয়াছেন, আমার বিভবও অতি বিস্তৃত জানিবে । হে প্রভো ! আমি কোটিগুণ এই স্থানে থাকিব, তৎপরে কণ্ঠভূমিতে গমন করিব । হে পতিত ! আমি যে স্মৃতি করিয়াছি, তাহা বলিতেছি ; ইহার কথনে ও অবগে সমস্ত পাপ নষ্ট হইয়া যায় । হে শত্রু ! আমি দুন্দে মর্ত্যলোকে ধর্ম্মোন্মাদভোজী অতিপাণী এক গৃহী ছিলাম । একদা আমি বিষ্ণুগৃহ-প্রাচীরে উপবিষ্ট আছি, এমন সময়ে এক বাঘ আসিয়া আমার বাণস্থি করিল । আমি তৎক্ষণাৎ ভূতলে পতিত হইলাম । তখন মাংসলোভী এক কুকুর আমার মূখে করিয়া লটল । সেই কুকুর, অশ্রু কুকুর কর্তৃক অভিদ্রুত হইয়া আমার মূখে করিয়া বিষ্ণুমন্দির প্রদক্ষিণ করিয়াছিল । তাহাতেই জগদ্রয় অস্তরাক্ষা সেই বিষ্ণু আমাকে ও কুকুরকে পরম পদ প্রদান করিয়াছেন । হে দেবরাজ ! এইরূপে প্রদক্ষিণ করার যখন এই ফল, তখন মনে করিয়া দেখ, যথাবিধি প্রদক্ষিণ করিলে কি ফল হইয়া থাকে ?” মহাত্মা সূর্য্য এই কথা বলিলে পর, দেবরাজ মনে মনে শ্রীত হইয়া, হরিপূজাপরায়ণ হইলেন । অদ্যাপি সমস্ত দেবগণ ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিবার মানসে সেই অনাময় নারায়ণের অর্চনা করিয়া থাকেন । এমন কি, যাহারা ভক্তিপূরক তাহার পূজা করে, তাহাদিগকে ব্রহ্মাদি দেবগণ পূজা করিয়া থাকেন । পরিত্রাশ্রু মহাত্মা যতিদিগের নারায়ণ-স্মরণে সংসারবন্ধন কেন হইবে,—যখন তাহাদিগের সম্মিলিত গণও মুক্তিলাভ করিয়া থাকে ? যে মানবগণ নিঃসঙ্গ হইয়া প্রতিদিন নারায়ণের অর্চনা করে, তাহারা অণেষ-পাণবৃত্ত হইয়া প্রফুল্লচিত্তে বিষ্ণুর পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে । যাহারা বীতরাগ ও পরাপুর-বান্ধু হইয়া দেবদেব নারায়ণকে সন্তত স্মরণ করিয়া থাকে, তাহাদিগের আর মাহাত্ম্য পান করিতে হয় না । যাহারা হরিকথা শ্রবণ করেন ও তৎপাদপদ্মে নিবোধচিত্ত, তাহারা জগৎপাবক ; তাহাদের সঙ্গে ও আলাপে লোকে হরিবৎ পূজা হইয়া থাকে । যথার হরিপূজাপরায়ণ শুদ্ধবুদ্ধি মহাত্মারা বিরাজমান, ওষায় সমস্ত শুভ, নিম্নসামী জলের স্থায়, আসিয়া থাকে । চৈতন্যকারণ হরিই পরম বন্ধু, হরিই পরম গতি, হরিই পরম পূজ্য । হে বিচ্যেষ্ণগণ ! স্বর্গাপবর্গ-ফলদাতা নিরাময় সদানন্দ সেই হারের পূজা কর, পরম প্রয়োলাভ হইবে । যাহারা নিকাম ও শুদ্ধচিত্ত হইয়া হরির পূজা করে, তাহাদিগের প্রতি তিনি প্রসন্ন হইয়া সকল অতীষ্ট প্রদান করিয়া থাকেন । যে ব্যক্তি একান্ত্রিষ্টে এই বিষয় শ্রবণ বা পাঠ করে, সে অখমেধের ফল প্রাপ্ত হয় । হে বিজগৎ ! হরিপূজার যে ফল, তাহা সংক্ষেপে ও বিস্তারে বলিলাম, এক্ষণে আর কি বলিতে হইবে, বানু ।

অষ্টোত্রংশ তথ্যায় ।

ঋষিগণ কহিলেন,—হে তত্ত্বার্থদর্শী সূত ! আগনি সমস্তই বলিলেন, এক্ষণে চতুর্থগের
 স্থিতি-লক্ষণ-অবণে কোতুল হইতেছে । সূত কহিলেন,—হে মহাশক্তি লোকোপ-
 কারী ঋষিগণ ! সাধু ! সাধু ! সর্বলোকের উপকারক যুগবর্ষ বলিতেছি, অবণ করুন । এই
 বর্ষ কোন সময়ে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, কোন সময়ে বা বিলুপ্ত হইয়া থাকে । সত্য, ত্রেতা,
 দ্বাপর ও কলি এই চারি যুগ । হে সাধুতমগণ ! দেবপরিমিত স্বাদশ সহস্র বৎসরে এক
 মহাযুগ হয় ; তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন, সত্যাদি যুগ সকল, অমৃতপ মক্ষা ও নক্যাশ-
 যুক্ত । প্রথমে সত্য, পরে ত্রেতা, তৎপরে দ্বাপর ও শেষে কলিযুগ । হে বিপ্রগণ !
 সত্যযুগে, কি দেব, কি দানব, কি গন্ধর্ষ, কি যক্ষ, কি রাক্ষস ও কি মানব, সকল
 সকলেই দেবসম, জ্ঞানিবেশ । তৎকালে সকলেই স্তুষ্ট ও ধ্যানিত এবং ক্রম বিক্রম বা
 বেদ বিভাগ নাই । ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র চহারা সকলেই স্ব স্ব কৃত্তবা পালনে
 তৎপর, নারায়ণ-পরায়ণ, তপস্বী ও ধ্যান-নিরত, কামাদিদোষণশূন্য, শমাদিগুণে ভূষিত,
 অমৃতা ও দন্ত বিহীন, আশ্রমোচিত কাযানুষ্ঠানে নিযুক্ত ও নতাবাদী । ব্রাহ্মণাদি
 বর্ণত্রয়, ব্রহ্মচর্যাди চারি প্রকার আশ্রমবর্ষ-প্রতিপালক, বেদাধ্যয়নে আদৃত ও মঙ্গলপ্রকার
 শাস্ত্রার্থপারগ এবং নিকাম ভাবে আশ্রমোচিত কাযের যথাকালে অমূল্য হেতু সকলেই
 পরম গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে । ঐ সত্যযুগে ভগবান্ নারায়ণ স্মিন্মল ও সুবর্ণ । সম্ভ্রান্ত
 ত্রেতাযুগের বিষয় বর্ণন করিতেছি একাত্ম চন্দ্রে প্রণ করুন । হে বিদুষ পুত্রগণ ! ত্রেতার
 বর্ষ পাদহীন ও নারায়ণ লোহিতবর্ণ হন এবং সমুদয় মানবগণ কিঞ্চিৎ কেশাশ্রিত, ক্রিয়া
 যোগরত, যজ্ঞানুষ্ঠানে তৎপর । সত্যব্রত, ধ্যাননিরত আর দাম ও প্রতিগ্রহ পরায়ণ হইয়া
 থাকে । মুনিবর সকল ! দ্বাপরযুগে বর্ষ বিপাদহীন ও ভগবান্ হরি দান্তবর্ণ হইয়া থাকেন ।
 ঐকালে বেদ বিভক্ত হয় এবং কোন কোন ব্যক্তিকে অগত্য-পরায়ণ দেখা যায় । ব্রাহ্মণাদি
 বর্ণচতুষ্টয়, কিঞ্চিৎ রোগদোষাদি-দোষে দূষিত হয় । কোন কোন বিপ্র বর্ষ জন্মভোগাদি, কেচ
 কেহ ধনাদিপ্রাপ্তি-কামনার এবং কোন কোন বিপ্র বা কোনরূপ পাপ-কাযের নিবৃত্তি
 জন্ত যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া থাকেন । হে বিপ্রসন্তম মুনিবর্গগণ ! দ্বাপরযুগে বর্ষ ও অবর্ষ
 উভয়ই প্রবর্তমান থাকে । প্রজাগণ অবশুপ্রভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং কেহ কেহ আশ্রয়
 অন্নাযুঃ হইয়া থাকে । তৎকালে কোন কোন ব্যক্তি, পুণ্যানুষ্ঠানে নিরত মানবগণকে
 দেখিয়া সন্তত অমৃতা প্রকাশ করে । এক্ষণে কলিবর্ষ বলিতেছি, সুসমাধিত চিত্তে অবণ
 করুন । উক্ত তমোভূতময় কলিযুগ উপস্থিত হইলে বহু ত্রিদাদহীন এবং নারায়ণ
 কৃষ্ণবর্ণ হন । কদাচিত্ত কোন বর্ষাক্ষা, দান বা যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া থাকেন এবং কদাচিত্ত
 কেহ কর্মযোগে নিরত হন । কলিকালে কোন ব্যক্তিকে বর্ষরত দেখিলে সকলে অমৃতা
 প্রকাশ করিয়া থাকে । ঐ সময় ব্রতচরণ, দান ও যজ্ঞাদি সকল বিনষ্ট হয় এবং অবশেষে
 প্রাকৃতিক হেতু দৈবাদি উপদ্রব সকল প্রাকুর্ভূত হইয়া থাকে । কলিযুগে নিখিল ব্যক্তি,
 অমৃতাপরায়ণ ও দন্তাচারনিরত এবং সমুদয় প্রজাই অন্নাযুঃ হইবে । ঋষিগণ কহিলেন,—

হে মুনে! আপনি ত সংক্ষেপে সমুদয় গুণবর্ণ্য কীৰ্ত্তন করিলেন; সস্তাতি বিস্তাররূপে কলি-
বর্ণ্য বর্ণন করুন। হে মুনিগণ! আপনি অখিল বেদবিদগণের অঙ্গীকরণ, অভ্যাস বলুন,—
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, চৈতন্যদিগের কি প্রকার আহার ও কি প্রকার আচরণ হইবে?
স্মৃত করিলেন,—হে মুনিগণ! পূর্বে দেবসি নারদ, মুনিবর মনস্কুমারকে এবিষয় যে রূপে
কহিয়াছিলেন, আমি তাহা বলিতেছি, আপনারা সকলে শ্রবণ করুন। ভগবান্ তরি কৃষ্ণবর্ণ
হইলে সমুদয় বর্ণ্যই বিনষ্ট হইয়া থাকে, এইজন্ত কলিকাল অতি ভয়ঙ্কর; উহাতে সর্ববিধ
পাপই সাধিত হয়। যোর কলিযুগ উপস্থিত হইলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র সকলেই
বর্ণ্য-পরাজুঁষ এবং নিখিল বিজগৎই বেদহারা বিরত হইয়া থাকে। ঐ সময় সমুদয় মানব,
ব্যাধবৃদ্ধিনিরত, দস্তাচারপরায়ণ, লোভপরতন, কৃতন ও ভণ্ড। সেইজন্ত, কলিযুগে সকলেই
অস্বাস্থ্য হইবে এবং ধায়া অস্বাস্থ্য প্রযুক্তই সম্যক বেদ গ্রহণে অসারকতা ঘটিবে; স্মৃতরাং
বিদ্যাগ্রহণের অভাব নিবন্ধন অধর্ম প্রযুক্ত হওয়ার পাপনিরত সমুদয় প্রজা কনিষ্ঠক্রমে
কালকবলে পতিত হইতে থাকিবে। কলিযুগে ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয় পরস্পর-সঙ্ঘর্ষ, কাম-
কোষপরায়ণ, জ্ঞানশূন্য, বৃথা অহঙ্কারে অভিভূত, পরস্পর বৈরাচরণে আসক্ত এবং পরধন-
গ্রহণে লোলুপ হইবে। ঐ সময়ে কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, সকলেই বর্ণ্যপরাজুঁষ,
অস্বাস্থ্য, তপস্শ্রা ও সত্য-বিবর্জিত এবং সমুদয় লোকই দয়াদাগিনীশূন্য হইবে। (উত্তম
লোকে রা নীচতা এবং নীচলোক সকল উত্তমতা লাভ করিবে।) কলিকালের ভূপতিগণ,
ধনসংগ্রহে নিরত, লোভপরায়ণ, বর্ণ্যবিক্রমসকারী এবং বাহিরে বর্ণ্যকণ্ঠকে আবৃত্ত
হইবে। সমগ্রকার অধর্মসঙ্কুল এই যোর কলিযুগে সাহার বহুল রথ, তুরঙ্গ ও মাতঙ্গ
থাকিবে, তাহাকেই সকলে রাজা বলিবে। বিজাতিগণ, শূদ্রের দাসত্ব করিবে। পতিগণ
বর্ণ্যপত্নীতে আসক্ত না হইয়া উপপত্নীতে উপগত থাকিবে। পুত্রেরা পিতাকে, শিষ্য সকল
গুরুকে এবং বমিতাগণ পাতিকে ঘেব করিবে। সমুদয় বিজগৎ দুর্কর্মশালী, লোভাক্রান্ত-
চিত্ত এবং সত্তত পরানলোলুপ হইবে। নিখিল মানব পরস্পরনিরত ও পরস্পরহরণে
আসক্ত থাকিবে। সকলেই মৎস্যামিব ভোজন, অজা ও মেঘ দোহন এবং অমুরাপাংশ
হইয়া বর্ণ্যপরায়ণ, ব্যক্তিকে উপহাস করিবে। কলিযুগে মামবগণ মদীতীরে ভূমি-কর্ষণ-
পূর্বক ধানাদি রোপণ করিবে এবং ব্যক্তিদির ফলও অল্প পরিমাণে জন্মাইবে। যোষিদ্-
গণ বৈশ্যদিগের স্ত্রায় অঙ্গমোষ্ঠন ও আচরণে অনুরাগবতী এবং স্বীয় স্বীয় স্বামীর প্রতি
বর্ণ্যবিক্রমচারিণী হইবে। বিজগৎ প্রায়ই কৃপণ, বন্ধু, গাধু ও বিধবাদিগের বিস্ত্র অপহরণ
করিবে। ব্রাহ্মণেরা হেতুবাদে হতজ্ঞান হইয়া বেদের নিন্দা করত কোনরূপ ব্রতচরণ,
বাগযজ্ঞ ও অগ্নিতে আহুতিদানে বিরত থাকিবে। বিজগৎ কেবলমাত্র দস্তার্থ পিতৃ-
ব্রজাদিকার্যের অনুষ্ঠান করিবে। নিখিল মানবই অপাত্রে দাম এবং দুষ্কর্মকর নিমিত্ত
গোপণকে আদর করিবে। বিপ্রগণ আম-শৌচাদি কার্যানুষ্ঠানে পরাজুঁষ থাকিবে এবং
অকালে বর্ণ্যপরায়ণ, কটুযুক্তিবিশারদ ও বেদ-ব্রাহ্মগণসংগের নিন্দার নিরত হইবে। বিধু-
ভক্ত ব্যক্তি কাহারও গ্লিয়পাত্র হইবে না। কাহাকেও দেবপূজার আসক্ত দেখিলে সকলেই
তাহাকে উপহাস করিবে। হে বিশেষজ্ঞগণ! কলিযুগে রাজকিন্ধরেরা ধনের জন্ত বিজ-
গণকে বন্ধন ও প্রহার করিবে। বিজগৎ দাম, যজ্ঞ ও জপাদি কার্যের কল বিক্রয় এবং

চতানাতির নিকটেও প্রতিগ্রহ করিবে। কলির প্রথমার্শেই মানবগণ হরিনিন্দা করিতে থাকিবে এবং শেবাবস্থায় কেহই হরিনাম শ্রবণ করিবে না। কলিযুগে বিক্রমণ শূদ্রা দ্বী ও বিধবা-সহবাসে এবং শূদ্রার-ভোজনে নিরত থাকিবে। পামলগণ যুক্তিযুক্ত কুহকবাক্য বলিয়া চাতি প্রকার আশ্রমীর নিন্দা করিবে। অধম শূদ্রগণ সন্ন্যাসচিহ্ন বারণ করত বিজগণের শুশ্রূষা ও স্বধর্ম প্রতিপালন করিবে না এবং কলিযুক্তিদানে পানদর্শী হইয়া ধর্মকথা কীর্তন করিবে। তাহারাদ্বারা, কলুষিতান্তঃকরণ, প্রবলিত, পরপক্ষারভোজী, উৎকোচজীবী, ঘোর পাপাচরণে নিরত ও পামল হইবে এবং কাপালিক-ভিক্ষুকবৃত্তি অবলম্বন করিবে। হে বিজয়মত্তমগণ! কলিকালে সন্ন্যাস-চিহ্নধারী শূদ্রগণই ধর্মভাগী বিজগণের ধর্মোপদেষ্টা হইবে। হে বিপ্রমত্তমগণ! কলিযুগে এতদ্ভিন্ন মনুষ্যগণ বহুতর ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যও পামল হইবে। কলিযুগ উপস্থিত হইলে বিক্রমণ বেদপাঠ ও দেবার্চনে পরাশ্রয় হইয়া শূদ্রমার্গপ্রবৃত্ত ও গীতবানাপরায়ণ হইবে। কলিযুগে সকলেই অল্পবিক্র, রূপা অহম্যাবস্থিত ও রূপাচিহ্নধারী হইয়া, পরদ্রব্য অপচরণ নাভীত কখন কাহারে দান করিবে না; সতত সকলেই প্রতিগ্রহপরায়ণ, ভগবতের অনিষ্টেকরকাব্যো প্রবৃত্ত, আত্ম-শ্লাঘা, মিত্রত, পরনিন্দার আনন্দচিত্ত, বিধামণীন, দেব ও বিজগণের প্রতি অসম্মানকারী, কুংকিতবাদী এবং বহুলোকের ঘেণক হইবে। তৎকালে মানবগণের পরমান্ব পরিমাণ বোড়শবর্ষ, অনন্তর তাহার প্রাণত্যাগ করিবে। পদম বা মণিবর্ষেই কল্যাণে প্রবেশ করিতে থাকিবে এবং প্রায় সকলেই মনুষ্য কিংবা অষ্টম বর্গেই পরলোক গমন করিবে। কলিযুগে মিথিল মনুষ্যই স্বধর্মভাগী, বল, কৃত্তর, মর্যাদাবিহীন, খাচক, পরাপমান নিরত, আপনার প্রশংসাবাদে তৎপর এবং সর্বদা পরস্ব-অপচরণের উপায়-চিন্তায় নিমগ্ন হইবে। অতি আমনের সহিত পরগৃহে ভোজন, পরনিন্দা, পরের প্রতি রূপা মিথ্যাপবাদ, পিতা বাতা ও পুত্রের নিন্দা, বাক্যে ধর্মপ্রকাশ ও মনে মনে পাপচিন্তা করিবে। সর্বদা ব্যানি, তন্তর, দুর্ভিক্ষ ও নানা প্রকার দুঃখে প্রসিদ্ধি, বিদ্যা ধন ও বৌদ্ধ-মদে মত্ত এবং কপটাচারী হইবে। দুঃস্বপ্ন বিচার না করিয়াই অপকে ঘেম এবং সর্ব প্রযুক্তে সন্দেহ গোপন করিবে। পাপিষ্ঠ নরায়ণ সকল সমাক্রমে সৌর কপটতা বিচার এবং ধর্মপথ-প্রবর্তক বা ধর্মকার্যনিরত ব্যক্তি কে রূপা তিরস্কার করিতেও ক্ষান্ত থাকিবে না। কলিযুগ উপস্থিত হইলে সমুদয় মানব স্বেচ্ছাচারী, ত্রৈলোক্য রাজা, শূদ্রগণ ভিক্ষারিত এবং বিক্রমণ শূদ্রগণের শুশ্রূষাপরায়ণ হইবে। কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, কি শূদ্র এবং কি অন্ত জাতি, সকলেই অত্যন্ত কামাসক্ত হইয়া পরস্পর পরস্পরের পত্নীতে মস্তান উৎপাদন করিবে। তাহাদিগের শিষ্য, গুরু, পুত্র, পিতা এবং ভায়া না পতি কিছুই বিবেচনা থাকিবে না। কলিযুগে বনাট্য-ব্যক্তিগণও খাচক হইবে। বিজাতি সকল মুনিসেব সাধন-পূর্বক উপরে ধর্মের ভান করত রমাদি অ-পণ্যবস্তুর বিক্রয়, বেদ ও ধর্মশাস্ত্রের নিন্দা এবং শূদ্রবৃত্তি অবলম্বনে জীবিকা নিরূপ করিয়া পরিণামে নরকে বাস করিবে। মিথিল মানবই ক্ষুণ্ণ ও প্রনাবৃত্তিভয়ে কাতর হইয়া সতত আকাশপানে চাটয়া থাকিবে। উপস্থিদিগের ভায় কন্দ পত্র ও কলমাত্র আহার করিবে; অধিক কি, মনাদ্রোদিত্তে সিদ্ধি হইয়া আত্ম-বাতী হইবে। কলিকালে সকলেই কামার্চ, ধর্মাকৃতি, বহুভোজী, অল্পভাগা অথচ

বহু সন্তানপুত্র, শূদ্রস্বামী-পোষণপত্র-বেশা, সৌন্দর্য্যলোলুপ এবং বেদবাক্যে অমানবপূৰ্ণক
সত্ত্ব কেবলমাত্র নিজ গৃহকার্য্যে তৎপর হইবে। কলিকাল উপস্থিত হইলে কুল-
কামিনীগণ হুঃশীলা, দুঃশীলা, দুঃশীলা, পুরুষের প্রতি সৰ্ব্বদা অনুরাগবতী, মিথ্যা ও কঠোরভাবিণী,
দেহসংস্কার-বর্জিতা এবং বহুভাবিণী হইয়া স্বামীর প্রতি অসদাচরণ করিবে। অধিকাংশ
মানব নৌরাদিভয়ে ভীত হইয়া নগর, গ্রাম ও প্রাকারোপরি কাষ্ঠময় ময় মকল নির্মাণ
করিবে এবং দুর্ভিক্ষ ও রাজস্ব পৌড়িত হইয়া হুঃখিতাক্তঃকরণে যে দেশে প্রচুর পরিমাণে
গোধূম, ঘব ও ধাতাদি উপলব্ধ হয়, সেই দেশে গমন করিবে। সকলেই স্তম্ভ মধ্য স্বীয়
চরিত্রমস্তি গোপন রাখিয়া মৌনিক মিষ্টবাক্য প্রয়োগ এবং বাবৎকাল না নিজ কার্য্যমিস্তি
চয়, ভাবৎকাল পর্য্যন্ত অপরের সহিত বন্ধুত্ব করিবে। ভিক্ষারূপে প্রবলত্বন করিয়াও
মিত্রাদি স্নেহ ও সৎসঙ্গে আবদ্ধ থাকিবে এবং খাদ্যদ্রব্যে সৎসংস্কার শিখা করিবে।
সৎকালে নারীগণ উভয় চক্ষু শিরঃকণ্ঠন করিতে করিতে স্বামী ও কুলজনদিগকে
ভ্রমণনা এবং ভাড়াদিগের আত্মা অবহেলা করিবে; বিজগণ পাপজালে ভুজিত ও পাপ-
হইয়াই নিরত হইয়া অদ্বিতীয় আত্মা দান এবং দেবপূজা রিভাগ করিবে;—পণ্ডিত
পণ্ডের অনুমান করিতে হইবে যে, সেই সময়ই প্রবল কলি।) তৎকালে অধর্ম্মের বৃদ্ধি
ও বাল্য-মৃত্যু উপস্থিত হইবে। এইরূপে ক্রমে সৰ্ব্বদা বিলুপ্ত হইলে, জগতের আর শ্রী
থাকিবে না। যে বিজগণমগণ! এই ত আমি কলির স্বরূপ কীর্ত্তন করিলাম, কিন্তু
কলি চরিত্র-পরায়ণ ব্যক্তিদিগের কোন প্রকার অনিষ্ট করিতে সক্ষম হইবে না।
জ্ঞানিগণ সত্যযুগে উপাস্তা, ত্রেতাযুগে ধ্যান, দ্বাপরে জ্ঞান এবং কলিতে কেবল দানই
পরম ধর্ম্ম বলিয়া থাকেন। সত্যকালে দশবর্ষে, ত্রেতাযুগে একবর্ষে এবং দ্বাপরে এক
মাসে যে পুণ্যফল লাভ করা যায়, কলিকালে একদিনেই সেই ফল লব্ধ হয়। সত্য-
যুগে ধ্যান, ত্রেতাযুগে সন্তোষ এবং দ্বাপরযুগে অর্চনা করিয়া যাদৃশ ফলভাগী হওয়া যায়,
কলিকালে একবার মাত্র হরিণাম করিতে পারিলে, সেই ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে
সকল মানব একদিন দিব্যাত্ম হরিণাম সংকীৰ্ত্তন ও হরিপূজা করে, তাহাদিগের
কলভয় থাকে না। যাহারা সৰ্ব্বদা “নমো নারায়ণায়” এইরূপ কীর্ত্তন করে, তাহারা
নিকাশই হউক আর সন্ধ্যাই হউক, কলি তাহাদিগের কোনরূপ বাধা উপাদান করিতে
সমর্থ নহে। হে বিজগণ! ঘোর-কলিযুগে যে সকল মানব হরিণামে আসক্ত, তাহারা
কৃতকৃত্য হইয়া থাকে; তাহাদিগের কলভয় থাকে না এবং যাহারা শিবনাম-পরায়ণ
ও শিব-পূজায় নিরত, ঘোর কলিযুগে তাহারা শিবভূজা। ভীষণ কলিযুগ উপস্থিত
হইলে, নিম্নলিখিত জগতের আধার, পরমাত্মস্বরূপ বিষ্ণুকে ধ্যান করিলে, মানবকে আর
অবসন্ন হইতে হয় না। যে ব্যক্তি—সকলের পরমার্থ, নিম্নলিখিত জগতের আধিকারণ,
ভক্তগণের আশ্রয়দাতা ভগবান্ গোবিন্দের শরণাগত হইতে পারে, সে কখন অবসাদ-
গ্রস্ত হয় না। হে বিজগণ! ভগবান্ হরি অক্লান্ত মানবগণের অখিল পাপরাশি দূর
করিয়া থাকেন; যে মানব সেই অজয় আদিদেব ভগবান্কে ধ্যান করে, সে কখন অবসন্ন
হয় না। সৎসংস্কার-বর্জিত ঘোর কলিযুগে যে সকল ব্যক্তি একবার মাত্র হরির অর্চনা
করে, তাহারা বহাভাগাবান্। কলিতে বেদবিহিত বাবতীয় কৰ্ম্মকলেরই অস্তিত্ব যুগ

অপেক্ষা ভারতম্য আছে,—কেবল মাত্র হরি-অরণই সম্পূর্ণ ফলদায়ক । যাচারী নিত্য 'হে হরে ! মোবিন্দ ! কেশব ! বাসুদেব ! তে জগন্ময় !' কিংবা 'হে শিব ! হে নীলকণ্ঠ ! হে ক্রদ্রেশ ! জিলোচন !' এইরূপ উচ্চারণ করে, তাহাদিগকে কলি কোনরূপ ক্রেশদাম করিতে পারে না । যে মানবগণ 'হে মহাদেব ! বিরূপাক্ষ ! গঙ্গাধর ! হে মূড় ! অবাস্য !' এবং 'হে জনার্দন ! জগন্নাথ ! হে শীতাম্বরধর ! অচ্যুত !' মতত এবং বিধ কীৰ্ত্তন করে, তাহারী নিঃসন্দেহ কৃতার্থ হইয়া থাকে । সংসারী ব্যক্তিগণ পুত্র, পত্নী ও ধনাদি প্রাপ্ত হইতে পারে বটে, কিন্তু ঘোর-কলিযুগে হরি-ভক্তি তাহাদিগের অতি দুঃখাপ্য । সনৎ-কুমার কহিলেন,—“হে কারুণ্যবারিণে ! মহাভাগ ! আপনি যথার্থই বলিয়াছেন, হে বদভাবের বিশেষজ্ঞ ! তথাপি আমি পুনরায় শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি । হে মুনিশাসন ! আপনি পূর্বেই বলিয়াছেন যে, যাহারা বেদনিদ্দক ও বর্ণের প্রতি সম্যক্ অন্ধাবিহীন, তাহারাই পাবণ এবং অর্থনিরত ব্যক্তিদিগের নরকবাতনার বিষয়ও উল্লেখ করিয়াছেন ; অতএব বেদমার্গ-বহিষ্কৃত ঘোর-কলিযুগ উপস্থিত হইলে, যখন সমুদয় ব্যক্তিই পাপ-নিরত ও পাবণ হইবে—কথিত আছে, তখন হে ব্রহ্মন্ ! সেই সকল চিত্তশুদ্ধি-বিহীন জনগণের কি প্রকারে নিষ্কৃতি হইবে ? হে মাধুঘর ! চিত্ত-শুদ্ধির অভাব হেতু রাজগণদিগ স্ব স্ব কায়া ও মিত্র হইবে না, সুতরাং তাহাদিগরই বা কিরূপে মক্কাতি হইবে ?” নারদ কহিলেন,—“হে মহাপ্রাজ্ঞ ! উত্তম বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছ । তুমি জনগণের প্রতি পরম দয়াবান্ ; এজন্ত আমি তাহাদিগের নিষ্কৃতির উপায় বলিতেছি, সম্যক্ একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর । নিবিল বর্ণ্য-শাস্ত্রে যাহা সুনিরূপিত হইয়াছে এবং যাহা সকললোকের উপকারক, আমি সেই শুদ্ধ হইতেও শুদ্ধতর বিষয় প্রকাশ করিতেছি । হাবর-জন্মমাক এই সমুদয় জগৎই দৈবাধীম, সুতরাং দৈবকর্তৃক যেকোন প্রেরিত হয়, সেইরূপই ঘটয়া থাকে । মানবগণ যথাসক্তি বেদ-বিহিত সমুদয় কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়া, একমনে বিষ্ণুকে অরণ করত, তাহাতেই কর্মফল অর্পণ করিবে । পরমাত্মা মহাবিশুতে কর্ম সকল সমর্পিত হইলে, হরি-অরণ মাতে সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে । ঘোর-কলিযুগে হরিই পরম গতি এবং হরিভক্তিই মহাবিপদবারণ । হরিভক্তি-পরায়ণ মানবগণের পাপ-বন্ধন থাকে না । হে দ্বিজগণ ! হরি-অরণ-নিষ্ঠ কিংবা শিবনামরত জীবগণের মতা মতাই সমস্ত কর্ম সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে । হরিভক্তি-পরায়ণ মানবগণের কি অভাদৃষ্টে ! অগ্ন আত্ম অধিক কি কহিব, সুরগণও তাহাদিগকে পূজা করিয়া থাকেন । গেহৈজগ্ন আমি যাহা সমুদয় লোকে হিতজনক, তাহাই বলিতেছি । যে সকল মানব হরিনামায়ুতপানে আসক্ত, কলি তাহাদিগের কিছুতে করিতে পারে না । নত্যা মতা হরিনামই আমার জীবন এবং কলিকালে হরিনাম ভিন্ন আর গতি নাই । মুনিবর সনৎকুমার, মহাক্স নারদ কর্তৃক এইরূপ সম্যক্ প্রবোধিত হইয়া মতা মতাই পরম গতি লাভ করিলেন ; অতএব হে বিশেষজ্ঞগণ ! অদীম বাক্য এবং ককম, তাহাদিগের চিত্ত মতত হরি-পরায়ণ, তাহারী পরম স্থান প্রাপ্ত হয়, আর তাহাদিগের পতন হয় না । ঘোর-কলিযুগ উপস্থিত হইলে, যাহারা হরিনাম-পরায়ণ, তাহারাও সমস্তদাপ মুক্ত হইয়া পরম গতি প্রাপ্ত হইবে । হে গতিভগণ ! শিবপূজক এবং হরিপূজকের কোন নিম্নদেশই ন্যূনতমিহিত নাই,

মৰ্জিতই উভয়ে সমাম । কলিযুগে যাঁহারা একবারও চরিত্রায় কীৰ্ত্তন করেন, তাঁহারাষ্ট
কৃতার্থ ; তাঁহাদিগকে মিডা বার বার নমস্কার করি । নারদ, সমৎকুমার কবির নিকট
যে বৃহস্পতি নামক পুরাণ কীৰ্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা এই আমি আপনাদিগকে
বলিলাম । এই পুরাণ পবিত্র, মৰ্জ্জুঃখপহারক, মৰ্জ্জপাপবিনাশক এবং নিখিল
যজ্ঞফল ও নিখিল পুণ্যফললাভ ইহা হইতে হয় । যে পণ্ডিতগণ, এই পুরাণের এক
শ্লোক বা শ্লোকার্দ্ধও পাঠ করেন, পাপজন্মিত দুর্গতি তাঁহাদের কদাচ হয় না ।
হে বিজগণ ! যে পণ্ডিত-প্রবরেরা একবারও এই প্রবের এক অধ্যায় পাঠ করেন,
তাঁহারা জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ করেন । মৰ্জ্জকামপ্রদ এই পুরাণ যাঁহারা
ভক্তি-সহকারে পাঠ বা শ্রবণ করেন ও তৎফল ত্রিকূলে অর্পণ করেন, তাঁহাদের পুণ্যফল
শ্রবণ করুন ;—তৎকরণে শতজন্মার্জিত-পাপ-মুক্ত হইয়া যথাসময়ে সহস্র কুলের সহিত
পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । যাঁহারা প্রত্যহ তন্ময় হইয়া হরিকথা শ্রবণ করেন,
তাঁহাদের ভীর্ণ, দান, উপাশ্রা বা যজ্ঞে প্রয়োজন কি ? যাঁহারা প্রত্যহ হরি-গুণানুবাদ
শ্রবণ করেন, তাঁহাদের পুত্র, মিত্র, ক্ষেত্র, কলত্র, ভৃত্য বা বান্ধবে প্রয়োজন কি ?
আরোগ্যকর, দুঃখবিনাশক এই বস্তু পুরাণ গৃহে লিখিত হইয়া তাহাদের গৃহে
থাকে, তাহাদের পুণ্যফল শ্রবণ করুন ;—ভূত বেতলাদি দুষ্ট প্রেত ভদ্রায় বাধাদানে
সমর্থ হয় না এবং প্রতিদিন বিবিধ মঙ্গল হইতে থাকে । অগ্নিশিখা বা চৌরাদিভীতিও
থাকে না । কুটুম্বপোষণরত ব্রাহ্মণকে সহস্র কোটি গোদান করিলে যে ফল হয়, এই
পুরাণের এক অধ্যায় পাঠে তাহা পাওয়া যায় । শত বার গঙ্গাস্নান এবং শত বার
জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞের ফললাভ, দশ অধ্যায় পড়িলে হয় । বিষ্ণুপুরাণ হইয়া যে ব্যক্তি
এই শাস্ত্র পাঠ বা শ্রবণ করেন, তাঁহার পুণ্যফল বলিতেছি, একাধিচিন্তে শ্রবণ করুন ;—
তৎকরণে শতজন্মার্জিত পাপমুক্তি হয় এবং দেহান্তে শতবংশ সমভিব্যাহারে তাঁহার
মুক্তি লাভ হয় । যে ব্যক্তি প্রত্যহ প্রাতঃকালে উঠিয়া এই পুরাণের বিংশতিশ্লোক
পাঠ করে, তাঁহার প্রতিদিন জ্যোতিষ্টোম-যজ্ঞফল ও গঙ্গাস্নানফল লাভ হয় । এই পবিত্র
পুরাণ দূরচারদিগকে বলিবে না । নীচামনে বসিয়া সকলেরই এই পুরাণ শ্রবণ
করিতে হয় । এই পুরাণ শ্রবণ ইহ-পরকালে সুখদায়ক । এই পুরাণ কীৰ্ত্তন বা শ্রবণ
করিলে তৎকরণে পাপ দূর হয় । যাঁহারা দত্ত বশতঃ বা মোহ বশতঃ এই উত্তম পুরাণ
শ্রবণ করে, সে সকল ব্যক্তিও পাপমুক্ত হইয়া পরম সতি প্রাপ্ত হয় ।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৮ ॥

বৃহস্পতিপুরাণ সমাপ্ত ।

॥ ৐ঃ ॥





কলিকাতা, বিজয়া বটিকা কার্য্যালয়ে



এ মহোষধ প্রাপ্য ।

ইহা কু মালসা নহে, তবে মালসা নাম না দিলে লোকে ইহার জগাবলীর বিষয় কিছুই জ্ঞান করিতে সমর্থ হইবেন না, সেইজন্য মালসা নাম দিতে হইল। আমরা ইংরেজী-ভাষাপন্ন হইয়া পড়িভেছি : এষ্ট ঔষধের নামকরণ তাই বিজ্ঞানীয়

ভাষায় করিতে বাধা হইল।—নচে: উপায় নাই। বলব দেখি, মোমরস মা দিলে,
মাধারগে কি দুখিবেন ?

চরক-ঐশ্ব অনন্তরত্নের ভাণ্ডার ;—মহা কলতরুস্বরূপ !

মাধক এবং ভক্ত একান্ত মনে যাচা খুজিবেন,

উদাত্তে তাহাট পাইবেন।

বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর সালসা

মেট চরক-মহাগাগর মস্মন পূর্জক উখিত হইয়াছে !

এ সালসা-বোতলকে যথান্তরিত্র অমৃতপূর্ণ

কলস বলিলে অত্যাতি তমসনা।

বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর সালসা

এক মহাতেজঃস্বরূপ। উত্তর চীনদেশ হইতে আনীত কোন লভাবিশেষের এমনি
জ্ঞান যে, এ সালসা সেবনের পাঁচ মিনিট পরেই দেহে এবং মনে মহাকৃতি অমৃতভূত
হইবে। মনে হইবে, শরীরে যেন কোন বৈদ্যাতিক ক্রিয়া নিম্ন হইল। এই মহাশক্তি-
স্বরূপিণী সালসা-সুখা পানে মনঃ-প্রাণ স্বর্গীয় স্থখে বিভোর হইয়া উঠিবে। এ সালসা
নহজ-শরীরেও সেবনীয়।

কঠোর পরিশ্রমের পর সেবন করিলে

সঙ্গে সঙ্গে শ্রান্তিদূর হয়।

বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর সালসা

সদগন্ধযুক্ত এবং খাইতে সুস্বাদু।

এ সুখা সর্বরোগহর।

বাস্তালী ঘোষনে বৃদ্ধ—৩২ বৎসর পূর্ণ মা হইতেই অনেক বাস্তালীর অঙ্গ শিথিল
হইয়া পড়ে; ৪২ বর্ষ বয়সে প্রকৃতই অনেকে জরাগ্রস্ত হন। বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর
সালসা যথানিয়মে সেবন করিলে, মানব-দেহে সহজে জরা আক্রমণ করিতে পারিবে
না। শরীর সবল, সতেজ, সটান থাকিবে। যিনি ৩০ বৎসরের বৃদ্ধ, অশ্রের-মাংস

বাহার লোগ উঠিয়াছে, কটীত কুজলাব পায়ণ করিবার উপকম করিতেছে,—তিনি
তিন মাস কাল এই বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর মালসা সেবন করিয়া দেখুন,
শরীরে মত্যা-মতাই সেন নবযৌবনের আবির্ভাব হইবে। বলবীর্ঘ্য বিলক্ষণ বৃদ্ধি
পাইবে। ঠিক্ যেম নতুন মানুষ হইবেম। বাহারা বিশেষ পরীক্ষা করিতে চাঠেন,
তাহারা ঔষধ-সেবনের পূর্বে এক বার নিজ দেহের ওজন লইবেন এবং ঔষধ-সেবনের পর
প্রতিমাসে এক এক বার ওজন লইবেন, দেখিবেন, ক্রমশই আপনাব ওজন-বৃদ্ধি হইতেছে
এবং দেহে বলের আধিকা হইতেছে। শিশু, বালক, যুবক, বৃদ্ধ, স্ত্রী—সকলেই বি, বসু
এণ্ড কোম্পানীর মালসা সেবন করিতে পারেন।

বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর মালসা

সেবন করিলে, নানা রোগ আরাম হয়। অস্বাধো অধামতঃ গহজে এবং শীঘ্র এই
রোগগুলি দূর হয় :—(১) দুগ্ধিত রক্তকে পরিষ্কার করে; (২) নাক ভাটকে ষোটা করে;
(৩) কৃশ বক্তিকে সবল ও স্থলদেহ করে; (৪) ক্ষয়গ্রস্ত হয়; (৫) কোষ্ঠ পরিষ্কার
হয়; (৬) লাবণ্য-বৃদ্ধি হয়; (৭) স্মরণশক্তি এবং মেধা-বৃদ্ধি হয়।

বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর মালসা

নিম্নলিখিত রোগে মনশক্তির জায় কার্ষ্য করে :—(১) নানা প্রকার পারার ঘা; (২)
নানা প্রকার চর্মরোগ; (৩) ধোষ, চুলকুনি; (৪) গর্ষির ঘা; (৫) বাতরোগ;
(৬) গাঁটের বেদনা ও ফোলা; (৭) শরীরে অগ্নি স্থানে বেদনা; (৮) অর্শ ও ভগন্দর;
(৯) অস্ত্রাদি-বোম; (১০) মোহ অদি প্রস্রাবের পীড়া।

বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর মালসা

(১) পুরুষত্ব-হানির মর্হৌষধ; (২) স্ত্রীর 'বিবিধ দোষ নিষারণে ব্রহ্মার; (৩)
নানাক্রপ কাম-রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ; (৪) কৃষি-রোগের মর্হৌষধ; (৫) জ্বর-রোগে পুনঃ
পুনঃ আক্রান্ত হইয়া বাহারা অভিশয় ক্ষীণদেহ হইয়াছেন, তাহাদের ইচ্ছা সেবন করা
একান্ত বিধেয়। উদবস্থায় সেবন করিলে পুনরায় জ্বরের আশঙ্কা থাকে না।

বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর মালসা

সেবন করিয়া গলিত-কৃষ্ঠ রোগ পর্যন্ত আরাম হইয়াছে।

কলি-কলুষ-নাশক এই মর্হৌষধ—এই সোমরস—এই মহাশক্তি,—এই আয়ুর্কৌমোদী
মালসা, একবার সেবন করিয়া দেখুন, তাহে তাহে প্রত্যক্ষ সত্ত ফল পাঠিবেন। অন্তরেণ
মর্কটরোগ দূর হইবে।

মূল্যাদি ।

	মূল্য	ডাঃমাঃ	প্যাকিং
১নং আধপোওয়া শিশি	১৮/০	... ১০	... ৮/০
২নং একপোওয়া শিশি	১৮/০	... ৮০	... ৮/০
৩নং দেড়পোওয়া শিশি	১৮/০	... ১৮	... ৮/০

ভ্যালুপেবলে লইলে মূল্য আরও দুই আনা বা চারি আনা অধিক পড়ে। দুই শিশি বা চারি শিশি, ছয় শিশি অথবা এক ডজন একত্র লইলে ডাকমাশুল কিছু কম পড়ে। রেল-ওয়ে ষ্টেশনের নিকট যাহাদের বাড়ী, তাহারা রেল-পার্শ্বলৈ এই সালমা দুই শিশি, চারি শিশি ছয় শিশি বা এক ডজন একত্র লইলে, মাশুল আরও কম পড়ে। ডাক-যোগে ঔষধ লইবেন, কি রেল-পার্শ্বলৈ ঔষধ লইবেন,—তাহা গ্রাহকগণ স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন। রেল-পার্শ্বলৈ ঔষধ লইলে কোন্ ষ্টেশনে ঔষধ পাঠাইতে হইবে, তাহাও যেন পত্র লেখা থাকে। প্যাকিং চার্জ স্বতন্ত্র; ৩নং এক ডজন শিশি একত্র লইলে মার প্যাকিং চার্জ প্রায় ৮ আট টাকা ডাঃমাঃ লাগে। রেলওয়ে পার্শ্বলের মাশুল কলিকাতা হইতে রেলপথের দূরত্ব অনুসারে স্থিরীকৃত হয়।

বিশেষ কথা ।

১নং এক ডজন সালমা লইলে কমিশন এক টাকা; ২নং এক ডজন সালমার কমিশন দেড় টাকা; ৩নং এক ডজন সালমার কমিশন দুই টাকা। এক ডজনের কম লইলে কেহ কমিশন পাইবেন না। এমন কি, এগার শিশি একত্র লইলেও, কেহ কমিশন পাইবেন না।

১নং (আধপোওয়া) এক শিশি সালমা ৪ দিন সেবনীয়; ২নং (একপোওয়া) এক শিশি ৮ দিন সেবনীয়; ৩নং (দেড়পোওয়া) এক শিশি ১২ দিন সেবনীয়। ৪ দিন সেবন করিলেই উপকার জানিতে পারিবেন।

কতিপয় কথা ।

বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর এই সালমা সেবনকালে, সাধারণতঃ বিবি-নিবেধ কিছুই নাই। আফিসের, আদালতের, বা স্কুলের, বা অশ্রান্ত কাজকর্ম সাধারণতঃ সকলেই করিতে পারিবেন।

স্ত্রীলোকের পক্ষে এ সালমা অতি কলপ্রদ। স্ত্রীজনশুলভ রোগাদি ইহাতে সহজেই আরোগ্য হইয়া থাকে।

এ সালমা এক মাস কাল সেবন মা করিলে, সাধারণতঃ সম্যক কল পাওয়া যাইবে না। অধিকাংশ হলে, এক মাসেই দেহ মীরোগ হইবে। কিন্তু যাহাদের বহুতর জটিল পীড়া, কিংবা যাহাদের বংশে পুরুষানুক্রমে পারাষটিক রোগের বীজ প্রবেশলাভ

করিয়াছে, তাহাদিগকে কিছু অধিক দিন বাপিয়া, ততঃ দুই মাস কাল বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর মালসা সেবন করিতে হইবে।

কিন্তু মানাষিধ অত্যাচার হেতু যাহাদের দেহ অত্যন্ত দুর্বল ও শিথিল হইয়া পড়িয়াছে, পুরুষ-লোপের উপক্রম হইয়াছে,— অথবা যাহাদের বয়স অধিক হওয়া হেতু, ঐ সকল রোগ স্বতই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তাহাদের পক্ষে এ মালসা তিন মাস সেবন করা কর্তব্য। কিন্তু তৎকালীন হইবে, আবার অবশেষ দেখা দিবে,—আবার ফুলে ফলে পরিশোধিত হইবে,— সুতরাং এরূপ স্থলে, তিন মাসকাল বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর মালসা সেবন না করিলে, চলিবে কেন?

মালসা পাইবার ঠিকানা,—

কলিকাতা, ৭৯নং হারিসন রোড, পটল-ডাঙ্গা, বিজয়া
বটিকা কার্যালয়ে বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর নিকট এ মালসা
প্রাপ্তব্য।

বি, বসু এণ্ড কোম্পানীঃ

মলম

সকল রকম ব্যাধির ইহা মহৌষধ। শরীরের যে কোন স্থানে, যেদ্রুপ প্রকারের ক্ষত হউক না কেন, মাত্র দিন এ মলমের প্রলেপ দিলে, সে ক্ষত বিলুপ্ত হইবে। যাহাদের পক্ষির বা প্রবল এবং যাহাদের পারাজনিত গায়ের বা প্রবল, তাহাদিগকে এ মালসা সেবনের সঙ্গে সঙ্গে এই মলম ব্যবহার করিতে হইবে। ইহা অত্যন্ত নিরোপ মলম। কুষ্ঠের বা পয্যস্ত ইহাতে ভাল হয়।

১মঃ মলমের কোটার মূল্য ৯০ ; ২মঃ মূল্য ১০০ ; ৩মঃ মূল্য ১১০০। ডাঃমাঃ প্যাঙ্কিং চার্জ ইত্যাদি সমস্তই বিজয়া বটিকার দ্বারা।—কলিকাতা, ১৯নং হারিসন রোড বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর নিকট প্রাপ্তব্য।

ଉଦରାମୟ ବଟିକା

ପେଟେର ଅସ୍ୱାସ-ଶ୍ୱାସ ବାନ୍ତି-ମାତ୍ରେରହି ଉଦରାମୟ ବଟିକା ସେବନ କରା ବିଧେୟ ।
 ରୋଗେ ଧିନି ଭୁଗିତେଲେନ,—ସାହାର ପାତଳା ଅପାକ ବାଧେ ହସ, ଗମୟେ-ଗମୟେ ଦୟା
 ହସ, ପେଟ କାନ୍ଦୁଅ, ପେଟ ଛୁଡ଼ ଛୁଡ଼ କରେ, ପେଟ କାମ୍ପେ,—ଉଦରାମୟ ବଟିକା ସେବନେ
 ଆଶୁ ଉପକାର ପାଇବେନ । ଆମାଶୟ ଓ ରକ୍ତାମାଶୟ ରୋଗେ, ଶାରୀରିକ-ସ୍ୱରୂପ
 ଦିନେର ପେଟେର ମିଡ଼ା,—କଠିନ ଶରୀରରୋଗ, ଉଦରାମୟ ବଟିକା ସେବନେ ମହତ୍ତ୍ୱ
 ହୁଏନାହିଁ,—ଏମନ୍ତ ହାଜାର ହାଜାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଆଛି । ରୋଗୀର ଜୀବନେ ହତାଶ ହୁଏନା,
 ଓ କବିରାଜ ସେ ରୋଗୀକେ ଛାଡ଼ିଯା ଦିଆଛେନ, ଏମନ୍ତ ସକଳ ରୋଗୀଓ ଅନେକ ଗମୟ ଉଦରାମୟ
 ବଟିକାର ଆରୋଗ୍ୟ ହୁଏନାଛେନ । ସାହାର ଶ୍ୱାସ ଏବଂ ପେଟେର ମିଡ଼ା ଏ ଉଭୟହିଁ ଆଛି, ଡାକ୍ତାଙ୍କେ
 ବିଜୟା ବଟିକାର ସହିତ ଉଦରାମୟ ବଟିକା ସେବନ କରିତେ ହୁଏବେ ।

ଉଦରାମୟ ବଟିକାର ମାତ୍ରା	ମୂଲ୍ୟ	ଡାକ୍ତାଙ୍କ	ପ୍ୟାକିଂ
୧ ନଂ କୋଟା ... ୨୦	୧୧/୦	୧୦	୧୦
୨ ନଂ କୋଟା ... ୪୦	୧୨/୦	୧୦	୧୦
୩ ନଂ କୋଟା ... ୬୦	୧୩/୦	୧୦	୧୦

ଭାଲୁପେବେନେ ଲାଭେ ଆରତ ହୁଏ ଆନା ଅଧିକ ଲାଗେ । (ପାହିକେରୀଦର ବିଜୟା
 ବଟିକାର ଛାୟା ।)

ପ୍ରଶଂସା-ପତ୍ର ।

ସହାୟ । ଅନେକ ଦିନ ହୁଏତେ ଆମି ଉଦରାମୟ ରୋଗେ ଭୁଗିତେଲିଲି । ଆୟୁର୍ବେଦୀୟ
 ଏବଂ ହୋମିଓପାଥିକ ଚିକିତ୍ସାର କୌଣସି ଫଳ ହୁଏ ନାହିଁ, ମୋରାଗ୍ୟାତ୍ରେ ଆପନାର ୧ କୋଟା
 ଉଦରାମୟ ବଟିକାଦେହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଗାହି । ଏକଦେ ସେ ରାଧିବାର ଜନ୍ମ ଆର
 ଏକ କୋଟାର ଆମାର ଆବଶ୍ୟକ ଆଛି ; ଅନୁଗ୍ରହପୂର୍ଣ୍ଣକ ଡାକ୍ତାଙ୍କେ ପାଠାଇଗା ଦିବେନ ।

ଶ୍ରୀ ଡାକ୍ତରାଧୀନୀ ଲୀଳ । ଡେପୁଟି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍, ଉଡ଼ିସା, କଟକ ।

ଉଦରାମୟ ବଟିକା ପାହିବାର ଠିକାନା ।

କଲିକାତା ୧୯ ନଂ ହାରିସନ ରୋଡ୍ରେ ସି, ସମ୍ବ ୧୭ କୋଃ ଏଜେଣ୍ଟେର ମିକଟ୍ ଅଫିସ୍
 ଓ ଡାକ୍ତରାଧୀନୀ ଲୀଳ, ଏକଦେ ସହାୟକାରୀ ଡାକ୍ତର, ସି, ସମ୍ବର ମିକଟ୍ ଅଫିସ୍ ।